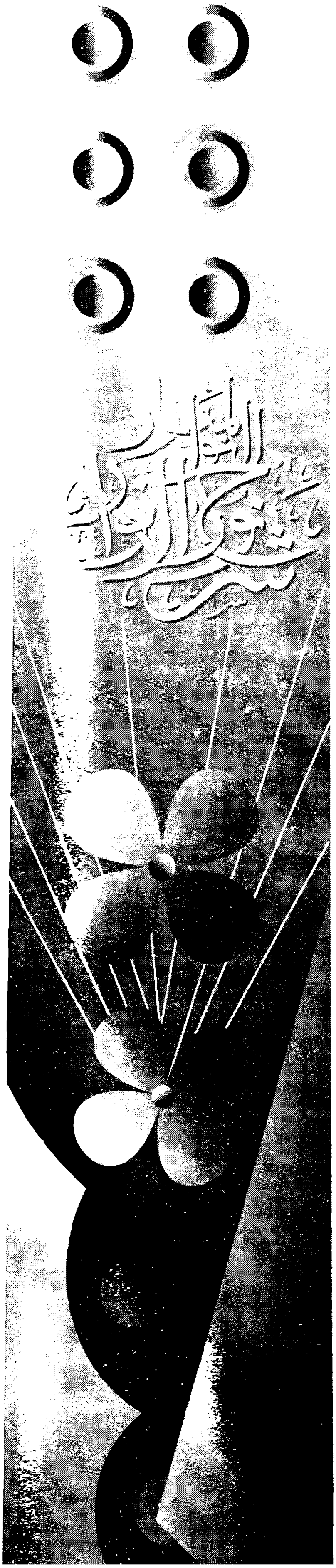

বাংলাদেশ কওমী মাদরাসার নেসাব অনুযায়ী লিখিত

আনওয়ারুল মানার
শরহে
নুরুল আনওয়ার
[সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস]

অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা শামসুল হক
কামিল [হাদিস, ফিক্‌হ, আদব ও তাফসীর] ফার্স্ট ক্লাস
উপাধ্যক্ষ, ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, কুমিল্লা

মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীকুল্লাহ
এম. এম; এম. এফ [ফার্স্ট ক্লাস] বি. এ [স্ট্যান্ড] এম. এ
প্রধান আরবি প্রভাষক
হায়দারাবাদ হোসাইনিয়া সিনিয়র [ফাযিল] মাদরাসা, গাজীপুর

মাওলানা মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
দাখিল, আলিম [স্কলার] ফাযিল [১১তম স্ট্যান্ড] কামিল [৩য় স্ট্যান্ড]
বি. এ [১২তম স্ট্যান্ড] এম. এ [৩য় স্ট্যান্ড]
অধ্যক্ষ, নেছারাবাদ ছালেহিয়া ফাযিল মাদরাসা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর

মাওলানা মুহাম্মদ আমিন উল্লাহ
কামিল [হাদিস ও তাফসীর] ফার্স্ট ক্লাস; এম.এ [ইসলামিক স্টাডিজ] ফার্স্ট ক্লাস
মুহাদ্দিস, শাহতলী কামিল মাদরাসা, চাঁদপুর

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রকাশক
মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম.এম.
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হাদিয়া
২৫০.০০ টাকা মাত্র

শব্দ বিন্যাস
আল মাহমুদ কম্পিউটার হোম
২৮/এ, প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূদ্রণে
ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
২৮/এ, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শায়খ আহমদ ইবনে আবূ সাঈদ ওরফে মোল্লা জিয়ন (র.) রচিত উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রের সুবিখ্যাত মূল্যবান গ্রন্থ **'নূরুল আনওয়ার'**-এর নির্ভরযোগ্য বাংলা সংস্করণ গ্রন্থ **'আনওয়ারুল মানার শরহে নূরুল আনওয়ার'** [ফাযিল অংশ] মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলীর খেদমতে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা তাঁর শাহী দরবারে শোকর আদায় করছি। লেখকবৃন্দ এ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে ইবারতের **শাব্দিক অনুবাদ, সরল অনুবাদ, সংশ্লিষ্ট আলোচনা ও ফিকহী ইমামদের মতভেদ** সুচারুভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, এ গ্রন্থটি মাদরাসায় শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুবই উপকারী ও ফলপ্রসূ হবে।

আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। তবে মৌলিক কোনো ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের আশা পোষণ করছি।

পরিশেষে আমরা আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে প্রার্থনা করছি যে, এ গ্রন্থটি তিনি লেখক, পাঠক, প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাত ও সাফল্যের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা

এম. এম

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. تلخيص المنار : مقدمة [ভূমিকা : নূরুল আনওয়ার (মূলগ্রন্থ মানার)-এর সার-সংক্ষেপ]	৫
২. اقسام السنة [সুন্নতের শ্রেণীবিভাগ]	১৫
৩. اقسام الرواة [রাবীদের শ্রেণীবিভাগ]	৩০
৪. بيان حديث المصراة [حديث مصراة -এর বর্ণনা]	৩৪
৫. شرائط الرواى [রাবীদের শর্তাবলি]	৪৩
৬. تعريف العقل [عقل -এর পরিচয়]	৪৩
৭. تعريف الضبط [ضبط -এর পরিচয়]	৪৬
৮. تعريف العدالة [عدالة -এর পরিচয়]	৫০
৯. التقسيم الثانى فى الانقطاع [দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ ইনকিতা' প্রসঙ্গে]	৫৮
১০. التقسيم الثالث فى بيان محل الخبر [তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ محل الخبر প্রসঙ্গে]	৬৬
১১. التقسيم الرابع فى بيان نفس الخبر [চতুর্থ শ্রেণীবিভাগ স্বয়ং খবর প্রসঙ্গে]	৭৪
১২. وجوه الطعن فى الرواية [রিওয়ায়াতের মধ্যে দোষ-ত্রুটির বিভিন্ন কারণ প্রসঙ্গে]	৮৮
১৩. وقوع التعارض بين الحجج [দলিলসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সংঘটন]	১০০
১৪. وقوع التعارض بين الخبرين [দু'টি খবরের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সংঘটন]	১৩৫
১৫. اقسام البيان [বয়ানের শ্রেণীবিভাগ]	১৩৯
১৬. تعريف النسخ ومحله [نسخ -এর পরিচয় ও তার প্রয়োগস্থল]	১৬৭
১৭. اقسام المنسوخ [মানসূখের শ্রেণীবিভাগ]	১৮৭
১৮. بيان افعال النبى ﷺ [নবী করীম ﷺ -এর কর্মসমূহের বর্ণনা]	১৯৩
১৯. حكم شرائع من قبلنا [আমাদের পূর্ববর্তী শরিয়তের হুকুম প্রসঙ্গে]	২০৬
২০. حكم تقليد الصحابى [সাহাবীদের অনুসরণের হুকুম]	২০৯
২১. حكم تقليد التابعى [তাবেয়ীদের অনুসরণের হুকুম]	২১৬
২২. باب الاجماع [ইজমা প্রসঙ্গে]	২১৯
২৩. ركن الاجماع [ইজমার রুকন]	২১৯
২৪. اشتراط كون اهل الاجماع [আহলে ইজমা হওয়ার শর্ত]	২২২
২৫. شرط الاجماع وحكمه [ইজমার শর্ত ও তার তাৎপর্য]	২২৮
২৬. داعى الاجماع [ইজমার উপলক্ষ]	২৩২
২৭. مراتب اهل الاجماع [আহলে ইজমার স্তর]	২৩৪
২৮. باب القياس [কিয়াস প্রসঙ্গ]	২৪০
২৯. حجية القياس عقلا ونقلا [আকলী ও নকলী দলিল দ্বারা কিয়াসের প্রমাণ]	২৪২
৩০. اثبات القياس بالحديث [হাদীস দ্বারা কিয়াসের প্রমাণ]	২৪৪
৩১. اثبات القياس واركانه [কিয়াসের শর্ত ও রুকনসমূহ]	২৬১
৩২. اقسام العلة [ইল্লতের প্রকারসমূহ]	২৯৫
৩৩. اغراض القياس [কিয়াসের উদ্দেশ্যসমূহ]	৩১৩
৩৪. مبحث الاستحسان [استحسان -এর আলোচনা]	৩২৩
৩৫. مبحث الاجتهاد [اجتهاد -এর আলোচনা]	৩৩৭
৩৬. شرائط الاجتهاد وحكمه [ইজতিহাদের শর্তাবলি ও তার হুকুম]	৩৩৭
৩৭. خطأ المجتهد وصوابه [মুজতাহিদের ভুল ও সঠিকতা]	৩৩৯
[illegible] دفع القياس [কিয়াস প্রতিরোধ]	৩৫২
[illegible] اقسام المعـ[illegible] [মুআরাযা'র শ্রেণীবিভাগ]	৩৭৩
[illegible] دفع [illegible] [মুআরাযা'র খণ্ডন]	৩৯৬

مُقَدِّمَةٌ : ভূমিকা

تَلْخِيْصُ الْمَنَارِ

নূরুল আন্ওয়ার (মূলগ্রন্থ মানার)-এর সার-সংক্ষেপ

⌐ সুন্নত ও তার শ্রেণীবিভাগ : ইতঃপূর্বে 'কিতাবুল্লাহ' অধ্যায়ে خَاصٌ ، عَامٌ ، أَمْرٌ ও نَهْيٌ ইত্যাদি যে সকল প্রকরণের বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর সব কয়টিই সুন্নতের মধ্যেও রয়েছে। এখানে সে প্রকরণগুলো পুনর্বার উল্লেখ করা হবে না; বরং শুধুমাত্র সে সকল প্রকরণই এখানে আলোচনা করা হবে, যা কেবলমাত্র সুন্নতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এ আলোচনাকে মোট চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা–

১. اَلتَّقْسِيْمُ الْأَوَّلُ فِىْ كَيْفِيَّةِ الْاِتِّصَالِ بِنَا : হাদীস আমাদের কাছে পৌছার ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাধারার পদ্ধতিগত শ্রেণীবিভাগ।

২. اَلتَّقْسِيْمُ الثَّانِىْ فِىْ كَيْفِيَّةِ الْاِنْقِطَاعِ : হাদীস আমাদের কাছে পৌছার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন বর্ণনাধারার পদ্ধতিগত শ্রেণীবিভাগ।

৩. اَلتَّقْسِيْمُ الثَّالِثُ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّ الْخَبَرِ : হাদীসের মহল তথা ব্যবহার ক্ষেত্রের বিবেচনায় তার শ্রেণীবিভাগ।

৪. اَلتَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ فِىْ نَفْسِ الْخَبَرِ : মূল হাদীসের শ্রেণীবিভাগ।

নিম্নে উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো–

১. اَلتَّقْسِيْمُ الْأَوَّلُ فِىْ كَيْفِيَّةِ الْاِتِّصَالِ بِنَا **[হাদীস আমাদের কাছে পৌছার ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাধারার পদ্ধতিগত শ্রেণীবিভাগ] :** এ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে তিন প্রকার হাদীস অন্তর্ভুক্ত।

ক. حَدِيْثٌ مُتَوَاتِرٌ - এটা পবিত্র কুরআন সমতুল্য অকাট্য দলিল। এর অস্বীকারকারী কাফির হয়ে যায়।

খ. حَدِيْثٌ مَشْهُوْرٌ - এর দ্বারা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান লাভ হয় এবং এটা আমলকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। এর অস্বীকারকারীকে ফাসিক আখ্যায়িত করা হয়।

গ. خَبَرُ وَاحِدٌ - রাবীর ব্যক্তি বিবেচনায় এর দ্বারা কখনো আমল ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়, আবার কখনো সুন্নত সাব্যস্ত হয়। এর অস্বীকারকারীকেও ফাসিক আখ্যায়িত করা হয়।

⌐ خَبَرُ مُتَوَاتِرٌ-এর পরিচয় : مُتَوَاتِرٌ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যে হাদীসের রাবীগণ সর্বযুগের সর্বস্তরে এত অধিক সংখ্যক যে, তাদের ন্যায়নিষ্ঠতা ও দূর-দূর অধিবাসের কারণে তারা একটি মিথ্যা ভাষণ রচনার উপর ঐক্য গড়ে তুলছেন বলে আদৌ ধারণা করা যায় না এবং আমাদের পর্যন্ত হাদীসটি পৌছতে প্রথম যুগ, মধ্য যুগ ও সর্বশেষ যুগের রাবীদের সংখ্যাধিক্য একই রকম বহাল থাকে। এরূপ হাদীসের দ্বারা যুক্তিতর্কমুক্ত জ্ঞান ও ইলমে ইয়াকীন অর্জিত হয়।

⌐ حَدِيْثٌ مَشْهُوْرٌ-এর পরিচয় : مَشْهُوْرٌ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যা মূলে خَبَرُ وَاحِدٌ, প্রথম শতাব্দীতে যার বর্ণনাকারীগণ স্বল্প সংখ্যক ছিল; কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে এত অধিক সংখ্যক রাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাদের সম্পর্কে হাদীসটি মিথ্যা রচনা করার উপর ঐক্য গড়ে তোলার আদৌ ধারণা করা যায় না। এরূপ হাদীস দ্বারা عِلْم طَمَانِيَّتْ তথা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়।

⌐ خَبَرُ وَاحِدٌ-এর পরিচয় : خَبَرُ وَاحِدٌ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যে হাদীস প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে খ্যাতি লাভ করেনি; বরং ঐ তিন যুগে হাদীসটি প্রত্যেক স্তরে এক বা একাধিক রাবী বর্ণনা করেছেন; কিন্তু مُتَوَاتِرٌ বা مَشْهُوْرٌ পর্যায়ে পৌছেনি। এরূপ হাদীস দ্বারা عِلْم ظَنِّىْ তথা ধারণামূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। এ প্রকারের হাদীস দলিলরূপে গ্রহণযোগ্যতার জন্যে রাবীর ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া অপরিহার্য।

এই ব্যক্তিগত অবস্থাভেদে রাবী তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন–

ক. اَلرَّاوِى الْمَعْرُوْفُ بِالْفِقْهِ وَالْمُتَقَدِّمُ فِى الْاِجْتِهَادِ অর্থাৎ রাবী এমন এক ব্যক্তি যিনি ফিক্হশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং ইজতিহাদে অগ্রগামী। যেমন– খোলাফায়ে রাশেদীন, আবাদিলায়ে ছালাছাহ্ অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত, উবাই উবনে কা'ব, মুআয ইবনে জাবাল, আবূ মূসা আল-আশয়ারী, আয়েশা (রা.) প্রমুখ। এ সকল ফকীহ ও মুজতাহিদ রাবীদের خَبَرُ وَاحِدٌ নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য এবং এদের হাদীসের বিপরীতে قِيَاسٌ পরিত্যাজ্য।

খ. اَلرَّاوِى الْمَعْرُوْفُ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُوْنَ الْفِقْهِ অর্থাৎ রাবী এমন ব্যক্তি যিনি ন্যায়-নিষ্ঠায় এবং হাদীস ধারণে খ্যাতিমান; কিন্তু ফিক্হশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নন। যেমন– হযরত আবূ হুরায়রা, আনাস ইবনে মালিক, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, সালমান ফারেসী (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ। এ সকল ন্যায়-নিষ্ঠা ও হাদীস ধারণে খ্যাতিমান রাবীদের خَبَرُ وَاحِدٌ যদি قِيَاسٌ-এর অনুকূলে হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর প্রতিকূল হলেও অপারগ ক্ষেত্র ছাড়া তা পরিত্যাজ্য হবে না। অর্থাৎ এরূপ রাবীর হাদীস قِيَاسٌ বিরোধী হওয়ার সাথে সাথে যদি আমল করতে قِيَاسٌ-এর পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার অপারগতা দেখা দেয়, তবে হাদীসটি পরিত্যাজ্য হবে। যেমন– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত مُصَرَّاةٌ-এর হাদীসটি।

حَدِيْثُ مُصَرَّاةٍ-এর বিশ্লেষণ :

رَوَى اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَصُرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْلِبَهَا اِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَ رَدَّ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা উটনী ও বকরি একাধিক দিন দোহনমুক্ত রেখে দুধ পুঞ্জীভূত করো না। [উদ্দেশ্য যে, বিক্রয়ের সময় অধিক দুধ দোহন করত ক্রেতা থেকে অধিক মূল্য আদায় করা এবং তাকে প্রতারিত করা।] সুতরাং এমতাবস্থায় কেউ যদি উটনী অথবা বকরি ক্রয় করে থাকে, তাহলে দুধ দোহন করার পর তার এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে তা রাখতেও পারে, আর পছন্দ না হলে ফেরত দিতেও পারবে। তবে ফেরত দিলে এর সাথে এক সা' খেজুর দিতে হবে। [আর এ খেজুর সে দুধের বিনিময়ে দিবে যা সে দোহন করেছে।]

জমহুর আহনাফের মতে, হাদীসটি সর্বদিক বিচারে قِيَاسٌ-এর বিরোধী। কেননা, قِيَاسٌ হলো দুধের বিনিময়ে দুধ দিবে অথবা দুধের মূল্য দিবে। আর খেজুরকেই যদি বিনিময় হিসেবে ধার্য করা হয়, তাহলে قِيَاسٌ অনুযায়ী দুধের হ্রাস-বৃদ্ধি হারে খেজুরের মধ্যেও হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। অথচ সর্বাবস্থায় এক সা' খেজুরকে ওয়াজিব করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ কিয়াস বিরোধী।

উল্লেখ্য যে, বর্ণনাকারীগণের مَعْرُوْفٌ بِالْفِقْهِ وَالْعَدَالَةِ-এর উপযুক্ত পার্থক্য নির্ধারণ হযরত ঈসা ইবনে আবান (র.) ও তাঁর অনুসারী পরবর্তী যুগের আলিমগণের মতবাদ।

ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, হাদীসকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্যে বর্ণনাকারী ফকীহ হওয়া শর্ত নয়; বরং তাঁর মতে, কিতাবুল্লাহ ও সর্বজনবিদিত হাদীসের বিরোধী না হলে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারীর বর্ণনাই قِيَاسٌ-এর উপর অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত বক্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

مَا جَاءَنَا عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَعَنِ الرَّسُوْلِ فَعَلَى الرَّاْسِ وَالْعَيْنِ .

অর্থাৎ আমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে যেসব বিধান পৌঁছেছে তা আমাদের শিরোধার্য ও সদা দৃষ্টি গ্রাহ্য। অর্থাৎ নিঃসঙ্কোচে তা আমরা গ্রহণ করবো।

গ. اَلرَّاوِى الْمَجْهُوْلُ فِى الرِّوَايَةِ وَالْعَدَالَةِ অর্থাৎ রাবী এমন ব্যক্তি যিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ও ন্যায়-নিষ্ঠতা প্রসঙ্গে অজ্ঞাত, যার বর্ণিত একটি বা দু'টি হাদীস ছাড়া আর কোনো হাদীস কারো জানা নেই। এরূপ রাবীর নিম্নরূপ পাঁচটি অবস্থা হতে পারে।

১. এরূপ রাবী থেকে প্রবীণরা নির্বিরোধে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
২. অথবা, এরূপ রাবীর হাদীস প্রসঙ্গে প্রবীণরা বিরোধ করেছেন।
৩. অথবা, এরূপ রাবীর হাদীসের সমালোচনা থেকে প্রবীণরা নির্বাক থেকেছেন।

উল্লিখিত তিন অবস্থায় হাদীস مَعْرُوْفٌ-এর পর্যায়ে উপনীত হয়। অতএব, দলিল হিসেবে গ্রহণীয় হবে।

৪. অথবা, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীস প্রবীণরা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ অবস্থায় হাদীস অগ্রহণীয় হবে।
৫. অথবা, এরূপ রাবীর হাদীস প্রবীণদের মধ্যে আদৌ প্রকাশ পায়নি, তাই গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান কোনোটারই সম্মুখীন হয়নি। এ অবস্থায় হাদীসের উপর আমল করা জায়েজ; কিন্তু ওয়াজিব নয়।

❒ **হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণীয় হওয়ার জন্যে রাবীর শর্তাবলি :** বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে তার মধ্যে চারটি শর্ত পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক। ১. عَقْلٌ তথা জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। একটি নূরানী শক্তি যার দ্বারা মানুষ ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে। ২. ضَبْطٌ তথা ধারণশক্তি। বক্তব্যকে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করে ভালোভাবে তা বুঝে-শুনে সংরক্ষণ করে অন্যের নিকট হুবহু আদায় করাকে ضَبْطٌ বলে। ৩. عَدَالَتٌ তথা ন্যায়পরায়ণতা। কবীরা গুনাহ হতে সম্পূর্ণ বেঁচে থাকা এবং সগীরা গুনাহ বারংবার করা হতে বিরত থাকা ও নিকৃষ্ট কার্যাবলি বর্জন করে দীনের উপর অটল থাকাকে عَدَالَتٌ বলে। ৪. اِسْلَامٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার صِفَاتٌ ও ذَاتٌ-কে আন্তরিকতার সাথে মেনে নেওয়া এবং মুখে স্বীকার করা ও তাঁর আহকাম পালন করাকে ইসলাম বলে।

২. اَلتَّقْسِيْمُ الثَّانِىْ فِىْ كَيْفِيَّةِ الْاِنْقِطَاعِ **[হাদীস আমাদের কাছে পৌঁছার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন বর্ণনাধারার পদ্ধতিগত শ্রেণীবিভাগ] :** হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক বর্ণনাকারীদের নাম লাগাতার উল্লিখিত না হয়ে মাঝে-মধ্যে কোনো কোনো রাবীর নাম বাদ পড়ে যাওয়াকে اِنْقِطَاعٌ বলে। এ اِنْقِطَاعٌ দু' প্রকার।

এক. اِنْقِطَاعٌ ظَاهِرٌ অর্থাৎ যে কোনো শতাব্দীর রাবী তার ও রাসূল ﷺ-এর মাঝে বর্ণনা সূত্রের রাবীদের নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূল ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করা। এভাবে হাদীস বর্ণনা করাকে اِرْسَالٌ বলে। এরূপ اِرْسَالٌ সাহাবী থেকেও হতে পারে, তাবেয়ী থেকেও হতে পারে, তাবয়ে-তাবেয়ী থেকেও হতে পারে এবং তৎপরবর্তীদের থেকেও হতে পারে। সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবয়ে-তাবেয়ী-এর اِرْسَالٌ গ্রহণযোগ্য। তৎপরবর্তীদের اِرْسَالٌ ইমাম কারখী (র.)-এর মতে গ্রহণযোগ্য; কিন্তু ইমাম ইবনে আব্বান (র.)-এর মতে গ্রহণযোগ্য নয়।

দুই. اِنْقِطَاعٌ بَاطِنٌ অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে হাদীস অব্যাহত বর্ণনাধারাক্রমে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু অন্য কোনো কারণে এর মধ্যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে। এটা দু' প্রকারে হতে পারে।

ক. ত্রুটি-বিচ্যুতিটি স্বয়ং বর্ণনাকারীর মধ্যে থাকতে পারে। যেমন– বর্ণনাকারী কাফির হওয়া বা ফাসিক হওয়া অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক হওয়া। এ জাতীয় বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. অথবা, ত্রুটি-বিচ্যুতি কোনো আনুষঙ্গিক কারণে হতে পারে। যেমন– হাদীস কুরআনে কারীমের বক্তব্য বিরোধী হওয়া, কিংবা সর্বজনবিদিত হাদীসের বিরোধী হওয়া, অথবা প্রকাশ্য কোনো ঘটনার বিরোধী হওয়া, অথবা সাহাবীদের মধ্য থেকে সর্বজন মান্য ব্যক্তিদের হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করা। এ জাতীয় হাদীস সম্পূর্ণরূপে বর্জিত।

তিন. اَلتَّقْسِيْمُ الثَّالِثُ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّ الْخَبَرِ **[হাদীসের মহল তথা ব্যবহার ক্ষেত্রের বিবেচনায় তার শ্রেণীবিভাগ] :** হাদীস যেসব ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেসব ক্ষেত্র পাঁচটি হতে পারে। যথা– ১. حُقُوْقُ اللّٰهِ -এর দণ্ডবিধান ক্ষেত্র, ২. حُقُوْقُ اللّٰهِ -এর ইবাদত ক্ষেত্র, ৩. حُقُوْقُ الْعِبَادِ -এর একজনের উপর আরেকজনের শুধু দাবি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র, ৪. حُقُوْقُ الْعِبَادِ -এর একজনের উপর আরেকজনের দাবিশূন্য ক্ষেত্র এবং ৫. حُقُوْقُ الْعِبَادِ এক বিবেচনায় দাবি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র, অন্য বিবেচনায় দাবিশূন্য ক্ষেত্র। আলোচিত পাঁচটি ক্ষেত্রের বিচারে উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগের মধ্যে মোট পাঁচ প্রকার হাদীস অন্তর্ভুক্ত।

চার. اَلتَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ فِيْ نَفْسِ الْخَبَرِ **[মূল হাদীসের শ্রেণীবিভাগ] :** এটা কয়েকভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ হলো خَبَرٌ শুধু সত্যজ্ঞান সম্বলিত। যেমন– রাসূল ﷺ -এর খবর। দ্বিতীয় ভাগ হলো خَبَرٌ শুধু মিথ্যাজ্ঞান সম্বলিত। যেমন– ফেরাউনের খোদায়ী দাবির খবর। তৃতীয় ভাগ হলো خَبَرٌ সম্ভাব্য সত্যজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের কোনো একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। যেমন– যাবতীয় শর্তসম্পৃক্ত ন্যায়-নিষ্ঠ ব্যক্তির খবর। এই চতুর্থ ভাগের خَبَرٌ -এর জন্যে তিনটি দিক আছে– ১. طَرَفُ السَّمَاعِ, ২. طَرَفُ الْحِفْظِ, ৩. طَرَفُ الْاَدَاءِ -

❑ **হাদীস বর্জিত হওয়ার কারণসমূহ :** مَرْوِيٌّ عَنْهُ অর্থাৎ যাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তিনি যখন সম্পূর্ণ বর্ণনাই অস্বীকার করেন; কিংবা হাদীস বর্ণনা করার পর হাদীসটির বিপরীত আমল করেন এবং সে বিপরীত করা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে হয়, তবে উভয় অবস্থায়ই উক্ত হাদীস অনুসারে আমল করা যাবে না। আর যদি তিনি বর্ণনা করার পূর্বে স্বীয় বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করে থাকেন; কিংবা তৎকর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীস বিপরীত আমল করার তারিখই জানা না যায় যে, তিনি কি হাদীস বর্ণনার পূর্বে বিপরীত আমল করেছিলেন, নাকি হাদীস বর্ণনার পর বিপরীত আমল করেছেন? তবে এ অবস্থায় তার বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করা যাবে। আর বর্ণনাকারী তাঁর বর্ণিত হাদীসের সম্ভাব্য একাধিক অর্থের মধ্য হতে কোনো অর্থকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া সে হাদীসের অন্যান্য সম্ভাব্য অর্থের উপর আমল করা হতে বাধার সৃষ্টি করবে না। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا অর্থাৎ "ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত খেয়ারের অধিকারী থাকবে।" অত্র বর্ণনায় উল্লিখিত لَمْ يَتَفَرَّقَا দ্বারা কথাবার্তার বিচ্ছিন্নতা ও স্বশরীরে বিচ্ছিন্নতা, উভয়ের সম্ভাবনাই রাখে। অতঃপর তিনি (ইবনে ওমর) স্বশরীরে বিচ্ছিন্নতাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তবে তাঁর এ নির্দিষ্টকরণ আমাদের মত অনুযায়ী কথাবার্তার বিচ্ছিন্নতার অর্থের উপর আমল করাতে বাধা সৃষ্টি করবে না। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মাযহাব অনুসরণ করেছেন।

অতঃপর বর্ণনাকারীর নিজ বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করা হতে বিরত থাকা তার বিপরীত আমল করার অনুরূপ। (অর্থাৎ সে ক্ষেত্রেও তাঁর বর্ণিত হাদীস দলিলরূপে গ্রাহ্যকরণে বাধা সৃষ্টি করবে।) আর সাহাবীর আমল হাদীসের বিপরীত হওয়া তাঁর হাদীসের জন্যে অবশ্যই বাধা সৃষ্টি করবে তখন, যখন হাদীস স্পষ্ট অর্থবোধক হবে এবং অস্পষ্টতার কোনো সম্ভাবনা রাখবে না।

আমাদের মতে, হাদীসের ইমামগণের পক্ষ হতে কোনো অস্পষ্ট দোষারোপ [যেমন– এরূপ বলা যে, هٰذَا الْحَدِيْثُ مَجْرُوْحٌ অথবা এরূপ বলা যে, هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ] বর্ণনাকারীকে সমালোচিত করে না। হ্যাঁ, যখন এ আরোপিত দোষের এমন ব্যাখ্যা করা হয়, যা সর্বসমর্থিত হবে অথবা সমালোচনা এমন ব্যক্তি হতে প্রকাশিত হয়, যিনি দীনের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এবং তাঁর মধ্যে মানসিক সংকীর্ণতা পক্ষপাত দুষ্টি নেই। অতঃপর সংকীর্ণমনা বর্ণনাকারীর সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্যেই তাদলীস বা সনদ গোপন করা, তালবীস বা এলোমেলো করা, প্রাণীদের উৎক্ষিপ্ত করা, হাস্যরস করা, অল্প বয়স্ক হওয়া, বর্ণনায় অভ্যস্ত না হওয়া, ফিকহী মাসআলা অধিক বর্ণনা করা ইত্যাদি চরিত্রে চরিত্রবান ব্যক্তিদের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। [উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় تَدْلِيْسٌ [তাদলীস]-এর অর্থ হলো, সনদের বিস্তারিত বিবরণ গোপন রাখা। উদাহরণস্বরূপ এরূপ বলা যে, حَدَّثَنَا عَنْ فُلَانٍ قَالَ বা حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ اَخْبَرَنَا فُلَانٌ ইত্যাদি। আর تَلْبِيْسٌ [তালবীস] হলো, বর্ণনাকারী নিজ শায়খের সরাসরি নাম উল্লেখ না করে উপনামের মাধ্যমে তাঁকে উপস্থাপন করা অথবা তাঁর প্রসিদ্ধ বিশেষণ উল্লেখ না করে অখ্যাত বিশেষণ প্রয়োগ করা, যাতে লোকেরা তাঁকে চিনতে না পারে এবং তাঁর সমালোচনা করতে না পারে।]

❑ تَعَارُضٌ **[পরস্পর বিরোধ]-এর বর্ণনা :** শরিয়তের দলিলসমূহের মধ্যে আমাদের আমলের ক্ষেত্রে কখনো একটির সাথে অপরটির বিরোধ হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, আমরা তন্মধ্যে কোনটি নাসেখ বা রহিতকারী ও কোনটি মানসূখ বা রহিত, তৎসম্পর্কে অবহিত নই। অন্যথায় বাস্তবে শরিয়তের দলিলসমূহে কোনো বিরোধ নেই। এ জন্যে বিষয়টি সম্পর্কে খানিকটা বিশদ আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য যে, বিরোধকারী দলিলসমূহের বাস্তবতা এই যে, উভয় দলিল সমপর্যায়ের হবে। একটির উপর অপরটির কোনোভাবে অগ্রাধিকার থাকবে না, যাতে বিশেষ্য তথা বস্তুগতভাবেও নয় এবং বিশেষণ তথা গুণগতভাবেও নয়। আর উভয় দলিল সম্পূর্ণ

পরস্পর বিরোধী দু'টি হুকুমের ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হবে। এ জন্যে تَعَارُضْ-এর শর্ত এই যে, হুকুমের বিভিন্নতা সত্ত্বেও দলিল দু'টির ক্ষেত্র ও সময় একই হতে হবে। অতঃপর এর হুকুম এই যে, যদি কুরআনের দু'টি আয়াতের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়, তখন সাহাবায়ে কেরামের উক্তির প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। অনন্তর যখন উল্লিখিত দলিলের পরস্পর বিরোধের সমাধান ক্ষেত্রে হাদীস অথবা সাহাবায়ে কেরামের উক্তির মধ্য থেকে কোনোটির প্রতি মনোনিবেশ করার অবকাশ না থাকে বা সমাধান দুষ্কর হয়ে পড়ে, তখন تَقْرِيْر أُصُوْل অর্থাৎ প্রত্যেক দলিলের বিষয়বস্তুকে তার মৌলিক অবস্থায় বহাল রাখা ওয়াজিব হবে।

❒ **বিরোধ নিরসন পদ্ধতি :** নিম্নোক্ত পাঁচটি পদ্ধতিতে দলিলসমূহের পারস্পরিক বিরোধ নিরসন করা যেতে পারে।

১. বিরোধ নিরসন হয়তো দলিলের দিক বিবেচনায় হবে। এভাবে যে, উভয় দলিল সমপর্যায়ের নয়। যেমন– একটি দলিল খবরে মাশহুর, অপরটি খবরে ওয়াহিদ অর্থাৎ একটি শক্তিশালী ও অন্যটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তবে এরূপ শক্তিশালীকে দুর্বলের উপরে অগ্রাধিকার দান করা হবে।

২. কিংবা বিরোধ নিরসন হুকুমের দিক বিবেচনায় হবে। এভাবে যে, তাদের একটি পার্থিব হুকুমের সাথে সম্পর্কিত, অপরটি পরকালীন হুকুমের সাথে সম্পর্কিত হবে। যেমন– يَمِيْن বা শপথ সংক্রান্ত সে সকল আয়াত যা সূরা বাক্বারাহ ও মায়েদায় উল্লিখিত হয়েছে। সূরা বাক্বারার আয়াত– لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ পরকালীন শাস্তি প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে। আর সূরা মায়েদার আয়াত– لَا يُؤَاخِذُكُمْ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْأَيْمَانَ-কে পার্থিব শাস্তি প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে।

৩. অথবা বিরোধ নিরসন বিষয়বস্তুর অবস্থার দিক বিবেচনায় হবে। এভাবে যে, তাদের একটিকে এক অবস্থার উপর, অন্যটিকে অপর অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী, حَتّٰى يَطْهُرْنَ [তাখফীফ রীতিতে] এটাকে সে অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে, যে অবস্থায় স্ত্রীলোকটির ঋতুস্রাব দশ দিনের মাথায় বন্ধ হয়েছে। আর حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ [তাশদীদ রীতিতে] এটাকে সে অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে, যে অবস্থায় স্ত্রীলোকটির ঋতুস্রাব দশ দিনের কমে বন্ধ হয়ে যাবে। তাখফীফের পঠন রীতিতে সঙ্গম জায়েজ হওয়ার জন্যে শুধু ঋতুস্রাব দশ দিনের কমে বন্ধ হয়ে যাবে। তাখফীফের পঠন রীতিতে সঙ্গম জায়েজ হওয়ার জন্যে শুধু ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়াই যথেষ্ট। আর তাশদীদের পঠন রীতিতে স্ত্রী গোসল করা বা পূর্ণ এক নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়া শর্ত।

৪. কিংবা বিরোধ নিরসন সময়কালগত স্পষ্ট ভাষায় পার্থক্য প্রকাশের বিবেচনায় হবে। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী, أُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ গর্ভবতীগণের ইদ্দতের মেয়াদকাল হলো গর্ভ প্রসব করা। এরপর সূরা বাক্বারায় উল্লিখিত আয়াত– وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا অর্থাৎ স্বামীমৃত স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

৫. অথবা বিরোধ নিরসন সময়কালগত অস্পষ্ট ভাষায় পার্থক্যের বিবেচনায় হবে। যেমন– مُحَرِّمْ বা হারাম সাব্যস্তকারী দলিল ও مُبِيْح তথা হালাল সাব্যস্তকারী দলিল যখন একত্র হবে, তখন হারাম অগ্রাধিকার পাবে। যেমন– مُثْبِتْ তথা ইতিবাচক দলিল ও نَافِيْ তথা নেতিবাচক দলিল একত্র হবে, তখন ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.)-এর মতে مُثْبِتْ-এর উপর আমল করা উত্তম। আর হযরত ইবনে আব্বাস (র.)-এর মতে উভয়ের মধ্যে বিরোধ বহাল থাকবে। এমতাবস্থায় বর্ণনাকারীর অবস্থা বিবেচনায় অগ্রাধিকার দানের প্রতি মনোনিবেশ করা হবে।

❒ **دَلِيْل مُثْبِتْ ও دَلِيْل نَافِيْ-এর বিরোধ নিরসনের নীতিমালা :** مُثْبِتْ তথা ইতিবাচক দলিল এবং نَافِيْ তথা নেতিবাচক দলিলের বিরোধের বেলায় নীতিমালা এই যে, نَافِيْ তথা নেতিবাচক দলিলের তিন অবস্থা হতে পারে। যেমন– ১. نَافِيْ দলিলটি সেই শ্রেণীভুক্ত হবে, যা তার দলিলের মাধ্যমে পরিচয় লাভ করা যাবে। ২. نَافِيْ-এর অবস্থা مُشْتَبِهْ বা সন্দেহজনক হবে; কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যাবে যে, বর্ণনাকারী دَلِيْل مَعْرِفَتْ-এর উপর নির্ভর করেছেন। এ দু' অবস্থায় نافى তথা নেতিবাচক দলিল مُثْبِتْ তথা ইতিবাচক দলিলের ন্যায় হবে। ৩. তৃতীয় অবস্থা এই যে, যদি نَافِيْ সে শ্রেণীভুক্ত না হয়, যার দলিলের মাধ্যমে পরিচয় লাভ করা যায়; কিংবা সে শ্রেণীভুক্ত না হয়, যাতে অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে, বর্ণনাকারী دَلِيْل مَعْرِفَتْ-এর উপর নির্ভর করেছেন, তবে এরূপ ক্ষেত্রে مُثْبِتْ তথা ইতিবাচক দলিল نَافِيْ তথা নেতিবাচক দলিল অপেক্ষা উত্তম।

❒ **বয়ানের শ্রেণীবিভাগ :** কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল ﷺ-এর দলিলসমূহ তার প্রকারভেদসহ বক্তার পক্ষ থেকে স্পষ্টকরণ ও ব্যাখ্যাদানের সম্ভাবনা রাখে। এটাকে উসূলুল ফিক্‌হের পরিভাষায় بَيَانْ বলে। অনন্তর بَيَانْ পাঁচ প্রকার। যথা– ১. بَيَان تَقْرِيْر অর্থাৎ আলোচিত বিষয়ের দৃঢ়তা প্রদানকারী বয়ান, ২. بَيَان تَفْسِيْر তথা ব্যাখ্যাকারী বয়ান, ৩. بَيَان تَغْيِيْر তথা আলোচিত বিষয় বিবর্তনকারী, ৪. بَيَان ضَرُوْرَتْ তথা বাধ্যবাধতাসূচক বয়ান, ৫. بَيَان تَبْدِيْل তথা রহিতকারী পরিবর্তনকারী বয়ান।

পাঁচ প্রকার বয়ানের পরিচয় :

১. بَيَان تَقْرِيْر : কোনো বাক্য বা শব্দের মর্মার্থকে কোনো শব্দ দ্বারা এমনভাবে সুদৃঢ় করাকে بَيَان تَقْرِيْر বলে, যাতে مَجَازْ বা خُصُوْص-এর সম্ভাবনা দূরীভূত হয়ে যায়। যেমন– আল্লাহ তা'আলার উক্তি, وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ [অর্থ : এমন কোনো

পাখি যা তার ডানায় ভর দিয়ে উড়ে বেড়ায়।)-এর মধ্যে طَائِر শব্দের রূপকার্থ 'দ্রুতগামী' হওয়ার সম্ভাবনাকে يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ শব্দ দ্বারা দূর করা হয়েছে। আর যেমন- আল্লাহ তা'আলার উক্তি, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ (সমস্ত ফেরেশতাগণ একই সাথে সিজদা করল।)-এর মধ্যে اَجْمَعُوْنَ উক্তি দ্বারা خُصُوْص-এর সম্ভাবনা দূর করা হয়েছে।

২. بَيَانْ تَفْسِيْر : কোনো অস্পষ্ট বিষয়কে স্বতন্ত্র বাক্যের মাধ্যমে ব্যাখ্যায়িত করাকে بَيَانْ تَفْسِيْر বলে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার উক্তি, اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ-এর মধ্যে اَلصَّلٰوةُ ও اَلزَّكٰوةُ অস্পষ্ট বিষয়দ্বয়কে রাসূল ﷺ -এর হাদীস দ্বারা বিভিন্ন اَرْكَانْ ও سُنَنْ ইত্যাদি দ্বারা ব্যাখ্যায়িত করা হয়েছে। আর উল্লিখিত দু'টি বয়ান مَوْصُوْلًا (সংযুক্তভাবে) এবং مَفْصُوْلًا (বিচ্ছিন্নভাবে) উভয় পদ্ধতিতে জায়েজ। তবে কতিপয় দার্শনিক, হানাবেলা ও শাফেয়ীগণের মতে কেবলমাত্র مَوْصُوْلًا (সংযুক্তভাবে) مُجْمَلْ ও مُشْتَرَكْ -এর বয়ান শুদ্ধ হবে।

৩. بَيَانْ تَغْيِيْر : প্রথমে উল্লিখিত কোনো বিষয়বস্তুকে পরবর্তী কোনো উক্তি দ্বারা বিবর্তিত করাকে بَيَانْ تَغْيِيْر বলে। এ بَيَانْ প্রায়শ تَغْيِيْر বা شَرْط اِسْتِثْنَاءْ দ্বারা সংঘটিত হয়। যেমন- اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ উক্তিতে اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ শর্ত দ্বারা اَنْتِ طَالِقٌ বক্তব্যের তাৎক্ষণিক কার্যকর তালাককে বিলম্বিত করে দেওয়া হয়েছে। আর এ জাতীয় বয়ান শুধুমাত্র مَوْصُوْلًا (সংযুক্তভাবে) শুদ্ধ হয়ে থাকে।

৪. بَيَانْ ضَرُوْرَةْ : কোনো বিষয়বস্তুর বাধ্যতামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করাকে بَيَانْ ضَرُوْرَتْ বলে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার উক্তি, وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ-এর মধ্যে وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ বক্তব্যটি মা এবং বাবার সমান সমান উত্তরাধিকার বুঝায়। তাই বাধ্যতামূলক ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ।

৫. بَيَانْ تَبْدِيْل : কোনো বিষয়বস্তু এক সময়ে হালাল ঘোষিত হওয়ার পরে ঐ বস্তু হারাম হওয়া, অথবা এর উল্টোরূপকে بَيَانْ تَبْدِيْل বলে। যেমন- এক সময়ে শরাব হালাল পরে হারাম ঘোষিত হওয়া এবং এক সময়ে পানপাত্র চতুষ্টয়ের ব্যবহার হারাম ঘোষিত হওয়ার পরে হালাল ঘোষিত হওয়া।

❑ **مَنْسُوْخ (রহিত)-এর শ্রেণীবিভাগ :** প্রকাশ থাকে যে, পাঁচ প্রকার বয়ানের সর্ব শেষোক্ত بَيَانْ تَبْدِيْل-এর অপর নাম হলো نَسْخ; কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বলেছেন, وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَكَانَ اٰيَةٍ অতঃপর ইরশাদ করেছেন- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এতদুভয় আয়াত দ্বারা نَسْخ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অতএব بَيَانْ تَبْدِيْل ও نَسْخ একই বিষয়। যা نَسْخ করা হয়, তাকে مَنْسُوْخ বলে।

❑ مَنْسُوْخ (রহিত) কয়েক প্রকার হতে পারে। যথা-

১. مَنْسُوْخُ التِّلَاوَةِ وَالْحُكْمِ جَمِيْعًا অর্থাৎ সে সকল আয়াত যার তিলাওয়াত ও হুকুম উভয়ই রহিত হয়ে গেছে। যেমন- সূরা আহযাব ও ত্বালাক্বের রহিত আয়াতসমূহ।

২. مَنْسُوْخُ الْحُكْمِ دُوْنَ التِّلَاوَةِ অর্থাৎ সে সকল আয়াত যেগুলোর হুকুম রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু তিলাওয়াত রহিত হয়নি। যেমন- لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্যে আমার ধর্ম)। এমনি আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোর হুকুম রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু তিলাওয়াত রহিত হয়নি।

৩. مَنْسُوْخُ التِّلَاوَةِ دُوْنَ الْحُكْمِ অর্থাৎ সে সকল আয়াত যেগুলোর তিলাওয়াত রহিত হয়েছে; কিন্তু হুকুম রহিত হয়নি। যেমন- ব্যভিচারী বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার رَجْم তথা প্রস্তর নিক্ষেপণ সংক্রান্ত আয়াত اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ইত্যাদি। এ আয়াতটির তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু হুকুম বহাল আছে।

৪. نَسْخُ وَصْفٍ فِى الْحُكْمِ অর্থাৎ হুকুমের কোনো বিশেষণ রহিত হওয়া। যেমন- হুকুমের عُمُوْم (সার্বজনীনতা) বা اِطْلَاقْ (শর্ত শূন্যতা) রহিত হয়ে যাওয়া এবং মূল বিধান অবশিষ্ট থাকা। উদাহরণস্বরূপ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ তথা মূল ভাষ্যের উপর কিছু বাড়িয়ে দেওয়া। যেমন- غُسْلُ رِجْلَيْنِ-এর হুকুম যা কুরআনের ভাষ্যের মাধ্যমে সাব্যস্ত, তার উপর مَسْحٌ عَلَى خُفَّيْنِ-এর কাজ বাড়িয়ে দেওয়া।

এ চতুর্থ প্রকার আমাদের মতে নস্‌খ বা রহিতকরণ। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, বিশিষ্টকরণ ও বয়ান। সুতরাং আমাদের মতে, এ নস্‌খ খবরে মুতাওয়াতির বা খবরে মাশহুর ব্যতীত জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বয়ানের অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় খবরে ওয়াহিদ ও কিয়াসের মাধ্যমে জায়েজ হবে।

❑ **রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বেচ্ছাকৃত কার্যাবলির বিধান :** রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বেচ্ছাকৃত সব কর্মকাণ্ড আমাদের জন্যে অনুসরণীয়। তবে যেসব কাজ বা কথা তিনি ভুলবশত বা নিদ্রাবশত করেছেন বা বলেছেন, ঐগুলো আমাদের অনুসরণীয় নয়। অতঃপর অনুসরণীয় কাজ বা কথা বিধানগত চার ভাগে বিভক্ত। যেমন-

১. مُبَاحْ অর্থাৎ অনুমোদিত কাজ বা কথা। এগুলো হলো ঐসব বিষয়, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পাদন করেছেন; কিন্তু আমাদের জানা নেই যে, তিনি এগুলো কোন বিবেচনায় করেছেন। এগুলোই আমাদের জন্যে মুবাহ।

২. مُسْتَحَبْ অর্থাৎ উৎসাহ প্রদত্ত কাজ বা কথা। যেগুলো করলে ছওয়াব আছে; কিন্তু না করলে কোনো গুনাহ নেই।

৩. وَاجِبٌ অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কাজ বা কথা, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা সম্পাদন করেছেন এবং তা কুরআনে কারীম সমর্থিত।

৪. فَرْضٌ অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কাজ, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা সম্পাদন করেছেন এবং তা কুরআনে কারীম নির্দেশিত।

❑ **পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহ :** আমাদের পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহ তখনই আমাদের উপর আবশ্যিক হয়ে থাকে, যখন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ ঐগুলোকে কোনোরূপ অস্বীকৃতি প্রকাশ করা ব্যতীত বিবৃত করে থাকেন। আর আমাদের উপর সে সকল পূর্ববর্তী শরিয়তের বিধান আবশ্যিক হওয়ার অর্থ এই যে, তাও আমাদের রাসূল ﷺ -এর শরিয়তেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। কেননা, পূর্ববর্তী শরিয়তের এ সকল বিধান আমাদের ধর্মগ্রন্থে অস্বীকৃতি ব্যতীত বিবৃত হওয়ার দ্বারা বুঝা যায় যে, তা আমাদের শরিয়তেও স্বীকৃত এবং তা আমাদের জন্যে আমাদের শরিয়তের বিধান হিসেবে অবশ্য পালনীয়, পূর্ববর্তী শরিয়তের অনুসরণ হিসেবে নয়।

❑ **সাহাবীর অনুসরণ :** আমাদের আহনাফের মতে সাহাবীর তাকলীদ তথা পদাঙ্ক অনুসরণ করা ওয়াজিব। সুতরাং যে কোনো সাহাবীর কথা বা কাজের মোকাবিলায় পরবর্তী যুগের তাবেয়ী, তাবয়ে-তাবেয়ীর কিয়াস বর্জিত হবে। আর ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.)-এর মতে, সাহাবীর তাকলীদ শুধুমাত্র ঐ সকল বিষয়ে ওয়াজিব যেগুলো কিয়াস ও যুক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না। সুতরাং তাঁর মতে, যে সকল বিষয় কিয়াস ও যুক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়, ঐগুলোতে সাহাবীর তাকলীদ করা ওয়াজিব নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কোনো সাহাবীর তাকলীদ করা যাবে না, তা কিয়াসের মাধ্যমে উপলব্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে হোক, কিংবা কিয়াসের মাধ্যমে অনুপলব্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে হোক। আমাদের হানাফী ইমামগণ কিয়াসের মাধ্যমে অনুপলব্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে সাহাবীর তাকলীদের প্রশ্নে ঐকমত্য পোষণ করেন। তাই আমাদের হানাফীরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর উক্তি- أَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلٰثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ অর্থাৎ 'স্ত্রীলোক বাকেরা হোক বা ছাইয়েবা, তার ঋতুস্রাবের সর্বনিম্ন সময় তিনদিন তিনরাত, আর সর্বোচ্চ সময় দশদিন।' এ বক্তব্যেরও নির্দ্বিধায় আমল করেছেন এবং কিয়াস পরিত্যাগ করেছেন।

❑ إِجْمَاعٌ (ইজমা) :

إِجْمَاعٌ (ইজমা)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : إِجْمَاعٌ (ইজমা) শব্দের আভিধানিক অর্থ- একমত হওয়া, একতাবদ্ধ হওয়া। আর শরিয়তের পরিভাষায়- মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদ ও পুণ্যবান প্রাজ্ঞ আলিমগণ যে কোনো যুগে কোনো কার্য বা উক্তিমূলক বিষয়ে একমত পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়।

إِجْمَاعٌ (ইজমা)-এর রুকন : ইজমা-এর রুকন দু'টি। যথা-

১. প্রথমটি হলো عَزِيْمَةٌ তথা মৌলিক ইজমা। আর তা হলো, আহলে ইজমা তথা ইজমাকারী ব্যক্তিবর্গের এমনভাবে কথা বলা, যা তাদের ঐকমত্য বুঝায়। তজ্জন্য শর্ত এই যে, ইজমাকৃত বস্তু কথার শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। যেমন- তাঁদের أَجْمَعْنَا عَلٰى هٰذَا (আমরা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছি) বলা। কিংবা তাঁদের ইজমাকৃত কাজটি সকলে একসাথে চর্চা আরম্ভ করে দেওয়া। এটা তখন, যখন ইজমাকৃত বিষয়টি কাজের শ্রেণীভুক্ত হবে।

২. দ্বিতীয়টি হলো رُخْصَةٌ (ঐচ্ছিকতা)। আর তা হলো, ইজমাকারীগণের মধ্য হতে কোনো কথা বা কাজে কতেকের ঐকমত্য পোষণ করা এবং অপর কারো কারো ঐকমত্য পোষণ না করা।

أَهْلُ الْإِجْمَاعِ (ইজমার অধিকারীগণ) : আর ইজমা করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হলেন সে সকল প্রাজ্ঞ আলিমগণ, যাঁরা ইজতিহাদের ক্ষমতার অধিকারী ও পুণ্যবান হবে এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও মহাপাপাচারী নন। কিন্তু ইজতিহাদ সে সকল মাসআলার ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজনীয় যেগুলোতে ইজতিহাদের অবকাশ নেই। আর ইজমা সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে ইজমার যোগ্যতাসম্পন্ন সকল ব্যক্তি ঐকমত্য পোষণ করা শর্ত। এমনকি ইজমাভিত্তিক কোনো মাসআলায় এক ব্যক্তি দ্বিমত পোষণ করাও অধিকাংশ ব্যক্তির দ্বিমত পোষণ করার অনুরূপ। সুতরাং তাঁদের মধ্য হতে একজনও দ্বিমত করলে ইজমা সাব্যস্ত হবে না। আর ইজমার মৌলিক হুকুম এই যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে ইজমার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট শরয়ী বিষয় প্রত্যয় ও অকাট্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজেই ইজমা অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে।

কোনো বিষয়ে আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণের সর্ব সম্মিলিত ইজমা যদি প্রতি যুগ-যুগান্তরে ইজমারূপে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে, তবে এ ইজমা হাদীসে মুতাওয়াতিরের মতো শক্তিশালী দলিলরূপে গণ্য। আর যদি তাঁদের কতিপয়ের ইজমা যুগ-যুগান্তরে কতিপয়ের ইজমারূপে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে, তবে এ ইজমা خَبَرِ وَاحِدٍ-এর মতো উপকারিতা প্রদান করবে। অর্থাৎ প্রথমোক্ত ইজমা দ্বারা عِلْمِ يَقِيْنٍ অর্জিত হবে এবং শেষোক্ত ইজমা দ্বারা عِلْمِ ظَنِّيٍّ অর্জিত হবে।

❑ قِيَاسٌ (কিয়াস) : কিয়াসের আভিধানিক অর্থ হলো- অনুমান করা, তুলনা করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় عِلَّتْ ও حُكْم -এর মধ্যে فَرْع (مَقِيْس) -কে اَصْل (مَقِيْس عَلَيْهِ) -এর সাদৃশ্য করা। আর কিয়াস نَقْل তথা শরিয়তের উদ্ধৃতি ও عَقْل তথা বিবেক, উভয় দিক বিচারে দলিলরূপে গৃহীত। উল্লেখ্য যে, কিয়াসের আভিধানিক ও শরিয়তের পারিভাষিক ব্যাখ্যা রয়েছে, যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্ভিন্ন কিয়াসের জন্যে রয়েছে শর্ত, রুকন, হুকুম ও বিরুদ্ধাবাদীদের দাবির খণ্ডন এবং প্রকারভেদের বিবরণ।

شَرَائِطُ الْقِيَاسِ (কিয়াসের শর্তাবলি) : কিয়াসের শর্তাবলির মধ্যে একটি এই যে,

১. اَصْل তথা مَقِيْس عَلَيْهِ-এর মৌলিক বিধান অন্য কোনো দলিল দ্বারা কোনো ব্যক্তির জন্যে নির্দিষ্ট না হতে হবে। যেমন- একক সাক্ষ্য গ্রহণীয় হওয়ার বিষয়টি হযরত খোযায়মার জন্যে বিশিষ্ট হওয়া। অথচ আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ -এর মাধ্যমে সাক্ষ্য দানের জন্যে সাক্ষী অন্তত দু'জন হওয়া শর্ত; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ فَهُوَ حَسْبُهُ উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত খোযায়মা (রা.)-এর সাক্ষ্য, সাক্ষ্য দানের সাধারণ বিধান হতে স্বতন্ত্র।

২. দ্বিতীয় শর্ত এই যে. مَقِيْس عَلَيْه তথা যার উপর কিয়াস করা হয় তা কিয়াস বিরোধী হতে পারবে না। কেননা, مَقِيْس عَلَيْه স্বয়ং قِيَاسْ বিরোধী হলে, তার উপর অন্য বিষয় কিয়াস করা অসম্ভব। যেমন– ভুলবশত পানাহার করার কারণে রোজা ভঙ্গ না হওয়া একটি قِيَاسْ বিরোধী মাসআলা। এর উপর ত্রুটিকারী ও জবরদস্তিমূলক রোজা ভঙ্গকারীকে কিয়াস করা যাবে না। ভুলক্রমে পানাহারকারী বলতে সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি রোজার কথা স্মরণে না থাকার কারণে পানাহার করেছে। আর ত্রুটিকারী বলতে সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি রোজার কথা স্মরণ থাকাবস্থায় সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে পানাহার করেছে এটাই نَاسِیْ তথা ভুলক্রমে পানাহারকারী ও خَاطِیْ তথা ত্রুটিকারীর মধ্যকার পার্থক্য।

৩. তৃতীয় শর্ত এই যে, শরয়ী হুকুমটি যা নস-এর মাধ্যমে কোনোরূপ পরিবর্তন ব্যতীত সাব্যস্ত হয়েছে তা এমন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যে বিষয়ে আদৌ কোনো نَصْ নেই। তদুপরি প্রাসঙ্গিক বিষয়টি মূল (مَقِيْس عَلَيْه)-এর সদৃশ হতে হবে। এ তৃতীয় শর্তটি চারটি শর্তের সমষ্টি। যেমন– ১. হুকুমটি শরয়ী হওয়া, ২. কোনোরূপ পরিবর্তন ব্যতীত হুবহু আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, ৩. প্রাসঙ্গিক বিষয়টি মূল বিষয় সদৃশ হওয়া, ৪. প্রাসঙ্গিক বিষয়ের জন্যে নস্ বিদ্যমান থাকা। সুতরাং لِوَاطَتْ বা সমকামিতার জন্যে ব্যভিচারের নাম সাব্যস্ত করে সমকামিতার উপর ব্যভিচারের হুকুম প্রয়োগ করা এবং একটির উপর অপরটিকে কিয়াস করা শুদ্ধ হবে না। কেননা, এ হুকুমটি শরয়ী হুকুম নয়; বরং আভিধানিক হুকুম। অথচ কিয়াসের জন্যে হুকুম শরয়ী হওয়া আমাদের মতে শর্ত। তদ্রূপ জিম্মির যিহার শুদ্ধ হওয়ার পশ্চাদকারণ নির্ধারণ করা যাবে না। কেননা, একজন মুসলিমের ক্ষেত্রে কাফফারার দ্বারা যিহারের হুরমতের সমাপ্তি ঘটে; কিন্তু জিম্মির জন্য তা হয় না। যেহেতু সে কাফ্ফারা আদায়ের যোগ্য নয়, সেহেতু কাফ্ফারা আদায়ের যোগ্য মুসলিমের উপর তাকে কিয়াস করা যাবে না।

৪. চতুর্থ শর্ত এই যে, নসের যে হুকুম مَقِيْس عَلَيْه-এর মধ্যে কিয়াসের পূর্বে ছিল, তা পরেও অবশিষ্ট থাকবে।

رُكْنُ الْقِيَاسِ (কিয়াসের রুকন) : আর কিয়াসের রুকন হলো, ঐ বিষয়টি যা নসের হুকুমের জন্যে আলামতরূপে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এ আলামত হলো مَقِيْس عَلَيْه ও فَرْع-কে একই বিন্দুতে সম্মিলিতকারী সেই عِلَّتْ যা رُكْن নামে আখ্যায়িত। অনন্তর এ عِلَّتْ-কে رُكْن নাম দেওয়া হয় এ জন্যে যে, এর উপর ভিত্তি করেই এক বিষয়কে আরেক বিষয়ের উপর কিয়াস পরিচালিত হয়।

উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়াসের রুকন বাস্তবে চারটি। যথা– ১. اَصْل তথা মৌলিক مَقِيْس عَلَيْه, ২. فَرْع তথা প্রাসঙ্গিক বিষয়, ৩. عِلَّتْ তথা পশ্চাদকারণ, ৪. حُكْم (হুকুম), যদিও মূল রুকন শুধু ইল্লত মাত্র। কেননা, একটা বিষয়কে আরেকটা বিষয়ের উপর কিয়াস করা ঐ عِلَّتْ-এর উপর নির্ভর করে। ঐ عِلَّتْ ছাড়া قِيَاسْ করা অসম্ভব। অতঃপর ঐ عِلَّتْ টি مَقِيْس عَلَيْه-এর একটি وَصْف لَازِمْ রূপে হতে পারে, অথবা وَصْف عَارِضْ রূপেও হতে পারে। وَصْف لَازِمْ যেমন– স্বর্ণ-রৌপ্যের জন্যে ثمنيت, আর وَصْف عَارِضْ যেমন– مُسْتَحَاضَه মহিলার জন্যে جَرَيَانُ الدَّمِ ইত্যাদি।

অথবা, ঐ عِلَّتْ টি وَصْف جَلِیْ তথা স্পষ্ট বিশেষণ হতে পারে। [অর্থাৎ এমন বিশেষণ যা প্রত্যেক ব্যক্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম। যেমন– রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী, اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ-এর মধ্যে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক হওয়ার জন্যে طَوَافْ তথা সদা আশে-পাশে ঘুর ঘুর করাকে ইল্লতরূপে গণ্য করা হয়েছে। আর এ طَوَافْ (ঘুর ঘুর করা) এমন এক বিশেষণ যা সকল মানুষই উপলব্ধি করতে পারে।]

আর ঐ عِلَّتْ টি خَفِیْ (অস্পষ্ট)ও হতে পারে। অর্থাৎ এমন বিশেষণ যা প্রত্যেকে উপলব্ধি করতে পারে না। কেউ কেউ উপলব্ধি করতে পারে, আর কেউ কেউ উপলব্ধি করতে অক্ষম। যেমন– আমাদের মতে, সুদ হারাম হওয়ার জন্যে ইল্লত হলো قَدْر (পরিমাণ) ও جِنْس (পণ্যের জাতীয়তা)। আবার ঐ عِلَّتْ টি এমন হুকুম হতে পারে যা اَصْل (মূল) ও فَرْع (প্রাসঙ্গিক বিষয়)-কে একত্রকারী। যেমন– হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করল যে, আমার পিতার উপর হজ ফরজ হয়েছে কিন্তু তিনি অতি বৃদ্ধ ও অক্ষম এবং যানবাহনে আরোহণ করতে পারেন না। এমতাবস্থায় আমি যদি তার পক্ষ হতে হজ আদায় করি, তবে তা কি শুদ্ধ ও যথেষ্ট হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ তদুত্তরে বললেন, তোমার কি ধারণা যে, যদি তোমার পিতার উপর কোনো ঋণ থাকে, আর তুমি তা আদায় করে দাও, তবে তা আদায় হবে কি? উক্ত মহিলা বলল– হ্যাঁ আদায় হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলার ঋণ আদায় করা তদপেক্ষা অধিক দাবিদার। এ বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ হজকে বান্দার ঋণের সাথে কিয়াস করেছেন। আর উভয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্তকারী অর্থ হলো, دَيْن (ঋণ)। আর শরিয়তের হুকুম হলো وُجُوْب (ওয়াজিব) হওয়া। আবার ঐ عِلَّتْ টি فَرْد বা এককও হতে পারে। অর্থাৎ কোনো একটি পূর্ণাঙ্গ বিশেষণ হতে পারে। যেমন– نَسِيْ তথা ধারে বিক্রয় হারাম হওয়ার জন্যে শুধু قَدْر তথা পরিমাণের ইল্লত হওয়া। অথবা শুধু جِنْس জাতীয়তা ইল্লত হওয়া। আবার ঐ عِلَّتْ টি عَدَدْ তথা সংখ্যাও হতে পারে অর্থাৎ একাধিককে অন্তর্ভুক্তকারী হবে। যেমন– قَدْرٌ مَعَ الْجِنْسِ তথা অতিরিক্ত গ্রহণ করা হারাম হওয়ার জন্যে বস্তুর জাতীয়তাসহ পরিমাণ ইল্লত হওয়া।

আর وَصْف ইল্লত হওয়ার দলিল হলো, এর صَالِحْ অর্থাৎ ইল্লত হওয়ার যোগ্য এবং عَادِلْ অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত হওয়া। وَصْف-এর عَدَالَتْ এ জন্যে প্রয়োজনীয় হয় যে. এর প্রতিক্রিয়া مُعَلَّلْ بِه-এর حُكْم-এর جِنْس-এর মধ্যে কিয়াসের পূর্ব হতেই বাহির হতে প্রকাশিত হয়েছে। আর وَصْف-এর صَلَاحِيَّتْ দ্বারা আমরা এর حُكْم -এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়াকে বুঝে থাকি। অর্থাৎ وَصْف সে

ইল্লতসমূহের সদৃশ হবে যা নবী করীম ﷺ ও সালাফে সালেহীন (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন– বিবাহের কর্তৃত্ব তথা অভিভাবকত্বের ব্যাপারে আমরা অল্প বয়স্ক হওয়াকে عِلَّتْ নির্ধারণ করেছি। কেননা, অল্প বয়স্ক হওয়ার সাথে অপারগতা সংশ্লিষ্ট রয়েছে। যদ্দরুন সে তা সম্পদ এবং নিজের অন্যান্য ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অক্ষম। আর صِغَر কোনো ব্যক্তি وِلَايَتْ তথা অভিভাবকত্ব সাব্যস্তকরণের ব্যাপারে তদ্রূপ ক্রিয়াশীল যদ্রূপ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে طَوَافْ তথা প্রদক্ষিণকারী হওয়া ক্রিয়াশীল।

আর اِطِّرَادْ ওয়াসফের عِلَّتْ হওয়ার দলিল নয়। دَوَرَانُ الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْفِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا اَوْ وُجُوْدًا فَقَطْ -কে اِطِّرَادْ বলে অর্থাৎ কোনো বস্তুর অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের বিবেচনায়, অথবা শুধু অস্তিত্বের বিবেচনায় وصف-এর সাথে حُكْم আবর্তিত হওয়াকে اطراد বলে। সারকথা হলো, وَصْف পাওয়া গেলে حُكْم-ও পাওয়া যাবে এবং وَصْف পাওয়া না গেলে حُكْم-ও পাওয়া যাবে না। মোটকথা আমাদের মতে কোনো অবস্থায়ই اِطِّرَادْ দলিল হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, কখনো কখনো ঘটনাক্রমে وَصْف পাওয়া যেতে পারে।

❑ **اِسْتِحْسَانْ (ইস্তিহসান) :** এটা এমন একটি দলিল যা বাহ্যিক কিয়াসের বিপরীত। এটা হাদীস, ইজমা, অগত্যা অবস্থা এবং কিয়াসে খফী তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অতঃপর প্রকাশ্য কিয়াসকে পরিত্যাগ করতঃ ইস্তিহসান অনুযায়ী আমল করা হয়ে থাকে। যেমন– بَيْعِ سَلَمْ-এর বৈধতা হাদীসের সাহায্যে গৃহীত اِسْتِحْسَانْ-এর উদাহরণ এবং اِسْتِصْنَاعْ অর্থাৎ কাউকে ওয়ার্ডার দিবে যে, তার জন্যে এত টাকার মোজা তৈরি করে দিবে, আর মোজার ধরন ও পরিমাপ ঠিক করে দিবে, কিন্তু কত দিনের মধ্যে তৈরি করবে, তা প্রকাশ করবে না। এটা ইজমার মাধ্যমে اِسْتِحْسَانْ সংঘটিত হওয়ার উদাহরণ এবং تَطْهِيْر اَوَانِىْ অর্থাৎ পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। এটা اِسْتِحْسَانٌ بِالضَّرُوْرَةِ (প্রয়োজনের তাগিদে ইস্তিহসান)-এর উদাহরণ। আর হিংস্র প্রাণীকুলের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়া اِسْتِحْسَانٌ بِالْقِيَاسِ الْخَفِىْ (কিয়াসে খফীর মাধ্যমে ইস্তিহসান)-এর উদাহরণ।

❑ **ইজতিহাদ ও তার শর্তাবলি :** যেহেতু কিয়াস ও ইস্তিহসান ইজতিহাদ ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না, সেহেতু এতদুভয়ের আলোচনার পর ইজতিহাদ ও এর শর্তাবলির উল্লেখ করা জরুরি হয়ে থাকে।

কোনো ফকীহ মানবসেবার উদ্দেশ্যে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল ﷺ -এর মধ্যে স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী অনুসন্ধান ও গবেষণা করার পর এগুলো হতে শরয়ী حُكْم উদ্ভাবন করাকে ইজতিহাদ বলে।

ইজতিহাদের জন্যে শর্ত হলো, মুজতাহিদ কুরআন মাজীদের ভাষ্য ও পরিভাষাসমূহের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং এর সমস্ত শ্রেণীবিভাগ, যেমন– পূর্বোল্লিখিত খাস, আম ইত্যাদি যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি– এগুলোর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তা ছাড়া সুন্নত ও এর সংশ্লিষ্ট সমুদয় প্রকারের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এতদ্ব্যতীত কিয়াসের সমস্ত শ্রেণীবিভাগ, এর পদ্ধতি ও শর্তাবলির নিখুঁত জ্ঞান লাভ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ইজতিহাদের জন্যে সমস্ত কুরআন জানা থাকা জরুরি নয়; বরং আহকাম সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ জানা থাকাই যথেষ্ট। ঐসব আয়াতের পরিমাণ প্রায় পাঁচশত। তদ্রূপ আহকাম সম্পর্কিত হাদীসমূহ জানা থাকা শর্ত। আর এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।

❑ **কিয়াস ও ইজতিহাদের হুকুম :** কিয়াস ও ইজতিহাদের حُكْم এই যে, মুজতাহিদগণ স্বীয় প্রবল ধারণার সাহায্যে حَقّ তথা বাস্তব সত্য পর্যন্ত উপনীত হয়ে থাকেন। এ কারণে আমরা বলি যে, মুজতাহিদ সত্য সিদ্ধান্তে উপনীতি হতে পারে, আবার ভুলও করতে পারে। আর মতানৈক্যের ক্ষেত্রে একটিই حَقّ (সঠিক) হবে; একাধিক নয়। তবে নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, কোনটি حَقّ তথা সঠিক।

❑ **اَقْسَامُ عِلَلٍ (ইল্লতের শ্রেণীবিভাগ) :** ইল্লত দু' প্রকার। এক. طَرْدِيَّة এবং দুই. مُؤَثِّرَة উভয় প্রকারকে হানাফী ও শাফেয়ীদের পরস্পর প্রতিহত করার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। طَرْدِيَّة হলো শাফেয়ীগণের গৃহীত ইল্লত, যাকে আমরা এমনভাবে প্রতিহত করে থাকি যাতে তারা আমাদের মুআছ্ছিরাহ ইল্লত গ্রহণে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে মুআছ্ছিরাহ ইল্লত হলো আমাদের হানাফী ফকীহগণের গৃহীত ইল্লত। শাফেয়ীগণ এটাকে প্রতিহত করে থাকেন। আর আমরা তাদের জবাব দেই।

طردية ইল্লত প্রতিহতকরণের পদ্ধতি চারটি : যথা– ক. قَوْلٌ بِمُوْجَبِ الْعِلَّةِ, খ. مُمَانَعَتْ, গ. فَسَادُ وَضْعٍ, ঘ. مُنَاقَضَة ; পক্ষান্তরে عِلَلْ مُؤَثِّرَة প্রতিহত করার পদ্ধতি মাত্র দু'টি। যথা– ক. قَوْلٌ بِمُوْجَبِ الْعِلَّةِ ও খ. مُمَانَعَتْ আর مُعَارَضَة যা عِلَّتْ مُؤَثِّرَه -এর উপর আরোপিত হয়ে থাকে তা দু' প্রকার। যথা– ক. مُعَارَضَةٌ فِيْهَا مُنَاقَضَةٌ আর তাকে قَلْب-ও বলে। খ. مُعَارَضَةٌ خَالِصَةٌ ; আবার قَلْب দু' প্রকার। যথা– ক. قَلْبُ الْعِلَّةِ حُكْمًا وَالْحُكْمِ عِلَّةً এবং খ. قَلْبُ الْوَصْفِ شَاهِدًا عَلَى الْوَصْفِ, পুনরায় مُعَارَضَةٌ خَالِصَةٌ দু' প্রকার। যথা– ক. مُعَارَضَةٌ فِىْ حُكْمِ الْفَرْعِ এবং খ. مُعَارَضَة প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর مُعَارَضَةٌ فِىْ عِلَّةِ الْاَصْلِ, অতঃপর অগ্রাধিকার দানের মাধ্যমে এটাই প্রতিহত করা যেতে পারে।

سُنَّةٌ -এর শ্রেণীবিভাগ

كَيْفِيَّةُ اِتِّصَالِ السَّنَدِ
সনদের অবিচ্ছিন্নতা পদ্ধতি

- مُتَوَاتِرٌ — মুতাওয়াতির
- مَشْهُوْرٌ — মাশহূর
- خَبَرُ وَاحِدٍ — খবরে ওয়াহিদ

كَيْفِيَّةُ اِنْقِطَاعِ السَّنَدِ
সনদের বিচ্ছিন্নতা পদ্ধতি

- ظَاهِرٌ (مُرْسَلٌ) — প্রকাশ্য (মুরসাল)
  - مُرْسَلُ الصَّحَابِىْ — সাহাবীর মুরসাল
  - مُرْسَلُ التَّابِعِىْ وَتَبْعِهٖ — তাবেয়ী/তাবয়ে তাবেয়ীর মুরসাল
  - مُرْسَلُ مَنْ بَعْدَهُمْ — তৎপরবর্তীগণের মুরসাল
- بَاطِنٌ — অপ্রকাশ্য
  - لِخَلَلٍ فِى الرَّاوِىْ — বর্ণনাকারীর ত্রুটি জনিত
  - لِمُخَالَفَةِ الْاُصُوْلِ — মূলনীতির বিরোধিতা জনিত

مَحَلُّ خَبَرٍ
খবরের প্রয়োগক্ষেত্র

- حُقُوْقُ اللّٰهِ — আল্লাহর অধিকার
  - عُقُوْبَاتٌ — দণ্ড বিধান
  - غَيْرُ عُقُوْبَاتٍ — দণ্ডবিহীন বিধান
- حُقُوْقُ الْعِبَادِ — বান্দার অধিকার
  - فِيْهِ اِلْزَامٌ مَحْضٌ — ইলযাম সর্বস্ব
  - لَا اِلْزَامَ فِيْهِ اَصْلًا — আদৌ ইলযামমুক্ত
  - اِلْزَامٌ مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ — এক বিবেচনায় ইলযাম প্রযুক্ত, অন্য বিবেচনায় ইলযামশূন্য

نَفْسُ خَبَرٍ
মূল খবর

- مُحِيْطُ الْعِلْمِ بِصِدْقِهٖ — সত্যের বিশ্বাস পরিবেষ্টিত
- مُحِيْطُ الْعِلْمِ بِكِذْبِهٖ — মিথ্যার বিশ্বাস পরিবেষ্টিত
- مُحْتَمَلُ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ عَلَى السَّوَاءِ — সত্য ও মিথ্যার সমান সম্ভাবনাময়
- مُتَرَجِّحٌ اَحَدِ اِحْتِمَالَيْهِ عَلَى الْاٰخَرِ — সত্য ও মিথ্যার একটি অগ্রগণ্য
  - طَرَفُ السَّمَاعِ — শ্রবণ-দিক
  - طَرَفُ حِفْظٍ — সংরক্ষণ-দিক
  - طَرَفُ اَدَاءٍ — অন্যের কাছে বর্ণনা-দিক

بَيَانٌ -এর শ্রেণীবিভাগ

بَيَانٌ (বর্ণনা)

- بَيَان تَقْرِيْر — দৃঢ়তামূলক বর্ণনা
- بَيَان تَفْسِيْر — ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা
- بَيَان تَغْيِيْر — বিবর্তনমূলক বর্ণনা
- بَيَان ضَرُوْرَة — বাধ্যতামূলক বর্ণনা
- بَيَان تَبْدِيْل (نَسْخ) — প্রত্যাহারমূলক বর্ণনা
  - مَنْسُوْخُ التِّلَاوَةِ وَالْحُكْمِ — তিলাওয়াত ও হুকুম দু'টিই মানসূখ
  - مَنْسُوْخُ الْحُكْمِ دُوْنَ التِّلَاوَةِ — শুধু হুকুম মানসূখ
  - مَنْسُوْخُ التِّلَاوَةِ دُوْنَ الْحُكْمِ — শুধু তিলাওয়াত মানসূখ
  - مَنْسُوْخُ وَصْفِ الْحُكْمِ — হুকুমের বিশেষণ মানসূখ

أَقْسَامُ الْإِجْمَاعِ

ঐকমত্যের শ্রেণীবিভাগ

- عَزِيْمَةٌ — সার্বজনীন ঐকমত্য
- رُخْصَةٌ — কতিপয়ের ঐকমত্য

أَقْسَام قِيَاس

কিয়াসের শ্রেণীবিভাগ

- قِيَاس جَلِيْ — স্পষ্ট ইল্লতভিত্তিক কিয়াস
- قِيَاس خَفِيْ (اِسْتِحْسَان) — সূক্ষ্ম ইল্লতভিত্তিক কিয়াস বা ইস্তিহসান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।]

بَابُ اَقْسَامِ السُّنَّةِ

সুন্নতের প্রকারসমূহ অধ্যায়

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ اَقْسَامِ الْكِتَابِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ اَقْسَامِ السُّنَّةِ فَقَالَ بَابُ اَقْسَامِ السُّنَّةِ اَلسُّنَّةُ تُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِعْلِهٖ وَسُكُوْتِهٖ وَعَلٰى اَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَاَفْعَالِهِمْ وَالْحَدِيْثُ يُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ الرَّسُوْلِ ﷺ خَاصَّةً وَلٰكِنْ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّكُوْنَ الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هٰهُنَا هُوَ هٰذَا فَقَطْ لِاَنَّ الْمُصَنِّفَ (رحـ) ذَكَرَ اَفْعَالَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَفْعَالَ الصَّحَابَةِ (رضـ) وَاَقْوَالَهُمْ بَعْدَ هٰذَا الْبَابِ فِىْ فَصْلٍ اٰخَرَ اَلْاَقْسَامُ الَّتِىْ سَبَقَ ذِكْرُهَا فِىْ بَحْثِ الْكِتَابِ مِنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَالْاَمْرِ وَالنَّهْىِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ كُلُّهَا ثَابِتَةٌ فِى السُّنَّةِ فَيُعْلَمُ حَالُهَا بِالْمُقَايَسَةِ عَلَيْهِ -

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) কিতাবুল্লাহর প্রকারসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে সুন্নতের প্রকারসমূহের বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **সুন্নতের প্রকারসমূহ সংক্রান্ত অধ্যায় :** সুন্নত শব্দটি নবী করীম ﷺ -এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতির উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরামের কথা এবং কাজের উপরও এটা প্রযোজ্য হয়। আর হাদীস শব্দটি বিশেষভাবে নবী করীম ﷺ -এর কথার উপরই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। তথাপি এটাই সমীচীন যে, এখানে সুন্নত দ্বারা এ হাদীসই উদ্দেশ্য হবে। কেননা, গ্রন্থকার (র.) নবী করীম ﷺ -এর কর্ম এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্ম ও কথাকে এ অধ্যায়ের শেষে সম্পূর্ণ আলাদা একটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। **সেসব প্রকার যাদের উল্লেখ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে** অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর আলোচনায় যেসব প্রকার অতিবাহিত হয়েছে, যেমন- খাস্, আম, আমর, নাহী ইত্যাদি- এদের সব কয়টি প্রকারই **সুন্নতের মধ্যেও রয়েছে।** অতএব, এগুলোর অবস্থা কিতাবুল্লাহর উপর কিয়াস দ্বারা অবগত হওয়া যাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ অতঃপর গ্রন্থকার যখন অবসর হলেন عَنْ بَيَانِ বর্ণনা করে اَقْسَامِ প্রকারসমূহের الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর شَرَعَ তখন তিনি শুরু করেছেন فِىْ بَيَانِ বর্ণনা اَقْسَامِ السُّنَّةِ সুন্নতের প্রকারসমূহের بَابُ অধ্যায় اَقْسَامِ السُّنَّةِ সুন্নতের প্রকারসমূহ اَلسُّنَّةُ সুন্নত تُطْلَقُ প্রযোজ্য হয় عَلٰى উপর قَوْلِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ -এর কথা وَفِعْلِهٖ তাঁর কাজ وَسُكُوْتِهٖ এবং তাঁর মৌন সম্মতি وَعَلٰى اَقْوَالِ الصَّحَابَةِ এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা وَاَفْعَالِهِمْ এবং তাদের কাজের উপর وَالْحَدِيْثُ আর হাদীস يُطْلَقُ প্রযোজ্য হয়ে عَلٰى قَوْلِ الرَّسُوْلِ ﷺ রাসূল ﷺ -এর কথার উপরই خَاصَّةً বিশেষভাবে وَلٰكِنْ কিন্তু يَنْبَغِىْ সমীচীন বা উচিত হবে اَنْ يَّكُوْنَ হওয়া الْمُرَادُ উদ্দেশ্য بِالسُّنَّةِ সুন্নত দ্বারা هٰهُنَا এখানে هُوَ هٰذَا এ হাদীসই فَقَطْ শুধুমাত্র لِاَنَّ الْمُصَنِّفَ (رحـ) কেননা, গ্রন্থকার (র.) ذَكَرَ উল্লেখ করেছেন اَفْعَالَ النَّبِىِّ ﷺ নবী করীম ﷺ -এর কর্ম وَاَفْعَالَ الصَّحَابَةِ (رحـ) সাহাবায়ে কেরামের কর্ম وَاَقْوَالَهُمْ এবং তাঁদের কথাকে بَعْدَ পরে هٰذَا الْبَابِ এ অধ্যায়ের فِىْ فَصْلٍ পরিচ্ছেদে اٰخَرَ অপর একটি اَلْاَقْسَامُ সেসব প্রকার الَّتِىْ سَبَقَ যেগুলো পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে ذِكْرُهَا (যেগুলোর) উল্লেখ فِىْ بَحْثِ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর আলোচনায় مِنَ الْخَاصِّ যেমন খাস وَالْعَامِّ আম وَالْاَمْرِ আমর وَالنَّهْىِ ও নাহী وَغَيْرِ ذٰلِكَ ইত্যাদি كُلُّهَا এ সবগুলোই ثَابِتَةٌ রয়েছে فِى السُّنَّةِ সুন্নতের মধ্যে فَيُعْلَمُ অতএব জানা যায় حَالُهَا এগুলোর অবস্থা بِالْمُقَايَسَةِ কিয়াস দ্বারা عَلَيْهِ কিতাবুল্লাহর উপর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلسُّنَّةُ تُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ الرَّسُوْلِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে سُنَّةٌ ও حَدِيْثٌ -এর মধ্যকার পার্থক্য এবং এখানে سُنَّةٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, سُنَّةٌ -এর আভিধানিক অর্থ– পথ, (রাস্তা) পদ্ধতি ইত্যাদি। আর حَدِيْثٌ -এর আভিধানিক অর্থ– কথাবার্তা, বাণী। পরিভাষায় উক্ত শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থক। তবে ক্ষেত্র বিশেষ এদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য হয়। সুতরাং মোল্লা জিউন (র.)-এর মতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর বাণী, কাজ ও মৌনসম্মতিকে এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর বাণীসমূহ ও কার্যাবলিকে سُنَّةٌ বলে। পক্ষান্তরে শুধু রাসূলে কারীম ﷺ -এর বাণীকে حَدِيْثٌ বলে। এ মতের আলোকে حَدِيْثٌ খাস এবং سُنَّةٌ আম বলে প্রতীয়মান হয়, যা স্পষ্ট। (মূলত এটা উসূলবিদগণের পরিভাষা।)

মুহাদ্দেসীনে কেরাম (র.)-এর মতে নবী করীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যেসব বাণী ও কার্য অনুকরণযোগ্য সেগুলোকে سنة বলে। আর ব্যাপকভাবে তাঁদের সমস্ত বাণী, কার্য ও মৌনসম্মতিকে حَدِيْثٌ বলে, চাই অনুকরণযোগ্য হোক বা না হোক। যেমন– নবী করীম ﷺ উম্মতকে অনুকরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বিভিন্ন বাণীতে سُنَّةٌ শব্দকে ব্যবহার করেছেন। তিনি বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন– (اَلْحَدِيْثُ) "تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ" (আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এদের আঁকড়ে ধরবে ততদিন কোনোক্রমেই পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব কুরআনে হাকীম এবং অপরটি তাঁর রাসূলের সুন্নত)। অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেছেন– عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ (আমার ও হিদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা তোমাদের অবশ্য করণীয়)। এ মতের আলোকে حَدِيْثٌ আম আর سُنَّةٌ খাস। (তানযীমুল আশ্‌তাতের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।)

আল্লামা কাসেম (র.) লিখিত শরহে নুখবার হাশিয়াতে রয়েছে যে, خَبَرٌ শব্দটি حَدِيْثٌ -এর সমার্থবোধক, আর سُنَّةٌ حَدِيْثٌ শব্দটি -এর সমার্থজ্ঞাপক এবং حَدِيْثٌ শব্দটি سُنَّةٌ -এর ন্যায়ই ব্যাপক অর্থ জ্ঞাপন করে।

মোল্লা জিউন (র.) বলেছেন যে, এ স্থলে سُنَّةٌ -এর দ্বারা শুধু নবী করীম ﷺ -এর বাণীকে বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা, গ্রন্থকার (র.) এরপর অন্য একটি পরিচ্ছেদের অধীন হিসেবে নবী করীম ﷺ -এর কার্যাবলি এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর বাণীসমূহ ও কার্যাবলির আলোচনা করেছেন। তবে পরবর্তী আলোচনাকে এ আলোচনার অধীন হিসেবে গণ্য না করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে। আর তখন এ স্থলে سُنَّةٌ দ্বারা ব্যাপক অর্থ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী, কার্য ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর বাণীসমূহ ও কার্যাবলিকে বুঝানো যেতে পারে। আর এ জন্যই ব্যাখ্যাকার (র.) يَجِبُ শব্দ ব্যবহার না করে يَنْبَغِيْ শব্দের প্রয়োগ করেছেন।

قَوْلُهُ الْاَقْسَامُ الَّتِيْ سَبَقَ ذِكْرُهَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। এর দ্বারা গ্রন্থকার (র.) কিতাবুল্লাহ-এর মধ্যে বর্ণিত প্রকারগুলো سُنَّةٌ -এর মধ্যে আলোচনা না করার কারণ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি পূর্বের আলোচনার উপর নির্ভর করে এখানে সেগুলোর উল্লেখ করেননি। কিন্তু উক্ত প্রকারসমূহ কিতাবুল্লাহর ন্যায় সুন্নতের জন্যও প্রযোজ্য। তবে যা সুন্নতের সাথে খাস এবং কিতাবুল্লাহতে পাওয়া যায় না এখানে সেগুলোর উল্লেখ করেছেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, سُنَّةٌ শব্দটি قَوْلٌ (বাণী) ও فِعْلٌ (কার্য) উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে অথচ কিতাবুল্লাহর মধ্যে উল্লিখিত প্রকারসমূহ فِعْلٌ -এর মধ্যে কার্যকর নয়। সুতরাং উক্ত প্রকারসমূহ কিভাবে (সামগ্রিকভাবে) سُنَّةٌ -এর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে? এর জবাবে বলা হয়েছে–

প্রথমত: سُنَّةٌ -এর মধ্যে কার্যকর হওয়ার জন্য سُنَّةٌ -এর সমস্ত এককে কার্যকর হওয়া জরুরি নয়; বরং এদের এক প্রকারের মধ্যে কার্যকর হওয়াই যথেষ্ট। আর তা হলো বাণী (قول)।

দ্বিতীয়ত: উক্ত প্রশ্ন তখনই সঙ্গত হতো যদি سُنَّةٌ -এর দ্বারা ব্যাপক অর্থকে বুঝানো হতো। কিন্তু سُنَّةٌ -এর দ্বারা যখন শুধু قَوْلٌ বুঝানো হয়েছে তখন আর উপরোক্ত প্রশ্ন উঠতে পারে না।

তৃতীয়ত: গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য "ثَابِتَةٌ فِى السُّنَّةِ" -এর মধ্যে سُنَّةٌ -এর দ্বারা বিশেষ করে سُنَّتٌ قَوْلِيٌّ (বক্তব্যমূলক সুন্নত)-কে বুঝানো হয়েছে। এ জন্যই سُنَّةٌ শব্দটির ضَمِيْرٌ ব্যবহার না করে প্রকাশ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন।

وَهٰذَا الْبَابُ لِبَيَانِ مَا تَخْتَصُّ بِهِ السُّنَنُ وَلَمْ يُوْجَدْ فِى الْكِتَابِ قَطُّ وَذٰلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ أَىْ أَرْبَعُ تَقْسِيْمَاتٍ وَتَحْتَ كُلِّ تَقْسِيْمٍ أَقْسَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَهٰذَا عَلٰى طَبْقِ أُصُوْلِ الْفِقْهِ لَا أُصُوْلِ الْحَدِيْثِ وَإِنِ اشْتَرَكَا فِىْ بَعْضِ الْأَسَامِىْ وَالْقَوَاعِدِ

اَلتَّقْسِيْمُ الْأَوَّلُ فِىْ كَيْفِيَّةِ الْاِتِّصَالِ بِنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَىْ كَيْفَ يَتَّصِلُ بِنَا هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْهُ بِطَرِيْقِ التَّوَاتُرِ أَوْ غَيْرِهِ

وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ كَامِلًا كَالْمُتَوَاتِرِ وَهُوَ الْخَبَرُ الَّذِىْ رَوَاهُ قَوْمٌ لَا يُحْصٰى عَدَدُهُمْ وَلَا يُتَوَهَّمُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ لِكَثْرَتِهِمْ وَتَبَايُنِ أَمَاكِنِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيْهِ تَعَيُّنُ عَدَدٍ كَمَا قِيْلَ إِنَّهَا سَبْعَةٌ وَقِيْلَ أَرْبَعُوْنَ وَقِيْلَ سَبْعُوْنَ بَلْ كُلُّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ الضَّرُوْرِىُّ فَهُوَ مِنْ أَمَارَةِ التَّوَاتُرِ -

সরল অনুবাদ : আর এ অধ্যায়ে সেসব বস্তুরই **বর্ণনা রয়েছে, যা শুধু সুন্নতের সাথে নির্দিষ্ট।** কিতাবুল্লাহর মধ্যে এসব কখনো পাওয়া যায় না। **আর তা চার প্রকারে বিভক্ত।** অর্থাৎ চারটি শ্রেণীবিভাগ এবং প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের অধীনে অসংখ্য প্রকারভেদ রয়েছে। আর এটা উসূলে ফিক্হ-এর পদ্ধতি অনুযায়ী হয়েছে, উসূলে হাদীসের পদ্ধতি অনুযায়ী নয়। যদিও কোনো কোনো নাম ও নীতিমালার ক্ষেত্রে উভয়ে একে অন্যের শরিক (প্রথম প্রকার اِتِّصَالٌ-এর অবস্থা, দ্বিতীয় প্রকার اِنْقِطَاعٌ-এর অবস্থা, তৃতীয় প্রকার خَبَرٌ-এর مَحَلٌ-এর বর্ণনা এবং চতুর্থ প্রকার মূল خَبَرٌ-এর)। প্রথম শ্রেণীবিভাগ নবী করীম ﷺ হতে আমাদের পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারা পরম্পরায় হাদীস পৌঁছানোর বর্ণনা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ এ হাদীসটি নবী করীম ﷺ হতে আমাদের পর্যন্ত কিরূপ অবিচ্ছিন্ন ধারা-পরম্পরায় পৌঁছেছে? تَوَاتُرٌ বা ধারাবাহিক বর্ণনা পদ্ধতিতে না অন্য কোনো পন্থায়। (আর ঐ اِتِّصَالٌ বা অবিচ্ছিন্ন ধারা-পরম্পরায় পৌঁছা তিন প্রকারে বিভক্ত– ১. মুতাওয়াতির, ২. মাশ্হুর, ৩. খবরে ওয়াহিদ। **আর এ اِتِّصَالٌ বা অবিচ্ছিন্ন ধারা-পরম্পরা হয়তো পরিপূর্ণ اِتِّصَالٌ হবে, যেমন– মুতাওয়াতির। মুতাওয়াতির সে খবরকে বলা হয়, যা এত বিপুল সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত যে, তাদের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যায় না এবং তাদের পক্ষে মিথ্যার উপর একমত হওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না।** রাবীদের সংখ্যাধিক্য, অবস্থানের ভিন্নতা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে মুতাওয়াতির-এর ক্ষেত্রে রাবীদের কোনো সংখ্যা-সীমা নির্ধারণের শর্তারোপ করা হয়নি। যেমন– কেউ কেউ বলেছেন যে, রাবীদের সংখ্যা সাত হতে হবে। আর কেউ কেউ চল্লিশ এবং কেউ কেউ সত্তর-এর কথাও বলেছেন। বরং প্রত্যেক এমন সংখ্যা যা দ্বারা ইলমে জরুরি বা প্রত্যয়ী জ্ঞান অর্জিত হয়, তা-ই তাওয়াতুর-এর আলামতের অন্তর্ভুক্ত।

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰذَا الْبَابُ আর এ অধ্যায়ে لِبَيَانِ বর্ণনা রয়েছে مَا تَخْتَصُّ بِهِ যেগুলো নির্দিষ্ট রয়েছে السُّنَنُ সুন্নতের সাথে وَلَمْ يُوْجَدْ আর এগুলো পাওয়া যায় না فِى الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর মধ্যে قَطُّ কখনো وَذٰلِكَ আর এটা أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ চার প্রকারে বিভক্ত أَىْ অর্থাৎ أَرْبَعُ تَقْسِيْمَاتٍ চারটি শ্রেণীবিভাগ وَتَحْتَ আর অধীনে রয়েছে كُلِّ تَقْسِيْمٍ প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের أَقْسَامٌ প্রকারভেদ مُتَعَدِّدَةٌ অসংখ্য وَهٰذَا আর এটা عَلٰى طَبْقِ পদ্ধতি অনুযায়ী أُصُوْلِ الْفِقْهِ উসূলে ফিকহ-এর لَا أُصُوْلِ الْحَدِيْثِ উসূলে হাদীসের পদ্ধতি অনুযায়ী নয় وَإِنِ اشْتَرَكَا যদিও উভয়ই একে অপরের শরিক فِىْ بَعْضِ কিছু কিছু الْأَسَامِىْ নাম وَالْقَوَاعِدِ ও নিয়ম-কানুনে اَلتَّقْسِيْمُ الْأَوَّلُ প্রথম শ্রেণীবিভাগ فِىْ كَيْفِيَّةِ পদ্ধতি প্রসঙ্গে الْاِتِّصَالِ بِنَا আমাদের পর্যন্ত (অবিচ্ছিন্নভাবে) পৌছানোর مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ রাসূলে কারীম ﷺ হতে أَىْ অর্থাৎ كَيْفَ কিভাবে, কিরূপে يَتَّصِلُ بِنَا আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে هٰذَا الْحَدِيْثُ এ হাদীস مِنْهُ তাঁর থেকে بِطَرِيْقِ পদ্ধতিতে التَّوَاتُرِ ধারাবাহিক أَوْ অথবা غَيْرِهِ অন্য কোনো পন্থায় وَهُوَ আর তা إِمَّا أَنْ হয়তো يَكُوْنَ হবে كَامِلًا পরিপূর্ণভাবে كَالْمُتَوَاتِرِ যেমন– মুতাওয়াতির وَهُوَ الْخَبَرُ আর তা এমন খবর الَّذِىْ رَوَاهُ যা বর্ণনা করেছে قَوْمٌ (এমন) বিপুল সংখ্যক لَا يُحْصٰى গণনা করা যায় না عَدَدُهُمْ তাদের সংখ্যা وَلَا يُتَوَهَّمُ ধারণা বা চিন্তা করা যায় না تَوَاطُؤُهُمْ তাদের একমত হওয়া عَلَى الْكَذِبِ মিথ্যার উপর لِكَثْرَتِهِمْ তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে وَتَبَايُنِ এবং ভিন্নতার কারণে أَمَاكِنِهِمْ তাদের অবস্থানস্থলসমূহ وَعَدَالَتِهِمْ এবং তাদের ন্যায়পরায়ণতার কারণে وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيْهِ আর রাবীদের ব্যাপারে শর্তারোপ করা হয়নি تَعَيُّنُ নির্দিষ্ট সীমা عَدَدٍ সংখ্যা كَمَا قِيْلَ যেমন– কেউ কেউ বলেছেন إِنَّهَا سَبْعَةٌ রাবীদের সংখ্যা সাত وَقِيْلَ আর কেউ বলেছেন أَرْبَعُوْنَ চল্লিশ وَقِيْلَ আর কেউ বলেছেন سَبْعُوْنَ সত্তর بَلْ বরং كُلُّ مَا এমন সব সংখ্যা يَحْصُلُ بِهِ যা দ্বারা অর্জিত হয় الْعِلْمُ الضَّرُوْرِىُّ ইলমে যরুরী বা প্রত্যয়ী জ্ঞান فَهُوَ আর তা مِنْ أَمَارَةِ আলামত বা চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত التَّوَاتُرِ তাওয়াতুরের।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَا تَخْتَصُّ بِهِ السُّنَنُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি দ্বন্দ্বের নিরসন করা হয়েছে। بَاءُ শব্দটি মূলত مُخْتَصَّةٌ بِهِ -এর মধ্যে হয়ে থাকে। কাজেই سُنَنٌ শব্দটি مُخْتَصَّةٌ এবং এ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয় مُخْتَصٌّ بِهِ হবে। অথচ এ অর্থ সহীহ নয়। কেননা, এ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের সাথে سُنَنٌ খাস নয়। কেননা, سُنَنٌ -এর মধ্যে কিতাবুল্লাহর প্রকারসমূহও কার্যকর হয়ে থাকে। সুতরাং বাহ্যিক অর্থ পরিহার করা জরুরি হয়েছে এবং এভাবে বলার আবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, بَاءُ শব্দটি مُخْتَصٌّ -এর মধ্যে হয়েছে। অতএব, অর্থ দাঁড়াবে, যা سُنَنٌ -এর সাথে খাস। অর্থাৎ যা سُنَنٌ -কে অতিক্রম করে না এবং سُنَنٌ ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যায় না। আর এটাই সহীহ অর্থ। ব্যাখ্যাকার (র.) "وَلَمْ يُوجَدْ فِى الْكِتَابِ" -এর দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, مُتَوَاتِرٌ তো কিতাবুল্লাহর মধ্যেও পাওয়া যায়। সুতরাং এটা سُنَنٌ -এর সাথে কিভাবে খাস হতে পারে? এটার জবাবে বলা হবে যে, এটার অর্থ মোটামুটিভাবে খাস হওয়া। প্রত্যেকটির খাস হওয়া জরুরি নয়।

قَوْلُهُ فِىْ كَيْفِيَّةِ الْاِتِّصَالِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে اِتِّصَالٌ -এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম প্রকরণ হলো এ প্রসঙ্গে যে, নবী করীম ﷺ হতে আমাদের পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় হাদীসটি কিভাবে পৌঁছেছে? تَوَاتُرٌ -এর হিসেবে না شُهْرَتٌ -এর হিসাবে অথবা خَبَرُ وَاحِدٍ হিসেবে।

আর اتصال বলে নবী করীম ﷺ ও বর্ণনাকারীর মাঝখানে বর্ণনা ধারার অবিচ্ছিন্নতা অব্যাহত থাকা।

قَوْلُهُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيْهِ تَعَيُّنُ عَدَدٍ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে مُتَوَاتِرٌ -এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদের আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) اِتِّصَالٌ -এর উদাহরণ দিতে গিয়ে مُتَوَاتِرٌ -কে পেশ করেছেন এবং مُتَوَاتِرٌ -এর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন যে, "এটা এমন একটি خَبَرٌ যাকে এমন সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া কল্পনা করা যায় না।"

এখানে অসংখ্য বর্ণনাকারীর কথা বলা হয়েছে। চাই তারা কাফির হোক বা মুসলমান, ন্যায়পরায়ণ হোক অথবা ফাসেক। হ্যাঁ, যদি বর্ণনাকারীগণ ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের স্বল্প সংখ্যার দ্বারাই عِلْم (জ্ঞান) অর্জিত হবে। আর যদি ফাসিক হয়, তাহলে عِلْم অর্জিত হওয়ার জন্য তারা অধিক সংখ্যক হতে হবে। সুতরাং দলের মধ্য হতে যদি একজন কোনো সংবাদ দেয় এবং অবশিষ্টগণ চুপ থাকেন আর প্রেক্ষাপট দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি তাঁরা উক্ত সংবাদের ব্যাপারে সন্দিহান হতেন তাহলে নীরব থাকতেন না– এমতাবস্থায় এ সংবাদ (خَبَرٌ) টিও مُتَوَاتِرٌ -এর মর্যাদা লাভ করবে এবং عِلْم -এর ফায়েদা দিবে। একে "تَوَاتُرْ سُكُوْتِيْ" বলে।

আর যদি একদলের প্রত্যেকেই একটি সংবাদ বিভিন্ন ভাষায় পরিবেশন করে, কিন্তু حُكْم -এর মধ্যে সব কয়টি সংবাদ এক রকম হয়, যদিও حُكْم টি পরোক্ষভাবে (دَلَالَتْ اِلْتِزَامِىْ -এর দ্বারা) সাব্যস্ত হয় তথাপি এর দ্বারা উক্ত حُكْم অর্জিত হবে। আর একে "تَوَاتُرْ مَعْنَوِىْ" বলে। তবে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রত্যেকটি خَبَرٌ -কে خَبَرُ وَاحِدٍ বলা হবে। এরূপ হাদীস অনেক রয়েছে। যথা– মোজার উপর মাসাহের হাদীস ইত্যাদি।

আর তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অকল্পনীয় হওয়ার অর্থ ব্যাপক। অর্থাৎ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বা ভুলবশত কোনোক্রমেই তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া কল্পনা করা যায় না। এটা বর্ণনাকারীর অধিক সংখ্যক হওয়ার ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيْهِ تَعَيُّنُ عَدَدٍ الخ -এর আলোচনা : এখানে مُتَوَاتِرٌ -এর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক বর্ণনাকারী হওয়া শর্ত নয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, مُتَوَاتِرٌ -এর বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা অগণিত হওয়া চাই। অথচ জমহুরের মতে مُتَوَاتِرٌ -এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা অগণিত হওয়া জরুরি (শর্ত) নয়। বরং নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ হলে অল্প সংখ্যক বর্ণনাকারীর সংবাদের দ্বারাই عِلْم অর্জিত হতে পারে। সুতরাং مُتَوَاتِرٌ -এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা এ পরিমাণ হওয়াই যথেষ্ট যাতে তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়ার আশঙ্কা তিরোহিত হয়ে যায়। যদিও তাদের সংখ্যা সীমিত হোক না কেন। কাজেই ব্যাখ্যাকার (র.) গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য "لَا يُحْصٰى عَدَدُهُمْ" -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্ণনাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন– وَلَمْ يُشْتَرَطْ الخ অর্থাৎ গ্রন্থকার (র.)-এর উক্ত বক্তব্যের অর্থ হলো مُتَوَاتِرٌ -এর মধ্যে সংখ্যার নির্দিষ্টকরণ শর্ত নয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে, مُتَوَاتِرٌ -এর জন্য বর্ণনাকারীর সংখ্যা অগণিত হওয়া শর্ত নয়।

অবশ্য একদল আলিম مُتَوَاتِرٌ -এর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক বর্ণনাকারীর শর্তারোপ করেছেন। সুতরাং তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, এটার বর্ণনাকারী কমপক্ষে সাতজন হবে। কেননা, পাত্রের মধ্যে কুকুর মুখ দিলে তাকে পবিত্রকরণের জন্য হাদীস শরীফে সাতবার ধৌত করার নির্দেশ এসেছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, চল্লিশ হতে হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (অর্থাৎ হে নবী! আল্লাহ এবং আপনার অনুসারী ঈমানদারগণই আপনার জন্য যথেষ্ট।) আর তখন ঈমানদারগণের সংখ্যা ছিল চল্লিশ। আবার কারো কারো মতে সত্তরজন হতে হবে। তাঁদের দলিল আল্লাহর বাণী– "وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا" (হযরত মূসা (আ.) ৭০ জন সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছেন আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য।) কারো কারো মতে চারজন। যেমন– জেনার সাক্ষীর সংখ্যা চার হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, দশজন। কেননা, দশের নিচে এককের সংখ্যা। আরেক দল আবার বিশজনের কথা বলেছেন। তাঁদের দলিল আল্লাহর বাণী– اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ (তোমাদের মধ্য হতে ধৈর্যশীল বিশজন হলে দু'শত জনের উপর বিজয় লাভে সক্ষম হবে।)

যা হোক মূলকথা হলো, مُتَوَاتِرٌ -এর জন্য এ পরিমাণ বর্ণনাকারী হওয়াই আবশ্যক যাদের দ্বারা عِلْم অর্জিত হয়, কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার শর্তারোপ সহীহ নয়। এটাই জমহুর ওলামায়ে কেরাম (র.)-এর মাযহাব।

وَيَدُوْمُ هٰذَا الْحَدُّ فَيَكُوْنُ اٰخِرُهٗ كَاَوَّلِهٖ
وَاَوَّلُهٗ كَاٰخِرِهٖ وَاَوْسَطُهٗ كَطَرَفَيْهِ يَعْنِىْ
يَسْتَوِىْ فِيْهِ جَمِيْعُ الْاَزْمِنَةِ مِنْ اَوَّلِ مَا نَشَأَ
ذٰلِكَ الْخَبَرُ اِلٰى اٰخِرِ مَا بَلَغَ اِلٰى هٰذَا النَّاقِلِ
فَالْاَوَّلُ هُوَ زَمَانُ ظُهُوْرِ الْخَبَرِ وَالْاٰخِرُ هُوَ
زَمَانُ كُلِّ نَاقِلٍ يَتَصَوَّرُهٗ اٰخِرًا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ
فِى الْاَوَّلِ كَذٰلِكَ كَانَ اٰحَادُ الْاَصْلِ فَسُمِّىَ
مَشْهُوْرًا اِنِ انْتَشَرَ فِى الْاَوْسَطِ وَالْاٰخِرِ وَلَوْ
لَمْ يَكُنْ فِى الْاَوْسَطِ وَالْاٰخِرِ كَذٰلِكَ كَانَ
مُنْقَطِعًا كَنَقْلِ الْقُرْاٰنِ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
مِثَالٌ لِمُطْلَقِ الْمُتَوَاتِرِ دُوْنَ مُتَوَاتِرِ السُّنَّةِ
لِاَنَّ فِىْ وُجُوْدِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ اِخْتِلَافًا
قِيْلَ لَمْ يُوْجَدْ مِنْهَا شَىْءٌ وَقِيْلَ اِنَّمَا
الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَقِيْلَ الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ وَاَنَّهٗ
يُوْجِبُ عِلْمَ الْيَقِيْنِ كَالْعِيَانِ عِلْمًا
ضَرُوْرِيًّا لَا كَمَا يَقُوْلُ الْمُعْتَزِلَةُ اَنَّهٗ يُوْجِبُ
عِلْمَ طُمَانِيْنَةٍ يُرَجِّحُ جَانِبَ الصِّدْقِ وَلَا
يُفِيْدُ الْيَقِيْنَ وَلَا كَمَا يَقُوْلُهٗ اَقْوَامٌ اَنَّهٗ
يُوْجِبُ عِلْمًا اِسْتِدْلَالِيًّا يَنْشَأُ مِنْ مُلَاحَظَةِ
الْمُقَدِّمَاتِ لَا ضَرُوْرِيًّا وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ وُجُوْدَ مَكَّةَ
وَبَغْدَادَ اَوْضَحُ وَاَجْلٰى مِنْ اَنْ يُّقَامَ عَلَيْهِ
دَلِيْلٌ يَعْتَرِى الشَّكُّ فِىْ اِثْبَاتِهٖ وَيَحْتَاجُ
فِىْ دَفْعِهٖ اِلٰى مُقَدِّمَاتٍ غَامِضَةٍ ظَنِّيَّةٍ -

সরল অনুবাদ : আর এ সংখ্যা-সীমা সর্বদা অক্ষুণ্ন থাকতে হবে। যেমন– সনদের শেষাংশ তার প্রথমাংশের ন্যায়, আর তার প্রথমাংশ শেষাংশের ন্যায় এবং তার মধ্যমাংশ উভয় প্রান্তের ন্যায় হবে। অর্থাৎ এ সংখ্যা-সীমার ক্ষেত্রে সকল যুগ তথা হাদীসের বিকাশ লাভের প্রথম যুগে হতে শুরু করে সর্বশেষ বর্ণনাকারী পর্যন্ত সমান হতে হবে। প্রথম যুগ দ্বারা হাদীসের প্রকাশ ও বিকাশের যুগকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর শেষ যুগ দ্বারা প্রত্যেক বর্ণনাকারীর সে সময়ই উদ্দেশ্য, যাকে সে বর্ণনাকারী সর্বশেষ যুগে বলে ধারণা করে। যদি প্রথম যুগে হাদীস এরূপ না হয়, অর্থাৎ যদি তার রাবী এত বিপুল সংখ্যক না হয়, তাহলে তাকে اَحَادُ الْاَصْلِ বলা হবে। এখন যদি মধ্যবর্তী ও শেষ যুগে খুব বেশি ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে উক্ত খবরকে মাশহুর নামে অভিহিত করা হবে। আর যদি মধ্যম ও শেষ যুগে এরূপ না হয় অর্থাৎ খুব বেশি ছড়িয়ে না পড়ে, তাহলে উক্ত খবরকে مُنْقَطِعٌ বা "বিচ্ছিন্ন" বলা হবে। **যেমন– কুরআন মাজীদের গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়া ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ** এটা মুতলাক মুতাওয়াতির-এর উদাহরণ, মুতাওয়াতির সুন্নতের উদাহরণ নয়। কেননা, শাব্দিক تَوَاتُرْ সহ মুতাওয়াতির সুন্নতের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওলামাদের মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, শাব্দিক تَوَاتُرْ সহ মুতাওয়াতির সুন্নতের একটি উদাহরণও বর্তমান নেই। কেউ কেউ বলেছেন যে, এর উদাহরণ হলো اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ এ হাদীসটি মুতাওয়াতির। **আর খবরে মুতাওয়াতির ইলমে ইয়াকীন বা প্রত্যয়ী জ্ঞান ওয়াজিব করে,** যেভাবে কোনো কিছুর চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ ইলমে বাদিহী বা আবশ্যিক জ্ঞান ওয়াজিব করে থাকে। মু'তাযিলাগণ যেমন বলে এটা তেমন নয়। তারা বলে যে, মুতাওয়াতির عِلْم طُمَانِيْنَةٌ বা সান্ত্বনামূলক জ্ঞানই ওয়াজিব করে মাত্র। যা সত্যের দিককে প্রাধান্য দান করে বটে, কিন্তু ইয়াকীনের উপকার প্রদান করে না। আর এটা তেমনটিও নয়, যেমন কোনো কোনো সম্প্রদায় বলে থাকে যে, খবরে মুতাওয়াতির সে عِلْم اِسْتِدْلَالِىْ-কে ওয়াজিব করে, যা কতিপয় ভূমিকা নিরীক্ষণ দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে, ইলমে জরুরীকে ওয়াজিব করে না। খবরে মুতাওয়াতির দ্বারা ইল্‌মে ইয়াকীন অর্জিত হওয়ার কারণ এই যে, উদাহরণস্বরূপ মক্কা ও বাগদাদের অস্তিত্বের কথা ধরা যাক। এ স্থান দু'টির অস্তিত্ব সেসব বিষয় হতে অধিক সুস্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান যে, এ স্থান দু'টির অস্তিত্বের পক্ষে এমন দলিল পেশ করা হবে যা দ্বারা এ স্থান দু'টি প্রমাণ করতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং সে সন্দেহকে দূর করার জন্য এমন মুকাদ্দামাসমূহের মুখাপেক্ষী হতে হয় যেগুলো মুবহাম (অস্পষ্ট) ও যন্নী (সন্দেহযুক্ত)।

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَدُوْمُ আর সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকবে هٰذَا الْحَدُّ এ সংখ্যা সীমা فَيَكُوْنُ ফলে হবে اٰخِرُهٗ তার শেষ অংশ كَاَوَّلِهٖ প্রথম অংশের ন্যায় وَاَوَّلُهٗ এবং প্রথম অংশ كَاٰخِرِهٖ শেষাংশের ন্যায় وَاَوْسَطُهٗ এবং তার মধ্যমাংশ كَطَرَفَيْهِ তার উভয় প্রান্তের ন্যায় يَعْنِىْ অর্থাৎ يَسْتَوِىْ فِيْهِ এটা সমান হবে جَمِيْعُ সকল الْاَزْمِنَةِ যুগ বা কাল مِنْ اَوَّلِ প্রথম জমানা হতে مَا نَشَأَ যেখান থেকে বিকাশ লাভ করেছে ذٰلِكَ الْخَبَرُ এ হাদীস اِلٰى اٰخِرِ সর্বশেষ পর্যন্ত مَا بَلَغَ যা পৌঁছেছে اِلٰى هٰذَا النَّاقِلِ এর বর্ণনাকারী পর্যন্ত فَالْاَوَّلُ অতএব প্রথম জমানা দ্বারা উদ্দেশ্য هُوَ زَمَانُ যে যুগ ظُهُوْرِ الْخَبَرِ যাতে হাদীস বিকাশ লাভ করেছে وَالْاٰخِرُ আর শেষ জমানা হলো هُوَ زَمَانُ সে যুগ كُلِّ نَاقِلٍ প্রত্যেক বর্ণনাকারী يَتَصَوَّرُهٗ তা বর্ণনা করে اٰخِرًا অপরের নিকট فَلَوْ لَمْ يَكُنْ যদি না হতো হাদীস فِى الْاَوَّلِ প্রথম যুগে كَذٰلِكَ এরূপ كَانَ اٰحَادُ الْاَصْلِ তাহলে তাকে আহাদুল আসল বলা হবে فَسُمِّىَ যার নামে অবিহিত করা

হবে وَلَوْ لَمْ মাশহুর নামে مَشْهُورًا যদি তা খুব বেশি ছড়িয়ে পড়ে اِنِ انْتَشَرَ মধ্যবর্তী যুগে فِى الْاَوْسَطِ এবং শেষ জমানায় وَالْاٰخِرُ
আর যদি না হয় يَكُنْ মধ্যম জমানায় فِى الْاَوْسَطِ শেষ যুগে وَالْاٰخِرِ এরূপ كَذٰلِكَ তাহলে উক্ত খবরকে বিচ্ছিন্ন বলা كَانَ مُنْقَطِعًا
হবে لِمُطْلَقِ যেমন– কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়া كَنَقْلِ الْقُرْاٰنِ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ উদাহরণ مِثَالٌ
মুতলাক মুতাওয়াতির-এর الْمُتَوَاتِرِ উদাহরণ নয় دُوْنَ সুন্নতের মুতাওয়াতিরে مُتَوَاتِرِ السُّنَّةِ কেননা لِاَنَّ অস্তিত্ব সম্পর্কে فِىْ وُجُوْدِ
সুন্নতে মুতাওয়াতির-এর السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ অনেক মতভেদ রয়েছে اِخْتِلَافًا কেউ কেউ বলেছেন قِيْلَ সুন্নতে لَمْ يُوْجَدْ مِنْهَا
মুতাওয়াতির বিদ্যমান/বর্তমান নেই شَيْءٌ একটিও وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন, তার উদাহরণ হলো اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ নিয়তের
এ হাদীসটি وَقِيْلَ আর কেউ বলেছেন اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ এ হাদীসটি মুতাওয়াতির وَاِنَّهٗ আর মুতাওয়াতির
ওয়াজিব/আবশ্যক করে يُوْجِبُ প্রত্যয়ী জ্ঞান عِلْمَ الْيَقِيْنِ চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের ন্যায় كَالْعِيَانِ আবশ্যিক জ্ঞান عِلْمًا ضَرُوْرِيًّا এরূপ لَا
নয় يَرْجِعُ যেরূপ বলে كَمَا يَقُوْلُ মু'তাযিলাগণ الْمُعْتَزِلَةُ যা ওয়াজিব করে اِنَّهٗ يُوْجِبُ সান্ত্বনামূলক জ্ঞান عِلْمَ طُمَانِيْنَةٍ যা প্রাধান্য
দেয় كَمَا يَقُوْلُهٗ সত্যের দিককে جَانِبَ الصِّدْقِ কিন্তু তা উপকার প্রদান করে না وَلَا يُفِيْدُ দৃঢ় বিশ্বাসের الْيَقِيْنَ আর এরূপও নয় وَلَا
যেরূপ বলে থাকে اَقْوَامٌ কোনো কোনো সম্প্রদায় اَنَّهٗ يُوْجِبُ যে উহা আবশ্যক করে عِلْمًا اِسْتِدْلَالِيًّا প্রমাণমূলক জ্ঞানকে يَنْشَأُ যা
অর্জিত হয় مُلَاحَظَةِ নিরীক্ষণ দ্বারা الْمُقَدِّمَاتِ কতিপয় মুকাদ্দামা لَا ضَرُوْرِيًّا আবশ্যকীয় ইলমকে ওয়াজিব করে না وَ ذٰلِكَ মুতাওয়াতির
দ্বারা ইলমে ইয়াকীন অর্জিত হওয়ার কারণ হলো لِاَنَّ وُجُوْدَ কেননা, অস্তিত্বের কথা مَكَّةَ وَبَغْدَادَ মক্কা ও বাগদাদের اَوْضَحُ অধিক সুস্পষ্ট
الشَّكُّ এবং জাজ্বল্যমান وَاَجْلٰى দলিল دَلِيْلٌ যে তাদের অস্তিত্বের উপর পেশ করা যাবে مِنْ اَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ এমন প্রমাণ সৃষ্টি হয় يَعْتَرِىْ
সন্দেহ-সংশয়কে اِلٰى এ স্থানদ্বয়ের অস্তিত্ব প্রমাণে فِىْ اِثْبَاتِهٖ আর মুখাপেক্ষী হতে হয় وَيَحْتَاجُ সে সন্দেহ দূর করতে فِىْ دَفْعِهٖ
مُقَدِّمَاتٍ এমন মুকাদ্দামাসমূহের غَامِضَةٍ যেগুলো মুবহাম/অস্পষ্ট ظَنِّيَّةٍ ও যন্নী/ধারণামূলক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيَدُوْمُ هٰذَا الْحَدُّ فَيَكُوْنُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُتَوَاتِرْ-এর বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্য সর্বস্তরে বহাল থাকা আবশ্যক হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণনাকারীগণের সংখ্যাধিক্য সনদের সর্বযুগে ও সর্বস্তরে বহাল থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ সর্বযুগেই এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী থাকা আবশ্যক যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়ার কল্পনা করা যায় না। এটা জমহুর উসূলবিদগণের মাযহাব। তবে ইমাম আবূ বকর জাসসাস (র.)-এর মতে مُتَوَاتِرْ - مَشْهُوْر-এর একটি শ্রেণী। যা হোক সর্বযুগে বর্ণনাকারীর সংখ্যা সমান হওয়ার অর্থ হলো সর্বযুগেই এত অধিক বর্ণনাকারী থাকা চাই যাদের মিথ্যার উপর ঐকমত্যে পৌঁছার কোনো আশঙ্কা নেই। তবে কোনো যুগে বর্ণনাকারীর সংখ্যা অন্য যুগের তুলনায় বেশি হওয়া দূষণীয় নয়; বরং তা উত্তম।

কেউ কেউ বলেছেন যে, مُتَوَاتِرْ-এর সনদের শেষ পর্যায়ে শ্রবণ বা দর্শন থাকতে হবে, যা শুধু আকলের দ্বারা সাব্যস্ত হবে তা مُتَوَاتِرْ হতে পারবে না। কেননা, কোনো আকলী মাসআলায় যদি এক মহাদেশের লোকেরা একমত হন তাহলেও আমরা সন্দেহাতীতভাবে তা মেনে নেব না। বরং তার দলিল খোঁজ করবো।

যা হোক প্রথম যুগে যদি উপরোক্ত সংখ্যাধিক্য পাওয়া না যায়, তাহলে তাকে আমরা মূলত خَبَرْ وَاحِدْ হিসেবে গণ্য করবো। আর মধ্যম ও শেষ যুগে এর ব্যাপক প্রসার হলে তা خَبَرْ مَشْهُوْر হবে। মধ্যম ও শেষ যুগেও যদি এর প্রসারতা না হয়, তাহলে এটা مُنْقَطِعْ হিসেবে গণ্য হবে।

قَوْلُهٗ كَنَقْلِ الْقُرْاٰنِ وَالصَّلٰوةِ الْخَمْسِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে حَدِيْث مُتَوَاتِرْ-এর উদাহরণ ও অস্তিত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) حَدِيْث مُتَوَاتِرْ-এর আলোচনা করতে গিয়ে তার উদাহরণে সাধারণ مُتَوَاتِرْ-এর উল্লেখ করেছেন। কেননা, حَدِيْث-এর মধ্যে مُتَوَاتِرْ-এর অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বিতর্ক রয়েছে। সুতরাং কারো কারো মতে হাদীসে কোনো مُتَوَاتِرْ-এর বর্ণনা নেই। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, "اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (কর্মফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।) হাদীসটি مُتَوَاتِرْ। কারো কারো মতে اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ (দাবিদারকে দলিল পেশ করতে হবে এবং অস্বীকারকারীকে শপথ দেওয়া হবে।) হাদীসটি مُتَوَاتِرْ। আবার কেউ কেউ বলেছেন– مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ (যে আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল করে নেয়।) এ হাদীসখানা مُتَوَاتِرْ।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত মতানৈক্য "مُتَوَاتِرْ لَفْظِىْ" সম্পর্কে। তবে "مُتَوَاتِرْ مَعْنَوِىْ" (অর্থগত مُتَوَاتِرْ) হাদীসের মধ্যে প্রচুর রয়েছে। এর অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই। সর্বসম্মতিক্রমে এটা বিদ্যমান। এদের মধ্যে "مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ" তথা মোজার উপরে মাসাহ করা সম্পর্কিত হাদীসটি অন্যতম। শীর্ষস্থানীয় সত্তরজন সাহাবী উক্ত হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهٗ وَاِنَّهٗ يُوْجِبُ عِلْمَ الْيَقِيْنِ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে خَبَرْ مُتَوَاتِرْ-এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। مُتَوَاتِرْ হাদীসের حُكْم বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, خَبَرْ مُتَوَاتِرْ নিশ্চিত ইলেম (عِلْم يَقِيْن)-এর ফায়েদা দান করে। যেমন– চোখে দেখার দ্বারা عِلْم ضَرُوْرِىْ (অত্যাবশ্যক জ্ঞান) অর্জিত হয়ে থাকে। যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত।

মু'তাযিলাগণ এর বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন। তাঁদের মতে এর দ্বারা عِلْمُ طُمَانِيْنَتْ (প্রশান্তিমূলক ইলিম) অর্জিত হয়ে থাকে। তবে তাঁদের মতের খণ্ডনে বলা যেতে পারে যে, নবীগণ (আ.) এবং তাঁদের মুজিযাসমূহ مُتَوَاتِرْ ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং তাঁদের নবুয়তের ব্যাপারে ইলমে ইয়াকীন (সন্দেহাতীত ইলিম) অর্জিত হবে না। আর এটা স্পষ্ট কুফর।

হযরত আবূ বকর দাক্কাক (র.) ও এক জামাতের মতে مُتَوَاتِرْ-এর দ্বারা عِلْمُ اِسْتِدْلَالِىْ অর্জিত হয়ে থাকে। এভাবে যে, 'এটা একদল সত্যপন্থি জামাতের সংবাদ আর যার অবস্থা এরূপ হবে এটা সত্য ও অকাট্য হবে।' আমরা বলবো যে, ভূমিকাসমূহ আওড়ানো (ও বিন্যস্তকরণ) بَدِيْهِىْ (সহজাত জ্ঞান)-এর ব্যাপারেও হয়ে থাকে। আর তাতে এটা نَظْرِىْ হয়ে যায় না; বরং نَظْرِىْ তো সেটাই যার অর্জন ভূমিকা আওড়ানোর উপর নির্ভরশীল। অথচ خَبَرْ مُتَوَاتِرْ-এর ব্যাপারে তা প্রযোজ্য নয়। সুতরাং মক্কা মুয়ায্‌যামা ও বাগদাদের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার জন্য দলিল পেশ করার প্রয়োজন পড়ে না।

أَوْ يَكُوْنُ اِتِّصَالًا فِيْهِ شُبْهَةٌ صُوْرَةً أَيْ مِنْ حَيْثُ عَدَمِ تَوَاتُرِهٖ فِي الْقَرْنِ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ ذٰلِكَ مَعْنًى كَالْمَشْهُوْرِ وَهُوَ مَا كَانَ مِنَ الْآحَادِ فِي الْأَصْلِ أَيْ فِي الْقَرْنِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَرْنُ الصَّحَابَةِ (رض) ثُمَّ انْتَشَرَ حَتّٰى يَنْقُلَهُ قَوْمٌ لَا يُتَوَهَّمُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ وَهُوَ الْقَرْنُ الثَّانِيْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَعْنِيْ قَرْنَ التَّابِعِيْنَ وَتَبَعِ التَّابِعِيْنَ وَلَا اِعْتِبَارَ لِلشُّهْرَةِ بَعْدَ ذٰلِكَ فَإِنَّ عَامَّةَ أَخْبَارِ الْآحَادِ قَدِ اشْتَهَرَتْ فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْهَا آحَادًا وَأَنَّهُ يُوْجِبُ عِلْمَ طُمَأْنِيْنَةٍ أَيْ اِطْمِيْنَانٍ يُرَجِّحُ جِهَةَ الصِّدْقِ فَهُوَ دُوْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَفَوْقَ الْوَاحِدِ حَتّٰى جَازَتِ الزِّيَادَةُ بِهٖ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهٗ بَلْ يُضَلَّلُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَالَ الْجَصَّاصُ إِنَّهٗ أَحَدُ قِسْمَيِ الْمُتَوَاتِرِ فَيُفِيْدُ عِلْمَ الْيَقِيْنِ وَيُكَفَّرُ جَاحِدُهٗ كَالْمُتَوَاتِرِ عَلٰى مَا مَرَّ -

সরল অনুবাদ : অথবা, ঐ اِتِّصَالٌ এমন হবে যে, **তাতে বাহ্যত সন্দেহ রয়েছে।** অর্থাৎ প্রথম যুগে তার মুতাওয়াতির না হওয়ার কারণে সন্দেহ রয়েছে যদিও পরবর্তী যুগসমূহে অর্থগতভাবে সে সন্দেহ অবশিষ্ট থাকেনি। **যেমন– খবরে মাশ্হুর। মাশ্হুর সে খবরকে বলা হয়, যা মূলত آحَادٌ -এরই শ্রেণীভুক্ত।** অর্থাৎ প্রথম যুগে বা সাহাবীদের যুগে آحَادٌ **সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, অতঃপর তা ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি মুতাওয়াতির -এর ন্যায় এত অধিক সংখ্যক রাবী তা বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সকলের মিথ্যার উপর একমত হওয়ার ধারণাও করা যায় না। আর তা হলো দ্বিতীয় যুগ ও তদ্পরবর্তী লোকদের যুগ।** অর্থাৎ قَرْنُ الثَّانِيْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ দ্বারা তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীগণের যুগকে বুঝানো হয়েছে। এরপর কোনো খবর খবরে মাশ্হুরের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তা বিবেচনা করা হবে না। কেননা, সকল খবরে ওয়াহিদই এ যুগে মাশ্হুর হয়ে গেছে। সুতরাং কোনো হাদীসই আর آحَادٌ হিসেবে অবশিষ্ট থাকেনি। **আর খবরে মাশ্হুর عِلْمِ طُمَأْنِيْنَةٍ বা সান্ত্বনাবিধায়ক জ্ঞান ওয়াজিব করে।** অর্থাৎ এমন তুষ্টি জ্ঞানের কারণ হয়, যা সত্যের দিককে প্রাধান্য দান করে। মোটকথা, খবরে মশ্হুরের স্থান খবরে মুতাওয়াতির-এর নীচে এবং খবরে ওয়াহিদের উপরে। এমনকি খবরে মাশহুরের সাহায্যে কিতাবুল্লাহর উপর পরিবর্ধন (অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর হুকুমের মধ্যে বৃদ্ধি সাধন করা) জায়েজ হবে এবং এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না; বরং বিশুদ্ধতম মত অনুসারে তাকে পথভ্রষ্ট বলা হবে। ইমাম আবূ বকর জাস্সাস্ (র.) বলেছেন যে, খবরে মাশ্হুর খবরে মুতাওয়াতির-এর এক প্রকার। কাজেই এটা ইলমে ইয়াকীন বা নিশ্চিত জ্ঞানর ফায়দা দিবে এবং এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হয়ে থাকে মুতাওয়াতিরের ন্যায়। যেমন এর আলোচনা পূর্বে হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : أَوْ يَكُوْنُ অথবা তা হবে اِتِّصَالًا এমন মিল فِيْهِ شُبْهَةٌ যাতে সন্দেহ রয়েছে صُوْرَةً বাহ্যিক أَيْ অর্থাৎ مِنْ حَيْثُ এ দিক থেকে যে عَدَمِ না হওয়া تَوَاتُرِهٖ তার মুতাওয়াতির فِي الْقَرْنِ যুগে الْأَوَّلِ প্রথম وَإِنْ لَمْ يَبْقَ আর যদি তা অবশিষ্ট না থাকে ذٰلِكَ সে সন্দেহ مَعْنًى অর্থগত দিক থেকে كَالْمَشْهُوْرِ যেমন খবরে মাশহুর وَهُوَ مَا كَانَ যা হয় مِنَ الْآحَادِ খবরে আহাদের অন্তর্ভুক্ত فِي الْأَصْلِ মূলত أَيْ অর্থাৎ فِي الْقَرْنِ الْأَوَّلِ প্রথম যুগে وَهُوَ قَرْنُ الصَّحَابَةِ (رض) আর তা হলো সাহাবীদের যুগ ثُمَّ انْتَشَرَ তারপর তা বিস্তৃতি লাভ করেছে/ছড়িয়ে পড়েছে حَتّٰى يَنْقُلَهُ এমনকি তা বর্ণনা করেছে قَوْمٌ এমন সম্প্রদায় لَا يُتَوَهَّمُ ধারণা করা যায় না تَوَاطُؤُهُمْ তাদের একমত হওয়া عَلَى الْكِذْبِ মিথ্যার উপর وَهُوَ আর তা হলো الْقَرْنُ الثَّانِيْ দ্বিতীয় যুগ وَمَنْ بَعْدَهُمْ এবং তাদের পরবর্তী যুগ يَعْنِيْ অর্থাৎ قَرْنَ التَّابِعِيْنَ তাবেয়ীদের যুগ وَتَبَعِ التَّابِعِيْنَ এবং তাবয়ে তাবেয়ীদের যুগ وَلَا اِعْتِبَارَ আর গণ্য করা যাবে না لِلشُّهْرَةِ মাশহুর হিসেবে بَعْدَ ذٰلِكَ এরপর فَإِنَّ কেননা عَامَّةَ সকল أَخْبَارِ الْآحَادِ খবরে ওয়াহিদই قَدِ اشْتَهَرَتْ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ এ যুগে فَلَمْ يَبْقَ অতএব অবশিষ্ট থাকে না شَيْءٌ مِنْهَا এর থেকে কোনো হাদীসই آحَادًا আহাদ হিসেবে وَ আর أَنَّهُ يُوْجِبُ তা ওয়াজিব/আবশ্যক করে عِلْمَ طُمَأْنِيْنَةٍ সান্ত্বনা বিধায়ক জ্ঞান أَيْ অর্থাৎ اِطْمِيْنَانٍ এমন তুষ্টি জ্ঞান يُرَجِّحُ যা প্রাধান্য দেয় جِهَةَ দিক الصِّدْقِ সত্যের فَهُوَ আর তা হবে دُوْنَ নিচে الْمُتَوَاتِرِ মুতাওয়াতিরের وَفَوْقَ الْوَاحِدِ এবং খবরে ওয়াহেদের উপরে حَتّٰى جَازَتِ এমনকি বৈধ হবে الزِّيَادَةُ বৃদ্ধি সাধন بِهٖ খবরে মাশহুর দ্বারা عَلٰى উপরে كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى মহান আল্লাহর কিতাবের وَلَا يُكَفَّرُ আর কাফির বলা যাবে না جَاحِدُهٗ তার অস্বীকারকারীকে بَلْ বরং يُضَلَّلُ পথভ্রষ্ট বলা যাবে عَلَى الْأَصَحِّ বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী وَقَالَ الْجَصَّاصُ আর ইমাম জাসসাস বলেন إِنَّهٗ أَحَدُ তা এক প্রকার قِسْمَيِ দু' প্রকারের الْمُتَوَاتِرِ।

মুতাওয়াতিরের فَيُفِيْدُ সুতরাং তা উপকার প্রদান করবে عِلْمَ الْيَقِيْنِ দৃঢ় বিশ্বাসমূলক জ্ঞানের وَيُكَفَّرُ ফলে কাফির বলা যাবে جَاحِدُهٗ তার অস্বীকারকারীকে كَالْمُتَوَاتِرِ মুতাওয়াতিরের ন্যায় عَلٰى مَا مَرَّ যেরূপ এর আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ أَوْ يَكُوْنُ اِتِّصَالًا فِيْهِ شُبْهَةٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اِتِّصَالٌ -এর দ্বিতীয় প্রকার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এটা اِتِّصَالٌ -এর দ্বিতীয় প্রকার। অর্থাৎ এতে اِتِّصَالٌ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং বাহ্যত কিছুটা সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকবে। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সর্বযুগে تَوَاتُرٌ -এর পর্যায় পৌঁছেনি। অবশ্য পরবর্তী যুগে তথা তাবেয়ীন ও তাবয়ে তবেয়ীনের যুগে مُتَوَاتِرٌ -এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে এসে এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী একে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়ার কল্পনা করা যায় না।

যা হোক মূলত সাহাবায়ে কেরামের যুগে এটা خَبَرْ وَاحِدٌ -এর স্তরেই ছিল। সাহাবীগণের যুগে এটার বর্ণনাকারীর সংখ্যা مُتَوَاتِرٌ হতে অপেক্ষাকৃত কম ছিল। চাই এক থাকুক বা একাধিক থাকুক। আর এটাই উসূলবিদগণের মাযহাব।

অপরদিকে হাদীসবিশারদগণের মাযহাব অনুযায়ী سُنَّةٌ দু' প্রকার। প্রথম প্রকার مُتَوَاتِرٌ আর এটা হলো, যার এত অধিক সনদ (সূত্র) রয়েছে যে, স্বভাবত তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয় প্রকার خَبَرْ وَاحِدٌ যা مُتَوَاتِرٌ -এর ন্যায় নয়। সুতরাং যদি এটার সনদ দু'য়ের অধিক হয়ে সীমিত সংখ্যক হয় অর্থাৎ যদি এটার কোনো স্তরেই বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনের কম না হয়, তাহলে এটাকে خَبَرْ مَشْهُوْر বলে। আর যদি কোনো স্তরে এটার বর্ণনাকারীর সংখ্যা দু'জন হয়ে পড়ে তা হলে এটাকে عَزِيْزٌ বলে। আর যদি কোনো স্তরে এটার বর্ণনাকারীর সংখ্যা একজন হয়ে পড়ে, তাহলে এটাকে غَرِيْبٌ বলে।-(নুখ্‌বাহ)

قَوْلُهٗ لَا اِعْتِبَارَ لِلشُّهْرَةِ بَعْدَ ذَالِكَ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে কোন যুগের প্রসিদ্ধি (شُهْرَةٌ) ধর্তব্য হবে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো হাদীস যদি তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনের যুগে প্রসিদ্ধ না হয়ে তার পরবর্তী যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাহলে তা ধর্তব্য হবে না। কেননা, সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের যুগকে নবী করীম ﷺ কল্যাণকর যুগ (خَيْرٌ) হিসেবে গণ্য করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন- خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ অর্থাৎ আমার (সাহাবায়ে কেরামের) যুগ সর্বোৎকৃষ্ট যুগ। অতঃপর তাবেয়ীন এবং তৎপর তাবয়ে তাবেয়ীনের যুগ (উৎকৃষ্ট)। তা ছাড়া নবী করীম ﷺ এটাও বলেছেন যে, উক্ত তিন যুগের পর মিথ্যার প্রসারতা ব্যাপক আকার ধারণ করবে। এতদ্ব্যতীত পরবর্তী যুগসমূহে এসে সমস্ত হাদীসই প্রসিদ্ধ হয়েছে। এ প্রসারতা ধর্তব্য হলে তো আর خَبَرْ وَاحِدٌ বলতে কিছু বাকি থাকে না।

قَوْلُهٗ وَاَنَّهٗ يُوْجِبُ عِلْمَ طَمَانِيْنَةٍ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে خَبَرْ مَشْهُوْر-এর حُكْم -এর বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। خَبَرْ مَشْهُوْر -এর হুকুম এই যে, عِلْمُ طَمَانِيْنَتْ -কে ওয়াজিব করে। অর্থাৎ এর দ্বারা এমন প্রশান্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয় যে, صِدْق (সত্য)-এর দিককে প্রাধান্য দেওয়া যায়। কাজেই এটা مُتَوَاتِرٌ হতে নিম্নমানের এবং خَبَرْ وَاحِدٌ হতে উচ্চমানের। আর তা হলো- خَبَرْ مَشْهُوْر হিসেবে। তবে যদি خَبَرٌ মাশহুর হয় এবং তার উপর উম্মতের ইজমা হয় ও উক্ত ইজমা تَوَاتُرٌ -এর ধারায় আমাদের নিকট পৌঁছে, তাহলে এটা عِلْم يَقِيْن -এর ফায়েদা দান করবে। যা হোক এতে صِدْق -এর দিক জোরালোভাবে প্রাধান্য পাবে, তবে এটাতে বর্ণনাকারীর মিথ্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। হ্যাঁ, উক্ত মিথ্যা ভুলবশত হতে পারে এবং এটার আশঙ্কা অত্যন্ত ক্ষীণ হবে। যা অস্তিত্বহীনতার পর্যায়ভুক্ত। কেননা, সাহাবীগণ (রা.) মিথ্যার কলঙ্ক হতে সাধারণত মুক্ত ছিলেন। সততাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। কাজেই তাঁরা নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করলে (কমপক্ষে) এটার সত্যতার ধারণা জন্মিবে। অতঃপর خَبَرٌ টি তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের যুগে تَوَاتُرٌ -এর স্তরে উন্নীত হওয়ার কারণে সত্যতার দিক জোরালোভাবে অগ্রাধিকার পাবে। কাজেই এটার সত্যতার উপর অন্তরে আস্থা ও প্রশান্তি অর্জিত হবে।

আর خَبَرْ مَشْهُوْر -এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন জায়েজ হবে। যেমন কিতাবুল্লাহর خَبَرْ مُطْلَق -কে مَشْهُوْر দ্বারা مُقَيَّدٌ করা যাবে। যথা শপথের কাফ্‌ফারার রোজার সাথে ধারাবাহিক হওয়ার শর্তযুক্ত করা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর قِرَاءَةٌ -এর দ্বারা। কেননা, শেষোক্ত যুগদ্বয়ের গ্রহণের দ্বারা তা অর্থগতভাবে مُتَوَاتِرٌ -এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তবে বাহ্যত এটা مُتَوَاتِرٌ হতে নিম্নমানের হওয়ার কারণে এবং এতে কিছুটা সংশয় থাকার দরুন তার দ্বারা কুরআনের শব্দকে মান্‌সূখ (রহিত) করা যাবে না এবং এটার অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না। কেননা, মূলত এটা خَبَرْ وَاحِدٌ এবং বাহ্যিকভাবে এটাতে সংশয় রয়েছে। সুতরাং এটার অস্বীকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের লোকদেরকে ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হবে না। আর আলিমদের ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত করা ফিস্‌ক ও গোমরাহী, কুফরি নয়। এটা এদিক দিয়ে مُتَوَاتِرٌ -এর বিপরীত। কেননা مُتَوَاتِرٌ -এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হয়। কারণ, এটাতে স্বয়ং নবী করীম ﷺ -কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়।

ইমাম আবূ বকর জাসসাস (র.) বলেছেন, خَبَرْ مَشْهُوْر এটা مُتَوَاتِرٌ -এর একটি শ্রেণী বিশেষ। কাজেই এটাও يَقِيْن -এর ফায়েদা দান করবে। তবে সহজাতভাবে নয়, বরং দলিলিকভাবে এবং এর অস্বীকারকারীকেও কাফির বলা হবে। কেননা, উম্মত তাকে কবুল করেছে। আর (সমষ্টিগতভাবে) তাঁরা ন্যায়পরায়ণ। কাজেই এটাও مُتَوَاتِرٌ -এর ন্যায় হবে।

أَوْ يَكُوْنَ اِتِّصَالًا فِيْهِ شُبْهَةٌ صُوْرَةً
وَمَعْنًى لِاَنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ فِىْ قَرْنٍ مِنَ الْقُرُوْنِ
الثَّلٰثَةِ الَّتِىْ شَهِدَ بِخَيْرِيَّتِهِمْ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ
وَهُوَ كُلُّ خَبَرٍ يَرْوِيْهِ الْوَاحِدُ اَوِ الْاِثْنَانِ فَصَاعِدًا
اِنَّمَا قَالَ ذٰلِكَ رَدًّا لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ
يُقْبَلُ خَبَرُ الْاِثْنَيْنِ دُوْنَ الْوَاحِدِ وَلَا عِبْرَةَ
لِلْعَدَدِ فِيْهِ بَعْدَ اَنْ يَكُوْنَ دُوْنَ الْمَشْهُوْرِ
وَالْمُتَوَاتِرِ يَعْنِىْ فِى الْقُرُوْنِ الثَّلٰثَةِ لَمَّا
لَمْ تَبْلُغْ رُوَاتُهُ حَدَّ الْمَشْهُوْرِ وَالْمُتَوَاتِرِ
فَلَا عِبْرَةَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِاَيِّ قَدْرٍ كَانَ لِاَنَّ كُلَّهَا
سَوَاءٌ فِىْ اَنْ لَا يُخْرِجَهُ عَنِ الْاٰحَادِيَّةِ ـ

সরল অনুবাদ : অথবা, ঐ اِتِّصَالْ এমন হবে যে, তাতে বাহ্যিক ও অর্থগত উভয় দিক দিয়েই সন্দেহ বিরাজ করবে। এ জন্য যে, এটা সে তিন যুগের কোনো যুগেই প্রসিদ্ধি অর্জন করতে পারেনি, যার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নবী করীম ﷺ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। **যেমন– খবরে ওয়াহিদ। খবরে ওয়াহিদ সেই খবরকে বলা হয়, যা একজন অথবা দু'জন কিংবা ততোধিক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।** গ্রন্থকার (র.) কর্তৃক সংজ্ঞা এ পদ্ধতিতে প্রদানের উদ্দেশ্য হলো সেই ব্যক্তির দাবি খণ্ডন করা, যিনি উভয়ের মাঝখানে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যে, দু'জনের খবর গ্রহণযোগ্য হবে এবং একজনের খবর গ্রহণযোগ্য হবে না। (এটা মু'তাযিলীদের অন্যতম নেতা জুব্বায়ী-এর কওল) **আর খবরে ওয়াহিদ খবরে মশহুর ও খবরে মুতাওয়াতির অপেক্ষা নিম্নস্তরের বলে সাব্যস্ত হওয়ার পর তন্মধ্যে রাবীর সংখ্যার কোনোই গুরুত্ব নেই।** অর্থাৎ قُرُوْنِ ثَلٰثَةِ বা উৎকৃষ্ট জমানাত্রয়ের মধ্যে যখন এদের রাবীদের সংখ্যা মাশহুর ও মুতাওয়াতির-এর সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, তখন তদপরবর্তী যুগের রাবীদের সংখ্যা কোনো গুরুত্বই নেই। চাই রাবীর সংখ্যা যাই হোক না কেন। কেননা, সকল সংখ্যাই খবরকে اٰحَادِيَّتْ হতে বের করতে না পারার ক্ষেত্রে সমান।

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ يَكُوْنَ অথবা তা اِتِّصَالًا এমন ইত্তিসাল فِيْهِ شُبْهَةٌ যাতে সন্দেহ বিরাজমান صُوْرَةً বাহ্যিকভাবে وَمَعْنًى এবং অর্থগত দিক দিয়ে لِاَنَّهُ এটা এ জন্য যে لَمْ يَشْتَهِرْ তা প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি فِىْ قَرْنٍ কোনো যুগে مِنَ الْقُرُوْنِ الثَّلٰثَةِ তিন যুগের الَّتِىْ شَهِدَ যার সাক্ষ্য নবী করীম ﷺ দিয়ে গেছেন بِخَيْرِيَّتِهِمْ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে كَخَبَرِ الْوَاحِدِ যেমন খবরে ওয়াহিদ وَهُوَ আর তা হলো كُلُّ خَبَرٍ এমন সকল খবর يَرْوِيْهِ যা বর্ণনা করেছেন الْوَاحِدُ একজন اَوِ الْاِثْنَانِ অথবা দু'জন فَصَاعِدًا কিংবা ততোধিক اِنَّمَا قَالَ ذٰلِكَ গ্রন্থকার কর্তৃক এরূপ সংজ্ঞা প্রদানের কারণ হলো رَدًّا সে ব্যক্তির দাবি খণ্ডন করা لِمَنْ فَرَّقَ যে ব্যক্তি পার্থক্য নির্দেশ করেছেন بَيْنَهُمَا উভয়ের মাঝে وَقَالَ এবং বলেছেন যে يُقْبَلُ গৃহীত হবে خَبَرُ الْاِثْنَيْنِ দু'জনের খবর دُوْنَ الْوَاحِدِ একজনের খবর গ্রহণযোগ্য নয় وَلَا عِبْرَةَ কোনো গুরুত্ব নেই لِلْعَدَدِ রাবীদের সংখ্যা فِيْهِ এর মধ্যে بَعْدَ اَنْ يَكُوْنَ সাব্যস্ত হওয়ার دُوْنَ নিম্নস্তর الْمَشْهُوْرِ وَالْمُتَوَاتِرِ মাশহুর ও মুতাওয়াতিরের يَعْنِىْ অর্থাৎ فِى الْقُرُوْنِ الثَّلٰثَةِ উৎকৃষ্ট তিন জমানার মধ্যে لَمَّا যখন لَمْ تَبْلُغْ পৌঁছতে পারেনি رُوَاتُهُ এর রাবীদের সংখ্যা حَدَّ সীমা পর্যন্ত الْمَشْهُوْرِ وَالْمُتَوَاتِرِ মাশহুর ও মুতাওয়াতিরের فَلَا عِبْرَةَ অতএব কোনো গুরুত্ব নেই بَعْدَ ذٰلِكَ এর পরবর্তী যুগের রাবীদের بِاَيِّ قَدْرٍ كَانَ যে পরিমাণ সংখ্যাই হোক না কেন لِاَنَّ কেননা كُلَّهَا سَوَاءٌ সব সংখ্যাই সমান فِىْ اَنْ لَا يُخْرِجَهُ বের করতে না পারার ক্ষেত্রে عَنِ الْاٰحَادِيَّةِ খবরে ওয়াহিদ হতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْ يَكُوْنَ اِتِّصَالًا فِيْهِ شُبْهَةٌ صُوْرَةً وَمَعْنًى الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اِتِّصَالْ-এর তৃতীয় প্রকার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে اِتِّصَالْ-এর তৃতীয় প্রকারের উল্লেখ করা হয়েছে। এটা এমন অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা যার মধ্যে صُوْرَةً (আকারগত) ও مَعْنًى (অর্থগত) উভয় দিক দিয়ে সন্দেহ বিদ্যমান। কেননা, এটা সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবয়ে-তাবেয়ীনের যুগে প্রসারতা লাভ করেনি। যে তিন যুগের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ স্বীয় বাণী– خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ -এর দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তা ছাড়া অন্য হাদীসে নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন যে, উপরোক্ত তিন যুগের পর ব্যাপকভাবে মিথ্যার বিস্তৃতি ঘটবে। কাজেই উক্ত তিন যুগের পরবর্তী সময়ের প্রসিদ্ধি গ্রহণযোগ্য হবে না।

خَبَرْ وَاحِدْ -এর সংজ্ঞা ও কতিপয় দ্বন্দ্ব নিরসন : اِتِّصَالْ-এর তৃতীয় প্রকার যাতে صُوْرَةً ও مَعْنًى উভয় দিক দিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তার দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রন্থকার (র.) خَبَرْ وَاحِدْ -কে পেশ করেছেন। তিনি خَبَرْ وَاحِدْ -এর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন যে, এটা এমন একটি خَبَرْ যা একজন বা দু'জন অথবা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। আর একজনের উল্লেখ করে গ্রন্থকার (র.) মু'তাযিলীগণের নেতা আবূ আলী জুব্বায়ী (ও তাঁর সমমনাগণ) এর দাবিকে খণ্ডন করার প্রয়াস পেয়েছেন। যাঁরা বলে থাকেন যে, দু'জনের خَبَرْ গ্রহণযোগ্য হবে কিন্তু একজনের خَبَرْ গ্রহণযোগ্য হবে না। হ্যাঁ তার বর্ণনাকারীর সংখ্যা مَشْهُوْر ও مُتَوَاتِرْ হতে কম হবে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, কোনো হাদীস মাশহুরের নিম্নপর্যায়ের হলে অবশ্যই তা مُتَوَاتِرْ হতেও নিম্নস্তরের হবে। তথাপি مَشْهُوْر -এর পর গ্রন্থকার (র.) مُتَوَاتِرْ -এর উল্লেখ করেছেন কেন? এটার জবাবে বলা হবে যে, دُوْنَ শব্দটি কোনো কোনো সময় غَيْر -এর অর্থেও হয়ে থাকে। সুতরাং যদি তিনি وَالْمُتَوَاتِرْ না বলতেন, তাহলে এটার অর্থ বিগড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, যা অত্যন্ত স্পষ্ট।

যা হোক প্রথম তিন যুগ তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের যুগের পর সংখ্যাধিক্যের কোনো মূল্য নেই। এ সময় এসে বর্ণনাকারীর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হোক না কেন তাতে হাদীস خَبَرْ وَاحِدْ -এর পর্যায় হতে উন্নীত হয়ে مَشْهُوْر বা مُتَوَاتِرْ -এর স্তরে পৌঁছবে না। কাজেই তখন তার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কমবেশি হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না এবং এটাতে হাদীসের মানের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।

وَاَنَّهُ يُوْجِبُ الْعَمَلَ دُوْنَ الْعِلْمِ الْيَقِيْنِ بِالْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ اَىْ فَهَلَّا خَرَجَ مِنْ كُلِّ جَمَاعَةٍ كَثِيْرَةٍ طَائِفَةٌ قَلِيْلَةٌ مِنْ بُيُوْتِهِمْ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ اَىْ تَذْهَبَ هٰذِهِ الْجَمَاعَةُ الْقَلِيْلَةُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَيَسِيْرُوْا فِىْ اٰفَاقِ الْعَالَمِ لِاَخْذِ الْعِلْمِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمُ الْبَاقِيَةَ فِى الْبُيُوْتِ لِاَجْلِ تَرْتِيْبِ الْمَعَاشِ وَمُحَافَظَةِ الْاَهْلِ وَالْاَمْوَالِ عَنِ الْكُفَّارِ اِذَا رَجَعَتْ هٰذِهِ الطَّائِفَةُ اِلٰى هٰذِهِ الْفِرْقَةِ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ اَيْضًا (فَضَمِيْرُ لِيَتَفَقَّهُوْا وَلِيُنْذِرُوْا وَ رَجَعُوْا رَاجِعٌ اِلَى الطَّائِفَةِ وَضَمِيْرُ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ رَاجِعٌ اِلَى الْفِرْقَةِ فَاللّٰهُ تَعَالٰى اَوْجَبَ الْاِنْذَارَ عَلَى الطَّائِفَةِ وَهِىَ اِسْمٌ لِلْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَاَوْجَبَ عَلَى الْفِرْقَةِ قَبُوْلَ قَوْلِهِمْ وَالْعَمَلَ بِهِ) فَثَبَتَ اَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ مُوْجِبٌ لِلْعَمَلِ (وَفِى الْاٰيَةِ تَوْجِيْهٌ اٰخَرُ فِيْهِ تُعْكَسُ هٰذِهِ الضَّمَائِرُ كُلُّهَا وَحِيْنَئِذٍ لَا تَكُوْنُ مِمَّا نَحْنُ فِيْهِ عَلٰى مَا بَيَّنْتُ ذٰلِكَ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىِّ)-

সরল অনুবাদ : আর খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে, ইলমে ইয়াকীন ওয়াজিব করে না। এটা কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْآ اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ -

অর্থাৎ কেন প্রত্যেকটি বৃহৎদল হতে একটি ক্ষুদ্রদল ইলমে দীন অর্জন করার জন্য নিজ নিজ ঘরবাড়ি হতে বের হয়ে পড়ে না। অর্থাৎ এ ক্ষুদ্রদল ওলামায়ে দীনের নিকট গমন করবে এবং ইলমে দীন অর্জন করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত সফর করে বেড়াবে, আর বৃহৎদলের যেসব লোক জীবিকা অর্জনের জন্য এবং কাফিরদের হাত হতে পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পত্তি রক্ষার জন্য বাড়িঘরে থেকে গিয়েছিল, তাদের নিকট ফিরে এসে তাদেরকে আজাব ও অশুভ পরিণামের ভীতি প্রদর্শন করবে। আশা করা যায় যে, এর ফলে তারা পাপকার্য হতে বিরত থাকবে। এখানে لِيُنْذِرُوْا ও لِيَتَفَقَّهُوْا এবং رَجَعُوْا-এর যমীর طَائِفَةٌ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর اِلَيْهِمْ ও لَعَلَّهُمْ-এর যমীর فِرْقَةٌ-এর দিকে ফিরেছে। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা طَائِفَةٌ-এর উপর اِنْذَارْ বা ভীতি প্রদর্শন ওয়াজিব করেছেন। কোনো বস্তুর খণ্ডিত অংশকে طَائِفَةٌ বলা হয়। এর প্রয়োগ এক, দুই এবং ততোধিক ব্যক্তির উপর হয়ে থাকে। আর তিনি فِرْقَة-এর উপর طَائِفَةٌ-এর কথা কবুল করা ও তদনুযায়ী আমল করাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। সুতরাং এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে। অত্র আয়াতের অন্য আরেকটি ব্যাখ্যাও রয়েছে। যাতে এ সর্বনামসমূহের সব কয়টিকেই উল্টিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আয়াতটি আমাদের আলোচ্য বিষয় হতে বহির্ভূত হয়ে যাবে। (কারণ, এটা দ্বারা খবরে ওয়াহেদের مُوْجِبٌ لِلْعَمَلِ হওয়া সাব্যস্ত হয় না) যেমন– আমি তাফসীরে আহমদী গ্রন্থে তার বিশদ আলোচনা করেছি।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَنَّهُ يُوْجِبُ আর খবরে ওয়াহিদ আবশ্যক করে الْعَمَلَ আমলকে دُوْنَ ওয়াজিব করে না الْعِلْمِ
الْيَقِيْنِ দৃঢ়তামূলক জ্ঞান بِالْكِتَابِ যা কিতাব দ্বারা প্রমাণিত وَهُوَ আর তা হলো قَوْلُهُ تَعَالٰى মহান আল্লাহর এই কথা فَلَوْلَا نَفَرَ
যদি বের হয়ে না পড়ে مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ প্রত্যেক দল হতে طَائِفَةٌ একটি ছোট দল لِيَتَفَقَّهُوْا অর্জন করার নিমিত্তে فِى الدِّيْنِ
ইলমে দীন وَلِيُنْذِرُوْا এবং তারা ভয় প্রদর্শন করবে قَوْمَهُمْ তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়কে اِذَا رَجَعُوْا যখন তারা প্রত্যাবর্তন করবে
اِلَيْهِمْ তাদের নিকট لَعَلَّهُمْ এতে আশা করা যায় يَحْذَرُوْنَ তারা পাপাচার হতে বিরত থাকবে اَىْ অর্থাৎ فَهَلَّا خَرَجَ কেন বের হয়ে
পড়ে না مِنْ كُلِّ প্রত্যেক جَمَاعَةٍ كَثِيْرَةٍ বড় দল হতে طَائِفَةٌ قَلِيْلَةٌ ছোট দল مِنْ بُيُوْتِهِمْ তাদের নিজ নিজ ঘরবাড়ি হতে
لِيَتَفَقَّهُوْا যাতে তারা অর্জন করতে সক্ষম হয় فِى الدِّيْنِ দীনের জ্ঞান اَىْ অর্থাৎ تَذْهَبَ গমন করবে هٰذِهِ الْجَمَاعَةُ এই দল الْقَلِيْلَةُ
ছোট/ক্ষুদ্র عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ওলামায়ে দীনের নিকট وَيَسِيْرُوْا এবং তারা ঘুরে বেড়াবে فِىْ اٰفَاقِ الْعَالَمِ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে لِاَخْذِ الْعِلْمِ
দীনি জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্য وَلِيُنْذِرُوْا এবং (তাদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করবে قَوْمَهُمْ তাদের সম্প্রদায়কে الْبَاقِيَةَ যারা থেকে গেছে
فِى الْبُيُوْتِ তাদের বাড়িঘরে لِاَجْلِ কারণে تَرْتِيْبِ অর্জনের الْمَعَاشِ জীবিকা وَمُحَافَظَةِ এবং রক্ষার নিমিত্তে الْاَهْلِ পরিবার-পরিজন
وَالْاَمْوَالِ এবং অর্থ-সম্পদ عَنِ الْكُفَّارِ কাফিরদের হাত হতে اِذَا رَجَعَتْ যখন প্রত্যাবর্তন করবে هٰذِهِ الطَّائِفَةُ এ দলটি اِلٰى দিকে هٰذِهِ
الْفِرْقَةِ উক্ত দলের لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ اَيْضًا এতে আশা করা যায় যে, তারাও পাপকার্য হতে বিরত থাকবে فَضَمِيْرُ অতএব যমীর

وَضَمِيْرُ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ এ তিন শব্দের رَاجِعٌ প্রত্যাবর্তন করেছে اِلَى الطَّائِفَةِ তায়েফা-এর দিকে لِيَتَفَقَّهُوْا وَلِيُنْذِرُوْا وَ رَجَعُوْا আর لَعَلَّهُمْ ও اِلَيْهِمْ-এর সর্বনাম رَاجِعٌ প্রত্যাবর্তন করেছে اِلَى الْفِرْقَةِ ফেরকার দিকে فَاللّٰهُ تَعَالٰى অতএব মহান আল্লাহ اَوْجَبَ ওয়াজিব বা আবশ্যক করেছেন الْاِنْذَارَ ভীতি প্রদর্শন عَلَى الطَّائِفَةِ দলের উপর وَهِىَ اِسْمٌ আর طَائِفَةٍ বলা হয় لِلْوَاحِدِ এক اَوْ قَبُوْلَ দুই فَصَاعِدًا এবং ততোধিক ব্যক্তির উপর وَاَوْجَبَ আর আল্লাহ ওয়াজিব করেছেন عَلَى الْفِرْقَةِ বড় দলের উপর الْاِثْنَيْنِ কবুলকরণ قَوْلِهِمْ ছোটদল (طَائِفَةٌ) -এর কথাকে وَالْعَمَلُ بِهٖ এবং সে অনুযায়ী আমল করতে فَثَبَتَ সুতরাং এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে اَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ অবশ্যই খবরে ওয়াহিদ مُوْجِبٌ আবশ্যক করে لِلْعَمَلِ আমলকে وَفِى الْاٰيَةِ আর অত্র আয়াতে تَوْجِيْهٌ اٰخَرُ অপর একটি ব্যাখ্যাও রয়েছে فِيْهِ যাতে تُعْكَسُ উল্টিয়ে দেওয়া হয় هٰذِهِ الضَّمَائِرُ এ সর্বনামসমূহ كُلُّهَا সবগুলোই وَحِيْنَئِذٍ আর তখন لَا تَكُوْنُ আয়াতটি বহির্ভূত হয়ে যাবে مِمَّا نَحْنُ فِيْهِ আমরা যে আলোচ্য বিষয়ে ছিলাম عَلٰى مَا بَيَّنْتُ যেরূপ আমি বর্ণনা করেছি ذٰلِكَ তার فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ তাফসীরে আহমদী গ্রন্থে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنَّهٗ يُوْجِبُ الْعَمَلَ دُوْنَ الْعِلْمِ الْيَقِيْنِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে خَبَرُ وَاحِدٍ-এর হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) خَبَرُ وَاحِدٍ-এর হুকুম বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, خَبَرُ وَاحِدٍ আমলকে ওয়াজিব করে। তবে خَبَرُ وَاحِدٍ যদি এমন কোনো বিষয়ে হয় যা বারংবার সংঘটিত হয়, সর্বসাধারণ এটার সাথে জড়িত এবং বহু লোক এটাতে উপস্থিত হয়ে থাকে তাহলে এটা আমলকে ওয়াজিব করবে না। যেমন নামাজে বিস্মিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়া সম্পর্কীয় হাদীস।

এটা ইল্মে ইয়াকীন (নিশ্চিত জ্ঞান) ও ইলমে তামানীনাত (প্রশান্তিমূলক জ্ঞান)-কে ওয়াজিব করে না। কেননা, مَعْصُوْمٌ (নিষ্পাপ) নয় এমন কোনো ব্যক্তি যদিও ন্যায়পরায়ণ বা ওলী হোক না কেন তার মধ্যে বিস্মৃতি এসে যেতে পারে। এভাবে যে, শ্রুত ও অশ্রুত এর মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম হবে এবং অশ্রুতকে শ্রুত মনে করে তার সংবাদ পরিবেশন করবে। অথবা, সে ভুলও করতে পারে। কাজেই তার خَبَرٌ (সংবাদ) يَقِيْن বা طَمَانِيْنَتْ-কে সাব্যস্ত করতে পারে না।

তবে অকাট্য قَرِيْنَةٌ (বিশেষ লক্ষণ)-এর সাথে যুক্ত হলে خَبَرُ وَاحِدٍ - ও يَقِيْن কে সাব্যস্ত করে। যেমন– যখন কেউ বাদশার ছেলের মৃত্যু সংবাদ দিবে এমতাবস্থায় যে, তিনি তাঁর সভাসদ নিয়ে ক্রন্দনরত আছেন, তাঁর পরিবার-পরিজন হাত দ্বারা আঘাত করছেন এবং বিলাপের ঢল পড়ে গেছে। কিন্তু উক্ত قَرِيْنَةٌ-এর দ্বারাই يَقِيْن হাসিল হয়েছে নিছক خَبَرُ وَاحِدٍ-এর দ্বারা يَقِيْن হাসিল হয়নি।

قَوْلُهٗ بِالْكِتَابِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে কিতাবুল্লাহর দ্বারা خَبَرُ وَاحِدٍ আমলকে ওয়াজিবকারী সাব্যস্ত হয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, بِالْكِتَابِ শব্দটি يُوْجِبُ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ خَبَرُ وَاحِدٍ আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়া কিতাবুল্লাহর দ্বারা প্রমাণিত। আর তা হলো নিম্নোক্ত আয়াতটি–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

(প্রতিটি বড় দল হতে একেকটি ক্ষুদ্র দল দীনি জ্ঞানার্জনের জন্য বের হয়ে পড়ে না কেন? যাতে তাদের জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে। আশা করা যায়, এটাতে তারা ভীত হবে এবং আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থাকবে।)

আল্লামা মোল্লা জিউন (র.) আয়াতটি দ্বারা خَبَرُ وَاحِدٍ আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়া সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেছেন। আয়াতে উদ্ধৃত فِرْقَةٌ-এর অর্থ– বড় দল। আর طَائِفَةٌ-এর অর্থ-ক্ষুদ্র দল। যার সংখ্যা এক, দুই বা ততোধিক হতে পারে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) অনুরূপ বলেছেন। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় তোমাদের প্রতিটি বড় দলের মধ্য হতে একেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল যাদের সংখ্যা এক, দুই বা ততোধিক হতে পারে দীনি জ্ঞানার্জনের জন্য বের হয়ে পড়ে না কেন? যাতে দীনি জ্ঞানার্জনের পর দেশে ফিরে তারা ঐ বড় দলকে দীনি জ্ঞান দান করে সতর্ক করে দিতে পারে। যারা জীবিকার বন্দোবস্ত ও কাফিরদের হাত হতে সম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার জন্য বাড়িতে অবস্থানরত রয়েছে। আর তাদের জন্য ঐ ক্ষুদ্র দলের নসিহত শ্রবণ করে ও তদনুযায়ী আমল করে আল্লাহর নাফরমানী হতে বেঁচে থাকা ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, আয়াতে উল্লিখিত لِيَتَفَقَّهُوْا এবং لِيُنْذِرُوْا ও رَجَعُوْا-এর ضَمِيْر (সর্বনাম) طَائِفَةٌ-এর দিকে ফিরেছে। আর اِلَيْهِمْ ও لَعَلَّهُمْ-এর ضَمِيْر (সর্বনাম) فِرْقَةٌ-এর দিকে ফিরেছে। لَعَلَّ শব্দটি যদিও মূলত تَرَجِّىْ (সম্ভাবনা)-এর জন্য হয়ে থাকে; কিন্তু এটা আল্লাহর ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। কাজেই এটার দ্বারা রূপকার্থে (এখানে) طَلَبٌ উদ্দেশ্য হবে। কেননা, تَرَجِّىْ-এর জন্য طَلَبٌ অত্যাবশ্যক। সুতরাং এটা وُجُوْبٌ-এর ফায়েদা দিবে। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা طَائِفَةٌ (ক্ষুদ্র দল)-এর উপর ভীতিপ্রদর্শন করা ওয়াজিব করেছেন এবং فِرْقَه (বড় দল)-এর উপর তা গ্রহণ করা ও তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব করেছেন। কাজেই এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, خَبَرُ وَاحِدٍ আমল ওয়াজিবকারী।

قَوْلُهٗ وَفِى الْاٰيَةِ تَوْجِيْهٌ اٰخَرُ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে আয়াত فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ الخ-এর ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। মোল্লা জিউন (র.) বলেছেন যে, আমরা وَلِيَتَفَقَّهُوْا . لِيُنْذِرُوْا ও رَجَعُوْا-এর সর্বনামগুলোকে طَائِفَةٌ-এর দিকে ফিরিয়ে এবং اِلَيْهِمْ ও لَعَلَّهُمْ-এর সর্বনামদ্বয়কে فِرْقَةٌ-এর দিকে ফিরিয়ে خَبَرُ وَاحِدٍ-কে আমল ওয়াজিবকারী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছি। তবে আয়াতটির অন্য একটি ব্যাখ্যাও হতে পারে, যাতে সর্বনামগুলোর مَرَاجِعُ (প্রত্যাবর্তন স্থলসমূহ) অনেকাংশে ওলট-পালট হয়ে যাবে।

আর তা হলো, لِيَتَفَقَّهُوْا . لِيُنْذِرُوْا ও اِلَيْهِمْ-এর ضَمِيْر গুলো فِرْقَةٌ-এর দিকে ফিরবে এবং رَجَعُوْا ও لَعَلَّهُمْ-এর দু'টি ضَمِيْر طَائِفَةٌ-এর দিকে ফিরবে। আর قَوْم-এর দ্বারা طَائِفَةٌ উদ্দেশ্য হবে। তখন আয়াতের অর্থ হবে– প্রতিটি বড় দল হতে একেকটি ক্ষুদ্র দল জিহাদের জন্য বের হয়ে পড়ে না কেন? যাতে বড় দলটি দীনি জ্ঞানার্জন করতে পারে এবং ক্ষুদ্র দলটি (জেহাদ হতে) প্রত্যাবর্তন করার পর বড় দলটি তাদেরকে দীনি জ্ঞান দান ও ভীতি প্রদর্শন করতে পারে। আর তাতে ক্ষুদ্র দলটি আল্লাহভীরু হবে এবং আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থাকবে। মোটকথা, সমস্ত লোক যেন যুদ্ধে বের হয়ে না পড়ে। অন্যথায় জীবিকা (ভরণপোষণ)-এর দ্বারা রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর তা তো জিহাদ। অবশ্য তাতে خَبَرُ وَاحِدٍ আমল ওয়াজিবকারী সাব্যস্ত হবে না।–(তাফসীরে আহমদী)

وَيُمْكِنُ اَنْ يَّكُوْنَ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ فَقَدْ اَوْجَبَ عَلٰى كُلِّ مَنْ اُوْتِىَ عِلْمَ الْكِتَابِ بَيَانَهُ وَ وَعْظَهُ لِلنَّاسِ وَلَا فَائِدَةَ مِنْهُ اِلَّا قَبُوْلَ النَّاسِ تِلْكَ الْمَوْعِظَةِ فَيَكُوْنُ خَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةً لِلْعَمَلِ وَالسُّنَّةِ وَهِىَ اَنَّهُ قَبِلَ خَبَرَ بَرِيْرَةَ فِى الصَّدَقَةِ حَتّٰى قَالَ فِىْ جَوَابِهَا لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخَبَرَ سَلْمَانَ فِى الْهَدِيَّةِ حَتّٰى اَخَذَهَا وَاَكَلَهَا وَاَيْضًا بَعَثَ عَلِيًّا (رض) وَمُعَاذًا (رض) اِلَى الْيَمَنِ بِالْقَضَاءِ وَ دِحْيَةَ الْكَلْبِىَّ اِلٰى قَيْصَرَ رُوْمَ بِرِسَالَةِ كِتَابٍ يَدْعُوْهُ اِلَى الْاِسْلَامِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ اَخْبَارُ الْاٰحَادِ مُوْجِبَةً لِلْعَمَلِ لَمَا فَعَلَ ذٰلِكَ وَهٰذِهِ الْاَخْبَارُ وَاِنْ كَانَتْ اٰحَادًا لٰكِنْ لَمَّا تَلَقَّتْهُ الْاُمَّةُ بِالْقَبُوْلِ صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْهُوْرِ فَلَا يَلْزَمُ اِثْبَاتُ اَخْبَارِ الْاٰحَادِ بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ –

সরল অনুবাদ : আর এটাও সম্ভব যে, মতনে উল্লিখিত كِتَابٌ দ্বারা হয়তো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ (আর এটাও স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাব হতে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তোমরা এটার আহকামসমূহ লোকজনের নিকট সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করবে এবং এটার কোনো বিধানই গোপন রাখবে না)-ই উদ্দেশ্য। কেননা, অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আসমানী কিতাবের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের উপর লোকজনদের নিকট কিতাবী আহ্কামসমূহ বিবৃত করা ও তাদেরকে এর ওয়াজ শোনানো ওয়াজিব করেছেন। আর এ ওয়াজিবকরণ দ্বারা শুধু তখনই উপকারিতা নিশ্চিত হবে; যখন লোকজন সে ওয়াজ নসিহতকে কবুল করবে। সুতরাং খবরে ওয়াহিদ আমলের জন্য দলিল হবে এবং সুন্নত দ্বারাও প্রমাণিত। অর্থাৎ খবরে ওয়াহেদ দ্বারা আমল ওয়াজিব হওয়া এটা সুন্নত দ্বারাও প্রমাণিত। আর তা হচ্ছে এই যে, নবী করীম ﷺ সদকার ব্যাপারে হযরত বারীরা (রা.)-এর খবরকে কবুল করেছিলেন। এমনকি তিনি তার উত্তর বলেছেন– لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ (এটা তোমার জন্য সদ্কা বটে কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়াবিশেষ।) অদ্রূপ তিনি হাদিয়ার ব্যাপারে হযরত সাল্মান ফারসী (রা.)-এর খবরকে কবুল করেছিলেন। এমনকি তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন এবং ভক্ষণও করেছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুআয (রা.)-কে বিচারকের দায়িত্ব দিয়ে ইয়ামেনে প্রেরণ করেছিলেন এবং হযরত দাহ্ইয়া কালবী (রা.)-কে রোম সম্রাটের নিকট ইসলামের প্রতি আহ্বান সম্বলিত একখানা পত্র দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং যদি খবরে ওয়াহিদসমূহ আমলকে ওয়াজিবকারী না হতো, তবে নবী করীম ﷺ কখনো এরূপ কাজ করতেন না। আর উল্লিখিত খবরসমূহ যদিও খবরে ওয়াহেদ, কিন্তু সমগ্র মুসলিম উম্মাহই যেহেতু এগুলো হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছে, কাজেই তা মাশ্হুরেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং খবরে ওয়াহিদকে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত করা আবশ্যক হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَيُمْكِنُ আর এটাও সম্ভব যে اَنْ يَّكُوْنَ হওয়া الْمُرَادُ উদ্দেশ্য بِالْكِتَابِ কিতাব দ্বারা هُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى মহান আল্লাহর এই কথা وَاِذْ সে সময়ের কথা স্মরণ করুন اَخَذَ اللّٰهُ যখন মহান আল্লাহ গ্রহণ করেছেন مِيْثَاقَ অঙ্গীকার الَّذِيْنَ যাদেরকে اُوْتُوا দেওয়া হয়েছে الْكِتَابَ কিতাব لَتُبَيِّنُنَّهُ তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে لِلنَّاسِ মানুষের নিকট وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ আর তা গোপন করবে না فَقَدْ اَوْجَبَ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ওয়াজিব করেছেন عَلٰى كُلِّ প্রত্যেকের উপর مَنْ اُوْتِىَ যাদেরকে দেওয়া হয়েছে عِلْمَ الْكِتَابِ কিতাবের ইলম بَيَانَهُ বিবৃত করা وَ وَعْظَهُ এবং তার উপদেশ لِلنَّاسِ জনগণের নিকট وَلَا فَائِدَةَ مِنْهُ এর দ্বারা শুধু তখনই উপকার হবে اِلَّا قَبُوْلَ النَّاسِ যখন মানুষ কবুল করবে تِلْكَ الْمَوْعِظَةِ সেসব ওয়াজ নসিহত فَيَكُوْنُ সুতরাং হবে خَبَرُ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহিদ حُجَّةً দলিল/প্রমাণ لِلْعَمَلِ আমলের জন্য وَالسُّنَّةِ আর তা সুন্নত দ্বারাও প্রমাণিত وَهِىَ আর তা হচ্ছে اَنَّهُ ﷺ নবী করীম ﷺ قَبِلَ কবুল করেছেন خَبَرَ بَرِيْرَةَ বারীরা (রা.)-এর খবর فِى الصَّدَقَةِ সদকার ব্যাপারে حَتّٰى قَالَ এমনকি তিনি বলেছেন فِىْ جَوَابِهَا তার কথার জবাবে لَكِ صَدَقَةٌ এটা তোমার জন্য সদকা وَلَنَا هَدِيَّةٌ আর আমাদের জন্য হাদিয়া وَخَبَرَ سَلْمَانَ এমনিভাবে হযরত সালমানের খবর فِى الْهَدِيَّةِ হাদিয়া বা সদকার ব্যাপারে حَتّٰى اَخَذَهَا এমনকি তিনি তা গ্রহণও করেছেন وَاَكَلَهَا এবং তা খেয়েছেন وَاَيْضًا بَعَثَ অনুরূপভাবে তিনি প্রেরণও করেছেন عَلِيًّا وَمُعَاذًا (رض) হযরত আলী এবং মুআয (রা.)-কে اِلَى الْيَمَنِ ইয়ামেনে بِالْقَضَاءِ বিচারকের দায়িত্ব দিয়ে وَ دِحْيَةَ الْكَلْبِىَّ এবং হযরত দাহইয়া কালবী (রা.) اِلٰى قَيْصَرَ رُوْمَ রোম সম্রাটের নিকট بِرِسَالَةِ كِتَابٍ একখানা পত্র দিয়ে يَدْعُوْهُ যা আহ্বান করেছে اِلَى الْاِسْلَامِ ইসলামের দিকে فَلَوْ لَمْ يَكُنْ সুতরাং যদি না হতো اَخْبَارُ الْاٰحَادِ খবরে ওয়াহিদসমূহ مُوْجِبَةً ওয়াজিবকারী لِلْعَمَلِ আমলকে لَمَا فَعَلَ ذٰلِكَ তাহলে নবী করীম ﷺ কখনো

এরূপ করতেন না। لَمَّا تَلَقَّتْهُ وَهٰذِهِ الْاَخْبَارُ আর এ খবরসমূহ وَاِنْ كَانَتْ اٰحَادًا যদিও ওয়াহিদ لٰكِنْ কিন্তু যেহেতু এগুলোকে নিয়েছেন الْاُمَّةُ সমগ্র মুসলিম উম্মাহ بِالْقَبُوْلِ হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছে صَارَتْ ফলে সেগুলো হয়ে পড়েছে بِمَنْزِلَةِ الْمَشْهُوْرِ মাশহুরের পর্যায়ভুক্ত فَلَا يَلْزَمُ কাজেই আবশ্যক হবে না اِثْبَاتُ সাব্যস্ত করা اَخْبَارِ الْاٰحَادِ খবরের ওয়াহিদকে بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ اَنْ يَّكُوْنَ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে خَبَرُ وَاحِدٌ আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়ার ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ্ হতে আরেকটি দলিল পেশ করা হয়েছে। মোল্লা জিউন (র.)-এর মতে গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য بِالْكِتَابِ -এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতটিও উদ্দেশ্য হতে পারে।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ -

(স্মরণ করো সে সময়কে যখন আল্লাহ আহলে কিতাব হতে মজবুত ওয়াদা নিয়েছেন যে, অবশ্যই তোমরা কিতাবকে লোকদের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তার কোনো কথা গোপন করবে না।) এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাবের প্রত্যেকের জন্য তাদের উপর নাজিলকৃত কিতাবকে লোকসম্মুখে বর্ণনা করা ওয়াজিব করেছেন। লোকদের এটা গ্রহণ করা ওয়াজিব না হলে বর্ণনা অনর্থক হবে। কাজেই এটার দ্বারা خَبَرُ وَاحِدٌ আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়া সাব্যস্ত হয়।

লক্ষণীয় যে, ব্যাখ্যাকার (র.) يُمْكِنُ -এর উক্ত বাক্যটির দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এটার কারণ এই যে, আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো বান্দার خَبَرٌ শরিয়ত প্রণেতার সংবাদ নয়। আর শরিয়ত প্রণেতার বক্তব্য তো অবশ্যই দলিল হবে।

قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ وَهِيَ اَنَّهُ قَبِلَ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে خَبَرُ وَاحِدٌ আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়া سُنَّةٌ -এর মাধ্যমে প্রমাণিত প্রসঙ্গে আলাচনা করা হয়েছে। কিতাবুল্লাহর ন্যায় সুন্নতে রাসূল দ্বারাও خَبَرُ وَاحِدٌ আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ব্যাখ্যাকার (র.) এর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেশ করেছেন–

ক. নবী করীম ﷺ সদকা সম্পর্কে হযরত বারীরার خَبَرٌ কবুল করেছেন। ঘটনা হলো, একবার নবী করীম ﷺ -এর খাদ্যের প্রয়োজন হলো। তখন তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর আজাদকৃতা দাসী বারীরার নিকট আসলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তার নিকট খাদ্য আছে কিনা। বারীরা উত্তরে বললেন, আমার নিকট খেজুর রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ডেগে গোশত দেখতে পেলেন এবং এটা সম্পর্কে বারীরাকে জিজ্ঞেস করলেন। বারীরা বললেন, এটা সদকা। নবী করীম ﷺ বললেন, "এটা তোমার জন্য সদকা; কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া।"

খ. নবী করীম ﷺ হাদিয়া প্রসঙ্গে হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-এর خَبَرٌ কবুল করেছেন। এমনকি হাদিয়া গ্রহণ করেছেন এবং ভক্ষণ করেছেন। আর সাহাবীগণকেও তা ভক্ষণ করতে আদেশ করেছেন। হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হায়দাতাল কুশায়রী (রা.) হতে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন নবী করীম ﷺ -এর নিকট কোনো কিছু হাজির করা হতো তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন যে, এটা সদকা না হাদিয়া? যদি লোকেরা বলত সদকা, তাহলে তিনি ভক্ষণ করতেন না। আর যদি বলা হতো হাদিয়া তাহলে খেতেন এবং এ বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ও সালমান (রা.) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত বারীরা (রা.) ও হযরত সালমান (রা.)-এর হাদীস (خَبَرٌ); এর দ্বারা خَبَرُ وَاحِدٌ অনুযায়ী আমল করা জায়েজ হওয়া সাব্যস্ত হয়। অথচ দাবি তো হলো خَبَرُ وَاحِدٌ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হওয়া। এটার জবাবে বলা হবে যে, যখন جَوَازٌ সাব্যস্ত হবে তখন وُجُوْبٌ ও সাব্যস্ত হবে। কেননা, এতদুভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্যকারী নেই।

গ. রাসূলে কারীম ﷺ হযরত দাহইয়াতুল কালবী (রা.)-কে একটি চিঠিসহ রোমের বাদশার নিকট পাঠিয়েছেন যাতে বাদশাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন।

ঘ. রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আলী (রা.) ও মুআয (রা.)-কে বিচারক করে ইয়ামেন পাঠিয়েছেন।

কাজেই خَبَرُ وَاحِدٌ আমলকে ওয়াজিবকারী না হলে রাসূলে কারীম ﷺ অনুরূপ করতেন না।

قَوْلُهُ وَهٰذِهِ الْاَخْبَارُ وَاِنْ كَانَتْ اٰحَادًا الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে। মোল্লা জিউন (র.) এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি এই যে, উপরিউক্ত خَبَرٌ গুলো অর্থাৎ হযরত বারীরা ও সালমান ফারসী (রা.)-এর খবর গ্রহণ এবং হযরত দাহ্ইয়াতুল কালবী, আলী ও মুআয (রা.)-কে প্রেরণ সম্পর্কিত খবরসমূহ আমাদের নিকট اٰحَادٌ হিসেবে পৌঁছেছে। আর এটাতে তো خَبَرُ وَاحِدٌ -এর দ্বারা خَبَرُ وَاحِدٌ -এর দলিল হওয়াকে প্রমাণ করা হলো।

এটার জবাবে তিনি বলেছেন যে, যদিও এগুলো اَخْبَارُ اٰحَادٍ তথাপিও এদেরকে উম্মত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। তাই এটা مَشْهُوْرٌ -এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কাজেই এদের দ্বারা اَخْبَارُ اٰحَادٍ আমলকে ওয়াজিবকারী সাব্যস্ত করা সহীহ হয়েছে। অতএব, উপরিউক্ত প্রশ্ন অবান্তর হবে।

وَوَقَعَ فِىْ بَعْضِ النُّسَخِ قَوْلُهُ وَالْاِجْمَاعِ وَالْمَعْقُوْلِ عَطْفًا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَالْاِجْمَاعُ هُوَ اَنَّ الصَّحَابَةَ احْتَجُّوْا بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَاحْتَجَّ اَبُوْ بَكْرٍ (رض) عَلَى الْاَنْصَارِ بِقَوْلِهِ اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَبِلُوْهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ وَهٰكَذَا اَجْمَعُوْا عَلٰى قَبُوْلِ خَبَرِ الْاٰحَادِ فِىْ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهٖ وَالْمَعْقُوْلُ هُوَ اَنَّ الْمُتَوَاتِرَ وَالْمَشْهُوْرَ لَا يُوْجَدُ اِنْ فِىْ كُلِّ حَادِثَةٍ فَلَوْ رُدَّ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيْهَا لَتَعَطَّلَتِ الْاَحْكَامُ وَقِيْلَ لَا عَمَلَ اِلَّا عَنْ عِلْمٍ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اَىْ لَا تَتَّبِعْ مَا لَا عِلْمَ لَكَ فَالْعِلْمُ لَازِمٌ لِلْعَمَلِ وَالْعَمَلُ مَلْزُوْمٌ لِلْعِلْمِ فَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَلَا يُوْجِبُ الْعَمَلَ لِاَنَّهُ لَا يُوْجِبُ الْعِلْمَ اَوْ يُوْجِبُ الْعِلْمَ لِاَنَّهُ يُوْجِبُ الْعَمَلَ لِانْتِفَاءِ اللَّازِمِ اَوْ لِثُبُوْتِ الْمَلْزُوْمِ نَشْرٌ عَلٰى تَرْتِيْبِ اللَّفِّ اَىْ لَا يُوْجِبُ الْعَمَلَ لِانْتِفَاءِ لَازِمِهٖ وَهُوَ الْعِلْمُ اَوْ يُوْجِبُ الْعِلْمَ لِثُبُوْتِ مَلْزُوْمِهٖ وَهُوَ الْعَمَلُ وَالْجَوَابُ اَنَّ النَّصَّ مَحْمُوْلٌ عَلٰى شَهَادَةِ الزُّوْرِ وَالْمَعْنٰى لَا تَتَّبِعْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ بِوَجْهٍ مَا بِدَلِيْلِ وُقُوْعِ النَّكِرَةِ فِىْ سِيَاقِ النَّفْيِ -

সরল অনুবাদ : আর মানার গ্রন্থের কোনো কোনো সংস্করণে এ কথাটিরও উল্লেখ রয়েছে– **আর ইজমা এবং যুক্তিগত দলিল দ্বারাও প্রমাণিত।** এটা পূর্বোক্ত اَلسُّنَّةُ ও اَلْكِتَابُ -এর উপর আতফ করে বলেছেন যে, যেরূপভাবে কিতাব এবং সুন্নতের মাধ্যমে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা আমল ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত তদ্রূপ ইজমা এবং যুক্তিগত দলিল দ্বারাও প্রমাণিত। ইজমা এই যে, সাহাবায়ে কেরামগণ তাদের নিজেদের মধ্যে খবরে ওয়াহিদসমূহ দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। আর এটা তো প্রসিদ্ধই যে, হযরত আবূ বকর (রা.) আনসারদের বিরুদ্ধে নবী করীম ﷺ -এর ইরশাদ– اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ (ইমামগণ কুরাইশ বংশ হতে নির্বাচিত হবেন।) দ্বারা দলিল পেশ করেছিলেন এবং সকল সাহাবাই তা বিনা বাক্যব্যয়ে কবুল করে নিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে পানির পবিত্রতা ও অপবিত্রতার প্রশ্নে খবরে ওয়াহিদকে কবুল করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর যুক্তিগত দলিল এই যে, মুতাওয়াতির ও মাশ্হূর হাদীস প্রত্যেক ঘটনায়ই পাওয়া যায় না। সুতরাং যদি এক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে সকল আহকাম ও কর্মকাণ্ড অচল হয়ে পড়বে। **আর কেউ কেউ বলেছেন যে, ইল্ম ছাড়া কোনো আমলই ওয়াজিব হতে পারে না। এটা নস্ দ্বারা প্রমাণিত।** আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ অর্থাৎ, "যে বিষয়ে তোমার ইল্ম বা জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না।" এটা দ্বারা জানা গেল যে, ইল্ম আমলের জন্য অপরিহার্য আর আমল ইলমের জন্য আবশ্যক। সুতরাং যখন উভয়ের অবস্থা এরূপই, **তখন খবরে ওয়াহিদ আমলকে ওয়াজিব করবে না।** কেননা, তা ইল্ম ওয়াজিব করে না। **অথবা ইলমকে ওয়াজিব করবে।** কেননা, তা আমলকে ওয়াজিব করে। **এ জন্য যে, লাযেম অনুপস্থিত অথবা মালযূম সাব্যস্ত রয়েছে।** এখানে যথানুক্রমিকভাবে কারণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ খবরে ওয়াহিদ আমলকে ওয়াজিব করে না এ জন্য যে, তার লাযেম অর্থাৎ ইল্ম অনুপস্থিত অথবা তা ইল্মকে ওয়াজিব করে, এ জন্য যে, তার মাল্যূম অর্থাৎ আমল সাব্যস্ত রয়েছে। তার উত্তর এই যে, উল্লিখিত নস্টি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নস্টির অর্থ হলো– যে বিষয় সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না, তার অনুসরণ করো না। এ অর্থটি এ জন্যই গ্রহণ করা হয়েছে যে, عِلْم শব্দটি نَكِرَةٌ বা অনির্দিষ্টবাচক আর তা نَفْىٌ অর্থাৎ لَيْسَ -এর বাচন প্রক্রিয়ায় অবস্থিত হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَوَقَعَ আর উল্লেখ রয়েছে فِىْ بَعْضِ النُّسَخِ আল-মানার গ্রন্থের কোনো কোনো সংস্করণে قَوْلُهُ এ কথাটি وَالْاِجْمَاعِ ইজমা দ্বারা প্রমাণিত وَالْمَعْقُوْلِ এবং যুক্তিগত দলিল দ্বারাও عَطْفًا এটা আতফ করে عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ পূর্বোক্ত اَلسُّنَّةُ ও اَلْكِتَابُ -এর উপর فَالْاِجْمَاعُ অতএব ইজমা হলো هُوَ اَنَّ الصَّحَابَةَ সাহাবায়ে কেরাম اِحْتَجُّوْا দলিল পেশ করেছেন بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা فِيْمَا بَيْنَهُمْ তাদের নিজেদের মাঝে وَاحْتَجَّ আর দলিল পেশ করেছেন اَبُوْ بَكْرٍ (رض) হযরত আবূ বকর (রা.) عَلَى الْاَنْصَارِ আনসারদের উপর بِقَوْلِهٖ নবী করীম ﷺ -এর এ কথা দ্বারা اَلْاَئِمَّةُ ইমাম হবেন مِنْ قُرَيْشٍ কুরাইশদের মধ্য হতে فَقَبِلُوْهُ সকল সাহাবী তা কবুল করেছেন مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ বিনা বাক্য ব্যয়ে وَهٰكَذَا অনুরূপভাবে اَجْمَعُوْا ওলামাগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন عَلٰى قَبُوْلِ কবুল করার ব্যাপারে خَبَرِ الْاٰحَادِ খবরে ওয়াহিদকে فِىْ طَهَارَةِ পবিত্রতার প্রশ্নে الْمَاءِ পানির وَنَجَاسَتِهٖ এবং অপবিত্রতার প্রশ্নে وَالْمَعْقُوْلُ هُوَ আর যুক্তিগত দলিল হলো اَنَّ الْمُتَوَاتِرَ وَالْمَشْهُوْرَ যে মুতাওয়াতির ও মাশহূর হাদীস لَا يُوْجَدَانِ এ উভয়টি পাওয়া যায় না فِىْ كُلِّ حَادِثَةٍ প্রত্যেক ঘটনায় فَلَوْ رُدَّ সুতরাং যদি প্রত্যাখ্যান করা হয় خَبَرُ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহিদকে فِيْهَا এ ক্ষেত্রে لَتَعَطَّلَتْ তাহলে অচল হয়ে পড়বে اَلْاَحْكَامُ সকল আহকাম ও কর্মকাণ্ড وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন لَا عَمَلَ কোনো আমলই ওয়াজিব হয় না اِلَّا عَنْ عِلْمٍ ইলম ব্যতীত بِالنَّصِّ এটা নস দ্বারা প্রমাণিত وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى আর তা হচ্ছে মহান আল্লাহর এ বাণী وَلَا تَقْفُ তুমি অনুসরণ করো না مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ যে বিষয়ে তোমার নেই عِلْمٌ কোনো জ্ঞান اَىْ অর্থাৎ لَا تَتَّبِعْ তুমি অনুসরণ করো না مَا لَا عِلْمَ لَكَ যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই فَالْعِلْمُ অতএব বুঝা গেল যে, জ্ঞান لَازِمٌ আবশ্যক لِلْعَمَلِ

আমলের জন্য وَالْعَمَلُ আর আমল مَلْزُوْمٌ বাধ্যকৃত لِلْعِلْمِ ইলমের জন্য فَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ অতএব এর অবস্থা যখন এ রূপ فَلَا يُوْجِبُ
তখন খবরে ওয়াহেদ ওয়াজিব করবে না الْعَمَلَ আমলকে لِاَنَّهٗ কেননা, এটা لَا يُوْجِبُ ওয়াজিব করে না الْعِلْمَ ইলমকে اَوْ অথবা
يُوْجِبُ ওয়াজিব করে الْعِلْمَ ইলমকে لِاَنَّهٗ কেননা, তা يُوْجِبُ আবশ্যক করে الْعَمَلَ আমলকে لِانْتِفَاءِ এ জন্য যে, অনুপস্থিত রয়েছে
عَلٰى تَرْتِيْبِ اللَّفِّ লাযেম اَوْ অথবা لِثُبُوْتِ সাব্যস্ত রয়েছে الْمَلْزُوْمِ মালযূম نَشْرٌ বর্ণনা করা হয়েছে (কারণসমূহ) اللَّازِمِ
যথানুক্রমিকভাবে اَىْ অর্থাৎ لَا يُوْجِبُ খবরে ওয়াহিদ ওয়াজিব করে না الْعَمَلَ আমলকে لِانْتِفَاءِ অনুপস্থিত থাকার কারণে لَازِمِهٖ তার
লাযেম وَهُوَ الْعِلْمُ আর তা হলো ইলম اَوْ অথবা يُوْجِبُ الْعِلْمَ ইলমকে আবশ্যক করবে لِثُبُوْتِ সাব্যস্ত হওয়ার কারণে مَلْزُوْمِهٖ তার
মালযূম وَهُوَ الْعَمَلُ আর তা হলো আমল وَالْجَوَابُ এর জবাব হলো اَنَّ النَّصَّ নিশ্চিয়ই উল্লিখিত নসটি مَحْمُوْلٌ প্রযোজ্য عَلٰى شَهَادَةِ
সাক্ষ্য দানের উপর الزُّوْرِ মিথ্যা وَالْمَعْنٰى আর এর অর্থ হলো لَا تَتَّبِعْ তুমি অনুসরণ করো না مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ যে বিষয়ে তোমার নেই
عِلْمٌ কোনো জ্ঞান بِوَجْهٍ এটা এ জন্য যে مَا بِدَلِيْلِ যার দলিল হলো وُقُوْعِ ইলম শব্দটি এসেছে النَّكِرَةِ অনির্দিষ্টবাচকভাবে فِىْ سِيَاقِ
বাক্যের বাচন প্রক্রিয়ায় النَّفْىِ না-বাচক-এর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْاِجْمَاعُ وَالْمَعْقُوْلُ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে خَبَرْ وَاحِدْ দলিল হওয়া اِجْمَاعْ ও عَقْل-এর দ্বারা সাব্যস্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মোল্লা জিউন (র.) বলেছেন, মানারের কোনো কোনো নুস্‌খায় وَالْاِجْمَاعُ وَالْمَعْقُوْلُ এ কথাটিরও উল্লেখ আছে। অর্থাৎ خَبَرْ وَاحِدْ আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়া ইজমা ও যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত।

اِجْمَاعْ-এর দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার দলিল এই যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) পরস্পরের মধ্যে خَبَرْ وَاحِدْ-এর দ্বারা দলিল পেশ করতেন, যা تَوَاتُرْ-এর পদ্ধতিতে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। আর হযরত আবূ বকর (রা.) আনসারগণের দাবির বিরুদ্ধে اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ এ) خَبَرْ وَاحِدْ)-এর দ্বারা দলিল পেশ করেছেন এবং সকলেই তা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছেন। ঘটনা হলো, রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর আনসারগণ সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁদের নেতা ও শ্রদ্ধেয় পাত্র ছিলেন। আনসারগণ একমত হয়ে বললেন, আমাদের মধ্য হতে একজন আমীর (নেতা) হবে এবং মুহাজিরদের মধ্য হতে একজন নেতা হবে। এর প্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা.) বক্তব্য রাখলেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.) বক্তব্য রাখলেন। তিনি আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা প্রজা আর আমরা নেতা এটাতে জনতার মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। পরিশেষে হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত সা'দকে লক্ষ্য করে বললেন, হে সা'দ! অবশ্যই তোমার জানা আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, আর তখন তুমি তথায় বসা ছিলে "খিলাফত ও ইমামতের যোগ্য হলো কুরাইশ"। হযরত সা'দ (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। তখন সকলেই হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট বায়'আত হলেন। -(আহমদ)

ইমাম কিরমানী (র.) বলেছেন যে, আনসারগণ তাঁদের মধ্য হতে একজনকে এবং মুহাজিরগণ হতে একজনকে নেতা বানানোর জন্য এ কারণে প্রস্তাব রেখেছিলেন যে, তৎকালে আরবে প্রত্যেক গোত্রের নেতা সে গোত্র হতেই নির্বাচিত হতো। অতঃপর তাঁরা যখন জানতে পারেন যে, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন- اَلْخِلَافَةُ فِىْ قُرَيْشٍ (খিলাফত কুরাইশদের মধ্যে থাকবে।) তখন তাঁরা উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন।

তদ্রূপ পানির পবিত্র ও অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে خَبَرْ وَاحِدْ গ্রহণ করার প্রশ্নে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একমত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে সংবাদদাতা ন্যায়পরায়ণ (عَادِلْ) হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় কোনো ফাসেক যদি পানি অপবিত্র হওয়ার সংবাদ দেয়, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

আর عَقْل (যুক্তি)-এর মাধ্যমেও خَبَرْ وَاحِدْ আমলকে ওয়াজিবকারী সাব্যস্ত হয়। তা এই যে, প্রত্যেক বিষয়ে مُتَوَاتِرْ ও مَشْهُوْرْ হাদীস পাওয়া যায় না। সুতরাং যদি خَبَرْ وَاحِدْ-কে এ ব্যাপারে গ্রহণ করা না হয়, তাহলে শরিয়তের বহু আহকাম অকেজো হয়ে যাবে।

وَقِيْلَ لَا عَمَلَ اِلَّا عَنْ عِلْمٍ الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে خَبَرْ وَاحِدْ দলিল হওয়াকে অস্বীকারকারীদের মাযহাব ও তার খণ্ডন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে خَبَرْ وَاحِدْ দলিল হওয়াকে যারা অস্বীকার করে তাঁদের মাজহাবের উল্লেখ করেছেন।

তাঁদের মতে ইলম ব্যতীত আমল ওয়াজিব হতে পারে না। ইবনে দাউদ ও কতিপয় আহলে হাদীস এ মত পোষণ করে থাকেন। তাঁদের দলিল আল্লাহর বাণী- لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ (যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না।) এটার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমলের জন্য ইলম অত্যাবশ্যক। কেননা, আমলের জন্য ইলম لَازِمْ এবং ইলমের জন্য আমল مَلْزُوْمْ কাজেই এদের একটি ব্যতিরেকে অপরটি হতে পারে না।

কাজেই যখন ইলম ও আমলের মধ্যে لَازِمْ ও مَلْزُوْمْ এর সম্পর্ক যা একটু আগেই সাব্যস্ত হয়েছে সেহেতু হয়তো خَبَرْ وَاحِدْ আমল ওয়াজিবকারী হবে না। কেননা, তার لَازِمْ অর্থাৎ ইলম অনুপস্থিত। নতুবা خَبَرْ وَاحِدْ ইলম-এর ফায়েদা দিবে। কারণ, এটার مَلْزُوْمْ অর্থাৎ عَمَلْ বর্তমান রয়েছে।

মোল্লা জিউন (র.) জমহুরের পক্ষ হতে উপরোক্ত আয়াতের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন যে, আয়াতটি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর আয়াতটির অর্থ হবে- لَا تَتَّبِعْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ بِوَجْهٍ مَا অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার মোটেই জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না এবং তা প্রচার করে ফিরিও না। উক্ত অর্থের উপর দলিল এই যে, এখানে عِلْم শব্দটি نَكِرَةْ যা نَفْىْ তথা لَيْسَ-এর অধীনে (প্রকাশ ভঙ্গিতে) হয়েছে। আর এটা তো সর্বজনবিদিত নিয়ম যে, نَكِرَةْ (অনির্দিষ্ট শব্দ) نَفْىْ (নেতিবাচক)-এর অধীনে হলে عُمُوْمْ (ব্যাপকতা)-কে সাব্যস্ত করে। মোটকথা, আয়াতটি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে ব্যাপারেই তাকে প্রয়োগ করা হবে। সুতরাং সোজা কথায় আয়াতটির অর্থ হবে- জানা-শুনা ব্যতীত মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

অথবা, এর জবাবে বলা যায় যে, উক্ত نَصْ টি আকায়েদ ও বিশ্বাস সম্পর্কীয় বিষয়াবলির সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা, আকায়েদের ব্যাপারে ধারণা (ظَنْ) -এর অনুসরণ করা হারাম।

অথবা, উক্ত আয়াতে বিশেষ করে রাসূলে কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এটা তাঁর বৈশিষ্টাবলির অন্তর্ভুক্ত। কেননা, ঐশী বাণী (ওহী)-এর মাধ্যমে সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা তাঁর জন্য সম্ভবপর ছিল, আর উম্মতের জন্য তা সম্ভব নয়। কাজেই তাদের জন্য ظَنْ (ধারণা)-এর অনুসরণ করা জরুরি।

ثُمَّ لَمَّا كَانَ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَمْ تَبْلُغْ رُوَاتُهُ حَدَّ التَّوَاتُرِ وَالشُّهْرَةِ فَلَابُدَّ اَنْ يُّعْرَفَ حَالُ رَاوِيْهِ بِاَنَّهُ مَعْرُوْفٌ اَوْ مَجْهُوْلٌ وَالْمَعْرُوْفُ اِمَّا مَعْرُوْفٌ بِالْفِقْهِ اَوْ بِالْعَدَالَةِ وَالْمَجْهُوْلُ عَلٰى خَمْسَةِ اَنْوَاعٍ فَاشْتَغَلَ بِبَيَانِهٖ وَقَالَ وَالرَّاوِىْ اِنْ عُرِفَ بِالْفِقْهِ وَالتَّقَدُّمِ فِى الْاِجْتِهَادِ كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَالْعَبَادِلَةِ وَهُوَ جَمْعُ عَبْدَلٍ مُرَخَّمُ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْمُرَادُ بِهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رضـ) وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ (رضـ) وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) وَقِيْلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زُبَيْرٍ (رضـ) وَيَلْحَقُ بِهِمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (رضـ) وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ (رضـ) وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (رضـ) وَعَائِشَةُ (رضـ) وَاَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ (رضـ) كَانَ حَدِيْثُهُ حُجَّةً يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ خِلَافًا لِمَالِكٍ (رحـ) فَاِنَّهُ قَالَ الْقِيَاسُ مُقَدَّمٌ عَلٰى خَبَرِ الْوَاحِدِ اِنْ خَالَفَهُ لِمَا رُوِىَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ لَمَّا رَوٰى مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ قَالَ لَهُ اِبْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) اَيَلْزَمُنَا الْوُضُوْءُ مِنْ حَمْلِ عِيْدَانٍ يَابِسَةٍ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ الْخَبَرَ يَقِيْنٌ بِاَصْلِهٖ وَاِنَّمَا الشُّبْهَةُ فِىْ طَرِيْقِ وُصُوْلِهٖ وَالْقِيَاسُ مَشْكُوْكٌ بِاَصْلِهٖ وَ وَصْلِهٖ فَلَا يُعَارِضُ الْخَبَرَ قَطُّ -

সরল অনুবাদ : অতঃপর যেহেতু খবরে ওয়াহেদের রাবীগণের সংখ্যা মুতাওয়াতির ও মশহুর-এর সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, এ জন্য তার বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ হিসেবে যে, তিনি প্রসিদ্ধ না অজ্ঞাত-অখ্যাত। যদি প্রসিদ্ধ হন, তাহলে তিনি ফকীহ ও মুজতাহিদ হিসেবে প্রসিদ্ধ, না শুধু ন্যায়পরায়ণ হিসেবেই প্রসিদ্ধ। আর যদি অজ্ঞাত ও অখ্যাত হন, তাহলে তিনি পাঁচ প্রকারের মধ্য হতে যে কোনো প্রকারভুক্ত হবেন। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) সেসব বিষয়ের বর্ণনায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং বলেছেন, খবরে **ওয়াহিদের রাবী যদি ফকীহ (অর্থাৎ اُصُوْلِ شَرْع অনুযায়ী কুরআন মাজীদের মর্ম অনুধাবনকারী) ও মুজতাহিদ (অর্থাৎ সৃষ্টির কল্যাণে কিতাব ও সুন্নাহ হতে যথাসাধ্য চিন্তা-ভাবনা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে শরিয়তের বিধান উদ্ভাবনকারী) হিসেবে খ্যাত হন, যেমন খোলাফায়ে রাশেদীন [যথা– হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রা.)] ও 'আব্দুল্লাহ্'গণ।** عَبَادِلَةٌ শব্দটি عَبْدَلْ -এর বহুবচন। এটা عَبْد اللّٰهِ -এর সংক্ষিপ্তরূপ। عَبَادِلَةٌ দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-ই উদ্দেশ্য। কারো কারো মতে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর নামও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এদের সাথে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.), হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর নামও সংযুক্ত হবে। **তাহলে এরূপ রাবীর হাদীস দলিলরূপে গণ্য হবে এবং তার মোকাবিলায় কিয়াস পরিত্যাজ্য হবে। অবশ্য ইমাম মালিক (র.) এর বিপরীত মত পোষণ করেন।** কেননা, তিনি বলেন যে, কিয়াস খবরে ওয়াহেদের উপর অগ্রগণ্য, যদি খবরে ওয়াহেদ কিয়াসের বিপরীত হয়। তাঁর দলিল এই যে, যখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ (যে ব্যক্তি জানাযা বহন করবে, তাকে অজু করতে হবে।)– এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে বলেছিলেন, "এসব শুকনা কাষ্ঠ বহন করার কারণে কি আমাদের উপর অজু আবশ্যক হবে?" আর আমরা হানাফীগণ বলি যে, খবর অর্থাৎ হাদীস তার মূলের বিবেচনায় একটি নিশ্চিত বস্তু। (কেননা, তা এমন এক পবিত্র মনীষীর বাণী, যিনি [হুযূর ﷺ] কখনো স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদানুসারে কথা বলতেন না।) অবশ্য (আমাদের পর্যন্ত) তার পৌঁছানোর পদ্ধতির মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। আর কিয়াস তার মূল ও পৌঁছানো পদ্ধতি উভয় বিবেচনায়ই সন্দেহপূর্ণ। সুতরাং তা কোনো প্রকারেই খবরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لَمَّا অতঃপর যখন كَانَ خَبَرُ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহিদ لَمْ تَبْلُغْ পৌঁছতে পারেনি رُوَاتُهُ এর রাবীগণের সংখ্যা حَدَّ সীমা পর্যন্ত التَّوَاتُرِ وَالشُّهْرَةِ তাওয়াতুর ও মাশহুরের فَلَابُدَّ ফলে আবশ্যক হয়ে পড়েছে اَنْ يُّعْرَفَ অবগত হওয়া حَالُ অবস্থা رَاوِيْهِ তার রাবীগণের بِاَنَّهُ এ হিসেবে যে مَعْرُوْفٌ তিনি কি বিখ্যাত اَوْ مَجْهُوْلٌ না অজ্ঞাত وَالْمَعْرُوْفُ আর বিখ্যাত হলো اِمَّا مَعْرُوْفٌ হয়তো বা বিখ্যাত হবেন بِالْفِقْهِ ফকীহ হিসাবে اَوْ بِالْعَدَالَةِ নতুবা শুধু ন্যায়পরায়ণ হিসেবে وَالْمَجْهُوْلُ আর যদি অখ্যাত ও অজ্ঞাত হয় عَلٰى خَمْسَةِ اَنْوَاعٍ তবে তা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত فَاشْتَغَلَ অতঃপর গ্রন্থকার আত্মনিয়োগ করেছেন بِبَيَانِهٖ সেসব বিষয় বর্ণনায় وَقَالَ এবং বলেছেন وَالرَّاوِىْ খবরে ওয়াহিদের রাবী اِنْ عُرِفَ যদি বিখ্যাত হলো بِالْفِقْهِ ফকীহ হিসেবে وَالتَّقَدُّمِ অগ্রগামিতায় فِى الْاِجْتِهَادِ মুজতাহিদ হিসেবে كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ যেমন খোলাফায়ে রাশেদীন وَالْعَبَادِلَةِ এবং আব্দুল্লাহগণ وَهُوَ جَمْعُ আর

এটি বহুবচন عَبْدَ اللّٰهِ এই শব্দের عَبْدَلْ এটা সংক্ষিপ্তরূপ عَبْدُ اللّٰهِ আবদুল্লাহ-এর وَالْمُرَادُ بِهِمْ আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مُرَخَّمٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) (رض) وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) بْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) (رض) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) وَقِيْلَ আর কেউ বলেছেন (رض) عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زُبَيْرٍ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)ও এর অন্তর্ভুক্ত وَيَلْحَقُ بِهِمْ আর তাদের সাথে সংযুক্ত হবে (رض) زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) (رض) وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ উবাই ইবনে কা'ব (রা.) (رض) وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ মুআয ইবনে জাবাল (রা.) (رض) وَعَائِشَةُ আয়েশা (রা.) (رض) وَاَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ এবং আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.) كَانَ حَدِيْثُهُ এরূপ রাবীর হাদীস حُجَّةً দলিলরূপে গণ্য হবে يُتْرَكُ بِهِ এর মাধ্যমে পরিত্যাজ্য হবে الْقِيَاسَ কিয়াস/অনুমান নির্ভর الْقِيَاسُ فَاِنَّهُ قَالَ তবে ইমাম মালিক (র.) এর বিপরীত মত পোষণ করেন خِلَافًا لِمَالِكٍ কেননা, তিনি বলেন لِمَا رُوِىَ কিয়াস অগ্রগণ্য مُقَدَّمٌ عَلٰى خَبَرِ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহিদের উপর اِنْ خَالَفَهُ যদি খবরে ওয়াহিদ খবরে ওয়হিদের বিপরীত হয় জানাযা جَنَازَةً যেমনি বর্ণিত আছে যে اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) لِمَا رُوِىَ যখন বর্ণনা করলেন যে مَنْ حَمَلَ যে ব্যক্তি বহন করবে জানাজা فَلْيَتَوَضَّأْ তাকে অজু করতে হবে قَالَ لَهُ তখন তাকে বললেন (رض) اِبْنُ عَبَّاسٍ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) اَيَلْزِمُنَا আমাদের উপর কি আবশ্যক হবে الْوُضُوْءُ অজু করা مَنْ حَمَلَ যে বহন করবে عِيْدَانٌ কাঠসমূহ يَابِسَةٌ শুকনো وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমরা বলবো اِنَّ الْخَبَرَ নিশ্চয়ই খবর يَقِيْنٌ নিশ্চিত বস্তু بِاَصْلِهِ তার মূলের বিবেচনায় وَاِنَّمَا الشُّبْهَةُ অবশ্য সন্দেহ রয়েছে فِىْ طَرِيْقِ পদ্ধতিতে وَ وَصْلِهِ তার পৌছার وَالْقِيَاسُ আর কিয়াস مَشْكُوْكٌ সন্দেহপূর্ণ بِاَصْلِهِ তার মূলে وَصُوْلِهِ এবং পৌছানের পদ্ধতিতে فَلَا يُعَارِضُ অতএব তা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না الْخَبَرَ খবরের قَطُّ কখনো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالرَّاوِىْ اِنْ عُرِفَ بِالْفِقْهِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে خَبَرْ وَاحِدْ-এর বর্ণনাকারী ফকীহ ও মুজতাহিদ হলে তার حُكْمْ-এ আলিমগণের মতানৈক্য বর্ণিত হয়েছে। খবরে ওয়াহিদের বর্ণনাকারীর অবস্থাদি আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার (র.) বলেন, খবরে ওয়াহিদের বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহভীরু হওয়ার সাথে সাথে যদি ফকীহ এবং ইজতিহাদের ব্যাপারে তিনি অগ্রগণ্যতার সাথে প্রসিদ্ধ হন, তাহলে এটাকে قِيَاسْ-এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। যেমন– খোলাফায়ে রাশেদীন (রা.) এবং আব্দুল্লাহ প্রমুখগণ অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। অবশ্য কেউ কেউ যেমন– ফিরোজ আবান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর পরিবর্তে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর কথা বলেছেন। তবে ইমাম ইবনে হুমাম বলেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ফিক্‌হ্ ইজতিহাদে অগ্রগণ্য ও ফতোয়ার দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই তিনি অবশ্যই উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আল্লামা কিরমানী (র.) বলেছেন যে, তাঁরা নিম্নোক্ত চারজন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস (রা.)। তা ছাড়া হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত, উবাই ইবনে কা'ব, মুআয ইবনে জাবাল, আয়েশা ও আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তবে ইমাম মালিক (র.) বলেছেন যে, যদি خَبَرْ وَاحِدْ কিয়াসের বিরোধী হয় তাহলে (উপরোক্ত অবস্থায়) গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং কিয়াসের উপর আমল করা হবে। তার মতের স্বপক্ষে দলিল পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, একবার হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ (জানাযার খাট বহন করলে অজু ওয়াজিব হবে)। এটার জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, কয়েকটি শুষ্ক কাঠ বহন করলে কি আমাদের অজু করতে হবে? অর্থাৎ তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করে কিয়াসের উপর আমল করেছেন।

জমহুরের পক্ষ হতে ইমাম মালেক (র.)-এর উপরোক্ত দলিলের জবাবে বলা যেতে পারে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উক্ত হাদীসখানা এখানে প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি فِقْهْ ও اِجْتِهَادْ-এর সাথে প্রসিদ্ধ ছিলেন না; বরং তিনি عَدَالَتْ (ন্যায়পরায়ণতা) ও ضَبْطْ (হাদীস সংরক্ষণ করা)-এর সাথে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

অথবা, বলা যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কিয়াসকে خَبَرْ وَاحِدْ-এর উপর প্রাধান্য দেওয়ার ভিত্তিতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং অন্য কোনো কারণে করেছেন। কেননা, হাদীসটির অর্থ এটাও হতে পারে যে, যে ব্যক্তি জানাযার খাট বহন করতে যায় সে যেন অজু করে নেয়। কারণ, এটা ইবাদত। আর পবিত্রতার সাথে ইবাদত করা উত্তম। তা ছাড়া এতে জানাযার নামাজ পড়ার প্রস্তুতিও সম্পন্ন হবে।

তা ছাড়া আমাদের (জমহুরের) শক্তি (দলিল) এই যে, মূলত হাদীস সন্দেহাতীত ও ইয়াকিনী। কেননা, এটা এমন এক মহান ব্যক্তির বাণী– যিনি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণে কিছু বলেন না; বরং ওহীর মাধ্যমেই বলে থাকেন। কেবল এটা আমাদের নিকট পৌছার পদ্ধতি (রাস্তা)-এর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা, এটাতে বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে মিথ্যা, ভুল ও বিস্মৃতির আশঙ্কা রয়েছে। কাজেই যদি এ সন্দেহের নিরসন হয়ে যায়, তাহলে সন্দেহাতীত সত্য (অকাট্য) হিসেবে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে قِيَاسْ এটার মূল ও وَصْفْ (অবস্থা) উভয় দিক দিয়েই সন্দেহপূর্ণ। কেননা, এটাতে রায়ের দখল রয়েছে। কারণ, যে কোনো وَصْفْ ইল্লত (عِلَّتْ) হওয়ার অবকাশ রাখে। সুতরাং مَنْصُوْصْ عَلَيْهِ-এর মধ্যে মুজতাহিদ কর্তৃক গৃহীত وَصْفْ (عِلَّتْ) -এর কারণেই যে حُكْمْ হয়েছে– তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা, এতে প্রভাবকারী وَصْفْ মুজতাহিদ কর্তৃক গৃহীত وَصْفْ ব্যতীত অন্য কোনো وَصْفْ ও তো হতে পারে। কাজেই কোনো অবস্থায়ই কেয়াস হাদীসের মোকাবিলা করতে পারে না।

فِقْهْ ও اِجْتِهَادْ-এর সংজ্ঞা : প্রকাশ থাকে যে শরয়ী উসূল অনুসারে কুরআন বুঝাকে فِقْهْ বলে। আর সৃষ্টির উপকারার্থে কিতাব ও সুন্নাহ হতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও চিন্তা-ভাবনা করে শরয়ী হুকুম বের করাকে اِجْتِهَادْ বলে।

وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُوْنَ الْفِقْهِ كَأَنَسٍ (رض) وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) إِنْ وَافَقَ حَدِيْثُهُ الْقِيَاسَ عُمِلَ بِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُتْرَكْ إِلَّا بِالضَّرُوْرَةِ وَهِيَ أَنَّهُ لَوْ عُمِلَ بِالْحَدِيْثِ لَانْسَدَّ بَابُ الرَّأْيِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَيَكُوْنُ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَالرَّاوِيْ فُرِضَ أَنَّهُ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَالنَّقْلُ بِالْمَعْنٰى كَانَ مُسْتَفِيْضًا فِيْهِمْ فَلَعَلَّ الرَّاوِيْ نَقَلَ الْحَدِيْثَ بِالْمَعْنٰى عَلٰى حَسْبِ فَهْمِهِ وَأَخْطَأَ وَلَمْ يُدْرِكْ مُرَادَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلِهٰذَا كَانَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلِهٰذِهِ الضَّرُوْرَةِ يُتْرَكُ الْحَدِيْثُ وَيُعْمَلُ بِالْقِيَاسِ وَهٰذَا لَيْسَ إِزْدِرَاءَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) وَاسْتِخْفَافًا بِهِ مَعَاذَ اللّٰهِ مِنْهُ بَلْ بَيَانًا لِنُكْتَةٍ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ فَتَنَبَّهْ -

সরল অনুবাদ : আর যদি রাবী ফকীহ হিসেবে বিখ্যাত না হয়ে শুধু ন্যায়পরায়ণ ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও সংরক্ষণকারী হিসেবে খ্যাত হন, যেমন– হযরত আনাস (রা.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.), তাহলে যদি সে রাবীর হাদীস কিয়াসের অনুকূল হয়, তবে তার উপর আমল করা হবে। আর যদি কিয়াসের বিপরীত হয়, তাহলেও একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তার উপর আমল পরিত্যাগ করা যাবে না। কেননা, একান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তেও যদি হাদীসের উপর আমল করা হয়, তাহলে কিয়াসের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে, আর তা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ– فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (হে সূক্ষ্মদর্শীগণ! একটির অবস্থাকে অপরটির অবস্থার উপর অনুমান করে নাও।)-এর বিরুদ্ধাচরণ হবে। আর যখন রাবীকে গায়রে ফকীহ্ বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং ভাবার্থযোগে হাদীস বর্ণনা করা তাঁদের মধ্যে একটি সাধারণ ও প্রসিদ্ধ প্রথা হিসেবে প্রচলিত ছিল, তখন সম্ভবত রাবী তাঁর অনুধাবন ক্ষমতা অনুযায়ী হাদীসটিকে ভাবার্থযোগে বর্ণনা করেছেন এবং এক্ষেত্রে তিনি ভুল করে বসেছেন, আর নবী করীম ﷺ-এর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। যদ্দরুন তাঁর বর্ণিত হাদীস সকল দিক দিয়ে কিয়াসের বিপরীত হয়ে গেছে। সুতরাং এ একান্ত প্রয়োজনের খাতিরে এরূপ হাদীস পরিত্যাজ্য হবে এবং কিয়াসের উপর আমল করা হবে। আর এমনটি করার অর্থ, নাউযুবিল্লাহ! হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও তাঁর মতো অন্যান্য সাহাবীকে হেয় প্রতিপন্ন করা নয়; বরং এ ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। অতএব, বিষয়টি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِنْ عُرِفَ আর যদি রাবী বিখ্যাত হন بِالْعَدَالَةِ ন্যায়পরায়ণতায় وَالضَّبْطِ এবং স্মৃতিশক্তিতে دُوْنَ الْفِقْهِ ফকীহ হিসেবে নয় كَأَنَسٍ (رض) وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) যেমন হযরত আনাস (রা.) ও আবূ হুরায়রা (রা.) وَإِنْ وَافَقَ যদি অনুকূল হয় حَدِيْثُهُ ঐ রাবীর হাদীস الْقِيَاسَ কিয়াসের عُمِلَ بِهِ তাহলে এর উপর আমল করা হবে وَإِنْ خَالَفَهُ আর যদি তা কিয়াসের বিপরীত হয় لَمْ يُتْرَكْ তাহলেও পরিত্যাগ করা যাবে না إِلَّا بِالضَّرُوْرَةِ একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত وَهِيَ আর তা হলো أَنَّهُ لَوْ عُمِلَ একান্ত প্রয়োজনের সময়ও যদি আমল করা হয় بِالْحَدِيْثِ হাদীসের উপর لَانْسَدَّ তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে بَابُ الرَّأْيِ কিয়াসের দ্বার مِنْ كُلِّ وَجْهٍ সর্বদিক হতে চিরতরে فَيَكُوْنُ তখন হয়ে পড়বে مُخَالِفًا বিপরীত لِقَوْلِهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশের فَاعْتَبِرُوْا তোমরা অনুমান করে নাও يَا أُولِي الْأَبْصَارِ হে সূক্ষ্মদর্শীগণ وَالرَّاوِيْ আর রাবীকে فُرِضَ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে أَنَّهُ غَيْرُ فَقِيْهٍ যে ফকীহ নয় وَالنَّقْلُ আর হাদীস বর্ণনা করা بِالْمَعْنٰى অর্থ যোগে كَانَ مُسْتَفِيْضًا এটা একটি সাধারণ ও প্রসিদ্ধ প্রথা ছিল فِيْهِمْ তাদের মাঝে فَلَعَلَّ الرَّاوِيْ সম্ভবত বর্ণনাকারী نَقَلَ বর্ণনা করেছেন الْحَدِيْثَ হাদীস بِالْمَعْنٰى ভাবার্থযোগে عَلٰى حَسْبِ فَهْمِهِ তাঁর অনুধাবন ক্ষমতানুযায়ী وَأَخْطَأَ এবং এ ক্ষেত্রে ভুল করে বসেছেন وَلَمْ يُدْرِكْ অথচ উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি مُرَادَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে فَلِهٰذَا এ কারণেই كَانَ مُخَالِفًا বিপরীত হয়ে পড়েছে لِلْقِيَاسِ কিয়াসের مِنْ كُلِّ وَجْهٍ সকল দিক থেকেই فَلِهٰذِهِ الضَّرُوْرَةِ সুতরাং এ প্রয়োজনের খাতিরেই يُتْرَكُ পরিত্যাজ্য হবে الْحَدِيْثُ এরূপ হাদীস وَيُعْمَلُ এবং আমল করা হবে بِالْقِيَاسِ কিয়াসের উপর وَهٰذَا আর এরূপ করার অর্থ لَيْسَ إِزْدِرَاءَ হেয় প্রতিপন্ন করা নয় أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে وَاسْتِخْفَافًا بِهِ এবং এর দ্বারা হালকা করাও নয় بَلْ بَيَانًا বরং বর্ণনা করা উদ্দেশ্য لِنُكْتَةٍ একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ এ স্থানে فَتَنَبَّهْ অতএব বিষয়টি ভালো করে বুঝে নাও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে গ্রন্থকার রাবী যদি ফকীহ ও মুজতাহিদ না হয়ে আদালত ও যবত -এর দ্বারা বিখ্যাত হলে তার বর্ণিত হাদীসের বিধান কি হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর যদি خَبَرُ وَاحِدٍ -এর বর্ণনাকারী عَدَالَتْ (ন্যায়পরায়ণতা) ও ضَبْط (স্মৃতি) এর দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ হন, কিন্তু فِقْه (শরয়ী কিয়াস) ও اِجْتِهَاد (মাসআলা উদ্ভাবন ক্ষমতা) -এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ না হন, তাহলে তাঁর হাদীস কিয়াসের মোতাবেক হলে তদনুযায়ী আমল করা হবে। আর যদি তাঁর হাদীস কিয়াসের বিরোধী হয়, তাহলে একান্ত প্রয়োজনে তাঁর হাদীসকে পরিত্যাগ করা হবে এবং কিয়াস অনুযায়ী আমল করা হবে।

গ্রন্থকার (র.) হযরত আনাস (রা.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে আল্লামা ইবনুল হুমাম "তাহকীর" নামক কিতাবে লিখেছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ফকীহ ছিলেন। কেননা, তিনি অন্যের ফতোয়া অনুযায়ী আমল করতেন না এবং স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগে তিনি ফতোয়া দিতেন। এমনকি হযরত আব্বাস (রা.)-এর ন্যায় বড় বড় ফকীহ সাহাবীগণের সাথে তিনি মোকাবিলা করতেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) যে গর্ভবতী মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ইদ্দত أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ অর্থাৎ চার মাস দশ দিন ও সন্তান প্রসব এ দু'টি হতে যেটি দীর্ঘতর হয় তার হুকুম দিতেন। তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এটা প্রত্যাখ্যান করেন এবং সন্তান প্রসবের সময় পর্যন্ত তার ইদ্দত হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেন।

আর একান্ত প্রয়োজন বলতে বুঝানো হয়েছে যদি তার উপর আমল করা না হয়, তাহলে কিয়াসের দ্বার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে বিষয়ে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কিয়াসের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এর অর্থ এটা নয় যে, সর্বত্রই সম্পূর্ণভাবে কিয়াসের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, যা অত্যন্ত স্পষ্ট। আর কিয়াসের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেলে আল্লাহর বাণী فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِى الْأَبْصَارِ (সুতরাং হে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোক সকল! তোমরা এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করো)-এর আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তা ছাড়া বর্ণনাকারীকে فَقِيْه না হওয়া মেনে নেওয়া হয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে ভাবার্থ বর্ণনার রীতি চালু ছিল। অর্থাৎ তাঁরা প্রায় হাদীসের মূল ভাষাকে বাদ দিয়ে এটার ভাবার্থকে নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা করতেন। কাজেই বর্ণনাকারী যা বুঝেছেন তাই বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং তিনি ফকীহ না হওয়ার কারণে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারেননি। মোটকথা, হাদীসের অর্থ বুঝানোর ব্যাপারে তিনি ভুল করেছেন। আর এ কারণেই তাঁর হাদীস সকল দিক হতে কিয়াসের বিরোধী হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে (নাউযুবিল্লাহ) সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে হেয় প্রতিপন্ন বা উপহাস করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এক্ষেত্রে হাদীস পরিত্যক্ত হওয়ার রহস্য উদ্ঘাটন করা মূল উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ بَيَانًا لِنُكْتَةٍ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি সন্দেহের জবাব প্রদান করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আলোচ্য বর্ণনায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে হেয় প্রতিপন্ন করা বুঝা যায়। এটার উত্তরে বলা হয় যে, এখানে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো হাদীস কিয়াসের বিরোধী হলে তখন এটার হুকুম কি? তা ছাড়া হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ফকীহ ছিলেন না এটা ঠিক নয়; বরং তিনি সাহাবীদের যুগে ফতোয়া দিয়েছেন বলে বর্ণিত আছে।

كَحَدِيْثِ الْمُصَرَّاةِ وَهِيَ فِي اللُّغَةِ حَبْسُ الْبَهَائِمِ عَنْ حَلْبِ اللَّبَنِ اَيَّامًا وَقْتَ اِرَادَةِ الْبَيْعِ لِيَحْلِبَ الْمُشْتَرِيْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَغْتَرُّ بِكَثْرَةِ لَبَنِهٖ وَيَشْتَرِيْهِ بِثَمَنٍ غَالٍ ثُمَّ يَظْهَرُ الْخَطَأُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَا يَحْلِبُ اِلَّا قَلِيْلًا وَحَدِيْثُهٗ هُوَ مَا رَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُصَرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَّحْلِبَهَا اِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ وَمَعْنَاهُ اِنِ ابْتَلَى الْمُشْتَرِيْ بِهٰذَا الْاِغْتِرَارِ فَاِنْ رَضِيَهَا فَخَيْرٌ وَحَسَنٌ وَاِنْ غَضِبَهَا رَدَّهَا وَرَدَّ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ عِوَضَ اللَّبَنِ الَّذِيْ اَكَلَ فِيْ يَوْمٍ اَوَّلَ -

সরল অনুবাদ : যেমন- مُصَرَّاةٌ বা দুগ্ধ দোহন হতে বিরত থাকা সংক্রান্ত হাদীস। (কেননা, প্রয়োজনের কারণে উক্ত হাদীসের উপর আমল করা পরিত্যাজ্য হয়েছে।) এখানে مُصَرَّاةٌ শব্দটি مُسَمَّاةٌ -এর ওযনে تَصْرِيَةٌ হতে تَسْمِيَةٌ -এর ওযনে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ- জন্তুকে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে কয়েক দিন পর্যন্ত দুগ্ধ দোহন হতে বিরত থাকা। যাতে এরপর যখন ক্রেতা দুগ্ধ দোহন করবে, তখন যেন তার দুগ্ধের আধিক্য দেখে প্রতারিত হয় এবং তাকে চড়া মূল্যে ক্রয় করে। অতঃপর তার ভুল প্রকাশ পায় এবং সে অল্প দুগ্ধই দোহন করে। مُصَرَّاةٌ -এর এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُصَرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَّحْلِبَهَا اِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ -

হাদীসটির মর্মার্থ এই যে, যদি ক্রেতা এরূপ প্রতারণার শিকার হয়ে যায়, তাহলে সে যদি তদ্বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে তবে তো ভালো কথা। আর যদি সে অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে জন্তুটিকে ক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দেবে তৎসঙ্গে এক সা' খেজুরও প্রদান করবে। এ এক সা' খেজুর সে দুগ্ধের বিনিময় বিশেষ যা ক্রেতা জন্তুটি ক্রয় করার পর প্রথম দিন দোহন করেছিল। (হানাফীগণ বলেন যে, উক্ত হাদীসটি আমলের অযোগ্য।)

শাব্দিক অনুবাদ : كَحَدِيْثِ الْمُصَرَّاةِ যেমন দুধ দোহন হতে বিরত থাকা সংক্রান্ত হাদীস وَهِيَ فِي اللُّغَةِ এর আভিধানিক অর্থ হলো حَبْسُ আবদ্ধ রাখা الْبَهَائِمِ পশুকে عَنْ حَلْبِ দোহন হতে اللَّبَنِ দুধ اَيَّامًا কতেকদিন وَقْتَ সময়ে اِرَادَةِ الْبَيْعِ বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে لِيَحْلِبَ যাতে যখন দোহন করবে الْمُشْتَرِيْ ক্রেতা بَعْدَ ذٰلِكَ এর পরে فَيَغْتَرُّ তখন প্রতারিত হয় بِكَثْرَةِ আধিক্য দেখে لَبَنِهٖ তার দুধ وَيَشْتَرِيْهِ এবং তাকে ক্রয় করে بِثَمَنٍ غَالٍ অধিক মূল্য দিয়ে ثُمَّ يَظْهَرُ অতঃপর প্রকাশ পায় الْخَطَأُ ভুল بَعْدَ ذٰلِكَ এর পরে فَلَا يَحْلِبُ কাজেই সে দোহন করতে পারবে না اِلَّا قَلِيْلًا অল্প দুধ ব্যতীত وَحَدِيْثُهٗ هُوَ আর مُصَرَّاةٌ -এর হাদীসটি হলো مَا رَوٰى যা বর্ণনা করেছেন اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ নিশ্চয়ই নবী করীম ﷺ قَالَ বলেছেন لَا تُصَرُّوْا তোমরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দুধ আবদ্ধ রেখো না الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ উট এবং বকরির فَمَنِ ابْتَاعَهَا যে তা ক্রয় করে بَعْدَ ذٰلِكَ এর পরে فَهُوَ بِخَيْرِ তার জন্য সুযোগ রয়েছে النَّظَرَيْنِ দু'টি সুযোগ بَعْدَ পরে اَنْ يَّحْلِبَهَا তার দুধ দোহন করার اِنْ رَضِيَهَا যদি সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে اَمْسَكَهَا তবে সে ঐ জন্তু রেখে দেবে وَاِنْ سَخِطَهَا আর যদি তাতে অসন্তুষ্ট হয় رَدَّهَا তাহলে জন্তুটিকে ফিরিয়ে দেবে وَصَاعًا আর তার সাথে প্রদান করবে এক সা' مِنْ تَمْرٍ খেজুর وَمَعْنَاهُ এর অর্থ হলো اِنِ ابْتَلٰى যখন বুঝতে পারল الْمُشْتَرِيْ বিক্রেতা بِهٰذَا الْاِغْتِرَارِ এ প্রতারণা দ্বারা فَاِنْ رَضِيَهَا যদি সে এতে সন্তুষ্ট হয় فَخَيْرٌ তবে তো ভালো وَحَسَنٌ উত্তম وَاِنْ غَضِبَهَا আর যদি এতে সে অসন্তুষ্ট হয় رَدَّهَا তাহলে সে জন্তু ফিরিয়ে দিবে وَرَدَّ صَاعًا এবং সাথে এক সা' ফিরিয়ে দেবে مِنْ تَمْرٍ খেজুর عِوَضَ পরিবর্তে اللَّبَنِ দুধ الَّذِيْ اَكَلَ যা সে খেয়েছে فِيْ يَوْمٍ اَوَّلَ প্রথম দিন যা সে দোহন করেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ كَحَدِيْثِ الْمُصَرَّاةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে حَدِيْثُ مُصَرَّاةٍ -এর মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। خَبَرُ وَاحِدٍ -এর বর্ণনাকারী عَدَالَتْ ও ضَبْط -এর সাথে প্রসিদ্ধ হওয়ার পর যদি তিনি মুজতাহিদ ও ফকীহ না হন, তাহলে তাঁর হাদীস সর্বদিক দিয়ে কিয়াস বিরোধী হলে কিয়াসের উপর আমল করা হবে। তার উদাহরণ দিতে গিয়ে গ্রন্থকার (র.) مُصَرَّاةٌ -এর হাদীসকে পেশ করেছেন।

ইমাম মুসলিম (র.) সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ এই যে, কোনো ব্যক্তি এমন উট বকরি অথবা গাভী ইত্যাদি ক্রয় করল যার দুধ দোহন হতে বিক্রেতা কিছু দিন যাবৎ বিরত ছিল। অতঃপর ক্রেতা (দ্বিতীয়বার) দুধ দোহন করে বুঝতে পারল যে, সে প্রতারিত হয়েছে। তখন তার জন্য এ এখতিয়ার থাকবে যে, ইচ্ছা করলে সে জন্তুটি রেখে দিতে পারে, আর ইচ্ছা করলে ফেরতও দিতে পারে। তবে ফেরত দেওয়ার অবস্থায় প্রথমবার সে যে দুধ দোহন করেছিল তার বিনিময়ে বিক্রেতাকে এক সা' খেজুর দিতে হবে।

قَوْلُهٗ لَاتُصَرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে تَصْرِيَهٗ -এর অর্থ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম নববী (রা.) বলেছেন- لَا تُصَرُّوا الْاِبِلَ বাক্যটির ت অক্ষর পেশযুক্ত এবং ص যবরবিশিষ্ট ও اَلْاِبِلْ নসববিশিষ্ট এটা صِيْغَهُ جَمْعِ مُذَكَّرٍ حَاضِرٌ বাবে تَفْعِيْل মাসদার تَصْرِيَةٌ এটার আভিধানিক অর্থ হলো- বিক্রির উদ্দেশ্যে চতুষ্পদ জন্তুর দুধ দোহন করা হতে কয়েক দিন যাবৎ বিরত থাকা। এতে জন্তুর স্তন মোটা দেখায় যা দেখিয়ে ক্রেতা জন্তুটি ক্রয় করতে আগ্রহী হবে। অথচ এটাতে ক্রেতা একবার দোহন করার পর জন্তুর দুধ একেবারে কমে যাবে, যাতে ক্রেতা ধোঁকা খাবে। এটাতে ধোঁকা আছে বলে রাসূলে কারীম ﷺ উক্ত কাজ হতে মুসলমানগণকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

فَاِنَّ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَاِنَّ ضِمَانَ الْعُدْوَانَاتِ وَالْبِيَاعَاتِ كُلَّهَا مُقَدَّرٌ بِالْمِثْلِ فِى الْمِثْلِىِّ وَبِالْقِيْمَةِ فِىْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ فَضِمَانُ اللَّبَنِ الْمَشْرُوْبِ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّكُوْنَ بِاللَّبَنِ اَوْ بِالْقِيْمَةِ وَلَوْ كَانَ بِالتَّمَرِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُّقَاسَ بِقِلَّةِ اللَّبَنِ وَكَثْرَتِهٖ لَا اَنَّهٗ يَجِبُ صَاعٌ مِنَ التَّمَرِ اَلْبَتَّةَ قَلَّ اللَّبَنُ اَوْ كَثُرَ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ اِلٰى ظَاهِرِ الْحَدِيْثِ وَابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى وَاَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) اِلٰى اَنَّهٗ تُرَدُّ قِيْمَةُ اللَّبَنِ وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِلٰى اَنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ اَنْ يَّرُدَّهَا وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِاَرْشِهَا وَيَمْسِكُهَا هٰكَذَا نَقَلَهٗ بَعْضُ الشَّارِحِيْنَ -

সরল অনুবাদ : এ হাদীসটি সকল দিক দিয়েই কিয়াসের বিপরীত। কারণ, যাবতীয় অত্যাচার ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ مِثْلِىْ বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে مِثْل দ্বারা এবং মূল্য বিশিষ্ট বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে মূল্য দ্বারাই নির্ধারিত। সুতরাং এটাই সমীচীন যে, পানকৃত দুগ্ধের ক্ষতিপূরণ দুগ্ধ অথবা তার মূল্য দ্বারাই আদায় করা হবে। আর যদি খেজুর দ্বারাই বিনিময় আদায় করতে হয়, তাহলে কিয়াস এটাই কামনা করে যে, দুগ্ধের স্বল্পতা ও আধিক্যের বিবেচনায় খেজুরের পরিমাণেও কমবেশি হওয়া উচিত। কিয়াস কখনো এটা কামনা করে না যে, দুগ্ধের পরিমাণ কমবেশি যাই হোক না কেন সর্বক্ষেত্রে এক সা' খেজুরই আদায় করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালিক (র.) হাদীসটিকে প্রকাশ্য অর্থেই গ্রহণ করেছেন। আর ইবনে আবি লায়লা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত এই যে, উপরোক্ত অবস্থায় দুগ্ধের মূল্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত এই যে, ক্রেতার জন্য উক্ত জন্তুটিকে ফিরিয়ে দেওয়া জায়েজ নয়; বরং সে বিক্রেতার নিকট এর ক্ষতিপূরণ দাবি করবে এবং জন্তুটিকে নিজের কাছে রেখে দেবে। কোনো কোনো ব্যাখ্যার এরূপই বর্ণনা করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَاِنَّ কেননা هٰذَا الْحَدِيْثَ এ হাদীস مُخَالِفٌ বিপরীত لِلْقِيَاسِ কিয়াসের مِنْ كُلِّ وَجْهٍ সকল দিক থেকে فَاِنَّ ضِمَانَ কেননা, ক্ষতিপূরণ الْعُدْوَانَاتِ অত্যাচার/ক্ষয়ক্ষতির وَالْبِيَاعَاتِ ক্রয়-বিক্রয় كُلَّهَا সর্বরকম مُقَدَّرٌ পরিমাণ নির্ধারিত হবে بِالْمِثْلِ অনুরূপ দ্বারা فِى الْمِثْلِىِّ অনুরূপ বস্তুর ক্ষেত্রে وَبِالْقِيْمَةِ আর মূল্য দ্বারা নির্ধারিত হবে فِىْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ মূল্য বিশিষ্ট বস্তুসমূহের فَضِمَانُ সুতরাং ক্ষতিপূরণ اللَّبَنِ الْمَشْرُوْبِ পানকৃত দুধের يَنْبَغِىْ উচিত হবে اَنْ يَّكُوْنَ হওয়া بِاللَّبَنِ দুধ দ্বারা اَوْ بِالْقِيْمَةِ অথবা মূল্য দ্বারা وَلَوْ كَانَ بِالتَّمَرِ আর যদি খেজুর দ্বারাই বিনিময় আদায় করতে হয় فَيَنْبَغِىْ তবে এটাই কামনা করে যে اَنْ يُّقَاسَ কিয়াস করা بِقِلَّةِ اللَّبَنِ দুধের স্বল্পতা وَكَثْرَتِهٖ ও দুধের আধিক্য لَا اَنَّهٗ يَجِبُ কিয়াস এটা কামনা করে না যে صَاعٌ مِنَ التَّمَرِ এক সা' খেজুর আদায় করা اَلْبَتَّةَ আবশ্যকীয়ভাবে قَلَّ اللَّبَنُ দুধ কম হোক اَوْ كَثُرَ অথবা বেশি হোক فَذَهَبَ আর গ্রহণ করেছেন مَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ (رحـ) ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.) اِلٰى ظَاهِرِ الْحَدِيْثِ হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থ وَابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى وَاَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) আর ইমাম ইবনে আবী লাইলা ও আবূ ইউসুফ এ মত পোষণ করেছেন যে اَنَّهٗ تُرَدُّ উক্ত অবস্থার ফিরিয়ে দেবে قِيْمَةُ اللَّبَنِ দুধের মূল্য وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মত পোষণ করেছেন যে, اِلٰى اَنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ তার জন্য জায়েজ নয় اَنْ يَّرُدَّهَا সে জন্তুটিকে ফিরিয়ে দেওয়া وَيَرْجِعُ বরং সে দাবি করবে عَلَى الْبَائِعِ বিক্রেতার নিকট بِاَرْشِهَا এর ক্ষতিপূরণ وَيَمْسِكُهَا এবং সে জন্তুটিকে নিজের কাজে রেখে দেবে هٰكَذَا এরূপই نَقَلَهٗ বর্ণনা করেছেন بَعْضُ الشَّارِحِيْنَ কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَاِنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে حَدِيْثُ مُصَرَّاةٍ কিয়াসের বিরোধী হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উদ্ধৃত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত مُصَرَّاةٌ সম্পর্কিত হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে কিয়াসের বিরোধী। কেননা, কিয়াস অনুসারী মিছলী বস্তু (যে বস্তুর সাদৃশ্য বস্তু বিদ্যমান তা)-এর ক্ষতিপূরণ مِثَالٌ সাদৃশ্য বস্তুর দ্বারা হয়ে থাকে এবং মূল্য বিশিষ্ট বস্তু (অর্থাৎ যে বস্তুর সাদৃশ্য বস্তু বিদ্যমান নেই তা)-এর ক্ষতিপূরণ মূল্যের দ্বারা হয়ে থাকে। কাজেই দুধের ক্ষতিপূরণ দুধের দ্বারা অথবা মূল্যের দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর খেজুরের দ্বারা এটার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলে দুধের কমবেশির সাথে সঙ্গতি রেখে দুধের পরিমাণ নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। অথচ প্রত্যেক অবস্থায়ই এক সা' নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি কোনো মতেই কিয়াস সম্মত নয়।

قَوْلُهٗ فَذَهَبَ الشَّافِعِىُّ وَمَالِكٌ (رحـ) اِلٰى ظَاهِرِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে مُصَرَّاةٌ-এর ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্যের বিশদ বিবরণ ও আহনাফের মতের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। مُصَرَّاةٌ-এর হাদীসের ব্যাপারে আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) ও মালিক (র.) উক্ত হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেছেন। কাজেই তাঁদের মতে ক্রেতা ইচ্ছা করলে জন্তুটি রেখে দিতে পারবে, আর ইচ্ছা করলে তা ফিরিয়ে দিবে এবং এটার সাথে এক সা' খেজুর দিবে।

মোল্লা জিয়ন (র.) ইবনে আবী লাইলা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দুধের মূল্য ফেরত দিবে। তবে ইমাম নববী (র.) সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ইবনে আবী লাইলা ও আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সাথে উক্ত মাসআলায় একমত পোষণ করেন। মেশকাতের শরাহ লুম'আতেও ইমাম শাফেয়ীর সাথে ইমাম আবূ ইউসুফের ঐকমত্যের কথা বলা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতা জন্তুটি ফেরত দিতে পারবে না; বরং এটাকে গ্রহণ করবে এবং বিক্রেতার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। উল্লেখ্য যে, হযরত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে ফকীহ্ মেনে নিলেও অকাট্য نَصٌّ (কুরআনিক ভাষ্য)-এর পরিপন্থি হওয়ার কারণে তাঁর এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন আল্লাহর বাণী- جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا (অন্যায়ের বিনিময় তদ্রূপ অন্যায় দ্বারা দেওয়া হবে।) সুতরাং দোহনকৃত দুধ যদি বিক্রেতার মালিকানাধীন হয় এবং ক্রেতা এটার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে থাকে, তাহলে তাকে مِثْل-এর দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে- এক সা' খেজুরের দ্বারা নয়। কেননা, এক সা' খেজুর তো এটার مِثْل নয়। আর যদি এটা ক্রেতার মালিকানাধীন হয়, তাহলে এটা তার মালিকানাধীন বস্তুতে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। কাজেই ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রশ্নই উঠে না। [অবশিষ্ট অংশ ৩৭ নং পৃষ্ঠায়।]

ثُمَّ هٰذِهِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْمَعْرُوْفِ بِالْفِقْهِ وَالْعَدَالَةِ مَذْهَبُ عِيْسَى بْنِ اَبَانٍ وَتَابَعَهُ اَكْثَرُ الْمُتَاَخِّرِيْنَ وَاَمَّا عِنْدَ الْكَرْخِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ اَصْحَابِنَا فَلَيْسَ فِقْهُ الرَّاوِيْ شَرْطًا لِتَقَدُّمِ الْحَدِيْثِ عَلَى الْقِيَاسِ بَلْ خَبَرُ كُلِّ رَاوٍ عَدْلٍ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ اِذْ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُوْرَةِ وَلِهٰذَا قَبِلَ عُمَرُ (رض) حَدِيْثَ حَمْلِ بْنِ مَالِكٍ فِى الْجَنِيْنِ وَاَوْجَبَ الْغُرَّةَ فِيْهِ مَعَ اَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ لِاَنَّ الْجَنِيْنَ اِنْ كَانَ حَيًّا وَجَبَتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَاِنْ كَانَتْ مَيْتًا فَلَا شَيْءَ فِيْهِ وَاَمَّا حَدِيْثُ الْوُضُوْءِ عَلٰى مَنْ قَهْقَهَ فِى الصَّلٰوةِ فَهُوَ وَاِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ لٰكِنْ رَوَاهُ عِدَّةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِبَارِ كَجَابِرٍ (رض) وَاَنَسٍ (رض) وَغَيْرِهِمَا وَلِذَا كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْقِيَاسِ -

সরল অনুবাদ : ফকীহ হিসেবে খ্যাত ও ন্যায়পরায়ণ হিসেবে খ্যাত এ দুই প্রকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ, এটা ঈসা ইবনে আবান (র.)-এরই মাযহাব। অধিকাংশ ওলামায়ে মুতাআখ্খিরীন তাঁর অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.) ও আমাদের হানাফীগণের মধ্য হতে তাঁর অনুসারী ইমামগণের মতে কিয়াসের উপর হাদীসের অগ্রগণ্য হওয়ার জন্য রাবীর ফকীহ হওয়া শর্ত নয়; বরং তাদের মতে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ রাবীর হাদীসই কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য, যদি তা কিতাবুল্লাহ্ ও মাশ্হুর সুন্নতের বিপরীত না হয়। [এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্যই হচ্ছে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, مَا جَاءَنَا عَنِ اللّٰهِ وَعَنِ الرَّسُوْلِ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে যে রেওয়ায়াতই আমাদের নিকট পৌঁছবে, তা আমাদের শির ও নয়নে থাকবে।] এ কারণেই হযরত ওমর (রা.) جَنِيْن বা গর্ভস্থিত সন্তান বিষয়ক মাসআলায় হামল ইবনে মালিক (রা.) বর্ণিত হাদীসটি কবুল করে নিয়েছিলেন এবং তাতে غُرَّةٌ অর্থাৎ পাঁচশত দিরহাম ওয়াজিব করেছিলেন। অথচ তা কিয়াসের বিপরীত। কেননা, جَنِيْن যদি জীবিত হয়, তাহলে পূর্ণ ক্ষতিপূরণই ওয়াজিব হওয়া উচিত। আর যদি মৃত হয়, তাহলে তাতে কোনো কিছুই ওয়াজিব হওয়া উচিত নয়। আর اَلْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ قَهْقَهَ فِى الصَّلٰوةِ - এ হাদীসটি যদিও কিয়াসের সম্পূর্ণ বিপরীত; কিন্তু যেহেতু কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী যেমন– হযরত জাবের (রা.), হযরত আনাস (রা.) ও অন্যান্যগণ তা বর্ণনা করেছেন, সে জন্য তা কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ هٰذِهِ التَّفْرِقَةُ এ পার্থক্য নিরূপণ بَيْنَ মাঝে الْمَعْرُوْفِ بِالْفِقْهِ ফকীহ হিসেবে খ্যাত وَالْعَدَالَةِ ন্যায়পরায়ণ হিসেবে مَذْهَبُ عِيْسَى بْنِ اَبَانٍ ঈসা ইবনে আবানের মাযহাব وَتَابَعَهُ আর তার অনুসরণ করেছেন اَكْثَرُ الْمُتَاَخِّرِيْنَ অধিকাংশ ওলামায়ে মুতাআখখিরীন وَاَمَّا কিন্তু عِنْدَ الْكَرْخِيِّ ইমাম কারখীর মতে وَمَنْ تَابَعَهُ এবং যারা তার অনুসরণ করেছে مِنْ اَصْحَابِنَا আমাদের হানাফীগণের মধ্য হতে فَلَيْسَ নয় فِقْهُ الرَّاوِيْ রাবী ফকীহ হওয়া شَرْطًا শর্ত لِتَقَدُّمِ الْحَدِيْثِ হাদীসের অগ্রগণ্য হওয়ার জন্য عَلَى الْقِيَاسِ কিয়াসের উপর بَلْ خَبَرُ বরং খবর كُلِّ رَاوٍ প্রত্যেক রাবীর عَدْلٍ ন্যায়পরায়ণ مُقَدَّمٌ অগ্রগণ্য عَلَى الْقِيَاسِ কিয়াসের উপর اِذْ لَمْ يَكُنْ যদি তা না হয় مُخَالِفًا বিপরীত لِلْكِتَابِ কিতাবের وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُوْرَةِ মাশহুর সুন্নতের وَلِهٰذَا এ কারণেই قَبِلَ গ্রহণ করেছেন عُمَرُ (رض) হযরত ওমর (রা.) حَدِيْثَ حَمْلِ بْنِ مَالِكٍ হামল ইবনে মালিকের হাদীস فِى الْجَنِيْنِ গর্ভস্থিত সন্তান বিষয়ক وَ اَوْجَبَ ফলে তিনি ওয়াজিব করেছেন الْغُرَّةَ فِيْهِ এতে পাঁচশত দিরহাম مَعَ اَنَّهُ যদিও এটা مُخَالِفٌ বিপরীত لِلْقِيَاسِ কিয়াসের لِاَنَّ الْجَنِيْنَ কেননা, গর্ভস্থিত সন্তান اِنْ كَانَ حَيًّا যদি জীবিত হয় وَجَبَتْ তাহলে ওয়াজিব হবে الدِّيَةُ كَامِلَةً পূর্ণ ক্ষতিপূরণ وَاِنْ كَانَتْ مَيْتًا আর যদি তা মৃত হয় فَلَا شَيْءَ فِيْهِ তবে তাতে কোনো কিছুই ওয়াজিব হওয়া উচিত নয় وَاَمَّا তবে حَدِيْثُ الْوُضُوْءِ অজুর হাদীস عَلٰى مَنْ قَهْقَهَ যে উচ্চৈঃস্বরে হাসে فِى الصَّلٰوةِ নামাজের মধ্যে فَهُوَ وَاِنْ كَانَ যদিও তা مُخَالِفًا বিপরীত لِلْقِيَاسِ কিয়াসের لٰكِنْ رَوَاهُ কিন্তু তা বর্ণনা করেছেন عِدَّةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ কয়েকজন সাহাবী الْكِبَارِ শীর্ষস্থানীয় كَجَابِرٍ (رض) وَاَنَسٍ (رض) যেমন হযরত জাবের (র.) ও আনাস (রা.) وَغَيْرِهِمَا ও অন্যান্যগণ وَلِذَا এ কারণেই كَانَ مُقَدَّمًا এটা অগ্রগণ্য হবে عَلَى الْقِيَاسِ কিয়াসের উপর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[৩৫ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ।]

তা ছাড়া উক্ত হাদীসটি خَبَرْ وَاحِدْ এটা একটি মাশহুর হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে পরিত্যক্ত হবে। উক্ত মাশহুর হাদীসখানা শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন- اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বের কারণে বস্তু হতে নির্গত বস্তু তথা মুনাফার মালিকানা সাব্যস্ত হবে।) সুতরাং যেহেতু বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতার জিম্মায়ও মালিকানাধীন হয়ে গেছে সেহেতু এটার মুনাফার মালিকও সেই হবে। কাজেই উক্ত মুনাফা ভোগের কারণে তাঁর ক্ষতিপূরণ দানের প্রশ্নই উঠে না।

এতদ্ব্যতীত আমাদের (আহনাফের) মতে تَصْرِيَةْ কোনো দোষ নয়। আর শর্ত করা ব্যতীত কেবল এটার কারণে ক্রেতা জন্তুটি ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। কারণ, بَيْعٌ তো مَبِيْعٌ ক্রটিমুক্ত হওয়াকে কামনা করে। আর দুধ কম হওয়ার কারণে ক্রটিমুক্ত হওয়ার গুণটি লোপ পায় না। কেননা, দুধ ফল বিশেষ। এটার অনুপস্থিতিতে ক্রটিযুক্ত হওয়া সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং এটা কম হওয়ার দ্বারা কোনোক্রমেই জন্তুটি ক্রটিযুক্ত হওয়া সাব্যস্ত হয় না। কতিপয় ব্যাখ্যাদাতা যেমন মোল্লা আলী কারী (র.) শরহে মুখতাসারুল মানার নামক গ্রন্থে এবং ইবনুল মালিক (র.) "শরহে মানার" নামক কিতাবে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[৩৬ নং পৃষ্ঠার আলোচনা।]

قَوْلُهُ هٰذَا مَذْهَبُ عِيْسٰى بْنِ اَبَانَ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে খবরে ওয়াহিদকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য ফকীহ হওয়া শর্ত কি? সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। خَبَرْ وَاحِدْ কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য হওয়ার জন্য তার বর্ণনাকারী ফকীহ ও মুজতাহিদ হওয়া ঈসা ইবনে আবান ও কতিপয় হানাফীর মাযহাব। মূলত এটাতে হানাফীগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি! এমনকি এটা কতিপয় মুতায়াখ্‌খেরীনের মনগড়া অভিমত। قِيَاسْ -কে- خَبَرْ وَاحِدْ -এর উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য তার বর্ণনাকারী ফকীহ হতে হবে- এমন অভিমত পূর্ববর্তী (হানাফী) আলিমগণ হতে বর্ণিত হয়নি। আর তা হতেও পারে না। কেননা, স্বয়ং ইমাম আবু হানীফার (র.)-এর উক্তি مَا جَاءَ نَا عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَعَنِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ فَعَلَى الرَّاْسِ وَالْعَيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ হতে যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে তা শিরধার্য ও চক্ষুমণি তুল্য। অর্থাৎ নির্দ্বিধায় তা বরণ (ও গ্রহণ) করে নিতে হবে। বস্তুত خَبَرْ وَاحِدْ -কে- قِيَاسْ -এর উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ হওয়াই যথেষ্ট- ফকীহ ও মুজতাহিদ হওয়া জরুরি নয়। এটা আহনাফের সঠিক অভিমত। কেননা, قِيَاسْ এটার اَصْل ও وَصْف উভয় দিক দিয়েই সন্দেহপূর্ণ। পক্ষান্তরে خَبَرْ وَاحِدْ এর মধ্যে আমাদের নিকট পৌঁছার দিক দিয়ে যদিও কিছুটা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে তথাপি মূলত এটা ইয়াকীনী (সন্দেহাতীত)। আর বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ ও স্মৃতিশক্তিবান হওয়ার পর তাঁর কর্তৃক হাদীস বিকৃত হওয়ার নিছক কল্পনা মাত্র। কাজেই তিনি যেরূপ শুনেছেন হুবহু তদ্রূপ বর্ণনা করাই স্পষ্ট। আর যদিও বা শব্দের পরিবর্তন করেছেন তথাপি (অবশ্যই) অর্থের বিকৃতি করেননি। কেননা, সাহাবীগণ عُدُوْلُ الْاُمَّةِ তথা উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ ও সৎ।

وَلِهٰذَا قَبِلَ عُمَرُ (رض) حَدِيْثَ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে খবরে ওয়াহিদকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার দলিল বর্ণণা করা হয়েছে। خَبَرْ وَاحِدْ -এর বর্ণনাকারী فَقِيْهْ না হয়ে কেবল ন্যায়পরায়ণ ও স্মৃতিশক্তিবান হলেই তাকে قِيَاسْ -এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে- মুহাক্কিকীন আহনাফের এই অভিমতের সমর্থনে ব্যাখ্যাকার (র.) আলোচ্য ঘটনাটির অবতারণা করেছেন।

ঘটনাটি এই যে, হযরত ওমর (রা.) মহিলার গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট করার হুকুমের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ -এর ফয়সালা সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন এবং তাঁদের নিকট পরামর্শ চেয়েছিলেন। এমতাবস্থায় হামল ইবনে মালিক (র.) দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি দু'জন মহিলার নিকটে ছিলাম। এমন সময় তাঁদের একজন অপরজনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করল এবং উক্ত মহিলাও তার গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করল। তখন নবী করীম ﷺ গর্ভস্থ সন্তানের উপর পাঁচশত দিরহাম জরিমানা করলেন এবং মহিলাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'আল্লাহু আকবার যদি আমি এটা না শুনতাম তা হলে অবশ্যই (কিয়াস অনুসারে) অন্য ফয়সালা দিতাম।' -(সুনানে আবী দাউদ)

যা হোক, হযরত ওমর (রা.) কিয়াসের উপর উক্ত হাদীসকে প্রাধান্য দিলেন। অথচ তিনি ফকীহ সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন এবং এ স্থলে কিয়াসের দাবি ছিল, যদি ভ্রূণ (গর্ভস্থ সন্তান) জীবিত হয় তাহলে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর মৃত হলে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

উল্লেখ্য যে, مِسْطَحْ তাঁবুর খুঁটিকে বলে। (আবূ ওবায়েদ অনুরূপ বলেছেন।) আর جَنِيْن গর্ভস্থিত সন্তান (তথা ভ্রূণ)-কে বলে। غُرَّةٌ প্রকৃতপক্ষে ঘোড়ার চেহারার শুভ্রতাকে বলে। দাস-দাসীকেও غُرَّةٌ বলা হয়। ফোকাহাদের মতে পুরুষের দিয়তের (বিশ ভাগের এক) অংশের সমমূল্যকে غُرَّةٌ বলে। তবে ভ্রূণ নারী হলে মহিলার দিয়তের (দশ ভাগের এক) অংশের সমমূল্য হবে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যবান ৫০০ দিরহাম। এ জন্যই غُرَّةٌ -এর দ্বারা পাঁচশত দিরহামকে বুঝানো হয়ে থাকে। (মোল্লা আলী কারী ও শামনী অনুরূপ বলেছেন।)

قَوْلُهُ وَاَمَّا حَدِيْثُ الْوُضُوْءِ الخ -এর আলোচনা : এ স্থলে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, 'যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে অট্টহাসি দিয়েছে তার উপর অজু ওয়াজিব হওয়া' সম্পর্কিত হাদীসটি সম্পূর্ণভাবে কিয়াসের বিরোধী। সুতরাং মানারের ভাষ্য (ও ঈসা ইবনে আবান-এর মাযহাব) অনুযায়ী হাদীসটি পরিত্যাগ করে قِيَاسْ -এর উপর আমল করা উচিত। কেননা, এটার বর্ণনাকারী মা'বাদ খুযায়ী ফকীহ নন।

এর জবাবে বলা হয়েছে যে, হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে কিয়াসের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সাহাবী এটা নকল (বর্ণনা) করার কারণে قِيَاسْ -এর উপর এটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং (আহনাফ) নামাজে অট্টহাসির কারণে অজু ওয়াজিব হওয়ার হুকুম দিয়েছেন। "শরহে মুনিয়া" গ্রন্থকার (র.) উক্ত হাদীসটির বর্ণনাকারী হিসেবে নিম্নোক্ত সাহাবীগণ (রা.)-এর নামোল্লেখ করেছেন। হযরত আবূ মুসা আশআরী, আবূ হুরায়রা, আনাস ইবনে ওমর, জাবের ও ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা.)। এদের মধ্যে ইবনে আদী কর্তৃক 'আল-কামেল' নামক গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) -এর বর্ণনাটি সর্বাধিক স্পষ্ট। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন- مَنْ ضَحِكَ فِى الصَّلٰوةِ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামাজে উচ্চৈঃস্বরের সাথে হাসবে তার জন্য পুনরায় অজু করে পুনঃ নামাজ আদায় করা ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.) قِيَاسْ অনুযায়ী আমল করেছেন এবং উপরোক্ত হাদীসখানা পরিত্যাগ করেছেন। সুতরাং তাঁরা বলেছেন যে, নামাজের মধ্যে অট্টহাসির দ্বারা অজু বিনষ্ট হবে না।

وَاِنْ كَانَ مَجْهُوْلًا اَىْ فِىْ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَالْعَدَالَةِ لَا فِى النَّسَبِ بِاَنْ لَمْ يُعْرَفْ اِلَّا بِحَدِيْثٍ اَوْ حَدِيْثَيْنِ كَوَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ فَحَالُهُ لَا يَخْلُوْ عَنْ خَمْسَةِ اَقْسَامٍ فَاِنْ رَوَى عَنْهُ السَّلَفُ اَوْ اِخْتَلَفُوْا فِيْهِ اَوْ سَكَتُوْا عَنِ الطَّعْنِ صَارَ كَالْمَعْرُوْفِ فِىْ كُلٍّ مِنَ الْاَقْسَامِ الثَّلٰثَةِ لِاَنَّ رِوَايَةَ السَّلَفِ شَاهِدَةٌ بِصِحَّتِهِ وَالسُّكُوْتَ عَنِ الطَّعْنِ بِمَنْزِلَةِ قَبُوْلِهِمْ فَلِهٰذَا يُقْبَلُ وَاَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيْهِ فَاَوْرَدُوْا فِىْ مِثَالِهِ مَا رُوِىَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ (رض) سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا حَتّٰى مَاتَ عَنْهَا فَاجْتَهَدَ شَهْرًا وَقَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا وَلٰكِنْ اَجْتَهِدُ بِرَأْيِىْ فَاِنْ اَصَبْتُ فَمِنَ اللّٰهِ وَاِنْ اَخْطَأْتُ فَمِنِّىْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ اَرٰى لَهَا مَهْرَ مِثْلِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ وَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِىْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ قَضَائِكَ فَسُرَّ ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) سُرُوْرًا لَمْ يُرَ مِثْلَهُ قَطُّ لِمُوَافَقَةِ قَضَائِهِ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

সরল অনুবাদ : আর যদি রাবী অজ্ঞাত হন অর্থাৎ রেওয়ায়াত ও ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে অজ্ঞাত হন, নসব বা বংশ পরিচয়ের ক্ষেত্রে নয় **এভাবে যে, তিনি মাত্র একটি অথবা দু'টি হাদীস বর্ণনা ব্যতীত খ্যাত নন।** যেমন– ওয়াবেসা ইবনে মা'বাদ (রা.), তাহলে এরূপ রাবীর অবস্থা পাঁচ প্রকার হতে খালি নয়। **যদি সালাফে সালেহীন তা হতে সর্বসম্মতিক্রমে রেওয়ায়াত করে থাকেন অথবা তা হতে রেওয়ায়াত করার ব্যাপারে পরস্পর মতবিরোধ করে থাকেন অথবা সবাই তাঁর বিরূপ সমালোচনা হতে নিশ্চুপ থাকেন, তাহলে উপরিউক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকারের ক্ষেত্রে উক্ত অজ্ঞাত ও অখ্যাত রাবী জ্ঞাত ও বিখ্যাত রাবীর ন্যায় হবেন।** কেননা, তা হতে সালাফে সালেহীনের রেওয়ায়াত তাঁর রেওয়ায়াতের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে। আর সালাফে সালেহীন কর্তৃক তাঁর বিরূপ সমালোচনা হতে নিশ্চুপ থাকা তাঁকে কবুল করে নেওয়ারই সমতুল্য। সুতরাং তাঁর রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে প্রকারটি বিরোধপূর্ণ, তার উদাহরণে ফকীহগণ এ রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে সে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যে একজন মহিলাকে বিবাহ করেছিল কিন্তু সে তার মোহর নির্ধারণ করেনি আর তাকে জীবিত রেখেই মারা গেছে। তিনি উক্ত মাসআলা সম্পর্কে দীর্ঘ এক মাস চিন্তা-ভাবনার পর বললেন, আমি এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ হতে কিছুই শ্রবণ করিনি। অবশ্য আমি নিজের পক্ষ হতে পরিপূর্ণ চেষ্টা সাধনার পর একটি ফয়সালা পেশ করছি। যদি আমি সঠিক ফয়সালা প্রদান করে থাকি, তাহলে তাকে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ বলে মনে করবে। আর যদি আমা হতে ভুল সংঘটিত হয়, তাহলে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে বলে জ্ঞান করবে। এ ব্যাপারে আমার মত এই যে, এ মহিলাটি মাহরে মিছিলের হকদার হবে। তা হতে কমও হবে না আবার বেশিও হবে না। এ রায় শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে হযরত মা'কাল ইবনে সিনান (রা.) আনন্দের আতিশয্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী করীম ﷺ বুরদা' বিনতে ওয়াশিকের ব্যাপারে ঠিক আপনার ফয়সালার ন্যায়ই ফয়সালা প্রদান করেছিলেন। এতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এত বেশি আনন্দিত হলেন যে, এর পূর্বে তাঁকে কখনো তদ্রূপ আনন্দিত হতে দেখা যায়নি। কারণ, তাঁর ফয়সালা নবী করীম ﷺ -এর ফয়সালার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ كَانَ مَجْهُوْلًا আর যদি রাবী অজ্ঞাত হন اَىْ অর্থাৎ فِىْ رِوَايَةِ বর্ণনায় الْحَدِيْثِ হাদীস وَالْعَدَالَةِ এবং ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে لَا فِى النَّسَبِ বংশ পরিচয়ের ক্ষেত্রে নয় بِاَنْ এভাবে যে لَمْ يُعْرَفْ তিনি পরিচিত নন اِلَّا بِحَدِيْثٍ اَوْ حَدِيْثَيْنِ একটি বা দু'টি হাদীস বর্ণনা ব্যতীত كَوَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ যেমন ওয়াবেসা ইবনে মা'বাদ (রা.) فَحَالُهُ তাহলে এরূপ রাবীর অবস্থা لَا يَخْلُوْ খালি নয় عَنْ خَمْسَةِ اَقْسَامٍ পাঁচ প্রকার হতে فَاِنْ رَوٰى عَنْهُ যদি তার থেকে বর্ণনা করে السَّلَفُ সালাফে সালেহীন اَوْ অথবা اِخْتَلَفُوْا فِيْهِ তার থেকে বর্ণনার ব্যাপারে সকলে মতভেদ করে থাকেন اَوْ অথবা سَكَتُوْا সবাই চুপ থাকে عَنِ الطَّعْنِ তার দোষত্রুটি বর্ণনা হতে صَارَ كَالْمَعْرُوْفِ তখন তা বিখ্যাত রাবীর ন্যায় হয়ে পড়বে فِىْ كُلٍّ প্রত্যেক প্রকারের مِنَ الْاَقْسَامِ الثَّلٰثَةِ উপরোক্ত তিন প্রকারের لِاَنَّ কেননা رِوَايَةَ বর্ণনা السَّلَفِ সালাফে সালেহীনের شَاهِدَةٌ প্রমাণ করে بِصِحَّتِهِ তার বিশুদ্ধতা وَالسُّكُوْتَ আর চুপ থাকা عَنِ الطَّعْنِ বিরূপ সমালোচনা থেকে بِمَنْزِلَةِ قَبُوْلِهِمْ তাকে কবুল করে নেওয়ারই সমতুল্য فَلِهٰذَا يُقْبَلُ সুতরাং তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে وَاَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيْهِ আর যে প্রকারটি বিরোধপূর্ণ فَاَوْرَدُوْا ফকীহগণ বর্ণনা করেছেন فِىْ مِثَالِهِ তার উদাহরণ

হিসেবে عَمَّنْ যা বর্ণিত হয়েছে اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ (رض) سُئِلَ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল مَا رُوِىَ সে ব্যক্তি সম্পর্কে تَزَوَّجَ যে বিবাহ করেছিল اِمْرَأَةً একজন মহিলাকে وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا অথচ তার জন্য নির্ধারণ করেনি مَهْرًا কোনো মোহর حَتّٰى مَاتَ عَنْهَا এমনকি উক্ত ব্যক্তি স্ত্রীকে রেখে মৃত্যুবরণ করেছে فَاجْتَهَدَ অতঃপর তিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ চেষ্টা-সাধনা চালান شَهْرًا পূর্ণ এক মাস وَقَالَ এবং বলেন بَعْدَ ذٰلِكَ এরপর مَا سَمِعْتُ আমি শুনিনি مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে شَيْئًا কোনো কিছুই وَلٰكِنْ কিন্তু اَجْتَهِدُ আমি চেষ্টা চালাই بِرَأْيِىْ নিজের পক্ষ হতে রায় পেশ করছি فَاِنْ اَصَبْتُ যদি আমি সঠিক বলি فَمِنَ اللّٰهِ তবে তা হবে আল্লাহর পক্ষ হতে وَاِنْ اَخْطَأْتُ আর যদি আমি ভুল করি فَمِنِّىْ তবে তা আমার পক্ষ হতে وَمِنَ الشَّيْطَانِ এবং শয়তানের পক্ষ হতে বলে মনে কর اَرٰى لَهَا তার ব্যাপারে আমার মত হলো مَهْرَ এমন মোহর হবে مِثْلِ نِسَائِهَا তার মতো অপর মহিলাদের অনুরূপ মোহর لَا وَكْسَ এর থেকে কমও হবে না وَلَا شَطَطَ আবার বেশিও হবে না فَقَامَ এটা শ্রবণ করে দাঁড়ালেন مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ (رض) মা'কাল ইবনে সিনান (রা.) وَقَالَ এবং বললেন اَشْهَدُ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى অবশ্যই নবী করীম ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন فِىْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ বুরদা বিনতে ওয়াশেকের ব্যাপারে مِثْلَ قَضَائِكَ আপনার ফয়সালার ন্যায়ই ফয়সালা فَسُرَّ ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) এতে ইবনে মাসউদ (রা.) খুশি হলে سُرُوْرًا এতবেশি খুশি لَمْ يُرَ مِثْلَهُ قَطُّ তাকে কখনো এরূপ খুশি দেখা যায়নি لِمُوَافَقَةِ অনুরূপ হওয়ার কারণে قَضَائِهٖ তাঁর ফয়সালা قَضَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফয়সালার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ مَجْهُوْلًا اَىْ رِوَايَةُ الْحَدِيْثِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে বর্ণনাকারী অজ্ঞাত হওয়ার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যদি বর্ণনাকারী হাদীসের বর্ণনা ও عَدَالَتْ -এর ব্যাপারে অজ্ঞাত হয়– নসবের ব্যাপারে নয়। কেননা, জমহুর উসূলবিদগণের মতে নসবের ব্যাপারে অজ্ঞাত হওয়া হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য অন্তরায় (বাধা) নয়। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে সাধারণ বর্ণনাকারীগণের কথা বলেছেন। চাই তিনি সাহাবী হন বা অন্য কেউ। যা বাক্যটির প্রকাশ ভঙ্গির দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় যে, সাহাবীগণ عَدَالَتْ -এর ব্যাপারে অখ্যাত হওয়ার ধারণা তিনি কিভাবে করতে পারলেন। কেননা, সাহাবীগণ সকলেই উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ। তাঁরা ভর্ৎসনার ক্ষেত্র নন। হ্যাঁ, কোনো কোনো সাহাবীর কোনো কোনো বর্ণনার ব্যাপারে অনুরূপ ধারণা করা যেতে পারে। আর এটা তাদের عَدَالَتْ -এর বিরোধী নয়। আর এটাও বলা যায় যে, যাঁদের সাহাবী হওয়া মাশহুর তাঁদের ব্যাপারেই কেবল দৃঢ়ভাবে ন্যায়পরায়ণতার দাবি করা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্যরা অপরাপর লোকদের ন্যায়। ন্যায়পরায়ণ হতেও পারেন এবং নাও হতে পারেন।

অজ্ঞাত বর্ণনাকারীর উদাহরণ হিসেবে ব্যাখ্যাকার (র.) ওয়াবেসাহ ইবনে মা'বাদ (রা.)-এর কথা বলেছেন। হাশিয়াকার (র.) বলেছেন ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য সহীহ নয়; বরং ওয়াবেসাহ ইবনে মা'বাদ প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীগণের অন্যতম। তিনি নবী করীম ﷺ, ইবনে মাসউদ, উম্মে কায়েস বিনতে মুহসিন (রা.) প্রমুখগণ হতে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'তাবারী'র গ্রন্থকার (র.) বলেছেন ওয়াবেসাহ ইবনে মা'বাদ সাহাবী। যারা তাঁর সাহাবী হওয়াকে অস্বীকার করে তাঁদের কথায় কর্ণপাত করো না।

وَاَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيْهِ فَاَوْرَدُوْا فِىْ مِثَالِهٖ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে অখ্যাত বর্ণনাকারীর হাদীস যেসব অবস্থায় গ্রহণযোগ্য হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) অজ্ঞাত বর্ণনাকারীর হাদীসকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন–

১. সালাফে সালেহীন সর্বসম্মতভাবে তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। ২. অথবা, তাঁর বর্ণনা সমালোচনা হতে বিরত থেকেছেন। কিংবা ৩. কেউ কেউ তার বর্ণনাকে কবুল করেছেন এবং কেউ কেউ কবুল করেননি। এ ত্রিবিদ অবস্থায় তার হাদীস গ্রহণযোগ্য।

তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ হিসেবে হযরত মা'কাল ইবনে সিনানের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) গ্রহণ করেছেন; কিন্তু হযরত আলী (রা.) গ্রহণ করেননি।

ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-কে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কোনো মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তার জন্য মোহর নির্ধারণ করেনি, আর তাঁর সাথে সহবাসও করেনি। এমন অবস্থায় পুরুষটি মৃত্যুবরণ করেছে। তখন (এক মাস যাবৎ গবেষণা করার পর) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, সে মাহরে মিছিল (অর্থাৎ তার বংশের তার সমকক্ষ মহিলাদের সমপরিমাণ মোহর) পাবে। এটার কমও পাবে না এবং বেশিও পাবে না। আর তার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। তদুপরি সে মিরাসও পাবে। এমন সময় মা'কাল ইবনে সিনান দাঁড়িয়ে বললেন, নবী করীম ﷺ আমাদের গোত্রের বুরদা' বিনতে ওয়াশেক নাম্নী এক মহিলার ব্যাপারে আপনার অনুরূপ ফয়সালা দিয়েছেন। এতে ইবনে মাসউদ (রা.) অত্যন্ত খুশি হলেন। অথচ হযরত আলী (রা.) তাঁর হাদীস গ্রহণ না করে কিয়াসের উপর আমল করেছেন। যার বর্ণনা শীঘ্রই আসছে।

قَوْلُهُ لِمُوَافَقَةِ قَضَائِهٖ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) খুশি হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) মোহর অনির্ধারিত, স্বামীমৃত মহিলার মোহরের ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন যে, তার জন্য মাহরে মিছিল হবে। পরে যখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) জানতে পারলেন যে, তাঁর এ অভিমত নবী করীম ﷺ -এর অভিমতের অনুরূপ হয়েছে। এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। কেননা, এতে প্রমাণিত হলো যে তাঁর মতামতটি সহীহ ও সঠিক আছে।

وَرَدَّهُ عَلِيٌّ (رض) وَقَالَ مَا نُصْغِيْ بِقَوْلِ اَعْرَابِيٍّ بَوَّالٍ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَحَسْبُهَا الْمِيْرَاثُ وَلَا مَهْرَ لَهَا لِمُخَالَفَةِ رَأْيِهٖ وَهُوَ اَنَّ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ عَادَ اِلَيْهَا مُسْلِمًا فَلَا تَسْتَوْجِبُ بِمُقَابَلَتِهٖ عِوَضًا كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا فَعَلِيٌّ (رض) عَمِلَ هٰهُنَا بِالرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ وَقَدَّمَهٗ عَلٰى خَبَرِ الْوَاحِدِ وَنَحْنُ عَمِلْنَا بِحَدِيْثِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ لِاَنَّ الثِّقَاتِ مِنَ الْفُقَهَاءِ كَعَلْقَمَةَ وَمَسْرُوْقٍ وَالْحَسَنِ لَمَّا رَوَوْا عَنْهُ صَارَ كَالْمَعْرُوْفِ بِالْعَدَالَةِ وَهُوَ مُؤَكَّدٌ بِالْقِيَاسِ اَيْضًا وَهُوَ اَنَّ الْمَوْتَ يُؤَكِّدُ مَهْرَ الْمِثْلِ كَمَا يُؤَكِّدُ الْمُسَمّٰى -

সরল অনুবাদ : কিন্তু হযরত আলী (রা.) তা প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, "আমরা এমন বেদুঈনের কথায় কর্ণপাত করি না, যে তার নিজ পায়ের গোড়ালির উপর প্রস্রাব করে; বরং ঐ মেয়েলোকটির জন্য স্বামীর মিরাসই যথেষ্ট। সে কোনোরূপ মোহরই পাবে না।" কারণ, মা'কাল ইবনে সিনান (রা.)-এর হাদীস তাঁর যুক্তির বিরোধিতা করেছিল। আর তা এই যে, مَعْقُوْدٌ عَلَيْهِ অর্থাৎ যখন স্ত্রীলোকটির নারীঅঙ্গ অব্যবহৃত অবস্থায় রয়ে গেছে, তখন সে আর তার বিপরীতে কোনো বিনিময়ের দাবিদার হতে পারে না। যেমন– সে ক্ষেত্রে যেখানে কোনো মহিলাকে যখন তার স্বামী যৌন সম্ভোগের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয় এবং সে তার জন্য কোনো মোহর নির্ধারণ না করে। (সে ক্ষেত্রে যেমন মোহর ওয়াজিব হবে না, এক্ষেত্রেও তেমনি মোহর ওয়াজিব হবে না। কেননা, এমতাবস্থায় কামীস, ইযার ও চাদর ব্যতীত সে মহিলা আর কিছুরই অধিকারিণী হয় না।) সারকথা এই যে, হযরত আলী (রা.) এখানে যুক্তি ও কিয়াসের উপর আমল করেছেন এবং কিয়াসকে খবরে ওয়াহিদের উপর অগ্রগণ্য করেছেন। আর আমরা হানাফীগণ হযরত মা'কাল ইবনে সিনান (রা.)-এর হাদীসের উপর আমল করেছি। কারণ, যখন বিশ্বস্ত ফকীহগণ যেমন– আল্‌কামা, মাসরূক, হাসান (রা.) প্রমুখগণ তাঁর নিকট হতে রেওয়ায়াত করেছেন, তখন তাঁর রেওয়ায়াত ন্যায়পরায়ণ হিসেবে খ্যাত রাবীর মতো হবে। (কেননা, কোনো কোনো সালাফ কর্তৃক তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করা তাঁর উপর আস্থা স্থাপনেরই শামিল। আর এঁদের স্বীকৃতি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।) আর এ খবরটি কিয়াস দ্বারাও সুদৃঢ় হয়েছে। আর তা এই যে, মৃত্যু মোহরে মিছিলকে ঠিক তদ্রূপই নিশ্চিত করে যেরূপ তা مُسَمّٰى বা নির্ধারিত মোহরকে নিশ্চিত করে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَرَدَّهُ عَلِيٌّ (رض) কিন্তু হযরত আলী (রা.) তা প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেন وَقَالَ এবং বলেন مَا نُصْغِيْ আমরা কর্ণপাত করতে পারি না بِقَوْلِ اَعْرَابِيٍّ একজন বেদুঈনের কথায় بَوَّالٍ যে পেশাব করে عَلٰى عَقِبَيْهِ নিজের পায়ের গোড়ালির উপর وَحَسْبُهَا তার জন্য যথেষ্ট হবে الْمِيْرَاثُ স্বামীর মিরাসই وَلَا مَهْرَ لَهَا সে কোনো মোহরই পাবে না لِمُخَالَفَةِ হাদীসটি বিরোধিতা করার কারণে رَأْيِهٖ তার মতের وَهُوَ আর তা হলো اَنَّ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ বিক্রিত বস্তু যথা যৌনাঙ্গ عَادَ اِلَيْهَا মেয়েলোকটির নিকট ফিরে এসেছে مُسْلِمًا অব্যবহৃত অবস্থায় فَلَا تَسْتَوْجِبُ অতএব সে দাবিদার হতে পারে না بِمُقَابَلَتِهٖ-এর বিপরীতে عِوَضًا কোনো বিনিময় كَمَا যেমনিভাবে لَوْ طَلَّقَهَا যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় قَبْلَ الدُّخُوْلِ সহবাস করার পূর্বে وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا এবং তার জন্য নির্ধারণ করেনি مَهْرًا কোনো মোহর فَعَلِيٌّ (رض) হযরত আলী (রা.) عَمِلَ আমল করেছেন هٰهُنَا এ স্থানে بِالرَّأْيِ যুক্তির উপর وَالْقِيَاسِ এবং কিয়াসের উপর وَقَدَّمَهٗ এবং একে অগ্রগণ্য করেছেন عَلٰى خَبَرِ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহিদের উপর وَنَحْنُ عَمِلْنَا আর আমরা হানাফীগণ আমল করেছি بِحَدِيْثِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ মা'কাল ইবনে সিনানের হাদীসের উপর لِاَنَّ কেননা, الثِّقَاتِ বিজ্ঞ مِنَ الْفُقَهَاءِ ফকীহগণ كَعَلْقَمَةَ যেমন আলকামা وَمَسْرُوْقٍ وَالْحَسَنِ মাসরূক, হাসান প্রমুখ لَمَّا যখন رَوَوْا عَنْهُ তার থেকে বর্ণনা করেছেন صَارَ তখন তার বর্ণনা পরিণত হবে كَالْمَعْرُوْفِ খ্যাত রাবীর মতো بِالْعَدَالَةِ ন্যায়পরায়ণ হিসাবে وَهُوَ مُؤَكَّدٌ আর এটা সুদৃঢ় হয়েছে بِالْقِيَاسِ কিয়াস দ্বারা اَيْضًا ও وَهُوَ আর তা হলো اَنَّ الْمَوْتَ অবশ্যই মৃত্যু يُؤَكِّدُ আবশ্যক করে مَهْرَ الْمِثْلِ মাহরে মিছিলকে كَمَا يُؤَكِّدُ যেরূপ আবশ্যক করে الْمُسَمّٰى নির্ধারিত মোহরকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَرَدَّهُ عَلِيٌّ (رض) وَقَالَ مَا نُصْغِيْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে আলোচ্য মাসআলায় হযরত আলী (রা.)-এর অভিমত এবং মা'কাল ইবনে সিনান (রা.)-এর ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য মাসআলায় হযরত আলী (রা.) মা'কাল ইবনে সিনান (রা.)-এর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং স্বীয় কিয়াসের উপর আমল করেছেন। মা'কাল ইবনে সিনান (রা.)-এর প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, আমরা পায়ের গোড়ালির উপর প্রস্রাবকারী একজন বেদুঈনের কথায় কর্ণপাত করতে পারি না। উল্লেখ্য যে, বেদুঈনগণ পা গুটিয়ে বসে বসার স্থানে প্রস্রাব করাতে এবং পায়ের গোড়ালিতে প্রস্রাব লাগাকে দূষণীয় মনে করত না। এটা তাদের অজ্ঞতার এবং অসতর্কতার পরিচায়ক। যা হোক, হযরত আলী (রা.)-এর মতে উল্লিখিত মাসআলায় উক্ত মহিলা শুধু মিরাসের মালিক হবে, মোহর পাবে না। কেননা, مَعْقُوْدٌ عَلَيْهِ (যার উপর আকদ হয়েছে এবং মোহর ধার্য হয়েছে অর্থাৎ স্ত্রীর যৌনাঙ্গ তা তো) নিখুঁত অবস্থায় (স্ত্রীর নিকট) ফিরে গেছে। কাজেই সে মোহর পেতে পারে না। যেমন– কোনো মহিলাকে যদি কেউ মোহর ধার্য করা ব্যতীত বিবাহ করে এবং সহবাস বা خَلْوَتْ صَحِيْحَةْ-এর পূর্বেই তালাক দেয়, তাহলে উক্ত মহিলা মোহরের মালিক হয় না (বরং কেবল مُتْعَةْ পেয়ে থাকে।) তেমনটি এ মহিলাও মোহরের মালিক হবে না। *[অবশিষ্ট অংশ ৪২ নং পৃষ্ঠায়।]*

وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنَ السَّلَفِ إِلَّا الرَّدُّ كَانَ مُسْتَنْكَرًا فَلَا يُقْبَلُ وَهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الْمَجْهُوْلِ وَمِثَالُهٗ مَا رَوَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُكْنٰى وَلَا نَفَقَةً وَرَدَّهٗ عُمَرُ (رض) وَقَالَ لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِيْ أَصَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنٰى وَقَدْ قَالَ ذٰلِكَ عُمَرُ (رض) بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلٰى أَنَّ الْحَدِيْثَ مُسْتَنْكَرٌ وَلٰكِنْ قِيْلَ أَرَادَ عُمَرُ (رض) بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْقِيَاسَ عَلَى الْحَامِلِ الْمَبْتُوْتَةِ وَعَلَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ بِجَامِعِ الْاِحْتِبَاسِ وَقِيْلَ بَيَّنَ السُّنَّةَ هُوَ بِنَفْسِهٖ وَأَرَادَ بِالْكِتَابِ قَوْلَهٗ تَعَالٰى وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ فِيْ بَابِ السُّكْنٰى وَقَوْلَهٗ تَعَالٰى وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ فِيْ بَابِ النَّفَقَةِ –

সরল অনুবাদ : আর যদি সালাফে সালেহীন হতে প্রত্যাখ্যান ব্যতীত অন্য কিছুই প্রকাশ না পায়, তাহলে তার রেওয়ায়াত প্রত্যাখ্যাত হবে এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা অজ্ঞাত ও অখ্যাত রাবীর চতুর্থ প্রকার। এর উদাহরণে সে রেওয়ায়াতটি পেশ করা যায়– যা ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তার স্বামী (আবূ আমর ইবনে হাফ্স্) তাকে তিন তালাক প্রদান করেছিল। কিন্তু নবী করীম ﷺ তার জন্য কোনো বাসস্থান ও খোরপোশ নির্ধারণ করেননি এবং যা হযরত ওমর (রা.) প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কিতাব ও নবীর সুন্নতকে এমন একজন মেয়েলোকের কথায় পরিত্যাগ করতে পারি না, যে সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে, নবী করীম ﷺ -এর কথা যথাযথ স্মরণ রাখতে পেরেছে না ভুলে গেছে, তা আমাদের জানা নেই। কেননা, আমি স্বয়ং নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, অনুরূপ তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য 'খোরপোশ ও বাসস্থান' রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) এ কথাটি সাহাবীদের এক বিরাট জামাতের উপস্থিতিতে বলেছিলেন এবং কেউ এর প্রতিবাদ করেননি। এটা দ্বারা এ কথার উপর ইজমা সংঘটিত হয়ে গেছে যে, ফাতেমা বিনতে কায়েস্-এর হাদীসটি প্রত্যাখ্যাত কিন্তু কোনো কোনো আলিম (যেমন– ঈসা ইবনে আবান) এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) কিতাব ও সুন্নত দ্বারা তিন তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলা ও রাজয়ী তালাকে ইদ্দত পালনরতা মহিলার উপর عِلَّتْ مُشْتَرِكَةْ অর্থাৎ اِحْتِبَاسْ-এর সাহায্যে কিয়াস করার ইচ্ছা করেছেন। আর কেউ কেউ (যেমন– ইমাম তাহাবী) বলেছেন যে, সুন্নতকে তো তিনি নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছেন আর কিতাব দ্বারা বাসস্থানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ এবং খোরপোশের ব্যাপারে وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ এ আয়াতটিকে উদ্দেশ্য করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ আর যদি প্রকাশ না পায় مِنَ السَّلَفِ সালাফে সালেহীনদের থেকে إِلَّا الرَّدُّ প্রত্যাখ্যান ব্যতীত অন্য কিছু كَانَ مُسْتَنْكَرًا তাহলে তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হবে فَلَا يُقْبَلُ এবং তা গৃহীত হবে না وَهٰذَا هُوَ আর এটা হলো الْقِسْمُ الرَّابِعُ চতুর্থ প্রকার مِنَ الْمَجْهُوْلِ অজ্ঞাত ও অখ্যাত রাবীর وَمِثَالُهٗ আর তার উদাহরণ হলো مَا رَوَتْ যা বর্ণনা করেছেন فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) أَنَّ زَوْجَهَا নিশ্চয়ই তার স্বামী طَلَّقَهَا ثَلَاثًا তাকে তিন তালাক প্রদান করেছিল وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا অথচ তার জন্য নির্ধারণ করেননি رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ سُكْنٰى বাসস্থান وَلَا نَفَقَةً এবং খোরপোশ وَرَدَّهٗ عُمَرُ (رض) আর হযরত ওমর (রা.) এটা প্রত্যাখ্যান করেন وَقَالَ এবং বলেন لَا نَدَعُ আমরা পরিত্যাগ করবো না كِتَابَ رَبِّنَا আমাদের প্রতিপালকের কিতাব وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا এবং আমাদের নবীর সুন্নত بِقَوْلِ امْرَأَةٍ একজন মেয়েলোকের কথায় لَا نَدْرِيْ আমরা জানি না أَصَدَقَتْ সে কি সত্য বলেছে أَمْ كَذَبَتْ না মিথ্যা বলেছে أَحَفِظَتْ সে কি যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে أَمْ نَسِيَتْ নাকি ভুলে গেছে فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শুনেছি يَقُوْلُ এ কথা বলতে لَهَا النَّفَقَةُ তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য খোরপোশ রয়েছে وَالسُّكْنٰى এবং বাসস্থান রয়েছে وَقَدْ قَالَ ذٰلِكَ আর এটা বলেছেন عُمَرُ (رض) হযরত ওমর (রা.) بِمَحْضَرٍ উপস্থিতিতে مِنَ الصَّحَابَةِ সাহাবীগণের বিরাট জামাতের فَلَمْ يُنْكِرْهُ এর প্রতিবাদ করেননি أَحَدٌ কেউই فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلٰى ফলে এ কথার উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে أَنَّ الْحَدِيْثَ হাদীসটি مُسْتَنْكَرٌ ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসটি প্রত্যাখ্যাত وَلٰكِنْ قِيْلَ কিন্তু কোনো কোনো ইমাম বলেছেন أَرَادَ عُمَرُ (رض) হযরত ওমর (রা.) ইচ্ছা করেছেন بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা الْقِيَاسَ কিয়াস করাকে عَلَى الْحَامِلِ الْمَبْتُوْتَةِ তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলা وَعَلَى الْمُعْتَدَّةِ এবং ইদ্দত পালনরতা মহিলা عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ তালাকে রাজয়ীয়ে بِجَامِعِ الْاِحْتِبَاسِ ইল্লতে মুশতারাকাহ অর্থাৎ اِحْتِبَاسْ -এর সাহায্যে কিয়াস করার ইচ্ছা করেছেন وَقِيْلَ আর কেউ

قَوْلُهٗ بِالْكِتَابِ কিতাব দ্বারা وَاَرَادَ আর উদ্দেশ্য নিয়েছেন هُوَ بِنَفْسِهٖ তিনি নিজেই السُّنَّةَ হাদীস বর্ণনা করেছেন بَيَّنَ কেউ বলেছেন فِىْ تَعَالٰى মহান আল্লাহর এ কথা وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ তোমরা তালাকপ্রাপ্তাদেরকে বের করে দিও না مِنْ بُيُوْتِهِنَّ তাদের বাড়িঘর হতে بَابِ السُّكْنٰى এটা বাসস্থানের ব্যাপারে وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى আর মহান আল্লাহর কথা وَلِلْمُطَلَّقَاتِ তালাকপ্রাপ্তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ন্যায়সঙ্গতভাবে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া فِىْ بَابِ النَّفَقَةِ এটা হলো খোরপোশের ব্যাপারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[৪০ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ।]

জামে তিরমিযীতে ইমাম তিরমিযী (র.) উল্লেখ করেছেন, সাহাবীগণের মধ্য হতে কতিপয় আলিম যথা- আলী ইবনে আবী তালেব (রা.), যায়েদ ইবনে ছাবেত, ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, যদি কেউ কোনো মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাস না করে এবং তার জন্য মোহরও নির্ধারণ না করে এমতাবস্থায় (উক্ত পুরুষ) মৃত্যুবরণ করে, তাহলে মহিলা মিরাসের মালিক হবে- মোহরের মালিক হবে না। তবে ইদ্দত পালন করতে হবে। আর এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব।

মোল্লা আলী কারী (র.) শরহে মুখতাসারুল মানারে উল্লেখ করেছেন, মা'কাল ইবনে সিনান (রা.) সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, মা'কাল গ্রহণযোগ্য নয়, সে বেদুঈন, পায়ের গোড়ালির উপর প্রস্রাবকারী তা সহীহ সনদে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত নেই।

قَوْلُهٗ وَنَحْنُ عَمِلْنَا بِحَدِيْثِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الخ -এর আলোচনা : আমরা (হানাফীগণ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর অনুসরণে মা'কাল ইবনে সিনান (রা.)-এর হাদীসের উপর আমল করেছি। সুতরাং আমাদের (হানাফীগণের) মতে আলোচ্য মাসআলায় স্ত্রী মাহরে মিছিলের মালিক হবে। কেননা, মা'কাল ইবনে সিনান (রা.) যদি অখ্যাত বর্ণনাকারী তথাপি আলকামাহ, মাসরূক ও হাসান বসরী (র.)-এর ন্যায় ফকীহ ও নির্ভরযোগ্য (বিশ্বস্ত) তাবেয়ীগণ যেহেতু তার নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন, সেহেতু তিনি ন্যায়পারায়ণতার সাথে প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীগণের সমতুল্য হয়ে গেছেন। কারণ, সালাফে সালেহীনের একাংশের সমর্থনই নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তা ছাড়া এটা কিয়াস সম্মতও বটে। কেননা, মৃত্যু যদ্রূপ নির্ধারিত মোহরকে সাব্যস্ত করে তদ্রূপ এটা মাহরে মিছিলকেও সাব্যস্ত করবে এবং মৃত্যু সহবাসের ন্যায় মোহর ওয়াজিবকারী! যেমনটি তা সহবাসের ন্যায় (সর্বসম্মতভাবে) ইদ্দতকে ওয়াজিব করে।

[৪১ নং পৃষ্ঠার আলোচনা।]

অখ্যাত বর্ণনাকারী সালাফে সালেহীন কর্তৃক বিবর্জিত হলে তার حُكْمٌ : অখ্যাত বর্ণনাকারীর চতুর্থ প্রকার হলো, যার হাদীসকে সালাফে সালেহীন (তথা সাহাবায়ে কেরাম) সর্বসম্মতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা কেউই কবুল করেননি। তার হাদীস আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ কিয়াসের বিরোধী হলে তার হাদীসের উপর আমল হবে না। কেননা, তাকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের একমত হওয়া এ কথার উপর দলিল যে, উক্ত বর্ণনার ব্যাপারে সেই বর্ণনাকারীকে তাঁরা নির্ভরযোগ্য মনে করেননি।

যেমন- ইমাম তিরমিযী (র.) ফাতেমা বিনতে কায়েসের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, নবী করীম ﷺ -এর যুগে আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছিল। তখন রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, তুমি খোরপোশ ও বাসস্থান পাবে না। এটা শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমরা এমন একজন মহিলার কথায় আল্লাহর কিতাব ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর সুন্নতকে পরিত্যাগ করতে পারি না। যার ব্যাপারে আমাদের জানা নেই যে, সে কি মিথ্যা বলেছে না সত্য বলেছে! সে কি স্মরণ রাখতে পেরেছে না ভুলে গেছে! সুতরাং হযরত ওমর (রা.) তাঁর জন্য বাসস্থান ও ভরণপোষণের নির্দেশ দিতেন।

হযরত ওমর (রা.) সাহাবীগণ (রা.)-এর এক বিরাট জমাতের সামনে উপরোক্ত হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অথচ কেউই তার প্রতিবাদ করেননি। কাজেই হাদীসটির বর্ণনাকারিণী অখ্যাত হওয়ার সাথে সাথে সালাফে সালেহীন হাদীসটি গ্রহণ করেননি বিধায় তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

তবে শরহুস্ সুন্নাহ কিতাবে হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.)-এর স্বামী তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করত। তাই তিনি (স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত) বাসস্থান পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, ফাতেমা বিনতে কায়েসকে একটি নির্জন ও বিপদজনক স্থানে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। যার কারণে তিনি নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাই তিনি রাসূলে কারীম ﷺ -এর অনুমতিক্রমে উক্ত বাসস্থান ছেড়ে চলে আসেন। -(মেশকাত)

তা ছাড়া সমস্ত সাহাবী যে, ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.)-এর হাদীসকে অস্বীকার করেছেন তা নয়; বরং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ সাহাবীগণের একটি ক্ষুদ্র দল তাঁর হাদীসকে কবুলও করেছেন, তবে لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ হিসেবে তাঁদের মতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

وَلٰكِنْ قِيْلَ اَرَادَ عُمَرُ بِالْكِتَابِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে হযরত ওমর (রা.) كِتَابٌ ও سُنَّةٌ দ্বারা কি বুঝিয়েছেন সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল ﷺ -এর দ্বারা এ স্থলে কি বুঝিয়েছেন- এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং ঈসা ইবনে আবান (র.) ও একদল ফোকাহার মতে কিতাব ও সুন্নতের দ্বারা এ স্থলে তিনি তিন তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলা এবং রেজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনরতা মহিলার উপর কিয়াস করাকে বুঝিয়েছেন। কেননা, উভয়ের মধ্যে عِلَّتْ مُشْتَرَكَهْ (যুগ্ম ইল্লত) তথা اِحْتِبَاسْ (আবদ্ধ থাকা) রয়েছে। যেহেতু সহীহ কিয়াস কিতাব ও সুন্নতের দ্বারা সাব্যস্ত। সেহেতু কিতাব ও সুন্নত সহীহ কেয়াস সাব্যস্ত হওয়ার সবব। সুতরাং এখানে سَبَبْ বলে مُسَبَّبْ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যা হোক তিন তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলাও তালাকে রেজয়ীর কারণে ইদ্দত পালনকারীর জন্য যদ্রূপ نفقه (খোরপোশ) ও سُكْنٰى (বাসস্থান) সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তদ্রূপ তার জন্যও নাফকাহ ও سُكْنٰى হবে।

কারো কারো মতে সুন্নতের উল্লেখ স্বয়ং হযরত ওমর (রা.) করেছেন। তিনি বলেছেন- سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنٰى অর্থাৎ আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি উক্ত মহিলা نَفَقَةٌ ও سُكْنٰى পাবে। আর কিতাবুল্লাহর দ্বারা যথাক্রমে নিম্নোক্ত দুটি আয়াত-এর মাধ্যমে سُكْنٰى ও نَفَقَةٌ সাব্যস্ত করার প্রতি ইশারা করেছেন- وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ তোমরা সে মহিলাদেরকে ঘর হতে তাড়িয়ে দিও না এবং وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ আর তালাকপ্রাপ্তাগণ ন্যায়ানুগভাবে مُتْعَةٌ পাবে।

وَاِنْ لَمْ يَظْهَرْ هٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الْخَامِسُ مِنَ الْمَجْهُوْلِ اَىْ اِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَدِيْثُهٗ فِى السَّلَفِ فَلَمْ يُقَابَلْ بِرَدٍّ وَلَا قَبُوْلٍ يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِهٖ وَلَا يَجِبُ بِشَرْطِ اِنْ لَّمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ وَفَائِدَةُ اِضَافَةِ الْحُكْمِ حِيْنَئِذٍ اِلَى الْحَدِيْثِ دُوْنَ الْقِيَاسِ اَنْ لَا يَتَمَكَّنَ الْخَصْمُ فِيْهِ مَا يَتَمَكَّنُ فِى الْقِيَاسِ مِنْ مَنْعِ هٰذَا الْحُكْمِ - وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ تَقْسِيْمِ الرَّاوِىْ شَرَعَ فِىْ شَرَائِطِهٖ فَقَالَ وَاِنَّمَا جُعِلَ الْخَبَرُ حُجَّةً بِشَرَائِطَ فِى الرَّاوِىْ وَهِىَ اَرْبَعَةٌ اَلْعَقْلُ وَالضَّبْطُ وَالْعَدَالَةُ وَالْاِسْلَامُ فَالْعَقْلُ هُوَ نُوْرٌ فِىْ بَدَنِ الْاٰدَمِىِّ يُضِيْئُ بِهٖ طَرِيْقٌ يُبْتَدَاُ بِهٖ مِنْ حَيْثُ يَنْتَهِىْ اِلَيْهِ دَرْكُ الْحَوَاسِّ اَىْ نُوْرٌ يُضِيْئُ بِسَبَبِ ذٰلِكَ النُّوْرِ طَرِيْقٌ يَبْتَدِئُ بِذٰلِكَ الطَّرِيْقِ مِنْ مَكَانٍ يَنْتَهِىْ اِلٰى ذٰلِكَ الْمَكَانِ دَرْكُ الْحَوَاسِّ -

সরল অনুবাদ : আর যদি তার হাদীস সালাফে সালেহীনের জমানায় প্রকাশই না পায় এটা অজ্ঞাত ও অখ্যাত রাবীর পঞ্চম প্রকার। **তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত অথবা গ্রহণযোগ্য কোনো কিছু হওয়ারই উপযুক্ত নয়। এর উপর আমল করা জায়েজ হবে।** ওয়াজিব হবে না। কিন্তু এ শর্তে যে, হাদীসটি যেন কিয়াসের বিপরীত না হয়। আর তখন কিয়াসকে পরিত্যাগ করে হাদীসের দিকে হুকুমকে সম্বন্ধযুক্ত করার মধ্যে উপকারিতা এই যে, প্রতিপক্ষ এ ক্ষেত্রে হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করতে ততবেশি সক্ষম হবে না, যত বেশি কিয়াসের ক্ষেত্রে সক্ষম হবে। গ্রন্থকার (র.) রাবীদের শ্রেণীবিভাগ-এর বর্ণনা সমাপ্ত করে তাঁদের শর্তসমূহের বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, এটা **অনস্বীকার্য সত্য যে, রাবীগণের মধ্যে কতিপয় শর্ত পাওয়া সাপেক্ষে খবরে ওয়াহিদ দলিল সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর তা হচ্ছে এ চারটি শর্ত : ১. আক্ল বা জ্ঞানবুদ্ধি, ২. ضَبْط বা সংরক্ষণ ক্ষমতা, ৩. ন্যায়পরায়ণতা ও ৪. ইসলাম। সুতরাং আক্ল মানব দেহের এমন একটি আলোর নাম, যার মাধ্যমে এমন একটি** রাস্তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে, তা দ্বারা সে স্থান হতে কার্য শুরু করা হয়, যেখানে পৌঁছে ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভূতি সমাপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ আক্ল হচ্ছে মানুষের সে আলোকময় ক্ষমতার নাম, যে আলোর কারণে এমন একটি রাস্তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে, ঐ রাস্তার সাহায্যে সে স্থান হতে যাত্রা আরম্ভ করা হয়, যেখানে পৌঁছে ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভূতি শেষ হয়ে যায়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ لَمْ يَظْهَرْ আর যদি তার হাদীসটি প্রকাশ না পায় هٰذَا هُوَ এটা হবে اَلْقِسْمُ الْخَامِسُ পঞ্চম প্রকার مِنَ الْمَجْهُوْلِ অজ্ঞাত ও অখ্যাত রাবীর اَىْ অর্থাৎ اِنْ لَمْ يَظْهَرْ যদি প্রকাশ না পায় حَدِيْثُهٗ তার হাদীস فِى السَّلَفِ সালাফে সালেহীনের যুগে فَلَمْ يُقَابَلْ তাহলে তা উপযুক্ত হবে না بِرَدٍّ প্রত্যাখ্যানের وَلَا قَبُوْلٍ অথবা গ্রহণযোগ্যের يَجُوْزُ জায়েজ হবে اَلْعَمَلُ بِهٖ এর উপরে আমল করা وَلَا يَجِبُ আমল ওয়াজিব হবে না بِشَرْطِ এই শর্তে যে اِنْ لَّمْ يَكُنْ যদি তা না হয় مُخَالِفًا বিপরীত لِلْقِيَاسِ কিয়াসের وَفَائِدَةُ আর উপকারিতা রয়েছে اِضَافَةِ সম্বন্ধযুক্ত করার মধ্যে اَلْحُكْمِ হুকুমকে حِيْنَئِذٍ তখন اِلَى الْحَدِيْثِ হাদীসের দিকে دُوْنَ الْقِيَاسِ কিয়াস ব্যতীত বা পরিত্যাগ করে اَنْ لَا يَتَمَكَّنَ এত সক্ষম হবে না اَلْخَصْمُ فِيْهِ এ বিষয়ে প্রতিপক্ষ مَا يَتَمَكَّنُ যতটুকু সক্ষম হতো فِى الْقِيَاسِ কিয়াসের ক্ষেত্রে مِنْ مَنْعِ প্রত্যাখ্যান করতে هٰذَا الْحُكْمِ এ হুকুমকে وَلَمَّا فَرَغَ অতঃপর যখন গ্রন্থকার সমাপ্ত করলেন عَنْ بَيَانِ বর্ণনা হতে تَقْسِيْمِ الرَّاوِىْ রাবীদের শ্রেণীবিভাগ شَرَعَ তখন তিনি বর্ণনা শুরু করেছেন فِىْ شَرَائِطِهٖ তাদের শর্তসমূহের فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন وَاِنَّمَا جُعِلَ অবশ্যই সাব্যস্ত হয়ে থাকে اَلْخَبَرُ খবরে ওয়াহিদ حُجَّةً দলিল হিসেবে بِشَرَائِطَ কতিপয় শর্ত পাওয়া সাপেক্ষে فِى الرَّاوِىْ রাবীগণের وَهِىَ اَرْبَعَةٌ আর তা হচ্ছে চারটি- ১. اَلْعَقْلُ জ্ঞানবুদ্ধি, ২. وَالضَّبْطُ সংরক্ষণ ক্ষমতা ৩. وَالْعَدَالَةُ ন্যায়পরায়ণতা ৪. وَالْاِسْلَامُ এবং ইসলাম فَالْعَقْلُ অতএব আকল হলো هُوَ نُوْرٌ তা এমন একটি আলো فِىْ بَدَنِ الْاٰدَمِىِّ মানব দেহের يُضِيْئُ بِهٖ যার দ্বারা উদ্ভাসিত হয় طَرِيْقٌ এমন রাস্তা يُبْتَدَاُ بِهٖ তা দ্বারা কার্য শুরু হয় مِنْ حَيْثُ সে স্থান হতে يَنْتَهِىْ اِلَيْهِ যেখানে পৌছে শেষ হয় دَرْكُ الْحَوَاسِّ ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভূতি اَىْ অর্থাৎ نُوْرٌ এমন নূর يُضِيْئُ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে بِسَبَبِ কারণে ذٰلِكَ النُّوْرِ ঐ আলোর طَرِيْقٌ এমন রাস্তা يَبْتَدِئُ যাত্রা শুরু করে بِذٰلِكَ الطَّرِيْقِ ঐ রাস্তার সাহায্যে مِنْ مَكَانٍ সে স্থান হতে يَنْتَهِىْ শেষ হয় اِلٰى ذٰلِكَ الْمَكَانِ সে স্থানে পৌছে دَرْكُ অনুভূতি اَلْحَوَاسِّ ইন্দ্রিয়সমূহের।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنْ لَمْ يَظْهَرْ هٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে অখ্যাত বর্ণনাকারীর পঞ্চম প্রকার এবং এটার হুকুম ও একটি দ্বন্দ্বের নিরসন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। خَبَرُ وَاحِدٍ -এর বর্ণনাকারী অখ্যাত হওয়ার পঞ্চম প্রকার এই যে, উক্ত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস সালাফে সালেহীনের যুগে প্রকাশিত হয়নি। যাতে তা গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার জন্য উপস্থাপিতই হয়নি। এরূপ হাদীসের হুকুম এই যে, এটা অনুযায়ী আমল করা জায়েজ হবে। কেননা, এটাতে সত্যের দিকে প্রাধান্য রয়েছে। তবে এটা অনুসারে আমল করা ওয়াজিব হবে না। কেননা, সালাফে সালেহীনের যুগে প্রসিদ্ধ না হওয়ার কারণে এটাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তবে এটা অনুযায়ী আমল করা জায়েজ হওয়ার জন্য হাদীসটি কিয়াসের বিরোধী না হওয়া শর্ত।

[অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী ৪৫ পৃষ্ঠায়]

مَثَلًا لَوْ نَظَرَ اَحَدٌ اِلٰى بِنَاءٍ رَفِيْعٍ اِنْتَهٰى دَرْكُ الْبَصَرِ اِلَى الْبِنَاءِ ثُمَّ يَبْتَدِئُ مِنْهُ طَرِيْقٌ اِلٰى اَنَّهُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ صَانِعٍ ذِىْ عِلْمٍ وَحِكْمَةٍ فَمُبْتَدَأُ الْعُقُوْلِ هُوَ مُنْتَهَى الْحَوَاسِّ وَهٰذَا فِيْمَا كَانَ الْاِنْتِقَالُ مِنَ الْمَحْسُوْسِ اِلَى الْمَعْقُوْلِ وَاَمَّا اِذَا كَانَ مَعْقُوْلًا صَرْفًا فَاِنَّمَا يَبْتَدِئُ بِهٖ طَرِيْقُ الْعِلْمِ مِنْ حَيْثُ يُوْجَدُ

فَيَبْتَدِئُ الْمَطْلُوْبُ لِلْقَلْبِ فَيُدْرِكُهُ الْقَلْبُ بِتَامُّلِهٖ وَفِيْهِ تَنْبِيْهٌ عَلٰى اَنَّ الْقَلْبَ مُدْرِكٌ وَالْعَقْلَ اٰلَةٌ لَهُ عَلٰى طَرِيْقِ اَهْلِ الْاِسْلَامِ فَلِلْقَلْبِ عَيْنٌ بَاطِنَةٌ يُدْرِكُ بِهَا الْاَشْيَاءَ بَعْدَ اِشْرَاقِهٖ بِالْعَقْلِ كَمَا اَنَّ فِى الْمُلْكِ الظَّاهِرِ تُدْرِكُ الْعَيْنُ بَعْدَ الْاِشْرَاقِ بِالشَّمْسِ اَوِ السِّرَاجِ وَعِنْدَ الْحُكَمَاءِ الْمُدْرِكُ هُوَ النَّفْسُ النَّاطِقَةُ بِوَاسِطَةِ الْعَقْلِ وَالْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ اَوِ الْبَاطِنَةِ .

সরল অনুবাদ : উদাহরণস্বরূপ যেমন– কোনো ব্যক্তি যদি একটি উঁচু দালানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহলে তার দৃষ্টির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সে দালান পর্যন্ত শেষ হয়ে যায় সেখান হতে অন্য আরেকটি পথের সূচনা হয়। আর তা এই যে, এ সুউচ্চ অট্টালিকার জন্য একজন জ্ঞানী ও কৌশলী নির্মাতা থাকা আবশ্যক। মোটকথা, যা আকলের সূচনাস্থল তাই ইন্দ্রিয়ের সমাপ্তিস্থল। আর এটা শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে مَحْسُوْس বা ইন্দ্রিয়ানুভূত বস্তু হতে مَعْقُوْل বা জ্ঞান অনুভূত বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন হবে। আর যদি অনুভূত বস্তু নিছক জ্ঞান অনুভূত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে জ্ঞানের রাস্তা সে স্থান হতেই আরম্ভ হবে, যেখান হতে তা পাওয়া যাবে। **তারপর এ নূরের কারণে বাঞ্ছিত বস্তুবোধও অন্তরের পর্দায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং অন্তর তার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে তাকে অনুভব করে নেয়।** এখানে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামি তরিকা মোতাবেক হৃদয় বা অন্তরই হচ্ছে সত্যিকার উপলব্ধিকারী এবং আকল হচ্ছে তার জন্য যন্ত্র ও মাধ্যম বিশেষ। সুতরাং হৃদয়ের জন্য একটি বাতেনী চক্ষু রয়েছে, যার সাহায্যে সে ঐ সকল বস্তুতে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, যা পূর্ব হতে আকলের সাহায্যে আলোকিত ও সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। যদ্রূপ এ বাহ্য জগতে সূর্য অথবা প্রদীপের সাহায্যে বস্তুসমূহ আলোকিত ও সুস্পষ্ট হওয়ার পর চক্ষু এগুলোকে উপলব্ধি করে থাকে। আর দার্শনিকদের মতে আকলের সাহায্যে যাহেরী অথবা বাতেনী ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় نَفْس نَاطِقَة -ই হচ্ছে সত্যিকার উপলব্ধিকারী।

শাব্দিক অনুবাদ : مَثَلًا উদাহরণ لَوْ نَظَرَ যদি দৃষ্টিপাত করে اَحَدٌ কোনো ব্যক্তি اِلٰى بِنَاءٍ رَفِيْعٍ কোনো উঁচু দালানের প্রতি اِنْتَهٰى তাহলে শেষ হবে دَرْكُ الْبَصَرِ দৃষ্টির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা اِلَى الْبِنَاءِ সে দালান পর্যন্ত ثُمَّ এরপর يَبْتَدِئُ مِنْهُ সেখান থেকে শুরু হয় طَرِيْقٌ অপর একটি পথ اِلٰى اَنَّهُ এ দিকে যে لَابُدَّ لَهُ তার জন্য আবশ্যক হবে مِنْ صَانِعٍ একজন নির্মাতার ذِىْ عِلْمٍ যে জ্ঞানী وَحِكْمَةٍ এবং কৌশলী فَمُبْتَدَأُ الْعُقُوْلِ সুতরাং আকলের সূচনাস্থল هُوَ مُنْتَهَى তাই সমাপ্তিস্থল الْحَوَاسِّ ইন্দ্রিয়ের বা অনুভূতির وَهٰذَا فِيْمَا আর এটা শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য كَانَ الْاِنْتِقَالُ যেখানে স্থানান্তর হয় مِنَ الْمَحْسُوْسِ ইন্দ্রিয়ানুভূত বস্তু হতে اِلَى الْمَعْقُوْلِ জ্ঞান অনুভূত বস্তুর দিকে وَاَمَّا اِذَا كَانَ আর যদি হয় مَعْقُوْلًا জ্ঞান অনুভূত صَرْفًا শুধুমাত্র فَاِنَّمَا يَبْتَدِئُ بِهٖ তবে সেখানে থেকে শুরু হবে طَرِيْقُ الْعِلْمِ জ্ঞানের রাস্তা مِنْ حَيْثُ يُوْجَدُ যেখান হতে তা পাওয়া যাবে فَيَبْتَدِئُ তারপর উদ্ভাসিত হয়ে উঠে الْمَطْلُوْبُ কাঙ্ক্ষিত বস্তু لِلْقَلْبِ অন্তরের পর্দায় فَيُدْرِكُهُ এবং তা অনুভূত করে নেয় الْقَلْبُ অন্তর بِتَامُّلِهٖ চিন্তা-ভাবনা করে وَفِيْهِ আর এখানে تَنْبِيْهٌ عَلٰى এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে اَنَّ الْقَلْبَ অন্তর হচ্ছে مُدْرِكٌ উপলব্ধিকারী وَالْعَقْلَ আর আকল হচ্ছে اٰلَةٌ لَهُ তার জন্য মাধ্যম বা যন্ত্র عَلٰى طَرِيْقِ পদ্ধতি অনুযায়ী اَهْلِ الْاِسْلَامِ ইসলাম অনুসারীদের فَلِلْقَلْبِ অন্তরের জন্যে عَيْنٌ بَاطِنَةٌ একটি বাতেনী চক্ষু রয়েছে يُدْرِكُ بِهَا যা দ্বারা সে অনুভব করে বা উপলব্ধি করে الْاَشْيَاءَ সে সকল বস্তুকে بَعْدَ اِشْرَاقِهٖ আলোকিত হওয়ার পর بِالْعَقْلِ আকলের সাহায্যে كَمَا যেমনিভাবে اَنَّ فِى الْمُلْكِ الظَّاهِرِ বাহ্যিক জগতে تُدْرِكُ উপলব্ধি করে الْعَيْنُ চক্ষু بَعْدَ الْاِشْرَاقِ আলোকিত হওয়ার পর بِالشَّمْسِ সূর্যের মাধ্যমে اَوِ السِّرَاجِ অথবা প্রদীপের সাহায্যে وَعِنْدَ الْحُكَمَاءِ আর দার্শনিকদের মতে الْمُدْرِكُ উপলব্ধিকারী হচ্ছে هُوَ النَّفْسُ النَّاطِقَةُ নফসে নাতেকা بِوَاسِطَةِ সাহায্যে বা সহায়তায় الْعَقْلِ আকলের وَالْحَوَاسِّ ও ইন্দ্রিয়ের الظَّاهِرَةِ প্রকাশ্য اَوِ الْبَاطِنَةِ অথবা অপ্রকাশ্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[৪৩ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন হাদীসটি কিয়াসের বিরোধী নয় তখন حُكْم টি তো কিয়াস দ্বারাই সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তখন حُكْم-কে কিয়াসের প্রতি اِضَافَتْ না করে হাদীসের প্রতি اِضَافَتْ করার ফায়েদা কি? এটার জবাবে বলা হবে যে, উপরিউক্ত অবস্থায় حُكْم টিকে কিয়াসের প্রতি اِضَافَتْ না করে হাদীসের প্রতি اِضَافَتْ করার ফায়েদা এই যে, বিরোধীগণ حُكْم টি হাদীসের প্রতি সম্পর্কিত হওয়ার কারণে এটার বিরোধিতার ততখানি সক্ষম হবে না, কিয়াসের দিকে সম্বন্ধ করার বেলায় যতখানি সক্ষম হবে।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا جُعِلَ الْخَبَرُ حُجَّةً بِشَرَائِطَ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে خَبَرْ وَاحِدْ দলিল হওয়ার জন্য এটার বর্ণনাকারীর মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলি থাকা জরুরি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলে করীম ﷺ হতে প্রাপ্ত خَبَرْ وَاحِدْ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটার বর্ণনাকারীর মধ্যে কতিপয় শর্ত থাকা অত্যাবশ্যক। আর উক্ত শর্তাবলি তথা বর্ণনাকারীর মধ্যকার সে বিশেষ গুণাবলি হচ্ছে, عَقْل (বিবেক-বুদ্ধি), ضَبْط (সংরক্ষণ ক্ষমতা তথা স্মৃতিশক্তি), عَدَالَتْ (ন্যায়পরায়ণতা) ও اِسْلَامْ (মুসলমান হওয়া)। অর্থাৎ উপরিউক্ত শর্তাবলি পাওয়া গেলেই কেবল বর্ণনাকারীর বর্ণনা গৃহীত হবে, অন্যথায় নয়। এগুলোর মধ্য হতে যে কোনো একটি বর্ণনাকারীর মধ্যে পাওয়া না গেলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। এদের বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে।

قَوْلُهُ فَالْعَقْلُ هُوَ نُوْرٌ فِىْ بَدَنِ الْاٰدَمِىِّ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে عَقْل-এর সংজ্ঞা ও একটি দ্বন্দ্বের নিরসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মোল্লা জিউন (র.) গ্রন্থকার (র.)-এর ভাষ্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিম্নোক্তভাবে عَقْل এর স্বরূপ প্রদান করেছেন– هُوَ نُوْرٌ يُضِيْئُ بِسَبَبِ ذٰلِكَ النُّوْرِ طَرِيْقٌ يَبْدَأُ بِذٰلِكَ الطَّرِيْقِ مِنْ مَكَانٍ يَنْتَهِىْ اِلٰى ذٰلِكَ الْمَكَانِ دَرْكُ الْحَوَاسِ

অর্থাৎ عَقْل (জ্ঞান-বুদ্ধি) এটা (মানুষের দেহাস্থিত) সেই আলো যে আলোর কারণে একটি পথ উদ্ভাসিত হয়ে যায় যে পথের মাধ্যম ঐ স্থান হতে সূচনা করা হয় যে স্থানে গিয়ে ইন্দ্রিয়ানুভূতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুভূতি যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যায় সেখান হতে عَقْل-এর যাত্রা শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে نُوْر দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, عَقْل এমন একটি শক্তি যা অনুভূতি সঞ্চারের ব্যাপারে نُوْر বা আলোর সদৃশ। আর عَقْل-এর অবস্থান মতান্তরে মাথায় যথা قَلْب (অন্তর)-এর মধ্যে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ফেরেশতা এবং জিন জাতিও ذَوِى الْعُقُوْل বা বুদ্ধিসম্পন্ন। কাজেই عَقْل-কে মানব দেহের সাথে খাস করা অনর্থক, বরং এটা ক্ষতিকর। এটার জবাবে বলা যেতে পারে যে, এটার দ্বারা عَقْل-এর একটি শ্রেণীর সংজ্ঞা প্রদান উদ্দেশ্য। আর তা হলো মানুষের عَقْل কেননা, এখানে এটাই আলোচ্য বিষয়, অন্য কিছু নয়। কাজেই مُعَرِّفْ (সংজ্ঞা প্রদানকারী) ও مُعَرَّفْ (যার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে) উভয়ই খাস হয়ে যাবে।

[৪৪ নং পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ مَثَلًا لَوْ نَظَرَ اَحَدٌ اِلٰى بِنَاءٍ رَفِيْعٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে عَقْل-এর দ্বারা উপলব্ধি করার উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) عَقْل-এর সংজ্ঞা প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যেখানে গিয়ে ইন্দ্রিয়ানুভূতি শেষ হয়ে যায় সেখান হতে عَقْل (জ্ঞান)-এর যাত্রা শুরু হয়। যেমন, কেউ যদি কোনো দালানের দিকে তাকায়, তাহলে তার দৃষ্টি সেই দালান পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর সেই স্থান হতে আরেকটি নতুন পথের সূচনা হবে। আর তা এই যে, অবশ্যই এ সুউচ্চ দালানের একজন সুবিজ্ঞ নির্মাতা ও প্রকৌশলী রয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির শেষসীমা হতে জ্ঞানের যাত্রা শুরু। তবে এটা কেবল সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে مَحْسُوْس (ইন্দ্রিয়ানুভূত) হতে مَعْقُوْل (জ্ঞাননাভূত)-এর দিকে স্থানান্তর হয়েছে। কিন্তু যদি ব্যাপারটি নিছক জ্ঞান বিষয়ক হয়, তাহলে তথা হতেই অনুভূতির সূচনা হবে যেখানে তা পাওয়া যাবে।

قَوْلُهُ فَيَبْتَدِئُ الْمَطْلُوْبُ لِلْقَلْبِ فَيُدْرِكُ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে عَقْل-এর অনুভব প্রক্রিয়ার ব্যাপারে মুসলিম মনীষীগণের অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, যা হোক সে আলোর কারণে مَطْلُوْبْ তথা প্রার্থীত বস্তু قَلْب-এর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। আর قَلْب এটাতে চিন্তা-ভাবনা করে তাকে উপলব্ধি করে নেয়। অর্থাৎ মুসলিম মনীষীগণের মতে قَلْب উপলব্ধিকারী। আর عَقْل বা জ্ঞান এর জন্য মাধ্যম বিশেষ। কাজেই قَلْب-এর একটি গোপন চক্ষু রয়েছে, যা দ্বারা সে عَقْل দ্বারা আলোকিত বস্তুকে উপলব্ধি করে থাকে। যেমন– এ বাহ্যজগতে সূর্য বা বাতি দ্বারা কোনো বস্তু আলোকিত হওয়ার পর চক্ষু এটাকে উপলব্ধি করে থাকে।

وَعِنْدَ الْحُكَمَاءِ الْمُدْرِكُ هُوَ النَّفْسُ النَّاطِقَةُ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে عَقْل-এর অনুভূতি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জড়-বিজ্ঞানীগণের অভিমত আলোচিত হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন, হোকামা তথা জড়-বিজ্ঞানীগণের মতে ইন্দ্রিয় বহির্ভূত কোনো বস্তুকে উপলব্ধিকারী হলো نَفْس نَاطِقَة (বা চেতন প্রাণ)। আর عَقْل বা বুদ্ধি-জ্ঞান হলো এটার জন্য মাধ্যম বিশেষ। আর বাহ্যিক বা অপ্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতিও এটার মাধ্যম হতে পারে। অথচ উপরোক্ত বক্তব্যটি আশ্চর্যজনক ও স্ববিরোধী বলে মনে হয়। কেননা, জড়-বিজ্ঞানীগণের মতে نَفْس نَاطِقَة হলো উপলব্ধিকারী আকল (জ্ঞান)। আর এটা (আকল) শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, স্বাদ গ্রহণের শক্তি এবং স্পর্শশক্তি এই পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং ধারণা, কল্পনা, স্মৃতি ইত্যাদি গুপ্ত ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে উপলব্ধি করে থাকে।

وَالشَّرْطُ الْكَامِلُ مِنْهُ اَىِ الشَّرْطُ فِىْ بَابِ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ الْكَامِلُ مِنَ الْعَقْلِ وَهُوَ عَقْلُ الْبَالِغِ دُوْنَ الْقَاصِرِ مِنْهُ وَهُوَ عَقْلُ الصَّبِىِّ وَالْمَعْتُوْهِ وَالْمَجْنُوْنِ لِاَنَّ الشَّرْعَ لَمَّا لَمْ يَجْعَلْهُمْ اَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ فِىْ اُمُوْرِ اَنْفُسِهِمْ فَفِىْ اَمْرِ الدِّيْنِ اَوْلٰى وَهٰذَا اِذَا كَانَ السَّمَاعُ وَالرِّوَايَةُ قَبْلَ الْبُلُوْغِ وَاَمَّا اِذَا كَانَ السَّمَاعُ قَبْلَ الْبُلُوْغِ وَالرِّوَايَةُ بَعْدَ الْبُلُوْغِ يُقْبَلُ قَوْلُ الصَّبِىِّ فِيْهِ اِذْ لَا خَلَلَ فِىْ تَحَمُّلِهٖ لِكَوْنِهٖ مُمَيِّزًا وَلَا فِىْ رِوَايَتِهٖ لِكَوْنِهٖ عَاقِلًا وَالضَّبْطُ هُوَ سِمَاعُ الْكَلَامِ كَمَا يَحِقُّ سِمَاعَهٗ اَىْ سِمَاعًا مِثْلَ سِمَاعِ شَىْءٍ يَحِقُّ سِمَاعَهٗ يَعْنِىْ مِنْ اَوَّلِهٖ اِلٰى اٰخِرِهٖ بِتَمَامِ الْكَلِمَاتِ وَالْهَيْئَةِ التَّرْكِيْبِيَّةِ وَاِنَّمَا قَالَ ذٰلِكَ لِاَنَّهٗ كَثِيْرًا مَا يَجِئُ السَّامِعُ فِىْ سِمَاعِ مَجْلِسِ الْوَعْظِ بَعْدَ اَنْ مَضٰى شَىْءٌ مِنْ اَوَّلِهٖ وَفَاتَهٗ وَلَمْ يُعَلِّمْهُ الْمُعَلِّمُ لِلْاِزْدِحَامِ حَتّٰى يُرَدِّدَ الْكَلَامَ الْمَاضِىَ بَعْدَ حُضُوْرِهٖ فَمِثْلُ هٰذَا السَّمَاعِ لَا يَكُوْنُ حُجَّةً فِىْ بَابِ الْحَدِيْثِ بَلْ يَكُوْنُ تَبَرُّكًا كَمَا يُؤْتٰى بِالصِّبْيَانِ فِىْ مَجْلِسِ الْوَعْظِ تَبَرُّكًا لَهُمْ -

সরল অনুবাদ : আর পরিপূর্ণ জ্ঞানই শর্ত। অর্থাৎ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞানই শর্ত। **আর তা হলো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জ্ঞান। এক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ জ্ঞান যথেষ্ট নয়। আর তা হলো শিশু, মতিভ্রম ও উন্মাদ ব্যক্তির** জ্ঞান। কেননা, শরিয়ত যেখানে এ সব লোককে স্বয়ং তাদের নিজেদের ব্যাপারে লেনদেন করার উপযুক্ত সাব্যস্ত করেনি, সেখানে দীনের ব্যাপারে আরও উত্তম কারণে ভূমিকা পালনের উপযুক্ত সাব্যস্ত হতে পারে না। আর এটা অর্থাৎ শিশুর জ্ঞান বিবেচনার উপযুক্ত না হওয়া সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন শ্রবণ ও রেওয়ায়াত উভয়ই বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে সংঘটিত হবে। আর যখন শ্রবণ বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে এবং রেওয়ায়াত বয়ঃপ্রাপ্তির পরে হবে, তখন শিশুর রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, তার রেওয়ায়াত বহন করার মধ্যে কোনো প্রকার ত্রুটি নেই। এ জন্য যে, সে বিবেচনা ও পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা রাখে। আর তার রেওয়ায়াতের মধ্যেও কোনো ত্রুটি নেই। কারণ, সে জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী। **আর ضَبْط বা সংরক্ষণের অর্থ বক্তব্য যথাযথভাবে শ্রবণ করা।** অর্থাৎ কোনো বস্তুকে এমনভাবে শ্রবণ করা যেমনভাবে শ্রবণ করা তার পক্ষে সমীচীন। অর্থাৎ তাকে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সকল শব্দ ও বিবরণসহ শ্রবণ করা। আর كَمَا يَحِقُّ سِمَاعَهٗ কথাটি এ জন্য বলা হয়েছে যে, প্রায় ওয়াজের মজলিসে ওয়াজ শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে শ্রোতা এমন সময় গিয়ে উপস্থিত হয়, যখন ওয়াজের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যায় এবং সে তা শ্রবণ করা হতে বঞ্চিত থাকে। (যেমন– আজকাল আমাদের মাদ্‌রাসাগুলোতে কিছু কিছু ছাত্র অলসতা ও অমনোযোগিতার কারণে এমন সময় সবকে এসে উপস্থিত হয় যে, ততক্ষণে সবকের বেশ কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে আর এ কারণে এসব ছাত্র অনেকগুলো পাঠ হতে বঞ্চিত থেকে যায়।) (اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ) আর এ দিকে ওয়ায়েয বা মুয়াল্লিমও লোকের ভিড় এবং সময়ের সংকীর্ণতার করণে পরে আগমনকারী শ্রোতাকে তার পূর্বোক্ত ওয়াজ ও সবক পুনরায় শোনানোর ব্যাপারে অপারগ থেকে যান। সুতরাং এ ধরনের শ্রবণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দলিল হতে পারে না; বরং এরূপ শ্রবণ তাবাররুক হিসেবেই বিবেচিত হবে। যেমন– অল্প বয়স্ক শিশুদেরকে বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে ওয়াজের মজলিসে নিয়ে যাওয়া হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالشَّرْطُ আর শর্ত হলো اَلْكَامِلُ مِنْهُ পরিপূর্ণ জ্ঞান اَىْ অর্থাৎ اَلشَّرْطُ শর্ত হলো فِىْ بَابِ ক্ষেত্রে
رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ হাদীস বর্ণনার اَلْكَامِلُ পরিপূর্ণ হওয়া مِنَ الْعَقْلِ জ্ঞান وَهُوَ আর তা হলো عَقْلُ الْبَالِغِ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জ্ঞান دُوْنَ নয়
বা ব্যতীত اَلْقَاصِرِ مِنْهُ অসম্পূর্ণ জ্ঞান وَهُوَ আর তা হলো عَقْلُ সে জ্ঞান الصَّبِىِّ শিশুদের وَالْمَعْتُوْهِ মতিভ্রম وَالْمَجْنُوْنِ এবং
পাগলদের لِاَنَّ الشَّرْعَ কেননা, শরিয়ত لَمَّا لَمْ يَجْعَلْهُمْ যখন তাদেরকে সাব্যস্ত করেনি اَهْلًا উপযুক্ত لِلتَّصَرُّفِ লেনদেন করার فِىْ
اُمُوْرِ اَنْفُسِهِمْ তাদের নিজেদের ব্যাপারে فَفِىْ اَمْرِ الدِّيْنِ অতএব, দীনের ব্যাপারে اَوْلٰى আরো উত্তম কারণে তারা উপযুক্ত সাব্যস্ত
হতে পারে না وَهٰذَا আর এটা তখন হবে اِذَا كَانَ যখন হবে السَّمَاعُ শ্রবণ وَالرِّوَايَةُ এবং বর্ণনা قَبْلَ الْبُلُوْغِ বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব হবে وَاَمَّا

يُقْبَلُ তবে যখন হবে بَعْدَ الْبُلُوْغِ বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে وَالرِّوَايَةُ আর বর্ণনা হবে السَّمَاعُ শ্রবণটা قَبْلَ الْبُلُوْغِ বয়ঃপ্রাপ্তির পরে إِذَا كَانَ তখন গ্রহণ করা হবে قَوْلُ الصَّبِيِّ فِيْهِ অপ্রাপ্ত বয়স্কের কথা إِذْ لَا خَلَلَ কেননা, কোনো ত্রুটি নেই فِيْ تَحَمُّلِهِ তার রেওয়ায়াত বহন করার মধ্যে لِكَوْنِهِ এটা হওয়ার কারণে যে مُمَيِّزًا সে নিরূপণ করতে সক্ষম وَلَا فِيْ رِوَايَتِهِ এবং তার বর্ণনার মধ্যেও কোনো ত্রুটি নেই لِكَوْنِهِ عَاقِلًا কেননা, সে বুদ্ধির অধিকারী وَالضَّبْطُ هُوَ আর সংরক্ষণ হলো سَمَاعُ الْكَلَامِ বক্তব্য শ্রবণ করা كَمَا يَحِقُّ سَمَاعُهُ যথাযথভাবে শ্রবণ করা أَيْ অর্থাৎ سَمَاعًا এমনভাবে শ্রবণ করা مِثْلَ سَمَاعِ যেমন শ্রবণ করা شَيْءٍ কোনো বস্তুকে يَحِقُّ سَمَاعُهُ তা শ্রবণ করা সমীচীন يَعْنِيْ অর্থাৎ مِنْ أَوَّلِهِ তার প্রথম হতে إِلَى آخِرِهِ তার শেষ পর্যন্ত بِتَمَامِ الْكَلِمَاتِ তার সকল শব্দ وَالْهَيْئَةِ অবস্থা التَّرْكِيْبِيَّةِ সংযোজনের তথা পুরো বিবরণ وَإِنَّمَا قَالَ আর গ্রন্থকার বলেছেন ذٰلِكَ (كَمَا يَحِقُّ سَمَاعُهُ) এটা لِأَنَّهُ كَثِيْرًا مَّا কেননা, অধিকাংশ সময়েই يَجِيْءُ আগমন করে السَّامِعُ শ্রোতা فِيْ سَمَاعِ শ্রবণের জন্য مَجْلِسِ الْوَعْظِ ওয়াজের মজলিসে/সভাস্থলে بَعْدَ পরে أَنْ مَضٰى অতিক্রম করার شَيْءٌ مِنْ أَوَّلِهِ ওয়াজের প্রথম কিছু অংশ وَفَاتَهُ এবং সে তা শ্রবণ হতে বঞ্চিত থাকে وَلَمْ يَعْلَمْهُ আর তাকে শিখাতে বা জানাতে পারে না الْمُعَلِّمُ শিক্ষক বা বক্তা لِلْاِزْدِحَامِ জনগণের অধিক ভিড়ের কারণে حَتّٰى يُرَدِّدَ এমনকি পূর্ণ বলতে الْكَلَامَ الْمَاضِيْ পূর্বোক্ত বক্তব্য بَعْدَ حُضُوْرِهِ তার উপস্থিত হওয়ার পর فَمِثْلُ هٰذَا السَّمَاعِ অতএব, এরূপ শ্রবণ لَا يَكُوْنُ হতে পারে حُجَّةً কোনো দলিল فِيْ بَابِ الْحَدِيْثِ হাদীসের ক্ষেত্রে بَلْ يَكُوْنُ বরং তা হতে পারে تَبَرُّكًا তাবাররুক হিসেবে كَمَا يُؤْتٰى যেমনি আনয়ন করা হয় بِالصِّبْيَانِ অল্পবয়স্ক শিশুদেরকে فِيْ مَجْلِسِ الْوَعْظِ ওয়াজের মজলিসে تَبَرُّكًا لَهُمْ তাদের জন্য বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَشَرْطُ كَمَالٍ مِنْهُ فِيْ شَرْطِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে বর্ণনাকারীর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা শর্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে উপরে হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তার বর্ণনাকারীর মধ্যে যেসব শর্ত ও গুণাবলি পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে তন্মধ্যে عقل বা জ্ঞান অন্যতম। তবে উক্ত জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হওয়া জরুরি। অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ। আর অপ্রাপ্তবয়স্ক, নির্বোধ ও পাগলের জ্ঞান অপূর্ণাঙ্গ বা ত্রুটিপূর্ণ। এটার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন যে, যেহেতু উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজস্ব ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার শরিয়ত তাদেরকে দেয়নি। সুতরাং দীনি ব্যাপারে তারা কিছুতেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। আর বালেগ হওয়ার শর্ত এ জন্য আরোপ করা হয়েছে যে, শিশু (অপ্রাপ্তবয়স্ক)-এর উপর শরিয়তের আহকাম কার্যকর হয় না। সুতরাং তারা মিথ্যা হতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া যায় না। কাজেই তার বর্ণনার মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। আর এটা অধিকাংশের হিসেবে। নতুবা বহু নাবালেগ অনেক বালেগের হতে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে নাবালেগের বর্ণনা তখন গ্রহণযোগ্য হবে না যখন শ্রবণ ও বর্ণনা উভয়ই নাবালেগ অবস্থায় হয়। কিন্তু শ্রবণ যদি নাবালেগ অবস্থায় এবং বর্ণনা বালেগ অবস্থায় হয়, তাহলে তার হাদীস গৃহীত হবে। হ্যাঁ, শ্রবণের সময় তার মধ্যে সম্বোধন বুঝা এবং ভালো-মন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতা থাকা চাই। তবে জমহুরের মতে এটার জন্য কোনো নির্ধারিত বয়স হওয়া শর্ত নয়। অবশ্য কেউ কেউ চার বৎসরের কথা বলেছেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) বর্ণিত হাদীসসমূহ। আর নির্বোধ ব্যক্তি যার বোধশক্তিতে ত্রুটি রয়েছে– তার বক্তব্য কোনো কোনো সময় জ্ঞানবানের ন্যায়ও হয়ে থাকে আবার কোনো কোনো সময় জ্ঞানহীন পাগলের ন্যায়ও হয়ে থাকে, কাজেই তার আস্থা রাখা যায় না।

قَوْلُهُ وَالضَّبْطُ سَمَاعُ الْكَلَامِ كَمَا يَحِقُّ سَمَاعُهُ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** উক্ত ইবারতে ضَبْط -এর আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) এ স্থলে ضبط বা সংরক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন যে, ضَبْط বলে কোনো বক্তব্যকে (তার) শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় শব্দাবলি ও গঠন প্রক্রিয়া সমেত যথাযথভাবে শ্রবণ করা। যাতে বক্তার বক্তব্যের কোনো অংশ ছুটে না যায়। কেননা, ওয়াজের মজলিশে কোনো কোনো সময় শ্রোতা কিছু বক্তব্য শেষ হয়ে যাওয়ার পর হাজির হয়। যদ্দরুন কিছু বক্তব্য তার হাতছাড়া হয়ে যায়। অপর দিকে বক্তাও ভিড়ের কারণে তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারে না। যদ্দরুন তিনি তাঁর বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করতে পারেন না। কাজেই উক্ত বক্তব্য আর তার শ্রবণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। সুতরাং এরূপ শ্রবণ হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। হ্যাঁ তা বরকতের জন্য হতে পারে। যেমন– ওয়াজের মজলিশে শিশুদের বরকত হাসিলের জন্য হাজির করা হয়।

ثُمَّ فَهِمَهُ بِمَعْنَاهُ الَّذِىْ اُرِيْدَ بِهٖ لُغَوِيًّا كَانَ اَوْ شَرْعِيًّا لَا اَنْ يَقْتَصِرَ عَلٰى حِفْظِ الْاَلْفَاظِ فَقَطْ لِاَنَّهٗ لَيْسَ بِسَمَاعٍ مُطْلَقٍ بَلْ سَمَاعُ صَوْتٍ ثُمَّ حَفِظَهٗ بِبَذْلِ الْمَجْهُوْدِ لَهٗ اَلضَّمِيْرُ فِىْ حِفْظِهٖ وَلَهٗ رَاجِعٌ اِلَى الْمَسْمُوْعِ وَالْمَجْهُوْدُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْجَهْدِ وَهُوَ الطَّاقَةُ اَىْ ثُمَّ حِفْظُ ذٰلِكَ الْمَسْمُوْعِ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ لَهٗ ثُمَّ لَهُ الثُّبَاتُ عَلَيْهِ بِمُحَافَظَةِ حُدُوْدِهٖ وَهِىَ الْعَمَلُ بِمُوْجَبِهٖ بِبَدَنِهٖ وَمُرَاقَبَتُهٗ بِمُذَاكَرَتِهٖ اَىْ مَعَ مُذَاكَرَتِهٖ حَالَ كَوْنِهٖ مُسْتَقِرًّا عَلٰى اِسَاءَةِ الظَّنِّ بِنَفْسِهٖ بِاَنْ لَا يَعْتَمِدَ عَلٰى نَفْسِهٖ بِالْقُوَّةِ الْحَافِظَةِ بَلْ يَقُوْلُ اِنِّىْ اِذَا تَرَكْتُهٗ نَسِيْتُهٗ وَهٰذَا كُلُّهٗ اِلٰى حِيْنِ اَدَائِهٖ اَىْ اِلٰى حِيْنِ اَنْ يُؤَدِّيَهٗ وَيُبَلِّغَهٗ اِلٰى شَخْصٍ اٰخَرَ كَذٰلِكَ وَاحِدًا كَانَ اَوْ جَمَاعَةً فَحِيْنَئِذٍ تَفْرُغُ ذِمَّتُهٗ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتَشْتَغِلُ بِهٖ ذِمَّةُ اِنْسَانٍ اٰخَرَ يُؤَدِّيْهِ اِلٰى اَحَدٍ وَهٰكَذَا اِلٰى يَوْمِ التَّنَادِ اَوْ اِلٰى اَنْ تُؤَلَّفَ كُتُبُ الْاَحَادِيْثِ ـ

সরল অনুবাদ : অতঃপর তা দ্বারা যে অর্থটি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তা উপলব্ধি করা। চাই তা আভিধানিক অর্থ হোক অথবা শরয়ী। শুধু শব্দসমূহকে মুখস্থ করে ফেলাই যথেষ্ট বিবেচিত হবে না। কেননা, এরূপ শ্রবণ سَمَاعٍ مُطْلَقٍ বা পরিপূর্ণ শ্রবণ নয়; বরং তা سَمَاعُ صَوْتٍ বা শব্দ শ্রবণ বৈ আর কিছু নয়। **তারপর শ্রুত বিষয়কে পূর্ণ মনোযোগ ও শক্তি ব্যয় করে স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করা।** এখানে حِفْظَهٗ ও لَهٗ -এর মধ্যস্থিত সর্বনাম দু'টি مَسْمُوْع বা শ্রুত বস্তুর প্রতি আবর্তিত হয়েছে। مَجْهُوْدٌ শব্দটি جَهْد বা শক্তি অর্থে মাসদার অর্থাৎ অতঃপর বর্ণনাককারী স্বীয় মানবিক শক্তি অনুযায়ী শ্রুত বিষয়টিকে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করবে। **তারপর এর সীমারেখাসমূহের নিরাপত্তা বিধানসহ তার উপর অটল থাকা।** অর্থাৎ এ কালামের ভাষ্য অনুযায়ী স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ দ্বারা আমল করা। **আর তাকে বারবার মৌখিকভাবে স্মরণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখা** অর্থাৎ এ কালামটিকে স্মৃতিতে নিরাপদ থাকা সত্ত্বেও বারবার মৌখিকভাবে স্মরণ করতে থাকা, যেন স্মৃতি হতে মুছে না যায় **নিজের প্রতি নিজেই মন্দ ধারণা পোষণকারী হয়ে।** এভাবে যে, নিজের স্মৃতিশক্তির উপর মোটেই ভরসা করবে না; বরং বলতে থাকবে যে, আমি যদি এটা স্মরণ করা ছেড়ে দেই, তাহলে ভুলে যাবো। **আর এসব কিছুই তা আদায় করার সময় পর্যন্ত।** অর্থাৎ এসব কিছু সে সময় পর্যন্ত যে, শ্রোতা শ্রুত কালামটিকে অপর কোনো ব্যক্তি অথবা জামাতের নিকট ঠিক এমনিভাবেই পৌঁছে দেবে। তখন সে আল্লাহ তা'আলার নিকট স্বীয় জিম্মাদারী হতে নিষ্কৃতি লাভ করবে। তারপর এ জিম্মাদারী সে লোকটির সাথে যুক্ত হবে, যে শ্রুত এ কালামকে অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেবে। আর এ পরম্পরা কিয়ামত পর্যন্ত অথবা হাদীসের কিতাবসমূহ সংকলিত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ অতঃপর فَهِمَهٗ তা উপলব্ধি করা بِمَعْنَاهُ এর অর্থ দ্বারা الَّذِىْ اُرِيْدَ بِهٖ এর দ্বারা যে অর্থটি উদ্দেশ্য করা হয়েছে لُغَوِيًّا كَانَ চাই তা আভিধানিক অর্থ হোক اَوْ شَرْعِيًّا অথবা শরয়ী لَا اَنْ يَقْتَصِرَ সংক্ষিপ্তাকারে যথেষ্ট হবে না عَلٰى حِفْظِ মুখস্থকরণ الْاَلْفَاظِ শব্দসমূহ فَقَطْ শুধুমাত্র لِاَنَّهٗ لَيْسَ কেননা, এটা নয় بِسَمَاعٍ مُطْلَقٍ পরিপূর্ণ শ্রবণ بَلْ বরং سَمَاعُ صَوْتٍ শব্দ শ্রবণই ثُمَّ حَفِظَهٗ তারপর একে সংরক্ষণ করা بِبَذْلِ ব্যয় করে الْمَجْهُوْدِ لَهٗ তার জন্য পরিপূর্ণ মনোযোগ ও শক্তি اَلضَّمِيْرُ আর সর্বনাম فِىْ حِفْظِهٖ এর মধ্যস্থিত ةٗ টি এবং لَهٗ -এর ةٗ টি رَاجِعٌ প্রত্যাবর্তিত হবে اِلَى الْمَسْمُوْعِ শ্রুত বস্তুর দিকে وَالْمَجْهُوْدُ আর এটি مَصْدَرٌ মাসদার بِمَعْنَى الْجَهْدِ শক্তি অর্থে وَهُوَ الطَّاقَةُ আর তা হলো শক্তি-সামর্থ্য اَىْ অর্থাৎ ثُمَّ حِفْظُ তারপর সংরক্ষণ করা ذٰلِكَ الْمَسْمُوْعِ সে শ্রুত কালামকে بِقَدْرِ সামর্থ্য অনুযায়ী الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ لَهٗ মনুষ্য শক্তি ثُمَّ তারপর لَهُ الثُّبَاتُ عَلَيْهِ তার উপর অটল থাকা بِمُحَافَظَةِ নিরাপত্তা বিধানসহ حُدُوْدِهٖ তার সীমারেখার وَهِىَ الْعَمَلُ আর তা হলো আমল করা بِمُوْجَبِهٖ কালামের চাহিদা অনুযায়ী بِبَدَنِهٖ তার শরীর দ্বারা وَمُرَاقَبَتُهٗ এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখা بِمُذَاكَرَتِهٖ একে বারবার মৌখিকভাবে স্মরণ

করে عَلٰى اِسَاءَةِ الظَّنِّ অর্থাৎ اَىْ مَعَ مُذَاكَرَتِهٖ তাকে স্মরণ করতে থাকা حَالَ كَوْنِهٖ তা থাকা সত্ত্বেও مُسْتَقِرًّا স্মৃতিতে নিরাপদ মন্দ ধারণা পোষণ করে بِنَفْسِهٖ নিজের প্রতি নিজেই بِاَنْ এভাবে যে لَا يَعْتَمِدَ সে ভরসা করবে না عَلٰى نَفْسِهٖ নিজের بِالْقُوَّةِ الْحَافِظَةِ স্মৃতিশক্তির بَلْ يَقُوْلُ বরং সে বলবে اِنِّىْ اِذَا تَرَكْتُهٗ যদি আমি তা স্মরণ করা ছেড়ে দেই نَسِيْتُهٗ তাহলে ভুলে যাবো وَهٰذَا كُلُّهٗ আর এসব কিছুই اِلٰى حِيْنِ اَدَائِهٖ তা আদায় করার সময় পর্যন্ত اَىْ অর্থাৎ اِلٰى حِيْنِ সে সময় পর্যন্ত اَنْ يُؤَدِّيَهٗ তা আদায় করা وَيُبَلِّغَهٗ এবং তা পৌঁছে দেওয়া اِلٰى شَخْصٍ اٰخَرَ অপর ব্যক্তির নিকট كَذٰلِكَ এমনিভাবে وَاحِدًا كَانَ একজনের নিকটও হতে পারে اَوْ جَمَاعَةً অথবা একদলের নিকটও হতে পারে فَحِيْنَئِذٍ তখন تَفْرُغُ সে নিষ্কৃত লাভ করবে ذِمَّتُهٗ তার জিম্মাদারী হতে عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার নিকট وَتَشْتَغِلُ بِهٖ তারপর যুক্ত হবে ذِمَّةُ সে জিম্মাদারী اِنْسَانٍ اٰخَرَ সে লোকটির সাথে يُؤَدِّيْهِ যে তা পৌঁছে দেবে اِلٰى اَحَدٍ অন্যের নিকট وَهٰكَذَا আর এভাবে চলতে থাকবে اِلٰى يَوْمِ التَّنَادِ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত اَوْ اِلٰى اَنْ تُؤَلَّفَ অথবা সংকলিত হওয়া পর্যন্ত كُتُبَ الْاَحَادِيْثِ হাদীসের কিতাবসমূহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ فَهْمُهٗ بِمَعْنَاهُ الَّذِىْ اُرِيْدَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ضَبْط-এর অবশিষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণনাকারী হাদীসটিকে যথাযথভাবে শ্রবণ করার সাথে সাথে উদ্দিষ্ট অর্থ অনুধাবন করাও অত্যাবশ্যক। উক্ত উদ্দিষ্ট অর্থ আভিধানিক হোক অথবা পারিভাষিক হোক। কেবল শব্দ মুখস্থ করলেই চলবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি হাদীসের অর্থ সম্পর্কে অবগত নয় আর শুধুমাত্র শব্দাবলিকে বর্ণনা করে, তাকে ضَابِطْ (ضَبْط -এর অধিকারী বা সংরক্ষণকারী) বলা হবে না এবং তার বর্ণনা গৃহীত হবে না। কেননা, সাধারণত হাদীসসমূহের সংরক্ষণ বলতে এদের অর্থ অনুধাবন করাকে বুঝানো হয়ে থাকে। কারণ, এদের অর্থ অনুধাবনই মুখ্য উদ্দেশ্য- শব্দ উদ্দেশ্য নয়। এটা হানাফী ফকীহগণের মাযহাব। তবে অনেকেই এটার বিরোধিতা করেছেন।

অতঃপর যথাসাধ্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটাকে সংরক্ষণ করবে। অর্থাৎ তার মানবিক শক্তিতে যতটুকু সংকুলান হয় ততটুকু পর্যন্ত চূড়ান্ত চেষ্টা করে তাকে স্মৃতিতে ধারণ করবে।

বুঝা ও স্মৃতিতে ধারণ করার পরবর্তী দায়িত্ব হলো এর আহকাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় জীবনে কার্যকর করা।

আর ضَبْط -এর সর্বশেষ দায়িত্ব হলো, হাদীসটিকে বারংবার আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে তার হেফাজত করা।

অর্থাৎ নিজের ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও বারবার এটাকে আবৃত্তি করবে, স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বসে থাকবে না; বরং এ ধারণা করবে যে, আমি যদি এটার অনুশীলন পরিত্যাগ করি তাহলে এটাকে ভুলে যাবো।

قَوْلُهٗ اِلٰى حِيْنِ اَدَائِهٖ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে বর্ণনাকারীর প্রয়োজনীয় গুণাবলি অন্যের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত অব্যাহত থাকা চাই- সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যাদি অর্থাৎ সঠিক ও যথাযথভাবে শ্রবণ করা, উপলব্ধি করা এবং অনুশীলন ও চর্চা করা তা অন্য ব্যক্তির নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে। হ্যাঁ, অন্যের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়ার সে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। আর যার নিকট পৌঁছবে তার দায়িত্ব অর্পিত হবে এবং দায়িত্ব স্থানান্তরের এ ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত অথবা হাদীসের কিতাব সংকলিত হওয়া পর্যন্ত গড়াবে।

وَهٰذَا بِخِلَافِ الْقُرْاٰنِ لِاَنَّهٗ لَمْ يُشْتَرَطْ لِنَقْلِهٖ فَهْمُهٗ بِمَعْنَاهُ لِاَنَّهٗ مَا ثَبَتَ فِى الْاَصْلِ اِلَّا بِائِمَّةِ الْهُدٰى وَخَيْرِ الْوَرٰى وَهُمْ نَقَلُوْهُ بَعْدَ الضَّبْطِ التَّامِّ وَنَظْمُهٗ فِىْ نَفْسِهٖ مُعْجِزٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْاَحْكَامُ فَلَمْ يُعْتَبَرْ مَعْنَاهُ وَلِاَنَّهٗ مَحْفُوْظٌ عَنِ التَّغْيِيْرِ وَمَصُوْنٌ عَنِ التَّبْدِيْلِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ فَيَصِحُّ نَقْلُ نَظْمِهٖ مِمَّنْ لَيْسَتْ لَهٗ مَعْرِفَةٌ بِمَعْنَاهُ وَالْعَدَالَةُ وَهِىَ الْاِسْتِقَامَةُ فِى الدِّيْنِ وَهُوَ يَتَفَاوَتُ اِلٰى دَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ بِالْاِفْرَاطِ وَالتَّعَصُّبِ وَالْمُعْتَبَرُ هٰهُنَا كَمَالُهَا وَهُوَ رُجْحَانُ جِهَةِ الدِّيْنِ وَالْعَقْلِ عَلٰى طَرِيْقِ الْهَوٰى وَالشَّهْوَةِ حَتّٰى اِذَا ارْتَكَبَ كَبِيْرَةً اَوْ اَصَرَّ عَلٰى صَغِيْرَةٍ سَقَطَتْ عَدَالَتُهٗ وَاِنْ لَمْ يُصِرَّ عَلٰى صَغِيْرَةٍ بَلْ يَلُمُّ بِهَا اَحْيَانًا لَمْ تَسْقُطْ عَدَالَتُهٗ لِاَنَّ الْاِحْتِرَازَ عَنْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ مِنْ خَوَاصِّ الْاَنْبِيَاءِ وَمُتَعَذِّرٌ فِىْ حَقِّ عَامَّةِ الْبَشَرِ وَالْاِصْرَارُ عَلٰى ذٰلِكَ يَكُوْنُ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيْرَةِ فَيَجِبُ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ -

সরল অনুবাদ : আর হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট অর্থ অবগত হওয়ার যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা কুরআন মাজীদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। কেননা, কুরআন মাজীদ বর্ণনা করার জন্য তার অর্থ অবগত হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়নি। কারণ, তার মধ্যে যা কিছুই সাব্যস্ত রয়েছে, তা নিখিলের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও হিদায়েতের ইমাম সাহাবীগণ দ্বারাই প্রমাণিত। তাঁরা এটাকে পরিপূর্ণ সংরক্ষণের পর বর্ণনা করেছেন। তদুপরি স্বয়ং কুরআন মাজীদের শব্দসমূহ মু'জিযা বিশেষ, যার সাথে আহকাম সংশ্লিষ্ট রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে তার অর্থের বিবেচনা করা হয়নি, আর এ জন্য যে, কুরআন মাজীদ যাবতীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে নিরাপদ ও সুরক্ষিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআনের অর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তার জন্যও তার শব্দসমূহের উদ্ধৃতি জায়েজ রয়েছে। **আর عَدَالَةٌ বা ন্যায়পরায়ণতার অর্থ দীনের উপর অটল থাকা।** আর এ অর্থ উদারতা ও গোঁড়ামির বিবেচনায় বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। **আর এখানে (অর্থাৎ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) পরিপূর্ণ عَدَالَةٌ বা ন্যায়পরায়ণতাই বিবেচ্য। আর তা হচ্ছে এই যে, প্রবৃত্তি ও কামবাসনার উপর দীন ও জ্ঞানের দিক বিজয়ী ও শক্তিশালী হবে। এমনকি যখন কেউ কোনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে অথবা বারবার সগীরা গুনাহ সংঘটিত করবে, তখন তার ন্যায়পরায়ণতা নষ্ট হয়ে যাবে।** মোটকথা, কবীরা এবং সগীরা গুনাহ বারবার করা হতে বেঁচে থেকে দীনের উপর অটুট থাকার নামই হলো শরিয়তের পরিভাষায় ন্যায়পরায়ণতা। আর যদি কেউ বারবার সগীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়; বরং মাঝে মধ্যে কখনো কখনো তাতে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তার ন্যায়পরায়ণতা নষ্ট হবে না। কেননা, সগীরা কবীরা নির্বিশেষে সর্বপ্রকার পাপ হতে বেঁচে থাকা এটা শুধু নবীগণেরই বিশেষত্বের অন্তর্ভুক্ত, যা সাধারণ মানুষের জন্য একটি অতি কঠিন কাজ। কিন্তু সগীরা গুনাহে বারবার লিপ্ত হওয়া- এটা কবীরা গুনাহেরই সমতুল্য। সুতরাং তা হতে বিরত থাকা ওয়াজিব।

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰذَا আর এরূপ শর্ত بِخِلَافِ الْقُرْاٰنِ কুরআনের বিপরীত لِاَنَّهٗ لَمْ يُشْتَرَطْ কেননা, শর্ত আরোপ করা হয়নি لِنَقْلِهٖ কুরআন মাজীদ বর্ণনার ব্যাপারে فَهْمُهٗ অনুধাবন করা بِمَعْنَاهُ তার অর্থ لِاَنَّهٗ مَا ثَبَتَ কেননা, তাতে যা কিছু সাব্যস্ত হয়েছে فِى الْاَصْلِ মূলগতভাবে اِلَّا بِائِمَّةِ الْهُدٰى তা হিদায়েতের ইমামগণ দ্বারা وَخَيْرِ الْوَرٰى শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ ﷺ দ্বারা প্রমাণিত وَهُمْ نَقَلُوْهُ আর তারা বর্ণনা করেছেন بَعْدَ পরে الضَّبْطِ التَّامِّ পরিপূর্ণ সংরক্ষণের وَنَظْمُهٗ আর এর সংকলন (শব্দসমূহ) فِىْ نَفْسِهٖ স্বয়ং مُعْجِزٌ মু'জিযা বিশেষ يَتَعَلَّقُ بِهٖ যার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে الْاَحْكَامُ বিধিবিধানসমূহ فَلَمْ يُعْتَبَرْ অতএব, বিবেচনা করা হবে না (এ ক্ষেত্রে) مَعْنَاهُ তার অর্থ وَلِاَنَّهٗ এ ছাড়া পবিত্র কুরআন مَحْفُوْظٌ নিরাপদ عَنِ التَّغْيِيْرِ পরিবর্তন হতে وَمَصُوْنٌ এবং সুরক্ষিত عَنِ التَّبْدِيْلِ পরিবর্ধন হতে قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى মহান আল্লাহ বলেন اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا নিশ্চয়ই আমি অবতীর্ণ করেছি الذِّكْرَ

مِمَّنْ কুরআন وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ আর আমিই তা সংরক্ষণ করবো فَيَصِحُّ অতএব, জায়েজ হবে نَقْلُ বর্ণনা করা نَظْمِهٖ তার শব্দসমূহ ঐ ব্যক্তির জন্য لَيْسَتْ لَهٗ مَعْرِفَةٌ যার জ্ঞাত নেই بِمَعْنَاهُ তার অর্থ وَالْعَدَالَةُ আর ন্যায়পরায়ণতার অর্থ হলো وَهِىَ الْاِسْتِقَامَةُ অবিচল বা অটল থাকা فِى الدِّيْنِ দীনের উপর وَهُوَ يَتَفَاوَتُ আর তা বিভক্ত اِلٰى دَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ বিভিন্ন স্তরে بِالْاِفْرَاطِ উদারতা وَالتَّعَصُّبِ এবং গোঁড়ামির বিবেচনায় وَالْمُعْتَبَرُ هٰهُنَا আর এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো كَمَالُهَا পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা وَهُوَ رُجْحَانُ আর তা হচ্ছে প্রাধান্য পাবে جِهَةِ দিক الدِّيْنِ দীনের وَالْعَقْلِ এবং আকল বা জ্ঞানের عَلٰى طَرِيْقِ পদ্ধতির উপর الْهَوٰى প্রবৃত্তির وَالشَّهْوَةِ এবং কামনা-বাসনার حَتّٰى এমনকি اِذَا ارْتَكَبَ যখন কেউ লিপ্ত হবে كَبِيْرَةً কবীরা গুনাহে اَوْ اَصَرَّ অথবা বারবার লিপ্ত হবে عَلٰى সগীরা গুনাহে سَقَطَتْ তখন নষ্ট হয়ে যাবে عَدَالَتُهٗ তার ন্যায়পরায়ণতা وَاِنْ لَمْ يُصِرَّ আর যদি বারবার না করে عَلٰى صَغِيْرَةٍ صَغِيْرَةٍ ছোট গুনাহ بَلْ يَلُمُّ بِهَا বরং তাতে লিপ্ত হয় اَحْيَانًا কখনো কখনো لَمْ تَسْقُطْ তাহলে নষ্ট হবে না عَدَالَتُهٗ তার ন্যায়পরায়ণতা لِاَنَّ الْاِحْتِرَازَ কেননা, বেঁচে থাকা عَنْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ সর্বপ্রকার পাপ হতে مِنْ خَوَاصِّ الْاَنْبِيَاءِ শুধু নবীগণেরই বিশিষ্ট্য وَمُتَعَذِّرٌ আর এটা অতি কঠিন কাজ فِىْ حَقِّ অধিকারে عَامَّةِ الْبَشَرِ সাধারণ মানুষের وَالْاِصْرَارُ বারবার লিপ্ত হওয়া عَلٰى ذٰلِكَ সগীরা গুনাহে يَكُوْنُ তা হবে بِمَنْزِلَةِ স্থলাভিষিক্ত الْكَبِيْرَةِ বড় গুনাহের فَيَجِبُ সুতরাং আবশ্যক হলো الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ তা হতে বিরত থাকা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهٰذَا بِخِلَافِ الْقُرْاٰنِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কুরআন মাজীদ نَقْل-এর জন্য অর্থ জানা শর্ত নয়– প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, হাদীসের ضَبْط-এর ব্যাপারে উদ্দিষ্ট অর্থ উপলব্ধি করার জন্য যে শর্তাবলি আরোপ করা হয়েছে কুরআন মজীদের ব্যাপারটি এটার ব্যতিক্রম। অর্থাৎ কুরআনের বর্ণনার জন্য অর্থ উপলব্ধি সম্পর্কিত উপরোক্ত শর্তাবলি জরুরি নয়। এটার কতিপয় কারণ রয়েছে

১. কুরআনে কারীম স্বয়ং নবী কারীম ﷺ ও তাঁর বিশিষ্ট সাহাবীগণ কর্তৃক সাব্যস্ত হয়েছে। আর তাঁরা পূর্ণ ضَبْط (সংরক্ষণ)-এর পরই তা نَقْل করেছেন। কাজেই সংরক্ষণ ক্ষমতাহীন বর্ণনাকারীর কারণে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে থাকে এখানে তার অবকাশ নেই।

২. কুরআনের ভাষা স্বয়ং অলৌকিক এবং এটার সাথে আহকাম সংশ্লিষ্ট রয়েছে। যেমন– জানাবত ওয়ালা ও হায়েয ওয়ালীদের জন্য তেলাওয়াতে কুরআন হারাম। কাজেই এক্ষেত্রে অর্থের বিবেচনা করা হয়নি। আর এ জন্যই অর্থের মাধ্যমে কুরআনে কারীমের বর্ণনা জায়েজ নেই। তবে ফারসি বা অন্য কোনো ভাষায় এটার অনুবাদ নিষিদ্ধ নয়; বরং অর্থকে কুরআন হিসেবে গণ্য করে বর্ণনা করা নিষিদ্ধ। কেননা, এটার দ্বারা গোমরাহীর প্রসার হয়ে থাকে। কারণ, যার নিকট তা বর্ণনা করা হয় সে তাকেই আল্লাহর বাণী মনে করে নামাজ পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৩. স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এটার হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমি অবশ্যই এটার হেফাজতকারী।

قَوْلُهٗ وَالْعَدَالَةُ وَهِىَ الْاِسْتِقَامَةُ فِى الدِّيْنِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে عَدَالَةٌ-এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। عَدَالَةٌ বলে দীনের উপর অটল থাকা। তবে এটা কমবেশি হওয়ার দিক দিয়ে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। আর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ عَدَالَةٌ (ন্যায়পরায়ণতা) অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ মানসিক লালসা ও কু-প্রবৃত্তির উপর বিচার-বুদ্ধি ও দীনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। যাতে তার অপকর্মে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে না। সুতরাং কবীরা গুনাহের কারণে এবং সাগীরা গুনাহ বারংবার করার কারণে عَدَالَةٌ তিরোহিত হয়ে যাবে। কেননা, একবারের জন্যও যদি সে কবীরা গুনাহ করে, তাহলে তার ব্যাপারে বিশ্বস্ততা থাকবে না। হতে পারে সে মিথ্যায় জড়িয়ে যাবে। আর বারবার সগীরা গুনাহ করাও কবীরা গুনাহের পর্যায়ভুক্ত কাজেই এটা হতেও বিরত থাকতে হবে। কেননা, সাগীরা গুনাহ হতে নবীগণ ব্যতীত আর কেউ-ই সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত থাকতে পারে না।

তা ছাড়া হীন ও নিকৃষ্ট কাজ এবং পেশা হতেও বিরত থাকা চাই। কেননা, এটা লজ্জাহীনতা ও অসদাচরণের পরিচায়ক। যেমন– রাস্তায় কিছু খাওয়া ও চামড়ার ব্যবসা ইত্যাদি।

وَفِى الْكَبَائِرِ اِخْتِلَافٌ فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهَا سَبْعٌ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَةِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَالْاِلْحَادُ فِى الْحَرَمِ وَ رَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) مَعَ ذٰلِكَ اَكْلَ الرِّبٰوا وَعَلِىٌّ (رض) اَضَافَ اِلٰى ذٰلِكَ السَّرِقَةَ وَشُرْبَ الْخَمْرِ وَ زَادَ بَعْضُهُمُ الزِّنَا وَاللِّوَاطَةَ وَالسِّحْرَ وَشَهَادَةَ الزُّوْرِ وَالْيَمِيْنَ الْكَاذِبَةَ وَقَطْعَ الطَّرِيْقِ وَالْغِيْبَةَ وَالْقِمَارَ وَقِيْلَ هُمَا اَمْرَانِ اِضَافِيَانِ فَكُلُّ ذَنْبٍ بِاِعْتِبَارِ مَا تَحْتَهُ كَبِيْرٌ وَبِاِعْتِبَارِ مَا فَوْقَهُ صَغِيْرٌ دُوْنَ قُصُوْرِهَا وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِظَاهِرِ الْاِسْلَامِ وَاعْتِدَالِ الْعَقْلِ فَاِنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ كُلَّ مَنْ هُوَ مُسْلِمٌ مُعْتَدِلُ الْعَقْلِ لَا يَكْذِبُ وَيَمْتَنِعُ عَنْ خِلَافِ الشَّرْعِ وَلٰكِنَّ هٰذَا لَا يَكْفِىْ لِرِوَايَةِ الْحَدِيْثِ لِاَنَّ هٰذَا الظَّاهِرَ يُعَارِضُهُ ظَاهِرٌ اٰخَرُ وَهُوَ هَوَى النَّفْسِ فَكَانَ عَدْلًا مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ وَاِنَّمَا يَكْفِىْ هٰذَا فِى الشَّاهِدِ فِىْ غَيْرِ الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ مَا لَمْ يَطْعَنِ الْخَصْمُ فَاِذَا كَانَ فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ اَوْ طَعَنَ الْخَصْمُ فِيْهِ لَا يَكْفِىْ هٰهُنَا اَيْضًا -

সরল অনুবাদ : আর কবীরা গুনাহের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণনা মতে কবীরা গুনাহ সংখ্যায় সাতটি। যথা- ১. আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করা। ২. কোনো মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। ৩. কোনো সতীসাধ্বী নারীর প্রতি জেনার অপবাদ আরোপ করা। ৪. জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা। ৫. এতিমের মাল ভক্ষণ করা। ৬. মুসলমান মাতাপিতার নাফরমানী করা এবং ৭. হারাম শরীফে বে-দীনি কাজে লিপ্ত হওয়া। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়াত মতে এ সব বস্তুর সাথে অষ্টম কবীরা হলো ৮. সুদ খাওয়া। হযরত আলী (রা.) এদের উপর আরো দু'টি বস্তু বৃদ্ধি করেছেন- ৯. চুরি করা ও ১০. মদ্যপান করা। কেউ কেউ এদের উপর এগুলো বৃদ্ধি করেছেন- ১১. জেনা করা। ১২. সমকামিতা করা। ১৩. যাদু করা। ১৪. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা। ১৫. মিথ্যা শপথ করা। ১৬. ডাকাতি করা। ১৭. কারো অসাক্ষাতে তার নিন্দা করা ও ১৮. জুয়া খেলা। আর কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, সগীরা ও কবীরা- এরা আপেক্ষিক দুই গুনাহর নাম। সুতরাং প্রত্যেক গুনাহ তার ছোটটির তুলনায় কবীরা এবং বড়টির তুলনায় সগীরা। **অসম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা বিবেচ্য নয়। আর তা হলো সে ন্যায়পরায়ণতা, যা বাহ্যিক ইসলাম ও জ্ঞানের ভারসাম্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়।** কেননা, প্রকাশ্য কথা এই যে, যে ব্যক্তি মুসলমান ও সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী, সে মিথ্যা কথা বলে না এবং শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ হতে বিরত থাকে। কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এটুকুই যথেষ্ট নয়। কেননা, এ বাহ্যিক অবস্থার বিপরীতে অন্য আরেকটি বাহ্যিক অবস্থা অর্থাৎ মানুষের প্রবৃত্তি বর্তমান রয়েছে। সুতরাং এ ব্যক্তি এক বিবেচনায় ন্যায়পরায়ণ বটে, কিন্তু অন্য বিবেচনায় ন্যায়পরায়ণ নয়। তবে কোনো সাক্ষীর বেলায় এ পরিমাণ গুণ বিদ্যমান থাকাই যথেষ্ট, যে নির্ধারিত দণ্ড ও কেসাস ব্যতীত অন্য সব ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে, আর তাও শুধু সে ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিপক্ষ তাকে অভিযুক্ত মনে না করে। আর এরূপ ব্যক্তি যখন নির্ধারিত দণ্ড ও কেসাসের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদান করবে অথবা প্রতিপক্ষ তাকে অভিযুক্ত মনে করবে, তখন সে ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَفِى الْكَبَائِرِ আর কবীরা গুনাহের ব্যাপারে اِخْتِلَافٌ মতবিরোধ রয়েছে فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণনা মতে اَنَّهَا سَبْعٌ কবীরা গুনাহের সংখ্যা সাতটি- ১. اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করা ২. وَقَتْلُ হত্যা করা النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ কোনো মুসলমানকে ৩. وَقَذْفُ জেনার অপবাদ দেওয়া الْمُحْصِنَةِ কোনো সতী নারীর প্রতি ৪. وَالْفِرَارُ পলায়ন করা مِنَ الزَّحْفِ যুদ্ধের ময়দান হতে ৫. وَاَكْلُ ভক্ষণ করা مَالِ الْيَتِيْمِ এতিমের সম্পদ ৬. وَعُقُوْقُ অবাধ্যাচরণ করা الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ মুসলমান মাতাপিতার ৭. وَالْاِلْحَادُ মন্দকাজ করা فِى الْحَرَمِ হারাম শরীফে وَ رَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন مَعَ ذٰلِكَ এগুলোর সাথে ৮. اَكْلَ الرِّبٰوا সুদ খাওয়া وَعَلِىٌّ (رض) আর হযরত আলী (রা.) اَضَافَ বৃদ্ধি করেছেন اِلٰى ذٰلِكَ এর সাথে ৯. السَّرِقَةَ চুরি করা ১০. وَشُرْبَ الْخَمْرِ মদ পান করা وَ زَادَ بَعْضُهُمْ আর কেউ কেউ

বৃদ্ধি করেছেন ১১. الزِّنَا জেনা করা ১২. وَاللِّوَاطَةَ সমকামিতা করা ১৩. وَالسِّحْرَ যাদু করা ১৪. وَشَهَادَةَ الزُّوْرِ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা ১৫. وَالْيَمِيْنَ الْكَاذِبَةَ মিথ্যা শপথ করা ১৬. وَقَطْعَ الطَّرِيْقِ ডাকাতি করা ১৭. وَالْغِيْبَةَ পরচর্চা করা (১৮) وَالْقِمَارَ ও জুয়া খেলা وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন هُمَا اَمْرَانِ সাগীরা ও কবীরা পাপদ্বয় اِضَافِيَّانِ আপেক্ষিক তথা সম্পর্কীয় বিষয় فَكُلُّ ذَنْبٍ অতএব প্রত্যেক পাপই صَغِيْرٌ হিসেবে বা তুলনায় بِاعْتِبَارِ مَا فَوْقَهُ তার বড়টির ছোট গুনাহ وَبِاعْتِبَارِ مَا تَحْتَهُ তার ছোটটির كَبِيْرٌ বড় এবং তুলনায় دُوْنَ ধর্তব্য বা বিবেচ্য নয় قُصُوْرِهَا অসম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা وَهُوَ আর তা হলো مَا ثَبَتَ যা সাব্যস্ত হয় بِظَاهِرِ الْاِسْلَامِ বাহ্যিক ইসলাম দ্বারা وَاعْتِدَالِ الْعَقْلِ এবং ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা فَاِنَّ الظَّاهِرَ কেননা, প্রকাশ্য কথা হলো اَنَّ كُلَّ مَنْ هُوَ مُسْلِمٌ নিশ্চয়ই যে মুসলমান مُعْتَدِلُ الْعَقْلِ সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী لَا يَكْذِبُ সে মিথ্যা বলে না وَيَمْتَنِعُ আর সে বিরত থাকে عَنْ خِلَافِ الشَّرْعِ শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ হতে وَلٰكِنَّ هٰذَا কিন্তু এটা لَا يَكْفِيْ যথেষ্ট নয় لِرِوَايَةِ الْحَدِيْثِ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে لِاَنَّ কেননা هٰذَا الظَّاهِرَ এ বাহ্যিক অবস্থার يُعَارِضُهُ বিপরীতে রয়েছে ظَاهِرٌ اٰخَرُ অপর একটি বাহ্যিক অবস্থা وَهُوَ আর তা হলো هَوَى النَّفْسِ আত্মার প্রবৃত্তি فَكَانَ عَدْلًا অতএব, সে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ مِنْ وَجْهٍ এক দিক থেকে دُوْنَ وَجْهٍ অন্য বিবেচনায় নয় وَاِنَّمَا يَكْفِيْ هٰذَا তবে এটা যথেষ্ট হবে فِى الشَّاهِدِ সাক্ষীর বেলায় فِىْ غَيْرِ الْحُدُوْدِ নির্ধারিত দণ্ড ব্যতীত وَالْقِصَاصِ এবং কেসাস ব্যতীত مَا لَمْ যে পর্যন্ত তাকে অভিযুক্ত না করে الْخَصْمُ প্রতিপক্ষ فَاِذَا كَانَ আর যখন এরূপ ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে فِى الْحُدُوْدِ নির্ধারিত দণ্ড বিধানে وَالْقِصَاصِ এবং কেসাসের ক্ষেত্রে اَوْ طَعَنَ অথবা অভিযুক্ত করবে الْخَصْمُ فِيْهِ প্রতিপক্ষ এ বিষয়ে يَطْعَنِ لَا يَكْفِىْ هٰهُنَا اَيْضًا তবে এ ক্ষেত্রেও তার সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَفِى الْكَبَائِرِ اِخْتِلَافٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কবীরা গুনাহের সংখ্যা ও সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কবীরা গুনাহের সংখ্যা ও সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম (র.)-এর মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, কবীরা গুনাহ সাতটি– ১. আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করা। ২. ঈমানদারকে হত্যা করা। ৩. এতিমের সম্পদ হরণ করা। ৪. সতী-সাধ্বী রমণীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া। ৫. জিহাদ হতে পলায়ন করা। ৬. মুসলমান পিতামাতার সাথে অসদাচরণ করা। ৭. হারাম শরীফে ধর্মদ্রোহিতার সাথে জড়িয়ে পড়া। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর সাথে ৮. সুদ খাওয়াকে যুক্ত করেছেন। হযরত আলী (রা.) এদের সাথে আরো দু'টিকে যোগ করেছেন। ৯. চুরি করা। ১০. মদ্য পান করা। কোনো কোনো মনীষী এদের সাথে নিম্নোক্তগুলোকেও যোগ করেছেন। ১১. জেনা করা। ১২. পুরুষ সঙ্গম করা। ১৩. যাদুমন্ত্র করা। ১৪. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। ১৫. মিথ্যা শপথ করা। ১৬. ডাকাতি করা। ১৭. গিবত বা পরনিন্দা করা। ১৮. জুয়া খেলা। এখানে কাবীরা গুনাহ মোট আঠারটি হলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কবীরা গুনাহ কি সাতটি? জবাবে তিনি বলেছেন, তার সংখ্যা সত্তরটি। অন্য বর্ণনায় আছে, তা প্রায় সাতশতটি। ইমাম বায়যাবী (র.) বলেছেন, কবীরা গুনাহের নির্ধারিত কোনো সংখ্যা নেই; হাদীসে কেবল উদাহরণ হিসেবে কতিপয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

–(বায়যাবী, ফাতহুল মুলহিম)

কাবীরা (ও সগীরা) গুনাহের সংজ্ঞার ব্যাপারেও আলিমগণ মতভেদ করেছেন। সুতরাং ১. কেউ কেউ বলেছেন, যে গুনাহ নামাজ-রোজা ইত্যাকার সৎকর্মের দ্বারা মাফ হয়ে যায় তা সগীরা, আর যা মাফ হয় না তা কবীরা। ২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হাসান বসরী (র.)-এর মতে, যে গুনাহের মোকাবিলায় শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে বা অভিশাপ দেওয়া হয়েছে তা কবীরা; তা ছাড়া অন্যান্যগুলো সগীরা। ৩. ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন, প্রত্যেক গুনাহ তার ঊর্ধ্বতন গুনাহের মোকাবিলায় সগীরা এবং অধঃস্তন গুনাহের তুলনায় কাবীরা। যেমন– আজনাবী (গায়রে মুহার্‌রাম) মহিলার সাথে এক বিছানায় শয়ন করা তার প্রতি কু-দৃষ্টি দেওয়ার তুলনায় কবীরা এবং তার সাথে জেনা করার তুলনায় সাগীরা।

قَوْلُهُ دُوْنَ قُصُوْرِهَا وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِظَاهِرِ الْاِسْلَامِ الخ -এর আলোচনা : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অপূর্ণাঙ্গ عَدَالَةٌ গ্রহণযোগ্য হবে না। আর অপূর্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতা (عَدَالَتْ قَاصِرَه) হলো যা ব্যক্তির বাহ্যিক ইসলাম ও স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধির দ্বারা প্রতীয়মান হয়। কেননা, স্বভাবত একজন বিবেকবান মুসলমান মিথ্যাবাদী হতে পারে না; বরং সে শরিয়ত বিরোধী যে কোনো তৎপরতা হতে বিরত থাকবে। যা হোক, এতটুকু عَدَالَةٌ হাদীস বর্ণনার যোগ্যতা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ, এ বাহ্যিক অবস্থার প্রতিপক্ষে আরো একটি বাহ্যিক অবস্থা আছে। তা হলো মানসিক লালসা ও কু-প্রবৃত্তির আনুগত্য প্রবণতা। কাজেই একদিকের বিচারে সে ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত হলেও অন্যদিকের বিবেচনায় ন্যায়পরায়ণ হওয়া সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং হাদীসের বর্ণনায় মাত্র এতটুকু ন্যায়পরায়ণতা যথেষ্ট ও গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে দণ্ডবিধি (حُدُوْد) ও কিসাস (قِصَاص) ব্যতীত অন্যত্র স্বাক্ষী প্রদানের জন্য অতটুকু عَدَالَةٌ যথেষ্ট। তবে এ শর্তে যে, বিরোধীগণ তার (عَدَالَةٌ -এর) ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে না।

وَالْإِسْلَامُ وَهُوَ التَّصْدِيْقُ وَالْإِقْرَارُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى كَمَا هُوَ وَاقِعٌ فَالتَّصْدِيْقُ عِبَارَةٌ عَنْ نِسْبَةِ الصِّدْقِ إِلَى الْمُخْبِرِ اِخْتِيَارًا لِأَنَّ الْإِذْعَانَ قَدْ يَقَعُ فِيْ قَلْبِ الْكَافِرِ بِالضَّرُوْرَةِ وَلَا يُسَمّٰى ذٰلِكَ إِيْمَانًا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ وَحُصُوْلُ هٰذَا الْمَعْنٰى لِلْكُفَّارِ مَمْنُوْعٌ وَلَوْ سُلِّمَ فَكُفْرُهُمْ بِاعْتِبَارِ إِمَارَاتِ الْإِنْكَارِ وَالْإِقْرَارُ شَرْطٌ لِإِجْرَاءِ الْأَحْكَامِ أَوْ رُكْنٌ مِثْلُ التَّصْدِيْقِ بِأَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهٖ بِاللّٰهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مُتَعَلِّقًا بِالْوَاقِعِ الْمُقَدَّرِ خَبَرًا لِهُوَ وَالْأَسْمَاءُ هِيَ الْمُشْتَقَّاتُ مِنَ الرَّحْمٰنِ وَالرَّحِيْمِ وَالْعَلِيْمِ وَالْقَدِيْرِ وَالصِّفَاتُ هِيَ مَبَادِئُ الْمُشْتَقَّاتِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَقَبُوْلُ أَحْكَامِهٖ وَشَرَائِعِهٖ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَرْفُوْعًا مَعْطُوْفًا عَلَى الْإِقْرَارِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَجْرُوْرًا مَعْطُوْفًا عَلٰى قَوْلِهٖ بِأَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَالشَّرْطُ فِيْهِ الْبَيَانُ إِجْمَالًا كَمَا ذَكَرْنَا أَيِ الشَّرْطُ فِي الْإِسْلَامِ بَيَانُ الشَّرَائِعِ إِجْمَالًا بِأَنْ يَقُوْلَ كُلُّ مَا جَاءَ بِهٖ مُحَمَّدٌ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ وَأَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مَعَ جَمِيْعِ صِفَاتِهٖ قَدِيْمٌ ثَابِتٌ حَقٌّ -

সরল অনুবাদ : আর 'ইসলাম'-এর অর্থ **আল্লাহ তা'আলাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা এবং মৌখিকভাবে তার স্বীকারোক্তি প্রদান করা– যেমনটি তিনি বিদ্যমান রয়েছেন।** تَصْدِيْق শব্দের অর্থ– স্বেচ্ছায় সংবাদদাতার প্রতি সত্যবাদিতাকে সম্বন্ধযুক্ত করা। কেননা, একিন তো কোনো কোনো সময় কাফিরের অন্তরেও অপরিহার্যরূপে সৃষ্টি হয়ে যায়, কিন্তু একে 'ঈমান' নামে অভিহিত করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ এ কারণেই تَصْدِيْق-এর উল্লিখিত অর্থ কাফিরের জন্য অর্জিত হওয়া নিষিদ্ধ। আর যদি কাফিরের জন্য এ অর্থ স্বীকারও করে নেওয়া হয়, তাহলেও তাদের কাফির হওয়া অস্বীকৃতির আলামতসমূহের বিবেচনায় সাব্যস্ত হবে। আর মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকারোক্তি প্রদান করা– এটা শরিয়তের আহ্কাম সচল রাখার জন্য শর্ত অথবা تَصْدِيْق-এর ন্যায় এটাও ঈমানের একটি রুকন। **তাঁর নাম ও সিফাতসমূহের সাথে।** এটা গ্রন্থকার (র.)-এর কওল بِاللّٰهِ হতে بَدَل হয়েছে। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এটা উহ্য وَاقِعٌ শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, যা هُوَ-এর খবর হয়েছে। আর أَسْمَاء দ্বারা مُشْتَقَّاتٌ (যা ذَات مَعَ الْوَصْفِ) যেমন– রহমান, রহীম, আলীম, ক্বাদীর ইত্যাদি আর সিফাত দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দাবলির উৎসসমূহই উদ্দেশ্য। যেমন– ইলম, কুদরত ইত্যাদি এবং **তাঁর আহকাম ও বিধানসমূহকে কবুল করা।** সম্ভাবনা রয়েছে যে, قَبُوْلُ শব্দটি মারফূ' হবে এবং পূর্বোক্ত إِقْرَارٌ শব্দের উপর মা'তূফ হবে। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তা যের বিশিষ্ট হবে এবং بِأَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ-এর উপর মা'তূফ হবে। আর মুসলমান হওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই শর্ত– যেমনটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার জন্য সংক্ষিপ্তাকারে আহকামে শরীয়তের বর্ণনাই যথেষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ এভাবে বলবে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা সবই সত্য আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর গুণাবলির সাথে অবিনশ্বর, অস্তিত্বশীল ও সত্য।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْإِسْلَامُ আর ইসলাম وَهُوَ التَّصْدِيْقُ তা হলো আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা وَالْإِقْرَارُ মৌখিকভাবে স্বীকার করা بِاللّٰهِ تَعَالٰى মহান আল্লাহকে كَمَا هُوَ وَاقِعٌ যেমনিভাবে তিনি বিদ্যমান রয়েছেন فَالتَّصْدِيْقُ عِبَارَةٌ আর তাসদীক বলা হয় عَنْ نِسْبَةِ الصِّدْقِ সত্যবাদিতাকে সম্বন্ধযুক্ত করা إِلَى الْمُخْبِرِ সংবাদদাতার প্রতি اِخْتِيَارًا স্বেচ্ছায় لِأَنَّ الْإِذْعَانَ কেননা, একিন বা বিশ্বাস قَدْ يَقَعُ কখনো সৃষ্টি হয় فِيْ قَلْبِ الْكَافِرِ কাফিরের অন্তরে بِالضَّرُوْرَةِ অপরিহার্য রূপে وَلَا يُسَمّٰى ذٰلِكَ কিন্তু একে অভিহিত করা যাবে না إِيْمَانًا ঈমান নামে قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন يَعْرِفُوْنَهٗ ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চেনে كَمَا يَعْرِفُوْنَ যেমনিভাবে চেনে أَبْنَاءَهُمْ তাদের সন্তানদেরকে وَحُصُوْلُ আর অর্জিত হওয়া هٰذَا الْمَعْنٰى এ অর্থ

لِلْكُفَّارِ কাফিরের জন্য مَمْنُوْعٌ নিষিদ্ধ وَلَوْ سُلِّمَ আর যদি এটা স্বীকার করেও নেওয়া হয় فَكُفْرُهُمْ তবে তাদের কুফরি সাব্যস্ত হবে لِإِجْرَاءِ শর্ত شَرْطٌ আলামতসমূহের বিবেচনায় الْإِنْكَارِ অস্বীকৃতির وَالْإِقْرَارُ আর মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকৃতি بِاعْتِبَارِ إِمَارَاتِ الْأَحْكَامِ বিধিবিধান সচল রাখার জন্য أَوْ رُكْنٌ অথবা এটাও একটা রুকন مِثْلُ التَّصْدِيْقِ তাসদীকের ন্যায় بِأَسْمَائِهِ তাঁর নামসমূহের সাথে وَصِفَاتِهِ এবং তাঁর সিফাতসমূহের সাথে بَدَلٌ এটা বদল بِاللّٰهِ হতে مِنْ قَوْلِهِ بِاللّٰهِ গ্রন্থকারের উক্তি وَيَحْتَمِلُ আর সম্ভাবনা আছে أَنْ يَكُوْنَ হওয়া مُتَعَلِّقًا সংশ্লিষ্ট بِالْوَاقِعِ : وَاقِعٌ শব্দের সাথে الْمُقَدَّرِ যা উহ্য রয়েছে خَبَرًا لِهُوَ যা هُوَ-এর খবর وَالْأَسْمَاءُ আর أَسْمَاء দ্বারা উদ্দেশ্য هِيَ الْمُشْتَقَّاتُ ইসমে মুশতাকসমূহ مِنَ الرَّحْمٰنِ وَالرَّحِيْمِ وَالْعَلِيْمِ وَالْقَدِيْرِ যেমন– রহমান, রাহীম, আলীম, ক্বাদীর ইত্যাদি وَالصِّفَاتُ هِيَ আর সিফাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَبَادِئُ উৎসসমূহ الْمُشْتَقَّاتِ সিফাত দ্বারা নিষ্পন্ন مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ যেমন– ইলম, কুদরত ইত্যাদি وَقَبُوْلُ এবং কবুল বা গ্রহণ করা أَحْكَامِهِ তার আহকামসমূহ وَشَرَائِعِهِ এবং বিধিবিধানসমূহ يَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রয়েছে যে أَنْ يَكُوْنَ কবুল শব্দটি হওয়া مَرْفُوْعًا মারফূ'যুক্ত مَعْطُوْفًا যা মা'তূফ হবে عَلَى الْإِقْرَارِ ইকরার শব্দের উপর وَيَحْتَمِلُ আবার এ সম্ভাবনা রয়েছে যে أَنْ يَكُوْنَ مَجْرُوْرًا তা যের বিশিষ্ট হবে مَعْطُوْفًا মা'তূফ হয়ে عَلٰى قَوْلِهِ গ্রন্থকারের এই কথার উপর بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ - وَالشَّرْطُ فِيْهِ আর মুসলমান হওয়ার জন্য শর্ত হলো الْبَيَانُ إِجْمَالًا সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই كَمَا ذَكَرْنَا যেমনি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি أَيْ অর্থাৎ الشَّرْطُ শর্ত হলো فِي الْإِسْلَامِ মুসলমান হওয়ার জন্য بَيَانُ বর্ণনা করা الشَّرَائِعِ শরিয়তের বিধিবিধানসমূহ إِجْمَالًا সংক্ষিপ্তাকারে بِأَنْ يَقُوْلَ এভাবে বলবে যে كُلُّ সবকিছু مَا جَاءَ بِهِ যা নিয়ে এসেছেন مُحَمَّدٌ ﷺ মুহাম্মদ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ তা সবই সত্য وَأَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى আর আল্লাহ তা'আলা مَعَ جَمِيْعِ صِفَاتِهِ তাঁর সকল গুনাবলিসহ قَدِيْمٌ অবিনশ্বর ثَابِتٌ অস্তিত্বশীল حَقٌّ ও সত্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ التَّصْدِيْقُ وَالْإِقْرَارُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে হাদীসের বর্ণনাকারী মুসলমান হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে হাদীসের বর্ণনাকারী কিরূপ মুসলমান হওয়া আবশ্যক তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আর মুসলমান হওয়াকে এ জন্য শর্ত করা হয়েছে যে, কাফির তো কুফরির প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে দীনের ভিত্তি নির্মূল করে দিতে বদ্ধপরিকর। কাজেই তার বর্ণনা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর ইসলামের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে অন্তরের সাথে সত্য বলে জানা এবং মুখে তার স্বীকারোক্তি দেওয়া। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে নবী করীম ﷺ আল্লাহর একত্ববাদের যে ঘোষণা দিয়েছেন সে ব্যাপারে তাঁকে সত্যায়িত করা। কেননা, নিছক বিশ্বাস কদাচিত কাফিরের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে, তাই বলে তাকে ঈমান বলা যায় না।

قَوْلُهُ وَالشَّرْطُ فِيْهِ الْبَيَانُ إِجْمَالًا كَمَا ذَكَرْنَا الخ -এর আলোচনা : অত্র ইবারতে মুসলমান হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য শরয়ী বিধানাবলির ইজমালী বর্ণনা শর্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং এটার মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়; বরং তার সাথে সাথে শরিয়তের যাবতীয় আহকাম ও বিধানাবলিকেও মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে হবে। তবে এদের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা জরুরি নয়; বরং ইজমালী (সংক্ষিপ্ত) ভাবে বর্ণনা করলেই হবে। যেমন– এরূপ বলবে যে, নবী করীম ﷺ আল্লাহর পক্ষ হতে যেসব বিধানাবলি মানবজাতির জন্য নিয়ে আসছেন তার সবই সত্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্তা ও গুণাবলিসহ চিরন্তন, চিরঞ্জীব ও সত্য। আর এ বর্ণনার প্রয়োজন তখন পড়বে যখন তার নিকট মুসলমান হওয়ার কোনো নিদর্শন পাওয়া যাবে না। কিন্তু যখন তার নিকট মুসলমান হওয়ার নিদর্শন যেমন নামাজের জামাতে শরিক হওয়া ইত্যাদি পাওয়া যাবে তখন আর বর্ণনার প্রয়োজন হবে না; বরং ঐ নিদর্শনের দ্বারাই তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে।

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْتَفِيْ بِالْإِيْمَانِ الْإِجْمَالِيِّ حَيْثُ قَالَ لِأَعْرَابِيٍّ شَهِدَ بِهِلَالِ رَمَضَانَ اَتَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ فَقَبِلَ شَهَادَتَهٗ وَحَكَمَ بِالصَّوْمِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِجَارِيَةٍ اَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِى السَّمَاءِ فَقَالَ مَنْ اَنَا فَقَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ لِمَالِكِهَا اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ لَابُدَّ مِنَ الْوَصْفِ عَلَى التَّفْصِيْلِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ فَاسْتُوْصِفَتِ الْاِسْلَامَ فَلَمْ تَصِفْ فَاِنَّهَا تَبِيْنُ مِنْ زَوْجِهَا وَجُعِلَ ذٰلِكَ رِدَّةً مِنْهَا وَفِيْهِ حَرَجٌ عَظِيْمٌ لَا يَخْفٰى وَلِهٰذَا لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوْهِ وَالَّذِىْ اِشْتَدَّتْ غَفْلَتُهٗ تَفْرِيْعٌ عَلَى الشُّرُوْطِ الْاَرْبَعَةِ عَلٰى غَيْرِ تَرْتِيْبِ اللَّفِّ فَالْكَافِرُ رَاجِعٌ اِلَى الْاِسْلَامِ وَالْفَاسِقُ اِلَى الْعَدَالَةِ وَالصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوْهُ اِلٰى كَمَالِ الْعَقْلِ وَالَّذِىْ اِشْتَدَّتْ غَفْلَتُهٗ اِلَى الضَّبْطِ وَاَمَّا الْاَعْمٰى وَالْمَحْدُوْدُ فِى الْقَذْفِ وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ فَتُقْبَلُ رِوَايَتُهُمْ فِى الْحَدِيْثِ لِوُجُوْدِ الشَّرَائِطِ وَاِنْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ فِى الْمُعَامَلَاتِ هٰكَذَا قِيْلَ -

সরল অনুবাদ : নবী করীম ﷺ ঈমানের সংক্ষিপ্ত বিবরণকে মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচনা করতেন। যেমন তিনি জনৈক বেদুঈনকে– যে রমজানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিয়েছিল, বলেছিলেন– "তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল?" সে উত্তরে বলল, হ্যাঁ। তখন নবী করীম ﷺ তার সাক্ষ্য কবুল করে নিলেন এবং রোজা পালনের সাধারণ ঘোষণা প্রচার করলেন। অনুরূপভাবে তিনি একদা একটি ক্রীতদাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ কোথায়?' সে উত্তরে বলল, 'আসমানে'। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কে?' সে উত্তরে বলল, 'আপনি আল্লাহর রাসূল।' এতেই তিনি তার মালিককে বললেন যে, 'তাকে আজাদ করে দাও। কারণ, সে মুসলমান।' আর কোনো কোনো বুজুর্গ বলেছেন যে, মুসলমান হওয়ার জন্য ইসলামের বিস্তারিত বর্ণনা জরুরি। এমনকি যখন স্ত্রী প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে যাবে এবং ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর সে কিছুই বলতে সক্ষম হবে না, তখন তাকে স্বামীর নিকট হতে পৃথক করে দেওয়া হবে (তার উপর বায়েন তালাক পতিত হয়ে যাবে) এবং তার এ অক্ষমতা তার বেলায় ارتداد বা স্বধর্ম ত্যাগের কারণ হবে। কিন্তু ইসলামের এ বিস্তারিত বর্ণনাকে শর্ত সাব্যস্ত করার মধ্যে যে বিরাট অসুবিধা রয়েছে, তা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। **আর এ কারণেই কাফির, ফাসিক, শিশু, মতিভ্রম এবং চরম উদাস ব্যক্তির খবর কবুল করা হয় না।** এটা অধারাবাহিক পদ্ধতিতে উল্লিখিত শর্ত চতুষ্টয়ের উপর প্রশাখামূলক মাসআলা বিশেষ। কাফির শব্দটি ইসলামের সাথে, ফাসিক শব্দটি ন্যায়পরায়ণতার সাথে, শিশু ও মতিভ্রম শব্দটি পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাথে এবং চরম উদাস শব্দটি সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। আর অন্ধ, জেনার অপবাদদানের অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি (তওবা করার পর), স্ত্রীলোক ও ক্রীতদাস-এর রেওয়ায়াত হাদীসের বেলায় গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, তাদের মধ্যে উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। যদিও মুয়ামালা বা পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ কেউ এরূপই বলেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ আর নবী করীম ﷺ يَكْتَفِىْ যথেষ্ট মনে করতেন بِالْاِيْمَانِ ঈমানের الْاِجْمَالِيِّ সংক্ষিপ্ত বিবরণকে حَيْثُ قَالَ যেমনি তিনি বলেছেন لِاَعْرَابِيٍّ জনৈক বেদুঈনকে شَهِدَ যে সাক্ষ্য প্রদান করেছে بِهِلَالِ رَمَضَانَ রমজানের চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে اَتَشْهَدُ তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই وَاَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ আর মুহাম্মদ ﷺ رَسُوْلُ اللّٰهِ আল্লাহর রাসূল قَالَ نَعَمْ সে জবাবে বলল, হ্যাঁ فَقَبِلَ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কবুল করলেন شَهَادَتَهٗ তার সাক্ষ্য وَحَكَمَ এবং হুকুম দিলেন بِالصَّوْمِ রোজা রাখার وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন لِجَارِيَةٍ একটি ক্রীতদাসীকে اَيْنَ اللّٰهُ আল্লাহ কোথায় قَالَتْ জবাবে সে বলল فِى السَّمَاءِ আসমানে فَقَالَ তারপর জিজ্ঞাসা করলেন مَنْ اَنَا আমি কে فَقَالَتْ জবাবে সে বলল اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ فَقَالَ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন لِمَالِكِهَا বাঁদির মালিককে اَعْتِقْهَا একে মুক্ত করে দাও فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ কারণ সে মুসলমান وَقَالَ আর বলেছেন بَعْضُ الْمَشَائِخِ কোনো কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি لَابُدَّ مِنَ الْوَصْفِ মুসলমান হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো عَلَى التَّفْصِيْلِ বিস্তারিত বর্ণনা حَتّٰى اِذَا এমনকি যখন بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ স্ত্রী প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে যাবে فَاسْتُوْصِفَتِ এবং জিজ্ঞাসা করা হবে الْاِسْلَامَ ইসলাম সম্পর্কে فَلَمْ تَصِفْ যদি সে কিছুই বলতে না পারে فَاِنَّهَا تَبِيْنُ তখন তাকে পৃথক করে দেওয়া হবে مِنْ زَوْجِهَا তার স্বামীর নিকট হতে وَجُعِلَ ذٰلِكَ তার এই অক্ষমতাকে সাব্যস্ত করা

হয়েছে رِدَّةً مِنْهَا তার থেকে মুরতাদ হিসেবে وَفِيهِ আর বিস্তারিত বর্ণনায় রয়েছে حَرَجٌ عَظِيمٌ বিরাট অসুবিধা لَا يَخْفَى যা কারো নিকট অস্পষ্ট নয় وَلِهٰذَا لَا يُقْبَلُ এ কারণে গ্রহণ করা হবে না خَبَرُ সংবাদ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ কাফির ও ফাসিকের وَالصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ শিশু ও মতিভ্রমের وَالَّذِي اشْتَدَّتْ এবং যার প্রাধান্য হয়েছে غَفْلَتُهُ তার উদাসীনতা تَفْرِيعٌ প্রশাখামূলক মাসআলা বিশেষ عَلَى رَاجِعٌ الشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ উল্লিখিত চার শর্তের উপর عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ অধারাবাহিক পদ্ধতিতে فَالْكَافِرُ অতএব কাফির শব্দটি إِلَى الْإِسْلَامِ ইসলামের সাথে وَالْفَاسِقُ আর ফাসিক শব্দটি إِلَى الْعَدَالَةِ ন্যায়পরায়ণতার সাথে وَالصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ শিশু ও মতিভ্রম শব্দদ্বয় إِلَى كَمَالِ الْعَقْلِ পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাথে وَالَّذِي اشْتَدَّتْ غَفْلَتُهُ আর চরম উদাসীন শব্দটি إِلَى الضَّبْطِ সংরক্ষণের সাথে وَأَمَّا الْأَعْمَى অন্ধ ব্যক্তি وَالْمَحْدُودُ এবং দণ্ডিত ব্যক্তি فِي الْقَذْفِ জেনার অপবাদ দানের কারণে وَالْمَرْأَةُ স্ত্রীলোক وَالْعَبْدُ এবং ক্রীতদাস فَتُقْبَلُ গ্রহণ করা হবে رِوَايَتُهُمْ তাদের বর্ণনা فِي الْحَدِيثِ হাদীসের বেলায় لِوُجُودِ বিদ্যমান থাকার কারণে الشَّرَائِطِ উল্লিখিত শর্তসমূহ وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ যদিও গ্রহণযোগ্য নয় شَهَادَتُهُمْ তাদের সাক্ষ্য فِي الْمُعَامَلَاتِ পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত ব্যাপারে هٰكَذَا قِيلَ কেউ কেউ এরূপই বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ (ع) لِجَارِيَةٍ أَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ الخ **-এর আলোচনা** : হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলেছি আমার একটি দাসী ছিল, সে আমার বকরি চরাত। একবার একটি বকরি নিখোঁজ হয়ে যায়। আমি তাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। সে বলে যে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আমি এতদ্শ্রবণে দাসীটির মুখে চপেটাঘাত করি। আর আমার উপর একটি গোলাম আজাদ করার দায়িত্ব রয়েছে। এক্ষণে আমি কি তাকে আজাদ করতে পারি? তখন নবী করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, দাসীটি মুসলমান । তাকে আজাদ করতে পার। (ইমাম মালিক (র.) তা বর্ণনা করেছেন) উল্লেখ্য যে, হাদীসে বর্ণিত 'আল্লাহ কোথায়?' এর অর্থ হলো- أَيْنَ أَمْرُ اللّٰهِ -কেননা, আল্লাহ স্থান হতে পবিত্র। আর নবী করীম ﷺ তার ঈমানকে পরীক্ষা করার কারণ হলো কাফফারার মধ্যে গোলাম মুসলমান হওয়া উত্তম। একমাত্র হত্যার কাফফারা এটার ব্যতিক্রম। কেননা, তথায় গোলাম মুসলমান হওয়া শর্ত।

قَوْلُهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ الخ **-এর আলোচনা** : অত্র ইবারতে কাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কাফির, ফাসিক, মতিভ্রম (নির্বোধ) ও অত্যধিক অসতর্ক ব্যক্তিবর্গের বর্ণনা হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, কাফিরের মধ্যে ইসলামের শর্ত, ফাসিকের মধ্যে عَدَالَةٌ -এর শর্ত, শিশু ও নির্বোধের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আকল-এর শর্ত এবং অত্যধিক গাফিলের মধ্যে ضَبْط (সংরক্ষণ)-এর শর্ত অনুপস্থিত। আর বিদ'আতকারী যার মধ্যে ভ্রান্ত আকীদা রয়েছে- কারো কারো মতে তার বর্ণনা মোটেই গ্রহণীয় হবে না। কেননা, সে আমলের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী হতেও অধিকতর অপরাধ। কাজেই তার মধ্যে عَدَالَةٌ অনুপস্থিত। আবার কারো কারো মতে, যদি তারা মিথ্যাকে জায়েজ মনে করে যেমন শিয়া চরমপন্থিগণ যারা তাকীয়ার খাতিরে মিথ্যাকে জায়েজ মনে করে, তাহলে তাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি তারা মিথ্যাকে জায়েজ মনে না করে, তাহলে তাদের বর্ণনা গৃহীত হবে- যখন বর্ণনার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি পাওয়া যাবে। কেননা, এতে সত্যের দিক প্রবল রয়েছে। -(বাহরুল উলূম)

তবে ইমাম নববী (র.) শরহে মুসলিমে উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম সাতটি সহীহ নয়। কেননা, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বিদ'আতীদের হতে বহু বর্ণনা রয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْأَعْمَى وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ الخ **-এর আলোচনা** : অন্ধ, মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত (তওবা করার পর), স্ত্রীলোক ও ক্রীতদাসের বর্ণনা হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, হাদীস বর্ণনার জন্য আরোপিত শর্ত চতুষ্টয় তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। যদিও পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, মানুষের অধিকারের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দু'টি বস্তুর প্রয়োজন। ১. অতিরিক্ত পার্থক্য জ্ঞান। আর এটা অন্ধের মধ্যে অনুপস্থিত। ২. وِلَايَتْ (কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্ব)। কেননা, مَشْهُودٌ عَلَيْهِ -এর উপর شَاهِدٌ -এর অভিভাবকত্ব রয়েছে। কেননা, সে তার উপর কিছুকে চাপিয়ে দেয়। আর তা গোলামীর মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত এবং নারীর মধ্যে অপূর্ণাঙ্গ। আর মিথ্যা অপবাদকারীর সাক্ষ্য নিম্নোক্ত আয়াতের কারণে গৃহীত হবে না। وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا -(তাওযীহ)

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

১- كَمْ قِسْمًا لِلْخَبَرِ بِاعْتِبَارِ كَيْفِيَّةِ الْاِتِّصَالِ بِنَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

أَوْ- عَرِّفِ الْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ وَالْمَشْهُورَ مَعَ حُكْمِهِمَا؟ هَلِ الْعَدَدُ الْخَاصُّ شَرْطُ الْمُتَوَاتِرِ أَمْ لَا؟

২- مَا هُوَ الْخَبَرُ الْوَاحِدُ وَمَا حُكْمُهُ؟ أَثْبِتُوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ.

৩- إِنْ عُرِفَ الرَّاوِي بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُونَ الْفِقْهِ فَمَاذَا حُكْمُهُ؟ بَيِّنْ بِالتَّمْثِيلِ وَالتَّفْصِيلِ.

أَوْ- مَا هُوَ الْحَدِيثُ الْمُصَرَّاةُ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيهِ فِيمَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْكِرَامِ وَالْفُقَهَاءِ الْعِظَامِ؟ بَيِّنُوا بِالتَّفْصِيلِ.

৪- قَالَ الْمُصَنِّفُ الْعَلَّامُ (رح) وَإِنَّمَا جُعِلَ الْخَبَرُ حُجَّةً بِشَرَائِطَ. مَا هِيَ الشَّرَائِطُ الْمَذْكُورَةُ؟ أَوْضِحُوا.

وَالتَّقْسِيْمُ الثَّانِيْ فِي الْاِنْقِطَاعِ اَىْ عَدَمُ اِتِّصَالِ الْحَدِيْثِ بِنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ نَوْعَانِ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ اَمَّا الظَّاهِرُ فَالْمُرْسَلُ مِنَ الْاَخْبَارِ بِاَنْ لَا يَذْكُرَ الرَّاوِى الْوَسَائِطَ الَّتِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَلْ يَقُوْلُ قَالَ الرَّسُوْلُ ﷺ كَذَا وَهُوَ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ لِاَنَّهُ اِمَّا اَنْ يُرْسِلَهُ الصَّحَابِىُّ اَوْ يُرْسِلَهُ الْقَرْنُ الثَّانِىْ وَالثَّالِثُ اَوْ يُرْسِلَهُ مَنْ دُوْنَهُمْ اَوْ هُوَ مُرْسَلٌ مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ وَهُوَ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّحَابِىْ فَمَقْبُوْلٌ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّ غَالِبَ حَالِهِ اَنْ يَسْمَعَ بِنَفْسِهِ مِنْهُ ﷺ وَاِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ اَنْ يَسْمَعَ مِنْ صَحَابِيٍّ اٰخَرَ وَلَمْ يَكُنْ هُوَ بِنَفْسِهِ حَاضِرًا حِيْنَئِذٍ فَاِنْ اَرْسَلَ الصَّحَابِىْ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا وَاِنْ اَسْنَدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْ حَدَّثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا -

সরল অনুবাদ : আর দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ اِنْقِطَاعْ বা সনদের **বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে।** অর্থাৎ হাদীস নবী করীম ﷺ হতে আরম্ভ করে আমাদের পর্যন্ত সংযুক্ত না হওয়া প্রসঙ্গে। **আর এটা দু' প্রকার। যথা– ১.** ظَاهِرْ **বা প্রকাশ্য** ও ২. بَاطِنْ **বা গুপ্ত। যাহের মুরসাল হাদীসসমূহকেই বলা হয়।** এভাবে যে, রাবী তার ও নবী করীম ﷺ -এর মধ্যবর্তী মাধ্যমসমূহের উল্লেখ বর্জন করে সরাসরি قَالَ الرَّسُوْلُ ﷺ كَذَا বলে রেওয়ায়াত করেন। আর উসূলবিদগণের মতে মুরসাল হাদীস চার প্রকারে বিভক্ত। যথা– ১. সাহাবীগণের মুরসাল, ২. দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের রাবীগণের মুরসাল, ৩. এদের পরবর্তী যুগের রাবীগণের মুরসাল এবং ৪. সেই মুরসাল যা এক সনদের বিবেচনায় মুরসাল এবং অন্য সনদের বিবেচনায় মুরসাল নয়। **আর মুরসাল যদি কোনো সাহাবীর নিকট হতে হয়, তাহলে তা সর্বসম্মতিক্রমেই গ্রহণযোগ্য।** কেননা, অধিকাংশ সময় সাহাবী স্বয়ং নবী করীম ﷺ -এর নিকট হতেই হাদীস শ্রবণ করতেন। যদিও এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, কখনো কখনো একজন সাহাবী অন্য সাহাবীর মাধ্যমেও শ্রবণ করেছেন এবং তিনি স্বয়ং সেই সময় উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং কোনো সাহাবী যখন মুরসাল রেওয়ায়াত করেন, তখন বলেন– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا আর যখন মুসনাদ রেওয়ায়াত করেন, তখন বলেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْ حَدَّثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا

শাব্দিক অনুবাদ : وَالتَّقْسِيْمُ الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ হলো فِى الْاِنْقِطَاعِ সনদের বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে اَىْ অর্থাৎ عَدَمُ না হওয়া اِتِّصَالِ সংযুক্তি الْحَدِيْثِ হাদীসের بِنَا আমাদের পর্যন্ত مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে وَهُوَ نَوْعَانِ আর তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ظَاهِرٌ প্রকাশ্য وَبَاطِنٌ এবং অপ্রকাশ্য اَمَّا الظَّاهِرُ আর প্রকাশ্য বলা হয় فَالْمُرْسَلُ মুরসাল مِنَ الْاَخْبَارِ হাদীসসমূহ بِاَنْ এভাবে যে لَا يَذْكُرَ উল্লেখ করবে না الرَّاوِى বর্ণনাকারী الْوَسَائِطَ মাধ্যমসমূহের الَّتِىْ بَيْنَهُ যারা তার মাঝের وَبَيْنَ وَهُوَ এবং رَسُوْلِ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাঝের بَلْ يَقُوْلُ বরং সে বলে قَالَ الرَّسُوْلُ ﷺ كَذَا রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই বলেছেন وَهُوَ আর এটা اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ চার শ্রেণীতে বিভক্ত لِاَنَّهُ اِمَّا কেননা, হয়তো বা এটা اَنْ يُرْسِلَهُ মুরসাল করবে الصَّحَابِىُّ কোনো সাহাবী اَوْ يُرْسِلَهُ অথবা মুরসাল করবে الْقَرْنُ الثَّانِىْ দ্বিতীয় যুগের রাবী وَ الثَّالِثُ ও তৃতীয় যুগের اَوْ يُرْسِلَهُ অথবা মুরসাল করবে مَنْ دُوْنَهُمْ এদের পরবর্তী যুগের রাবীগণ اَوْ هُوَ مُرْسَلٌ অথবা তা মুরসাল হবে مِنْ وَجْهٍ এক সনদের বিবেচনায় دُوْنَ وَجْهٍ অপর সনদের বিবেচনায় নয় وَهُوَ اِنْ كَانَ আর যদি মুরসাল হয় مِنَ الصَّحَابِىْ কোনো সাহাবীর পক্ষ হতে فَمَقْبُوْلٌ তা গৃহীত হবে بِالْاِجْمَاعِ সর্বসম্মতিক্রমে لِاَنَّ কেননা غَالِبَ حَالِهِ তার প্রধান অবস্থা হলো اَنْ يَسْمَعَ بِنَفْسِهِ তার নিজেই শ্রবণ করা مِنْهُ ﷺ নবী করীম ﷺ হতে وَاِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ যদিও এ সম্ভাবনা আছে اَنْ يَسْمَعَ যে তার শ্রবণ করা مِنْ صَحَابِيٍّ اٰخَرَ অপর একজন সাহাবী হতে وَلَمْ يَكُنْ هُوَ بِنَفْسِهِ তিনি স্বয়ং ছিলেন না حَاضِرًا উপস্থিত حِيْنَئِذٍ তখন فَاِنْ اَرْسَلَ সুতরাং যখন মুরসাল করেন الصَّحَابِىْ কোনো সাহাবী يَقُوْلُ তখন বলেন قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন وَاِنْ اَسْنَدَ আর যখন মুসনাদ রেওয়ায়াত করেন يَقُوْلُ তখন তিনি বলেন سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হতে শুনেছি اَوْ حَدَّثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالتَّقْسِيْمُ الثَّانِيْ فِى الْاِنْقِطَاعِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে সুনানের দ্বিতীয় প্রকারভেদ اِنْقِطَاعْ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এখানে হাদীসের দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ হাদীসের দ্বিতীয় প্রকারভেদ হলো বর্ণনাকারী ও নবী করীম ﷺ -এর মাঝখানে اِنْقِطَاعْ হওয়া প্রসঙ্গে। উক্ত اِنْقِطَاعْ দু' প্রকার। ১. اِنْقِطَاع ظَاهِرِىْ (প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা), ২. اِنْقِطَاع بَاطِنِىْ (অপ্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা)। مُرْسَلْ হাদীসকে اِرْسَالْ করাকে اِنْقِطَاع ظَاهِرِىْ বলে। এভাবে যে, বর্ণনাকারী তার ও রাসূলে কারীম ﷺ -এর মধ্যবর্তী মাধ্যমগুলোক বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলে কারীম ﷺ -এর দিকে সম্বন্ধ করে বলবে যে, হুযূর ﷺ এরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সনদ হতে কতিপয় বর্ণনাকারীকে বাদ দেওয়া হবে। চাই তারা সাহাবী হোন বা তৎপরবর্তী যুগের কেউ এক হোন বা একাধিক হোন। অথবা সকল বর্ণনাকারীকেই বাদ দেওয়া হোক না কেন। উসূলবিদগণের পরিভাষায় এরা সকলেই مُرْسَلْ।

পক্ষান্তরে হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় যদি হাদীসের সনদে হুযূর ﷺ হতে শ্রবণকারী সাহাবী বাদ পড়ে যায় এবং সাহাবী হতে শ্রবণকারী তাবেয়ী বলেন– "রাসূলে কারীম ﷺ এরূপ বলেছেন" তবেই তা مُرْسَلْ হবে। আর যদি সনদের অন্যত্র হতে বর্ণনাকারীকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে একে مُنْقَطِعْ বলবে। যেমন– তাবে-তাবেয়ী বলবেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন। আর যদি সনদের প্রথমাংশ বাদ দেওয়া হয় অথবা সম্পূর্ণ সনদই বাদ দেওয়া হয়, তাহলে তাকে مُعَلَّقْ বলে। যেমন– আমরা বলে থাকি 'রাসূলে কারীম ﷺ এরূপ বলেছেন।' (মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) মুসতালাহাতে ইলমে হাদীসের ভূমিকায় এরূপ উল্লেখ করেছেন।)

قَوْلُهُ وَهُوَ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّحَابِىْ فَمَقْبُوْلٌ بِالْاِجْمَاعِ -এর আলোচনা : যদি কোনো সাহাবী اِرْسَالْ করে থাকেন, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সাধারণত সাহাবীগণ হুযূর ﷺ হতে শুনেই হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। অবশ্য এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, তিনি অন্য সাহাবী হতে শুনে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং স্বয়ং দরবারে নববীতে উপস্থিত ছিলেন না। তবে সাহাবী যখন اِرْسَالْ করেন তখন তিনি বলেন– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا আর যখন তিনি اِتِّصَالْ করেন তখন বলেন– سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَذَا অথবা حَدَّثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا মূলত কোনো সাহাবী অপর সাহাবীকে বাদ দিয়ে যার নিকট হতে সে হাদীসটি শুনেছে– হাদীস বর্ণনা করাকেই সাহাবীর اِرْسَالْ বলে। সুতরাং অপর সাহাবীটি مُرْسَلْ হাদীস হতে বর্জিত হলো। আর সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ কাজেই এমতাবস্থায় পরিত্যক্ত ব্যক্তি অজ্ঞাত রইল না; বরং তার ন্যায়পরায়ণতা জ্ঞাত। কাজেই এরূপ মুরসাল (مُرْسَلْ) হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

وَمِنَ الْقَرْنِ الثَّانِىْ وَالثَّالِثِ كَذٰلِكَ عِنْدَنَا اَىْ مَقْبُوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِاَنْ يَقُوْلَ التَّابِعِىُّ اَوْ تَبَعُ التَّابِعِىِّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ لَا يُقْبَلُ لِاَنَّهٗ اِذَا جُهِلَتْ صِفَاتُ الرَّاوِىْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيْثُ حُجَّةً فَاِذَا جُهِلَتْ صِفَاتُهٗ وَ ذَاتُهٗ فَبِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى اِلَّا اِذَا تَاَيَّدَ بِحُجَّةٍ قَطْعِيَّةٍ اَوْ قِيَاسٍ صَحِيْحٍ اَوْ تَلَقَّتْهُ الْاُمَّةُ بِالْقَبُوْلِ اَوْ ثَبَتَ اِتِّصَالُهٗ بِوَجْهٍ اٰخَرَ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ كُلًّا مِنَّا فِىْ اِرْسَالِ مَنْ لَوْ اَسْنَدَهٗ اِلٰى شَخْصٍ اٰخَرَ يُقْبَلُ وَلَا يُظَنُّ بِهِ الْكِذْبُ فَلَاَنْ لَا يُظَنَّ بِهِ الْكِذْبُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْلٰى بَلْ هُوَ فَوْقَ الْمُسْنَدِ لِاَنَّ الْعَدْلَ اِذَا اتَّضَحَ لَهٗ طَرِيْقُ الْاِسْنَادِ يَقُوْلُ بِلَا وَسْوَسَةٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَا وَاِذَا لَمْ يَتَّضِحْ لَهٗ ذٰلِكَ يَذْكُرُ اَسْمَاءَ الرَّاوِىْ لِيُحَمِّلَهٗ مَا تَحَمَّلَ عَنْهُ وَيُفَرِّغَ ذِمَّتَهٗ مِنْ ذٰلِكَ وَاِرْسَالُ مَنْ دُوْنَ هٰؤُلَاءِ بِاَنْ يَقُوْلَ مَنْ بَعْدَ الْقُرُوْنِ الثَّانِىْ وَالثَّالِثِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَذَا مَقْبُوْلٌ كَذٰلِكَ عِنْدَ الْكَرْخِىِّ (رحـ) خِلَافًا لِابْنِ اَبَانٍ لِاَنَّ الزَّمَانَ بَعْدَ الْقُرُوْنِ الثَّلٰثَةِ زَمَانُ فِسْقٍ لَمْ يَشْهَدِ النَّبِىُّ ﷺ بِعَدَالَتِهِمْ فَلَا يُقْبَلُ -

সরল অনুবাদ : আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের রাবীগণের মুরসালও আমাদের নিকট অনুরূপভাবে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ হানাফীগণের নিকট গ্রহণযোগ্য। যেমন- তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ী এরূপ বলেন যে, قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীগণের মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁর দলিল এই যে, যখন রাবীর সিফাত অজ্ঞাত হয়, তখন তাঁর বর্ণিত হাদীস দলিলরূপে গৃহীত হয় না। সুতরাং যখন রাবীর সিফাত ও সত্তা উভয়ই অজ্ঞাত হবে, তখন আরো সঙ্গত কারণে তার হাদীস দলিলরূপে গৃহীত হবে না। তবে হ্যাঁ, যদি তা কোনো অকাট্য দলিল অথবা বিশুদ্ধ কিয়াস দ্বারা সমর্থিত হয় অথবা মুসলিম উম্মাহ তাকে নিঃসঙ্কোচে কবুল করে নেয় অথবা অন্য কোনো সনদ দ্বারা তার اِتِّصَال প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে তখন তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর আমরা হানাফীগণ তদুত্তরে বলি- আমাদের বক্তব্য তো সেই রাবীর اِرْسَال -এর সাথে সম্পৃক্ত যে, তিনি যদি এ হাদীসটিকে অন্য কোনো রাবী হতে মুসনাদ হিসেবে রেওয়ায়াত করতেন, তাহলে তার এ হাদীসটি কবুল করে নেওয়া হতো এবং উক্ত রাবী সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনার সন্দেহ পর্যন্ত পোষণ করা হতো না; যখন কথা এরূপই তখন আরো বেশি সঙ্গত কারণে তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি মিথ্যা আরোপের সন্দেহ পোষণ করা যাবে না; বরং এ ধরনের মুরসালের স্থান মুসনাদেরও উপরে। কেননা, একজন ন্যায়পরায়ণ রাবীর সম্মুখে যখন اِسْنَادْ -এর সকল গতিপথ সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠে, তখনই তিনি নিঃসংশয়ে উচ্চারণ করেন- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا আর যখন তার সম্মুখে اِسْنَادْ -এর গতিপথ সম্পূর্ণ স্পষ্ট না হয়, তখন তিনি রাবীর নাম উল্লেখ করে দেন। যাতে তিনি ঐ রাবীর উপর সেই দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারেন, যা তিনি তার নিকট হতে স্বীয় স্কন্ধে উঠিয়ে নিয়েছিলেন এবং নিজের দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে সকল দায়দায়িত্ব হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেন। **এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের পরবর্তী জমানার রাবীগণের মুরসাল** উদাহরণ স্বরূপ যেমন- তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীগণের পরবর্তী জমানার রাবীগণের মধ্য হতে কেউ বলল- قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَذَا **তাহলে এটা ইমাম কারখী (র.)-এর নিকট অনুরূপভাবেই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইমাম ঈসা ইবনে আবান (র.) এর বিপরীত মত পোষণ করেন।** কেননা, قُرُوْن ثَلٰثَة -এর পরবর্তী জমানা পাপাচারিতার জমানা। নবী করীম ﷺ এ জমানার লোকজনদের ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেননি। সুতরাং তাদের মুরসাল রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنَ الْقَرْنِ আর যুগের الثَّانِىْ وَالثَّالِثِ দ্বিতীয় ও তৃতীয় كَذٰلِكَ অনুরূপভাবে عِنْدَنَا আমাদের নিকট গ্রহণীয় اَىْ مَقْبُوْلٌ অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য হবে عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ হানাফীগণের নিকট بِاَنْ يَقُوْلَ যেমন এভাবে বলে التَّابِعِىُّ তাবেয়ীগণ اَوْ تَبَعُ التَّابِعِىِّ তাবয়ে-তাবেয়ীগণ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে لَا يُقْبَلُ তাদের মুরসাল গ্রহণযোগ্য নয় لِاَنَّهٗ কেননা اِذَا جُهِلَتْ যখন অজ্ঞাত হয় صِفَاتُ الرَّاوِىْ বর্ণনাকারীর গুণ لَمْ يَكُنِ তখন গৃহীত হয় না الْحَدِيْثُ তার হাদীসটি حُجَّةً দলিল হিসেবে فَاِذَا جُهِلَتْ আর যদি অজ্ঞাত হয় صِفَاتُهٗ তার গুণাবলি وَ ذَاتُهٗ এবং তার সত্তা فَبِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى তবে আরো সঙ্গত কারণে তার হাদীস গৃহীত হবে না اِلَّا তবে اِذَا تَاَيَّدَ যদি তা সমর্থিত হয় بِحُجَّةٍ قَطْعِيَّةٍ অকাট্য দলিল দ্বারা اَوْ قِيَاسٍ صَحِيْحٍ অথবা বিশুদ্ধ কিয়াস দ্বারা اَوْ تَلَقَّتْهُ الْاُمَّةُ بِالْقَبُوْلِ অথবা মুসলিম উম্মাহ একে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করে নেয় اَوْ ثَبَتَ অথবা প্রমাণিত হয় اِتِّصَالُهٗ তার মুত্তাসিল হওয়াটা بِوَجْهٍ اٰخَرَ অন্য কোনো মাধ্যমে তথা সনদে

لَوْ وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমরা হানাফীগণ তদুত্তরে বলি اِنَّ كُلًّا مِنَّا আমাদের বক্তব্য তো فِىْ اِرْسَالِ مَنْ এমন রাবীর মুরসাল সম্পর্কে
اَسْنَدَهٗ যদি তিনি তা মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করতেন اِلٰى شَخْصٍ اٰخَرَ অন্য কোনো রাবী হতে يُقْبَلُ তাহলে তার এ হাদীসটি কবুল করে
নেওয়া হতো لَا يُظَنُّ بِهٖ এবং তার সম্পর্কে ধারণা করা হতো না اَلْكِذْبُ মিথ্যা বর্ণনার فُلَانٌ সে ব্যক্তির وَلَا يُظَنُّ بِهٖ তার সম্পর্কে
ধারণা করা হবে না ﷺ اَلْكِذْبُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর মিথ্যা বলা اَوْلٰى অধিক সঙ্গত কারণে بَلْ هُوَ বরং এরূপ
মুসনাদ فَوْقَ السَّنَدِ মুসনাদেরও উপরে لِاَنَّ الْعَدْلَ কেননা, রাবীর ন্যায়পরায়ণতা اِذَا اتَّضَحَ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠে لَهٗ তার জন্য طَرِيْقُ
الْاِسْنَادِ ইসনাদের সকল গতিপথ يَقُوْلُ তখন বলেন بِلَا وَسْوَسَةٍ নিঃসংশয়ে قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَا নবী করীম ﷺ এরূপ বলেছেন
اَسْمَاءَ الرَّاوِىْ আর যদি গতিপথ স্পষ্ট না হয় لَهٗ রাবীর নিকট ذٰلِكَ সে ইসনাদের يَذْكُرُ তখন তিনি উল্লেখ করেন وَاِذَا لَمْ يَتَّضِحْ
বর্ণনাকারীর নাম لِيَحْمِلَهٗ যাতে তার উপর চাপিয়ে দিতে পারেন مَا تُحْمَلُ عَنْهُ যা নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছেন وَيَفْرُغُ এবং মুক্ত
হতে পারেন ذِمَّتُهٗ সকল দায়িত্ব হতে مِنْ ذٰلِكَ সে দায়দায়িত্ব وَاِرْسَالُ আর মুরসাল مَنْ دُوْنَ هٰؤُلَاءِ এ দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের
পরবর্তীদের بِاَنْ يَقُوْلَ এভাবে বলবে যে مَنْ بَعْدَ পরে الْقُرُوْنِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় যুগ وَالثَّالِثِ এবং তৃতীয় যুগ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَذَا নবী
করীম ﷺ এরূপ বলেছেন مَقْبُوْلٌ তাহলে গৃহীত হবে كَذٰلِكَ এমনিভাবে عِنْدَ الْكَرْخِىِّ (رحـ) ইমাম কারখী (র.)-এর নিকট خِلَافًا
তবে ইবনে আবান (র.)-এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন لِاَنَّ الزَّمَانَ কেননা, যুগ বা জমানা بَعْدَ পরে الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ لِابْنِ اَبَانٍ
তিন যুগের زَمَانُ فِسْقٍ পাপাচারিতার জমানা لَمْ يَشْهَدْ সাক্ষ্য প্রদান করেননি النَّبِىُّ ﷺ নবী করীম ﷺ بِعَدَالَتِهِمْ তাদের
ন্যায়পরায়ণতার বিষয়ে فَلَا يُقْبَلُ কাজেই তাদের মুরসাল গ্রহণযোগ্য হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمِنَ الْقَرْنِ الثَّانِىْ وَالثَّالِثِ الخ -এর আলোচনা : আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে যদ্রূপ সাহাবীগণের اِرْسَالُ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে তদ্রূপ তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীগণের اِرْسَالُ ও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, তাবেয়ীগণ যদি اِرْسَال করে থাকেন, তবে পরিত্যক্ত ব্যক্তি সাহাবী হবেন। আর তাবয়ে তাবেয়ী যদি اِرْسَال করে থাকেন, তবে পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী হবেন তাবেয়ী। আর উভয় অবস্থায়ই পরিত্যক্ত ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হবে না। কেননা, নবী করীম ﷺ সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনের যুগের সততা ও কল্যাণকামীতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। সুতরাং কোনো তাবেয়ী বা তাবয়ে তাবেয়ী যদি এরূপ বলেন- قَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَا তাহলে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীর ارسال গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেছেন, যেহেতু বর্ণনাকারীর صِفَاتٌ তথা গুণাবলি অজ্ঞাত থাকে তখন সর্বসম্মতভাবে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয় না সেহেতু বর্ণনাকারীর সত্তা ও صِفَاتٌ উভয় অজ্ঞাত থাকার অবস্থায় যা اِرْسَال -এর মধ্যে হয়ে থাকে কোনোক্রমেই হাদীস গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অবশ্য যদি কোনো অকাট্য দলিলের মাধ্যমে অথবা সহীহ কেয়াসের মাধ্যমে এর সত্যতা সমর্থিত হয়, অথবা মুসলিম উম্মাহ এটাকে গ্রহণ করে থাকে কিংবা অন্য কোনো বর্ণনার দ্বারা এর اِتِّصَال সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতেও তা গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهٗ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ كُلًّا مِنَّا فِىْ اِرْسَالِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে হানাফীগণের পক্ষ হতে শাফেয়ীগণের দলিলের জবাব এবং মুসনাদ ও মুরসাল হাদীসের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাবে হানাফীগণ বলেছেন যে, আমাদের আলোচ্য বিষয় তো ঐ বর্ণনাকারী যিনি অন্য কারো নিকট হতে হাদীসটি মুসনাদরূপে বর্ণনা করলে তা গৃহীত হতো এবং এ বিষয়ে তাঁর ব্যাপারে মিথ্যার আশঙ্কা করা হতো না। পরিস্থিতি যখন এরূপ তখন উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর মিথ্যারোপের ধারণা কোনোক্রমেই করা যাবে না; বরং তা তো মুসনাদ হাদীস অপেক্ষাও সমধিক মর্যাদাসম্পন্ন। কেননা, ন্যায়পরায়ণকারী বর্ণনাকারীগণ সনদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়াই اِرْسَال করত সরাসরি নবী করীম ﷺ -এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর যেসব ক্ষেত্রে তিনি পুরাপুরি সংশয়মুক্ত হতে পারেননি, সেসব ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর নামোল্লেখ করে স্বয়ং দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে তাঁরই উপর সব দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন।

আর তাই ঈসা ইবনে আবান (র.) বলেছেন, বিরোধের সময় মুরসালকে মুসনাদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে মুরসাল হাদীসের দ্বারা কিতাবুল্লাহর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন করা জায়েজ হবে না। কেননা, مُرْسَل -এর এ মর্যাদা ইজতিহাদের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন জায়েজ হলে রায়ের মাধ্যমে এর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন করা জায়েজ হওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে, আর তা জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে মাশহুর হাদীসের শক্তি نَصّ এর দ্বারা সাব্যস্ত। আর যা نَصّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে তা রায়ের দ্বারা সাব্যস্তকৃতের উর্ধ্বে। কাজেই এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন জায়েজ হবে।

قَوْلُهٗ وَاِرْسَالُ مَنْ دُوْنَ هٰؤُلَاءِ بِاَنْ يَقُوْلَ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীনের পরবর্তী যুগসমূহের মুরসাল গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ত্রিবিদ যুগ তথা সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনের যুগের পরবর্তী সময়ের বর্ণনাকারীগণের اِرْسَال গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.)-এর মতে উক্ত ত্রিবিদ যুগের পরবর্তী সময়কার বর্ণনাকারীর اِرْسَال ও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, যে ضَبْط ও عَدَالَتْ -এর কারণে প্রথম তিন যুগের বর্ণনাকারীগণের মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য হয়েছে; এটা (অর্থাৎ ضَبْط ও عَدَالَتْ) অন্যান্য যুগের লোকদের মধ্যেও বিদ্যমান।

ঈসা ইবনে আবান (র.) -এর মতে তাদের মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, উক্ত ত্রিযুগের পরবর্তী যুগ সময় পাপাচারের যুগ হিসেবে গণ্য। এদের ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ সাক্ষ্য দেননি। কাজেই তাঁদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ত্রিযুগের পরের বর্ণনাকারী যদি মুহাদ্দিস হন– যিনি দুর্বল ও সবল হাদীসের গ্রহণযোগ্য হবেন, অন্যথায় হবেন না। কেননা, যদি তিনি সহীহ ও যাঈফের মধ্যে পার্থক্যকারী না হন, তাহলে তিনি অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য মনে করে বাদ দিয়ে দেওয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে। কাজেই তা সংশয়পূর্ণ হলেও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে।

وَالَّذِىْ اُرْسِلَ مِنْ وَجْهٍ وَاُسْنِدَ مِنْ وَجْهٍ مَقْبُوْلٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ كَحَدِيْثِ لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ رَوَاهُ اِسْرَائِيْلُ بْنُ يُوْنُسَ مُسْنَدًا وَشُعْبَةُ مُرْسَلًا فَيَغْلِبُ اِسْنَادُهٗ عَلٰى اِرْسَالِهٖ وَقِيْلَ لَا يُقْبَلُ لِاَنَّ الْاِسْنَادَ كَالتَّعْدِيْلِ وَالْاِرْسَالُ كَالْجَرْحِ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ يَغْلِبُ الْجَرْحُ وَاَمَّا الْبَاطِنُ فَنَوْعَانِ بِاَنْ يَّكُوْنَ الْاِتِّصَالُ فِيْهِ ظَاهِرًا وَلٰكِنْ وَقَعَ الْخَلَلُ بِوَجْهٍ اٰخَرَ وَهُوَ فَقْدُ شَرَائِطِ الرَّاوِىْ اَوْ مُخَالَفَتُهٗ لِدَلِيْلٍ فَوْقَهٗ فَاِنْ كَانَ لِنُقْصَانٍ فِى النَّاقِلِ فَهُوَ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا مِنْ عَدَمِ قَبُوْلِ خَبَرِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَالصَّبِىِّ وَالْمُغَفَّلِ وَاِنْ كَانَ بِالْعَرْضِ بِاَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ كَحَدِيْثِ لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ يُخَالِفُ لِعُمُوْمِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَكَحَدِيْثِ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهٗ فَلْيَتَوَضَّأْ يُخَالِفُ قَوْلَهٗ تَعَالٰى فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا لِاَنَّهٗ فِىْ مَدْحِ قَوْمٍ يَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ وَفِيْهِ مَسُّ الذَّكَرِ ـ

সরল অনুবাদ : আর সেই হাদীস যা এক সনদের বিবেচনায় মুরসাল এবং অন্য সনদের বিবেচনায় মুসনাদ তা অধিকাংশের নিকট গ্রহণযোগ্য। যেমন- لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ এ হাদীসটি। তাকে ইসরাঈল ইবনে ইউনুস মুসনাদ হিসেবে এবং শু'বা মুরসাল হিসেবে রেওয়ায়াত করেছেন। সুতরাং মুসনাদ মুরসালের উপর বিজয়ী হবে। কিন্তু কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, এ প্রকার রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ইসনাদ তা'দীলের ন্যায় এবং ইরসাল জারাহ-এর ন্যায়। আর স্বীকৃত নিয়ম এই যে, যখন জারাহ ও তা'দীল একত্র হয়, তখন জারাহ্-ই প্রাধান্য লাভ করে। **আর (ইনকেতায়ে) বাতেন** অর্থাৎ সেসব হাদীস যা বাহ্যত মুত্তাসিল কিন্তু অন্য কোনো কারণে তাদের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে- তা দু' প্রকার। যথা- ১. রাবীর জন্য যেসব শর্ত নির্ধারিত রয়েছে- তা পাওয়া না যাওয়া, অথবা ২. এমন কোনো দলিলের বিপরীত হওয়া যা তদপেক্ষা প্রবল ও শক্তিশালী। **যদি এ ত্রুটি উদ্ধৃতিদাতার মধ্যে কোনো অসম্পূর্ণতার কারণে হয়ে থাকে, তাহলে এর হুকুম তাই যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।** অর্থাৎ কাফির, ফাসিক, শিশু ও উদাসীন ব্যক্তির খবর যদ্রূপ গ্রহণযোগ্য নয়, এও তদ্রূপ গ্রহণযোগ্য হবে না। **আর যদি এ ত্রুটি কোনো আনুষঙ্গিক কারণে বা মূলনীতির বিপরীত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে, উদাহরণস্বরূপ। যেমন- যদি তা কিতাবুল্লাহ্র বিপরীত হয়।** যেমন- لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ এ হাদীসটি আল্লাহ তা'আলার কাওল : فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ এ সাধারণ হুকুমের বিপরীত এবং مَنْ مَسَّ ذَكَرَهٗ فَلْيَتَوَضَّأْ এ হাদীসটি আল্লাহ্ তা'আলার কাওল- فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا -এর বিপরীত। কেননা, এ আয়াতটি সেসব লোকের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে যারা পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করতেন, আর সেই অবস্থায় লিঙ্গ স্পর্শ করা অপরিহার্য।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالَّذِىْ اُرْسِلَ আর যে হাদীস মুরসাল مِنْ وَجْهٍ এক সনদের বিবেচনায় وَاُسْنِدَ এবং মুসনাদ مِنْ وَجْهٍ অন্য সনদের বিবেচনায় مَقْبُوْلٌ তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে عِنْدَ الْعَامَّةِ অধিকাংশের মতে كَحَدِيْثِ যেমন হাদীসটি لَا نِكَاحَ বিবাহ হবে না اِلَّا بِوَلِيٍّ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত رَوَاهُ একে বর্ণনা করেছেন اِسْرَائِيْلُ بْنُ يُوْنُسَ ইসরাঈল ইবনে ইউনুস مُسْنَدًا মুসনাদ হিসেবে وَشُعْبَةُ আর হযরত শু'বা (র.) বর্ণনা করেছেন مُرْسَلًا মুরসাল হিসেবে فَيَغْلِبُ সুতরাং প্রাধান্য পাবে اِسْنَادُهٗ তার মুসনাদ عَلٰى اِرْسَالِهٖ শু'বার মুরসালের উপর وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন لَا يُقْبَلُ এ রকম বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় لِاَنَّ الْاِسْنَادَ কেননা, ইসনাদ হলো كَالتَّعْدِيْلِ তা'দীলের ন্যায় وَالْاِرْسَالُ আর ইরসাল হলো كَالْجَرْحِ জারাহের ন্যায় وَاِذَا اجْتَمَعَ আর যখন একত্রিত হবে الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ জারাহ ও তা'দীল يَغْلِبُ তখন প্রাধান্য লাভ করবে الْجَرْحُ জারাহই وَاَمَّا الْبَاطِنُ আর ইনকেতায়ে বাতেন فَنَوْعَانِ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত بِاَنْ يَّكُوْنَ এভাবে হওয়া যে الْاِتِّصَالُ فِيْهِ তা ইত্তেসাল ظَاهِرًا বাহ্যত وَلٰكِنْ কিন্তু وَقَعَ সৃষ্টি হয়েছে الْخَلَلُ দোষ-ত্রুটি بِوَجْهٍ اٰخَرَ অন্য কোনো কারণে وَهُوَ আর তা হলো فَقْدُ পাওয়া না যাওয়া شَرَائِطِ الرَّاوِىْ বর্ণনাকারীর শর্তাবলি اَوْ অথবা مُخَالَفَتُهٗ তা বিপরীত হওয়া لِدَلِيْلٍ এমন দলিলের কারণে فَوْقَهٗ যা তার থেকে শক্তিশালী فَاِنْ كَانَ যদি হয় এ ত্রুটি لِنُقْصَانٍ فِى النَّاقِلِ বর্ণনাকারীর মধ্যে فَهُوَ তাহলে এর হুকুম হবে عَلٰى مَا ذَكَرْنَا পূর্বে যা আমরা উল্লেখ করেছি مِنْ عَدَمِ قَبُوْلِ গ্রহণযোগ্য না হওয়া خَبَرِ খবর الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ কাফির, ফাসিক وَالصَّبِىِّ وَالْمُغَفَّلِ শিশু ও উদাসীন ব্যক্তির وَاِنْ كَانَ আর যদি এ ত্রুটি হয় بِالْعَرْضِ অন্য কোনো আনুষঙ্গিক কারণে بِاَنْ এভাবে যে خَالَفَ الْكِتَابَ তা কিতাবুল্লাহর বিপরীত كَحَدِيْثِ যেমন হাদীস لَا صَلٰوةَ নামাজ হবে না اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ সূরা ফাতিহা বিপরীত يُخَالِفُ এটা বিপরীত لِعُمُوْمِ সাধারণ হুকুমের قَوْلِهٖ تَعَالٰى মহান আল্লাহর এ কথার فَاقْرَءُوْا তোমরা পাঠ করো مَا تَيَسَّرَ যা সহজ মনে হয় مِنَ الْقُرْاٰنِ পবিত্র কুরআন হতে وَكَحَدِيْثِ এবং যেমন হাদীস مَنْ

যে স্পর্শ করে ذَكَرَهُ তার পুংলিঙ্গ فَلْيَتَوَضَّأْ তার অজু করা আবশ্যক يُخَالِفُ এটা বিপরীত قَوْلَهُ تَعَالٰى মহান আল্লাহর এ কথার مَسَّ
فِيْهِ رِجَالٌ তথায় এমন মানুষ আছে يُحِبُّوْنَ যারা পছন্দ করে اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا উত্তমরূপে (ধৌত করে) পবিত্রতা অর্জন করতে لِاَنَّهُ
কেননা, এ আয়াতটি فِىْ مَدْحِ قَوْمٍ এমন সম্প্রদায়ের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে يَسْتَنْجُوْنَ যারা ইস্তিনজা করে بِالْمَاءِ পানি দ্বারা وَفِيْهِ
আর সে অবস্থায় مَسَّ স্পর্শ করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় الذَّكَرِ লিঙ্গ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالَّذِىْ اُرْسِلَ مِنْ وَجْهٍ وَاُسْنِدَ مِنْ وَجْهٍ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে যে হাদীস এক সূত্রে مُسْنَدٌ এবং অন্য সূত্রে مُرْسَلٌ তার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মুসান্নিফ (র) ঐ হাদীসের حُكْم বর্ণনা করেছেন, যা এক সনদের বিবেচনায় মুসনাদ এবং আরেক সনদের বিবেচনায় মুরসাল। উদাহরণ স্বরূপ তিনি- "لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ" হাদীসখানার উল্লেখ করেছেন। ইসরাঈল ইবনে ইউনুস (র.) উক্ত হাদীসখানাকে مُسْنَدٌ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর শায়বাহ একে اِرْسَالٌ রূপে বর্ণনা করেছেন। জমহুর ওলামায়ে কেরাম (র.)-এর মতে অনুরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, اِتِّصَالٌ-এর দ্বারা اِنْقِطَاعٌ জনিত ত্রুটি নিরসন হয়ে গেছে। উপরিউক্ত হাদীসখানা ইসরাঈল আবূ ইসহাক হতে তিনি আবূ বুরদা হতে তিনি হযরত আবূ মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন– ওলী ব্যতীত বিবাহ হবে না।" –(তিরমিযী)

পক্ষান্তরে শু'বা আবূ ইসহাক হতে তিনি আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে এবং তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন- "لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ" ওলী ব্যতীত বিবাহ হবে না। এ সনদে আবূ বুরদাহকে হযফ করার কারণে হাদীসখানা মুরসাল হিসেবে গণ্য হয়েছে। সুতরাং প্রথমোক্ত اِتِّصَالٌ সনদের কারণে জমহুরের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

তবে একদল মুহাদ্দিসের মতে অনুরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এর اِسْنَادٌ তা'দীল (تَعْدِيْلٌ) -এর সমতুল্য। আর اِرْسَالٌ জারাহ (جَرْح)-এর সমতুল্য। আর جَرْح ও تَعْدِيْلٌ একত্রিত হলে جَرْح-কে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং হাদীস গৃহীত হয় না।

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْبَاطِنُ فَنَوْعَانِ بِاَنْ يَّكُوْنَ الْاِتِّصَالُ الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে اِنْقِطَاعٌ بَاطِنٌ-এর শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র) এ স্থলে "اِنْقِطَاعٌ بَاطِنٌ" তথা অপ্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অপ্রকাশ্য اِنْقِطَاعٌ বা বিচ্ছিন্নতা দু' প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমত বাহ্যত হাদীসখানাতে اِسْنَادٌ পাওয়া যাবে; কিন্তু অন্য কোনো কারণে তাতে ত্রুটি সাব্যস্ত হবে। যেমন– বর্ণনাকারীর মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি না পাওয়া যাওয়া। সুতরাং অনুরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। যেরূপ কাফির, ফাসিক, শিশু ও অসতর্ক ব্যক্তির হাদীস গৃহীত হয় না।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ بِالْعَرْضِ بِاَنْ خَالَفَ الخ **-এর আলোচনা :** আলোচ্য ইবারতে اِنْقِطَاعٌ আনুষঙ্গিক কারণে হলে তার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) আনুষঙ্গিক কারণে اِنْقِطَاعٌ-এর বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, اِنْقِطَاعٌ যদি আনুষঙ্গিক কারণে হয়, যেমন– হাদীসখানা كِتَابُ اللّٰهِ-এর পরিপন্থি হওয়া। এরূপ ক্ষেত্রে হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা.) হতে ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ এরশাদ বলেছেন-"لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" (যে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামাজই হয়নি।) এ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করত শাফেয়ীগণ নামাজের মধ্যে সূরায়ে ফাতিহাকে ফরজ বলে থাকেন। পক্ষান্তরে আমাদের হানাফীগণের মতে নামাজের মধ্যে সাধারণত যে কোনো সূরা বা সূরার অংশ বিশেষ পাঠ করা ফরজ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ" অর্থাৎ কুরআনে কারীম হতে সাধ্যমতো অংশ বিশেষ পাঠ করো। কাজেই উপরিউক্ত হাদীসখানা এ আয়াতের বিরোধী হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না। তা ছাড়া উক্ত হাদীসের আলোকে সূরায়ে ফাতিহাকে ফরজ সাব্যস্ত করা হলে তাতে خَبَرِ وَاحِدٍ-এর দ্বারা কুরআনিক ভাষ্যের উপর অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন করা হবে। আর তা জায়েজ নেই। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে (আমাদের হানাফীদের মতে) সূরায়ে ফাতিহা ওয়াজিব এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর বাণী- "لَا صَلٰوةَ" এর মধ্যে "لَا" শব্দটি পূর্ণাঙ্গতার নফীর জন্য হয়েছে।

অনুরূপভাবে রাসূলে কারীম ﷺ -এর বাণী- "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" অর্থাৎ কেউ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে তার উপর অজু করা ফরজ। এটা আল্লাহর বাণী- "فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا" (মসজিদে কুবায় এমন ব্যক্তিবর্গ রয়েছে যারা পবিত্র থাকতে পছন্দ করে)-এর বিরোধী। কেননা, আয়াতটি এমন লোকের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে যারা পানির দ্বারা ইস্তিনজা করতে অভ্যস্ত। অথচ এতে পুংলিঙ্গ স্পর্শ করা জরুরি। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের বিরোধী হওয়ার দরুন হাদীসখানা পরিত্যক্ত হয়েছে।

অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) উক্ত হাদীসের উপর আমল করেছেন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বুসরাহ্ বিনতে সাফওয়ান (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন- "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّىْ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ" (যে ব্যক্তি পুংলিঙ্গ স্পর্শ করল সে যেন অজু না করে নামাজ পড়ে না।) পক্ষান্তরে আমরা হানাফীরা এর উপর আমল করি না। এর এক কারণ যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। আরেক কারণ এই যে, এর বিপরীতেও একটি হাদীস রয়েছে। সুতরাং হযরত তালক ইবনে আলী (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, এটা (পুরুষাঙ্গ) তো শরীরের অঙ্গ বৈ আর কিছুই নয়। (সুতরাং এটা স্পর্শ করবার দরুন অজু ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।) আমরা (হানাফীরা) এ দ্বিতীয় হাদীসটিকে এক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছি। কেননা, নারীর তুলনায় পুরুষের হাদীস (বিশেষত পুরুষাঙ্গ সম্পর্কিত বর্ণনায়) অগ্রগণ্য। কেননা, পুরুষ অপেক্ষাকৃত অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী এবং সংরক্ষণকারী। অবশ্য বুসরার হাদীসকে তা'বীলও করা যেতে পারে। এভাবে যে, مَسِّ ذَكَرٍ (পুরুষাঙ্গ স্পর্শকরণ)-এর দ্বারা পুরুষাঙ্গ হতে কিছু নির্গত করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

أَوِ السُّنَّةَ الْمَعْرُوْفَةَ كَحَدِيْثِ الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ يُخَالِفُ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَ الْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ وَهُوَ مَشْهُوْرٌ أَوِ الْحَادِثَةَ الْمَشْهُوْرَةَ كَحَدِيْثِ الْجَهْرِ بِالتَّسْمِيَةِ فِى الصَّلٰوةِ الَّذِىْ رَوَاهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) فَاِنَّ حَادِثَةَ الصَّلٰوةِ مَشْهُوْرَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ كَانَ يَحْضُرُهَا اُلُوْفٌ مِنَ الرِّجَالِ وَلَمْ يَسْمَعِ التَّسْمِيَةَ اِلَّا اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) وَهٰذَا شَئٌ عَجِيْبٌ أَوْ اَعْرَضَ عَنْهُ الْاَئِمَّةُ مِنَ الصَّدْرِ الْاَوَّلِ يَعْنِىْ اَنَّ الصَّحَابَةَ (رض) اِذَا تَكَلَّمُوْا فِيْمَا بَيْنَهُمْ بِالرَّأْيِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوْا اِلَى الْحَدِيْثِ كَانَ ذٰلِكَ دَلِيْلَ اِنْقِطَاعِهٖ مِثْلُ مَا رُوِىَ اَنَّ الصَّحَابَةَ اِخْتَلَفُوْا فِيْمَا بَيْنَهُمْ فِىْ وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ عَلَى الصَّبِيِّ بِالرَّأْيِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوْا اِلٰى قَوْلِهٖ (ع) اِبْتَغُوْا فِىْ مَالِ الْيَتٰمٰى خَيْرًا كَيْلَا تَاْكُلُهُ الصَّدَقَةُ فَعُلِمَ اَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ أَوْ مُؤَوَّلٌ بِتَاوِيْلِ اَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَقَةُ الْمَرْأِ عَلٰى نَفْسِهٖ صَدَقَةٌ كَانَ مَرْدُوْدًا مُنْقَطِعًا اَيْضًا جَوَابُ اِنْ اَىْ يَكُوْنُ الْخَبَرُ فِىْ كُلٍّ مِنْ هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ الْاَرْبَعَةِ مَرْدُوْدًا كَمَا فِى النَّوْعِ الْاَوَّلِ ـ

সরল অনুবাদ : অথবা মাশহুর সুন্নতের বিপরীত হয়। যেমন- اَلْقَضَاءُ بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ এ হাদীসটি নবী করীম ﷺ -এর মাশহুর হাদীস اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ-এর বিপরীত। **অথবা, মাশহুর ঘটনার বিপরীত হয়।** যেমন- নামাজের মধ্যে জোরে বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করা সংক্রান্ত হাদীসটি যা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন। কেননা, নামাজের ঘটনা একটি প্রসিদ্ধ ও প্রবহমান ঘটনা, যাতে হাজার হাজার লোকই উপস্থিত হতেন, অথচ একমাত্র হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ব্যতীত আর কেউই জোরে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ শ্রবণ করেনি- এটা অতীব আশ্চর্যের বিষয়। **অথবা প্রথম যুগের ইমামগণ অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন।** অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামগণ যখন তাঁদের পারস্পরিক কর্মকাণ্ডে যুক্তি ও কিয়াস দ্বারা কথাবার্তা বলেছেন এবং এ হাদীসটির প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেননি, তখন তাঁদের এ অনীহামূলক আচরণ হাদীসটির مُنْقَطِعٌ হওয়ারই প্রমাণ বহন করে। যেমন- কথিত আছে যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর মালের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীগণ কেয়াস দ্বারা পরস্পর মতবিরোধ করেছেন। অথচ নবী করিম ﷺ -এর হাদীস اِبْتَغُوْا فِىْ مَالِ الْيَتٰمٰى خَيْرًا كَيْلَا تَاْكُلُهُ الصَّدَقَةُ -এর প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেননি। এটা দ্বারা জানা গেল যে, এ হাদীসটি প্রমাণিত নয়। অথবা যদি প্রমাণিত হয়ও, তবুও তা তাবীলকৃত এবং এখানে صَدَقَة দ্বারা نَفَقَة -ই উদ্দেশ্য। যেমন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- نَفَقَةُ الْمَرْأِ عَلٰى نَفْسِهٖ صَدَقَةٌ তাহলে এসব অবস্থায়ও ইনকেতা-ই বাতিন প্রত্যাখ্যাত ও مُنْقَطِعٌ হবে। এটা পূর্ববর্তী ان হরফে শর্ত-এর জবাব। অর্থাৎ এ প্রকার 'ইনকেতা-ই বাতিন'-এর দ্বারা হাদীসমূহ উক্ত চার জায়গার প্রত্যেক জায়গায়ই প্রত্যাখ্যাত হবে। যেমন, প্রথম প্রকারের মধ্যে (যাতে রাবীর জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহ অনুপস্থিত রয়েছে) প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

শাব্দিক অনুবাদ : أَوْ অথবা السُّنَّةَ الْمَعْرُوْفَةَ প্রসিদ্ধ সুন্নতের বিপরীত হওয়া كَحَدِيْثِ যেমন হাদীস الْقَضَاءِ ফয়সালা করার بِشَاهِدٍ সাক্ষ্য দ্বারা وَيَمِيْنٍ এবং শপথ দ্বারা يُخَالِفُ এটি বিপরীত قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ -এর এ হাদীসের اَلْبَيِّنَةُ দলিল পেশ হলো عَلَى الْمُدَّعِىْ দাবিকারীর উপর وَالْيَمِيْنُ আর শপথ عَلٰى مَنْ ঐ ব্যক্তির উপর اَنْكَرَ যে অস্বীকার করে وَهُوَ مَشْهُوْرٌ এটা মাশহুর হাদীস أَوِ الْحَادِثَةَ الْمَشْهُوْرَةَ অথবা মাশহুর ঘটনার বিপরীত كَحَدِيْثِ الْجَهْرِ যেমন প্রকাশ্যভাবে পড়ার হাদীস بِالتَّسْمِيَةِ বিসমিল্লাহ পড়ার فِى الصَّلٰوةِ নামাজের মধ্যে الَّذِىْ رَوَاهُ যা বর্ণনা করেছেন اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) فَاِنَّ কেননা حَادِثَةَ الصَّلٰوةِ নামাজের ঘটনা مَشْهُوْرَةٌ প্রসিদ্ধ مُسْتَمِرَّةٌ প্রচলিত كَانَ يَحْضُرُهَا যাতে উপস্থিত اُلُوْفٌ হাজার হাজার লোক مِنَ الرِّجَالِ وَلَمْ يَسْمَعِ অথচ শুনেনি التَّسْمِيَةَ বিসমিল্লাহ পাঠ اِلَّا اَبُوْ هُرَيْرَةَ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ব্যতীত وَهٰذَا شَئٌ এ বিষয়টি عَجِيْبٌ আশ্চর্য বিষয় أَوْ اَعْرَضَ عَنْهُ অথবা একে প্রত্যাখ্যান করেছেন الْاَئِمَّةُ ইমামগণ مِنَ الصَّدْرِ الْاَوَّلِ প্রথম যুগের يَعْنِىْ অর্থাৎ اَنَّ الصَّحَابَةَ সাহাবায়ে কেরামগণ اِذَا تَكَلَّمُوْا যখন কথাবার্তা বলতেন فِيْمَا بَيْنَهُمْ তাদের পরস্পরের কর্মকাণ্ডে بِالرَّأْيِ যুক্তি দ্বারা وَلَمْ يَلْتَفِتُوْا এবং লক্ষ্য করেননি اِلَى الْحَدِيْثِ হাদীসের প্রতি كَانَ ذٰلِكَ তখন তাদের এ আচরণটি হয়ে পড়বে دَلِيْلَ প্রমাণ স্বরূপ اِنْقِطَاعِهٖ মুনকাতে' হওয়ার مِثْلُ উদাহরণত مَا رُوِىَ যা বর্ণিত আছে যে اَنَّ الصَّحَابَةَ সাহাবীগণ اِخْتَلَفُوْا পরস্পর মতবিরোধ করেছেন فِيْمَا بَيْنَهُمْ তাদের নিজেদের মধ্যে فِىْ وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে عَلَى الصَّبِيِّ অপ্রাপ্ত বয়স্কের সম্পদের উপর بِالرَّأْيِ কিয়াস দ্বারা وَلَمْ يَلْتَفِتُوْا অথচ তারা ভ্রূক্ষেপ করেননি اِلٰى قَوْلِهٖ (ع) নবী করীম ﷺ -এর কথার প্রতি

তোমরা অন্বেষণ করো فِىْ مَالِ الْيَتٰمٰى এতিমের সম্পদের ব্যাপারে خَيْرًا কোনো ভালো পন্থা كَيْلَا تَاكُلُهُ যাতে তা খেয়ে না ابْتَغُوْا ফেলতে পারে الصَّدَقَةُ যাকাতে فَعُلِمَ এর দ্বারা জানা গেল যে أَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ উক্ত হাদীসটি প্রমাণিত নয় أَوْ مُؤَوَّلٌ অথবা তা ব্যাখ্যাযুক্ত كَمَا قَالَ عَلَيْهِ কোনো ব্যাখ্যার মাধ্যমে أَنَّ الْمُرَادَ এখানে উদ্দেশ্য بِالصَّدَقَةِ সদকা দ্বারা النَّفَقَةُ عَلَيْهِ তার জন্য খরচ করা بِتَاوِيْلٍ كَانَ যেমনি নবী করীম ﷺ বলেছেন نَفَقَةُ الْمَرْءِ কোনো ব্যক্তির ব্যয় করা عَلٰى نَفْسِهٖ তার নিজের উপর صَدَقَةٌ এটা সদকা السَّلَامُ يَكُوْنُ তাহলে এ অবস্থায়ও প্রত্যাখ্যাত مُنْقَطِعًا মুনকাতে' হবে أَيْضًا ও جَوَابُ اِنْ এটা পূর্ববর্তী -اِنْ-এর জবাব اَىْ অর্থাৎ হবে مَرْدُوْدًا হাদীসসমূহ فِىْ كُلٍّ প্রত্যেক مِنْ هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ الْاَرْبَعَةِ এ চার স্থানের مَرْدُوْدًا প্রত্যাখ্যাত كَمَا যেমনিভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল الْخَبَرُ فِى النَّوْعِ الْاَوَّلِ প্রথম প্রকারের মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَوِ السُّنَّةَ الْمَعْرُوْفَةَ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কোনো হাদীস তদপেক্ষা মাশহুর হাদীসের বিরোধী হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়– প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। এ স্থলে গ্রন্থকার (র) হাদীস গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় কতিপয় দিকের বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো, হাদীসটি (তদপেক্ষা) প্রসিদ্ধ (অন্য কোনো) হাদীসের বক্তব্যের বিরোধী হওয়া। যেমন– একজন সাক্ষী ও একটি শপথের দ্বারা ফয়সালা করা সম্পর্কিত হাদীস, যা ইমাম মুসলিম (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ একজন সাক্ষী ও একটি হলফ (শপথ)-এর দ্বারা ফয়সালা করেছেন। অর্থাৎ বাদীর পক্ষে মাত্র একজন সাক্ষী ছিল, তখন নবী করীম ﷺ বাদীকে তার অন্য সাক্ষীর পরিবর্তে তার দাবিকৃত বস্তুর ব্যাপারে একটি শপথ করতে বললেন। এ হাদীসখানা নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত মাশহুর (প্রসিদ্ধ) হাদীস– "اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ" (বাদীর দলিল পেশ করা কতব্য, অন্যথায় বিবাদী তথা দাবি অস্বীকারকারীকে শপথ দেওয়া হবে)-এর বিরোধী। সর্বসম্মতভাবে হাদীসখানা মাশহুর। ইমাম তিরমিযী (র) আমর ইবনে শুয়ায়েব হতে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে হাদীসখানা নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন– اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ এতদুভয়ের মধ্যে ভাষাগত কিছুটা পার্থক্য থাকলেও অর্থের দিক দিয়ে এরা এক ও অভিন্ন।

এ মাশহুর হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শপথ কেবল বিবাদীর জন্যই প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে বাদীকে অবশ্যই সাক্ষী পেশ করতে হবে– যার সংখ্যা কমপক্ষে দু'জন পুরুষ হবে, তার জন্য শপথ প্রযোজ্য নয়। সুতরাং একজন সাক্ষী ও একটি শপথের মাধ্যমে ফয়সালা দান সম্পর্কিত হাদীসখানা এর বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ اَوِ الْحَادِثَةَ الْمَشْهُوْرَةَ الخ-এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে যদি কোনো হাদীস সর্বজন পরিচিত ও সদা সংঘটিত ঘটনার বিরোধী হয়, তাহলে তার হুকুম কি হবে? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, কোনো হাদীস যদি সর্বজন পরিচিত ও সদা সংঘটিত কোনো ঘটনার বিরোধী হয়, তাহলে উক্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন– নামাজে উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ সম্পর্কিত হাদীস। এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন। আর এটা সর্বজন পরিচিত ও সদা সংঘটিত ঘটনা। হাজার হাজার সাহাবী (রা.) হুযূরের সাথে নামাজে উপস্থিত হতেন। তাঁরা হুযূর ﷺ -এর বাণী ও কর্ম অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ করতেন। অথচ একমাত্র হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ব্যতীত আর কেউ বিসমিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়তে শুনলেন না। এটা অতীব আশ্চর্য ব্যাপার বৈ কি?

উল্লেখ্য যে, ইমাম তিরমিযী (র) বলেছেন, খলীফা চুতষ্টয় তথা হযরত আবূ বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা) নামাজে উচ্চঃস্বরে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করতেন না। রাসায়েলুল আরকান নামক কিতাবে আছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, যেসব নামাজে কেরাত উচ্চ আওয়াজে পড়তে হয় সেগুলোতে বিসমিল্লাহও উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। দলিল হিসেবে তিনি নাঈমুল মুজমার হতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর একটি হাদীস পেশ করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর পিছনে নামাজ পড়েছি। তিনি বিস্‌মিল্লাহ্ (উচ্চৈঃস্বরে) পাঠ করবার পর সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করলেন এবং নামাজ শেষ করত বললেন, আল্লাহর কসম আমার নামাজ তোমাদের সবার চাইতে রাসূলের নামাজের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশারদগণের মতে বিস্‌মিল্লাহ জোরে পাঠ সম্পর্কিত হাদীস মোটেই সহীহ নয়।

قَوْلُهُ اَوْ اَعْرَضَ عَنْهُ الْاَئِمَّةُ الخ-এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে সাহাবীগণ কোনো হাদীসকে বর্জন করত কিয়াসের শরণাপন্ন হয়ে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না– এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো হাদীস দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম যদি প্রয়োজনের সময় দলিল পেশ না করে থাকেন; বরং তদস্থলে যদি তাঁরা কিয়াস ও রায়ের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে উক্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, সাহাবীগণ (রা) দীনের বুনিয়াদ আর গ্রহণযোগ্য দলিল পরিত্যাগের অপবাদে তারা অভিযুক্ত হননি। কাজেই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রা) উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ না করা–বিশেষত যখন উক্ত মাসআলায় তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে– স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, হাদীসটি তাঁদের পরবর্তী যুগের বর্ণনাকারী হতে অসতর্কতাবশত বর্ণিত হয়েছে। অথবা এটা রহিত (مَنْسُوْخ) হয়ে গেছে। অথবা এতে এ ধরনের অন্য কোনো দোষ রয়েছে। কাজেই এটা অনুযায়ী আমল করা যাবে না। যেমন– অপ্রাপ্ত বয়স্কের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁরা স্ব-স্ব চিন্তাধারা অনুযায়ী বিভিন্ন অভিমতও ব্যক্তি করেছেন। কিন্তু কেউ এতদ সম্পর্কে হুযূর ﷺ হতে বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা দলিল পেশ করেননি। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র.) আমর ইবনে শোয়ায়েব হতে তাঁর পিতা-পিতামহের মধ্যস্থতায় বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, জেনে রাখো, তোমাদের কেউ কোনো সম্পদশালী এতিমের অভিভাবক নিযুক্ত হলে সে যেন তার সম্পদকে ব্যবসায় নিয়োগ করে, যাতে সদকা দিতে দিতে উক্ত মাল নিঃশেষ না হয়ে যায়। অবশ্য হাদীসটি বর্ণনা করবার পর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন যে, এর সনদ বিতর্কিত। কেননা, মুছান্না ইবনে সাবাহ নামী এর এক রাবী মুহাদ্দিসীনের মতে যাঈফ। যা হোক যেহেতু সাহাবী এর দ্বারা দলিল পেশ না করত কিয়াসের শরণাপন্ন হয়েছেন, সেহেতু এটা অগ্রহণযোগ্য অথবা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। অর্থাৎ صَدَقَة -এর দ্বারা এখানে نَفَقَة (ভরণপোষণ)-কে বুঝানো হয়েছে। যেমন– অন্য হাদীসে আছে "نَفَقَةُ الْمَرْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ صَدَقَةٌ" - মানুষ স্বীয় ভরণপোষণে যা ব্যয় করে তা সদকা হিসেবে গণ্য।

قَوْلُهُ كَمَا فِى النَّوْعِ الْاَوَّلِ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اَلنَّوْعُ الْاَوَّلُ-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে نَوْعٌ اَوَّلُ তথা প্রথম প্রকারের দ্বারা اِنْقِطَاعٌ بَاطِنٌ-এর কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণনাকারীর মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে তথা তার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি অনুপস্থিত থাকলে যেমন হাদীস গ্রহণযোগ্য হয় না, তদ্রূপ উল্লিখিত চার অবস্থা তথা خَبَر وَاحِدْ যদি كِتَابُ اللّٰهِ ، سُنَّت مَشْهُوْرَه ও حَادِثَه مَعْرُوْفَه-এর বিরোধী হয় অথবা সাহাবীগণ (রা.) একে পরিত্যাগ করে থাকেন, তাহলেও উক্ত হাদীস (خَبَر وَاحِدْ) গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَالتَّقْسِيْمُ الثَّالِثُ فِيْ بَيَانِ مَحَلِّ الْخَبَرِ الَّذِيْ جُعِلَ الْخَبَرُ فِيْهِ حُجَّةً وَهُوَ اِمَّا حُقُوْقُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ نَوْعَانِ الْعُقُوْبَاتُ وَغَيْرُهَا وَاَمَّا حُقُوْقُ الْعِبَادِ وَهُوَ ثَلٰثَةُ اَقْسَامٍ مَا فِيْهِ اِلْزَامٌ مَحْضٌ اَوْ لَا اِلْزَامَ فِيْهِ اَصْلًا اَوْ فِيْهِ اِلْزَامٌ مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ فَهٰذِهٖ خَمْسَةُ اَنْوَاعٍ وَهٰذَا التَّقْسِيْمُ لِمُطْلَقِ الْخَبَرِ الْوَاحِدِ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ خَبَرَ الرَّسُوْلِ اَوْ اَصْحَابِهٖ اَوْ عَامَّةِ الْخَلْقِ مِنْ اَهْلِ السُّوْقِ وَهِيَ مِنَ الْمُسَامَحَاتِ الْمَشْهُوْرَةِ لِجُمْهُوْرِ السَّلَفِ اِقْتِدَاءً بِفَخْرِ الْاِسْلَامِ فَاِنْ كَانَ مِنْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَكُوْنُ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيْهِ حُجَّةً سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْعِبَادَاتِ اَوِ الْعُقُوْبَاتِ اَوْ دَائِرَةً بَيْنَهُمَا اَوْ مُؤْنَةً مَعَ اَحَدِهِمَا وَلٰكِنْ قِيْلَ بِلَا شَرْطِ عَدَدٍ لِاَنَّ الصَّحَابَةَ قَبِلُوْا حَدِيْثَ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ مِنْ عَائِشَةَ (رض) وَحْدَهَا وَقِيْلَ بِشَرْطِ عَدَدٍ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَقْبَلْ خَبَرَ ذِي الْيَدَيْنِ فِيْ عَدَمِ تَمَامِ صَلٰوتِهٖ مَا لَمْ يَنْضَمَّ اِلَيْهِ خَبَرُ غَيْرِهٖ -

সরল অনুবাদ : আর তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ **খবরের ঐ ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে যেখানে খবরকে দলিল সাব্যস্ত করা হয়েছে।** প্রকাশ থাকে যে, খবর পাঁচ ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে পেশ হতে পারে। কেননা, এ ক্ষেত্রসমূহ হয়তো আল্লাহর হক হবে অথবা বান্দার হক। আবার আল্লাহর হক দুই প্রকার : ১. عُقُوْبَاتٌ বা শরয়ী দণ্ডবিধিসমূহ ও ২. عِبَادَاتٌ বা ইবাদতসমূহ। আর বান্দার হকও তিন প্রকার। যথা- ১. তন্মধ্যে শুধু اِلْزَامٌ রয়েছে, ২. তন্মধ্যে আদৌ কোনো اِلْزَامٌ-ই নেই ও ৩. তন্মধ্যে এক বিবেচনায় اِلْزَامٌ রয়েছে এবং অন্য বিবেচনায় কোনো اِلْزَامٌ নেই। এই মোট পাঁচ প্রকার হলো। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, এ শ্রেণীবিভাগটি সমগ্র খবরে ওয়াহিদের- যা নবী করীম ﷺ -এর খবর, সাহাবায়ে কেরামদের খবর ও সাধারণ মানুষের খবরকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু সুন্নতের আলোচনায় একে অন্তর্ভুক্ত করা-এটা জমহুর সালাফে সালেহীনের একটি প্রসিদ্ধ শিথিলতা, যা আল্লামা ফখরুল ইসলামের অনুকরণে করা হয়েছে। **যদি খবরের ক্ষেত্র আল্লাহর হকের প্রকারভুক্ত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ দলিল হবে।** চাই তা ইবাদতের মধ্য হতে হোক অথবা দণ্ডবিধির মধ্য হতে, এতদুভয়ের মধ্যে আবর্তনশীল হোক অথবা তাদের যে কোনো একটির সাথে জিম্মাদারী হোক। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, খবরে ওয়াহিদ কোনো সংখ্যা সীমার শর্ত ছাড়াই দলিল হবে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ সংক্রান্ত হাদীসটিকে একা হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও কবুল করেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, সংখ্যা সীমার শর্তসাপেক্ষে খবরে ওয়াহিদকে কবুল করা হবে। কেননা, নবী করীম ﷺ যুলইয়াদাইন (রা.)-এর খবরকে স্বীয় নামাজ পূর্ণ না হওয়ার ব্যাপারে ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর খবরের সাথে অন্য ব্যক্তির খবরকে মিলিয়ে নেননি।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالتَّقْسِيْمُ الثَّالِثُ আর তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ হলো فِيْ بَيَانِ বর্ণনা প্রসঙ্গে مَحَلِّ الْخَبَرِ খবরের ঐ ক্ষেত্রসমূহের الَّذِيْ جُعِلَ الْخَبَرُ যেসব খবরকে সাব্যস্ত করা হয়েছে فِيْهِ যেখানে حُجَّةً দলিল হিসেবে وَهُوَ اِمَّا আর এটা হয়তো বা حُقُوْقُ اللّٰهِ تَعَالٰى মহান আল্লাহর হক হবে وَهُوَ نَوْعَانِ আবার আল্লাহর হক দুই প্রকার- ১. الْعُقُوْبَاتُ ১. শরয়ী দণ্ডবিধিসমূহ وَغَيْرُهَا ২. এবং অন্যান্য ইবাদতসমূহ وَاَمَّا حُقُوْقُ الْعِبَادِ আর বান্দার হক্বসমূহ وَهُوَ আর এটা ثَلٰثَةُ اَقْسَامٍ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ১. مَا فِيْهِ যাতে রয়েছে اِلْزَامٌ مَحْضٌ শুধু বাধ্যবাধকতা ২. اَوْ لَا اِلْزَامَ فِيْهِ اَصْلًا ২. অথবা যাতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই ৩. اَوْ فِيْهِ اِلْزَامٌ ৩. অথবা اِلْزَامٌ রয়েছে مِنْ وَجْهٍ একদিক থেকে دُوْنَ وَجْهٍ অপর দিক থেকে নয় فَهٰذِهٖ অতএব এগুলো خَمْسَةُ اَنْوَاعٍ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত وَهٰذَا التَّقْسِيْمُ আর এ প্রকার لِمُطْلَقِ সাধারণভাবে الْخَبَرِ الْوَاحِدِ সকল খবরে ওয়াহিদের জন্য اَعَمُّ ব্যাপক হবে مِنْ اَنْ يَكُوْنَ চাই সেটা হবে خَبَرَ الرَّسُوْلِ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খবর اَوْ اَصْحَابِهٖ তাঁর সাহাবীদের খবর اَوْ অথবা عَامَّةِ সকল الْخَلْقِ মানুষের مِنْ اَهْلِ السُّوْقِ সাধারণ জনগণ وَهِيَ তবে এটা مِنَ الْمُسَامَحَاتِ একটি শিথিলতা الْمَشْهُوْرَةِ প্রসিদ্ধ لِجُمْهُوْرِ السَّلَفِ জমহুর সালাফে সালেহীনের اِقْتِدَاءً অনুকরণে بِفَخْرِ الْاِسْلَامِ ইমাম ফখরুল ইসলামের فَاِنْ كَانَ যদি খবরে ওয়াহিদ হয় مِنْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى মহান আল্লাহর হকের প্রকারভুক্ত يَكُوْنُ তখন হবে خَبَرُ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহিদটি فِيْهِ এ বিষয়ে حُجَّةً দলিল স্বরূপ سَوَاءٌ এক বরাবর হবে كَانَ مِنَ الْعِبَادَاتِ চাই সেটা ইবাদতের মধ্য হতে হোক اَوِ الْعُقُوْبَاتِ অথবা দণ্ডবিধির মধ্যে হোক اَوْ دَائِرَةً অথবা আবর্তনশীল হোক بَيْنَهُمَا এ দু'টির মাঝে اَوْ مُؤْنَةً অথবা মিলিত হোক مَعَ اَحَدِهِمَا এদের যে কোনো একটির সাথে وَلٰكِنْ قِيْلَ কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন بِلَا شَرْطٍ শর্ত ব্যতীত হবে عَدَدٍ কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার لِاَنَّ الصَّحَابَةَ কেননা, সাহাবায়ে কেরাম قَبِلُوْا গ্রহণ করেছেন حَدِيْثَ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ হাদীসটি (اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ الخ) এটি مِنْ عَائِشَةَ (رض) হযরত আয়েশা (রা.) হতে وَحْدَهَا একককভাবে وَقِيْلَ আর

কেউ কেউ বলেছেন بِشَرْطِ عَدَدٍ সংখ্যা সীমার শর্তে لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ কেননা, নবী করীম ﷺ لَمْ يَقْبَلْ গ্রহণ করেননি خَبَرَ ذِى الْيَدَيْنِ যুলইয়াদাইন (রা.)-এর খবরকে فِىْ عَدَمِ না হওয়ার ব্যাপারে تَمَامِ পরিপূর্ণ صَلٰوتِهٖ তাঁর নামাজ مَا لَمْ يَنْضَمَّ اِلَيْهِ যে পর্যন্ত মিলিয়ে নেননি خَبَرُ غَيْرِهٖ অপর ব্যক্তির খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مَحَلُّ الْخَبَرِ الَّذِىْ جُعِلَ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে যেসব স্থানে خَبَرِ وَاحِدْ-কে দলিল হিসেবে পেশ করা যায়- সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এখানে ঐসব স্থানের বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছেন। যেসব স্থানে خَبَرْ দলিল হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। উক্ত স্থানসমূহকে প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. حُقُوْقُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর অধিকার। ২. حُقُوْقُ الْعِبَادِ অর্থাৎ বান্দার অধিকার।

পুনরায় حُقُوْقُ اللّٰهِ দু' প্রকার- ১. عُقُوْبَاتْ অর্থাৎ দণ্ডবিধিসমূহ। ২. عِبَادَاتْ অর্থাৎ ইবাদতসমূহ।

আবার حُقُوْقُ الْعِبَادِ তিন প্রকার : ১. এতে নিছক اِلْزَامْ পাওয়া যাবে। (اِلْزَامْ বলে অপরের উপর কোনো কিছুকে অত্যাবশ্যক করে দেওয়া।) ২. এতে কোনো اِلْزَامْ নেই। ৩. এতে এক দিকের বিচারে اِلْزَامْ পাওয়া যাবে অন্য দিকের বিচারে اِلْزَامْ পাওয়া যাবে না। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, মোট (উপরিউক্ত) পাঁচ স্থানে خَبَرِ وَاحِدْ-কে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

قَوْلُهٗ فَاِنْ كَانَ مِنْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى **-এর আলোচনা :**

حقوق الله**-এর ক্ষেত্রে** خَبَرِ وَاحِدْ **দলিল হতে পারে :** حُقُوْقُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর অধিকারের ক্ষেত্রে خَبَرِ وَاحِدْ দলিল হিসেবে গণ্য হবে। চাই তা عِبَادَاتْ-এর প্রকারভুক্ত হোক, যেমন- নামাজ-রোজা ইত্যাদি। (তবে اِعْتِقَادْ সম্পর্কীয় বিষয়াবলি خَبَرِ وَاحِدْ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে না। কেননা, خَبَرِ وَاحِدْ ধারণামূলক, অথচ اِعْتِقَادْ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ধারণা যথেষ্ট নয়; বরং يَقِيْن-এর আবশ্যক।) অথবা عُقُوْبَاتْ (দণ্ডবিধি) সংক্রান্ত হোক। যেমন- حدود ও قِصَاصْ অথবা عِبَادَاتْ ও عُقُوْبَاتْ-এর মধ্যে আবর্তনশীল হোক। যথা- كَفَّارَاتْ - কেননা, এটা অপরাধের প্রতিদান হওয়ার কারণে শাস্তি (عقوبة) হিসেবে গণ্য। আবার কাজটি ইবাদত হওয়ার দিক বিবেচনায় عِبَادَاتْ। অথবা, এতদুভয় (عِبَادَة ও عُقُوْبَة)-এর কোনো একটির জিম্মাদারী সংক্রান্ত হবে। যেমন- ওশর ও খেরাজ। কেননা, ওশর ভূমির জিম্মাদারীর কারণে হয়ে থাকে যে ভূমিতে সে ফসল করেছে। আর এতে ইবাদতের অর্থ রয়েছে। কারণ, যাকাত যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়ে থাকে ওশরও সেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়ে থাকে। আর খেরাজও আবাদকৃত ভূমির কারণে হয়ে থাকে। আর এতে عُقُوْبَة-এর অর্থ বিদ্যমান। কেননা, এটা কাফিরদের উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর তাদের জন্যই এটা প্রযোজ্য।

قَوْلُهٗ وَلٰكِنْ قُبِلَ بِلَا شَرْطِ الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে خَبَرِ وَاحِدْ দাখিল হওয়ার জন্য সংখ্যার শার্তারোপ করা হবে কিনা- সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত যে, যে কোনো প্রকারের حُقُوْقُ اللّٰهِ-এর ব্যাপারেই خَبَرِ وَاحِدْ-কে দলিল হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে উক্ত خَبَرِ وَاحِدْ-এর মধ্যে বিশেষ কোনো সংখ্যা শর্ত কিনা এতে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল আলিমের মতে এর জন্য (বিশেষ) কোনো সংখ্যা শর্ত নয়। দলিল হিসেবে তাঁরা "اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ" সম্পর্কিত হাদীসটিকে পেশ করেছেন। হাদীসটি একমাত্র হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তথাপি সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হাদীসটিকে কবুল করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন একটি খত্‌নার স্থান অপর খত্‌নার স্থানকে অতিক্রম করবে তখন গোসল ওয়াজিব হবে।-(তিরমিযী) নর-নারীর লজ্জাস্থানের যে অংশ কর্তন করা হয়ে থাকে, তাকে خِتَان বলে। এর দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য। আর এর জন্য লিঙ্গের মাথা প্রবিষ্ট হওয়াই যথেষ্ট। -(মিরকাত)

পক্ষান্তরে আরেক দল আলিমের মতে, حُقُوْقُ اللّٰهِ-এর ক্ষেত্রে خَبَرِ وَاحِدْ দলিল হওয়ার জন্য সংখ্যার শর্তসাপেক্ষ। তাঁদের দলিল হলো নবী করীম ﷺ তাঁর নামাজ পূর্ণ না হওয়ার ব্যাপারে যুলইয়াদানের খবরকে ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্যের খবর এর সাথে যুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهٗ خَبَرِ ذِى الْيَدَيْنِ الخ **-এর আলোচনা :** অত্র ইবারতে যুলইয়াদাইনের হাদীস ও এর উত্তর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। হুযূর ﷺ দু' রাকআত নামাজ আদায় করত সালাম ফিরালেন। তখন হযরত যুলইয়াদাইন (রা.) বললেন, হুযূর! নামাজ সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে না আপনি ভুলে গেছেন? নবী করীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, যুলইয়াদাইন কি সত্য বলেছেন? সাহাবীগণ (রা.) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তখন হুযূর ﷺ দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট দু' রাকআত আদায় করলেন। অতঃপর হুযূর ﷺ সালাম ফিরালেন এবং পুনরায় তাকবীর বলে সিজদায় গেলেন। দীর্ঘক্ষণ সিজদায় অতিবাহিত করত তাকবীর বলে সোজা হয়ে বসলেন। পুনরায় তাকবীর বলে দীর্ঘ সিজদা করলেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করলেন।

আর তখন নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলা হারাম ছিল না। অতঃপর আল্লাহর বাণী- "وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ" (অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে চুপচাপ আল্লাহর জন্য নামাজ আদায় করো) অবতীর্ণ হওয়ার পর নামাজের মধ্যে কথাবার্তা হারাম হয়ে যায়।

যারা خَبَرِ وَاحِدْ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সংখ্যার শর্তারোপ করেন না, তাঁদের পক্ষ হতে এ হাদীসের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অপবাদের আশঙ্কা (অবকাশ)-এর কারণে নবী করীম ﷺ যুলইয়াদাইনের خَبَرْ-কে কবুল করেননি। কেননা, ঘটনাটি একটি বিরাট সমাবেশে ঘটেছিল এবং যুলইয়াদাইন ব্যতীত অন্য কেউ এ ব্যাপারে মুখ খুলেননি। (ইবনুল মালিক অনুরূপ বলেছেন।)

خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ فِي الْعُقُوبَاتِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيهَا خَبَرُ الْوَاحِدِ وَلَا يَثْبُتُ الْحُدُودُ مِنْهُ لِأَنَّ فِي اِتِّصَالِهِ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ شُبْهَةً وَالْحُدُودُ تَنْدَرِئُ بِهَا وَأَمَّا إِثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَاتِ عِنْدَ الْقَاضِي فَيَجُوزُ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ وَأَمْثَالُهُ وَلِأَنَّ الْحُدُودَ لَمْ تَثْبُتْ بِالْبَيِّنَاتِ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ أَسْبَابُهَا وَالْحُدُودُ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ مِمَّا فِيهِ إِلْزَامٌ مَحْضٌ كَخَبَرِ إِثْبَاتِ الْحَقِّ عَلَى أَحَدٍ فِي الدُّيُونِ وَالْأَعْيَانِ الْمَبِيعَةِ وَالْمُرْتَهَنَةِ وَالْمَغْصُوبَةِ تُشْتَرَطُ فِيهِ سَائِرُ شَرَائِطِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْعَقْلِ وَالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَالْإِسْلَامِ مَعَ الْعَدَدِ وَلَفْظِ الشَّهَادَةِ وَالْوِلَايَةِ بِأَنْ يَكُونَ اثْنَيْنِ وَيَتَلَفَّظُ بِقَوْلِهِ أَشْهَدُ وَتَكُونَ لَهُ الْوِلَايَةُ بِالْحُرِّيَّةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشَّرَائِطُ الثَّلَاثَةُ مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَحِينَئِذٍ يُقْبَلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْقَاضِي فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي فِيهَا إِلْزَامٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

সরল অনুবাদ : কিন্তু ইমাম কারখী (র.) **শরয়ী দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে এ প্রশ্নে বিপরীত মত পোষণ করেন।** তিনি শরয়ী দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদকে কবুল করেন না এবং এর মাধ্যমে দণ্ডবিধিও সাব্যস্ত করেন না। তাঁর দলিল এই যে, খবরে ওয়াহিদ নবী করীম ﷺ পর্যন্ত مُتَّصِلٌ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে, আর দণ্ডবিধিসমূহ সন্দেহ দ্বারা অকেজো হয়ে যায়। আর কাজীর নিকট নির্ধারিত দণ্ড সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত করা– এটা নসের মাধ্যমে জায়েজ আছে যদিও তা কিয়াসের বিপরীত। আর নস্ হলো আল্লাহ তা'আলার কাওল : فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ এবং এর ন্যায় আরও অনেক কাওল। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, নির্ধারিত দণ্ড সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয় না, বরং সাক্ষ্য দ্বারা এর সববসমূহ সাব্যস্ত হয় এবং নির্ধারিত দণ্ড কিতাবুল্লাহ দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। **আর যদি বান্দার হক সেই প্রকারভুক্ত হয়, যার মধ্যে শুধু** إِلْزَامٌ **রয়েছে,** যেমন– কোনো ব্যক্তির উপর ঋণ এবং বিক্রিত, বন্ধকী ও আত্মসাৎকৃত বস্তুর মধ্যে অধিকার সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত খবর, **তাহলে তন্মধ্যে খবরে ওয়াহিদের জন্য নির্ধারিত সকল শর্তই আরোপ করা হবে।** অর্থাৎ খবর প্রদানকারীকে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ, সংরক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী ও মুসলমান হতে হবে। **এর সাথে সাথে সংখ্যা, সাক্ষ্য প্রদানের শব্দ এবং লেনদেন করার অধিকার বিদ্যমান থাকতে হবে।** এভাবে যে, খবর প্রদানকারী দু'জন হবে, أَشْهَدُ শব্দযোগে সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তার স্বাধীনভাবে লেনদেন করার অধিকার বিদ্যমান থাকবে। যখন এ শেষোক্ত শর্তত্রয় পূর্ববর্তী শর্তচতুষ্টয়ের সাথে একত্র হবে, তখন যেসব মুয়ামালায় বিবাদীর উপর إِلْزَامٌ রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে কাজীর নিকট খবরে ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ ইমাম কারখী (র.) বিপরীত মত পোষণ করেছেন فِي الْعُقُوبَاتِ দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ কেননা, তিনি কবুল করেন না فِيهَا দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে خَبَرُ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহিদকে وَلَا يَثْبُتُ এবং সাব্যস্ত করেন না الْحُدُودُ দণ্ড مِنْهُ এর মাধ্যমে لِأَنَّ কেননা فِي اِتِّصَالِهِ খবরে ওয়াহিদের ইত্তেসালের ব্যাপারে إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত شُبْهَةً সন্দেহযুক্ত وَالْحُدُودُ আর দণ্ডবিধি تَنْدَرِئُ بِهَا সন্দেহ দ্বারা অকেজো হয়ে যায় وَأَمَّا إِثْبَاتُهَا আর দণ্ড প্রমাণিত করা بِالْبَيِّنَاتِ সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা عِنْدَ الْقَاضِي কাজীর নিকট فَيَجُوزُ এটা জায়েজ রয়েছে بِالنَّصِّ নসের দ্বারা عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ যদিও তা কিয়াসের বিপরীত وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى আর নস হলো মহান আল্লাহর বাণী فَاسْتَشْهِدُوا অতএব তোমরা সাক্ষী বানিয়ে রাখো عَلَيْهِنَّ অপকর্মে লিপ্ত মহিলাদের বিরুদ্ধে أَرْبَعَةً مِنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে চারজন وَأَمْثَالُهُ এবং এর ন্যায় আরো অনেক কাওল রয়েছে وَلِأَنَّ الْحُدُودَ আর অপর কারণ হলো যে, নির্ধারিত দণ্ড لَمْ تَثْبُتْ সাব্যস্ত হয় না بِالْبَيِّنَاتِ সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা وَإِنَّمَا تَثْبُتُ বরং সাব্যস্ত হয় أَسْبَابُهَا এর সবব বা কারণসমূহ وَالْحُدُودُ আর দণ্ড ثَابِتَةٌ সাব্যস্ত হয় بِالْكِتَابِ কিতাবুল্লাহ দ্বারা وَإِنْ كَانَ আর যদি তা হয় مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ বান্দার হকের প্রকারভুক্ত مِمَّا فِيهِ যাতে রয়েছে إِلْزَامٌ مَحْضٌ শুধুমাত্র আবশ্যকতা كَخَبَرِ যেমন খবর إِثْبَاتِ الْحَقِّ অধিকার সাব্যস্তকরণ সংক্রান্ত عَلَى أَحَدٍ কোনো ব্যক্তির উপর فِي الدُّيُونِ ঋণ সংক্রান্ত وَالْأَعْيَانِ الْمَبِيعَةِ বিক্রিত বস্তুসমূহ وَالْمُرْتَهَنَةِ বন্ধকী وَالْمَغْصُوبَةِ হরণ تُشْتَرَطُ فِيهِ তাহলে তাতে শর্তারোপ করা হবে سَائِرُ সকল شَرَائِطِ الْأَخْبَارِ

খবরে ওয়াহিদের শর্তাবলি مَعَ الْعَقْلِ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন وَالْعَدَالَةِ ন্যায়পরায়ণতা وَالضَّبْطِ সংরক্ষণ ক্ষমতা وَالْإِسْلَامِ এবং ইসলাম الْعَدَدِ এর সাথে সংখ্যা بِأَنْ يَّكُوْنَ اِثْنَيْنِ এভাবে যে وَلَفْظِ الشَّهَادَةِ সাক্ষ্য প্রদানের শব্দ وَالْوِلَايَةِ এবং লেনদেন করার ক্ষমতা খবর প্রদানকারী দু'জন হওয়া وَيَتَلَفَّظُ এবং উচ্চারণ করবে بِقَوْلِهِ তার এ কথা দ্বারা اَشْهَدُ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি وَتَكُوْنُ لَهُ আর তার জন্য থাকতে হবে الْوِلَايَةُ অধিকার বা ক্ষমতা بِالْحُرِّيَّةِ স্বাধীনভাবে فَإِذَا اجْتَمَعَتْ অতঃপর যখন একত্রিত হবে هٰذِهِ الشَّرَائِطُ الثَّلٰثَةُ এ তিন শর্ত مَعَ الْاَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ পূর্বোক্ত চার শর্তের সাথে فَحِيْنَئِذٍ তখন يُقْبَلُ গ্রহণযোগ্য হবে خَبَرُ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহিদ فِى الْمُعَامَلَاتِ পারস্পরিক লেনদেনে الَّتِىْ فِيْهَا اِلْزَامٌ যাতে اِلْزَامٌ রয়েছে عِنْدَ الْقَاضِىْ কাজীর নিকট عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ বিবাদীর উপর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْكَرْخِىِّ فِى الْعُقُوْبَاتِ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে عُقُوْبَاتْ সংক্রান্ত حُقُوْقُ اللّٰهِ -এর ব্যাপারে ইমাম কারখীর মতের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে حُقُوْقُ اللّٰهِ -এর ব্যাপারে خَبَرِ وَاحِدْ গ্রহণযোগ্য হবে। চাই عِبَادَتْ -এর ব্যাপারে হোক অথবা عُقُوْبَاتْ সংক্রান্ত হোক। তবে ইমাম কারখী (র.)-এর মতে عُقُوْبَاتْ -এর ব্যাপারে خَبَرِ وَاحِدْ গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এর দ্বারা حُدُوْد সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম কারখীর দলিল : কেননা, خَبَرِ وَاحِدْ রাসূলে কারীম ﷺ পর্যন্ত مُتَّصِلْ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। কারণ, خَبَرِ وَاحِدْ অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে কোনো কিছুকে সাব্যস্ত করে না। আর সন্দেহের কারণে حُدُوْد (দণ্ডসমূহ) রহিত হয়ে যায়।

জমহুরের পক্ষ হতে উত্তর : এর জবাবে জমহুর বলেছেন যে, যে সন্দেহের দরুন দণ্ড রহিত হয়ে যায় তা হলো দণ্ডের কারণ সাব্যস্তকরণ সংক্রান্ত সন্দেহ। যেমন– জেনা এবং চুরি। কিন্তু দণ্ডের হুকুম যে দলিলেল দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে (কিতাব, সুন্নত ইত্যাদি) তাতে সন্দেহ বিদ্যমান থাকার কারণে শাস্তি রহিত হয় না। লক্ষণীয় যে, কিতাবুল্লাহর প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা শাস্তিকে সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে, যদিও এর دَلَالَتْ (নির্দেশনা)-এর ক্ষেত্রে অবকাশ রয়েছে।

ইমাম কারখীর উপর একটি اِعْتِرَاضْ ও এর জবাব : এক্ষেত্রে ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.)-এর বিরুদ্ধে একটি اِعْتِرَاضْ হতে পারে যে, حُدُوْد দলিল (সাক্ষী)-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অথচ তাতে তো সন্দেহ রয়েছে। এর জবাবে তিনি বলেছেন, বিচারকের নিকট সাক্ষী-প্রমাণের দ্বারা حُدُوْد সাব্যস্তকরণ কিতাবুল্লাহর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, যা কিয়াসের বিপরীত। সুতরাং بَيِّنَه (সাক্ষ্য) -এর উপর কিয়াস করত সেই খবরের দ্বারা حُدُوْد (দণ্ড) সাব্যস্ত করা যাবে না যা মাত্র একজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। আর উক্ত نَصّ টি হলো আল্লাহর বাণী- "فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ" অর্থাৎ "তোমাদের মধ্য হতে সেসব মহিলার বিরুদ্ধে চারজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে রাখো যারা অপকর্মে লিপ্ত হয়" এবং ইত্যাকার অন্যান্য আয়াত।

তা ছাড়া حُدُوْد তো সাক্ষ্যের দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি; বরং এর اَسْبَابْ (কারণসমূহ) সাক্ষ্যের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর حُدُوْد (দণ্ডসমূহ) نَصّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ مِنْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ مِمَّا فِيْهِ اِلْزَامٌ مَحْضٌ الخ -এর আলোচনা : আর خَبَرِ وَاحِدْ -এর মহল (স্থান) যদি বান্দার এমন অধিকার সংক্রান্ত হয় যাতে নিছক اِلْزَامْ (দণ্ড) রয়েছে। অর্থাৎ যে কোনো দিকের বিবেচনায় বিবাদীর উপর اِلْزَامْ বা দণ্ড আরোপিত হয়ে থাকে। যেমন– ঋণ, বিক্রিত দ্রব্যসামগ্রী, বন্ধকী মাল ও আত্মসাৎকৃত সম্পদের ব্যাপারে কারো উপর হক সাব্যস্তকরণ সংক্রান্ত খবর। তাহলে এতে নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত হাদীসসমূহের জন্য আরোপিত সমস্ত শর্ত তথা আকল, ন্যায়পরায়ণ, ضَبْط (সংরক্ষণ ক্ষমতা) ও মুসলমান হওয়া শর্ত হিসেবে গণ্য হবে। তবে যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে সে যদি মুসলমান হয়, তাহলেই কেবল সাক্ষীর মুসলমান হওয়া শর্ত হবে, অন্যথায় নয়। তৎসঙ্গে সাক্ষ্য দানকারী দু'জন হতে হবে। তবে যেখানে দু'জন পাওয়া যাওয়া সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে একজনই যথেষ্ট হবে। যেমন সন্তান প্রসবের ব্যাপারে ধাত্রীর সাক্ষ্য। যা হোক সাধারণত দু'জন পুরুষ অথবা (حُدُوْد ব্যতীত অন্যত্র) একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক। আর জেনার শাস্তির ব্যাপারে চারজন সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে এবং অন্যান্য শাস্তির ব্যাপারে দু'জন পুরুষের সাক্ষী জরুরি। তা ছাড়া "اَشْهَدُ" (আমি সাক্ষ দিচ্ছি) এ শব্দের দ্বারা সাক্ষ্য দিতে হবে। কেননা, এ شَهَادَةْ শব্দটি শপথ বিশেষ। কাজেই এতে অধিক গুরুত্ব হবে। সুতরাং اَعْلَمُ বললে গ্রহণযোগ্য হবে না। এতদ্ব্যতীত সাক্ষী আজাদ হতে হবে।

যা হোক এ ত্রিবিধ শর্ত (وِلَايَتْ ও شَهَادَتْ - عَدَدْ) পূর্বোক্ত শর্ত চতুষ্টয় (তথা اِسْلَامْ ও ضَبْط ـ عَدَالَتْ ـ عَقْل) -এর সাথে একত্র হলে বিচারকের নিকট সেসব লেনদেন خَبَرِ وَاحِدْ দলিল হিসেবে গণ্য হবে যেসব বিষয়ে বিবাদীর উপর اِلْزَامْ (দণ্ড) রয়েছে।

وَإِنْ كَانَ لَا اِلْزَامَ فِيْهِ اَصْلًا كَخَبَرِ الْوَكَالَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالرِّسَالَةِ فِى الْهَدَايَا وَنَحْوِهَا بِاَنْ يَقُوْلَ وَكَّلَكَ فُلَانٌ اَوْ ضَارَبَكَ فِىْ هٰذَا اَوْ اَهْدٰى اِلَيْكَ هٰذَا الشَّيْئَ هَدِيَّةً فَاِنَّهُ لَا اِلْزَامَ فِيْهِ عَلٰى اَحَدٍ بَلْ يَخْتَارُ بَيْنَ اَنْ يَقْبَلَ الْوَكَالَةَ وَالْمُضَارَبَةَ وَالْهَدِيَّةَ وَبَيْنَ اَنْ لَا يَقْبَلَ يَثْبُتُ بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ بِشَرْطِ التَّمْيِيْزِ دُوْنَ الْعَدَالَةِ يَعْنِىْ بِشَرْطِ اَنْ يَكُوْنَ الْمُخْبِرُ مُمَيِّزًا صَبِيًّا كَانَ اَوْ بَالِغًا حُرًّا كَانَ اَوْ عَبْدًا مُسْلِمًا كَانَ اَوْ كَافِرًا عَادِلًا كَانَ اَوْ فَاسِقًا فَيَجُوْزُ لِمَنْ اَخْبَرَهُ بِالْوَكَالَةِ وَالْمُضَارَبَةِ اَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْهِ وَيُبَاشِرَهُ لِاَنَّ الْاِنْسَانَ قَلَّمَا يَجِدُ رَجُلًا مُسْتَجْمِعًا لِلشَّرَائِطِ يَبْعَثُهُ اِلٰى وَكِيْلِهِ اَوْ غُلَامِهِ بِالْخَبَرِ فَلَوْ شُرِطَتْ فِيْهِ الشُّرُوْطُ لَتَعَطَّلَتِ الْمَصَالِحُ فِى الْعَالَمِ وَلِاَنَّ الْخَبَرَ غَيْرُ مُلْزِمٍ فِى الْوَاقِعِ فَلَا تُعْتَبَرُ فِيْهِ شَرَائِطُ الْاِلْزَامِ وَالنَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقْبَلُ خَبَرَ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ ـ

সরল অনুবাদ : আর যদি বান্দার হক এমন প্রকারভুক্ত হয় যে, তাতে আদৌ কোনো اِلْزَامْ-ই নেই। যেমন- কারো উকিল হওয়া, মালের অংশীদার হওয়া এবং হাদিয়াসমূহে দূত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের খবর। উদাহরণস্বরূপ যেমন- কেউ এভাবে বলল যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে তার উকিল নিযুক্ত করেছে। অথবা অমুক ব্যক্তি তোমাকে এ বিষয়ে অংশীদার মনোনীত করেছে, অথবা অমুক ব্যক্তি তোমার নিকট এ বস্তুটি হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করেছে। লক্ষণীয় যে, এ প্রকার খবরের মধ্যে কারো উপর কোনো اِلْزَامْ নেই; বরং যাকে খবর প্রদান করা হয়, তার এখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা হলে এই ওকালত, অংশীদারিত্ব (مُضَارَبَتْ) ও হাদিয়া কবুল করবে অথবা কবুল করবে না। **তাহলে তা اَخْبَارِ اٰحَادْ দ্বারা সাব্যস্ত হবে। তবে শর্ত এই যে, খবরদাতা পার্থক্য জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। কিন্তু তার ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত নয়।** অর্থাৎ এই শর্তে যে, খবর প্রদানকারী পার্থক্য করার জ্ঞানসম্পন্ন হবে। চাই সে নাবালেগ শিশু হোক অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি, আজাদ হোক অথবা ক্রীতদাস, মুসলমান হোক অথবা কাফির, ন্যায়পরায়ণ হোক অথবা ফাসিক। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সংবাদদাতা যাকে ওকালত, অংশীদারত্ব ও হাদিয়া প্রভৃতির খবর প্রদান করেছে, তার জন্য উক্ত বিষয়ে লেনদেন করা ও তাতে আত্মনিয়োগ করা জায়েজ রয়েছে। কেননা, মানুষ স্বীয় উকিল অথবা গোলামের নিকট সংবাদ পাঠাবার জন্য এমন লোক খুব কমই পেয়ে থাকে, যার মধ্যে সকল শর্তই ষোল আনা বিদ্যমান রয়েছে। যদি এক্ষেত্রে সকল শর্তই কড়াকড়িভাবে আরোপ করা হয়, তাহলে এ পৃথিবীতে যাবতীয় কর্মকাণ্ড অচল হয়ে যাবে। আর এ কারণেও যে, এরূপ খবর যেহেতু প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো কিছু লাযেমকারী নয়, সুতরাং তাতে اِلْزَامْ-এর শর্তাবলি বিবেচনা করা যাবে না। আর এটা তো সকলেই জানেন যে, নবী করীম ﷺ হাদিয়া সংক্রান্ত খবর ন্যায়পরায়ণ ও ফাসিক নির্বিশেষে সকলের নিকট হতেই কবুল করতেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِنْ كَانَ আর যদি এমন হয় যে لَا اِلْزَامَ فِيْهِ যাতে কোনো আবশ্যকতা নেই اَصْلًا আদৌ كَخَبَرِ যেমন খবর الْوَكَالَةِ কারো উকিল হওয়ার বিষয়ে وَالْمُضَارَبَةِ সম্পদের অংশীদার হওয়ায় وَالرِّسَالَةِ এবং দূত হওয়ার বিষয়ে فِى الْهَدَايَا উপঢৌকনসমূহে وَنَحْوِهَا এর উদাহরণ স্বরূপ بِاَنْ يَقُوْلَ কেউ এভাবে বলল যে وَكَّلَكَ فُلَانٌ তোমাকে অমুক উকিল বানিয়েছে اَوْ ضَارَبَكَ অথবা তোমাকে অংশীদার মনোনীত করেছে فِىْ هٰذَا এ বিষয়ে اَوْ অথবা اَهْدٰى اِلَيْكَ আপনার প্রতি হাদিয়া দিয়েছে هٰذَا الشَّيْئَ এ বস্তুটি هَدِيَّةً হাদিয়া স্বরূপ فَاِنَّهُ لَا اِلْزَامَ فِيْهِ কেননা, এতে কোনো ইলযাম নেই عَلٰى اَحَدٍ কারো উপর بَلْ বরং يَخْتَارُ সুযোগ রয়েছে بَيْنَ মাঝে اَنْ يَقْبَلَ কবুল করার বিষয়ে الْوَكَالَةَ এই ওকালত وَالْمُضَارَبَةَ অংশীদারিত্ব وَالْهَدِيَّةَ এবং হাদিয়া وَبَيْنَ اَنْ لَا يَقْبَلَ এবং কবুল না করার মাঝে يَثْبُتُ সাব্যস্ত হবে بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা بِشَرْطِ التَّمْيِيْزِ খবরদাতার পার্থক্য করার জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার শর্তে دُوْنَ الْعَدَالَةِ কিন্তু ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত নয় يَعْنِىْ অর্থাৎ بِشَرْطِ এই শর্তে যে اَنْ يَكُوْنَ হওয়া الْمُخْبِرُ খবর প্রদানকারী مُمَيِّزًا পার্থক্য জ্ঞানসম্পন্ন صَبِيًّا كَانَ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু হোক اَوْ بَالِغًا অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক হোক حُرًّا كَانَ স্বাধীন হোক اَوْ عَبْدًا অথবা গোলাম হোক مُسْلِمًا كَانَ মুসলমান হোক اَوْ كَافِرًا অথবা কাফির عَادِلًا كَانَ ন্যায়পরায়ণ হোক اَوْ فَاسِقًا অথবা ফাসিক

أَنْ يَتَصَرَّفَ অতএব জায়েজ হবে وَالْمُضَارَبَةِ ওকালতের بِالْوَكَالَةِ যে এরূপ ক্ষেত্রে সংবাদ দেয় لِمَنْ أَخْبَرَهُ অংশীদারিত্বে فَيَجُوزُ رَجُلًا তাতে লেনদেন করা وَيُبَاشِرُهُ এবং তাতে আত্মনিয়োগ করা لِأَنَّ الْإِنْسَانَ কেননা, মানুষ قَلَّمَا يَجِدُ খুব কমই পেয়ে থাকে فِيهِ এমন ব্যাক্তি مُسْتَجْمِعًا যার মাঝে বিদ্যমান রয়েছে لِلشَّرَائِطِ সকল শর্ত يَبْعَثُهُ সে পাঠাবে إِلَى وَكِيلِهِ তার উকিলের নিকট أَوْ غُلَامِهِ অথবা তার গোলামের নিকট بِالْخَبَرِ সংবাদ সহ فَلَوْ شُرِطَتْ যদি শর্তারোপ করা হয় فِيهِ এ ক্ষেত্রে الشُّرُوطُ সকল শর্তাবলি لَتَعَطَّلَتِ তাহলে অচল হয়ে যাবে الْمَصَالِحُ যাবতীয় কর্মকাণ্ড فِى الْعَالَمِ পৃথিবীর وَلِأَنَّ الْخَبَرَ আর এ কারণেও যে, এরূপ খবর غَيْرُ مُلْزِمٍ কোনো কিছু আবশ্যককারী নয় فِى الْوَاقِعِ বাস্তব ক্ষেত্রে فَلَا تُعْتَبَرُ অতএব বিবেচনা করা যাবে না فِيهِ এতে شَرَائِطُ الْإِلْزَامِ আবশ্যক করার শর্তাবলি وَالنَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ আর নবী করীম ﷺ كَانَ يَقْبَلُ কবুল করতেন خَبَرَ الْهَدِيَّةِ হাদিয়া সংক্রান্ত খবর مِنَ الْبَرِّ ন্যায়পরায়ণ وَالْفَاجِرِ এবং ফাসিকের।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا إِلْزَامَ فِيهِ أَصْلًا الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, حُقُوقُ اللّٰهِ যে প্রকারে কারো উপর কোনো إِلْزَامٌ (বাধ্যবাধকতা) নেই সে স্থলে خَبَرِ وَاحِدٍ গ্রহণযোগ্য হবে। এ শর্তে যে, সংবাদদাতার মধ্যে ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা থাকা চাই- ন্যায়পরায়ণতা এবং অন্যান্য শর্তাবলির প্রয়োজন নেই। যেমন- وَكَالَةٌ অর্থাৎ কারো উকিল (প্রতিনিধি) বানানো সংক্রান্ত خَبَرِ مُضَارَبَةٌ ব্যবসায়ে অংশীদারত্ব সংক্রান্ত خَبَرٌ এটা এমন ব্যবসায় যাতে একজনের পক্ষ হতে পুঁজি এবং অন্যের পক্ষ হতে শ্রম নিয়োগ করা হয়। আর মুনাফায় উভয় সমানভাবে শরিক হয় এবং হাদিয়ার বাহক ইত্যাদি সংক্রান্ত خَبَر যা হোক যদি কেউ সংবাদ দেয় যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে বা অমুক ব্যক্তি তোমাকে ব্যবসায়ে (অংশীদারিত্বে) নিয়োগ করেছে অথবা তোমার নিকট অমুক ব্যক্তি এ বস্তুটি হাদিয়া পাঠিয়েছে বা আমানত রেখেছে, তাহলে উপরিউক্ত শর্তে সংবাদটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এ ধরনের সংবাদে কোনোরূপ إِلْزَامٌ বা বাধ্যবাধকতা নেই; বরং যাকে সংবাদ দিয়েছে ইচ্ছা করলে সে তা গ্রহণও করতে পারে- ইচ্ছা করলে বর্জনও করতে পারে।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত ধরনের সংবাদ গৃহীত হওয়ার জন্য ন্যায়পরায়ণতা, ইসলাম এবং পূর্ণাঙ্গ আকল ও একাধিক সংখ্যক হওয়া শর্ত নয়; বরং تَمْيِيزٌ (ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ ক্ষমতা) থাকাই যথেষ্ট। সুতরাং তামীয সম্পন্ন শিশু, গোলাম, কাফির ও ফাসিকের সংবাদও গ্রহণযোগ্য হবে। তবে বোধহীন ও পাগলের সংবাদ গৃহীত হবে না।

দলিল : কেননা, এসব ব্যাপারে সংবাদ প্রেরণের জন্য شَهَادَةٌ -এর জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি সম্পন্ন লোক জুটানো প্রায়ই সম্ভব হয়ে উঠে না। যদ্দরুন সব কাজ-কারবারই বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে, যাতে মহাসংকট সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত উপরিউক্ত ধরনের خَبَر -এর দ্বারা কোনো বাধ্যবাধকতা অনিবার্য হয় না। কাজেই বাধ্যবাধকতার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তৃতীয়ত নবী করীম ﷺ সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের সংবাদই هَدِيَّه -এর ব্যাপারে গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং ইমাম বুখারী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট কোনো খাদ্য-দ্রব্য হাজির করা হতো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন যে, এটা হাদিয়া না সদকা? যদি বলা হতো সদকা, তাহলে তিনি সাহাবীগণকে ভক্ষণ করতে বলতেন এবং নিজে ভক্ষণ করতেন না। আর যদি বলা হতো হাদিয়া, তাহলে সাহাবীগণের সাথে তিনিও আহারে অংশ নিতেন। (সংবাদদাতা ন্যায়পরায়ণ না ফাসিক তা অনুসন্ধান করতেন না।)

وَإِنْ كَانَ فِيْهِ اِلْزَامٌ مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ كَخَبَرِ عَزْلِ الْوَكِيْلِ وَحَجْرِ الْمَاذُوْنِ فَاِنَّهُ مِنْ حَيْثُ اَنَّ الْمُوَكِّلَ وَالْمَوْلٰى يَتَصَرَّفُ فِىْ حَقِّ نَفْسِهٖ بِالْعَزْلِ وَالْحَجْرِ كَمَا يَتَصَرَّفُ بِالتَّوْكِيْلِ وَالْاِذْنِ فَلَا اِلْزَامَ فِيْهِ اَصْلًا وَمِنْ حَيْثُ اَنَّ التَّصَرُّفَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْوَكِيْلِ وَالْعَبْدِ بَعْدَ الْعَزْلِ وَالْحَجْرِ وَتَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ فِىْ ذٰلِكَ فَفِيْهِ اِلْزَامُ ضَرَرٍ عَلَى الْوَكِيْلِ وَالْعَبْدِ فَلِهٰذَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ اَحَدُ شَطْرَيِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ يَعْنِى الْعَدَدَ اَوِ الْعَدَالَةَ اَىْ لَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ الْمُخْبِرُ اِثْنَيْنِ اَوْ وَاحِدًا عَدْلًا رِعَايَةً لِشِبْهِ الْجَانِبَيْنِ اِذْ لَوْ كَانَ اِلْزَامًا مَحْضًا يُشْتَرَطُ فِيْهِ كِلَاهُمَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ اِلْزَامًا اَصْلًا مَا شُرِطَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا فَوَفَّرْنَا حَظًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ فِيْهِ وَعِنْدَهُمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ شَيْءٌ بَلْ يَثْبُتُ الْحَجْرُ وَالْعَزْلُ بِخَبَرِ كُلِّ مُمَيِّزٍ وَهٰذَا اِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ فُضُوْلِيًّا فَاِنْ كَانَ وَكِيْلًا اَوْ رَسُوْلًا مِنَ الْمُوَكِّلِ وَالْمَوْلٰى لَمْ تُشْتَرَطِ الْعَدَالَةُ وَالْعَدَدُ اِتِّفَاقًا لِاَنَّ عِبَارَةَ الْوَكِيْلِ وَالرَّسُوْلِ كَعِبَارَةِ الْمُوَكِّلِ وَالْمُرْسِلِ ـ

সরল অনুবাদ : **আর যদি খবরের ক্ষেত্র এমন হয় যে, তাতে এক বিবেচনায় الزام রয়েছে এবং অন্য বিবেচনায় الزام নেই।** যেমন– উকিলকে বরখাস্ত করা অথবা অনুমতি প্রদত্ত ক্রীতদাসের এখতিয়ার রহিতকরণ সংক্রান্ত খবর। কেননা, এ বিবেচনায় যে, মুয়াক্কিল ও মনিব স্বীয় অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বরখাস্ত ও বারণ করা দ্বারা ভূমিকা পালনের এখতিয়ার রাখেন, যদ্রূপ তিনি উকিল নিয়োগ ও অনুমতি প্রদান দ্বারা ভূমিকা পালনের এখতিয়ার রাখেন–তাতে আদৌ কোনো الزام নেই। আর এ বিবেচনায় যে, বরখাস্ত ও বারণের পর ভূমিকা পালনের প্রতিক্রিয়া শুধু উকিল ও ক্রীতদাসের উপরই সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাতে তার উপরই জিম্মাদারী প্রত্যাবর্তন করে– তাতে উকিল ও ক্রীতদাসের উপর ক্ষতির الزام রয়েছে। **তাহলে তাতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সাক্ষ্যদানের অর্ধাংশ শর্ত করা হবে।** অর্থাৎ হয়তো সংখ্যা অথবা ন্যায়পরায়ণতা শর্ত করা হবে। এর অর্থ এই যে, উভয় দিকের সাদৃশ্য বিবেচনার্থে এটাই আবশ্যক যে, সংবাদদাতা দু'জন হবে অথবা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হবে। কেননা, যদি খবরের ক্ষেত্র এমন হয় যে, তাতে নিছক الزام-ই রয়েছে, তাহলে তাতে সংখ্যা ও ন্যায়পরায়ণতা উভয় শর্তই আরোপ করা হবে। আর যদি খবরের ক্ষেত্র এমন হয় যে, তাতে আদৌ কোনো الزام -ই নেই, তাহলে তাতে উভয় শর্তের কোনোটি আরোপ হবে না। মোটকথা, আমরা এক্ষেত্রে উভয় দিকেরই হক পূর্ণ করেছি। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে এ প্রকার খবরের ক্ষেত্রে কোনো কিছুই শর্ত করা হবে না; বরং প্রত্যেক পার্থক্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির খবর দ্বারাই বারণ ও বরখাস্তকরণ সাব্যস্ত করা যেতে পারে। আর এ মতপার্থক্য শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেখানে সংবাদ প্রদানকারী অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি হয়। আর খবরদাতা যখন মুয়াক্কিল অথবা মনিবের পক্ষ হতে উকিল অথবা দূতস্বরূপ হয়, তখন সর্বসম্মতভাবেই তাতে ন্যায়পরায়ণতা অথবা সংখ্যা কিছুই শর্ত নয়। কেননা, উকিল ও দূতের বিবৃতি হুবহু মুয়াক্কিল ও দূত প্রেরণকারীরই বিবৃতির অনুরূপ হয়ে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ كَانَ আর যদি খবর এমন হয় فِيْهِ اِلْزَامٌ তাতে اِلْزَامٌ রয়েছে مِنْ وَجْهٍ এক বিবেচনায় دُوْنَ وَجْهٍ অন্য বিবেচনায় নয় كَخَبَرِ যেমন খবর عَزْلِ অপসারণ সংক্রান্ত الْوَكِيْلِ উকিলকে وَحَجْرِ এবং রহিতকরণ সংক্রান্ত الْمَاذُوْنِ অনুমতিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের (এখতিয়ার) فَاِنَّهُ কেননা مِنْ حَيْثُ এ বিবেচনায় اَنَّ الْمُوَكِّلَ যে মুয়াক্কিল وَالْمَوْلٰى এবং মনিব يَتَصَرَّفُ ক্ষমতা রাখেন فِىْ حَقِّ نَفْسِهٖ স্বীয় অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে بِالْعَزْلِ অপসারণ করা দ্বারা وَالْحَجْرِ এবং বারণ করা দ্বারা كَمَا يَتَصَرَّفُ যেমনিভাবে ভূমিকা পালনের সুযোগ রাখেন بِالتَّوْكِيْلِ উকিল নিয়োগের দ্বারা وَالْاِذْنِ এবং অনুমতি প্রদান দ্বারা فَلَا اِلْزَامَ فِيْهِ অতএব এতে ইলযাম নেই اَصْلًا আদৌ وَمِنْ حَيْثُ আর এ বিবেচনায় যে اَنَّ التَّصَرُّفَ ক্ষমতা প্রয়োগ يَقْتَصِرُ সীমাবদ্ধ হয়ে যায় عَلَى الْوَكِيْلِ শুধু উকিলের উপর وَالْعَبْدِ এবং ক্রীতদাসের উপর بَعْدَ الْعَزْلِ বরখাস্তের পর وَالْحَجْرِ এবং বারণের পর وَتَلْزَمُهُ এবং তার উপর আবশ্যক হয়ে পড়ে الْعُهْدَةُ দায়দায়িত্ব فِىْ ذٰلِكَ এ বিষয়ে فَفِيْهِ অতএব এতে রয়েছে اِلْزَامُ ضَرَرٍ ক্ষতির এলযাম عَلَى الْوَكِيْلِ উকিলের উপর وَالْعَبْدِ এবং ক্রীতদাসের উপর فَلِهٰذَا কাজেই يُشْتَرَطُ শর্ত করা হবে فِيْهِ এখানে اَحَدُ شَطْرَيِ একাংশ শর্ত الشَّهَادَةِ সাক্ষ্য দানের عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে يَعْنِى অর্থাৎ الْعَدَدَ সংখ্যা اَوِ الْعَدَالَةَ অথবা ন্যায়পরায়ণতা اَىْ অর্থাৎ لَابُدَّ আবশ্যক হলো اَنْ يَّكُوْنَ الْمُخْبِرُ সংবাদদাতা হবে اِثْنَيْنِ দু'জন اَوْ وَاحِدًا অথবা একজন عَدْلًا

ন্যায়পরায়ণ رِعَايَةً বিবেচনার্থে لِشِبْهِ সাদৃশ্য الْجَانِبَيْنِ উভয় দিকের إِذْ لَوْ كَانَ কেননা, যদি খবরের ক্ষেত্র এমন হয় إِلْزَامًا مَحْضًا তাতে নিছক إِلْزَامْ ই রয়েছে يُشْتَرَطُ فِيْهِ তাহলে তাতে শর্তারোপ করা হবে كِلَاهُمَا (সংখ্যা ও ন্যায়পরায়ণতা) উভয়টি وَلَوْ لَمْ يَكُنْ আর যদি না হয় أَصْلًا إِلْزَامًا কোনো إِلْزَامْ ই مَا شُرِطَ فِيْهِ তাহলে তাতে শর্তারোপ করা হবে না شَيْءٌ مِنْهُمَا উভয় শর্তের কোনোটি لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ অতএব আমরা পূর্ণ করেছি حَظًّا অংশ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فِيْهِ উভয় দিকেই وَعِنْدَهُمَا আর সাহেবাইনের মতে فَوَفَّرْنَا এরূপ খবরের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা হবে না شَيْءٌ কোনো কিছুই بَلْ يَثْبُتُ বরং সাব্যস্ত করা যেতে পারে الْحَجْرُ বারণ করা وَالْعَزْلُ এবং বরখাস্তকরণ بِخَبَرِ খবর দ্বারা كُلِّ مُمَيِّزٍ প্রত্যেক পার্থক্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির وَهٰذَا আর এটা সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য إِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ যখন সংবাদ প্রদানকারী فُضُوْلِيًّا অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি হয় فَإِنْ كَانَ আর যদি খবরদাতা হয় وَكِيْلًا উকিল أَوْ رَسُوْلًا অথবা দূত স্বরূপ مِنَ الْمُوَكِّلِ মুয়াক্কিলের পক্ষ হতে وَالْمَوْلٰى অথবা মনিবের পক্ষ হতে لَمْ تُشْتَرَطِ তাহলে তাতে শর্তারোপ করা হবে না الْعَدَالَةُ ন্যায়পরায়ণতা وَالْعَدَدُ সংখ্যা إِتِّفَاقًا সর্বসম্মতভাবে لِأَنَّ কেননা عِبَارَةَ الْوَكِيْلِ উকিলের বিবৃতি وَالرَّسُوْلِ এবং দূতের كَعِبَارَةِ বিবৃতির অনুরূপ الْمُوَكِّلِ মুয়াক্কিলের وَالْمُرْسِلِ প্রেরণকারীর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِيْهِ إِلْزَامٌ مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে حُقُوْقُ الْعِبَادِ-এর যে প্রকারে আংশিক إِلْزَامْ রয়েছে, ইমামগণের মতানৈক্যসহ তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হলো। خَبَرْ-এর مَحَلّ যদি এমন حُقُوْقُ الْعِبَادِ হয় যাতে একদিকের বিচারে الزام (অভিযোগ বা বাধ্যবাধকতা) রয়েছে কিন্তু অন্য দিকের বিবেচনায় إِلْزَامْ নেই। যেমন উকিলকে বরখাস্ত করা এবং অনুমোদন প্রদত্ত গোলাম হতে অনুমতি প্রত্যাহার করা। কেননা, এতে এ দিকের বিচারে যে, মুয়াক্কিল এবং মনিব যেমন উকিল বানানো ও অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা রাখে তদ্রূপ তারা অনুমতি প্রত্যাহার ও অপসারণের ক্ষমতাও রাখে। কোনোরূপ إِلْزَامْ নেই। আবার এ দিকের বিচারে যে, অনুমতি প্রত্যাহার ও ওকালতি হতে অপসারণ করবার পর হতে গোলাম ও উকিলের মধ্যে تَصَرُّفْ (ক্ষমতা প্রয়োগ) সীমিত থাকবে এবং সে ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তাদের জন্য অত্যাবশ্যক হবে। এর মধ্যে إِلْزَامْ রয়েছে। অর্থাৎ এতে উকিল ও গোলামের উপর ক্ষতির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সুতরাং অপসারণ এবং অনুমতি প্রত্যাহারের পর যদি উকিল বা গোলাম খরিদ করে থাকে, তাহলে তাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আর যদি বিক্রয় করে থাকে, তাহলে তাকে দ্রব্য সরবরাহ করতে হবে।

উপরিউক্ত মাসআলায় ইমামগণের মতানৈক্য : উপরিউক্ত মাসআলায় অর্থাৎ খবরের مَحَلّ যদি حُقُوْقُ الْعِبَادِ-এর এমন বিষয়ে হয় যাতে এক দিকের বিবেচনায় إِلْزَامْ (অভিযোগ বা বাধ্যবাধকতা) রয়েছে এবং অন্য দিকের বিবেচনায় إِلْزَامْ নেই, তাহলে ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে এতে সাক্ষ্যের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলির অর্ধেক পাওয়া যেতে হবে। অর্থাৎ عَدَدْ (সংখ্যা) এবং عَدَالَتْ এ দু'টির একটি পাওয়া যাওয়া জরুরি। এতে হয়তো সংবাদদাতা দু'জন হতে হবে। নতুবা এর জন্য ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। কাজেই একজন ফাসিকের সংবাদ গৃহীত হবে না। যা হোক, এখানে উভয় দিকের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হবে। কেননা, শুধু إِلْزَامْ থাকলে عَدَدْ ও عَدَالَتْ দুই-ই শর্ত হতো। আবার যদি মোটেই إِلْزَامْ না থাকত, তবে কোনোটিই শর্ত হতো না। কাজেই আংশিক إِلْزَامْ-এর জন্য অংশ বিশেষের শর্তারোপই যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন তথা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উপরিউক্ত মাসআলায় عَدَدْ ও عَدَالَتْ কোনোটিই শর্ত হবে না; বরং যে-কোনো পার্থক্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংবাদের দ্বারাই উকিলের অপসারণ ও গোলাম হতে অনুমতি প্রত্যাহার সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম সাহেব ও সাহেবাইন (র.)-এর মধ্যকার উপরিউক্ত মতানৈক্য তখন হবে যখন সংবাদদাতা গতানুগতিক সংবাদদানকারী হয়।

আর সংবাদদানকারী যদি উকিল বা দূত হয়, যেমন বলবে আমি তোমাকে উকিল (প্রতিনিধি) নিয়োগ করলাম তুমি অমুককে সংবাদ দিবে যে, আমি তাকে অপসারণ করেছি বা আমি তার নিকট হতে অনুমতি প্রত্যাহার করেছি। অথবা বলবে, আমি তোমাকে অমুকের নিকট দূত হিসেবে পাঠাচ্ছি, তুমি তাকে আমার পক্ষ হতে এ সংবাদটি পৌঁছিয়ে দিবে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে عَدَدْ ও عَدَالَتْ-এর কোনোটিই শর্ত হবে না। কেননা, উকিল ও দূতের বক্তব্য মক্কেল ও প্রেরণকারীর বক্তব্য হিসেবেই গণ্য হবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا إِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ فُضُوْلِيًّا الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে رَسُوْل ও وَكِيْل-এর বক্তব্য مُوَكِّلْ ও مُرْسِلْ-এর বক্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়– প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, خَبَرْ-এর مَحَلّ যদি حُقُوْقُ الْعِبَادِ-এর এমন শ্রেণীভুক্ত হয় যাতে এক দিকের বিবেচনায় إِلْزَامْ নেই, তাহলে ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে এতে عَدَدْ (দু'জন হওয়া) বরং عَدَالَتْ ন্যায়পরায়ণতা এ দু'টির যে কোনো একটি পাওয়া যেতে হবে। আর সাহেবাইন (র.) তথা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়।

তবে লক্ষণীয় যে, ইমামগণের মধ্যকার উপরিউক্ত মতানৈক্য কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যখন সংবাদদাতা فُضُوْلِيْ (তথা কর্তৃপক্ষ হতে আদিষ্ট না হয়ে গতানুগতিক সংবাদদাতা) হবে। পক্ষান্তরে সংবাদদানকারী যদি মুয়াক্কিল অথবা مُرْسِلْ (প্রেরণকারী)-এর পক্ষ হতে আদিষ্ট হয়ে তাদের প্রতিনিধি (উকিল) এবং رَسُوْل (দূত) হিসেবে সংবাদ দান করে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে عَدَدْ ও عَدَالَتْ-এর কোনোটাই শর্ত করা হবে না; বরং নিঃশর্তভাবে তার সংবাদ গৃহীত ও কার্যকর হবে। কেননা, وَكِيْل (প্রতিনিধি) ও رَسُوْل (দূত)-এর বক্তব্য مُوَكِّلْ (উকিল নিয়োগকারী) ও مُرْسِلْ (দূত প্রেরণকারী)-এর বক্তব্য হিসেবেই গণ্য ও গৃহীত হবে।

وَالتَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ فِىْ بَيَانِ نَفْسِ الْخَبَرِ وَهٰذَا التَّقْسِيْمُ اَيْضًا لِمُطْلَقِ خَبَرِ الْوَاحِدِ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ خَبَرَ الرَّسُوْلِ اَوْ غَيْرِهٖ وَلِهٰذَا قَالَ وَهُوَ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ قِسْمٌ يُحِيْطُ الْعِلْمَ بِصِدْقِهٖ كَخَبَرِ الرَّسُوْلِ اِذِ الْاَدِلَّةُ الْقَطْعِيَّةُ قَائِمَةٌ عَلٰى عِصْمَتِهٖ عَنِ الْكِذْبِ وَسَائِرِ الذُّنُوْبِ وَقِسْمٌ يُحِيْطُ الْعِلْمَ بِكِذْبِهٖ كَدَعْوٰى فِرْعَوْنَ الرُّبُوْبِيَّةَ لِاَنَّ الْحَادِثَ الْفَانِىْ لَا يَكُوْنُ اِلٰهًا بِالْبَدَاهَةِ وَقِسْمٌ يَحْتَمِلُهُمَا عَلَى السَّوَاءِ كَخَبَرِ الْفَاسِقِ فَاِنَّهٗ مِنْ حَيْثُ اِسْلَامِهٖ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَمِنْ حَيْثُ فِسْقِهٖ يَحْتَمِلُ الْكِذْبَ فَهُوَ وَاجِبُ التَّوَقُّفِ وَقِسْمٌ يَتَرَجَّحُ اَحَدُ اِحْتِمَالَيْهِ عَلَى الْاٰخَرِ كَخَبَرِ الْعَدْلِ الْمُسْتَجْمِعِ لِلشَّرَائِطِ وَلِهٰذَا النَّوْعِ الْاَخِيْرِ الْمَقْصُوْدِ هٰهُنَا اَطْرَافُ ثَلٰثَةٍ طَرَفُ السَّمَاعِ بِاَنْ يَسْمَعَ الْحَدِيْثَ عَنِ الْمُحَدِّثِ اَوَّلًا وَطَرَفُ الْحِفْظِ بِاَنْ يَحْفَظَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْ اَوَّلِهٖ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَطَرَفُ الْاَدَاءِ بِاَنْ يُلْقِيَهٗ اِلَى الْاٰخَرِ لِتَفْرُغَ ذِمَّتُهٗ وَفِىْ كُلِّ طَرَفٍ مِنْهَا عَزِيْمَةٌ وَ رُخْصَةٌ ـ

সরল অনুবাদ : আর চতুর্থ শ্রেণীবিভাগ স্বয়ং খবরের বর্ণনা প্রসঙ্গে। আর এ শ্রেণীবিভাগও সম্পূর্ণ খবরে ওয়াহিদের, যা রাসূল ও গায়রে রাসূল সকলের খবরকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, **খবর চার প্রকারে বিভক্ত। প্রথম প্রকার সেই খবর যার সত্য হওয়াকে ইলমে ইয়াকীন পরিবেষ্টন করে রয়েছে। যেমন– নবী করীম ﷺ-এর খবর।** কেননা, নবী করীম ﷺ যে মিথ্যা ও যাবতীয় পাপ হতে পবিত্র, তার স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণাদি বর্তমান রয়েছে। **আর দ্বিতীয় প্রকার সেই খবর যার মিথ্যা হওয়াকে ইলমে ইয়াকীন পরিবেষ্টন করে রয়েছে। যেমন– ফেরআউন কর্তৃক নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক হওয়ার দাবি।** কারণ, যা স্বয়ং নবসৃষ্ট ও নশ্বর, তা স্পষ্টতই اله বা মাবুদ হওয়ার অযোগ্য। **আর তৃতীয় প্রকার সেই খবর যা সত্য ও মিথ্যা উভয়টি হওয়ার সমান সম্ভাবনা রাখে, যেমন– ফাসিক ব্যক্তির খবর।** কেননা, ফাসিক ব্যক্তির খবর তার মুসলমান হওয়ার বিবেচনায় সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। আর তার পাপাচারিতার বিবেচনায় মিথ্যা হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং এরূপ খবরের ক্ষেত্রে অপেক্ষা করাই ওয়াজিব। **আর চতুর্থ প্রকার সেই খবর যার দু'টি সম্ভাবনার মধ্য হতে একটি সম্ভাবনা অপর সম্ভাবনার উপর প্রবল ও শক্তিশালী। যেমন– সেই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির খবর, যার মধ্যে রেওয়ায়াতের সকল শর্তই বিদ্যমান রয়েছে। এই শেষোক্ত প্রকারটি যা এখানে ইঙ্গিত; তার তিনটি দিক রয়েছে।** ১. শ্রবণের দিক। এভাবে যে, শ্রোতা বা ছাত্র প্রথমত হাদীসকে মুহাদ্দিসের নিকট হতে শ্রবণ করবে। ২. মুখস্থ করার দিক। এভাবে যে, শ্রবণ করার পর শ্রুত হাদীসটিকে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ রাখবে। ৩. আদায় বা অন্যের নিকট পৌঁছানোর দিক। এভাবে যে, সে সংরক্ষিত হাদীসটিকে অন্য ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়ে দিবে, যাতে তার দায়িত্ব সমাপ্ত হয়ে যায়। আর এ তিনটি দিকের প্রত্যেকটির মধ্যেই দৃঢ়তা ও রুখসতের আহ্কাম রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالتَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ আর চতুর্থ শ্রেণীবিভাগ فِىْ بَيَانِ বর্ণনা প্রসঙ্গে نَفْسِ الْخَبَرِ স্বয়ং খবরের وَهٰذَا التَّقْسِيْمُ আর এ শ্রেণীবিভাগ اَيْضًا ও لِمُطْلَقِ خَبَرِ الْوَاحِدِ সম্পূর্ণ খবরে ওয়াহিদের اَعَمُّ এটা অন্তর্ভুক্ত করবে مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ চাই সেটা হোক خَبَرَ الرَّسُوْلِ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খবর اَوْ غَيْرِهٖ অথবা অন্য কারো খবর وَلِهٰذَا قَالَ এ কারণেই গ্রন্থকার বলেছেন وَهُوَ আর এটা اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ চার শ্রেণীতে বিভক্ত قِسْمٌ প্রথম প্রকার يُحِيْطُ যা পরিবেষ্টন করে রয়েছে الْعِلْمَ ইলমে ইয়াকীনকে بِصِدْقِهٖ যার সত্য হওয়াকে كَخَبَرِ الرَّسُوْلِ যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খবর اِذْ কেননা الْاَدِلَّةُ প্রমাণাদি الْقَطْعِيَّةُ অকাট্য قَائِمَةٌ বিদ্যমান রয়েছে عَلٰى عِصْمَتِهٖ তাঁর পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে عَنِ الْكِذْبِ মিথ্যা হতে وَسَائِرِ الذُّنُوْبِ এবং সকল পাপ হতে وَقِسْمٌ আর দ্বিতীয় প্রকার সে খবর يُحِيْطُ যা বেষ্টন করে আছে الْعِلْمَ ইলমে ইয়াকীনকে بِكِذْبِهٖ তার মিথ্যা হওয়াকে كَدَعْوٰى যেমন দাবি করা فِرْعَوْنَ ফেরআউনের الرُّبُوْبِيَّةَ প্রতিপালক হওয়ার لِاَنَّ কেননা الْحَادِثَ الْفَانِىْ নবসৃষ্ট ও নশ্বর لَا يَكُوْنُ হতে পারে না اِلٰهًا উপাস্য بِالْبَدَاهَةِ স্পষ্টতই وَقِسْمٌ আর তৃতীয় প্রকার সে খবর يَحْتَمِلُهُمَا উভয় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে عَلَى السَّوَاءِ সমভাবে كَخَبَرِ الْفَاسِقِ যেমন ফাসিক ব্যক্তির খবর فَاِنَّهٗ কেননা, এটা مِنْ حَيْثُ اِسْلَامِهٖ তার মুসলমান হওয়ার বিবেচনায় يَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখে الصِّدْقَ সত্য হওয়ার وَمِنْ حَيْثُ فِسْقِهٖ আর তার পাপাচারিতার বিবেচনায় يَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখে الْكِذْبَ মিথ্যা হওয়ার فَهُوَ সুতরাং এরূপ খবর وَاجِبُ التَّوَقُّفِ অপেক্ষা করাই ওয়াজিব وَقِسْمٌ আর চতুর্থ প্রকার يَتَرَجَّحُ প্রবল বা শক্তিশালী হবে اَحَدُ কোনো একটি اِحْتِمَالَيْهِ তার

দুই সম্ভাবনার عَلَى الْآخَرِ অপরটির উপর كَخَبَرِ الْعَدْلِ যেমন সেই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির খবর الْمُسْتَجْمِعِ যার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে أَطْرَافُ هٰهُنَا রেওয়ায়াতের সকল শর্ত لِلشَّرَائِطِ এখানে هٰهُنَا উদ্দেশ্য বা ইপ্সিত الْمَقْصُودُ এ শেষোক্ত প্রকারটি وَلِهٰذَا النَّوْعِ الْأَخِيرِ এর তিনটি দিক রয়েছে ثَلَاثَةٌ হাদীসটি الْحَدِيثَ শ্রোতা শ্রবণ করবে يَسْمَعَ এভাবে যে بِأَنْ শ্রবণের দিক طَرَفُ السَّمَاعِ عَنِ الْمُحَدِّثِ মুহাদ্দিসের নিকট হতে أَوَّلًا প্রথম وَطَرَفُ الْحِفْظِ মুখস্থ করার দিক بِأَنْ এভাবে যে يَحْفَظَ শ্রোতা মুখস্থ রাখবে بَعْدَ ذٰلِكَ শ্রবণ করার পর مِنْ أَوَّلِهِ হাদীসটির প্রথম হতে إِلٰى آخِرِهِ শেষ পর্যন্ত وَطَرَفُ الْأَدَاءِ অন্যের নিকট পৌছানোর দিক بِأَنْ এভাবে যে يُلَقِّنَهُ হাদীসকে পৌছে দিবে إِلَى الْآخَرِ অন্যের নিকট لِتَفْرُغَ যাতে সমাপ্ত হয় ذِمَّتُهُ তার দায়িত্ব وَفِي كُلِّ طَرَفٍ مِنْهَا আর তিনদিকের প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে عَزِيمَةٌ দৃঢ়তা وَ رُخْصَةٌ এবং সহজতার বিধান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالتَّقْسِيمُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ نَفْسِ الْخَبَرِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে মূল বা সাধারণ خَبَرٌ -এর শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, যেসব শ্রেণীবিভাগ কিতাবুল্লাহর মধ্যে অনুপস্থিত– কেবল সুনানের সাথে খাস এদের চতুষ্টয় শ্রেণীবিভাগের মধ্যে এখানে চতুর্থ শ্রেণীবিভাগের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, চতুর্থ প্রকারভেদ হচ্ছে মূল خَبَرٌ -এর বিবরণ প্রসঙ্গে। অর্থাৎ এতে اِتِّصَالٌ (অবিচ্ছিন্নতা), اِنْقِطَاعٌ (বিচ্ছিন্নতা) অথবা مَحَلٌ (স্থান)-এর দিক বিবেচনা না করত মূল خَبَرٌ -এর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। এ স্থলেও خَبَرٌ -কে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে– চাই তা রাসূলে কারীম ﷺ -এর خَبَرٌ হোক অথবা অন্য কারো خَبَرٌ হোক। আর نَفْسِ خَبَرٌ বা মূল সংবাদ চার প্রকার :

এক. যা সন্দেহাতীত সর্বসম্মতিক্রমে সত্য। যেমন– রাসূলে কারীম ﷺ-এর خَبَرٌ কারণ তিনি মিথ্যা ও যাবতীয় পাপাচার হতে পূত-পবিত্র হওয়া অকাট্য দলিলাদির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তদ্রূপ خَبَرِ مُتَوَاتِرٌ ও এই শ্রেণীভুক্ত।

দুই. যা সন্দেহাতীতরূপে মিথ্যা। অর্থাৎ যার মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এবং কারো এতে দ্বিমতও নেই। যেমন– ফেরআউনের রব (প্রভু বা প্রতিপালক) হওয়ার দাবি। কেননা, নশ্বর ও ধ্বংসশীল বস্তু বা ব্যক্তি উপাস্য না হওয়া সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত। কারণ, উপাস্যের (তথা স্রষ্টার) অস্তিত্ব অবশ্যসম্ভাবী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। আর তা নশ্বর ও ধ্বংসশীল হওয়ার পরিপন্থি।

তিন. যাতে সত্য ও মিথ্যা উভয় সম্ভাবনা সমভাবে বিদ্যমান। যেমন– ফাসিকের خَبَرٌ কেননা, সে মুসলমান হওয়ার দরুন যদ্রূপ তার সংবাদ সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে তদ্রূপ ফাসিক হওয়ার কারণে মিথ্যা হওয়ার আশঙ্কাও এতে বিদ্যমান রয়েছে। এর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ ইরশাদ করেছেন– "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকট কোনো ফাসিক কোনো সংবাদ নিয়ে আসলে তোমরা এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে।" সুতরাং যেহেতু এতে সত্য ও মিথ্যা উভয় সম্ভাবনা সমভাবে বিদ্যমান সেহেতু এটার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর নয়।

চার. যা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা অগ্রগণ্য। যেমন– ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সংবাদ, যার মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি তথা সংরক্ষণ ক্ষমতা, আকল, ইসলাম এবং عَدَالَتْ রয়েছে। চাই দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হোক বা না হোক, নারী হোক অথবা পুরুষ হোক, একজন হোক অথবা একাধিক হোক। কেননা, তার মধ্যে সত্যের দিক প্রবলতর। কারণ, তার আকল এবং দীন মানসিক কু-লালসার উপর প্রবল। আর তা তাকে অবৈধ কার্যাবলি হতে বিরত রাখে।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا النَّوْعِ الْأَخِيرِ الْمَقْصُودِ هٰهُنَا الخ **-এর আলোচনা :** গ্রন্থকার (র.) মূল خَبَرٌ -এর চতুষ্টয় প্রকার বর্ণনা করবার পর বলছেন যে, এ শেষোক্ত চতুর্থ প্রকারের خبر -এর তিনটি দিক রয়েছে। আর মূলত এটাই আমাদের এ স্থল আলোচ্য বিষয়। তা হচ্ছে ঐ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সংবাদ যার মধ্যে (روايت -এর জন্য) প্রয়োজনীয় শর্তাবলি বিদ্যমান রয়েছে। এ স্থলে উক্ত চতুর্থ প্রকার মূল আলোচ্য বিষয় হওয়ার কারণ এই যে, যেহেতু প্রথমটির সত্যতা সন্দেহাতীত সেহেতু উক্ত خَبَرٌ সম্পর্কে অবহিত হওয়াই যথেষ্ট। এটার সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের অবকাশ নেই। অপর দিকে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকারের خَبَرٌ -এর সাথে উসূলবিদগণের উদ্দেশ্য তথা আহকাম উদ্ভাবন সংশ্লিষ্ট নয় কাজেই কেবল চতুর্থ প্রকারই তাদের আলোচনা-পর্যালোচনার ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। আলোচ্য চতুর্থ প্রকারের তিনটি দিক নিম্নরূপ–

১. طَرَفِ سَمَاعٌ অর্থাৎ শ্রবণের দিক। আর তা এই যে, সর্বাগ্রে হাদীসখানা মুহাদ্দিস তথা শায়খ ভালোভাবে শ্রবণ করবে।

২. طَرَفِ اَدَا মুখস্থ করবার দিক। অর্থাৎ শ্রবণ করবার পর হাদীসখানাকে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করে নিবে।

৩. طَرَفِ اَدَا অন্যের নিকট পৌছানোর দিক। অর্থাৎ হাদীসখানা শ্রবণ করবার ও মুখস্থ করবার পর তা যথাযথভাবে অন্যের নিকট পৌছিয়ে দিবে, যাতে সে দায়িত্ব হতে মুক্তি পেতে পারে। উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত ত্রিবিধ দিকের প্রত্যেকটি আবার দু'ভাবে বিভক্ত। عَزِيْمَتْ দৃঢ়তা ও কঠোরতা এবং رُخْصَتْ শিথিলতা ও নমনীয়তা।

فَالْاَوَّلُ طَرْفُ السَّمَاعِ وَ ذٰلِكَ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ عَزِيْمَةً وَهُوَ مَا يَكُوْنُ مِنْ جِنْسِ الْاَسْمَاعِ اَىْ يَسْمَعُ التِّلْمِيْذُ عِبَارَةَ الْحَدِيْثِ مُشَافَهَةً اَوْ مُغَايَبَةً بِاَنْ تَقْرَأَ عَلَى الْمُحَدِّثِ مِنْ كِتَابٍ اَوْ حِفْظٍ وَهُوَ يَسْمَعُ ثُمَّ تَقُوْلُ لَهُ اَهُوَ كَمَا قَرَأْتُ عَلَيْكَ فَيَقُوْلُ هُوَ نَعَمْ وَهٰذَا هُوَ اَحْوَطُ لِاَنَّهُ اِذَا قَرَأَ بِنَفْسِهِ كَانَ اَشَدَّ عِنَايَةً فِىْ ضَبْطِ الْمَتْنِ لِاَنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ وَالْمُحَدِّثُ عَامِلٌ لِغَيْرِهِ اَوْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ الْمُحَدِّثُ بِنَفْسِهِ مِنْ كِتَابٍ اَوْ حِفْظٍ وَاَنْتَ تَسْمَعُهُ وَقِيْلَ هٰذَا اَحْسَنُ لِاَنَّهُ كَانَ وَظِيْفَةَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَوَابُ اَنَّهُ مُعَلِّمُ الْاُمَّةِ وَكَانَ مَامُوْنًا عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ فَالْاِحْتِيَاطُ فِىْ حَقِّنَا هُوَ الْاَوَّلُ -

সরল অনুবাদ : প্রথমটি শ্রবণের দিক। তা **হয়তো দৃঢ়তামূলক হবে আর তা এই যে, তা শোনানো-এর শ্রেণীভুক্ত হতে হবে।** অর্থাৎ মুহাদ্দিস তার সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে হাদীসের ইবারত শুনিয়ে দিবেন। **উদাহরণস্বরূপ এভাবে যে, তুমি মুহাদ্দিসের সম্মুখে হাদীস পাঠ করবে** চাই কিতাব দেখে দেখে অথবা মুখস্থ হতে পাঠ করবে এবং মুহাদ্দিস তা শ্রবণ করতে থাকবেন। তারপর তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, হাদীসটি কি ঠিক এরূপই যদ্রূপ আমি তা আপনার সম্মুখে পাঠ করেছি? তখন তিনি "হ্যাঁ" বলবেন। আর এ পদ্ধতিই সর্বাধিক সাবধানতাপূর্ণ পদ্ধতি। কেননা, একজন হাদীসের ছাত্র যখন স্বয়ং নিজ হতেই হাদীস পাঠ করে, তখন সে মতন সংরক্ষণের ব্যাপারে অসম্ভব মনোযোগী হয়ে থাকে। কারণ, সে তখন স্বয়ং নিজের জন্য কাজ করছে, আর মুহাদ্দিস পরের জন্য কাজ করছেন। **অথবা এভাবে যে, স্বয়ং মুহাদ্দিস তোমার সম্মুখে হাদীস পাঠ করবেন,** চাই কিতাব দেখে দেখে পাঠ করুন অথবা স্মৃতি হতেই পাঠ করুন, আর তুমি শ্রবণ করতে থাকবে। কোনো কোনো আলিম (অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কেরাম) বলেছেন যে, এ পদ্ধতিটিই সর্বাধিক উত্তম। কেননা, এটাই ছিল নবী করীম ﷺ-এর وَظِيْفَة বা রীতি। কিন্তু এর উত্তর এই প্রদান করা হয়েছে যে, এ পদ্ধতিটি নবী করীম ﷺ-এর জন্যই সমীচীন ছিল। কারণ, তিনি ছিলেন উম্মতের মুয়াল্লিম এবং সর্বপ্রকার ভুলভ্রান্তি হতে নিরাপদ। আমাদের জন্য প্রথম পদ্ধতিটির মধ্যেই সাবধানতা বেশি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَالْاَوَّلُ প্রথম প্রকার طَرْفُ السَّمَاعِ শ্রবণের দিক وَ ذٰلِكَ আর এটা اِمَّا হয়তো বা اَنْ يَّكُوْنَ হবে عَزِيْمَةً দৃঢ়তামূলক وَهُوَ আর তা مَا يَكُوْنُ যা হবে مِنْ جِنْسِ الْاَسْمَاعِ শোনানোর শ্রেণীভুক্ত اَىْ অর্থাৎ يَسْمَعُ শুনিয়ে দিবে التِّلْمِيْذُ ছাত্রকে عِبَارَةَ الْحَدِيْثِ হাদীসের ইবারত مُشَافَهَةً সরাসরি اَوْ مُغَايَبَةً অথবা পরোক্ষভাবে بِاَنْ এভাবে যে تَقْرَأَ তুমি পাঠ করবে عَلَى الْمُحَدِّثِ মুহাদ্দিসের সম্মুখে مِنْ كِتَابٍ কিতাব দেখে اَوْ حِفْظٍ অথবা মুখস্থ হতে وَهُوَ يَسْمَعُ আর মুহাদ্দিস তা শ্রবণ করতে থাকবেন ثُمَّ অতঃপর تَقُوْلُ لَهُ তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করবে اَهُوَ হাদীসটি কি এরূপ كَمَا قَرَأْتُ যেরূপ আমি পাঠ করেছি عَلَيْكَ আপনার সম্মুখে فَيَقُوْلُ هُوَ তখন তিনি বলবেন نَعَمْ হ্যাঁ وَهٰذَا هُوَ আর এ পদ্ধতিই হলো اَحْوَطُ সর্বাধিক সাবধানতাপূর্ণ পদ্ধতি لِاَنَّهُ কেননা اِذَا যখন قَرَأَ কোনো ছাত্র পাঠ করে بِنَفْسِهِ স্বয়ং নিজ হতেই كَانَ اَشَدَّ عِنَايَةً তখন সে অসম্ভব মনোযোগী হয়ে থাকে فِىْ ضَبْطِ সংরক্ষণের ব্যাপারে الْمَتْنِ মতন لِاَنَّهُ কেননা, সে তখন عَامِلٌ لِنَفْسِهِ স্বয়ং নিজের জন্য কাজ করছে وَالْمُحَدِّثُ আর মুহাদ্দিস عَامِلٌ কাজ করছে لِغَيْرِهِ অপরের জন্য اَوْ يَقْرَأُ অথবা এভাবে যে, পাঠ করবে عَلَيْكَ তোমার সম্মুখে الْمُحَدِّثُ মুহাদ্দিস بِنَفْسِهِ স্বয়ং নিজেই مِنْ كِتَابٍ তার কিতাব দেখে اَوْ حِفْظٍ অথবা তার স্মৃতি হতে وَاَنْتَ تَسْمَعُهُ আর তখন তুমি শ্রবণ করতে থাকবে وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন هٰذَا اَحْسَنُ এ পদ্ধতিটিই সর্বাধিক উত্তম لِاَنَّهُ كَانَ কেননা, এটাই ছিল وَظِيْفَةَ النَّبِىِّ ﷺ নবী করীম ﷺ-এর রীতি وَالْجَوَابُ কিন্তু তার উত্তর হলো اَنَّهُ مُعَلِّمُ কেননা, তিনি ছিলেন শিক্ষক الْاُمَّةِ উম্মতের وَكَانَ مَامُوْنًا এবং তিনি ছিলেন নিরাপদ عَنِ الْخَطَأِ ভুল হতে وَالنِّسْيَانِ এবং ভ্রান্তি হতে فَالْاِحْتِيَاطُ অতএব, সাবধানতা বেশি فِىْ حَقِّنَا আমাদের জন্য هُوَ الْاَوَّلُ প্রথম পদ্ধতিটিই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَذٰلِكَ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ عَزِيْمَةً وَهُوَ مَا يَكُوْنُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে طَرَف سَمَاع -এর عَزِيْمَة -এর বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, طَرَف سَمَاع তথা শ্রবণের দিকটি আবার দু' প্রকার। এক عَزِيْمَة (দৃঢ়তা ও কঠোরতা) আর এটা হলো যা শুনানোর সমজাতীয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থী শায়খকে হাদীসের ইবারত পড়ে শুনাবে। চাই সাক্ষাতে (সামনা-সামনি) হোক, অথবা অনুপস্থিতিতে হোক। উল্লেখ যে, পত্র-লিখনকেও اِسْمَاع -এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোটকথা, এখানে اِسْمَاع -এর দ্বারা اِسْمَاع حَقِيْقِى (প্রকৃত শুনানী) ও اِسْمَاع حُكْمِىْ (রূপক শুনানী) দু'টিকেই বুঝানো হয়েছে।। সুতরাং اِسْمَاع حقيقى সামনাসামনি (مُشَافَهَة) -এর অবস্থায় হবে। (চাই শিক্ষার্থী পড়ে শুনায় অথবা শিক্ষক পড়ে শুনায়।) আর اِسْمَاع حُكْمِىْ চিঠি-পত্র (رِسَالَتْ ও كِتَابَتْ -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।)

عَزِيْمَة -এর দু'টি পদ্ধতি এদের মধ্যে কোনটি উত্তম : যা হোক طَرَف سَمَاع -এর عَزِيْمَة তথা اِسْمَاع -এর জাতীয় হওয়ার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

এক. শিক্ষার্থী তার মুখস্থ অথবা কোনো কিতাব হতে শিক্ষককে পড়ে শুনাবে। অতঃপর শিক্ষককে প্রশ্ন করে এর সত্যতা যাচাই করে নিবে। মোল্লা জিয়ন (র.) বলেছেন, এ পদ্ধতিতেই সমধিক সতর্কতা রয়েছে। কেননা, শিক্ষার্থী একে নিজের কাজ মনে করে হাদীসের মতন সংরক্ষণে সর্বাধিক মনোযোগ প্রদান করবে, যা মুহাদ্দিস (শিক্ষক) হতে আশা করা যায় না।

দুই. শায়খ তার মুখস্থ অথবা কিতাব হতে কোনো হাদীস পড়ে শুনাবেন। একদল ওলামার মতে এ শেষোক্ত পদ্ধতিটিই উত্তম। কেননা, রাসূলে কারীম ﷺ উক্ত পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। এর জবাবে আমরা বলবো যে, রাসূলে কারীম ﷺ উম্মতের জন্য মুয়াল্লিম বা শিক্ষক ছিলেন। তা ছাড়া আহকামের বর্ণনার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিলেন। কাজেই অন্যান্যদেরকে তাঁর উপর কিয়াস করা যায় না। সুতরাং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত পদ্ধতিই তথা শিক্ষার্থী শিক্ষককে পড়ে শুনানোর মধ্যেই অধিকতর সতর্কতা রয়েছে। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। এক বর্ণনানুযায়ী তিনি প্রথম পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং অন্য বর্ণনা মতে তিনি উভয় পদ্ধতিকে সমপর্যায়ের বলেছেন।

حَدَّثَنِىْ ও اَخْبَرَنِىْ -এর ব্যবহার সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : প্রকাশ থাকে যে, একদল আলিমের মতে عَزِيْمَة -এর উপরিউক্ত দুই প্রকারে শিক্ষার্থী حَدَّثَنِىْ ও اَخْبَرَنِىْ উভয় শব্দই ব্যবহার করতে পারবে। অর্থাৎ তাঁদের মতে اَخْبَرَنِىْ ও حَدَّثَنِىْ শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রয়োগগত কোনো পার্থক্য নেই। কূফীগণ, ইমাম মালিক, সুফিয়ান ছাওরী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদুল কাত্তান, ইমাম যুহরী, ইমাম বুখারী (র.) ও অধিকাংশ হিজাযী আলিমগণ উপরিউক্ত মত পোষণ করে থাকেন।

পক্ষান্তরে অন্যদল আলিম উক্ত শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রয়োগগত পার্থক্য করেছেন। তাঁদের মতে– قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَى التِّلْمِيْذِ অর্থাৎ শায়খ শিষ্যকে পড়ে শুনালে সেখানে حَدَّثَنِىْ ব্যবহৃত হবে। অপর দিকে قِرَاءَةُ التِّلْمِيْذِ عَلَى الشَّيْخِ অর্থাৎ শিক্ষার্থী শায়খকে পড়ে শুনালে সেক্ষেত্রে اَخْبَرَنِىْ শব্দ ব্যবহৃত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.)ও এ মত পোষণ করেন।

আরেক দল মুহাদ্দিসের মতে "قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَى التِّلْمِيْذِ" অর্থাৎ শায়খ শিষ্যকে পড়ে শুনানোর ক্ষেত্রে حدثنى -এর পরিবর্তে "قَرَأَ عَلَىَّ وَاَنَا اَسْمَعُ مَا قَرَأَ" অর্থাৎ আমার শায়খ আমাকে হাদীস পড়ে শুনিয়েছেন আর তিনি যা পড়েছেন আমি তা শ্রবণ করেছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম নাসায়ী (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ মত পোষণ করে থাকেন।

اَوْ يَكْتُبَ اِلَيْكَ كِتَابًا عَلٰى رَسْمِ الْكُتُبِ بِاَنْ يَكْتُبَ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ اِلٰى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ثُمَّ يُسَمِّىْ وَيُثْنِىْ وَيَذْكُرُ فِيْهِ حَدَّثَنِىْ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ اه اَىْ اِلٰى اَنْ يَتَّصِلَ بِالرَّسُوْلِ ﷺ وَيَذْكُرُ بَعْدَ ذٰلِكَ مَتَنَ الْحَدِيْثِ ثُمَّ يَقُوْلُ فِيْهِ اِذَا بَلَغَكَ كِتَابِىْ هٰذَا وَفَهِمْتَهٗ فَحَدِّثْ بِهٖ عَنِّىْ فَهٰذَا مِنَ الْغَائِبِ كَالْخِطَابِ مِنَ الْحَاضِرِ فِىْ جَوَازِ الرِّوَايَةِ وَكَذٰلِكَ الرِّسَالَةُ عَلٰى هٰذَا الْوَجْهِ بِاَنْ يَقُوْلَ الْمُحَدِّثُ لِلرَّسُوْلِ بَلِّغْ عَنِّىْ فُلَانًا اَنَّهٗ قَدْ حَدَّثَنِىْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ اه فَاِذَا بَلَغَكَ رِسَالَتِىْ هٰذِهٖ فَارْوِ عَنِّىْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَيَكُوْنَانِ اَىِ الْكِتَابُ وَالرِّسَالَةُ حُجَّتَيْنِ اِذَا ثَبَتَا بِالْحُجَّةِ اَىْ بِالْبَيِّنَةِ اِنَّ هٰذَا كِتَابُ فُلَانٍ اَوْ رَسُوْلُ فُلَانٍ عَلٰى مَا عُرِفَ فِىْ كِتَابِ الْقَاضِىْ فَهٰذِهٖ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ لِلْعَزِيْمَةِ فِىْ طَرَفِ السَّمَاعِ وَالْاَوَّلَانِ اَكْمَلَانِ مِنَ الْاٰخِيْرَيْنِ ـ

সরল অনুবাদ : **অথবা এভাবে যে, মুহাদ্দিস চিঠি লিখার রীতিতে তোমার নিকট একখানা চিঠিই লিখে পাঠিয়ে দিবেন।** উদাহরণস্বরূপ যেমন- চিঠির মধ্যে বিসমিল্লাহ্ লিখার পূর্বে "অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ হতে অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি" এ কথাটি লিখবেন। তারপর বিসমিল্লাহ্ ও আল্লাহ তা'আলার গুণগান লিখবেন **এবং তাতে** حَدَّثَنِىْ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ**-এর পদ্ধতিতে হাদীসটি উদ্ধৃত করবেন।** অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত হাদীসটির সনদ উল্লেখ করবেন এবং তারপর হাদীসের মতন উদ্ধৃত করবেন। **অতঃপর তিনি চিঠির মধ্যে এ কথাটি লিখবেন যে, যখন তোমার নিকট আমার এ পত্রখানা পৌঁছে যাবে এবং তুমি তা হৃদয়ঙ্গম করে ফেলবে, তখন তুমি তা আমার পক্ষ হতে বর্ণনা করতে থাকবে। এ চিঠি-পদ্ধতিটি অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে ঠিক উপস্থিত ব্যক্তির** خِطَابٌ **বা সম্বোধন পদ্ধতিরই অনুরূপ।** অর্থাৎ রেওয়ায়াত জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে এ চিঠি পদ্ধতিটি অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে ঠিক তদ্রূপ যদ্রূপ উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে সম্বোধন পদ্ধতি। **আর অনুরূপভাবে এ পদ্ধতিতেই দূত প্রেরণ করা** এভাবে যে, মুহাদ্দিস তাঁর দূতকে বলবেন, আমার পক্ষ হতে অমুক ব্যক্তিকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও যে, অমুকের পুত্র অমুক মুহাদ্দিস আমার নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যখন তোমার নিকট আমার এ পয়গাম পৌঁছে যাবে, তখন আমার পক্ষ হতে হাদীসটি বর্ণনা করতে থাকবে। **সুতরাং এ পদ্ধতি দু'টি** অর্থাৎ চিঠি-প্রেরণ পদ্ধতি ও দূত-প্রেরণ পদ্ধতি **তখনই দলিল হবে যখন এরা নিজেরাও দলিল দ্বারা প্রমাণিত হবে।** অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা এভাবে যে, এটা অমুকের চিঠি অথবা ইনি অমুকের দূত। ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসারে যা কিতাবুল কাযী-এর মধ্যে প্রসিদ্ধ। সুতরাং শ্রবণের দিক বাবদ আযীমত বা দৃঢ়তার এই চার প্রকার হলো। যাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'টি শেষোক্ত দু'টি অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ يَكْتُبَ অথবা মুহাদ্দিস লিখবে اِلَيْكَ তোমার নিকট كِتَابًا একটি চিঠি عَلٰى رَسْمِ রীতিতে الْكُتُبِ চিঠি লিখার بِاَنْ এভাবে যে يَكْتُبَ তিনি লিখবেন قَبْلَ التَّسْمِيَةِ বিসমিল্লাহ লিখার পূর্বে مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ হতে اِلٰى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ অমুকের পুত্র অমুকের নিকট ثُمَّ তারপর يُسَمِّىْ বিসমিল্লাহ লিখবেন وَيُثْنِىْ এবং আল্লাহর গুণগান লিখবেন وَيَذْكُرُ فِيْهِ এবং এতে উল্লেখ করবেন حَدَّثَنِىْ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ অমুক অমুক হতে اه শেষ পর্যন্ত اَىْ অর্থাৎ اِلٰى পর্যন্ত اَنْ يَتَّصِلَ মিলিত হওয়া بِالرَّسُوْلِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে وَيَذْكُرُ আর উল্লেখ করবে بَعْدَ ذٰلِكَ এরপর مَتَنَ মতন الْحَدِيْثِ হাদীসের ثُمَّ তারপর يَقُوْلُ فِيْهِ চিঠির মধ্যে লিখবেন اِذَا যখন بَلَغَكَ তোমার নিকট পৌঁছবে كِتَابِىْ هٰذَا আমার এ কিতাব وَفَهِمْتَهٗ এবং তা হৃদয়ঙ্গম করে ফেলবে فَحَدِّثْ بِهٖ তখন তা বর্ণনা করবে عَنِّىْ আমার পক্ষ হতে فَهٰذَا আর এটা مِنَ الْغَائِبِ অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে كَالْخِطَابِ সম্বোধন পদ্ধতির অনুরূপ مِنَ الْحَاضِرِ উপস্থিত ব্যক্তির فِىْ جَوَازِ জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে الرِّوَايَةِ বর্ণনা করা রেওয়ায়াত وَكَذٰلِكَ এমনিভাবে الرِّسَالَةُ চিঠি পদ্ধতিটি عَلٰى هٰذَا الْوَجْهِ এ রকমই بِاَنْ এভাবে যে يَقُوْلُ বলবে الْمُحَدِّثُ মুহাদ্দিস لِلرَّسُوْلِ দূতকে بَلِّغْ পৌঁছে দাও عَنِّىْ আমার পক্ষ হতে فُلَانًا অমুক ব্যক্তিকে اَنَّهٗ قَدْ حَدَّثَنِىْ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন بِهٰذَا الْحَدِيْثِ এ হাদীসটি فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ অমুকের পুত্র অমুক اه শেষ পর্যন্ত فَاِذَا بَلَغَكَ যখন তোমার নিকট পৌঁছবে رِسَالَتِىْ هٰذِهٖ আমার এ চিঠি فَارْوِ তখন তুমি বর্ণনা করতে থাকবে عَنِّىْ আমার পক্ষ হতে بِهٰذَا الْحَدِيْثِ এ হাদীসটি فَيَكُوْنَانِ সুতরাং এ দু'টি হবে اَىِ অর্থাৎ الْكِتَابُ চিঠি প্রেরণ وَالرِّسَالَةُ এবং দূত প্রেরণ পদ্ধতি حُجَّتَيْنِ দলিল হিসেবে اِذَا

যখন كِتَابُ فُلَانٍ উভয়টি প্রমাণিত হবে بِالْحُجَّةِ দলিল দ্বারা أَيْ অর্থাৎ بِالْبَيِّنَةِ সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা إِنَّ এভাবে যে هٰذَا এটা كِتَابُ فُلَانٍ অমুকের চিঠি أَوْ অথবা رَسُولُ فُلَانٍ অমুকের দূত عَلَىٰ مَا عُرِفَ প্রসিদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী فِيْ كِتَابِ الْقَاضِيْ যা কিতাবুল কাযীর মধ্যে রয়েছে فَهٰذِهٖ অতএব এগুলো أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ চার শ্রেণীতে বিভক্ত لِلْعَزِيْمَةِ আযীমত বা দৃঢ়তার فِيْ طَرَفِ السَّمَاعِ শ্রবণের দিক বিবেচনায় وَالْأَوَّلَانِ প্রথমোক্ত দু'টি أَكْمَلَانِ অধিকতর পূর্ণাঙ্গ مِنَ الْأَخِيْرَيْنِ শেষোক্ত দু'টি অপেক্ষা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَوْ يَكْتُبُ إِلَيْكَ كِتَابًا عَلَىٰ رَسْمِ الْكُتُبِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে طَرَفِ سَمَاعٍ -এর عَزِيْمَةٌ -এর তৃতীয় প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। طَرَفِ سَمَاعٍ -এর عَزِيْمَةٌ -এর তৃতীয় প্রকার এই যে, শায়খ শিষ্যদের নিকট চিঠি লিখনের পদ্ধতি অনুযায়ী একটি পত্র লিখবেন। পত্রের শুরুতে বিসমিল্লাহর পূর্বে লিখবেন অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ হতে অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি। অতঃপর বিসমিল্লাহ ও হামদ-ছানা লিখবেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, হামদ-ছানা ও সালাত (দরূদ)-এর পর অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ লিখবেন এবং উক্ত পত্রের ব্যাপারে কতিপয় লোককে সাক্ষী রাখবেন। অতঃপর তাদের সম্মুখেই সীল-মোহর লাগাবেন। আর হাদীসখানাকে রাসূলে কারীম ﷺ পর্যন্ত পুরো সনদসহ লিখবেন। অতঃপর শায়খ শিক্ষার্থীকে সম্বোধন করে লিখবেন– "যখন তুমি আমার এ চিঠি পাবে এবং তা বুঝতে পারবে তখন এ হাদীসখানা আমার পক্ষ হতে বর্ণনা করবে।"

উল্লেখ্য যে, পত্রস্থ হাদীসখানার শব্দ ও অর্থ বোধগম্য হওয়া হাদীস বর্ণনার জন্য শর্ত। শব্দ বুঝা তো এ জন্য শর্ত যে, যদি সে শব্দই না বুঝে তাহলে কি বর্ণনা করবে? আর অর্থ উপলব্ধি করার শর্ত একদল মুহাদ্দিস আরোপ করেছেন। তবে অধিকাংশগণ এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, উক্ত শায়খ তাঁর পত্রের মধ্যে এটাও লিখতে হবে যে, উপলব্ধি করবার পর তুমি আমার পক্ষ হতে এটা বর্ণনা করবে। তবে জমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরাম (র.) বলেছেন, অনুরূপ বলবার কোনো প্রয়োজন নেই। আর জমহুরের মতই সহীহ। কেননা, চিঠির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে অনুমতির উল্লেখ না থাকলেও পরোক্ষভাবে অনুমতি সাব্যস্ত হবে। আর এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রথমোক্ত দুই প্রকারে অনুমতি অবশ্যই লাগবে না। সুতরাং সাধারণত পঠন বা শ্রবণের পর শায়খ হতে অনুমতি গ্রহণের যে পদ্ধতি লোকদের মধ্যে চালু রয়েছে, তা মূলত নিষ্প্রয়োজন।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ الرِّسَالَةُ عَلَىٰ هٰذَا الْوَجْهِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে طَرَفِ سَمَاعٍ -এর عَزِيْمَةٌ -এর চতুর্থ প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মুহাদ্দিস যদ্রূপ শিষ্যের নিকট চিঠির মাধ্যমে হাদীস প্রেরণ করতে পারেন তদ্রূপ তিনি বার্তাবাহকের মাধ্যমে হাদীস পাঠাতে পারেন। মুহাদ্দিস দূতকে বলবে তুমি অমুককে গিয়ে আমার পক্ষ হতে এই বার্তা পৌছিয়ে দাও যে, আমার নিকট অমুকের পুত্র অমুক এই হাদীসখানা বর্ণনা করেছে। (এভাবে হুযূর ﷺ পর্যন্ত।)। সুতরাং যখন তোমার নিকট আমার এই বার্তা পৌছবে তখন তুমি আমার পক্ষ হতে এটা বর্ণনা করবে। যা হোক এক্ষেত্রে শাগরিদের জন্য উক্ত শায়খ হতে সেই হাদীসখানা বর্ণনা করা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ فَيَكُوْنَانِ أَيِ الْكِتَابُ وَالرِّسَالَةُ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে চিঠি ও দূত মারফত প্রেরিত বার্তাও সাক্ষাতে শোনা হাদীসের ন্যায়ই দলিল হবে সে প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। মুখোমুখি বা উপস্থিত হতে যদি বিশেষ কোনো ওজর থাকে তাহলে চিঠি ও দূতের মাধ্যমে প্রেরিত হাদীস সাক্ষাতে শ্রবণ করা হাদীসের ন্যায়ই দলিল হিসেবে গণ্য হবে। তবে এটা স্ব-প্রমাণিত হতে হবে যে, পত্র ও দূত মারফত লব্ধ বার্তা উক্ত মুহাদ্দিসের পক্ষ হতেই পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যার নিকট বার্তা বা পত্র মারফত হাদীস পাঠানো হয়েছে সে ব্যক্তি উক্ত হাদীস বর্ণনার সময় حَدَّثَنَا বলতে পারবে না। কেননা, تَحْدِيْثٌ সামনাসামনি পঠন বা শ্রবণের জন্য নির্দিষ্ট আর এখানে তা অনুপস্থিত। বরং أَخْبَرَنَا বলবে। কারণ, এটা উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়ের জন্য আম। যেমন বলা হয়– أَخْبَرَنَا اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى অথচ حَدَّثَنَا اللّٰهُ বলা হয় না। কেউ কেউ বলেছেন যে, এক্ষেত্রে أَخْبَرَنَا ও বলা যাবে না। কেননা, أَخْبَرَنَا ও حَدَّثَنَا সমার্থক। বরং এতদুভয় ক্ষেত্রে বলবে– كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ هٰذَا (অমুক ব্যক্তি আমার নিকট এটা লিখেছে) এবং أَرْسَلَ إِلَيَّ فُلَانٌ بِكَذَا (অমুক ব্যক্তি আমার নিকট এ হাদীসখানা দূত মারফত প্রেরণ করেছে)।

اَوْ يَكُوْنُ رُخْصَةً وَهُوَ الَّذِىْ لَا اِسْمَاعَ فِيْهِ اَىْ لَمْ تَكُنْ مُذَاكَرَةُ الْكَلَامِ فِيْمَا بَيْنَ لَا غَيْبًا وَلَا مُشَافَهَةً كَالْاِجَازَةِ بِاَنْ يَّقُوْلَ الْمُحَدِّثُ لِغَيْرِهٖ اَجَزْتُ لَكَ اَنْ تَرْوِىَ عَنِّىْ هٰذَا الْكِتَابَ الَّذِىْ حَدَّثَنِىْ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ اٰه وَالْمُنَاوَلَةُ بِاَنْ يُّعْطِىَ الشَّيْخُ كِتَابَ سِمَاعِهٖ بِيَدِهٖ اِلَى الْمُسْتَفِيْدِ وَيَقُوْلُ هٰذَا كِتَابُ سِمَاعِىْ مِنْ شَيْخِىْ فُلَانٍ اَجَزْتُ لَكَ اَنْ تَرْوِىَ عَنِّىْ هٰذَا فَهُوَ لَا يَصِحُّ بِدُوْنِ الْاِجَازَةِ وَالْاِجَازَةُ تَصِحُّ بِدُوْنِ الْمُنَاوَلَةِ فَالْاِجَازَةُ لَابُدَّ مِنْهَا فِىْ كُلِّ حَالٍ وَالْمُجَازُ لَهٗ اِنْ كَانَ عَالِمًا بِهٖ اَىْ بِمَا فِى الْكِتَابِ قَبْلَ الْاِجَازَةِ تَصِحُّ الْاِجَازَةُ وَاِلَّا فَلَا يَعْنِىْ اِذَا اَجَزْنَا بِكِتَابِ الْمِشْكٰوةِ مَثَلًا لِاَحَدٍ فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ الشَّخْصُ عَالِمًا بِكِتَابِ الْمِشْكٰوةِ قَبْلَ ذٰلِكَ بِالْمُطَالَعَةِ بِقُوَّةِ نَفْسِهٖ اَوْ بِاِعَانَةِ الشُّرُوْحِ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ سَنَدٌ صَحِيْحٌ يَتَّصِلُ بِالْمُصَنِّفِ فَحِيْنَئِذٍ تَصِحُّ اِجَازَتُنَا لَهٗ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ بَلْ يَعْتَمِدُ عَلٰى اَنْ يُّطَالِعَ بَعْدَ الْاِجَازَةِ وَيُعَلِّمَ النَّاسَ كَمَا فِىْ زَمَانِنَا لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْاِجَازَةُ حُجَّةً بَلْ اِجَازَةُ تَبَرُّكٍ ـ

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ যাতে কোনোরূপ পারস্পরিক কথাবার্তা হয়নি। অথবা তা রুখসতমূলক হবে। আর তা হচ্ছে শ্রবণের এমন দিক, যাতে আদৌ কোনো اِسْمَاع বা বক্তব্য শোনানোই নেই। অর্থাৎ গায়েবানা অথবা সরাসরি কোনোভাবেই না। **যেমন, ইজাযত বা অনুমতি দান** এভাবে যে, মুহাদ্দিস কাউকেও বলবেন, আমি তোমাকে অনুমতি দান করলাম যে, তুমি আমার পক্ষ হতে এ কিতাবটি রেওয়ায়াত করবে, যার হাদীসগুলো অমুকের পুত্র অমুক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন...। **আর مُنَاوَلَة বা সমর্পণ করা** এভাবে যে, শায়খ তাঁর শ্রুত হাদীসের কিতাবটি নিজ হাতে শিষ্যকে প্রদান করবেন এবং বলবেন যে, এটা আমার অমুক শায়খের নিকট হতে শ্রুত হাদীসের কিতাব। আমি তোমাকে অনুমতি দান করলাম যে, তুমি এটা আমার পক্ষ হতে রেওয়ায়াত করবে। مُنَاوَلَة অনুমতি ব্যতীত হবে না, কিন্তু ইজাযত মুনাওয়ালা ছাড়াই শুদ্ধ হবে। মোটকথা, ইজাযত সর্বাবস্থায়ই আবশ্যক। **আর অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন।** অর্থাৎ কিতাবে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে অনুমতি লাভের পূর্বেই অবহিত থাকেন, **তাহলেই অনুমতি শুদ্ধ হবে, অন্যথায় নয়।** অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ যেমন আমরা যদি কোনো লোককে "মেশকাত" শরীফের অনুমতি দান করি আর সে ব্যক্তিটি যদি অনুমতি লাভের পূর্বেই স্বীয় ব্যক্তিগত যোগ্যতা বলে অথবা ব্যাখ্যাগ্রন্থের সাহায্যে অথবা এ ধরনের অন্য কোনো উপায়ে অধ্যয়ন দ্বারা "মেশকাত" শরীফ সম্পর্কে অবগত থাকেন, কিন্তু তার নিকট এমন কোনো বিশুদ্ধ সনদ ছিল না যা "মেশকাত" শরীফের গ্রন্থকার পর্যন্ত পৌঁছায়, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে তাকে আমাদের অনুমতি দান শুদ্ধ হবে। আর যদি ব্যাপারটি এরূপ না হয়, (অর্থাৎ সে ব্যক্তি অনুমতি লাভের পূর্বের গ্রন্থটি সম্পর্কে অবগত না থাকে) বরং সে এ আস্থা পোষণ করে যে, অনুমতি লাভের পর কিতাবটি অধ্যয়ন করবে এবং লোকজনকে তার শিক্ষা দান করবে- যেমনটি আমাদের যুগে প্রচলন রয়েছে, তাহলে এ অনুমতি দলিল হতে পারবে না; বরং তা তাবার্‌রুকের অনুমতি হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ يَكُوْنُ অথবা তা হবে رُخْصَةً রুখসতমূলক وَهُوَ الَّذِىْ আর তা হচ্ছে এমন لَا اِسْمَاعَ فِيْهِ যাতে আদৌ কোনো শোনানোই নেই اَىْ অর্থাৎ لَمْ تَكُنْ হবে না مُذَاكَرَةُ الْكَلَامِ বক্তব্যের আলোচনা فِيْمَا بَيْنَ এর মাঝে لَا غَيْبًا না অদৃশ্যভাবে وَلَا مُشَافَهَةً না সরাসরি كَالْاِجَازَةِ যেমন অনুমতি প্রদান بِاَنْ এভাবে যে يَقُوْلَ বলবে الْمُحَدِّثُ মুহাদ্দিস لِغَيْرِهٖ অপর কাউকে اَجَزْتُ لَكَ আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করলাম اَنْ تَرْوِىَ তুমি বর্ণনা করবে عنى আমার পক্ষ হতে هٰذَا الْكِتَابَ এ কিতাবটি الَّذِىْ حَدَّثَنِىْ যা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ অমুক অমুক হতে اٰه শেষ পর্যন্ত وَالْمُنَاوَلَةُ আর সমর্পণ হলো بِاَنْ এভাবে যে يُعْطِىَ দান করবে الشَّيْخُ শায়খ كِتَابَ কিতাবটি سِمَاعِهٖ তার শ্রুত بِيَدِهٖ তার নিজ হাতে اِلَى الْمُسْتَفِيْدِ শিষ্যকে وَيَقُوْلُ এবং বলবে هٰذَا كِتَابُ سِمَاعِىْ এটা আমার শ্রুত কিতাব مِنْ شَيْخِىْ فُلَانٍ আমার অমুক শায়খ হতে اَجَزْتُ لَكَ আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করলাম اَنْ تَرْوِىَ عَنِّىْ তুমি আমার পক্ষ হতে বর্ণনা করবে هٰذَا এটা فَهُوَ لَا يَصِحُّ আর এটা শুদ্ধ হবে না بِدُوْنِ الْاِجَازَةِ অনুমতি ব্যতীত وَالْاِجَازَةُ তবে অনুমতি تَصِحُّ বৈধ হবে بِدُوْنِ الْمُنَاوَلَةِ সমর্পণ করা ব্যতীত فَالْاِجَازَةُ অতএব অনুমতি

أَيْ لَابُدَّ مِنْهَا আবশ্যক فِيْ كُلِّ حَالٍ সর্বাবস্থায় وَالْمَجَازُ لَهٗ আর অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি إِنْ كَانَ عَالِمًا بِهٖ যদি সে সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন অর্থাৎ بِمَا فِى الْكِتَابِ কিতাবের মধ্যে যা কিছু আছে قَبْلَ الْإِجَازَةِ অনুমতি প্রদানের পূর্বে تَصِحُّ الْإِجَازَةُ তাহলেই অনুমতি প্রদান বৈধ হবে وَإِلَّا فَلَا অন্যথায় বৈধ হবে না يَعْنِيْ অর্থাৎ إِذَا أَجَزْنَا যখন আমরা অনুমতি প্রদান করবো بِكِتَابِ الْمِشْكٰوةِ মেশকাত কিতাবের مَثَلًا উদাহরণত لِأَحَدٍ কোনো ব্যক্তিকে فَإِنْ كَانَ যদি হয় ذٰلِكَ الشَّخْصُ ঐ ব্যক্তি عَالِمًا অবহিত بِكِتَابِ الْمِشْكٰوةِ মেশকাত কিতাবের قَبْلَ ذٰلِكَ এর পূর্বে بِالْمُطَالَعَةِ অধ্যয়নের মাধ্যমে بِقُوَّةِ نَفْسِهٖ স্বীয় যোগ্যতা বলে أَوْ অথবা بِإِعَانَةِ সহযোগিতায় الشُّرُوْحِ ব্যাখ্যাগ্রন্থের أَوْ অথবা نَحْوِ ذٰلِكَ এ ধরনের অন্য কোনো উপায়ে وَلٰكِنْ কিন্তু لَمْ يَكُنْ لَهٗ তার নিকট নেই سَنَدٌ صَحِيْحٌ বিশুদ্ধ কোনো সনদ يَتَّصِلُ যা পৌঁছায় بِالْمُصَنِّفِ মেশকাত শরীফের গ্রন্থকার পর্যন্ত فَحِيْنَئِذٍ এ অবস্থায় تَصِحُّ বৈধ হবে إِجَازَتُنَا لَهٗ তাকে আমাদের অনুমতি وَإِنْ لَمْ يَكُنْ আর যদি না হয় كَذٰلِكَ অনুরূপ بَلْ বরং يَعْتَمِدُ সে আস্থা পোষণ করে عَلٰى أَنْ يُطَالِعَ সে অধ্যয়ন করে নিবে بَعْدَ الْإِجَازَةِ অনুমতি লাভের পর وَيُعَلِّمُ এবং শিক্ষা দান করবে النَّاسَ জনগণকে كَمَا فِيْ زَمَانِنَا যেমন আমাদের যুগে প্রচলন রয়েছে لَمْ تَكُنْ তাহলে হতে পারে না الْإِجَازَةُ অনুমতি প্রদান حُجَّةً দলিল স্বরূপ بَلْ বরং তা হবে إِجَازَةَ تَبَرُّكٍ বরকতের অনুমতি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ أَوْ يَكُوْنُ رُخْصَةً وَهُوَ الَّذِيْ لَا إِسْمَاعَ فِيْهِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে طَرَفُ سِمَاعٍ-এর দ্বিবিধ প্রকার তথা مُنَاوَلَة ও إِجَازَت-এর বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। طَرَفُ سِمَاعٍ-এর দ্বিতীয় প্রকার হলো رُخْصَت অর্থাৎ যার মধ্যে পঠন ও শ্রবণ নেই। এটা আবার দু' প্রকার।

এক. إِجَازَت অর্থাৎ শায়খ শাগরিদকে বলবে আমি তোমাকে আমার পক্ষ হতে এ কিতাবখানা বর্ণনা করবার অনুমতি প্রদান করছি, যা অমুক ব্যক্তি অমুকের হতে ...... আমার নিকট বর্ণনা করেছে। رُخْصَت-এর দ্বিবিধ প্রকারের মধ্যে এটা অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং مَجَازٌ لَهٗ এটা বর্ণনা করবার সময় বলবে- أَجَازَنِيْ فُلَانٌ (অমুক আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।) আর ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এর মতে এক্ষেত্রে حَدَّثَنَا বলাও জায়েজ হবে। কেননা, এখানে শায়খের বক্তব্য أَجَزْتُ لَكَ الخ-এর দ্বারা সম্বোধন ও উপস্থিতি রয়েছে। পক্ষান্তরে শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র.) বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে حَدَّثَنِيْ-এর ব্যবহার জায়েজ হবে না। কেননা, "আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম" এটার সাথে সম্বোধন পাওয়া গেছে। কিন্তু হাদীসের সাথে তো সম্বোধন পাওয়া যায়নি। অথচ حَدَّثَنِيْ শব্দটি হাদীস শ্রবণের সাথে নির্দিষ্ট। তবে তিনি এক্ষেত্রে أَخْبَرَنِيْ-এর প্রয়োগকে অনুমোদন করেছেন। কেননা, أَخْبَرَنِيْ (সংবাদ প্রদান) হাদীস বর্ণনা হতে ব্যাপকতর। তবে অধিকাংশ উসূলবিদ ও মুহাদ্দিসগণ এ ক্ষেত্রে أَخْبَرَنِيْ-এর ব্যবহারকে নাজায়েজ বলেছেন। কারণ, এতে তো সুস্পষ্টভাবে শায়খের বর্ণনাকে নির্দেশ করে। অথচ এখানে শায়খের পক্ষ হতে কোনো বর্ণনা (বাক্যালাপ) নেই।

দুই. طَرَفُ سِمَاعٍ-এর رُخْصَت-এর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো مُنَاوَلَة আর তা এই যে, তার শ্রুত কিতাব স্বহস্তে শাগরিদকে দিবে এবং বলবে আমি অমুক শায়খ হতে এ কিতাবখানা শুনেছি। আমি তোমাকে আমার পক্ষ হতে এটা বর্ণনা করবার অনুমিত দিচ্ছি। উল্লেখ্য যে, এটা إِجَازَت ব্যতীত সহীহ হবে না। তবে إِجَازَت এটা (مُنَاوَلَة) ব্যতীত সহীহ হবে।

অনুমতি প্রদত্ত কিতাব সম্পর্কে শাগরিদ পূর্ব হতে অবহিত থাকা জরুরি কিনা : إِجَازَت ও مُنَاوَلَة-এর মধ্যে যে কিতাব হতে শায়খ শিষ্যকে হাদীস বর্ণনা করবার অনুমতি দান করেছেন সে কিতাবটির মধ্যে উদ্ধৃত হাদীস সম্পর্কে শিষ্য যদি পূর্ব হতে অবহিত থেকে থাকে তাহলেই কেবল অনুমতি প্রদান সহীহ হবে, অন্যথায় নয়। তবে কারো কারো মতে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি পূর্ব হতে উক্ত হাদীসসমূহ সম্পর্কে অবহিত থাক জরুরি নয়। এমনকি শায়খ যদি নির্দিষ্ট কাউকে তার শ্রুত অজ্ঞাত হাদীসসমূহের অনুমতি দেয়। অর্থাৎ এভাবে বলে যে "আমার সমস্ত শ্রুত হাদীস বর্ণনা করবার জন্য তোমাকে অনুমতি দিলাম।" অথবা নির্দিষ্ট সংখ্যক হাদীসের ব্যাপারে অজ্ঞাত ব্যক্তির জন্য অনুমতি দান করে। অর্থাৎ এভাবে বলে যে, "আমি সমস্ত মুসলমানের জন্য আমার শ্রুত ঐ সমস্ত হাদীস যা এ কিতাবে রয়েছে তা বর্ণনা করবার জন্য অনুমতি প্রদান করলাম।" অথবা অজ্ঞাত সংখ্যক ব্যক্তির জন্য অজ্ঞাত সংখ্যক হাদীসের অনুমতি প্রদান করে। যেমন- বলবে "আমি সমস্ত মুসলিমের জন্য আমার শ্রুত সমস্ত হাদীস বর্ণনা করবার অনুমতি দান করলাম।" তাহলে জায়েজ হবে। অর্থাৎ উপরিউক্ত সব কয়টি অবস্থাতেই إِجَازَت জায়েজ হবে। ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন যে, এটাই সহীহ মত। বড় বড় উসূল গ্রন্থে এটার আরো বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

وَالثَّانِىْ طَرَفُ الْحِفْظِ وَالْعَزِيْمَةُ فِيْهِ اَنْ يَّحْفَظَ الْمَسْمُوْعَ مِنْ وَقْتِ السَّمَاعِ اِلٰى وَقْتِ الْاَدَاءِ وَلَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى الْكِتَابِ وَلِهٰذَا لَمْ يَجْمَعْ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) كِتَابًا فِى الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَسْتَجِزِ الرِّوَايَةَ بِاِعْتِمَادِ الْكِتَابِ وَكَانَ ذٰلِكَ سَبَبًا لِطَعْنِ الْمُتَعَصِّبِيْنَ الْقَاصِرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَلَمْ يَفْهَمُوْا وَرْعَهٗ وَتَقْوَاهُ وَلَا عَمَلَهٗ وَهُدَاهُ وَالرُّخْصَةُ اَنْ يَّعْتَمِدَ الْكِتَابَ فَاِنْ نَظَرَ فِيْهِ وَتَذَكَّرَ سَمَاعَهٗ وَمَجْلِسَ دَرْسِهٖ وَمَا جَرٰى فِيْهِ يَكُوْنُ حُجَّةً وَاِلَّا فَلَا اَىْ اِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ ذٰلِكَ فَلَا يَكُوْنُ حُجَّةً عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) سَوَاءٌ كَانَ خَطَّهٗ اَوْ خَطَّ غَيْرِهٖ وَعِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) يَجُوْزُ لَهُ الرِّوَايَةُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا وَعِنْدَ اَنَسٍ (رضـ) يَجُوْزُ الْاِعْتِمَادُ عَلَى الْخَطِّ اِنْ كَانَ فِىْ يَدِهٖ اَوْ فِىْ يَدِ اَمِيْنِهٖ فَلَا يَجُوْزُ اِنْ كَانَ فِىْ يَدِ غَيْرِهٖ لِاَنَّهٗ لَا يُؤْمَنُ عَنِ التَّغْيِيْرِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِالْخَطِّ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِىْ يَدِهٖ فَذَهَبَ اِلَيْهِ رُخْصَةً وَتَيْسِيْرًا عَلَى النَّاسِ ـ

সরল অনুবাদ : দ্বিতীয়টি মুখস্থ করার দিক। আর এর মধ্যে দৃঢ়তা এই যে, শিষ্য শ্রুত হাদীসটিকে মুখস্থ রাখবেন শ্রবণের সময় হতে **আদায় করার সময় পর্যন্ত** এবং কিতাবের উপর নির্ভর করে বসে থাকবেন না। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীস বিষয়ে একটি কিতাবও সংকলন করেননি এবং কিতাবের উপর নির্ভরতা দ্বারা হাদীস রেওয়ায়াতের অনুমিত দান করেননি। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর এই কঠোরতাই কিয়ামত পর্যন্ত গোঁড়া ও সংকীর্ণমনা লোকদের সমালোচনার কারণ হয়ে রয়েছে। অথচ তারা তাঁর অসামান্য আল্লাহভীতি ও পরহেজগারী এবং তাঁর উন্নত আমল ও ন্যায়পরায়ণতাকে অনুধাবনের চেষ্টা করেনি। **আর এর মধ্যে রুখসত এই যে, কিতাবের উপর নির্ভর করবে। অতঃপর যদি সে তাতে চিন্তা করে এবং তার মনে পড়ে যায়** তার শ্রবণ, দরসে হাদীসের মজলিস ও তাতে সংঘটিত ঘটনাসমূহ **তাহলে এটা তার জন্য দলিল হবে, অন্যথায় নয়।** অর্থাৎ যদি সে ঐসব কথা স্মরণ করতে না পারে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শুধু কিতাব দলিল হবে না। চাই তা তার নিজ হস্তলিপি হোক অথবা অন্য কারও হস্তলিপি। আর সাহেবাইন (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে তার জন্য এর রেওয়ায়াত জায়েজ রয়েছে এবং এটার উপর আমল করা ওয়াজিব হবে। আর হযরত আনাস (রা.)-এর মতে এই শর্তে হস্তলিপির উপর নির্ভর করা জায়েজ হবে যে, যদি তা তার নিজের হাতে অথবা তার সেক্রেটারীর হাতে থাকে। কিন্তু যদি কোনো অবিশ্বস্ত লোকের হাতে থাকে, তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা, এমতাবস্থায় তা পরিবর্তন হতে নিরাপদ নয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে হস্তলিপির উপর আমল করা জায়েজ হবে, যদিও তা তার নিজের হাতে না থাকে। তিনি শুধু রুখসতস্বরূপ এবং সাধারণ লোকজনের প্রতি সহজকরণের উদ্দেশ্যে এই মত প্রদান করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয়টি طَرَفُ দিক الْحِفْظِ মুখস্থ করার وَالْعَزِيْمَةُ فِيْهِ আর এর মধ্যে দৃঢ়তা হলো اَنْ يَحْفَظَ মুখস্থ রাখবে الْمَسْمُوْعَ শ্রুত হাদীসটি مِنْ وَقْتِ السَّمَاعِ শ্রবণের সময় হতে اِلٰى وَقْتِ الْاَدَاءِ আদায় করার সময় পর্যন্ত وَلَمْ يَعْتَمِدْ এবং সে নির্ভর করবে না عَلَى الْكِتَابِ কিতাবের উপর وَلِهٰذَا এ কারণেই لَمْ يَجْمَعْ সংকলন করেননি اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবূ হানীফা (র.) كِتَابًا কোনো কিতাব فِى الْحَدِيْثِ হাদীস বিষয়ে وَلَمْ يَسْتَجِزْ এবং অনুমতি প্রদান করেননি الرِّوَايَةَ রেওয়ায়াতের بِاِعْتِمَادِ নির্ভর করে الْكِتَابِ কিতাবের উপর وَكَانَ ذٰلِكَ এটাই হলো سَبَبًا কারণ لِطَعْنِ সমালোচনার الْمُتَعَصِّبِيْنَ গোঁড়া লোকদের الْقَاصِرِيْنَ সংকীর্ণমনাদের اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ কিয়ামত পর্যন্ত وَلَمْ يَفْهَمُوْا অথচ তারা অনুধাবন করতে পারেননি وَرْعَهٗ তাঁর অসামান্য আল্লাহভীতি وَتَقْوَاهُ এবং তাঁর পরহেজগারী وَلَا عَمَلَهٗ তাঁর উন্নত আমল وَهُدَاهُ এবং তাঁর ন্যায়পরায়ণতা وَالرُّخْصَةُ আর রুখসত হলো اَنْ يَعْتَمِدَ নির্ভর করা الْكِتَابَ কিতাবের উপর فَاِنْ نَظَرَ فِيْهِ অতঃপর যদি সে তাতে চিন্তা-গবেষণা করে وَتَذَكَّرَ এবং স্মরণ হয় سَمَاعَهٗ তার শ্রবণ وَمَجْلِسَ دَرْسِهٖ এবং হাদীস পাঠের সমাবেশ وَمَا جَرٰى فِيْهِ ও তাতে সংঘটিত ঘটনাসমূহ يَكُوْنُ حُجَّةً তাহলে এটা তার জন্য দলিল হবে وَاِلَّا فَلَا অন্যথায় দলিল হবে না اَىْ অর্থাৎ اِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ যদি তার স্মরণ না হয় ذٰلِكَ ঐ সব কিছু فَلَا

يَكُوْنَ তা كَانَ خَطُّهُ তাহলে হবে না حُجَّةً দলিল স্বরূপ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে سَوَاءٌ এক সমান তার নিজ হাতে লিখিত হোক أَوْ অথবা خَطَّ غَيْرِهِ অন্য কারো লিখা হোক وَعِنْدَهُمَا আর সাহেবাইনের মতে (رحـ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে يَجُوْزُ لَهُ তার জন্য বৈধ হবে الرِّوَايَةُ বর্ণনা করা وَيَجِبُ এবং ওয়াজিব হবে الْعَمَلُ بِهَا তার উপর আমল করা (رضـ) وَعِنْدَ أَنَسٍ আর হযরত আনাস (রা.)-এর মতে يَجُوْزُ জায়েজ হবে الْاِعْتِمَادُ নির্ভর করা عَلَى الْخَطِّ হস্তলিপির উপর إِنْ كَانَ যদি তা হয় فِيْ يَدِهِ তার নিজ হাতের أَوْ অথবা فِيْ يَدِ أَمِيْنِهِ তার সেক্রেটারীর হাতে হয় فَلَا يَجُوْزُ কিন্তু জায়েজ হবে না إِنْ كَانَ যদি তা হয় فِيْ يَدِ غَيْرِهِ অন্য কোনো লোকের হাতে لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ কেননা, তা নিরাপদ নয় عَنِ التَّغْيِيْرِ পরিবর্তন হতে (رحـ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে يَجُوْزُ বৈধ হবে الْعَمَلُ আমল করা بِالْخَطِّ হস্তলিপির উপর وَإِنْ لَمْ يَكُنْ যদিও তা না হয় فِيْ يَدِهِ তার নিজ হাতের فَذَهَبَ إِلَيْهِ তিনি এই মত অবলম্বন করেছেন رُخْصَةً রুখসত স্বরূপ وَتَيْسِيْرًا এবং সহজকরণের উদ্দেশ্যে عَلَى النَّاسِ জনগণের প্রতি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالثَّانِيْ طَرَفُ الْحِفْظِ وَالْعَزِيْمَةُ فِيْهِ ان الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মূল খবরের চতুর্থ প্রকারের দ্বিতীয় দিকের عَزِيْمَتْ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মূল খবরের চতুর্থ প্রকারের দ্বিতীয় দিক হলো طَرَفْ حِفْظ অর্থাৎ মুখস্থ করবার দিক। এক্ষেত্রে عَزِيْمَتْ হলো শ্রবণের সময় হতে আরম্ভ করে অন্যের নিকট পৌছানোর সময় পর্যন্ত এটাকে মুখস্থ রাখতে হবে এবং কিতাবের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীসের কিতাব সংকলন না করা এবং তাঁর বিরুদ্ধে অহেতুক সমালোচনার কারণ : যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের ব্যাপারে কিতাবের উপর নির্ভর করাকে জায়েজ মনে করতেন না; বরং শ্রবণ হতে আদায় পর্যন্ত হাদীস মুখস্থ রাখাকে জরুরি মনে করতেন, সেহেতু তিনি কোনো হাদীসের কিতাব সংকলন করেননি। আর এ কঠোর নীতি অবলম্বন করবার কারণেই একদল অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন সংকীর্ণমনা লোক কিয়ামত অবধি তাঁর অহেতুক সমালোচনায় লিপ্ত থাকবে। অথচ তারা তাঁর অস্বাভাবিক আল্লাহভীতি, অসাধারণ পরহেজগারী, উন্নত কর্মনীতি ও সততা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।

قَوْلُهُ وَالرُّخْصَةُ أَنْ يَعْتَمِدَ الْكِتَابَ فَإِنْ نَظَرَ فِيْهِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে طَرَفْ حِفْظ -এর মধ্যে رُخْصَتْ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মূল খবরের চতুর্থ প্রকারের দ্বিতীয় দিকের رُخْصَتْ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আর তা এই যে, শ্রুত হাদীসখানা সার্বক্ষণিক মুখস্থ না রেখে কিতাবের উপর নির্ভর করা। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন যে, চিন্তা-ভাবনা করবার পর যদি শায়খ হতে শ্রবণ করা, তাঁর দরসের মজলিস এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনাসমূহ যদি মনে পড়ে যায়, তাহলে হাদীস দলিল হিসেবে গণ্য হবে। আর সেগুলো যদি তার স্মরণে না আসে, তাহলে উক্ত হাদীস দলিল হিসেবে গণ্য হবে না। চাই তার নিজের লেখা হোক অথবা অন্য কারো হাতের লেখা হোক।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে কিতাবের উপর নির্ভর করে বর্ণনা করা তার জন্য জায়েজ হবে এবং তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হবে। হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, যদি কিতাব তার হাতে অথবা তার আমীনের (সচিবের) হাতে থাকে, তাহলে এর উপর নির্ভর করে বর্ণনা করা জায়েজ হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সর্বাবস্থায়ই পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী আমল করা জায়েজ হবে। চাই তার হাতে থাকুক বা তার সচিবের হাতে থাকুক, অথবা অন্য কারো হাতে থাকুক।

وَالثَّالِثُ طَرْفُ الْاَدَاءِ وَالْعَزِيْمَةُ فِيْهِ اَنْ يُؤَدِّىَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِىْ سَمِعَ بِلَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ وَالرُّخْصَةُ اَنْ يَنْقُلَهُ بِمَعْنَاهُ اَىْ بِلَفْظٍ اٰخَرَ يُؤَدِّىْ مَعْنَى الْحَدِيْثِ وَهٰذَا صَحِيْحٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ لِاَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ قَالَ كَذَا اَوْ قَرِيْبًا مِنْهُ اَوْ نَحْوًا مِنْهُ وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يَجُوْزُ ذٰلِكَ لِاَنَّهُ مَخْصُوْصٌ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ فَلَا يُؤْمَنُ فِى النَّقْلِ بِالْمَعْنٰى مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالْحَقُّ هُوَ التَّفْصِيْلُ الَّذِىْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (رح) بِقَوْلِهِ فَاِنْ كَانَ مُحْكَمًا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَيَجُوْزُ بِالْمَعْنٰى لِمَنْ لَهُ بَصَرٌ فِىْ وُجُوْهِ اللُّغَةِ لَا يَشْتَبِهُ مَعْنَاهُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ وَاِنْ كَانَ ظَاهِرًا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ بِاَنْ يَكُوْنَ عَامًّا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيْصَ اَوْ حَقِيْقَةً يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ فَلَا يَجُوْزُ نَقْلُهُ بِالْمَعْنٰى اِلَّا لِلْفَقِيْهِ الْمُجْتَهِدِ لِاَنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْمُرَادِ فَلَا يَقَعُ الْخَلَلُ فِىْ نَقْلِهِ بِمَعْنَاهُ ـ

সরল অনুবাদ : আর তৃতীয়টি আদায়ের দিক। এর মধ্যে দৃঢ়তা এই যে, সে হাদীসটিকে যে পদ্ধতিতে তার শব্দ ও অর্থের সাথে শ্রবণ করেছে, ঠিক সে পদ্ধতিতেই অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। আর এর মধ্যে রুখসত এই যে, সে হাদীসটির ভাবার্থ উদ্ধৃত করে দিবে। অর্থাৎ অন্য এমন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করবে, যা হাদীসের অর্থ আদায় করতে পারে। আর এ ভাবগত বর্ণনা অধিকাংশ আলিমের মতে শুদ্ধ রয়েছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম ভাবগত বর্ণনাকালে বলতেন, قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا (নবী করীম ﷺ এরূপই বলেছেন), অথবা قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيْبًا مِنْهُ (নবী করীম ﷺ এর কাছাকাছি বলেছেন), অথবা قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْهُ (নবী করীম ﷺ এর অনুরূপ ইরশাদ করেছেন) আর কেউ কেউ বলেছেন যে, ভাবগত বর্ণনা জায়েজ নয়। কেননা, নবী করীম ﷺ جَوَامِعُ الْكَلِمِ গুণে ভূষিত ছিলেন। সুতরাং ভাবগত বর্ণনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ও সংক্ষেপণের ত্রুটি হতে নিরাপদ থাকা যায় না। তথাপি বাস্তব সত্য এই যে, আমাদের মতে এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার অবকাশ রয়েছে, যা গ্রন্থকার (র.) এর নিম্নলিখিত উক্তি দ্বারা বর্ণনা করেছেন, **যদি হাদীসের শব্দ মুহকাম বা সুস্পষ্ট ও স্থির অর্থবোধক হয়, এমন যে, এই অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থের সম্ভাবনাই না রাখে, তাহলে তার ভাবগত উদ্ধৃতি শুধু সেই ব্যক্তির জন্যই জায়েজ হবে, যিনি ভাষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী।** কেননা, এরূপ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির নিকট হাদীসটির অর্থ এই বিবেচনায় সন্দেহযুক্ত নয় যে, তা অতিরিক্ত ও সংক্ষেপণের সম্ভাবনা রাখে। **আর যদি হাদীসের শব্দ যাহের বা প্রকাশ্য অর্থবোধক হয়,** এমন যে, তা অন্য অর্থেরও **সম্ভাবনা রাখে।** যেমন– তা عَامّ কিন্তু تَخْصِيْص-এর সম্ভাবনা রাখে। অথবা হাকীকত, কিন্তু মাজাযের সম্ভাবনা রাখে, **তাহলে ফকীহ ও মুজতাহিদ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য তার ভাবগত উদ্ধৃতি দান জায়েজ হবে না।** কেননা, ফকীহ ও মুজতাহিদ রাবী এটার উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং তার ভাবগত উদ্ধৃতি দানে কোনো প্রকার জটিলতা সৃষ্টি হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّالِثُ আর তৃতীয় প্রকার طَرْفُ الْاَدَاءِ আদায়ের দিক وَالْعَزِيْمَةُ فِيْهِ এর মধ্যে দৃঢ়তা হলো اَنْ يُؤَدِّىَ আদায় করা বা পৌঁছে দেওয়া عَلَى الْوَجْهِ সে পদ্ধতিতে الَّذِىْ سَمِعَ যাতে শুনেছে بِلَفْظِهِ তার শব্দ وَمَعْنَاهُ এবং তার অর্থ وَالرُّخْصَةُ আর এতে রুখসাত হলো اَنْ يَنْقُلَهُ উদ্ধৃত করে দেবে بِمَعْنَاهُ তার ভাবার্থ اَىْ অর্থাৎ بِلَفْظٍ اٰخَرَ অন্য এমন শব্দ দ্বারা يُؤَدِّىْ যা আদায় করে مَعْنَى الْحَدِيْثِ হাদীসের অর্থ وَهٰذَا صَحِيْحٌ আর এটা বিশুদ্ধ রয়েছে عِنْدَ الْعَامَّةِ অধিকাংশ ইমামের মতে لِاَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ কেননা, সাহাবায়ে কেরাম كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ বলতেন قَالَ كَذَا নবী করীম ﷺ অনুরূপ বলেছেন اَوْ অথবা قَرِيْبًا مِنْهُ এর কাছাকাছি اَوْ نَحْوًا مِنْهُ অথবা এর অনুরূপ وَعِنْدَ الْبَعْضِ আর কেউ কেউ বলেছেন لَا يَجُوْزُ জায়েজ নেই ذٰلِكَ ভাবগত বর্ণনা لِاَنَّهُ مَخْصُوْصٌ কেননা, নবী করীম ﷺ বিশেষিত ছিলেন بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ জাওয়ামেউল কালিমের দ্বারা فَلَا يُؤْمَنُ সুতরাং নিরাপদ থাকা যায় না فِى النَّقْلِ বর্ণনায় بِالْمَعْنٰى ভাবগত مِنَ الزِّيَادَةِ অতিরিক্ততা হতে وَالنُّقْصَانِ এবং সংক্ষিপ্ততা হতে وَالْحَقُّ তবে বাস্তব সত্য হলো هُوَ التَّفْصِيْلُ এতে ব্যাপক আলোচনার অবকাশ রয়েছে الَّذِىْ ذَكَرَهُ যা উল্লেখ করেছেন الْمُصَنِّفُ (رح) সম্মানিত গ্রন্থকার بِقَوْلِهِ তাঁর এ কথা দ্বারা فَاِنْ كَانَ যদি হাদীসটি হয় مُحْكَمًا সুস্পষ্ট অর্থবোধক لَا يَحْتَمِلُ এটা সম্ভাবনা রাখে না غَيْرَهُ এ অর্থ ব্যতীত وَيَجُوْزُ তাহলে বৈধ হবে نَقْلَهُ তা বর্ণনা করা بِالْمَعْنٰى ভাবগত উদ্ধৃতি لِمَنْ শুধু সেই ব্যক্তির জন্য لَهُ بَصَرٌ

যার রয়েছে গভীর প্রজ্ঞা فِىْ وُجُوْهِ اللُّغَةِ ভাষার বিভিন্ন দিকে اِذْ لَا يَشْتَبِهُ কেননা, হাদীসটি সন্দেহযুক্ত নয় مَعْنَاهُ তার অর্থ عَلَيْهِ ঐ ব্যক্তির নিকট بِحَيْثُ এ বিবেচনায় যে يَحْتَمِلُ এটা সম্ভাবনা রাখে الزِّيَادَةَ অতিরিক্ততা وَالنُّقْصَانَ ও সংক্ষিপ্ততা وَاِنْ كَانَ ظَاهِرًا আর যদি হাদীসের শব্দ প্রকাশ্য অর্থবোধক হয় يَحْتَمِلُ যা সম্ভাবনা রাখে غَيْرَهُ অন্য অর্থের بِاَنْ এভাবে যে يَكُوْنُ عَامًّا তা ব্যাপক হবে يَحْتَمِلُ যা সম্ভাবনা রাখে التَّخْصِيْصَ তাখসীসের اَوْ অথবা حَقِيْقَةً হাকীকত يَحْتَمِلُ যা সম্ভাবনা রাখে الْمَجَازَ মাজাযের فَلَا يَجُوْزُ কাজেই জায়েজ হবে না نَقْلُهُ তা বর্ণনা করা بِالْمَعْنٰى ভাবগত اِلَّا لِلْفَقِيْهِ একমাত্র ফকীহ ব্যতীত الْمُجْتَهِدِ যিনি মুজতাহিদ لِاَنَّهُ يَقِفُ কেননা, ফকীহ ও মুজতাহিদ রাবী অবগত আছেন عَلَى الْمُرَادِ উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে فَلَا يَقَعُ সুতরাং সৃষ্টি হবে না الْخَلَلُ কোনো প্রকার জটিলতা فِىْ نَقْلِهِ তা বর্ণনায় بِمَعْنَاهُ ভাবগত অর্থ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالثَّالِثُ طَرَفُ الْاَدَاءِ وَالْعَزِيْمَةُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে طَرَفُ الْاَدَاءِ -এর মধ্যে عَزِيْمَتْ ও رُخْصَتْ-এর বর্ণনা এবং رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى-এর ব্যাপারে আলিমগণের মতবিরোধ আলোকপাত করা হয়েছে। মূল খবরের চতুর্থ প্রকারের তৃতীয় দিক তথা طَرَفُ اَدَا -এর عَزِيْمَتْ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এতে عَزِيْمَتْ এই যে, হাদীসখানাকে শায়খের কাছে যে ভাষা ও ভাবের সাথে শুনেছে হুবহু সেভাবে অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়া, এতে কোনোরূপ বিকৃতি সাধন না করা। আর এতে رُخْصَتْ এই যে. যে ভাষায় শুনেছে সে ভাষা পরিহার করে নিজস্ব ভাষায় এটার ভাবার্থের উদ্ধৃতি দেওয়া। আর ভাবার্থের সাথে হাদীস বর্ণনা করা অধিকাংশ আলিমগণের মতে জায়েজ। কেননা, সাহাবীগণ রাসূলে কারীম ﷺ -এর বাণীর উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় বলতেন- قَالَ صلعم كَذَا রাসূলে কারীম ﷺ এরূপ বলেছেন। اَوْ قَرِيْبًا مِنْهُ অথবা প্রায় এরূপ বলেছেন। اَوْ نَحْوًا مِنْهُ অথবা প্রায় অনুরূপ বলেছেন। যা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা রাসূলে কারীম ﷺ-এর বাণীর হুবহু উদ্ধৃতি দেননি; বরং এটার ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা রাসূলে কারীম ﷺ হতে যা শুনেছেন তার ভাবার্থ নিজেদের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আর তাঁদের মধ্যে এটার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

অন্য একদল ওলামার মতে হাদীসের ভাবার্থ নিজের ভাষায় বর্ণনা করা (অর্থাৎ অর্থগত উদ্ধৃতি দান) জায়েজ নেই। তাঁদের দলিল এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ "صَاحِبُ جَوَامِعِ الْكَلِمِ" অর্থাৎ স্বল্প কথায় ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য প্রণয়নে দক্ষ ছিলেন এবং এটা তাঁর মু'জিযা ও একমাত্র তাঁর জন্যই খাস ছিল। সুতরাং কেউ তাঁর বাণীর ভাবার্থ নিজের ভাষায় বর্ণনা করলে এতে কমবেশি হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

قَوْلُهُ فَاِنْ كَانَ مُحْكَمًا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَيَجُوْزُ نَقْلُهُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى সম্পর্কে মানার প্রণেতার সিদ্ধান্তকর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى সম্পর্কে মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র.) বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন- যদি হাদীসখানা مُحْكَمٌ হয়, যা অন্য কোনো অর্থের সম্ভাবনা রাখে না এবং এর অর্থের মধ্যে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ও সংশয় নেই, তাহলে ভাষার বিভিন্ন দিকের উপর ওয়াকিফহাল ব্যক্তির জন্য উক্ত হাদীসের ভাবার্থ নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা করা (رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى) জায়েজ হবে। কেননা, ভাষার উপর যার যথার্থ দখল রয়েছে তার জন্য مُحْكَمٌ -এর অর্থ সংশয়পূর্ণ হবে না। কাজেই তার অর্থগত বর্ণনার মধ্যে কোনোরূপ হেরফের ও কমবেশি হবে না।

আর যদি হাদীসখানা ظَاهِرٌ হয় যার মধ্যে অন্য অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন- হাদীসখানা আম (عَامٌ), যাতে تَخْصِيْص -এর সম্ভাবনা বিদ্যমান। অথবা এটা হাকীকত যাতে মাজাযের সম্ভাবনা বিরাজমান। তাহলে কেবল ফকীহ মুজতাহিদের জন্য এটার ভাবার্থ বর্ণনা করা জায়েজ হবে- অন্য কারো জন্য জায়েজ হবে না। কেননা, কেবল তার পক্ষেই এটার মূল উদ্দেশ্য নির্ণয় করা সম্ভবপর হবে। যাতে অর্থের মধ্যে কোনোরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা নেই। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত হাদীসখানা পেশ করা যায়। ইমাম আবূ দাউদ (র.) ইকরামা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ এরশাদ করেছেন- "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ" (যে ব্যক্তি তার দীন তথা ইসলাম পরিবর্তন করেছে, তাকে হত্যা করো।) উক্ত হাদীসে مَنْ শব্দটি عَامٌ (ব্যাপক অর্থবোধক), তা নর-নারী উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু স্ত্রীলোককে এটা হতে খাস করা হয়েছে। যদ্দরুন তারা উক্ত حُكْم হতে বাদ পড়ে গেছে। এখানে কেউ যদি ভাবার্থের সাহায্যে হাদীসখানার উদ্ধৃতি প্রদান করতে গিয়ে বলে "كُلُّ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ" (অর্থাৎ যে কেউ তার দীন পরিবর্তন করবে তাকে হত্যা করে ফেলো!) তাহলে এটা হতে تَخْصِيْص -এর সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যাবে এবং স্ত্রীলোকগণও তার হুকুমের আওতাভুক্ত হয়ে পড়বে। আর তাতে শরয়ী বিধানে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। কাজেই এক্ষেত্রে ফকীহ মুজতাহিদ ব্যতীত অন্যান্যগণের জন্য অর্থগত উদ্ধৃতি মানা জায়েজ হবে না।

مَثَلًا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ
فَاقْتُلُوْهُ كَلِمَةُ مَنْ عَامَّةٌ تَخُصُّ مِنْهَا الْمَرْأَةُ
فَاِنْ نَقَلَهُ نَاقِلٌ وَيَقُوْلُ كُلُّ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ
فَاقْتُلُوْهُ يَشْمَلُ الْمَرْأَةَ اَيْضًا فَيَقَعُ الْخَلَلُ
فِى الْاَحْكَامِ وَمَا كَانَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ بِاَنْ
كَانَ لَفْظًا وَجِيْزًا تَحْتَهُ مَعَانٍ جَمَّةٌ كَقَوْلِهٖ
عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْغُرْمُ بِالْغُنْمِ وَالْخَرَاجُ
بِالضَّمَانِ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ اَوِ الْمُشْكِلُ اَوِ
الْمُشْتَرَكُ اَوِ الْمُجْمَلُ لَا يَجُوْزُ نَقْلُهُ
بِالْمَعْنٰى لِلْكُلِّ اَىْ لَا لِلْمُجْتَهِدِ وَلَا لِغَيْرِهٖ
اَمَّا فِىْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ فَلِاَنَّهُ لَمَّا كَانَ
مَخْصُوْصًا بِهٖ فَلَا يَقْدِرُ اَحَدٌ عَلٰى نَقْلِهٖ وَاَمَّا
فِى الْمُشْكِلِ وَالْمُشْتَرَكِ فَلِاَنَّهُ اِنَّمَا يَنْقُلُهُ
بِتَاوِيْلٍ مَخْصُوْصٍ لَا يَكُوْنُ حُجَّةً عَلٰى غَيْرِهٖ
وَاَمَّا فِى الْمُجْمَلِ فَلِعَدَمِ الْوُقُوْفِ عَلٰى مَعْنَاهُ
بِدُوْنِ الْاِسْتِفْسَارِ مِنَ الْمُجْمَلِ ـ

সরল অনুবাদ : উদাহরণস্বরূপ যেমন- নবী করীম ﷺ -এর কাওল- مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ এতে مَنْ শব্দটি عَامٌ কিন্তু তা হতে মহিলাগণকে خَاصٌ করে নেওয়া হয়। এখন যদি কোনো ব্যক্তি হাদীসটির ভাবগত উদ্ধৃতি দান করতে গিয়ে বলে, كُلُّ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ তাহলে এটা মহিলাগণকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। আর তা দ্বারা আহকামের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হবে। **আর যা جَوَامِعُ الْكَلِمِ -এর শ্রেণীভুক্ত হবে** অর্থাৎ এভাবে যে, হাদীসের শব্দ সংক্ষিপ্ত হবে; কিন্তু এটার অধীনে প্রচুর অর্থের অবকাশ থাকবে। যেমন- নবী করীম ﷺ -এর কাওল : ১. اَلْغُرْمُ بِالْغُنْمِ (জরিমানা লাভের বিনিময়ে), ২. اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (কর রক্ষণাবেক্ষণের কারণে), ৩ اَلْعَجْمَاءُ جُبَارٌ (চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষতিপূরণ বৃথা অর্থাৎ এর কোনো বদলা নেই।) **অথবা মুশকিল অথবা মুশতারাক অথবা মুজমাল-এর শ্রেণীভুক্ত হবে, তাহলে এ সব অবস্থায় কারও জন্যই ভাবগত উদ্ধৃতি দান জায়েজ হবে না।** অর্থাৎ এ সব অবস্থায় মুজতাহিদ ও গায়রে মুজতাহিদ কারও জন্যই ভাবগত উদ্ধৃতি দান জায়েজ নয়। جَوَامِعُ الْكَلِمِ যেহেতু নবী করীম ﷺ -এর সাথেই নির্দিষ্ট সুতরাং কোনো ব্যক্তিই তার ভাবগত উদ্ধৃতি দানে সক্ষম নয়। আর মুশকিল ও মুশতারাকের ক্ষেত্রে এ জন্য যে, যেহেতু তাকে নির্দিষ্ট তাবীলের সাথে উদ্ধৃত করতে হয়, এ জন্য তা অন্যের উপর হুজ্জত হতে পারে না। আর মুজমালের ক্ষেত্রে এ জন্য যে, যেহেতু ইজমালকারীকে জিজ্ঞাসা না করে তার অর্থ অবগত হওয়া সম্ভবপর নয়, এ জন্য তাতে ভাবগত উদ্ধৃতি দান জায়েজ নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : مَثَلًا উদাহরণ স্বরূপ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ -এর কাওল مَنْ بَدَّلَ যে পরিবর্তন করে دِيْنَهُ তার দীনকে فَاقْتُلُوْهُ তাকে তোমরা হত্যা করো كَلِمَةُ مَنْ এখানে مَنْ শব্দটি عَامَّةٌ আম তথা ব্যাপক تَخُصُّ مِنْهَا তা হতে খাস করা হয় الْمَرْأَةُ মহিলাগণকে فَاِنْ نَقَلَهُ অতএব যদি ভাবগত উদ্ধৃতি দেয় نَاقِلٌ কোনো বর্ণনাকারী وَيَقُوْلُ এবং বলে كُلُّ مَنْ যে সকলেই بَدَّلَ পরিবর্তন করে دِيْنَهُ তার দীনকে فَاقْتُلُوْهُ তবে তাকে হত্যা করো يَشْمَلُ তখন এটা অন্তর্ভুক্ত করবে الْمَرْأَةَ اَيْضًا মহিলাগণকেও فَيَقَعُ অতএব সৃষ্টি হবে الْخَلَلُ বিশৃঙ্খলা فِى الْاَحْكَامِ বিধিবিধানের ক্ষেত্রে وَمَا كَانَ আর যেগুলো হবে مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ জাওয়ামিউল কালিমের অন্তর্ভুক্ত بِاَنْ এ ভাবে যে كَانَ لَفْظًا তার শব্দ হবে وَجِيْزًا সংক্ষিপ্ত تَحْتَهُ তার অধীনে অবকাশ থাকবে مَعَانٍ جَمَّةٌ অনেক অর্থের كَقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ যেমন নবী করীম ﷺ -এর কাওল اَلْغُرْمُ জরিমানা بِالْغُنْمِ লাভের বিনিময়ে وَالْخَرَاجُ কর بِالضَّمَانِ রক্ষণাবেক্ষণের কারণে وَالْعَجْمَاءُ চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষতিপূরণ جُبَارٌ বৃথা اَوِ الْمُشْكِلُ অথবা মুশকিল হবে اَوِ الْمُشْتَرَكُ অথবা মুশতারিক হবে اَوِ الْمُجْمَلُ অথবা মুজমালের শ্রেণীভুক্ত হবে لَا يَجُوْزُ বৈধ হবে না نَقْلُهُ তার উদ্ধৃতি بِالْمَعْنٰى ভাবার্থে لِلْكُلِّ কারো জন্যেই اَىْ অর্থাৎ لَا لِلْمُجْتَهِدِ না মুজতাহিদের জন্য وَلَا لِغَيْرِهٖ না অন্য কারো জন্য اَمَّا অতএব فِىْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ জাওয়ামিউল কালিমগুলো فَلِاَنَّهُ কেননা, তা لَمَّا كَانَ مَخْصُوْصًا بِهٖ যেহেতু নবী করীম ﷺ -এর সাথে নির্দিষ্ট فَلَا يَقْدِرُ কাজেই সক্ষম নয় اَحَدٌ কোনো ব্যক্তিই عَلٰى نَقْلِهٖ তার ভাবার্থ বর্ণনায় وَاَمَّا কিন্তু فِى الْمُشْكِلِ মুশকিলের ক্ষেত্রে وَالْمُشْتَرَكِ এবং মুশতারিকের ক্ষেত্রে فَلِاَنَّهُ কেননা اِنَّمَا يَنْقُلُهُ তা উদ্ধৃত করতে হয় بِتَاوِيْلٍ তাবীলের সাথে مَخْصُوْصٍ নির্দিষ্ট لَا يَكُوْنُ ফলে তা হতে পারে না حُجَّةً দলিল عَلٰى غَيْرِهٖ অন্যের উপর وَاَمَّا فِى الْمُجْمَلِ আর মুজমালের ক্ষেত্রে فَلِعَدَمِ সম্ভব নয় الْوُقُوْفُ অবগত হওয়া عَلٰى مَعْنَاهُ তার অর্থ بِدُوْنِ ব্যতীত الْاِسْتِفْسَارُ জিজ্ঞাসা مِنَ الْمُجْمَلِ ইজমালকারীকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ بِاَنْ كَانَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে جَوَامِعُ الْكَلِمِ -এর অর্থগত উদ্ধৃতি দান জায়েজ নেই- প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ -এর যেসব বাণী- جَوَامِعُ الْكَلِمِ -এর প্রকারভুক্ত এদের نَقْل بِالْمَعْنٰى (ভাবার্থের সাথে বর্ণনা করা) জায়েজ নেই। কেননা, এটা রাসূলে কারীম ﷺ জন্য খাস। কাজেই অন্য কেউ এটার ভাবার্থকে নিজস্ব ভাষা দিয়ে (অনুরূপভাবে) বর্ণনা করতে সক্ষম হবে না।

جَوَامِعُ الْكَلِمِ -এর প্রকারভুক্ত একটি হাদীস ও এর ব্যাখ্যা : প্রকাশ থাকে যে, جَوَامِعُ الْكَلِمِ বলে এমন সংক্ষিপ্ত উক্তিকে যাতে গভীর ও ব্যাপক ভাব নিহিত রয়েছে। যেমন- রাসূলে কারীম ﷺ -এর বাণী "اَلْغُرْمُ بِالْغُنْمِ وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ" (অর্থাৎ মুনাফার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হয় এবং দায়িত্বের কারণে মুনাফা লাভ হয় আর পশু কোনো ক্ষতি করলে তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।)

اَلْغُرْمُ بِالْغُنْمِ উভয় শব্দের غ অক্ষরটি পেশের সাথে পড়া হবে। غُرْم -এর অর্থ- জরিমানা, আর غُنْم -এর অর্থ- মুনাফা। অর্থাৎ মুনাফার বিনিময়ে জরিমানা ধার্য হবে। সুতরাং যে মুনাফা ভোগ করবে তাকেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যেমন- কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু অপহরণ করল। অতঃপর এটাকে ধ্বংস করে ফেলল। সুতরাং তার মুনাফা অপহরণকারীর জন্য হবে এবং তাকে এটার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। তদ্রূপ যার নিকট বন্ধক রাখা হয় সে বন্ধকী বস্তুর মুনাফা ভোগ করবে। কাজেই এটা বিনষ্ট হলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এভাবে বহু আহকাম সাব্যস্ত হয়ে থাকে। মেশকাত শরীফে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বন্ধকী বস্তুকে অনর্থক ফেলে রাখবে না; বরং যার নিকট বন্ধক রাখা হয়েছে সে তার মুনাফা ভোগ করবে এবং বিনষ্ট হলে তাকে জরিমানাও দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এটাকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ শরহুস্ সুন্নাতে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- "اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" কথিত আছে যে, خَرَاجٌ শব্দটির خ অক্ষরটি যবরের সাথে হবে। অর্থাৎ যা কোনো বস্তু হতে নির্গত হয়। সুতরাং বৃক্ষের خَرَاجٌ হলো এটার ফল। আর পশুর خَرَاجٌ এটার উপার্জন ও স্মারক। সুতরাং بِالضَّمَانِ -এর মধ্যস্থিত بَا কারণ বুঝাবার জন্য হবে। অর্থাৎ خَرَاجٌ দায়িত্বের কারণে প্রাপ্য হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো ব্যক্তির দায়িত্বে যে বস্তু থাকবে সে তার خَرَاجٌ (মুনাফা) লাভ করবে। যেমন- দোষের কারণে খরিদকৃত দ্রব্যকে ফেরত দেওয়া হয়। তা যদি ফেরত দানের পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতার মাল হতে ধ্বংস হওয়া সাব্যস্ত হবে। কেননা, এটা ক্রেতার দায়িত্বাধীন থাকা অবস্থায় ধ্বংস হয়েছে। আর তখনকার خَرَاجٌ (মুনাফা)ও তার জন্যই স্বীকৃত।

اَلْعَجْمَاءُ جُبَارٌ : عَجْمَاءُ শব্দটির ع অক্ষরটি যবরের সাথে। এটা اَعْجَمُ -এর স্ত্রীলিঙ্গ। اَعْجَمُ বলে তাকে যে কথা বলতে সক্ষম নয়। এখানে চতুষ্পদ জন্তু উদ্দেশ্য। (ইমাম বুখারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন- "اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ" চতুষ্পদ জন্তু কোনো অনিষ্ট করলে এটার ক্ষতিপূরণ নেই।) আর جُبَارٌ শব্দটি ج অক্ষর পেশের সাথে। এটার অর্থ هَدَرٌ বা অনর্থক অর্থাৎ কিছুই ওয়াজিব হবে না। হাদীসখানার অর্থ এই যে, "যদি কোনো চতুষ্পদ জন্তু কোনো সম্পদ বিনষ্ট করে, অথবা কাউকেও আঘাত করে আর তার সাথে কোনো রাখাল না থাকে এবং ঘটনাটি দিনের বেলায় ঘটে, তাহলে এটার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।" সুতরাং যদি পশুর সাথে মালিক বা তার কোনো লোক থাকে, তাহলে সে দায়ী হবে। কেননা, তার অবহেলার কারণেই ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তদ্রূপ রাত্রিবেলায় হয়ে থাকলেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা, রাতিবেলায় পশু বেঁধে রাখা মালিকের দায়িত্ব ছিল।

قَوْلُهُ اَوِ الْمُشْكِلُ اَوِ الْمُشْتَرَكُ اَوِ الْمُجْمَلُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে مُشْتَرَك ، مُشْكِلٌ ও مُجْمَلٌ হাদীসের অর্থগত উদ্ধৃতি দান জায়েজ নেই- প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। হাদীসখানা যদি مُشْتَرَك، مُشْكِلٌ অথবা مُجْمَلٌ হয়, তাহলে কারো জন্য এটার অর্থগত উদ্ধৃতি দান জায়েজ হবে না। চাই সে ফকীহ মুজতাহিদ বা অন্য কেউ হোক না কেন। কেননা, مُشْتَرَك ও مُشْكِلٌ -এর বর্ণনা বর্ণনাকারীকে নির্দিষ্ট একটি তাবীল (ব্যাখ্যা)-এর সাথে করতে হবে। আর তা অন্যের উপর দলিল হতে পারে না। আর مُجْمَلٌ -এর অর্থগত উদ্ধৃতি দান এ জন্য নাজায়েজ যে, এটার অর্থ ইজমালকারীর নিকট হতে জিজ্ঞাসা ব্যতীত জানা যায় না।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١- مَا هُوَ الْمُرْسَلُ مِنَ الْاَخْبَارِ؟ وَهَلْ هُوَ مَقْبُوْلٌ؟ مَا هِىَ اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ الْكِرَامِ؟ بَيِّنُوْا مُفَصَّلًا -

٢- عَرِّفِ الْمُرْسَلَ - وَمَا هُوَ اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ الْكِرَامِ فِىْ حُجِّيَّةِ الْمُرْسَلِ مِنَ الْقَرْنِ الثَّانِىْ وَالثَّالِثِ وَمَنْ بَعْدِهٖ؟ بَيِّنْ مُوْضِحًا .

٣- اَلْاِنْقِطَاعُ الْبَاطِنُ مَا هُوَ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهٗ؟ بَيِّنُوْا بِالتَّفْصِيْلِ وَالتَّوْضِيْحِ -

٤- كَمْ قِسْمًا لِلْاِنْقِطَاعِ؟ بَيِّنْ مَعَ اَحْكَامِهَا بِالْاِيْضَاحِ -

٥- كَمْ قِسْمًا لِمَحَلِّ الْخَبَرِ الَّذِىْ جُعِلَ فِيْهِ الْخَبَرُ حُجَّةً؟ وَهَلْ يُقْبَلُ الْخَبَرُ فِىْ كُلِّ مَحَلٍّ مُطْلَقًا اَمْ بِشَرَائِطَ؟ بَيِّنُوْا مُفَصَّلًا وَمُشَرَّحًا -

اَوْ- مَا هُوَ مَحَلُّ الْخَبَرِ؟ وَمَا حُكْمُهٗ اِنْ كَانَ مِنْ حُقُوْقِ اللّٰهِ وَمِنْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ؟ بَيِّنُوْا مُوْضِحًا -

٦- مَا هُمَا طَرَفَا السَّمَاعِ وَالْحِفْظِ لِخَبَرِ الْعَدْلِ الْمُسْتَجْمِعِ لِلشَّرَائِطِ؟ بَيِّنُوْا بَيَانًا شَافِيًا -

٧- كَمْ طَرَفًا لِخَبَرِ الْعَدْلِ الْمُسْتَجْمِعِ لِلشَّرَائِطِ؟ بَيِّنِ الْعَزِيْمَةَ وَالرُّخْصَةَ فِىْ كُلِّ طَرَفٍ بِالتَّفْصِيْلِ -

٨- هَلْ يَجُوْزُ نَقْلُ الْخَبَرِ بِالْمَعْنٰى؟ بَيِّنِ الْمَقَامَ مُفَصَّلًا بِحَيْثُ يَتَّضِحُ الْمَرَامُ -

مَبْحَثُ طَعْنٍ يَلْحَقُ الْحَدِيْثَ

হাদীসে সংঘটিত দোষ-ত্রুটির বর্ণনা

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ التَّقْسِيْمَاتِ الْاَرْبَعِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ طَعْنٍ يَلْحَقُ الْحَدِيْثَ مِنْ جَانِبِ الرَّاوِىْ اَوْ مِنْ غَيْرِهٖ فَقَالَ وَالْمَرْوِىْ عَنْهُ اِذَا اَنْكَرَ الرِّوَايَةَ فَاِنَّ اِنْكَارَ جَاحِدٍ بِاَنْ يَّقُوْلَ كَذَبْتَ عَلَىَّ وَمَا رَوَيْتُ لَكَ هٰذَا يَسْقُطُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيْثِ اِتِّفَاقًا وَاِنْ كَانَ اِنْكَارُ مُتَوَقِّفٍ بِاَنْ يَّقُوْلَ لَا اَذْكُرُ اِنِّىْ رَوَيْتُ لَكَ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَوْ لَا اَعْرِفُهٗ فَفِيْهِ خِلَافٌ فَعِنْدَ الْكَرْخِىِّ وَاَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (رحـ) يَسْقُطُ الْعَمَلُ بِهٖ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ وَمَالِكٍ (رحـ) لَا يَسْقُطُ اَوْ عَمِلَ بِخِلَافِهٖ بَعْدَ الرِّوَايَةِ مِمَّا هُوَ خِلَافٌ بِيَقِيْنٍ سَقَطَ الْعَمَلُ بِهٖ لِاَنَّهٗ اِنْ خَالَفَهٗ لِلْوُقُوْفِ عَلٰى نَسْخِهٖ اَوْ مَوْضُوْعِيَتِهٖ فَقَدْ سَقَطَ الْاِحْتِجَاجُ بِهٖ وَاِنْ خَالَفَ لِقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِهٖ اَوْ لِغَفْلَتِهٖ فَقَدْ سَقَطَتْ عَدَالَتُهٗ مِثَالُهٗ مَا رَوَتْ عَائِشَةُ (رضـ) اَنَّهٗ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِلَا اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثُمَّ اِنَّهَا زَوَّجَتْ بِنْتَ اَخِيْهَا بِلَا اِذْنِ وَلِيِّهَا وَاِنَّمَا قَالَ خِلَافٌ بِيَقِيْنٍ اِحْتِرَازًا عَمَّا اِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْمَعْنَيَيْنِ فَعَمِلَ بِاَحَدِهِمَا عَلٰى مَا سَيَأْتِىْ ـ

সরল অনুবাদ : আর গ্রন্থকার (র.) শ্রেণীবিভাগ চতুষ্টয়ের বর্ণনা সমাপ্ত করে সেসব দোষত্রুটি বর্ণনা শুরু করেছেন, যা রাবী অথবা গায়রে রাবী-এর দিক হতে হাদীসের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর যার নিকট হতে হাদীসটি রেওয়ায়াত করা হয়েছে, তিনি যদি সেই রেওয়ায়াতটি সরাসরি অস্বীকার করেন** এখন যদি এই অস্বীকৃতি সজ্ঞানে হয়- যেমন তিনি বলেন, "তুমি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছ, আমি তোমার নিকট কোনো রেওয়ায়াতই করিনি", তাহলে এরূপ অস্বীকৃতি সর্বসম্মতিক্রমেই হাদীসের উপর আমলকে নাকচ করে দেয়। আর যদি এটা কোনো দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তির অস্বীকৃতি হয়- যেমন তিনি বলেন, "আমি তোমার নিকট এ হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছি কিনা, তা স্মরণ করতে পারছি না।" অথবা "আমি এ হাদীসটির সাথে পরিচিত নই", তাহলে এরূপ (অস্বীকৃতির) ক্ষেত্রে ইমামগণ পরস্পর ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম কারখী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে এটা দ্বারা হাদীসের উপর আমল নাকচ হয়ে যায়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) ও মালিক (র.)-এর মতে হাদীসের উপর আমল নাকচ হয় না। **অথবা রেওয়ায়াতকারী যদি রেওয়ায়াত করার পর সেই হাদীসটির বিপরীত আমল করে থাকেন আর এ বিরুদ্ধাচরণ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথেই হয়ে থাকে, তাহলে এটা দ্বারা হাদীসের উপর আমল নাকচ হয়ে যায়।** কেননা, مَرْوِىْ عَنْهُ যদি এ কারণে হাদীসটির বিপরীত আমল করেন যে, তিনি এখন তার মানসূখ অথবা জাল হওয়ার ব্যাপারটি অবগত হয়ে গেছেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তা দ্বারা দলিল পেশকরণ রহিত হয়ে যাবে। আর যদি তিনি হাদীসটির প্রতি মনোযোগের অভাববশত অথবা তার অসাবধানতার দরুন তার বিপরীত আমল করে থাকেন, তাহলে তার ন্যায়পরায়ণতা নষ্ট হয়ে যাবে। এটার উদাহরণে সেই হাদীসটি পেশ করা যায়, যা হযরত আয়েশা (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে মহিলাই তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তার বিবাহ বাতিল।" অতঃপর তিনি নিজেই তাঁর আপন ভাতিজিকে তার অভিভাবকের অনুমতির অপেক্ষা না করে বিবাহ প্রদান করেছেন। আর গ্রন্থকার (র.) خِلَافٌ بِيَقِيْنٍ কথাটি এ জন্য মতনে উল্লেখ করেছেন যেন সেই ক্ষেত্রটি হতে পার্থক্য হয়ে যায়, যেখানে হাদীসের মধ্যে দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে এবং مَرْوِىْ عَنْهُ তাদের মধ্য হতে একটি অর্থের উপর আমল করেছেন। যেমন- তার বিবরণ পরে আসছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ অতঃপর গ্রন্থকার যখন সমাপ্ত করলেন عَنْ بَيَانِ বর্ণনা হতে التَّقْسِيْمَاتِ الْاَرْبَعِ চার শ্রেণীবিভাগের شَرَعَ তখন তিনি শুরু করলেন فِىْ بَيَانِ বর্ণনা طَعْنٍ দোষত্রুটি يَلْحَقُ যা সংযুক্ত হয় اَلْحَدِيْثَ হাদীসের সাথে مِنْ جَانِبِ الرَّاوِىْ বর্ণনাকারীর দিক হতে اَوْ مِنْ غَيْرِهٖ অথবা অন্য কোনো দিক হতে فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَالْمَرْوِىْ عَنْهُ যার নিকট হতে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে اِذَا اَنْكَرَ যদি তিনি অস্বীকার করেন الرِّوَايَةَ সে বর্ণনাটি فَاِنَّ اِنْكَارَ جَاحِدٍ যদি তা সরাসরি অস্বীকার হয় بِاَنْ এভাবে যে يَقُوْلَ সে বলবে كَذَبْتَ عَلَىَّ তুমি আমার উপর মিথ্যা বলেছ وَمَا رَوَيْتَ আমি কোনো রেওয়ায়াত করিনি لَكَ তোমার নিকট

هذا এরূপ অস্বীকৃতি يَسْقُطُ الْعَمَلُ আসলকে নাকচ করে দেয় بِالْحَدِيْثِ হাদীসের উপর اِتِّفَاقًا সর্বসম্মতিক্রমে وَاِنْ كَانَ আর যদি
এই অস্বীকৃতি হয় اِنْكَارُ مُتَوَقِّفٍ দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তির অস্বীকৃতি بِاَنْ يَّقُوْلَ যেমন সে বলবে لَا اَذْكُرُ اَنِّيْ আমি স্মরণ করতে পারছি না
فَفِيْهِ رَوَيْتُ لَكَ তোমার নিকট বর্ণনা করেছি কিনা هٰذَا الْحَدِيْثَ এ হাদীসটি اَوْ لَا اَعْرِفُهُ অথবা হাদীসটির সাথে আমি পরিচিত নই
خِلَافٌ তবে এরূপ ক্ষেত্রে ইমামদের মাঝে মতান্তর রয়েছে فَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ ইমাম কারখী (র.)-এর মতে وَاَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (رح)
এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে يَسْقُطُ নাকচ হয়ে যায় الْعَمَلُ بِهٖ এর দ্বারা হাদীসের উপর আমল وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ
(رح) وَمَالِكٍ ইমাম শাফেয়ী ও মালিক (র.)-এর মতে لَا يَسْقُطُ হাদীসের উপর আমল নাকচ হয় না اَوْ অথবা عَمِلَ বর্ণনাকারী আমল
করে بِخِلَافِهٖ হাদীসের বিপরীত بَعْدَ الرِّوَايَةِ হাদীস বর্ণনার পরে مِمَّا هُوَ যে বিরুদ্ধাচরণ হবে خِلَافٌ بِيَقِيْنٍ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে
سَقَطَ তাহলে নাকচ হয়ে যাবে الْعَمَلُ بِهٖ এর দ্বারা আমল لِاَنَّهٗ কেননা اِنْ خَالَفَهٗ যদি বর্ণনাকারী বিরুদ্ধাচরণ করেন لِلْوُقُوْفِ অবহিত
হওয়ার কারণে عَلٰى نَسْخِهٖ হাদীসটি মানসূখ হওয়ার উপর اَوْ অথবা مَوْضُوْعِيَّتِهٖ তা জাল হওয়ার বিষয়টি فَقَدْ سَقَطَ তাহলে
অবশ্যই রহিত হয়ে যাবে الْاِحْتِجَاجُ بِهٖ উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশকরণ وَاِنْ خَالَفَ আর যদি বর্ণনাকারী হাদীসটির উপর বিপরীত আমল
করেন لِقِلَّةِ অভাববশত الْمُبَالَاةِ بِهٖ হাদীসটির প্রতি মনোযোগের اَوْ অথবা لِغَفْلَتِهٖ অসাবধানতার দরুন فَقَدْ سَقَطَتْ তাহলে নষ্ট
হয়ে যাবে عَدَالَتُهٗ তার ন্যায়পরায়ণতা مِثَالُهٗ তার উদাহরণ مَا رَوَتْ যা বর্ণনা করেছেন عَائِشَةُ (رض) হযরত আয়েশা (রা.) তিনি
বলেন اَنَّهٗ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ বলেছেন اَيُّمَا امْرَأَةٍ যে মহিলা نُكِحَتْ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় بِلَا اِذْنِ অনুমতি ব্যতীত
وَلِيِّهَا তার অভিভাবকের فَنِكَاحُهَا তার বিবাহ بَاطِلٌ বাতিল ثُمَّ اَنَّهَا এরপর তিনি زَوَّجَتْ বিবাহ প্রদান করেছেন بِنْتَ اَخِيْهَا তাঁর
ভাইয়ের মেয়েকে بِلَا اِذْنِ অনুমতি ব্যতীত وَلِيِّهَا তার অভিভাবকের وَاِنَّمَا قَالَ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন خِلَافٌ بِيَقِيْنٍ এ অংশটি
اِحْتِرَازًا যেন পার্থক্য হয়ে যায় عَمَّا সে ক্ষেত্র হতে اِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا যেখানে হাদীসটির সম্ভাবনা রয়েছে لِلْمَعْنَيَيْنِ দু'টি অর্থের
فَعَمِلَ অতঃপর বর্ণনাকারী আমল করেছেন بِاَحَدِهِمَا একটি অর্থের উপর عَلٰى مَا سَيَاْتِيْ যেমন তার বিবরণ পরে আসছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ اِذَا اَنْكَرَ الرِّوَايَةَ فَاِنْ كَانَ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে مَرْوِيٌّ عَنْهُ স্বীয় বর্ণনাকে অস্বীকার করলে তার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণনাকারী তার পক্ষ হতে বর্ণিত হাদীস দু'ভাবে অস্বীকার করতে পারে।

এক. সরাসরি (পুরোপুরি) অস্বীকার করা। অর্থাৎ পরিষ্কার বলে দেওয়া যে, আমি তোমার নিকট এ হাদীসখানা বর্ণনা করিনি। তুমি আমার উপর মিথ্যা আরোপ করছ। এমতাবস্থায় সর্বসম্মতভাবে উক্ত হাদীসের উপর আমল করা পরিত্যক্ত হবে। এটার উদাহরণ এই যে, ইবনে জুরায়েজ সুলায়মান হতে তিনি মূসা হতে তিনি যুহরী হতে তিনি ওরওয়া হতে তিনি হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন- "اَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (কোনো মহিলা যদি তার ওলীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে তার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। -তিরমিযী শরীফ) اَلْكَامِلُ নামক কিতাবে ইবনে আদী উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে জুরায়েজ বলেছেন, আমি ইমাম যুহরীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং এ হাদীসখানা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি। জবাবে তিনি বললেন, আমি এটা জানি না। অর্থাৎ এ হাদীস আমার জানা নেই। তখন আমি বললাম, সুলায়মান ইবনে মূসা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আপনি তার নিকট এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহরী সুলায়মান ইবনে মূসার দিকে ফিরে বললেন- আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে এটা দ্বারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। -(ফাতহুল কাদীর)

দুই. পরোক্ষভাবে (সংশয়ের সাথে) অস্বীকার করা। যেমন- مَرْوِيٌّ عَنْهُ (অর্থাৎ যার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তিনি) বললেন, তোমার নিকট এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছি বলে আমার মনে পড়ে না। অথবা বলবে এ হাদীস আমার জানা নেই। এটার উদাহরণ এই যে, আবদুল আযীয দারাওয়ারদী সহলকে বলল যে, বারীরা আপনার হাওলা দিয়ে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছে- নবী করীম ﷺ শপথ ও একজন সাক্ষী দ্বারা ফয়সালা করেছেন। তখন সহল বলল, আমার তা মনে পড়ছে না। এটার حُكْم -এর ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.) ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেছেন, এরূপ হাদীস অনুযায়ী আমল করা পরিত্যক্ত হবে। কেননা, مَرْوِيٌّ عَنْهُ যখন স্মরণ করবার চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারছেন না তখন বুঝা গেল সে গাফিল। আর গাফিলের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে উক্ত হাদীস পরিত্যক্ত হবে না। কেননা, رَاوِيْ ও مَرْوِيٌّ عَنْهُ দু'জনই ন্যায়পরায়ণ এবং নির্ভরযোগ্য। আর মানুষ অনেক সময় অন্যের নিকট কোনো হাদীস বর্ণনা করে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে এবং দীর্ঘ দিন পরে তা নিজে ভুলে যায়। কাজেই তা পরিত্যক্ত হতে পারে না।

قَوْلُهٗ اَوْ عَمِلَ بِخِلَافِهٖ بَعْدَ الرِّوَايَةِ مِمَّا هُوَ الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে مَرْوِيٌّ عَنْهُ তার বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করলে তার হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যদি مَرْوِيٌّ عَنْهُ তার বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করে আর তাঁর এ বিপরীত আমল করা যদি সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হয়, তাহলে উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করা পরিত্যক্ত হবে। কেননা, তার হাদীসটির বিপরীত আমল করার পিছনে দ্বিবিধ কারণ থাকতে পারে।

এক. হাদীসখানা রহিত হওয়ার ব্যাপারে তিনি অবহিত হয়েছেন। অথবা হাদীসখানা মাওযূ' (বাতিল) হওয়া জানতে পেরেছেন। এমতাবস্থায় উক্ত হাদীস দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

দুই. হাদীসখানার প্রতি অবজ্ঞা ও শিথিলতা প্রদর্শন করে এর বিপরীত আমল করেছেন। আর এতে তার عَدَالَتْ (ন্যায়পরায়ণতা) লোপ পেয়েছে। কাজেই এমতাবস্থায়ও হাদীসখানা দলিল হতে পারে না। উল্লেখ্য যে, যদি হাদীসের মধ্যে দু'টি অর্থের সম্ভাবনা থাকে, আর বর্ণনাকারী এতদুভয়ের একটির উপর আমল করে অপরটি পরিত্যাগ করে থাকেন, তাহলে উক্ত হাদীস আমলের উপযোগিতা হারাবে না।

وَاِنْ كَانَ قَبْلَ الرِّوَايَةِ اَوْ لَمْ يَعْرِفْ تَارِيْخَهُ لَمْ يَكُنْ جَرْحًا اَمَّا عَلَى الْاَوَّلِ فَلِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّهُ كَانَ مَذْهَبَهُ فَتَرَكَهُ لِاَجْلِ الْحَدِيْثِ وَاَمَّا عَلَى الثَّانِىْ فَلِاَنَّ الْحَدِيْثَ حُجَّةٌ بِاَصْلِهِ وَ وُقُوْعُ الشَّكِّ فِىْ سُقُوْطِهِ لِجَهْلِ التَّارِيْخِ لَا يُسْقِطُهُ قَطُّ وَتَعْيِيْنُ الرَّاوِىْ بَعْضَ مُحْتَمَلَاتِهِ بِاَنْ كَانَ مُشْتَرَكًا فَعَمِلَ بِتَاوِيْلٍ مِنْهُ لَا يَمْنَعُ الْعَمَلَ بِهِ لِلتَّاوِيْلِ الْاٰخَرِ كَمَا رَوٰى ابْنُ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَهٰذَا يَحْتَمِلُ تَفَرُّقَ الْاَقْوَالِ وَتَفَرُّقَ الْاَبْدَانِ وَاَوَّلَهُ ابْنُ عُمَرَ (رضـ) الرَّاوِىْ بِتَفَرُّقِ الْاَبْدَانِ كَمَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) وَهٰذَا لَا يُنَافِىْ اَنْ نَعْمَلَ نَحْنُ بِتَفَرُّقِ الْاَقْوَالِ وَالْاِمْتِنَاعُ اَىْ اِمْتِنَاعُ الرَّاوِىْ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ مِثْلُ الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ اَىْ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ فَيَخْرُجُ عَنِ الْحُجِّيَّةِ ـ

সরল অনুবাদ : **আর যদি তিনি রেওয়ায়াতের পূর্বে এই হাদীসটির বিপরীত আমল করে থাকেন, অথবা তার রেওয়ায়াতের বিপরীত আমল করার দিন-তারিখ জানা না থাকে, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে বিপরীত আমল করা হাদীসের মধ্যে جَرْح ও সমালোচনার কারণ হবে না।** প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সমালোচনার কারণ না হওয়া তো অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এটাই রাবীর মাযহাব ছিল। অতঃপর তিনি হাদীসটির কারণে স্বীয় মাযহাব পরিত্যাগ করেছেন। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ জন্য সমালোচনার কারণ নয় যে, হাদীস মূলগতভাবেই দলিল। কিন্তু দিনকাল জানা না থাকার কারণে তার মানসূখ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, যা কোনোক্রমেই তার মানসূখ হওয়ার কারণ হতে পারে না। **আর রাবী কর্তৃক হাদীসের সম্ভাব্য অর্থসমূহের মধ্য হতে কোনো একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া** এভাবে যে, হাদীসে ব্যবহৃত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে মুশ্‌তারাক ছিল, আর রাবী তন্মধ্য হতে একটির উপর তাবীল দ্বারা আমল করেছেন। **এটা হাদীসটির অপরাপর সম্ভাব্য অর্থের উপর আমল করাকে নিষেধ করে না।** যেমন- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন যে, اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত জিনিস গ্রহণ করা বা না করার অধিকার সংরক্ষণ করে।) অত্র হাদীসটি تَفَرُّقَ الْاَقْوَالِ বা বক্তব্যগত বিচ্ছিন্নতা এবং تَفَرُّقَ الْاَبْدَانِ বা দৈহিক বিচ্ছিন্নতা উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) যিনি অত্র হাদীসটির রেওয়ায়াতকারী, তিনি তাকে تَفَرُّقَ الْاَبْدَانِ দ্বারা তাবীল করেছেন। যেমন, তা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও মাযহাব। আর তদকর্তৃক এ একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করে ফেলা এটা আমাদের تَفَرُّقَ الْاَقْوَالِ-এর উপর আমল করাকে নিষেধ করে না। **আর বিরত থাকা** অর্থাৎ রেওয়ায়াতকারীর বিরত থাকা **স্বীয় রেওয়ায়াতকৃত হাদীসটির উপর আমল করা হতে। এটা ঠিক তদ্রূপই, যদ্রূপ তার বিপরীত আমল করা।** অর্থাৎ তার বিরত থাকা- এটা স্বীয় রেওয়ায়াতকৃত হাদীসটির বিপরীত আমল করারই সমান। সুতরাং তা হুজ্জত ও দলিল হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে বসবে। অর্থাৎ তা দলিল হতে পারবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ كَانَ আর যদি বিপরীত আমল করেন قَبْلَ الرِّوَايَةِ বর্ণনা করার পূর্বে اَوْ অথবা لَمْ يَعْرِفْ জানে না تَارِيْخَهُ বিপরীত আমল কারার তারিখ لَمْ يَكُنْ جَرْحًا তাহলে এ ক্ষেত্রে হাদীসটি সমালোচনার কারণ হবে না اَمَّا عَلَى الْاَوَّلِ প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে فَلِاَنَّ الظَّاهِرَ কেননা, এতে সমালোচনার কারণ না হওয়া তো স্পষ্ট اَنَّهُ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ যেহেতু এটাই রাবীর মাযহাব فَتَرَكَهُ ফলে তিনি স্বীয় মাযহাব পরিত্যাগ করেন لِاَجْلِ الْحَدِيْثِ হাদীসের কারণে وَاَمَّا عَلَى الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে فَلِاَنَّ الْحَدِيْثَ যেহেতু হাদীসটি حُجَّةٌ بِاَصْلِهِ মূলগতভাবেই দলিল وَ وُقُوْعُ আর সৃষ্টি হয়েছে الشَّكِّ সন্দেহ فِىْ سُقُوْطِهِ তার মানসূখ হওয়ার ব্যাপারে لِجَهْلِ التَّارِيْخِ তারিখ জানা না থাকার কারণে لَا يُسْقِطُهُ যা মানসূখ হওয়ার কারণ হতে পারে না قَطُّ কোনোক্রমেই وَتَعْيِيْنُ আর নির্দিষ্ট করে দেওয়া الرَّاوِىْ বর্ণনাকারী কর্তৃক بَعْضَ مُحْتَمَلَاتِهِ হাদীসের সম্ভাব্য অর্থসমূহের মধ্য হতে কোনো একটি بِاَنْ এভাবে যে كَانَ مُشْتَرَكًا হাদীসটি বিভিন্ন অর্থে মুশতারাক ছিল فَعَمِلَ অতঃপর রাবী আমল করেছেন بِتَاوِيْلٍ مِنْهُ একটির উপর তাবীল করে لَا يَمْنَعُ এটা নিষেধ করে না الْعَمَلَ بِهِ এর উপর আমল করাকে لِلتَّاوِيْلِ الْاٰخَرِ অপরাপর সম্ভাব্য অর্থের كَمَا رَوٰى যেমনি বর্ণনা করেছেন اِبْنُ عُمَرَ (رضـ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) اَنَّهُ قَالَ তিনি বলেন اَلْمُتَبَايِعَانِ ক্রেতা-বিক্রেতার بِالْخِيَارِ সুযোগ রয়েছে مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত فَهٰذَا يَحْتَمِلُ এটা সম্ভাবনা রাখে تَفَرُّقَ الْاَقْوَالِ বক্তব্যগত বিচ্ছিন্নতাকে وَتَفَرُّقَ الْاَبْدَانِ এবং দৈহিক বিচ্ছিন্নতাকে وَاَوَّلَهُ আর তাবীল করেছেন اِبْنُ عُمَرَ (رضـ) হযরত ইবনে ওমর (রা.) اَلرَّاوِىْ যিনি অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী بِتَفَرُّقِ الْاَبْدَانِ দৈহিক বিচ্ছিন্নতাকে كَمَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) যা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও মাযহাব

وَالْاِمْتِنَاعِ আর এটা নিষেধ করে না اَنْ نَعْمَلَ نَحْنُ আমাদেরকে আমল করা بِتَفَرُّقِ الْاَقْوَالِ বক্তব্যগত বিচ্ছিন্নতাকে وَهٰذَا لَا يُنَافِىْ আর বিরত থাকা اَىْ অর্থাৎ اِمْتِنَاعِ الرَّاوِىْ বর্ণনাকারীর বিরত থাকা عَنِ الْعَمَلِ بِهٖ হাদীসের উপর আমল করা হতে مِثْلُ অনুরূপ اَلْعَمَلِ আমল করা بِخِلَافِهٖ হাদীসের বিপরীত اَىْ بِخِلَافِ অর্থাৎ বিপরীত مَا رَوَاهُ যা সে বর্ণনা করেছে فَيَخْرُجُ কাজেই তা হারিয়ে বসবে عَنِ الْحُجِّيَّةِ দলিল হওয়ার যোগ্যতা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ قَبْلَ الرِّوَايَةِ اَوْ لَمْ يُعْرَفْ تَارِيْخُهٗ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مَرْوِىْ عَنْهُ বর্ণনার পূর্বে বা অজ্ঞাত সময়ে হাদীসের খেলাফ আমল করলে তার হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। مَرْوِىْ عَنْهُ হাদীস বর্ণনা করবার পূর্বে যদি এটার বিপরীত আমল করে থাকে, অথবা তিনি কখন উক্ত হাদীসের বিপরীত আমল করেছেন তা যদি জানা না যায়। অর্থাৎ উক্ত হাদীসের বিপরীত আমল কি হাদীসখানা বর্ণনা করবার পূর্বে করেছেন না পরে করেছেন তা যদি জানা না যায়, তাহলে তার উক্ত হাদীস সমালোচনার যোগ্য হবে না। কেননা, প্রথম অবস্থায় তো স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বে তার মাযহাব তা-ই ছিল। কিন্তু তিনি হাদীসের কারণে পূর্ববর্তী মাযহাব পরিত্যাগ করেছেন। কাজেই এটাতে তার হাদীস পরিত্যাজ্য হতে পারে না। আর দ্বিতীয় অবস্থায় এ জন্য সমালোচনার যোগ্য হবে না যে, মূলত হাদীস দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে, যা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। অথচ বিপরীত আমল করার সময়কাল অজানা থাকার দরুন হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর "اَلْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ" অর্থাৎ সন্দেহাতীত বিষয় সন্দেহজনক বিষয়ের কারণে পরিত্যক্ত হতে পারে না। এটা একটি সর্বজনবিদিত মূলনীতি। কাজেই এটাতে হাদীসের আমল পরিত্যক্ত হবে না।

قَوْلُهٗ وَتَعْيِيْنُ الرَّاوِىْ بَعْضَ مُحْتَمَلَاتِهٖ بِاَنْ كَانَ الخ -এর আলোচনা : যদি কোনো হাদীসের মধ্যে একাধিক অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে আর তার বর্ণনাকারী তন্মধ্যে একটিকে নির্দিষ্ট করে দেয়, তাহলে এতে অন্য অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যাবে না; বরং অপর কোনো মুজতাহিদ ইচ্ছা করলে স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী অপর অর্থও গ্রহণ করতে পারবেন।

এর উদাহরণ হিসেবে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসখানা পেশ করা যায়। ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- "اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য خِيَارْ থাকবে। উপরিউক্ত হাদীসে تَفَرُّقْ -এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে।

এক. تَفَرُّقْ بِالْاَبْدَانِ শারীরিক বিচ্ছেদ। অর্থাৎ যে পর্যন্ত না তারা মজলিস পরিত্যাগ করে। সুতরাং যখন তারা মজলিস হতে পৃথক হয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে একজন মজলিস হতে উঠে যাবে, তখন এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর মজলিসে থাকা অবধি উভয়ের জন্য (গ্রহণ ও বর্জনের) এখতিয়ার থাকবে। যদিও উভয় اِيْجَابْ ও قَبُوْلْ হতে অবসর গ্রহণ করুক না কেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এ تَفَرُّقْ بِالْاَبْدَانِ -এর অর্থই গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)ও এ মত পোষণ করেন। অথচ আমাদের হানাফী ফকীহগণ এর দ্বারা تَفَرُّقْ بِالْاَقْوَالِ -এর অর্থ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে এর অর্থ হচ্ছে- "যে পর্যন্ত না ক্রেতা-বিক্রেতা বক্তব্যের দিক দিয়ে অর্থাৎ اِيْجَابْ ও قَبُوْلْ -এর দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের (গ্রহণ ও বর্জনের) এখতিয়ার থাকবে। আর তা এই যে, বিক্রেতা বলল بِعْتُ (আমি বিক্রয় করলাম); কিন্তু ক্রেতা اِشْتَرَيْتُ (আমি খরিদ করলাম) বলল না। সুতরাং এমতাবস্থায় বিক্রেতার জন্য রুজু করা (অর্থাৎ প্রস্তাব প্রত্যাহার করা) জায়েজ আছে এবং ক্রেতারও কবুল না করবার এখতিয়ার আছে; কিন্তু যখন তারা اِيْجَابْ ও قَبُوْلْ সমাপ্ত করে ফেলবে তখন আর তাদের জন্য এখতিয়ার থাকবে না। যদিও মজলিশ অবশিষ্ট থাকুক না কেন।

قَوْلُهٗ وَالْاِمْتِنَاعُ اَىْ اِمْتِنَاعُ الرَّاوِىْ عَنِ الْعَمَلِ بِهٖ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে রাবী (বর্ণনাকারী) স্বীয় বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী আমল করা হতে বিরত থাকলে তার হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আর مَرْوِىْ عَنْهُ (যার হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে) তিনি যদি হাদীসটির মর্মানুযায়ী আমল না করেন এবং প্রকাশ্য আমলের মাধ্যমে এটার বিরোধিতাও না করেন, তাহলে এটার বিপরীত আমল করবার حُكْم প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এটা অনুযায়ী আমল করা পরিত্যক্ত হবে। সুবহে সাদেক নামক গ্রন্থে আছে যে, এটা প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র কোনো বিষয় নয়; বরং হাদীসের বিপরীত আমল করার মধ্যে এটাও শামিল। তবে ফকীহগণ হাদীসের বিপরীত আমল করার দ্বারা হাদীসে বর্ণিত আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করা তথা এটার বিপরীত আমল করাকে বুঝিয়েছেন। আর اِمْتِنَاعْ -এর দ্বারা বিপরীত করা হতে বিরত থাকাকে বুঝিয়েছেন। এই اِمْتِنَاعْ (আমল হতে বিরত থাকা) যদি বর্ণনার পর হয়, তাহলে হাদীসখানা দলিল হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। কেননা, সহীহ হাদীসের বিপরীত আমল করা যেমন হারাম তেমনি সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমলা করা পরিত্যাগ করাও হারাম। কাজেই রাবীর আমল করা হতে বিরত থাকা সমালোচনার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে হাদীস বর্ণনার পূর্বে যদি রাবী তদনুযায়ী আমল করে না থাকে, তাহলে উক্ত হাদীস পরিত্যক্ত হবে না। যেমন- ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি যখন তিনি নামাজ আরম্ভ করতেন তখন কাঁধ পর্যন্ত উভয় হাত উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকুতে যেতেন এবং রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। অথচ হযরত ইবনে ওমর (রা.) উপরিউক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করা হতে বিরত ছিলেন। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, আমি দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর সাথে নামাজ পড়েছি, কখনো তাঁকে তাকবীরে তাহরীমাহ ব্যতীত হাত উত্তোলন করতে দেখিনি। সুতরাং যেহেতু উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী হাদীসের উপর আমল করা, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে হাত উঠাবার সময় হাত উত্তোলন হতে বিরত রয়েছেন, সেহেতু হাদীসখানা রহিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে।

كَمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّاْسِ مِنَ الرُّكُوْعِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ (رض) عَشَرَ سِنِيْنَ فَلَمْ اَرَهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِىْ تَكْبِيْرَةِ الْاِفْتِتَاحِ فَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ دَلِيْلٌ عَلٰى اِنْتِسَاخِهِ وَعَمَلُ الصَّحَابِىِّ بِخِلَافِهِ يُوْجِبُ الطَّعْنَ اِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ ظَاهِرًا لَا يَحْتَمِلُ الْخِفَاءَ عَلَيْهِمْ مِنْ هٰهُنَا شُرُوْعٌ فِى الطَّعْنِ مِنْ غَيْرِ الرَّاوِىْ وَمِثَالُهُ مَا رَوٰى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ اَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَيَتَمَسَّكُ بِهِ الشَّافِعِىُّ (رح) وَيَجْعَلُ النَّفْىَ اِلٰى عَامٍ جُزْءً مِنَ الْحَدِّ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اَنَّ عُمَرَ (رض) نَفٰى رَجُلًا فَارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَحَلَفَ اَنْ لَّا يَنْفِىَ اَحَدًا اَبَدًا فَلَوْ كَانَ النَّفْىُ حَدًّا لَمَا حَلَفَ عَلٰى تَرْكِهِ فَعُلِمَ اَنَّ النَّفْىَ مِنْهُ كَانَ سِيَاسَةً لَا حَدًّا وَحَدِيْثُ الْحُدُوْدِ كَانَ ظَاهِرًا لَا يَحْتَمِلُ الْخِفَاءَ عَلَى الْخُلَفَاءِ الَّذِيْنَ نُصِبُوْا لِاِقَامَةِ الْحُدُوْدِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا كَانَ يَحْتَمِلُ الْخِفَاءَ عَلَيْهِمْ فَاِنَّهُ لَا يُوْجِبُ جَرْحًا فِيْهِ ـ

সরল অনুবাদ : যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন যে, اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّاْسِ مِنَ الرُّكُوْعِ (অর্থাৎ নবী করীম ﷺ রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে মাথা উত্তোলন করার সময় رَفْعِ يَدَيْنِ করতেন।) অথচ মুজাহিদ (র.) হতে অত্যন্ত বিশুদ্ধ প্রক্রিয়ায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, "আমি সুদীর্ঘ দশটি বছর হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর সাহচর্যে ছিলাম; কিন্তু তাঁকে তাকবীরে তাহরীমা বা প্রারম্ভিক তাকবীর ব্যতীত অন্য কোথাও কখনও رَفْعِ يَدَيْنِ করতে দেখিনি।" সুতরাং হযরত ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক তদীয় রেওয়ায়াতকৃত হাদীসটির উপর আমল বর্জন করা এটা হাদীসটির মানসূখ হওয়ারই প্রমাণ। **আর সাহাবী কর্তৃক হাদীসের বিপরীত আমল করা শুধু তখনই হাদীসটির مَطْعُوْن বা সমালোচনার পাত্র হওয়ার কারণ হবে, যখন তা সুস্পষ্ট অর্থবোধক হবে এবং সাহাবায়ে কেরামের নিকট অস্পষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা রাখবে না।** এখান হতে সেই সমালোচনার সূত্রপাত হচ্ছে, যা গায়রে রাবী-এর পক্ষ হতে হাদীসের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে। এটার উদাহরণস্বরূপ সেই হাদীসটি পেশ করা যায়, যা হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, اَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ (অর্থাৎ যদি কোনো অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদেরকে একশতটি করে বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের জন্য নির্বাসনদণ্ড প্রদান করা হবে।) ইমাম শাফেয়ী (র.) এ হাদীসটি দ্বারা দলিল পেশ করেন এবং এক বছরের নির্বাসনকে নির্ধারিত দণ্ডের একটি অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করেন। আর আমরা হানাফীগণ বলি যে, হযরত ওমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে নির্বাসনদণ্ড প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীতে সে স্বধর্ম ত্যাগ করে বসে এবং রোমানদের সাথে মিশে যায়। তখন হযরত ওমর (রা.) শপথ করে বলেছিলেন যে, তিনি কখনও আর কাউকেও নির্বাসনদণ্ড প্রদান করবেন না। সুতরাং যদি নির্বাসন দান নির্ধারিত দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে হযরত ওমর (রা.) কোনো দিনও তা পরিত্যাগ করার উপর শপথ করতেন না। তা দ্বারা জানা গেল যে, তাঁর পক্ষ হতে নির্বাসনের আদেশটি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তস্বরূপ প্রদত্ত হয়েছিল, নির্ধারিত দণ্ড হিসেবে নয়। আর নির্ধারিত দণ্ড সংক্রান্ত হাদীসটি ছিল সুস্পষ্ট অর্থবোধক, যা সেসব খুলাফায়ে রাশেদীনের নিকট অস্পষ্ট থাকার আদৌ সম্ভাবনা রাখত না, যাঁরা শরয়ী দণ্ড কার্যকর করার জন্য নিয়োজিত ছিলেন। আর গ্রন্থকার (র.) তাঁর কাওল– اِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ ظَاهِرًا الخ হাদীসের মধ্যে কোনো প্রকার جَرْحٌ বা ত্রুটির কারণ নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : كَمَا رَوٰى যেমনি বর্ণনা করেছেন ابْنُ عُمَرَ (رض) হযরত ইবনে ওমর (রা.) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ كَانَ يَرْفَعُ উত্তোলন করতে يَدَيْهِ তাঁর উভয় হাত عِنْدَ الرُّكُوْعِ রুকুতে যাওয়ার সময় وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّاْسِ এবং মাথা উত্তোলনের সময় مِنَ الرُّكُوْعِ রুকু হতে وَقَدْ صَحَّ আর বিশুদ্ধ প্রক্রিয়ায় বর্ণিত আছে عَنْ مُجَاهِدٍ হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে اَنَّهُ قَالَ তিনি বলেছেন صَحِبْتُ আমি সাহচর্যে ছিলাম ابْنَ عُمَرَ (رض) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর عَشَرَ سِنِيْنَ দশ বছর পর্যন্ত فَلَمْ اَرَهُ আমি তাকে কখনো দেখিনি يَرْفَعُ তিনি উত্তোলন করতেন يَدَيْهِ তাঁর উভয় হাত اِلَّا একমাত্র فِىْ تَكْبِيْرَةِ الْاِفْتِتَاحِ প্রারম্ভিক তাকবীর ব্যতীত فَتَرْكُ সুতরাং তাঁর পরিত্যাগ করা الْعَمَلُ بِهِ হাদীসটির উপর আমল دَلِيْلٌ দলিল বা প্রমাণ عَلٰى اِنْتِسَاخِهِ হাদীসটির মানসূখ হওয়ার উপর وَعَمَلُ الصَّحَابِىِّ আর সাহাবী কর্তৃক আমল بِخِلَافِهِ হাদীসের বিপরীত يُوْجِبُ আবশ্যক বা কারণ হবে الطَّعْنَ।

সমালোচনার পাত্র হওয়ার إِذَا যখন كَانَ الْحَدِيْثُ হাদীসটি হবে ظَاهِرًا সুস্পষ্ট অর্থবোধক لَا يَحْتَمِلُ কোনো সম্ভাবনা রাখবে না الْخَفَاءَ অস্পষ্টতার عَلَيْهِمْ সাহাবীগণের নিকট مِنْ هٰهُنَا এখান হতে شُرُوْعٌ সূত্রপাত হচ্ছে فِى الطَّعْنِ সমালোচনার مِنْ غَيْرِ الرَّاوِىْ বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য দিক হতে সংযুক্ত হয় وَمِثَالُهُ তার উদাহরণ হচ্ছে مَا رُوِىَ যা বর্ণনা করেছেন عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ বলেছেন اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ অবিবাহিত নারী পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে جَلْدُ مِائَةٍ একশটি করে কড়া লাগাতে হবে وَتَغْرِيْبُ এবং দেশান্তর করবে عَامٍ এক বৎসরের জন্য فَيَتَمَسَّكُ بِهِ এর দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন (رحـ) الشَّافِعِىُّ ইমাম শাফেয়ী (র.) وَيَجْعَلُ আর তিনি সাব্যস্ত করেন النَّفْىَ নির্বাসনকে إِلٰى عَامٍ এক বৎসরের جُزْءَ একটি অংশ হিসেবে مِنَ الْحَدِّ নির্ধারিত দণ্ডের وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমরা হানাফীগণ বলি (رضـ) أَنَّ عُمَرَ হযরত ওমর (রা.) نَفٰى নির্বাসনদণ্ড প্রদান করেন رَجُلًا জনৈক ব্যক্তিকে فَارْتَدَّ পরে সে মুরতাদ হয়ে যায় وَلَحِقَ এবং মিশে যায় بِالرُّوْمِ রোমানদের সাথে فَحَلَفَ তখন হযরত ওমর (রা.) শপথ করেছিলেন যে أَنْ لَا يَنْفِىَ তিনি কখনো নির্বাসন দণ্ড প্রদান করবেন না أَحَدًا কাউকে فَلَوْ كَانَ যদি নির্বাসনদণ্ড হতো النَّفْىُ حَدًّا নির্ধারিত দণ্ড لَمَا حَلَفَ তাহলে কখনো তিনি শপথ করতেন না عَلٰى تَرْكِهِ তা পরিত্যাগ করার উপর فَعُلِمَ এর দ্বারা জানা গেল যে أَنَّ النَّفْىَ مِنْهُ নিশ্চয়ই নির্বাসন দণ্ডটি كَانَ سِيَاسَةً রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে প্রদত্ত হয়েছিল لَا حَدًّا নির্ধারিত দণ্ড হিসেবে নয় وَحَدِيْثُ الْحُدُوْدِ আর নির্ধারিত দণ্ড সংক্রান্ত হাদীসটি كَانَ ظَاهِرًا সুস্পষ্ট অর্থবোধক ছিল لَا يَحْتَمِلُ যা সম্ভাবনা রাখে না الْخَفَاءَ কোনো অস্পষ্টতার عَلَى الْخُلَفَاءِ খুলাফায়ে রাশেদীনের নিকট الَّذِيْنَ نَصَبُوْا যারা নিয়োজিত ছিলেন لِإِقَامَةِ কার্যকর করতে الْحُدُوْدِ শরয়ী দণ্ডসমূহ وَاحْتَرَزَ بِهِ আর গ্রন্থকার এর দ্বারা পার্থক্য করেছেন عَمَّا সেসব হাদীস হতে كَانَ يَحْتَمِلُ যেগুলো সম্ভাবনা রাখে الْخَفَاءَ অস্পষ্টতা عَلَيْهِمْ সাহাবায়ে কেরামের নিকট فَإِنَّهُ কেননা, হাদীসের অস্পষ্টতা لَا يُوْجِبُ সাব্যস্ত করে না جَرْحًا ত্রুটির কারণ فِيْهِ হাদীসের মধ্যে (সাহাবীদের নিকট)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَمَلُ الصَّحَابِىِّ بِخِلَافِهِ يُوْجِبُ الطَّعْنَ إِذَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে সাহাবীর আমল যদি কোনো হাদীসের বিপরীত হয়, তবে উক্ত হাদীসের হুকুম কি? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসের উপর দু'ভাবে সমালোচনা আরোপিত হতে পারে । এক. স্বয়ং রাবী (বর্ণনাকারী)-এর পক্ষ হতে। দুই. বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ হতে। প্রথমটিকে দু'ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি তথা বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ হতে। এটাকেও আবার দু' ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক. সাহাবীর পক্ষ হতে সমালোচিত হবে। দুই. অথবা সাহাবী ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ হতে সমালোচিত হবে। এখানে এই শেষোক্ত প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেন যে, যদি সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কোনো হাদীসের বিপরীত কাজ করে থাকেন, আর উক্ত হাদীসখানার বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়, তাহলে উক্ত হাদীসখানা সমালোচিত ও দোষযুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। যেমন– হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসখানা "اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ" অবিবাহিতা নারী ও পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশ হতে নির্বাসন প্রদান। উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে ইমাম শাফেয়ী (র.) একশত বেত্রাঘাতের সাথে এক বছরের নির্বাসনকেও দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

উপরিউক্ত মাসআলায় আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) অভিমত : ইতঃপূর্বেই বলা হয়েছে যে, উপরিউক্ত উবাদা ইবনে সামিত (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করত ইমাম শাফেয়ী (র.) এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়াকে দণ্ডের মধ্যে শামিল করেছেন। কিন্তু আমাদের হানাফী ফকীহগণ এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে এক বছরের জন্য নির্বাসন প্রদান দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে না। উক্ত হাদীসের জবাবে হানাফী ফকীহগণ বলেছেন যে, নির্বাসনের আদেশ سِيَاسَةً তথা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দেওয়া হয়েছে। কেননা, একবার হযরত ওমর (রা.) এক ব্যক্তিকে নির্বাসন দেওয়ার পর সে মুরতাদ হয়ে রোম দেশে চলে যায়। এটা জানতে পেরে তিনি শপথ করলেন যে, কাউকে নির্বাসন দিবেন না। সুতরাং নির্বাসন প্রদান যদি শরয়ী দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে তিনি এটার খেলাফ আমল করবার জন্য শপথ করতেন না। কাজেই প্রমাণিত হয় যে, নির্বাসন প্রদানের নির্দেশ سِيَاسَةً সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ছিল– শরয়ী দণ্ডের অংশ হিসেবে ছিল না। তা ছাড়া হাদীসখানার বক্তব্য এত স্পষ্ট যে, তা তাঁর অবোধগম্য থাকার কথা নয়।

قَوْلُهُ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا كَانَ يَحْتَمِلُ الْخَفَاءَ عَلَيْهِمْ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে সাহাবীর নিকট হাদীস অপ্রকাশিত থাকার অবকাশ থাকলে বিপরীত আমলের দ্বারা হাদীস সমালোচিত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আল-মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র.) বলেছেন যে, সাহাবীর আমল হাদীসের বিপরীত হলে তখন হাদীসখানা مَطْعُوْنٌ (সমালোচিত) হবে যখন এটা অস্পষ্ট অর্থবোধক হবে এবং সাহাবীগণের উপর এটার অর্থ থাকবার সম্ভাবনা থাকবে না। উপরিউক্ত শর্তারোপের দ্বারা তিনি এমন হাদীসকে এই حُكْم হতে বহিষ্কার করেছেন যা সাহাবীগণের নিকট স্পষ্ট থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নোক্ত হাদীসটিকে এটার উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যায়, যা যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নামাজে অট্টহাসির কারণে অজু ওয়াজিব হবে। অথচ হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) তদনুযায়ী আমল করেননি। আর এটা দ্বারা হাদীসখানা তাঁর নিকট সমালোচিত ও অগ্রহণযোগ্য হওয়া সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এটা একটি বিরল ঘটনা যা হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর নিকট অপ্রকাশিত থাকার অবকাশ রয়েছে। কাজেই হাদীসখানা আমলযোগ্য হবে।

كَحَدِيْثِ وُجُوْبِ الْوُضُوْءِ بِالْقَهْقَهَةِ فِى الصَّلٰوةِ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِىُّ (رض) وَاَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ (رض) لَمْ يَعْمَلْ بِهٖ وَ ذٰلِكَ لَا يُوْجِبُ كَوْنَهٗ جَرْحًا عَلَيْهِ لِاَنَّهٗ مِنَ الْحَوَادِثِ النَّادِرَةِ الَّتِىْ تَحْتَمِلُ الْخِفَاءَ عَلٰى اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ (رض) وَالطَّعْنُ الْمُبْهَمُ مِنْ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ لَا يَجْرَحُ الرَّاوِىْ عِنْدَنَا بِاَنْ يَّقُوْلَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مَجْرُوْحٌ اَوْ مُنْكَرٌ اَوْ نَحْوُهُمَا فَيُعْمَلُ بِهٖ اِلَّا اِذَا وَقَعَ مُفَسَّرًا بِمَا هُوَ جَرْحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الْكُلُّ لَا مُخْتَلَفٌ فِيْهِ بِحَيْثُ يَكُوْنُ جَرْحًا عِنْدَ بَعْضٍ دُوْنَ بَعْضٍ وَمَعَ ذٰلِكَ يَكُوْنُ الْجَرْحُ صَادِرًا مِمَّنِ اشْتَهَرَ بِالنَّصِيْحَةِ دُوْنَ التَّعَصُّبِ لِاَنَّ الْمُتَعَصِّبِيْنَ قَدْ اَخَلُّوْا الدِّيْنَ كَثِيْرًا وَّيَجْعَلُوْنَ الْمَكْرُوْهَ حَرَامًا وَالْمَنْدُوْبَ فَرْضًا فَلَا يُعْتَبَرُ بِجَرْحِ هٰؤُلَاءِ الْقَاصِرِيْنَ ـ

সরল অনুবাদ : যেমন– নামাজের মধ্যে অট্টহাসি অজু ভঙ্গের কারণ হওয়া সংক্রান্ত হাদীসটি, যা হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীসটির উপর হযরত আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.) আমল করেননি। কিন্তু এ কারণে হাদীসটিতে ত্রুটি সাব্যস্ত হয় না। কেননা, এটা সেই সব বিরল ঘটনাসমূহের অন্তর্গত, যা হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর নিকট অস্পষ্ট থাকার সম্ভাবনা রাখে। **আর আমাদের নিকট হাদীসের ইমামগণের অস্পষ্ট সমালোচনা রাবীকে ঘায়েল করতে পারবে না।** যেমন– তাঁরা এভাবে বলবেন যে, এ হাদীসটি مَجْرُوْحٌ বা ত্রুটিযুক্ত অথবা মুনকার অথবা এদের অনুরূপ শব্দ। সুতরাং এরূপ হাদীসের উপর আমল করা হবে। **কিন্তু যখন এ সমালোচনার ব্যাখ্যা এমনভাবে করা হয়, যা সর্বসম্মতিক্রমেই جَرْحٌ হিসেবে স্বীকৃত।** অর্থাৎ সকলের নিকটই স্বীকৃত, কেউই তাতে দ্বিমত পোষণ করেন না। এমনভাবে যে, তা কারো কারো নিকট جَرْحٌ এবং কারো কারো নিকট جَرْحٌ নয়। আর তদ্সঙ্গে শর্ত এই যে, উক্ত جَرْحٌ এমন ব্যক্তি হতে প্রকাশিত হবে **যিনি দীনের হিতকামনার জন্য বিখ্যাত, গোঁড়ামি ও পক্ষপাতিত্বের জন্য নন।** কেননা, গোঁড়া ও জেদী ধরনের লোকেরা দীনের অজস্র ক্ষতিসাধন করেছে। তারা মাকরূহকে হারাম এবং মুস্তাহাবকে ফরজ সাব্যস্ত করে ছাড়ে। সুতরাং এরূপ গোঁড়া ও সংকীর্ণমনা লোকদের جَرْحٌ মোটেই বিবেচনা করা হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : كَحَدِيْثِ যেমন হাদীস وُجُوْبِ الْوُضُوْءِ অজু ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত بِالْقَهْقَهَةِ অট্টহাসির দ্বারা فِى الصَّلٰوةِ নামাজের মধ্যে رَوَاهُ বর্ণনা করেছেন زَيْدُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِىُّ (رض) হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা.) وَاَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ (رض) এবং হযরত আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.) لَمْ يَعْمَلْ بِهٖ অত্র হাদীসের উপর আমল করেননি وَ ذٰلِكَ কিন্তু এ কারণে لَا يُوْجِبُ সাব্যস্ত হয় না كَوْنَهٗ হাদীসটি হওয়া جَرْحًا عَلَيْهِ তার উপর কোনো ত্রুটি لِاَنَّهٗ কেননা, এটা مِنَ الْحَوَادِثِ সেসব ঘটনার অন্তর্গত النَّادِرَةِ যা বিরল الَّتِىْ تَحْتَمِلُ যা সম্ভাবনা রাখে الْخِفَاءَ অস্পষ্টতার عَلٰى اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ (رض) হযরত আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.)-এর নিকট وَالطَّعْنُ দোষ বা সমালোচনা الْمُبْهَمُ যা অস্পষ্ট مِنْ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ হাদীসের ইমামগণের لَا يَجْرَحُ ঘায়েল করতে পারে না الرَّاوِىْ বর্ণনাকারীকে عِنْدَنَا আমাদের নিকট بِاَنْ يَّقُوْلَ এভাবে বলা যে هٰذَا الْحَدِيْثُ এ হাদীসটি مَجْرُوْحٌ ত্রুটিযুক্ত اَوْ مُنْكَرٌ অথবা মুনকার اَوْ نَحْوُهُمَا অথবা এদের অনুরূপ فَيُعْمَلُ بِهٖ সুতরাং এরূপ হাদীসের উপর আমল করা হবে اِلَّا اِذَا তবে যখন وَقَعَ مُفَسَّرًا করা হয় ব্যাখ্যা بِمَا هُوَ جَرْحٌ যা ত্রুটিযুক্ত مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ সর্বসম্মতিক্রমে الْكُلُّ প্রত্যেকের لَا مُخْتَلَفٌ فِيْهِ কেউ তাতে দ্বিমত পোষণ করেন না بِحَيْثُ এমনভাবে যে يَكُوْنُ جَرْحًا তা ত্রুটিযুক্ত হবে عِنْدَ بَعْضٍ কারো কারো নিকট دُوْنَ بَعْضٍ কারো কারো নিকট جَرْحٌ নয় وَمَعَ ذٰلِكَ আর এর সাথে শর্ত হলো يَكُوْنُ الْجَرْحُ উক্ত ত্রুটি হবে صَادِرًا প্রকাশিত مِمَّنِ এমন ব্যক্তি হতে اشْتَهَرَ যে প্রসিদ্ধ بِالنَّصِيْحَةِ হিতকামনার জন্য دُوْنَ التَّعَصُّبِ গোঁড়ামি ও পক্ষপাতিত্বের জন্য নয় لِاَنَّ الْمُتَعَصِّبِيْنَ কেননা, গোঁড়া লোকেরা قَدْ اَخَلُّوْا ক্ষতি করেছে الدِّيْنَ দীনের كَثِيْرًا অনেক وَيَجْعَلُوْنَ তারা সাব্যস্ত করেছে الْمَكْرُوْهَ মাকরূহকে حَرَامًا হারাম করে وَالْمَنْدُوْبَ আর মুস্তাহাবকে فَرْضًا ফরজ করে فَلَا يُعْتَبَرُ সুতরাং বিবেচনা করা হবে না بِجَرْحِ ত্রুটিকে هٰؤُلَاءِ الْقَاصِرِيْنَ এ সব সংকীর্ণমনা লোকদের।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالطَّعْنُ الْمُبْهَمُ مِنْ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ لَا يَجْرَحُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে অস্পষ্ট সমালোচনার কারণে হাদীস পরিত্যক্ত হবে না প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীস শাস্ত্রীয় ইমামগণ যদি কোনো হাদীস সম্পর্কে অস্পষ্ট সমালোচনা করে তথা সমালোচনার কারণ ব্যাখ্যা না করে, তাহলে আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে এটার দ্বারা উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী مَجْرُوْحٌ (সমালোচিত) হবে না। কেননা, দীন ও আকলের বিবেচনায় প্রতিটি মুসলমানই মূলত ন্যায়পরায়ণ। বিশেষত প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ। কাজেই অস্পষ্ট সমালোচনার কারণে হাদীস পরিত্যক্ত হবে না। (কেননা, সমালোচনাকারী যা সমালোচনার যোগ্য নয় তাকেও সমালোচনার যোগ্য মনে করতে পারে। কাজেই সমালোচনা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য বিস্তারিত বিবরণ অত্যাবশ্যক।) যেমন– যদি বলা হয় هٰذَا الْحَدِيْثُ مَجْرُوْحٌ এ হাদীসখানা সমালোচিত অথবা هٰذَا الْحَدِيْثُ مُنْكَرٌ এ হাদীসখানা অস্বীকৃত অথবা এতদসদৃশ অন্য কোনো শব্দ দ্বারা সমালোচনা করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে। *[পরবর্তী অংশ ৯৬ পৃষ্ঠায়]*

حَتّٰى لَا يُقْبَلُ الطَّعْنُ بِالتَّدْلِيْسِ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ كِتْمَانُ عَيْبِ السِّلْعَةِ عَنِ الْمُشْتَرِيْ وَفِيْ اِصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِيْنَ كِتْمَانُ التَّفْصِيْلِ فِي الْاِسْنَادِ بِاَنْ يَّقُوْلَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ اه وَلَا يَقُوْلُ حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ اَخْبَرَنَا فُلَانٌ اه لِاَنَّ غَايَتَهٗ اَنَّهٗ يُوْهِمُ شُبْهَةَ الْاِرْسَالِ وَحَقِيْقَةُ الْاِرْسَالِ لَيْسَ بِجَرْحٍ فَشُبْهَتُهٗ اَوْلٰى وَالتَّلْبِيْسِ وَهُوَ اَنْ يَّذْكُرَ الرَّاوِيْ شَيْخَهٗ بِالْكُنْيَةِ لَا بِالْاِسْمِ اَوْ يَذْكُرَهٗ بِصِفَةٍ غَيْرِ مَشْهُوْرَةٍ حَتّٰى لَا يُعْرَفَ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَا يَطْعَنُوْا عَلَيْهِ كَمَا يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيْ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَهُوَ كُنْيَةٌ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْكَلْبِيْ جَمِيْعًا وَ وَقَعَ فِيْ بَعْضِ النُّسَخِ هٰهُنَا قَوْلُهٗ وَالْاِرْسَالُ تَبْعًا لِفَخْرِ الْاِسْلَامِ وَهُوَ لَيْسَ بِطَعْنٍ اَيْضًا عَلٰى مَا قَدَّمْنَا وَرَكْضِ الدَّابَّةِ كَمَا يَطْعَنُ بَعْضُ الْاَقْرَانِ عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بِذٰلِكَ وَهُوَ اَمْرٌ مَشْرُوْعٌ مِنْ اَصْحَابِ الْجِهَادِ لَا يَصْلُحُ جَرْحًا وَالْمِزَاحِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ جَرْحًا لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُمَازِحُ كَثِيْرًا وَلٰكِنْ لَا يَقُوْلُ اِلَّا حَقًّا كَمَا قَالَ لِعَجُوْزَةٍ اِنَّ الْعَجَائِزَ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَلَمَّا وَلَّتْ تَبْكِيْ قَالَ اَخْبِرُوْهَا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاۤءً فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا ـ

সরল অনুবাদ : এমন কি নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি দ্বারাও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন- تَدْلِيْس সহযোগে সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না। تَدْلِيْس শব্দের আভিধানিক অর্থ- ব্যবসাপণ্যের ত্রুটি ক্রেতার নিকট হতে গোপন রাখা। আর মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এটার অর্থ, হাদীসের সনদ বর্ণনার ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণ গোপন করা। যেমন- রাবী বলবেন حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ الخ এবং حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ اَخْبَرَنَا فُلَانٌ الخ বলবেন না। কেননা, تَدْلِيْس দ্বারা বড়জোর এ কথাটি আরোপিত হবে যে, اِرْسَالٌ অর্থাৎ, কোনো রাবীর নাম বাদ পড়ে যাওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর اِرْسَالٌ-এর হাকীকত এই যে, তা جَرْح নয়। সুতরাং তার নিছক সন্দেহ অধিকতর উত্তম কারণে جَرْح হবে না। **আর تَلْبِيْس সহযোগেও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না।** আর তা এই যে, রাবী তাঁর শায়েখকে উপনাম দ্বারা উল্লেখ করবেন, নাম দ্বারা নয়। অথবা শায়েখ কোনো অপ্রসিদ্ধ বিশেষণ দ্বারা উল্লেখ করবেন, যাতে সাধারণের মধ্যে তাঁর পরিচয় গোপন থাকে এবং লোকজন তাঁর সমালোচনা করতে না পারে। যেমন- হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ আর আবূ সাঈদ হযরত হাসান বসরী (র.) ও কালবী (র.) উভয়জনেরই ডাক নাম ছিল। (তন্মধ্যে প্রথমজন ثِقَةٌ এবং দ্বিতীয়জন ثِقَةٌ নন) আর কোনো কোনো সংস্করণে এখানে وَالْاِرْسَالُ কথাটিও বিদ্যমান রয়েছে যা ফখরুল ইসলাম (র.)-এর অনুকরণে আনয়ন করা হয়েছে। আর اِرْسَالٌ-ও অনুরূপভাবে সমালোচনার কারণ নয়। যেমনটি আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। **আর চতুষ্পদ জন্তু হাঁকানোর কারণেও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়।** যেমন- কোনো কোনো সমকালীন আলিম ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র.)-কে তা দ্বারা সমালোচনা করেছেন। অথচ এটা মুজাহিদগণ কর্তৃক অবলম্বনকৃত একটি শরীঅতসম্মত কাজ, যা কোনোক্রমেই جَرْح হতে পারে না। **আর হাসি-ঠাট্টা দ্বারাও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়।** অর্থাৎ এটাও جَرْح হতে পারে না। কেননা, নবী করীম ﷺ অনেক সময় হাসিঠাট্টা করতেন। কিন্তু তিনি হাসিঠাট্টাচ্ছলে সত্য ছাড়া আর কিছুই বলতেন। না। যেমন- তিনি একজন বৃদ্ধা মহিলাকে বলেছিলেন, 'বৃদ্ধারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না', অতঃপর যখন সে কাঁদতে কাঁদতে গাত্রোত্থান করল, তখন নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, 'তোমরা তাকে আল্লাহ তা'আলার বাণী اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاۤءً فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا (আমি এ নারীগণকে সুচারুরূপে সৃজন করেছি। অতঃপর তাদেরকে মনোহারিণী কুমারীতে পরিণত করেছি) এ আয়াতটি অবগত করিয়ে দাও।" অর্থাৎ বৃদ্ধারা কুমারী অবস্থায় বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।

শাব্দিক অনুবাদ : حَتّٰى এমনকি لَا يُقْبَلُ গ্রহণযোগ্য হবে না اَلطَّعْنُ সমালোচনা بِالتَّدْلِيْسِ তাদলীস সহযোগে وَهُوَ আর তা হলো فِي اللُّغَةِ আভিধানিক অর্থে كِتْمَانُ গোপন করা عَيْبُ ত্রুটি اَلسِّلْعَةُ পণ্যের عَنِ الْمُشْتَرِيْ ক্রেতার নিকট হতে

فِى الْاِسْنَادِ আর পরিভাষায় الْمُحَدِّثِيْنَ মুহাদ্দিসগণের كِتْمَانُ গোপন করা التَّفْصِيْلِ বিস্তারিত বিবরণ وَفِىْ اِصْطِلَاحِ সনদের
ক্ষেত্রে بِاَنْ يَّقُوْلَ এভাবে বলা যে حَدَّثَنَا আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ অমুক অমুকের নিকট হতে। ؏ শেষ পর্যন্ত وَلَا
এ রকম বলবে না যে حَدَّثَنَا فُلَانٌ অমুক আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছে قَالَ اَخْبَرَنَا فُلَانٌ তিনি বললেন, অমুক আমাদের يَقُوْلُ
নিকট খবর দিয়েছে। ؏ শেষ পর্যন্ত لِاَنَّ غَايَتَهٗ কেননা, তাদলীসের দ্বারা বড়জোর এটা আরোপিত হয় اَنَّهٗ يُوْهِمُ যে এটার দ্বারা সৃষ্টি হবে
شُبْهَةَ সন্দেহ الْاِرْسَالُ কোনো রাবীর নাম বাদ পড়ে যাওয়া وَحَقِيْقَةُ الْاِرْسَالِ আর এরসালের হাকীকত হলো لَيْسَ بِجُرْحٍ তা ক্রটিযুক্ত
নয় فَشُبْهَتُهٗ সুতরাং তার নিছক সন্দেহ اَوْلٰى অধিকতর উত্তম কারণে جُرْحٌ হবে না وَالتَّلْبِيْسُ আর তালবীস সহযোগেও সমালোচনা
গ্রহণযোগ্য নয় وَهُوَ আর তা হলো اَنْ يَّذْكُرَ উল্লেখ করা الرَّاوِىْ বর্ণনাকারী شَيْخَهٗ তার শায়খকে بِالْكُنْيَةِ উপনাম দ্বারা لَا بِالْاِسْمِ মূল
নাম দ্বারা নয় اَوْ অথবা يَذْكُرُهٗ শায়খকে উল্লেখ করবেন بِصِفَةٍ এমন বিশেষণ দ্বারা غَيْرِ مَشْهُوْرَةٍ অপ্রসিদ্ধ حَتّٰى এমনকি لَا يُعْرَفُ
সে পরিচিত থাকে না فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ সাধারণ মানুষের মাঝে وَلَا يَطْعَنُوْا عَلَيْهِ এবং জনগণ তার সমালোচনা করতে পারে না
وَهُوَ যেমন বলেন اَبُوْ سَعِيْدٍ আবূ সাঈদ سُفْيَانُ الثَّوْرِىْ ছুফিয়ান ছাওরী حَدَّثَنِىْ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন كَمَا يَقُوْلُ আর এটা
فِىْ উপনাম الْبَصْرِىّ لِلْحَسَنِ হযরত হাসান বসরীর وَالْكَلْبِىْ এবং কালবীর جَمِيْعًا উভয়েরই وَوَقَعَ আর আলোচিত হয়েছে كُنْيَةً
لِفَخْرِ الْاِسْلَامِ কোনো কোনো সংস্করণে هٰهُنَا এ স্থানে قَوْلُهٗ গ্রন্থকারের ভাষ্য وَالْاِرْسَالُ এরসালটি تَبَعًا অনুসরণে بَعْضِ النُّسَخِ
ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভীর وَهُوَ এটা لَيْسَ নয় بِطَعْنٍ সমালোচনার কারণ اَيْضًا ও عَلٰى مَا قَدَّمْنَا যেমনটি আমরা পূর্বেই
আলোচনা করেছি وَرَكْضُ আর হাঁকানো الدَّابَّةِ চতুষ্পদ জন্তু كَمَا يَطْعَنُ যেমনটি সমালোচনা করেছেন بَعْضُ الْاَقْرَانِ কোনো কোনো
সমকালীন আলিম عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসানকে بِذٰلِكَ এর দ্বারা وَهُوَ অথচ এটা اَمْرٌ مَشْرُوْعٌ একটি
শরিয়ত সম্মত কাজ مِنْ اَصْحَابِ الْجِهَادِ মুজাহিদ কর্তৃক لَا يَصْلُحُ যা হতে পারে না جَرْحًا ক্রটিযুক্ত وَالْمِزَاحُ আর হাসিঠাট্টা দ্বারাও
সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয় وَهُوَ আর এটা لَا يَصْلُحُ جَرْحًا ক্রটিযুক্ত হতে পারে না ﷺ لِاَنَّ النَّبِىَّ কেননা, নবী করীম كَانَ
يُمَازِحُ হাসিঠাট্টা করতেন كَثِيْرًا অনেক সময় وَلٰكِنْ কিন্তু لَا يَقُوْلُ اِلَّا حَقًّا তিনি ঠাট্টাতে সত্য ছাড়া আর কিছুই বলতেন না كَمَا قَالَ
যেমনি তিনি বলেছিলেন لِعَجُوْزَةٍ একজন বৃদ্ধাকে اِنَّ الْعَجَائِزَ অবশ্যই বৃদ্ধারা لَا تَدْخُلُ প্রবেশ করবে না الْجَنَّةَ বেহেশতে فَلَمَّا وَلَّتْ
যখন সে যেতে লাগল تَبْكِىْ কাঁদতে কাঁদতে قَالَ তখন তিনি সাহাবীগণকে বললেন اَخْبِرُوْهَا তোমরা তাকে অবহিত করো بِقَوْلِهٖ
تَعَالٰى মহান আল্লাহর এ আয়াতটি اِنَّا اَنْشَاْنَاهُنَّ নিশ্চয়ই আমি নারীগণ সৃজন করেছি اِنْشَاءً সুচারুরূপে فَجَعَلْنَاهُنَّ অতঃপর আমি
তাদেরকে পরিণত করেছি اَبْكَارًا কুমারীতে عُرُبًا মনোহারিণী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[পূর্ববর্তী ৯৪ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

قَوْلُهٗ اِلَّا اِذَا وَقَعَ مُفَسَّرًا بِمَا هُوَ جَرْحٌ الخ **-এর আলোচনা :** আলোচ্য ইবারতে ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা নির্ভরযোগ্য লোকের পক্ষ হতে হলে গৃহীত হবে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যদি হাদীস শাস্ত্রীয় ইমামগণ হতে ব্যাখ্যাসহ এমন শব্দযোগে সমালোচনা পাওয়া যায় যা সর্বসম্মতভাবে সমালোচনার শব্দ হিসেবে গণ্য এবং সমালোচনাকারী এমন ব্যক্তি হয় যিনি দীনের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বিখ্যাত আর তিনি কোনো বিশেষ দলের প্রতি একপেশে মনোভাবের না হন, তাহলে তাঁর সমালোচনা গৃহীত ও উক্ত হাদীস পরিত্যক্ত হবে। সুতরাং যদি এমন শব্দযোগে সমালোচনা করা হয় যা সমালোচনার শব্দ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে, অথবা সমালোচক এমন ব্যক্তি হন যিনি বিশেষ কোনো দলের প্রতিনিধিত্ব (তরফদারী) করেন, তাহলে উক্ত হাদীস مَجْرُوْحٌ (সমালোচিত) হবে না এবং এটার কারণে হাদীস পরিত্যক্ত হবে না।

[৯৫ নং পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهٗ حَتّٰى لَا يُقْبَلُ الطَّعْنُ بِالتَّدْلِيْسِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে تَدْلِيْس দ্বারা সমালোচনা করলে তা গৃহীত হবে না প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। "কেবল এমন শব্দযোগে সমালোচনা জায়েজ ও গৃহীত হবে যা সর্বসম্মতভাবে সমালোচনা হিসেবে গণ্য।" এ মূলনীতির উপর আলোচ্য আলোচনা নিবেদিত। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেন যে, تَدْلِيْس -এর দ্বারা সমালোচনা করা যাবে না। কেননা, মুহাদ্দিসগণ এটা সমালোচনার শব্দ হওয়ার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌছতে পারেননি। অভিধানগতভাবে تَدْلِيْس -এর অর্থ হলো বিক্রিত বস্তুর দোষ-ক্রটি ক্রেতার নিকট গোপন রাখা। আর হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষায় সনদের মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হতে বিরত থাকাকে تَدْلِيْس বলে। আর تَدْلِيْس সমালোচনার যোগ্য না হওয়ার কারণ এই যে, এটা দ্বারা বেশি اِرْسَالٌ -এর সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ মাঝখানে কোনো বর্ণনাকারী সনদ হতে বাদ পড়ে যেতে পারে। অথচ মূল اِرْسَالٌ -ই সমালোচনার যোগ্য নয়। কাজেই এটার নিছক সন্দেহ কোনো মতেই সমালোচনার পাত্র হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَالتَّلْبِيْسُ وَهُوَ اَنْ يَّذْكُرَ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে হাদীসের মধ্যে تَلْبِيْس বা সংমিশ্রণও সমালোচনার যোগ্য নয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, تَلْبِيْس ও تَدْلِيْس -এর ন্যায় সমালোচনার পাত্র নয়। তালবীস (تَلْبِيْس)- এর আভিধানিক অর্থ- সংমিশ্রণ করা। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় تَلْبِيْس বলে বর্ণনাকারী তার শায়খকে নামের সাথে উল্লেখ না করে কুনিয়াত (كُنْيَتْ বা উপনাম)-এর সাথে উল্লেখ করা। অথবা, কোনো অপ্রসিদ্ধ বিশেষণের অস্তিত্ব উল্লেখ করা, যাতে লোকেরা তাকে চিনতে না পারে এবং সমালোচনাও না করতে পারে। যেমন- সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ (আমার নিকট আবূ সাঈদ হাদীস বর্ণনা করেছেন)। আর এ আবূ সাঈদ ইমাম হাসান বসরী (র.) ও কালবী (র.) উভয়েরই কুনিয়াত। মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেছেন যে, এতদুভয়ের মধ্যে হাসান বসরী (র.) নির্ভরযোগ্য (ثِقَة) ছিলেন, আর কালবী ছিলেন غَيْرِ ثِقَةٍ বা অনির্ভরযোগ্য। যদি তার শায়খ প্রকৃতপক্ষে কালবীই হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি সমালোচনা হতে বাঁচবার জন্যই এ পন্থা অবলম্বন করেছেন- তাতে সন্দেহ নেই। আর এটা সমালোচনার যোগ্য না হওয়ার কারণ এই যে, অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীও কোনো কোনো সময় নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনা করে থাকেন, যা অপরাপর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী জেনেশুনেই গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু অন্যান্যদের নিকট ব্যাপারটি অজানা থাকার কারণে তারা প্রথমোক্ত বর্ণনাকারীর সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য হওয়ার কথা বিবেচনা করে হাদীসখানাকে পরিত্যাগ করতে পারে। তাই তিনি উক্ত অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীকে এমন কুনিয়াত বা বিশেষণের সাথে উল্লেখ করেন যাতে লোকেরা চিনতে না পারে।

উল্লেখ্য যে, تَلْبِيْس প্রকৃতপক্ষে تَدْلِيْس -এরই এক প্রকার। মুহাদ্দিসগণ এটাকে تَدْلِيْسُ الشُّيُوْخِ বলে থাকেন। আর প্রথমোক্ত প্রকারের تَدْلِيْس -কে তাঁরা تَدْلِيْسُ الْاِسْنَادِ বলেন। ইবনুল মালিক (র.) অনুরূপ বলেছেন।

قَوْلُهُ وَرَكْضُ الدَّابَّةِ كَمَا يَطْعَنُ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করা বর্ণনাকারীর জন্য নিন্দনীয় নয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করার কারণেও রাবী (বর্ণনাকারী) সমালোচনার পাত্র হবেন না। যেমন- প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে হাসানকে তাঁর সমযুগীয় কতিপয় লোক এ কারণে সমালোচনা করেছেন। অথচ এটা মুজতাহিদ সাহাবীগণ (রা.) কর্তৃক অনুমোদিত একটি বৈধ কাজ। বরং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার নিয়তে প্রশিক্ষণ হিসেবে করলে তাতে প্রচুর ছওয়াব নিহিত রয়েছে, যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অবশ্য অর্থের বিনিময়ে প্রতিযোগিতামূলক (যেমন- ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা ইত্যাদি) হলে জুয়া হিসেবে গণ্য হয়ে হারাম হবে।

قَوْلُهُ وَالْمِزَاحُ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে বৈধ হাস্য-রসিকতা বর্ণনাকারীর জন্য দূষণীয় নয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ-এর দু'টি রসিকতার ঘটনা- বৈধ হাস্যরস ও কৌতুকের কারণে বর্ণনাকারী নিন্দনীয় হবে না। কেননা, নবী করীম ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় এরূপ বহু হাস্যরস ও কৌতুক করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। ইমাম রাযিন (র.) হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ একদা এক বৃদ্ধাকে রসিকতা করে বলেছেন- "কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" বৃদ্ধা বললেন, কোন অপরাধে তারা জান্নাতে যাবে না অথচ তারা কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করে। হুযূর ﷺ বললেন, তুমি কি আয়াত তেলাওয়াত করনি- "اِنَّا اَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا" আমি তাদেরকে উত্তমভাবে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং তাদেরকে মায়াবিনী কুমারী বানিয়েছি। (আয়াতে هُنَّ যমীরের مَرْجِعْ জান্নাতী পুরুষদের সেই সব স্ত্রী যারা পৃথিবীতে বৃদ্ধা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে। আর بِكْرٌ -এর বহুবচন اَبْكَارٌ অর্থাৎ কুমারী। عُرُبٌ এটা عَرُوْبٌ -এর বহুবচন অর্থাৎ স্বামী অনুরাগিনী।) অবশ্য ব্যাখ্যাকার মোল্লা জিয়ন (র.) বলেছেন যে, বুড়ি এটা শুনে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরার পর হুযূর ﷺ সাহাবীগণের মাধ্যমে তাকে উক্ত আয়াত সম্পর্কে অবহিত করিয়ে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট সওয়ারি প্রার্থনা করল। জবাবে রাসূলে কারীম ﷺ বললেন- আমি তোমাকে একটি উটনী শাবকের উপর আরোহণ করিয়ে দিবো। লোকটি বলল, আমি উটনীর বাচ্চা দিয়ে কি করবো? হুযূর ﷺ বললেন, উটনী ছাড়া অন্য কিছু কি উটকে প্রসব করে? অর্থাৎ হুযূর ﷺ লোকটিকে রসিকতা করে বলেছেন যে, উটনীর বাচ্চা দিবেন। অথচ বড় উট দেওয়াই তাঁর ইচ্ছা ছিল। আর তিনি বড় উটকেই উটনীর বাচ্চা বলেছেন। কেননা, মূলত এটাকেও তো উটনীই প্রসব করেছে।

وَحَدَاثَةِ السِّنِّ اَىْ صِغَرِهِ كَمَا يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) مَا يَقُوْلُ هٰذَا الشَّبَابُ الْحَدِيْثُ السِّنِّ عِنْدِىْ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ كَثِيْرًا مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوْا يَرْوُوْنَ فِىْ حَدَاثَةِ سِنِّهِمْ بِشَرْطِ الْاِتْقَانِ عِنْدَ التَّحَمُّلِ وَالْعَدَالَةِ عِنْدَ الْاَدَاءِ وَعَدَمُ الْاِعْتِمَادِ بِالرِّوَايَةِ فَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ (رض) لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا بِالرِّوَايَةِ مَعَ اَنَّ اَحَدًا لَمْ يُعَادِلْهُ فِى الضَّبْطِ وَالْاِتْقَانِ وَالْاِسْتِكْثَارُ مَسَائِلَ الْفِقْهِ كَمَا طَعَنَ بِذٰلِكَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِيْنَ عَلٰى اَصْحَابِنَا فَاِنَّ ذٰلِكَ دَلِيْلُ قُوَّةِ الذِّهْنِ وَجَوْدَتِهِ وَقَدْ كَانَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) يَحْفَظُ عِشْرِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ مِنَ الْمَوْضُوْعِ فَمَا ظَنُّكَ بِالصَّحِيْحِ ـ

সরল অনুবাদ : আর অল্প বয়স্কতা দ্বারাও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ অল্প বয়স্কতাও جَرْح হতে পারে না। যেমন– ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে বলতেন, مَا يَقُوْلُ هٰذَا الشَّابُّ الْحَدِيْثُ السِّنِّ عِنْدِىْ (এ অল্প বয়স্ক যুবকটি আমার সম্মুখে কি বলে?) আর এটা جَرْح না হওয়ার কারণ এই যে, অনেক সাহাবীই তাঁদের তরুণ বয়সে হাদীস রেওয়ায়াত করতেন। অবশ্য তজ্জন্য এটুকু শর্ত যে, রেওয়ায়াত করার সময় اِتْقَان ও ضَبْط এবং আদায় করার সময় عَدَالَتْ বিদ্যমান থাকতে হবে। **আর হাদীস রেওয়ায়াতে অনভ্যস্ততা দ্বারাও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না।** যেমন– হযরত আবূ বকর (রা.) হাদীস রেওয়ায়াতে অভ্যস্ত ছিলেন না, অথচ اِتْقَانْ ও ضَبْط -এর ক্ষেত্রে কোনো সাহাবীই তাঁর সমকক্ষ নন। **আর ফিকহী মাসায়েল বর্ণনার আধিক্য দ্বারাও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না।** যেমন– এ কারণেই কোনো কোনো মুহাদ্দিস আমাদের হানাফী ইমামগণের সমালোচনা করেছেন। মোটকথা, এটাও কোনো ত্রুটি নয়; বরং এটা মেধার প্রখরতা ও উৎকৃষ্টতারই প্রমাণ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বিশ হাজার জাল হাদীস মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। এটা দ্বারাই অনুমান করতে পার যে, তাঁর বিশুদ্ধ হাদীস কি পরিমাণ এবং কিরূপ প্রকৃষ্টতার সাথে মুখস্থ ছিল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَحَدَاثَةِ السِّنِّ আর স্বল্প বয়সের কারণেও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না اَىْ অর্থাৎ صِغَرِهِ বয়সের স্বল্পতা كَمَا يَقُوْلُ যেমনি বলতেন سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র.) (رح) لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে مَا يَقُوْلُ কি বলে هٰذَا الشَّبَابُ এ যুবকটি الْحَدِيْثُ السِّنِّ যে অল্প বয়স্ক عِنْدِىْ আমার সম্মুখে وَ ذٰلِكَ আর এটা جُرْمٌ না হওয়ার কারণ হলো لِاَنَّ কেননা كَثِيْرًا مِنَ الصَّحَابَةِ অনেক সাহাবী كَانُوْا يَرْوُوْنَ বর্ণনা করেছেন فِىْ حَدَاثَةِ سِنِّهِمْ তাদের তরুণ বয়সে بِشَرْطِ এই শর্তে যে الْاِتْقَانْ দৃঢ়তা থাকতে হবে عِنْدَ التَّحَمُّلِ রেওয়ায়াত করার সময় وَالْعَدَالَةُ আর আদালত থাকতে হবে عِنْدَ الْاَدَاءِ আদায় করার সময় وَعَدَمُ الْاِعْتِمَادِ আর (হাদীস বর্ণনায়) অনভ্যস্ততা দ্বারাও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না بِالرِّوَايَةِ বর্ণনায় فَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ (رض) কেননা, হযরত আবূ বকর (রা.) لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا অভ্যস্ত ছিলেন না بِالرِّوَايَةِ হাদীস বর্ণনায় مَعَ এটা সত্ত্বেও اَنَّ اَحَدًا কোনো সাহাবীই لَمْ يُعَادِلْهُ তাঁর সমকক্ষ ছিল না فِى الضَّبْطِ وَالْاِتْقَانِ দৃঢ়তা ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে وَالْاِسْتِكْثَارُ আর বর্ণনার আধিক্য দ্বারাও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না مَسَائِلِ الْفِقْهِ ফিক্হী মাসআলাসমূহ كَمَا طَعَنَ যেমনি সমালোচনা করেছেন بِذٰلِكَ এর দ্বারা بَعْضُ الْمُحَدِّثِيْنَ কোনো কোনো মুহাদ্দিস عَلٰى اَصْحَابِنَا আমাদের হানাফী ইমামগণের উপর فَاِنَّ ذٰلِكَ বরং এটা دَلِيْلُ প্রমাণ قُوَّةِ الذِّهْنِ মেধার প্রখরতা وَجَوْدَتِهِ এবং তার উৎকৃষ্টতার وَقَدْ كَانَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) অথচ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) يَحْفَظُ মুখস্থ করে ফেলেছিলেন عِشْرِيْنَ اَلْفَ বিশ হাজার حَدِيْثٍ مِنَ الْمَوْضُوْعِ জাল হাদীস فَمَا ظَنُّكَ এর দ্বারা তোমার কি ধারণা হয় যে بِالصَّحِيْحِ তার সহীহ হাদীস কি পরিমাণ মুখস্থ ছিল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَحَدَاثَةُ السِّنِّ اَىْ صِغَرِهِ كَمَا يَقُوْلُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে বর্ণনাকারীর জন্য অল্প বয়স্ক হওয়া দূষণীয় নয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, বয়স কম হওয়াও হাদীস বর্ণনাকারীর জন্য দূষণীয় নয়। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) অল্প বয়স তথা যৌবনেই হাদীস বর্ণনা করতেন। তবে এই শর্তে যে, হাদীস গ্রহণের সময় সংরক্ষণ ক্ষমতা ও আকলের পরিপক্কতা থাকা চাই এবং আদায়ের সময় ন্যায়পরায়ণতা থাকা চাই। আর এটা সুস্পষ্ট যে, অল্প বয়স্ক হওয়ার সাথে সংরক্ষণ ক্ষমতা ও ন্যায়পরায়ণতার কোনো বিরোধ নেই; বরং বহু অল্প বয়স্ক ব্যক্তিও তদপেক্ষা অধিক বয়সী হতে অধিকতর স্মৃতিশক্তিবান ও ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হাদীস বর্ণনার জন্য বালেগ হওয়া শর্ত কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। অগ্রগণ্য ও পছন্দনীয় মত এই যে, হাদীস গ্রহণের জন্য ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা হওয়া জরুরি। আর এটা আদায়ের জন্য বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হওয়া শর্ত।

قَوْلُهُ وَعَدَمُ الْاِعْتِيَادِ بِالرِّوَايَةِ فَاِنْ الخ - এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে বর্ণনায় বিশেষভাবে অভ্যস্ত না থাকা অথবা অধিক ফিক্হী মাসআলা বর্ণনা করা বর্ণনাকারীর জন্য দূষণীয় নয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অদ্রূপ হাদীস বর্ণনায় অনভ্যস্ত হওয়াও বর্ণনাকারীর জন্য দূষণীয় নয়। যেমন– হযরত আবূ বকর (রা.) হাদীস বর্ণনায় তেমন অভ্যস্ত ছিলেন না, অথচ ضَبْط (সংরক্ষণ ক্ষমতা) ও اِتْقَانْ (দৃঢ়তা)-এর দিক দিয়ে কেউই তাঁর সমপর্যায়ের ছিলেন না।

অনুরূপভাবে অত্যধিক ফিক্হী মাসআলা বর্ণনা করাও হাদীস বর্ণনাকারীর জন্য দূষণীয় নয়। যেমন– কতিপয় মুহাদ্দিস আমাদের হানাফী ফকীহগণের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। যেমন– আমাদের ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বিরুদ্ধে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ফিক্হশাস্ত্রে মনোনিবেশ করেছেন এবং সমগ্র প্রচেষ্টা এতে নিয়োগ করেছেন। আর এটা হাদীস সংরক্ষণ ও দৃঢ়তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে। অথচ তাঁর মওযূ' হাদীসই মুখস্থ ছিল বিশ হাজার। সুতরাং এটা হতে অনুমান করা যায় যে, সহীহ্ হাদীস কি পরিমাণ এবং কত উত্তমভাবে তাঁর মুখস্থ ছিল।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١- عَرِّفِ الطَّعْنَ الَّذِىْ يَلْحَقُ الْحَدِيْثَ مِنْ جَانِبِ الرَّاوِىْ اَوْ مِنْ غَيْرِهٖ بِالتَّفْصِيْلِ وَالتَّوْضِيْحِ .

٢- اِذَا عَمِلَ الصَّحَابِىْ بِخِلَافِ حَدِيْثِهٖ بَعْدَ الرِّوَايَةِ اَوْ قَبْلَهَا فَهَلْ يَصِحُّ الْاِحْتِجَاجُ بِهٖ؟ اَوْضِحُوْا .

٣- اِنْ تَعَيَّنَ الرَّاوِىْ بَعْضَ مُحْتَمَلَاتِ الْخَبَرِ اَوْ اِمْتَنَعَ عَنِ الْعَمَلِ بِهٖ فَمَاذَا الْحُكْمُ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا .

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ بَيَانِ اَقْسَامِ السُّنَّةِ شَرَعَ فِىْ بَحْثِ الْمُعَارَضَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَبْعًا لِفَخْرِ الْاِسْلَامِ وَكَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يُدْرِجَهَا فِىْ بَحْثِ مُعَارَضَةِ الْعَقْلِيَّاتِ فِىْ بَابِ التَّرْجِيْحِ كَمَا فَعَلَهُ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ فَقَالَ **فَصْلٌ** وَقَدْ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْحُجَجِ فِيْمَا بَيْنَنَا لِجَهْلِنَا بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ وَاِلَّا فَلَا تَعَارُضَ فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ لِاَنَّ اَحَدَهُمَا يَكُوْنُ مَنْسُوْخًا وَالْاٰخَرُ نَاسِخًا وَكَيْفَ يَقَعُ التَّعَارُضُ فِىْ كَلَامِهٖ تَعَالٰى لِاَنَّ ذٰلِكَ مِنْ اِمَارَاتِ الْعَجْزِ تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا فَلَابُدَّ مِنْ بَيَانِهٖ اَىْ بَيَانِ التَّعَارُضِ فَرُكْنُ الْمُعَارَضَةِ تَقَابُلُ الْحُجَّتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ لَامَزِيَّةَ لِاَحَدِهِمَا عَلَى الْاٰخَرِ فِى الذَّاتِ وَالصِّفَةِ ـ

সরল অনুবাদ : আর গ্রন্থকার (র.) সুন্নতের প্রকারসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে ফখরুল ইসলাম (র.)-এর অনুকরণে সেই مُعَارَضَة বা বিরোধের আলোচনা শুরু করেছেন, যা কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে মুশ্তারাক। অথচ সমীচীন এটাই ছিল যে, গ্রন্থকার (র.) এ আলোচনাকে 'তাওযীহ' গ্রন্থের রচয়িতার পদ্ধতি মোতাবেক 'তারযীহ'-এর অধ্যায়ে مُعَارَضَةُ عَقْلِيَّاتْ-এর আলোচনার অধীনে লিপিবদ্ধ করতেন। অনন্তর তিনি বলেন, **পরিচ্ছেদ : আর আমাদের অজ্ঞতার কারণে কখনও কখনও শরয়ী দলিলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।** অর্থাৎ নাসেখ ও মান্সূখ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার কারণে এ বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। নতুবা মূলত এ দলিলসমূহের মধ্যে কোনোই বিরোধ নেই। কেননা, তাদের একটি মানসূখ এবং অপরটি নাসেখ হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার কালামে কিরূপে বিরোধ সংঘটিত হতে পারে? কেননা, তা অক্ষমতার অন্যতম লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা যা হতে অনেক ঊর্ধ্বে ও সম্পূর্ণ পবিত্র। **সুতরাং এর বিস্তারিত বর্ণনা প্রয়োজন।** অর্থাৎ অনৈক্য ও বিরোধের বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক। **অতএব, مُعَارَضَة-এর রুকন বা হাকীকত এই যে, উভয় দলিলই পরস্পর পরস্পরের মোকাবিলায় সমান সমান হবে। একটির উপর অন্যটির কোনো মর্যাদা বা প্রাধান্য থাকবে না।** সত্তা ও গুণ কোনো কিছুর মধ্যেই নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ যখন সমাপ্ত করলেন الْمُصَنِّفُ (رحـ) সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) عَنْ بَيَانِ বর্ণনা اَقْسَامِ السُّنَّةِ সুন্নতের প্রকারসমূহের شَرَعَ তখন তিনি শুরু করেছেন فِىْ بَحْثِ আলোচনা الْمُعَارَضَةِ বিরোধের الْمُشْتَرِكَةِ যা মুশতারাক بَيْنَ মাঝে الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের تَبْعًا অনুকরণে لِفَخْرِ الْاِسْلَامِ ইমাম ফখরুল ইসলামের وَكَانَ يَنْبَغِىْ অথচ সমীচীন ছিল اَنْ يُدْرِجَهَا একে লিপিবদ্ধ করা فِىْ بَحْثِ আলোচনায় مُعَارَضَةِ الْعَقْلِيَّاتِ মুআরাযায়ে আকলিয়্যার فِىْ بَابِ التَّرْجِيْحِ তারজীহের অধ্যায়ে كَمَا فَعَلَهُ যেমনটি করেছেন صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ তাওযীহ গ্রন্থের রচয়িতা فَقَالَ অনন্তর তিনি বলেন فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَقَدْ يَقَعُ কখনো কখনো সৃষ্টি হয় التعارض বিরোধ بَيْنَ الْحُجَجِ দু'টি দলিলের মাঝে فِيْمَا بَيْنَنَا আমাদের মাঝে لِجَهْلِنَا আমাদের অজ্ঞতার কারণে بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ নাসেখ ও মানসূখের সম্পর্কে وَاِلَّا অন্যথা فَلَا تَعَارُضَ কোনো বিরোধ নেই فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ মূল দলিলে لِاَنَّ اَحَدَهُمَا কেননা, এদের একটি يَكُوْنُ مَنْسُوْخًا মানসূখ وَالْاٰخَرُ نَاسِخًا আর অপরটি হলো নাসেখ وَكَيْفَ يَقَعُ আর কিভাবে হতে পারে التَّعَارُضُ বিরোধ فِىْ كَلَامِهٖ تَعَالٰى মহান আল্লাহর কালামে لِاَنَّ ذٰلِكَ কেননা, এটা مِنْ اِمَارَاتِ অন্যতম লক্ষণ الْعَجْزِ অক্ষমতার تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ আর মহান আল্লাহ তা হতে عُلُوًّا كَبِيْرًا অনেক ঊর্ধ্বে فَلَابُدَّ অতএব আবশ্যক হলো مِنْ بَيَانِهٖ তার বিস্তারিত বর্ণনা اَىْ অর্থাৎ بَيَانُ বর্ণনা করা التَّعَارُضِ অনৈক্য বা বিরোধ فَرُكْنُ অতএব রুকন الْمُعَارَضَةِ বিরোধের تَقَابُلُ পরস্পর বিপরীতমুখি الْحُجَّتَيْنِ দু'টি দলিল عَلَى السَّوَاءِ সমান হবে لَا مَزِيَّةَ কোনো প্রাধান্য নেই لِاَحَدِهِمَا এদের কোনো একটির عَلَى الْاٰخَرِ অপরটির উপর فِى الذَّاتِ সত্তাগতভাবে وَالصِّفَةِ এবং গুণগতভাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَدْ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْحُجَجِ فِيْمَا بَيْنَنَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে শরয়ী দলিলসমূহ পারস্পরিক সংঘটিত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু আমরা نَاسِخْ (রহিতকারী) ও مَنْسُوْخْ (রহিত) সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নই সেহেতু আমাদের নিকট কোনো কোনো ক্ষেত্রে শরয়ী দলিলসমূহকে পরস্পর বিরোধী মনে হয়। এখানে শরয়ী দলিলাদির দ্বারা কিতাব ও সুন্নাতকেই প্রধানত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যা হোক মূলত শরয়ী দলিলাদির মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ ও বৈপরীত্ব নেই। কেননা, এদের একটি نَاسِخْ ও অপরটি مَنْسُوْخْ হবে। আর আমরা তা অবগত নই বিধায় আমাদের নিকট বাহ্যত বিরোধ মনে হয়। আর আল্লাহ তা'আলার বক্তব্যের পারস্পরিক বিরোধ কিভাবে হতে পারে? তাহলে তো তিনি অপারগ বলে সাব্যস্ত হবেন। কেননা, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ থাকার অর্থ হচ্ছে- তিনি পারস্পরিক বিরোধহীন সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে অক্ষম। আল্লাহ এরূপ অপারগতা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

قَوْلُهُ فَرُكْنُ الْمُعَارَضَةِ تَقَابُلُ الْحُجَّتَيْنِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে مُعَارَضَة-এর رُكْن তথা حَقِيْقَتْ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। مُعَارَضَة-এর رُكْن বা হাকীকত (প্রকৃতি) হচ্ছে- সমমর্যাদার দু'টি দলিলের মধ্যে تَعَارُضْ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া চাই। উল্লেখ্য যে, এখানে رُكْن-এর حَقِيْقَتْ ও مَاهِيَّتْ-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, رُكْن বলে যা দ্বারা কোনো বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এটার দ্বারা বস্তুর অংশ বিশেষকেও বুঝানো হয়। তবে এক্ষেত্রে مَاهِيَّتْ (মূলবস্তু)-কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যা উভয় দলিল এরূপ সমপর্যায়ের হবে যে, এদের একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সত্তার দিক বিবেচনায় নয় এবং বিশেষণের দিকের বিচারেও নয়। পক্ষান্তরে দলিলদ্বয় যদি সমপর্যায়ের না হয়, তাহলে এদের মধ্যে تَعَارُضْ (দ্বন্দ্ব) হবে না।

فَلَا يَكُوْنُ بَيْنَ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ مَثَلًا وَلَا بَيْنَ الْعِبَارَةِ وَالْاِشَارَةِ اِلَّا مُعَارَضَةً صُوْرِيَّةً لِاَنَّ اَحَدَهُمَا اَوْلٰى مِنَ الْاٰخَرِ بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ وَلَا يَكُوْنُ بَيْنَ الْمَشْهُوْرِ وَالْاٰحَادِ مِنَ الْحَدِيْثِ وَلَا بَيْنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ الْمَخْصُوْصِ الْبَعْضِ مِنَ الْكِتَابِ مُعَارَضَةً اَصْلًا لِاَنَّ اَحَدَهُمَا اَوْلٰى مِنَ الْاٰخَرِ بِاعْتِبَارِ الذَّاتِ فِىْ حُكْمَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ بِاَنْ يَّكُوْنَ فِىْ اَحَدِهِمَا الْحِلُّ وَفِى الْاٰخَرِ الْحُرْمَةُ مَثَلًا وَاِلَّا فَلَا تَعَارُضَ وَهٰذَا الْقَيْدُ اِنَّمَا ذُكِرَ فِى الرُّكْنِ تَبْعًا وَضِمْنًا وَاِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِى الشَّرْطِ عَلٰى مَا قَالَ وَشَرْطُهَا اِتِّحَادُ الْمَحَلِّ وَالْوَقْتِ مَعَ تَضَادِّ الْحُكْمِ فَاِنَّ النِّكَاحَ يُوْجِبُ الْحِلَّ فِى الزَّوْجَةِ وَالْحُرْمَةَ فِىْ اُمِّهَا وَلَا يُسَمّٰى هٰذَا تَعَارُضًا لِعَدَمِ اِتِّحَادِ الْمَحَلِّ وَكَذَا الْخَمْرُ كَانَ حَلَالًا فِىْ اِبْتِدَاءِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ حُرِّمَ وَلَا يُسَمّٰى هٰذَا تَعَارُضًا اَيْضًا لِعَدَمِ اِتِّحَادِ الْوَقْتِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ مُتَضَادًّا لَا يُسَمّٰى مُعَارَضَةً اَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقِيْلَ لَابُدَّ مِنْ قَيْدِ اِتِّحَادِ النِّسْبَةِ اَيْضًا لِاَنَّ الْحِلَّ فِى الْمَنْكُوْحَةِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الزَّوْجِ وَالْحُرْمَةَ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى غَيْرِهٖ لَا يُسَمّٰى تَعَارُضًا اَيْضًا ـ

সরল অনুবাদ : সুতরাং উদাহরণস্বরূপ মুফাসসার ও মুহকামের মধ্যে এবং اِشَارَةُ النَّصِّ ও عِبَارَةُ النَّصِّ -এর মধ্যে বাহ্যিক বিরোধ ছাড়া অন্য কোনো বিরোধ সংঘটিত হবে না। কেননা, এদের একটি অন্যটি অপেক্ষা গুণের বিবেচনায় উত্তম। (যেমন- মুহকাম মুফাস্সার হতে এবং ইবারত ইশারাহ্ হতে উত্তম।) অনুরূপভাবে খবরে মশহুর ও খবরে ওয়াহিদের মধ্যে এবং কিতাবুল্লাহর খাস ও عَامْ مَخْصُوْصْ مِنْهُ الْبَعْضُ -এর মধ্যে কোনো প্রকার বিরোধ হবে না। কেননা, এদের একটি অন্যটি অপেক্ষা সত্তার বিবেচনায় উত্তম। **আর দলিল দু'টি দু' বিপরীত হুকুমের ক্ষেত্রে আগমন করবে।** উদাহরণস্বরূপ এভাবে যে, এদের একটির মধ্যে হালাল হওয়ার হুকুম এবং অন্যটির মধ্যে হারাম হওয়ার হুকুম বিধৃত হবে, অন্যথায় কোনো বিরোধই সাব্যস্ত হবে না। আর এ শর্তটিকে গ্রন্থকার (র.) রুকনের মধ্যে অনুগমন ও আনুষঙ্গিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নতুবা এটা শর্তেরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন, তিনি বলেছেন- **আর এর শর্ত এই যে, হুকুম বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তার ক্ষেত্র এবং সময় অভিন্ন হবে।** যেমন, উদাহরণস্বরূপ বিবাহবন্ধন স্ত্রীর মধ্যে حِلَّتْ এবং স্ত্রীর জননীর মধ্যে حُرْمَتْ ওয়াজিব করে। তথাপি একে تَعَارُضْ নামে অভিহিত করা হয় না। কেননা, এখানে ক্ষেত্র অভিন্ন নয়; (বরং ভিন্ন ভিন্ন। স্ত্রী ও স্ত্রীর মাতা)। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদ হালাল ছিল, অতঃপর হারাম করা হয়েছে। এটাকেও تَعَارُضْ নামে আখ্যায়িত করা যাবে না। কেননা, এখানে সময় অভিন্ন নয়। এমনিভাবে যদি আসলেই হুকুম পরস্পর বিরোধী না হয়, তাহলে তাকেও مُعَارَضَةْ নামে অভিহিত করা যাবে না। আর এটা একটি প্রকাশ্য বাস্তব। কেউ কেউ বলেছেন যে, مُعَارَضَة -এর মধ্যে সম্বন্ধ অভিন্ন হওয়ার শর্তটিও আরোপ করা আবশ্যক। কেননা, বিবাহিতা স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর জন্য যৌনসম্ভোগ হালাল হওয়া এবং অন্য ব্যক্তির জন্য হারাম হওয়া-এটাও تَعَارُضْ নামে অভিহিত হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَا يَكُوْنُ অতএব বিরোধ হয় না بَيْنَ মাঝে الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ মুফাসসার ও মুহকামের مَثَلًا উদাহরণ স্বরূপ وَلَا بَيْنَ এবং মাঝে الْعِبَارَةِ ইবারতুন নস وَالْاِشَارَةِ এবং ইশারাতুন নস اِلَّا একমাত্র مُعَارَضَةً বিরোধ صُوْرِيَّةً বাহ্যিক لِاَنَّ اَحَدَهُمَا কেননা, এদের একটি اَوْلٰى উত্তম مِنَ الْاٰخَرِ অপরটি হতে بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ গুণের বিবেচনায় وَلَا يَكُوْنُ এবং বিরোধ হয় না بَيْنَ মাঝে الْمَشْهُوْرِ খবরে মাশহুর وَالْاٰحَادِ এবং খবরে ওয়াহিদের مِنَ الْحَدِيْثِ হাদীসের وَلَا এবং হয় না بَيْنَ মাঝে الْخَاصِّ খাসের وَالْعَامِّ الْمَخْصُوْصِ الْبَعْضِ এবং আম মাখসূস মিনহুল বা'যের مِنَ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর مُعَارَضَةً বিরোধ اَصْلًا কোনো প্রকার لِاَنَّ اَحَدَهُمَا কেননা, এদের একটি اَوْلٰى উত্তম مِنَ الْاٰخَرِ অপরটি হতে بِاعْتِبَارِ الذَّاتِ সত্তার বিবেচনায় فِىْ حُكْمَيْنِ দু'টি হুকুমের মধ্যে مُتَضَادَّيْنِ বিপরীতমুখি بِاَنْ এভাবে যে يَكُوْنَ হবে فِىْ اَحَدِهِمَا এদের একটির মধ্যে الْحِلُّ হালাল হওয়ার وَفِى الْاٰخَرِ এবং অন্যটির মধ্যে হবে الْحُرْمَةُ হারাম হওয়ার مَثَلًا উদাহরণত وَاِلَّا অন্যথায় فَلَا تَعَارُضَ কোনো বিরোধই সাব্যস্ত হবে না وَهٰذَا الْقَيْدُ আর এ শর্তটিকে اِنَّمَا ذُكِرَ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন فِى الرُّكْنِ রুকনের মধ্যে تَبْعًا অনুগমন হিসেবে وَضِمْنًا ও আনুষঙ্গিক হিসেবে وَاِلَّا فَهُوَ অন্যথায় এটা دَاخِلٌ অন্তর্ভুক্ত فِى الشَّرْطِ শর্তের عَلٰى مَا قَالَ যেমন তিনি বলেছেন وَشَرْطُهَا আর এর শর্ত হলো اِتِّحَادُ অভিন্ন الْمَحَلِّ স্থান/ক্ষেত্র وَالْوَقْتِ এবং সময় مَعَ تَضَادِّ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও الْحُكْمِ হুকুম فَاِنَّ النِّكَاحَ উদাহরণত বিবাহ يُوْجِبُ সাব্যস্ত করে الْحِلَّ হালাল فِى الزَّوْجَةِ স্ত্রীর মধ্যে وَالْحُرْمَةَ এবং হারাম فِىْ اُمِّهَا স্ত্রীর মায়ের মধ্যে وَلَا يُسَمّٰى তথাপি বলা হয় না هٰذَا একে تَعَارُضًا তা'আরুয বা বৈপরীত্য لِعَدَمِ না পাওয়ার কারণে اِتِّحَادِ অভিন্ন الْمَحَلِّ ক্ষেত্র وَكَذَا الْخَمْرُ এমনিভাবে মদ كَانَ حَلَالًا

বৈধ ছিল فِى اِبْتِدَاءِ الْاِسْلَامِ ইসলামের প্রাথমিক যুগে ثُمَّ حُرِّمَ অতঃপর হারাম করা হয়েছে وَلَا يُسَمّٰى هٰذَا একে বলা যাবে না تَعَارُضًا বিরোধপূর্ণ اَيْضًا তথাপিও لِعَدَمِ না পাওয়ার কারণে اِتِّحَادِ অভিন্ন اَلْوَقْتِ সময় وَكَذَا এমনিভাবে لَوْ لَمْ يَكُنْ যদি না হয় اَلْحُكْمُ হুকুম مُتَضَادًّا পরস্পর বিরোধী لَا يُسَمّٰى তাকে নামকরণ করা যাবে না مُعَارَضَةً বিরোধপূর্ণ اَيْضًا ও وَهُوَ ظَاهِرٌ আর এটা তো প্রকাশ্য বিষয় وَقِيْلَ কেউ কেউ বলেছেন لَابُدَّ আবশ্যক مِنْ قَيْدِ শর্তারোপের اِتِّحَادُ অভিন্ন হওয়ার النِّسْبَةِ সম্বন্ধ اَيْضًا ও لِاَنَّ কেননা, হালাল হওয়া اَلْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ اِلَى الزَّوْجِ স্বামীর জন্য فِى الْمَنْكُوْحَةِ বিবাহিতা স্ত্রীর মধ্যে بِالنِّسْبَةِ সম্বন্ধ হওয়ার কারণে এবং হারাম হওয়া بِالنِّسْبَةِ اِلٰى غَيْرِهٖ অন্যের জন্য لَا يُسَمّٰى অভিহিত হবে না تَعَارُضًا পরস্পর বিরোধী اَيْضًا ও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَلَا يَكُوْنُ بَيْنَ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ مَثَلًا الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে مُفَسَّرٌ، مُحْكَمٌ، خَاصٌ ও عَامٌ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ -এর মধ্যে مُعَارَضَةٌ না হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। مُعَارَضَةٌ -এর رُكْنٌ বা حَقِيْقَتْ হলো সমমানের দু'টি শরয়ী দলিলের মধ্যে বাহ্যত পারস্পরিক বিরোধ পরিলক্ষিত হওয়া। যাদের একটির উপর অপরটির কোনোরূপ প্রাধান্য না থাকে। না সত্তার দিক বিবেচনায় প্রাধান্য থাকে আর না গুণের দিকের বিচারে। ব্যাখ্যাকার মোল্লা জীয়ন (র.) বলেছেন যে, গ্রন্থকার (র.)-এর উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে مُفَسَّرٌ ও مُحْكَمٌ এবং عِبَارَةُ النَّصِّ ও اِشَارَةُ النَّصِّ -এর মধ্যে تَعَارُضٌ হবে না। কেননা, এদের একটি অপরটির অপেক্ষা গুণের (বিশেষণের) দিক বিচারে উত্তম। সুতরাং অকাট্যতার দিক বিচারে مُفَسَّرٌ অপেক্ষা مُحْكَمٌ উত্তম। কেননা, مُفَسَّرٌ রহিত হওয়ার অবকাশ রাখে, অথচ مُحْكَمٌ রহিত হওয়ার অবকাশ রাখে না। আর اِشَارَةُ النَّصِّ -এর তুলনায় عِبَارَةُ النَّصِّ ও অকাট্যতার দিক বিবেচনায় উত্তম। কেননা, عِبَارَةُ النَّصِّ উদ্দেশ্য অর্থকে প্রত্যক্ষভাবে বুঝায়, আর اِشَارَةُ النَّصِّ পরোক্ষভাবে স্বীয় অর্থ প্রকাশ করে।

তদ্রূপ মাশহুর হাদীস ও خَبَرُ وَاحِدٌ -এর মধ্যে এবং কিতাবুল্লাহর خَاصٌ ও عَامٌ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ -এর মধ্যেও বিরোধ হবে না। কেননা, এদের একটি অপরটি অপেক্ষা ذَاتٌ বা সত্তার দিক বিবেচনায় উত্তম। সুতরাং হাদীসে মাশহুর خَبَرُ وَاحِدٌ হতে উত্তম এবং خَاصٌ (নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ) عَامٌ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ হতে উত্তম, কাজেই এরা সমমানের নয়। তাই এদের মধ্যে বিরোধ হতে পারে না।

একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব : ব্যাখ্যাকার মোল্লা জীয়ন (র.) বলেছেন যে, خَاصٌ ও عَامٌ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ -এর মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা ذَاتٌ বা সত্তার বিবেচনায় উত্তম। অথচ এদের একটি অপরটি অপেক্ষা وَصْفٌ বা বিশেষণের দিক বিচারে উত্তম। কেননা, উভয়ের প্রত্যেকটি تَوَاتُرٌ -এর মধ্যে সমপর্যায়ের। এটার জবাবে বলা যাবে যে, উভয় مُتَوَاتِرٌ হলেও ذَاتٌ -এর বিবেচনায় তারা ভিন্ন ও পৃথক। কেননা, عَامٌ -এর অধীনস্থ যাবতীয় একককে শামিল করে। যখন উক্ত এককসমূহের কতিপয়কে নির্দিষ্ট করে ফেলা হলো তখন এটার مَقْصُوْدٌ বা মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ত্রুটি সৃষ্টি হলো। আর مَقْصُوْدٌ -এর মধ্যে ত্রুটি হওয়া মূল সত্তার মধ্যে ত্রুটি হওয়ারই নামান্তর। অথচ خَاصٌ -এর ব্যাপারটি এর বিপরীত। কেননা, مَدْلُوْلٌ বা উদ্দিষ্ট অর্থ নির্দেশনায় এটা পূর্ণাঙ্গ। অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে এতে কোনো ত্রুটি নেই।

قَوْلُهٗ فِىْ حُكْمَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ بِاَنْ يَكُوْنَ فِى الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে مُعَارَضَةٌ -এর জন্য দলিলদ্বয়ের حُكْم বিপরীতধর্মী হওয়া জরুরি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত বাক্যটি গ্রন্থকার (র.) مُعَارَضَةٌ -এর رُكْنٌ -এর দ্বিতীয় অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ مُعَارَضَةٌ -এর رُكْنٌ বা حَقِيْقَةٌ -এর দু'টি অংশ। **এক.** সমমানের দু'টি শরয়ী দলিল যাদের একটির উপর অপরটির প্রাধান্য নেই তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। **দুই.** দলিলদ্বয় দু'টি বিপরীতধর্মী حُكْمٌ -এর মধ্যে হবে। অর্থাৎ এদের একটি বৈধতা সাব্যস্ত করলে অপরটি অবৈধতা সাব্যস্ত করবে।

একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব : গ্রন্থকার (র.) দলিলদ্বয় দু'টি বিপরীতধর্মী حُكْمٌ -এর মধ্যে হওয়াকে رُكْنٌ -এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মূলত এটা শর্তের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এটার উত্তরে মোল্লা জীয়ন (র.) বলেছেন যে, এটাকে গ্রন্থকার (র.) আনুষঙ্গিক হিসেবে رُكْنٌ -এর আওতাভুক্ত করেছেন অন্যথায় এটা شَرْطٌ -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। কেননা, এতে رُكْنٌ ও شَرْطٌ অভিন্ন হয়ে যায়। অথচ এরা ভিন্ন হওয়া জরুরি। دَائِرٌ গ্রন্থ প্রণেতা এর আরেকটি উত্তর দিয়েছেন তা হচ্ছে– رُكْنٌ -এর মধ্যে যে تَضَادٌ বা বৈপরীত্বের কথা বলা হয়েছে তা এবং شَرْطٌ -এর মধ্যস্থিত تَضَادٌ বা বৈপরীত্ব এক নয়। কেননা, رُكْنٌ -এর মধ্যে গৃহীত تَضَادٌ -এর দ্বারা تَضَادٌ فِى الْفِعْلِ বা কার্যের বৈপরীত্যকে বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে شَرْطٌ -এর মধ্যে গৃহীত تَضَادٌ -এর দ্বারা تَضَادٌ تَصَوُّرِىٌّ তথা কল্পিত বৈপরীত্যকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সাব্যস্ত হলো।

قَوْلُهٗ وَشَرْطُهَا اِتِّحَادُ الْمَحَلِّ وَالْوَقْتِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে مُعَارَضَةٌ -এর জন্য مَحَلٌّ، وَقْتٌ ও نِسْبَةٌ এক ও অভিন্ন হওয়া শর্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। مُعَارَضَةٌ -এর জন্য শর্ত হচ্ছে– حُكْمٌ -এর বৈপরীত্যসহ উভয়ের مَحَلٌّ বা ক্ষেত্র এবং وَقْتٌ (সময়) এক ও অভিন্ন হবে। সুতরাং ক্ষেত্র ও সময় অভিন্ন না হলে কোনোরূপ বিরোধ বা বৈপরীত্য পাওয়া যাবে না। সুতরাং স্ত্রীর ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন হালাল হওয়া এবং শাশুড়ির ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ নেই। কেননা, এদের ক্ষেত্র আলাদা। একটিতে কন্যা ও অপরটিতে মা ক্ষেত্র হয়েছে। সুতরাং অভিন্নতার অনুপস্থিতির কারণে এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

তদ্রূপ মদ ইসলামের প্রাথমিক যুগে হালাল ছিল, পরবর্তী পর্যায়ে হারাম ঘোষিত হয়েছে। এদের মধ্যেও কোনো বিরোধ নেই। কেননা, এদের সময় এক ও অভিন্ন নয়; বরং পৃথক ও অভিন্ন। অথচ تَعَارُضٌ বা বিরোধের জন্য সময় এক হওয়া অপরিহার্য।

আবার একদল ফকীহগণের মতে اِتِّحَادُ نِسْبَةٍ তথা উভয়ের সম্পর্ক এক ও অভিন্ন হওয়া জরুরি। কেননা, نِسْبَةٌ এক না হলেও বিরোধ পাওয়া যাবে না। যেমন– বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল কিন্তু অপর ব্যক্তির জন্য হারাম। সুতরাং উভয় দলিলের সম্পর্ক যেহেতু ভিন্ন তাই এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। অবশ্য স্বয়ং গ্রন্থকার (র.) এ قَيْدٌ টি যোগ করেননি। কারণ, ক্ষেত্র ও সময় ভিন্ন হলে নিসবতও অবশ্যম্ভাবীভাবে ভিন্ন হতে বাধ্য।

وَحُكْمُهَا بَيْنَ الْآيَتَيْنِ الْمَصِيْرُ إِلَى السُّنَّةِ لِأَنَّ الْآيَتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا تَسَاقَطَتَا فَلَابُدَّ لِلْعَمَلِ مِنَ الْمَصِيْرِ إِلَى مَا بَعْدَهُ وَهُوَ السُّنَّةُ وَلَا يُمْكِنُ الْمَصِيْرُ إِلَى الْآيَةِ الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ يُفْضِيْ إِلَى التَّرْجِيْحِ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ وَ ذٰلِكَ لَا يَجُوْزُ وَمِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُوْمِهِ يُوْجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِيْ وَالثَّانِيْ بِخُصُوْصِهِ يَنْفِيْهِ وَقَدْ وَرَدَا فِي الصَّلٰوةِ جَمِيْعًا فَتَسَاقَطَا فَيُصَارُ إِلَى الْحَدِيْثِ بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ وَبَيْنَ السُّنَّتَيْنِ الْمَصِيْرُ إِلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ (رضـ) أَوِ الْقِيَاسِ هٰكَذَا ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ بِكَلِمَةِ أَوْ فَلَا يُفْهَمُ التَّرْتِيْبُ بَيْنَهُمَا وَقِيْلَ أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ سَوَاءٌ كَانَ فِيْمَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ أَوْلَا وَقِيْلَ الْقِيَاسُ مُقَدَّمٌ مُطْلَقًا وَقِيْلَ فِي التَّطْبِيْقِ أَنَّ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ (رضـ) مُقَدَّمَةٌ فِيْمَا لَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ وَالْقِيَاسُ مُقَدَّمٌ فِيْمَا يُدْرَكُ بِهِ -

সরল অনুবাদ : আর مُعَارَضَةٌ-এর হুকুম এই যে, **যখন তা দু'টি আয়াতের মধ্যে সংঘটিত হবে, তখন সুন্নতের দিকে রুজু করা হবে।** কেননা, যখন দু'টি আয়াত পরস্পর বিপরীত হবে, তখন উভয়ই অকেজো হয়ে যাবে এবং এমতাবস্থায় আমলের জন্য তদ্‌পরবর্তী সূত্র অর্থাৎ সুন্নতের দিকে রুজু করা আবশ্যিক হবে। কিন্তু তৃতীয় আয়াতের দিকে রুজু করা যাবে না। কেননা, এটা অধিক দালায়েলের সাহায্যে অগ্রাধিকার দান আবশ্যিক করে আর তা জায়েজ নয়। এর উদাহরণে আল্লাহ তা'আলার কাওল- فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -এর সাথে وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا -এর মধ্যকার বিরোধকে পেশ করা যায়। কেননা, এখানে প্রথমোক্ত আয়াতটি তার عُمُوْم- এর কারণে মুক্তাদির উপর কেরাতকে ওয়াজিব করে আর দ্বিতীয় আয়াতটি তার خُصُوْص -এর কারণে উপরোক্ত হুকুমকে নিষেধ করে। অথচ উভয় আয়াতই নামাজের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং উভয় আয়াতই অকেজো হয়ে যাবে। এরপর হাদীসের দিকে রুজু করা হবে, আর তা হলো নবী করীম ﷺ-এর কাওল- مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ **আর যখন দু'টি সুন্নতের মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হবে, তখন সাহাবীগণের কাওল অথবা কিয়াসের দিকে রুজু করতে হবে।** ফখরুল ইসলাম (র.) এরূপই أَوْ -এর সাথে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সাহাবীগণের কাওল ও কিয়াসের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকতা উপলব্ধ ও বিবেচিত হবে না। (বরং এদের মধ্যে যেটি رَاجِحْ হবে সেটির দিকেই রুজু করা হবে।) আর কোনো কোনো আলিম (ফখ্‌রুল ইস্‌লাম) বলেছেন যে, সাহাবীগণের কাওল কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য। চাই তা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধ বিষয় হোক বা না হোক। কেউ কেউ এর বিপরীতে কিয়াসকে সাধারণভাবে সাহাবীগণেরও কাওলের উপর অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন। আর কেউ কেউ সমন্বয় বিধান করতে গিয়ে বলেছেন যে, যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য বিষয় নয়, তাতে সাহাবীগণের কাওল কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য। আর যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য বিষয়, তাতে কিয়াস সাহাবীগণের কাওলেরর উপর অগ্রগণ্য।

শাব্দিক অনুবাদ : وَحُكْمُهَا আর মু'আরাযার হুকুম হলো بَيْنَ الْآيَتَيْنِ দু'টি আয়াতের মাঝে الْمَصِيْرُ তখন ফিরানো হবে إِلَى السُّنَّةِ সুন্নতের দিকে لِأَنَّ الْآيَتَيْنِ কেননা, দু'টি আয়াত إِذَا যখন تَعَارَضَتَا পরস্পর বিপরীত হয় تَسَاقَطَتَا তখন উভয়ে অকেজো হয়ে যাবে فَلَابُدَّ এমতাবস্থায় আবশ্যক হবে لِلْعَمَلِ আমলের জন্য مِنَ الْمَصِيْرِ প্রত্যাবর্তন করা إِلَى مَا بَعْدَهُ এর পরবর্তী সূত্রের দিকে وَهُوَ السُّنَّةُ আর তা হলো হাদীস বা সুন্নত وَلَا يُمْكِنُ কিন্তু সম্ভব হবে না الْمَصِيْرُ প্রত্যাবর্তন করা إِلَى الْآيَةِ الثَّالِثَةِ তৃতীয় কোনো আয়াতের দিকে لِأَنَّهُ কেননা, এটা يُفْضِيْ আবশ্যক করে إِلَى التَّرْجِيْحِ অগ্রাধিকার দানকে بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ অধিক দলিলের সাহায্যে وَ ذٰلِكَ আর এটা لَا يَجُوْزُ জায়েজ নয় وَمِثَالُهُ এর উদাহরণ হলো قَوْلُهُ تَعَالَى মহান আল্লাহর বাণী فَاقْرَءُوْا তোমরা পাঠ করো مَا تَيَسَّرَ যা সহজ হয় مِنَ الْقُرْاٰنِ কুরআন হতে مَعَ এর সাথে قَوْلُهُ تَعَالَى মহা প্রভুর বাণী وَإِذَا قُرِئَ আর যখন পাঠ করা হয় الْقُرْاٰنُ পবিত্র কুরআন فَاسْتَمِعُوْا لَهُ তখন তোমরা কান লাগিয়ে শ্রবণ করো وَأَنْصِتُوْا এবং চুপ থাকো فَإِنَّ الْأَوَّلَ কেননা, প্রথম আয়াত بِعُمُوْمِهِ তার ব্যাপকতার কারণে يُوْجِبُ ওয়াজিব করে الْقِرَاءَةَ কেরাতকে عَلَى الْمُقْتَدِيْ মুক্তাদির উপর وَالثَّانِيْ আর

দ্বিতীয় আয়াত بِخُصُوْصِهٖ তার খাস হওয়ার কারণে يَنْفِيْهِ উপরিউক্ত হুকুমকে নিষেধ করে وَقَدْ وَرَدَا অথচ উভয় আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে فِى الصَّلٰوةِ جَمِيْعًا নামাজের ব্যাপারেই فَتَسَاقَطَا সুতরাং উভয় আয়াতই অকেজো হয়ে যাবে فَيُصَارُ অতঃপর প্রত্যাবর্তন করা হবে اِلَى الْحَدِيْثِ হাদীসের দিকে بَعْدَهٗ এরপর وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ আর তা হলো নবী করীম ﷺ -এর হাদীস مَنْ كَانَ لَهٗ اِمَامٌ যার ইমাম রয়েছে فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ ইমামের কেরাত قِرَاءَةٌ لَهٗ তার কেরাত হিসেবে গণ্য হবে وَبَيْنَ السُّنَّتَيْنِ আর যখন দু'টি সুন্নতের মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হবে اَلْمَصِيْرُ তখন রুজু করতে হবে اِلٰى اَقْوَالِ الصَّحَابَةِ (رض) সাহাবীগণের কাওলের দিকে اَوْ অথবা কিয়াসের দিকে اَلْقِيَاسُ هٰكَذَا এরূপই ذَكَرَ উল্লেখ করেছেন فَخْرُ الْاِسْلَامِ ইমাম ফখরুল ইসলাম بِكَلِمَةِ او শব্দ -এর সাথে فَلَا يُفْهَمُ অতএব উপলব্ধি হবে না التَّرْتِيْبُ পর্যায়ক্রমিকতা بَيْنَهُمَا উভয়ের মধ্যে وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন اَقْوَالُ الصَّحَابَةِ সাহাবীগণের কাওল مُقَدَّمَةٌ অগ্রগণ্য عَلَى الْقِيَاسِ কিয়াসের উপর سَوَاءٌ كَانَ চাই তা হোক فِيْمَا يُدْرَكُ উপলব্ধিযোগ্য بِالْقِيَاسِ কিয়াস দ্বারা اَوْ لَا অথবা উপলব্ধিযোগ্য নয় وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন اَلْقِيَاسُ কিয়াস مُقَدَّمٌ অগ্রগণ্য مُطْلَقًا সাধারণভাবে وَقِيْلَ আবার কেউ কেউ বলেছেন فِى التَّطْبِيْقِ সমন্বয়ের লক্ষ্যে اَنَّ اَقْوَالَ الصَّحَابَةِ সাহাবীগণের কথা مُقَدَّمَةٌ অগ্রগণ্য فِيْمَا لَا يُدْرَكُ যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য। بِالْقِيَاسِ কিয়াস দ্বারা وَالْقِيَاسُ আর কিয়াস مُقَدَّمٌ অগ্রগণ্য فِيْمَا يُدْرَكُ بِهٖ যা উপলব্ধিযোগ্য নয়

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَحُكْمُهَا بَيْنَ الْاٰيَتَيْنِ الْمَصِيْرُ اِلَى السُّنَّةِ الخ **-এর আলোচনা :** আলোচ্য ইবারতে দু'টি আয়াতের মধ্যে تَعَارُضْ হলে তার হুকুম প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। দু'টি আয়াতের মধ্যে যদি تَعَارُضْ বা বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে পরবর্তী দলিল তথা হাদীসের শরণাপন্ন হতে হবে। কেননা, আয়াতদ্বয় পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে উভয়ের অনুযায়ী আমল করা পরিত্যক্ত হয়েছে। বিরোধের দরুন এতদুভয়ের কোনো একটির উপর আমল করা সম্ভবপর নয় এবং এদের একটির উপর প্রাধান্যও নেই! কাজেই ধরে নিতে হবে যেন এখানে কোনো আয়াতই নেই। সুতরাং পরবর্তী দলিল হিসেবে হাদীসের দিকে রুজু করতে হবে। যদি এ মর্মে হাদীস পাওয়া যায়। অন্যথায় সাহাবীগণের বক্তব্য অথবা কিয়াসের শরণাপন্ন হতে হবে। তবে তৃতীয় আয়াতের শরণাপন্ন হওয়া যাবে না। কেননা, এতে দলিলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর তা জায়েজ নেই।

এর উদাহরণ যেমন কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে- "فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ" অর্থাৎ তোমরা কুরআন মাজীদ হতে সাধ্য পরিমাণ কিছু আয়াত (নামাজে) পাঠ করো। আবার অন্য আয়াতে রয়েছে "اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا" অর্থাৎ যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা হবে তখন মনোযোগের সাথে শ্রবণ করো এবং নীরবতা অবলম্বন করো। উভয় আয়াতই নামাজের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। প্রথমোক্ত আয়াতে মুক্তাদির জন্য তেলাওয়াত করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। অথচ শেষোক্ত আয়াত দ্বারা মুক্তাদির জন্য কুরআন তেলাওয়াত নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হয়। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ সুস্পষ্ট। কাজেই সুন্নতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ হতে নিম্নোক্ত হাদীসখানা বর্ণিত আছে- "مَنْ كَانَ لَهٗ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهٗ" অর্থাৎ 'যার ইমাম রয়েছে (সে কোনো ইমামদের ইক্তেদা করবে) ইমামের কেরাতই তার কেরাত হিসেবে গণ্য হবে।' কাজেই এ ক্ষেত্রে উপরিউক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে এবং মুক্তাদীর উপর কেরাত ওয়াজিব হবে না; বরং তাকে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে।

قَوْلُهٗ وَبَيْنَ السُّنَّتَيْنِ الْمَصِيْرُ اِلٰى اَقْوَالِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে দু'টি সুন্নত পরস্পর বিরোধী হলে এর حُكْم সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দু'টি হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ পরিলক্ষিত হলে সাহাবীগণের বক্তব্য অথবা কিয়াসের প্রতি রুজু করা হবে। ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এর অভিমতও এটাই। অর্থাৎ সাহাবীর قَوْل অথবা কিয়াস দু'টির যে কোনো একটির প্রতি রুজু করা হবে। এতদুভয়ের মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা নেই। অর্থাৎ এরূপ নয় যে, প্রথমে সাহাবীর قَوْل -এর প্রতি রুজু করা হবে। তথায় সমাধান পাওয়া না গেলে কিয়াসের শরণাপন্ন হবে। কেননা, সাহাবীর قَوْل যেহেতু তাঁর রায়ের উপর ভিত্তি করে বর্ণিত হয়েছে, কাজেই এটাও অপর একটি কিয়াস হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং যেন দু'টি কিয়াসের মধ্যে تَعَارُضْ হয়েছে। আর তখন মুজতাহিদ স্বীয় تَحَرِّىْ বা গবেষণার মাধ্যমে দু'টির যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দানও গ্রহণ করতে পারে। ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.)ও এ মতটিকেই পছন্দ করেছেন।

একদল ফুকাহায়ে কেরাম (র.)-এর মতে সাহাবীগণের قَوْل -কে সর্বাবস্থায়ই কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। চাই তা এমন বিষয়ে হোক যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, অথবা এমন বিষয়ে হোক যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। আবার অপর একদল ফকীহগণের মতে কিয়াসকে সর্বাবস্থায় সাহাবীগণের قَوْل -এর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। চাই বিষয়টি কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য হোক বা না হোক। অর্থাৎ এ অবস্থায় সাহাবীর قَوْل যদি কিয়াস সম্মত হয় তবেই কেবল গ্রহণীয় হবে। নতুবা বর্জিত হবে।

উপরিউক্ত দু'টি চরম মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে আরেক দল মধ্যমপন্থি ফুকাহা বলেছেন যে, সাহাবীর قَوْل বা قِيَاسْ কোনোটিকেই মুতলাকভাবে (সর্বাবস্থায়) প্রাধান্য দেওয়া হবে না; বরং বিষয়টি যদি এমন হয় যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য, তাহলে তথায় কিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর যদি এমন বিষয় হয় যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য নয়, তাহলে তথায় কিয়াসের উপর সাহাবীর قَوْل -কে প্রাধান্য দেওয়া হবে। (আল্লাহই ভালো জানেন।)

وَمِثَالُهُ مَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى صَلٰوةَ الْكُسُوْفِ رَكْعَتَيْنِ كُلَّ رَكْعَةٍ بِرُكُوْعٍ وَسَجْدَتَيْنِ وَ رَوَتْ عَائِشَةُ (رضـ) اَنَّهُ صَلَّاهَا بِاَرْبَعِ رُكُوْعَاتٍ وَاَرْبَعِ سَجْدَاتٍ فَيَتَعَارَضَانِ فَيُصَارُ اِلَى الْقِيَاسِ بَعْدَهُ وَهُوَ الْاِعْتِبَارُ بِسَائِرِ الصَّلٰوةِ وَعِنْدَ الْعِجْزِ يَجِبُ تَقْرِيْرُ الْاُصُوْلِ اَىْ اِذَا عَجَزَ عَنِ الْمَصِيْرِ بِاَنْ تَعَارَضَتِ السُّنَّتَانِ وَاَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالْقِيَاسُ اَيْضًا اَوْ لَمْ يُوْجَدْ دَلِيْلٌ بَعْدَهُ فَحِيْنَئِذٍ يَجِبُ تَقْرِيْرُ الْاُصُوْلِ اَىْ تَقْرِيْرُ كُلِّ شَىْءٍ عَلٰى اَصْلِهِ وَاِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلٰى مَا كَانَ كَمَا فِىْ سُوْرِ الْحِمَارِ لَمَّا تَعَارَضَتِ الدَّلَائِلُ وَجَبَ تَقْرِيْرُ الْاُصُوْلِ فَاِنَّهُ رُوِىَ اَنَّهُ (ع) نَهٰى عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فِىْ يَوْمِ خَيْبَرَ وَاَمَرَ بِالْقَاءِ قُدُوْرٍ طُبِخَ فِيْهَا لُحُوْمُهَا وَ رَوٰى غَالِبُ بْنُ فَهْرٍ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِىْ اِلَّا حُمَيْرَاتٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ سَمِيْنِ مَالِكَ فَاَبَاحَ لُحُوْمَهَا فَلَمَّا وَقَعَ التَّعَارُضُ فِىْ لُحُوْمِهَا لَزِمَ الْاِشْتِبَاهُ فِىْ سُوْرِهَا لِاَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْهَا ـ

সরল অনুবাদ : এর উদাহরণে নিম্নোক্ত হাদীস দু'টি পেশ করা হয়- ১. اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى صَلٰوةَ الْكُسُوْفِ رَكْعَتَيْنِ كُلَّ رَكْعَةٍ بِرُكُوْعٍ وَسَجْدَتَيْنِ (অর্থাৎ নবী করীম ﷺ সূর্যগ্রহণের নামাজ পড়েছেন এক রুকু ও দু' সিজদা সহকারে দু' রাকআত।) ২. رَوَتْ عَائِشَةُ (رضـ) اَنَّهُ ﷺ صَلَّاهَا بِاَرْبَعِ رُكُوْعَاتٍ وَاَرْبَعِ سَجْدَاتٍ (আর হযরত আয়েশা (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন যে, হুযূর ﷺ সূর্যগ্রণের নামাজ চার রুকু ও চার সিজদা সহকারে আদায় করেছেন।) এখানে হাদীস দু'টি পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন কিয়াসের দিকে রুজু করতে হবে। আর কিয়াস এই যে, সূর্যগ্রহণের নামাজকে সাধারণ নামাজসমূহের উপর কিয়াস করে নেওয়া হবে। (অর্থাৎ প্রত্যেক রাকআতে এক রুকু ও দু' সিজদা হবে।) **আর অপারগতার ক্ষেত্রে আসল অবস্থার স্থিতি প্রদান করা ওয়াজিব হবে।** অর্থাৎ যখন বর্ণিত বিষয়ের কোনোটির দিকে রুজু করতে অসমর্থ হবে, এভাবে যে, দু'টি হাদীসই পরস্পর একে অন্যের সাথে বিরোধপূর্ণ, আর সাহাবীগণের কাওল এবং কিয়াসও পরস্পর বিপরীত অথবা তাদের পর আর কোনো দলিলও বর্তমান নেই, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে আসল অবস্থার স্থিতি প্রদান করা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুকে তার মূল অবস্থার উপর বহাল রাখতে হবে এবং যে বস্তু যে অবস্থার উপর বিদ্যমান ছিল তাকে সেই অবস্থার উপরই রাখতে হবে। **যেমন, গাধার উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রে যখন সকল দলিলই পরস্পর একে অন্যের সাথে বিরোধপূর্ণ হয়ে গেছে তখন আসল অবস্থার স্থিতি প্রদান ওয়াজিব হয়েছে।** যেমন, একটি রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ খায়বরের দিন গৃহপালিত গাধার মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং যেসব হাড়িপাতিলে তাদের মাংস রান্না করা হয়েছিল, তা ফেলে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর অন্য আরেকটি রেওয়ায়াতে গালিব ইবনে ফিহ্‌র (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলেছেন, আমার সম্পদের মধ্য হতে কয়েকটি গাধা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তখন নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছিলেন, 'তুমি তোমার মোটাতাজা সম্পদ হতে ভক্ষণ করো।' অত্র হাদীসে নবী করীম ﷺ গাধার মাংস ভক্ষণ করাকে মুবাহ সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং যখন গাধার মাংসের ক্ষেত্রে বিরোধ সংঘটিত হয়েছে, তখন তার উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রেও সন্দেহ অনিবার্য হয়েছে। কেননা, উচ্ছিষ্টের মধ্যে মুখের যে লালা মিশ্রিত হয়, তা মাংস হতে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثَالُهُ এর উদাহরণ مَا رُوِىَ যা বর্ণিত হয়েছে اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ নবী করীম ﷺ صَلَّى পড়েছেন صَلٰوةَ الْكُسُوْفِ সূর্যগ্রহণের নামাজ رَكْعَتَيْنِ দু' রাকআত كُلَّ رَكْعَةٍ প্রত্যেক রাকআতে بِرُكُوْعٍ এক রুকু وَسَجْدَتَيْنِ ও দু' সিজদা وَ رَوَتْ আর বর্ণনা করেছেন عَائِشَةُ (رضـ) হযরত আয়েশা (রা.) اَنَّهُ ﷺ নিশ্চয়ই নবী করীম ﷺ صَلَّاهَا সূর্যগ্রহণের নামাজ পড়েছেন بِاَرْبَعِ رُكُوْعَاتٍ চার রুকুর সাহায্যে وَاَرْبَعِ سَجْدَاتٍ এবং চার সিজদা সহকারে فَيَتَعَارَضَانِ অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে فَيُصَارُ সুতরাং এখন প্রত্যাবর্তন করতে হবে اِلَى الْقِيَاسِ কিয়াসের দিকে بَعْدَهُ এর পরে وَهُوَ الْاِعْتِبَارُ আর তা হলো কিয়াস করে নেওয়া بِسَائِرِ الصَّلٰوةِ সকল নামাজের উপর وَعِنْدَ الْعِجْزِ আর অপারগতার ক্ষেত্রে يَجِبُ ওয়াজিব হবে تَقْرِيْرُ স্থিতি প্রদান করা الْاُصُوْلِ মূল অবস্থার اَىْ অর্থাৎ اِذَا عَجَزَ যখন অক্ষম হবে عَنِ الْمَصِيْرِ প্রত্যাবর্তন করতে بِاَنْ এভাবে যে تَعَارَضَتْ বিরোধপূর্ণ হবে السُّنَّتَانِ দু'টি হাদীস وَاَقْوَالُ الصَّحَابَةِ এবং সাহাবীগণের কাওল وَالْقِيَاسُ اَيْضًا এবং কিয়াসও পরস্পর বিপরীত হবে اَوْ অথবা لَمْ يُوْجَدْ (পাওয়া যায় না) বর্তমান নেই دَلِيْلٌ কোনো দলিল بَعْدَهُ এর পরে فَحِيْنَئِذٍ এরূপ ক্ষেত্রে يَجِبُ ওয়াজিব হবে

تَقْرِيْرُ স্থিতি প্রদান করা الْأُصُوْلِ আসল অবস্থার أَيْ অর্থাৎ تَقْرِيْرُ বহাল রাখতে হবে كُلِّ شَيْءٍ প্রত্যেক বস্তুকে عَلٰى أَصْلِهِ তার মূল অবস্থার উপর وَإِبْقَاءُ এবং বিদ্যমান রাখতে হবে مَا كَانَ عَلٰى সে অবস্থার উপর كَمَا যে অবস্থায় ছিল যেমনি فِيْ سُؤْرِ উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রে الْحِمَارِ। গাধার لَمَّا تَعَارَضَتِ যখন বিরোধপূর্ণ হয়ে পড়েছে الدَّلَائِلُ। সকল দলিল وَجَبَ তখন ওয়াজিব হয়ে পড়েছে تَقْرِيْرُ স্থিতি প্রদান الْأُصُوْلِ। আসল অবস্থার فَإِنَّهُ رُوِيَ যেমনি বর্ণিত হয়েছে أَنَّهُ ﷺ نَهٰى নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন عَنْ لُحُوْمِ গোশত খাওয়া হতে الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ গৃহপালিত গাধার فِيْ يَوْمِ خَيْبَرَ খায়বারের দিন وَأَمَرَ এবং আদেশ করেছেন بِالْقَاءِ ফেলে দেওয়ার জন্য قُدُوْرٍ পাতিলসমূহ طُبِخَ فِيْهَا যেগুলোতে রান্না করা হয়েছিল لُحُوْمُهَا গাধার গোশত وَرُوِيَ এবং বর্ণনা করেছেন غَالِبُ بْنُ فِهْرٍ গালিব ইবনে ফিহর (রা.) أَنَّهُ قَالَ তিনি বলেছেন لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ নবী করীম ﷺ-কে لَمْ يَبْقَ অবশিষ্ট নেই مِنْ مَالِيْ আমার সম্পদ হতে إِلَّا حُمَيْرَاتٌ। কয়েকটি গাধা ব্যতীত আর কিছুই فَقَالَ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন كُلْ তুমি ভক্ষণ করো مِنْ হতে سَمِيْنِ মোটাতাজা مَالِكَ তোমার সম্পদ فَأَبَاحَ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বৈধ করেছেন لُحُوْمَهَا গাধার গোশত فَلَمَّا وَقَعَ অতঃপর যখন সংঘটিত হয়েছে التَّعَارُضُ। বিরোধ فِيْ لُحُوْمِهَا গাধার মাংসের ক্ষেত্রে لَزِمَ তখন অনিবার্য হয়ে পড়েছে الْاِشْتِبَاهُ। সন্দেহ فِيْ سُؤْرِهَا গাধার উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রে لِأَنَّهُ কেননা, উচ্ছিষ্টের সাথে মিশ্রিত লালা مُتَوَلِّدٌ সৃষ্টি হয়ে থাকে مِنْهَا মাংস হতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِثَالُهُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে দু'টি হাদীসের দ্বন্দ্বের কারণে কিয়াসের শরণাপন্ন হওয়ার উদাহরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দু'টি হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ পরিলক্ষিত হলে কিয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তনের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। ইমাম নাসায়ী নো'মান ইবনে বাশীর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ সূর্যগ্রহণের নামাজ দু' রাকআত পড়েছেন এবং প্রতি রাকআতে একটি রুকু ও দু'টি সিজদা প্রদান করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ–

"إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى صَلٰوةَ الْكُسُوْفِ رَكْعَتَيْنِ كُلَّ رَكْعَةٍ بِرُكُوْعٍ وَسَجْدَتَيْنِ"

অপর দিকে মেশকাত শরীফে সহীহাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ চারটি রুকু ও চারটি সিজদার সাথে সূর্যগ্রহনের দু' রাকআত নামাজ পড়েছেন। সুতরাং উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ সুস্পষ্ট। কাজেই এর সমাধানের জন্য পরবর্তী শরয়ী দলিল কিয়াসের শরণাপন্ন না হয়ে উপায় নেই। আর তা হলো অন্যান্য নামাজের সাথে একে তুলনা ও বিবেচনা করা। সুতরাং অন্যান্য নামাজ যেমন এক রুকু ও দুই সিজদার সাথে পড়া হয় তদ্রূপ (কিয়াসের দাবি হলো) সূর্যগ্রহণের নামাজও প্রতি রাকআত একটি রুকু ও দুটি সিজদার সাথে পড়া হবে।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الْعَجْزِ يَجِبُ تَقْرِيْرُ الْأُصُوْلِ الخ-এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে শরয়ী দলিল দ্বারা সমাধান পেশে অক্ষম হলে মূল অবস্থার উপর বহাল রাখবে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। দু'টি শরয়ী দলিলের মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হওয়ার পর যদি পরবর্তী স্তরের দলিলে এর সমাধান পাওয়া না যায়, অথবা পাওয়া গেলেও এতেও যদি বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে تَقْرِيْرُ الْأُصُوْلِ তথা বিষয়টিকে মূল (ও পূর্ববর্তী) অবস্থার উপর বহাল রাখা ওয়াজিব হবে। যেমন– দু'টি হাদীসের মধ্যে বিরোধ হলে পরবর্তী দলিল সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর বক্তব্যের প্রতি রুজু করা হবে। সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যে যদি এটার সমাধান পাওয়া না যায় অথবা সাহাবীগণের বক্তব্য সেই ব্যাপারে বিরোধপূর্ণ হয়, তাহলে কিয়াসের শরণাপন্ন হবে। আবার কিয়াসও যদি পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে, তাহলে বিষয়টিকে এটার মূল অবস্থার উপর বহাল রাখা হবে।

وَاَيْضًا رَوٰى جَابِرٌ (رض) اَنَّهٗ سُئِلَ اَنَتَوَضَّأُ بِمَاءٍ هُوَ فُضَالَةُ الْحُمُرِ قَالَ نَعَمْ وَ رَوٰى اَنَسٌ (رض) اَنَّهٗ نَهٰى عَنِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَقَالَ اِنَّهَا رِجْسٌ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى نَجَاسَةِ سُوْرِهَا وَالْقِيَاسَانِ اَيْضًا مُتَعَارِضَانِ لِاَنَّهٗ لَا يُمْكِنُ اِلْحَاقُهٗ بِالْعَرَقِ لِيَكُوْنَ طَاهِرًا لِقِلَّةِ الضَّرُوْرَةِ فِيْهِ وَكَثْرَتِهَا فِى الْعَرَقِ وَلَا يُمْكِنُ اِلْحَاقُهٗ بِاللَّبَنِ لِيَكُوْنَ نَجِسًا بِجَامِعِ التَّوَلُّدِ مِنَ اللَّحْمِ لِوُجُوْدِ الضَّرُوْرَةِ فِى السُّؤْرِ دُوْنَ اللَّبَنِ وَكَذَا لَا يُمْكِنُ اِلْحَاقُهٗ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ لِيَكُوْنَ نَجِسًا لِكَوْنِ الضَّرُوْرَةِ فِى الْحِمَارِ دُوْنَ الْكَلْبِ وَلَا يُمْكِنُ اِلْحَاقُهٗ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ لِيَكُوْنَ طَاهِرًا لِوُجُوْدِ الضَّرُوْرَةِ فِى الْهِرَّةِ اَكْثَرَ مِمَّا يَكُوْنُ فِى الْحِمَارِ فَلَمَّا تَعَارَضَ هٰذَا كُلُّهٗ وَانْسَدَّ بَابُ التَّرْجِيْحِ وَجَبَ تَقْرِيْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ التَّوَضِّىْ وَالْمَاءِ عَلٰى اَصْلِهٖ فَقِيْلَ اِنَّ الْمَاءَ عُرِفَ طَاهِرًا فِى الْاَصْلِ فَلَا يَتَنَجَّسُ فَوَجَبَ اِسْتِعْمَالُ الطَّاهِرِ وَالتَّوَضِّىْ بِهٖ وَالْاٰدَمِىُّ لَمَّا كَانَ فِى الْاَصْلِ مُحْدِثًا بَقِىَ كَذٰلِكَ وَلَمْ يَزَلْ بِهِ الْحَدَثُ لِلتَّعَارُضِ فَوَجَبَ ضَمُّ التَّيَمُّمِ اِلَيْهِ وَلَا يُقَالُ اِنَّ الْمَاءَ كَانَ فِى الْاَصْلِ مُطَهِّرًا فَمَا الْاِحْتِيَاجُ اِلٰى ضَمِّ التَّيَمُّمِ لِاَنَّا نَقُوْلُ لَوْ اَبْقَيْنَا الْمَاءَ مُطَهِّرًا لَفَاتَ اَصْلُ الْاٰدَمِىِّ وَهُوَ الْحَدَثُ فَلَمْ يَكُنْ تَقْرِيْرُ الْاُصُوْلِ بَلْ تَقْرِيْرُ الْمَاءِ فَقَطْ.

সরল অনুবাদ : অনুরূপভাবে হযরত জাবের (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন যে, নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমরা কি সেই পানি দ্বারা অজু করতে পারি, যা গাধার উচ্ছিষ্ট? নবী করীম ﷺ তদুত্তরে বলেছিলেন, হ্যাঁ, পার। আর হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ গৃহপালিত গাধা হতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, তা নাপাক। এ হাদীসটি গৃহপালিত গাধার উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। এখানে দু'টি কিয়াসও পরস্পর বিপরীত। কেননা, পবিত্র হওয়ার জন্য গাধার উচ্ছিষ্টকে গাধার ঘামের সাথে সংশ্লিষ্ট করা সম্ভব নয়। কারণ, উচ্ছিষ্টের মধ্যে প্রয়োজন কম এবং ঘামের মধ্যে প্রয়োজন বেশি। আর নাপাক হওয়ার জন্য এ কারণের বিবেচনায় যে, উচ্ছিষ্ট ও দুধ উভয়ই মাংস হতে সৃষ্টি হয়, গাধার উচ্ছিষ্টকে তার দুধের সাথে সংশ্লিষ্ট করাও সম্ভব নয়। কেননা, উচ্ছিষ্টের মধ্যে প্রয়োজন বিদ্যমান রয়েছে, দুধের মধ্যে নয়। অনুরূপভাবে নাপাক হওয়ার জন্য গাধার উচ্ছিষ্টকে কুকুরের উচ্ছিষ্টের সাথে সংশ্লিষ্ট করাও সম্ভব নয়। কারণ, গাধার প্রয়োজন বেশি, কুকুরের তত নয়। আর পবিত্র হওয়ার জন্য গাধার উচ্ছিষ্টকে বিড়ালের উচ্ছিষ্টের সাথে সংশ্লিষ্ট করাও সম্ভব নয়। কারণ, গাধার তুলনায় বিড়ালের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত বেশি। সুতরাং যখন এ সমস্ত দালায়েল পরস্পর বিপরীত হয়ে গেছে এবং প্রাধান্য দানের দ্বারও রুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন অজু ও পানির মধ্য হতে প্রত্যেকটিকেই তার আসল অবস্থার উপর বহাল রাখা ওয়াজিব হবে। **তাই কেউ কেউ বলেছেন যে, যেহেতু পানি মূলগতভাবে পবিত্র, সুতরাং তা অপবিত্র হবে না।** এ কারণেই বে-অজু ব্যক্তির উপর পবিত্র পানি ব্যবহার ও তা দ্বারা অজু সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়েছে। আর মানুষ যেহেতু আসলের বিবেচনায় বে-অজু, এ জন্য সে বে-অজু রয়ে গেছে। **আর যেহেতু বিরোধের কারণে বে-অজু অবস্থা দূরীভূত হতে পারেনি, এ জন্য তায়াম্মুমকে এর সাথে যুক্ত করা ওয়াজিব হয়েছে।** আর এ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যে, যখন পানি তার আসলের বিবেচনায় পবিত্রকারী ছিল, তখন আবার তায়াম্মুমকে যুক্ত করার কি প্রয়োজন ছিল? কেননা, আমরা এই উত্তর প্রদান করবো যে, যদি আমরা পানিকে পবিত্রকারী হিসেবে বহাল রাখতাম, তাহলে মানুষের আসল অবস্থা অর্থাৎ বে-অজু হওয়া ক্ষুণ্ণ হয়ে যেত। তখন তো এটা আসল অবস্থার স্থিতি প্রদান হতো না; বরং শুধু পানিকে আসল অবস্থায় বহাল রাখা হতো।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَيْضًا এমনিভাবে رَوٰى جَابِرٌ (رض) হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন اَنَّهٗ سُئِلَ নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে اَنَتَوَضَّأُ আমরা কি অজু করতে পারি بِمَاءٍ সে পানি দ্বারা هُوَ فُضَالَةُ যা উচ্ছিষ্ট الْحُمُرِ গাধার قَالَ জবাবে নবী করীম ﷺ বলেছেন نَعَمْ হ্যাঁ পার وَرَوٰى اَنَسٌ (رض) আর হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে اَنَّهٗ نَهٰى নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন عَنِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ গৃহপালিত গাধা হতে وَقَالَ এবং বলেছেন اِنَّهَا رِجْسٌ নিশ্চয়ই তা নাপাক وَهٰذَا يَدُلُّ এ হাদীসটি নির্দেশ করে عَلٰى نَجَاسَةِ নাপাক হওয়ার প্রতি سُوْرِهَا গাধার উচ্ছিষ্ট وَالْقِيَاسَانِ اَيْضًا এখানে দু'টি কিয়াসও مُتَعَارِضَانِ পরস্পর বিপরীত لِاَنَّهٗ কেননা لَا يُمْكِنُ সম্ভব নয় اِلْحَاقُهٗ গাধার উচ্ছিষ্টকে মিলানো بِالْعَرَقِ ঘামের সাথে لِيَكُوْنَ طَاهِرًا পবিত্র হওয়ার জন্য لِقِلَّةِ الضَّرُوْرَةِ প্রয়োজন কম হওয়ার কারণে فِيْهِ উচ্ছিষ্টের মধ্যে وَكَثْرَتِهَا এবং প্রয়োজন বেশি فِى الْعَرَقِ ঘামের মধ্যে وَلَا يُمْكِنُ সম্ভব নয় اِلْحَاقُهٗ উচ্ছিষ্টকে সংশ্লিষ্ট করা بِاللَّبَنِ দুধের সাথে لِيَكُوْنَ نَجِسًا নাপাক হওয়ার ফলে بِجَامِعِ التَّوَلُّدِ উভয়ের সৃষ্টি مِنَ اللَّحْمِ গোশত হতে لِوُجُوْدِ الضَّرُوْرَةِ প্রয়োজন বিদ্যমান থাকার কারণে فِى السُّؤْرِ উচ্ছিষ্টের মধ্যে دُوْنَ اللَّبَنِ দুধের মধ্যে নয় وَكَذَا এমনিভাবে لَا يُمْكِنُ সম্ভব নয় اِلْحَاقُهٗ সংশ্লিষ্ট করা بِسُؤْرِ الْكَلْبِ কুকুরের উচ্ছিষ্টের সাথে لِيَكُوْنَ نَجِسًا নাপাক হওয়ার

কারণে لِكَوْنِ الضَّرُوْرَةِ প্রয়োজন বেশি হওয়ার ফলে فِى الْحِمَارِ গাধার মধ্যে دُوْنَ الْكَلْبِ কুকুরের তত নয় وَلَا يُمْكِنُ এবং সম্ভব নয় الْحَاقُهُ সংশ্লিষ্ট করা بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ বিড়ালের উচ্ছিষ্টের সাথে لِيَكُوْنَ طَاهِرًا পবিত্র হওয়ার জন্য لِوُجُوْدِ الضَّرُوْرَةِ প্রয়োজন পাওয়ার কারণে فِى الْهِرَّةِ বিড়ালের মধ্যে اَكْثَرَ অধিক مِمَّا يَكُوْنَ فِى الْحِمَارِ গাধার তুলনায় فَلَمَّا تَعَارَضَ অতঃপর যখন বিপরীত হয়ে পড়ল هٰذَا كُلُّهُ এ সব দলিলের মধ্যে وَانْسَدَّ এবং রুদ্ধ হয়ে পড়েছে بَابُ التَّرْجِيْحِ প্রাধান্য দানের দ্বার وَجَبَ তখন ওয়াজিব হবে تَقْرِيْرُ বহাল রাখা كُلِّ وَاحِدٍ প্রত্যেকটিকেই مِنَ التَّوَضِّىْ অজু وَالْمَاءِ এবং পানি عَلٰى اَصْلِهِ তার মূলের উপর فَقِيْلَ তাই কেউ কেউ বলেছেন اِنَّ الْمَاءَ অবশ্যই পানি عُرِفَ জানা কথা طَاهِرًا পবিত্র فِى الْاَصْلِ মূলগতভাবে فَلَا يَتَنَجَّسُ কাজেই তা অপবিত্র হবে না وَالْاٰدَمِىُّ আর মানুষ فَوَجَبَ অতএব ওয়াজিব হয়েছে اِسْتِعْمَالُ ব্যবহার করা الطَّاهِرِ পবিত্র পানি وَالتَّوَضِّىْ بِهٖ এবং তা দ্বারা অজু করা لَمَّا كَانَ فِى الْاَصْلِ আসলের বিবেচনায় مُحْدِثًا বে-অজু/অপবিত্র بَقِىَ كَذٰلِكَ ফলে সে অজুবিহীন রয়ে গেছে وَلَمْ يَزَلْ بِهِ الْحَدَثُ এবং বে-অজু অবস্থা দূরীভূত হয়নি لِلتَّعَارُضِ বিরোধের কারণে فَوَجَبَ তখন ওয়াজিব হয়েছে ضَمُّ যুক্ত করা التَّيَمُّمِ তায়াম্মুমকে اِلَيْهِ এর সাথে وَلَا يُقَالُ আর এ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না اِنَّ الْمَاءَ যে পানি كَانَ فِى الْاَصْلِ মূলগতভাবে ছিল مُطَهِّرًا পবিত্র فَمَا الْاِحْتِيَاجُ তখন কি প্রয়োজন ছিল اِلٰى ضَمِّ একত্রিত করা التَّيَمُّمِ তায়াম্মুমকে لِاَنَّا نَقُوْلُ কেননা, আমরা এর জবাবে বলবো لَوْ اَبْقَيْنَا যদি আমরা বহাল রাখতাম الْمَاءَ পানিকে مُطَهِّرًا পবিত্রকারী হিসেবে لَفَاتَ তাহলে ক্ষুণ্ন হয়ে যেত اَصْلُ الْاٰدَمِىِّ মানুষের মূল অবস্থা وَهُوَ الْحَدَثُ আর তা হলো বে-অজু হওয়া فَلَمْ يَكُنْ تَقْرِيْرُ তখন এটা স্থিতি প্রদান হতো না الْاُصُوْلِ আসল অবস্থার بَلْ বরং تَقْرِيْرُ বহাল রাখা হতো الْمَاءِ পানিকে فَقَطْ শুধু।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَيْضًا رَوٰى جَابِرٌ اَنَّهُ سُئِلَ اَنَتَوَضَّأُ الخ -এর আলোচনা : শরয়ী দলিলসমূহের সব কয়টির মধ্যে تَعَارُضْ হওয়ার কারণে تَقْرِيْرُ الْاُصُوْلِ তথা মূল অবস্থাকে বহাল রাখার উদাহরণ হিসেবে গাধার উচ্ছিষ্টের বিষয়টিকে পেশ করা যায়। সুতরাং ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ খায়বরের দিবসে গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন এবং যে ডেগগুলোতে গাধার গোশ্‌ত পাকানো হয়েছিল সেগুলো ফেলে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে গালিব ইবনে ফিহর হতে বর্ণিত আছে, একবার তিনি নবী করীম ﷺ -কে বলেছিলেন হুযূর আমার তো কয়েকটি গাধা ব্যতীত অন্য কোনো সম্পদ নেই। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি তোমার মোটাতাজা মাল হতে ভক্ষণ করো। সুতরাং এ দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ প্রমাণিত হলো। অথচ প্রথমোক্ত হাদীসে তার হারাম হওয়া স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছিল। সুতরাং গাধার গোশ্‌ত হালাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হলো। যদ্দরুন এর উচ্ছিষ্ট হালাল হওয়ার ব্যাপারেও সন্দেহ অনিবার্য হয়ে পড়ল। কেননা, উচ্ছিষ্টের সাথে লালা মিশ্রিত হয়ে থাকে আর লালা গোশ্‌ত হতে উৎপন্ন হয়। কাজেই গোশ্‌ত অপবিত্র হলে তা হতে উৎপাদিত লালাও অপবিত্র হবে এবং অপবিত্র লালা উচ্ছিষ্টের সাথে মিশ্রিত হয়ে উচ্ছিষ্টও অপবিত্র হয়ে যাবে। তদ্রূপ গোশ্‌ত পবিত্র হলে উচ্ছিষ্টও পবিত্র হবে। আর যখন গোশ্‌ত পবিত্র হওয়া সন্দেহজনক হলো তখন উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়াও সন্দেহজনক হলো।

আবার হযরত জাবের (রা.) হতে আরেকটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ -কে গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজু করবার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে নবী করীম ﷺ তা দ্বারা অজু করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। অথচ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ গৃহপালিত গাধা ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা অপবিত্র। সুতরাং হাদীসদ্বয় পরস্পর বিরোধ সাব্যস্ত হলো।

গাধার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে হাদীসের ন্যায় কিয়াসও পরস্পর বিরোধী : যেমন– গাধার উচ্ছিষ্টকে এটার ঘামের সাথে কিয়াস করে পবিত্র বলা যায় না। কেননা, এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য অনুপস্থিত। কারণ, ঘামের সাথে প্রয়োজন অতিরিক্ত মাত্রায় জড়িত। অথচ উচ্ছিষ্টের সাথে প্রয়োজন সেই পরিমাণে জড়িত নয়। অর্থাৎ গাধা গৃহপালিত পশু ও অধিক ঘর্মাক্ত প্রাণী হিসেবে যে কোনো বস্তুতে যখন তখন এর ঘাম মিশ্রিত হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় এর মিশ্রিত জনিত কারণে যদি অপবিত্রের হুকুম প্রদান করা হয়, তাহলে حَرَجٌ বা সামাজিক ক্ষেত্রে বিঘ্নতা ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি হবে। وَلَا حَرَجَ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ দীনের মধ্যে এই বিঘ্নতার স্থান নেই। কাজেই একে পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পক্ষান্তরে গাধার উচ্ছিষ্ট পরিত্যাগের মধ্যে কোনোরূপ حَرَجٌ নেই এবং এর প্রয়োজনীয়তা ঘাম অপেক্ষা অনেক কম। কাজেই এ অজুহাতে একে পবিত্র হিসেবে গণ্য করবার কোনো সুযোগ নেই।

আবার গাধার গোশ্‌তকে এর দুধের সাথে তুলনা করে অপবিত্র বলারও অবকাশ নেই। অর্থাৎ গাধার দুধ যদ্রূপ (সর্বসম্মতভাবে) অপবিত্র তদ্রূপ এর উচ্ছিষ্টও অপবিত্র হবে। কেননা, দুধ যেমন গোশ্‌ত হতে উৎপাদিত হয়ে থাকে, তদ্রূপ উচ্ছিষ্টও গোশ্‌ত হতে উৎপাদিত হয়ে থাকে। কেননা, উচ্ছিষ্টের মধ্যে স্বল্প পরিমাণে হলেও প্রয়োজন বিদ্যমান, অথচ দুধের মধ্যে কোনোরূপ প্রয়োজন নেই।

আবার একে কুকুরের উচ্ছিষ্টের সাথে কিয়াস করে অপবিত্র বলারও অবকাশ নেই। কেননা, কুকুরের উচ্ছিষ্টের মধ্যে কোনো প্রয়োজন বিদ্যমান নেই। অথচ গাধার উচ্ছিষ্টের মধ্যে স্বল্প মাত্রায় হলেও প্রয়োজন রয়েছে। তদ্রূপ বিড়ালের উচ্ছিষ্টের সাথে তুলনা করেও একে পবিত্র সাব্যস্ত করবার সুযোগ নেই। কেননা, গাধার উচ্ছিষ্টের তুলনায় বিড়ালের উচ্ছিষ্টের সাথে অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োজন জড়িত রয়েছে। কেননা, বিড়াল ঘরের মধ্যেই অধিক যাতায়াত করে থাকে যদ্দরুন আহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে মুখ লাগানোর সম্ভাবনা অনেক বেশি। কাজেই এর উচ্ছিষ্টকে অপবিত্র সাব্যস্ত করার মধ্যে حَرَجٌ রয়েছে। অথচ গাধার ব্যাপারে তা প্রযোজ্য নয়।

উপরোক্ত দলিলাদির পারস্পরিক বিরোধের কারণে تَقْرِيْرُ الْاُصُوْلِ -এর নীতি গ্রহণ করা হলো : যখন উপরিউক্ত দলিলসমূহ পরস্পর বিরোধী সাব্যস্ত হলো এবং একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেওয়া গেল না, তখন প্রত্যেক বস্তুকে এর اَصْلٌ বা মূল অবস্থার উপর বহাল রাখা হলো। সুতরাং গাধার উচ্ছিষ্ট পানিকে এর اَصْلٌ তথা পবিত্রতার উপর বহাল রাখা হবে এবং মুহদিছ তথা অজুবিহীন ব্যক্তিকেও হদছের উপর বহাল রাখা হবে। এক্ষণে অজুবিহীন ব্যক্তির নিকট যদি গাধার উচ্ছিষ্ট ব্যতীত অন্য কোনো পানি না থাকে, তাহলে তার উপর পানির মৌলিক অবস্থা বিবেচনা করে উক্ত পানি দ্বারা অজু করা ওয়াজিব হবে। আর অজু করা সত্ত্বেও যেহেতু পানির পবিত্রতা সন্দেহাতীত নয় কাজেই ব্যক্তিও তার মৌলিক অবস্থা তথা হদছের উপর বহাল থেকে যাবে। সুতরাং তাকে পুনরায় তায়াম্মুম করতে হবে। অর্থাৎ তাকে গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজুও করতে হবে, আবার এর সাথে তায়াম্মুমও করতে হবে। ফুকাহায়ে কেরাম (র.)-এর পরিভাষায় একেই تَقْرِيْرُ الْاُصُوْلِ তথা বস্তুকে এর সাবেক (মূল) অবস্থায় বহালকরণ বলে।

وَلَا يُقَالُ اِنَّ الْمُبِيْحَ وَالْمُحَرِّمَ اِذَا تَعَارَضَا تَرَجَّحَ الْمُحَرِّمُ فَيَجِبُ اَنْ يَتَرَجَّحَ الْمُحَرِّمُ وَلَا يُفْضِىْ اِلَى الشَّكِّ لِاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا التَّرْجِيْحَ كَانَ لِلْاِحْتِيَاطِ وَالْاِحْتِيَاطُ هٰهُنَا فِىْ جَعْلِهٖ مَشْكُوْكًا لِيَتَوَضَّأَ بِهٖ وَيَتَيَمَّمَ وَسُمِّىَ اَىْ سُؤْرُ الْحِمَارِ مَشْكُوْكًا لِهٰذَا اَىْ لِاَجْلِ التَّعَارُضِ لَا اَنْ يَعْنِىَ بِهِ الْجَهْلَ اَىْ لَا يَعْنِىْ بِهٖ اَنَّ حُكْمَهٗ مَجْهُوْلٌ لِيَكُوْنَ مِنْ قَبِيْلِ لَا اَدْرِىْ بَلْ حُكْمُهٗ مَعْلُوْمٌ وَهُوَ وُجُوْبُ التَّوَضِّىْ وَضَمُّ التَّيَمُّمِ اِلَيْهِ وَاَمَّا اِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ فَلَمْ يَسْقُطَا بِالتَّعَارُضِ لِيَجِبَ الْعَمَلُ بِالْحَالِ لِاَنَّهٗ لَمْ يُوْجَدْ بَعْدَ الْقِيَاسِ دَلِيْلٌ يُصَارُ اِلَيْهِ اِلَّا الْعَمَلَ بِالْحَالِ وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَنَا وَاِنَّمَا يُصَارُ اِلَيْهِ فِىْ سُؤْرِ الْحِمَارِ لِلضَّرُوْرَةِ بَلْ يَعْمَلُ الْمُجْتَهِدُ بِاَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهٖ يَعْنِىْ يَتَحَرّٰى قَلْبُهٗ اِلٰى اَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ الَّذِىْ اِطْمَاَنَّ اِلَيْهِ بِنُوْرِ الْفِرَاسَةِ الَّتِىْ اَعْطَاهَا اللّٰهُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) لَا تُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الْقَلْبِ وَلِهٰذَا كَانَ لَهٗ فِىْ كُلِّ مَسْاَلَةٍ قَوْلَانِ اَوْ اَكْثَرُ فِىْ زَمَانٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ اَئِمَّتِنَا (رح) فَاِنَّهٗ مَا تُرْوٰى عَنْهُمْ رِوَايَتَانِ فِىْ مَسْاَلَةٍ اِلَّا بِحَسْبِ الزَّمَانَيْنِ وَلٰكِنْ لَمْ يُعْرَفِ التَّارِيْخُ لِيَعْمَلَ بِالْاٰخِرِ فَقَطْ فَلِهٰذَا دَارَ الْفَتْوٰى بَيْنَهُمَا هٰكَذَا قِيْلَ ـ

সরল অনুবাদ : আর এ আপত্তিও উত্থাপন করা যাবে না যে, মুবাহ সাব্যস্তকারী ও হারাম সাব্যস্তকারীর মধ্যে যখন পারস্পরিক বিরোধ দেখা দেয়, তখন হারাম সাব্যস্তকারীই প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং হারাম সাব্যস্তকারীকে প্রাধান্য দান করা ওয়াজিব হবে (এবং গাধার উচ্ছিষ্টকে নাপাক সাব্যস্ত করা হবে) আর সন্দেহ পর্যন্ত গড়াবে না। কেননা, আমরা এটার এই উত্তর প্রদান করবো যে, হারাম সাব্যস্তকারীকে যে প্রাধান্য প্রদান করা হয়, তা সাবধানতার কারণেই করা হয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রে সাবধানতা এই বস্তুর মধ্যেই নিহিত যে, গাধার উচ্ছিষ্টকে সন্দেহজনক বস্তু হিসেবে বাস্যস্ত করা হবে। যেন বে-অজু তা দ্বারা অজু সম্পন্ন করে এবং পরে তায়াম্মুম করে নেয়। **আর নামকরণ করা হয়েছে** অর্থাৎ গাধার উচ্ছিষ্টকে **মাশকূক বা সন্দেহজনক বস্তু এ জন্যই** অর্থাৎ এ বিরোধের কারণেই **এ জন্য নয় যে, তার হুকুম অজ্ঞাত।** অর্থাৎ এটাকে এ জন্য সন্দেহজনক বলা হয় না যে, এর হুকুম অজ্ঞাত রয়েছে। কারণ, তাতে এটা لَا اَدْرِىْ বা 'আমি জানি না'-এর শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়বে। বরং এর হুকুম সুপরিজ্ঞাত। আর তা হলো– এই পানি দ্বারা অজু করা এবং অজুর সাথে তায়াম্মুম যুক্ত করা ওয়াজিব হওয়া। **আর যখন দু'টি কিয়াসের মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হয়, তখন উভয়টি অকেজো হবে না। কারণ, তাতে حَالْ -এর সাথে আমল করা ওয়াজিব হবে।** কেননা, কিয়াসের পর حَالْ -এর সাথে আমল করা ব্যতীত এমন কোনো দলিল নেই, যার দিকে রুজু করা যেতে পারে। আর حَالْ আমরা হানাফীগণের মতে দলিল নয়। অবশ্য حَالْ -এর দিকে গাধার উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাগিদেই রুজু করা হয়ে থাকে। **বরং মুজতাহিদ এই কিয়াস দু'টির মধ্য হতে যেটির উপর ইচ্ছা, তার অন্তরের সাক্ষ্য দ্বারা আমল করবেন।** অর্থাৎ এই কিয়াস দু'টির মধ্য হতে যেটিকে তার অন্তর আমলের উপযুক্ত বিবেচনা করবে এবং তা দ্বারা সন্তুষ্ট হবে (সেটির উপর আমল করবে), সেই বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সাহায্যে যা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মুলসমানকে দান করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট অন্তরের সাক্ষ্য শর্ত নয়। (বরং মুজতাহিদের এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি যে কিয়াসের উপর ইচ্ছা আমল করতে পারেন।) এ কারণেই প্রত্যেকটি ইজতিহাদী মাসআলায় একই জমানায় তাঁর দুই বা ততোধিক কাওল ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদের হানাফী ইমামগণ এটার বিপরীত। তাঁদের নিকট হতে কোনো মাসআলায়ই দু'টি রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়নি। অবশ্য দুই পৃথক জমানার ভিত্তিতে বর্ণিত হয়ে থাকলে সেটি আলাদা কথা। তথাপি যেহেতু দিন তারিখ জানা যায় না যে শুধু শেষোক্ত রেওয়ায়াতটির উপরই আমল করা যাবে, এ জন্য ফতোয়া উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যেই আবর্তিত হয়। কোনো কোনো আলিম এরূপই বলেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا يُقَالُ আর এ আপত্তিও উত্থাপন করা যাবে না اِنَّ الْمُبِيْحَ যে মুবাহ সাব্যস্তকারী وَالْمُحَرِّمَ এবং হারাম সাব্যস্তকারীর মধ্যে اِذَا تَعَارَضَا যখন পরস্পর বিরোধ দেখা দেয় تَرَجَّحَ তখন প্রাধান্য লাভ করবে الْمُحَرِّمُ হারাম সাব্যস্তকারীই فَيَجِبُ সুতরাং ওয়াজিব হবে اَنْ يَتَرَجَّحَ প্রাধান্য দান করা الْمُحَرِّمُ হারাম সাব্যস্তকারীকে وَلَا يُفْضِىْ আর এটা গড়াবে না اِلَى الشَّكِّ সন্দেহ পর্যন্ত لِاَنَّا نَقُوْلُ কেননা, আমরা এটার এই উত্তর প্রদান করবো اِنَّ هٰذَا التَّرْجِيْحَ যে হারাম সাব্যস্তকারীকে প্রাধান্য প্রদান করা كَانَ لِلْاِحْتِيَاطِ সাবধানতার কারণেই করা হয়ে থাকে وَالْاِحْتِيَاطُ আর সাবধানতা هٰهُنَا এ ক্ষেত্রে فِىْ جَعْلِهٖ গাধার উচ্ছিষ্টকে সাব্যস্ত করা হবে مَشْكُوْكًا সন্দেহজনক বস্তু হিসেবে لِيَتَوَضَّأَ بِهٖ যাতে এর দ্বারা অজু করে وَيَتَيَمَّمَ এবং তায়াম্মুম করে নেয় وَسُمِّىَ আর নামকরণ করা হয়েছে اَىْ অর্থাৎ سُؤْرُ الْحِمَارِ গাধার উচ্ছিষ্টকে مَشْكُوْكًا সন্দেহজনক لِهٰذَا এ জন্য اَىْ অর্থাৎ لِاَجْلِ التَّعَارُضِ

বিরোধের কারণে لَا أَنْ يَعْنِىَ এ কারণে নয় যে لَا يَعْنِىْ بِهِ الْجَهْلَ এর হুকুম অজ্ঞাত اَىْ অর্থাৎ সন্দেহমূলক বলা হয় না اَنَّ বরং بَلْ حُكْمَهُ যে এর হুকুম مَجْهُوْل অজ্ঞাত لِيَكُوْنَ তাহলে এটা হয়ে পড়বে مِنْ قُبَيْلِ অন্তর্ভুক্ত لَا اَدْرِىْ লা আদরী-এর বরং حُكْمَهُ এর হুকুম مَعْلُوْمٌ জ্ঞাত রয়েছে وَهُوَ আর তা হলো وُجُوْبُ ওয়াজিব হওয়া التَّوَضِّىْ এ পানি দ্বারা অজু করা وَضَمُّ এবং যুক্ত করা التَّيَمُّمِ اِلَيْهِ এর সাথে তায়াম্মুম করা وَاَمَّا اِذَا অতএব যখন وَقَعَ সৃষ্টি হয় التَّعَارُضُ বিরোধ بَيْنَ মাঝে الْقِيَاسَيْنِ দু'টি কিয়াসের মাঝে فَلَمْ يَسْقُطَا তখন উভয়টি অকেজো হবে না بِالتَّعَارُضِ বিরোধের কারণে لِيَجِب কারণ তখন ওয়াজিব হয় الْعَمَلُ আমল করা بِالْحَالِ হালের সাথে لِاَنَّهُ কেননা لَمْ يُوْجَدْ পাওয়া যায়নি بَعْدَ الْقِيَاسِ কিয়াসের পর دَلِيْلٌ এমন কোনো দলিল يُصَارُ اِلَيْهِ যার দিকে রুজু করা যেতে পারে اِلَّا الْعَمَلَ আমল করা ব্যতীত بِالْحَالِ হালের সাথে وَهُوَ আর এটা لَيْسَ بِحُجَّةٍ দলিল নয় عِنْدَنَا আমাদের হানাফীগণের মতে وَاِنَّمَا يُصَارُ اِلَيْهِ আর হালের দিকে এ জন্য রুজু করা হয়ে থাকে فِىْ سُؤْرِ الْحِمَارِ গাধার উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রে لِلضَّرُوْرَةِ প্রয়োজনের তাগিদেই بَلْ বরং يَعْمَلُ আমল করবেন الْمُجْتَهِدُ মুজতাহিদ ব্যক্তি بِاَيِّهِمَا شَاءَ যে কোনোটি ইচ্ছা بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ তার অন্তরে সাক্ষ্য দ্বারা يَعْنِىْ অর্থাৎ يَتَحَرَّى উপযুক্ত বিবেচনা করবে قَلْبُهُ তার অন্তর اِلَى اَحَدِ কোনো একটির الْقِيَاسَيْنِ কিয়াসদ্বয়ের الَّذِىْ اِطْمَانَّ যেটির প্রতি তার অন্তর সন্তুষ্ট হবে بِنُوْرِ আলো দ্বারা الْفِرَاسَةِ দূরদর্শিতার الَّتِىْ اَعْطَاهَا যা দান করেছেন اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা لِكُلِّ مُؤْمِنٍ প্রত্যেক মু'মিনকে وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে لَا تُشْتَرَطُ শর্ত নয় شَهَادَةُ الْقَلْبِ অন্তরের সাক্ষ্য وَلِهٰذَا এ কারণেই كَانَ لَهُ তার জন্য রয়েছে فِىْ كُلِّ مَسْاَلَةٍ প্রত্যেক মাসআলায় قَوْلَانِ দু'টি কাওল اَوْ اَكْثَرُ অথবা ততোধিক فِىْ زَمَانٍ وَاحِدٍ একই জমানায় بِخِلَافِ اَئِمَّتِنَا কিন্তু আমাদের হানাফী ইমামগণ এর বিপরীত فَاِنَّهُ কেননা مَا تُرْوٰى عَنْهُمْ তাদের থেকে বর্ণিত হয়নি رِوَايَتَانِ দু'টি বর্ণনা فِىْ مَسْاَلَةٍ কোনো মাসআলায়ই اِلَّا بِحَسْبِ الزَّمَانَيْنِ তবে দুই পৃথক জমানার ভিত্তিতে বর্ণিত হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা وَلٰكِنْ কিন্তু لَمْ يُعْرَفْ জানা যায় না التَّارِيْخُ দিন তারিখ لِيعمل আমল করা যাবে بِالْاٰخِرِ فَقَطْ শুধু শেষোক্ত বর্ণনাটির উপর فَلِهٰذَا এ কারণেই دَارَ আবর্তিত হয় الْفَتْوٰى ফতোয়া بَيْنَهُمَا উভয় বর্ণনার মধ্যে هٰكَذَا قِيْلَ এরূপই বলা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ اِنَّ الْمُبِيْحَ وَالْمُحَرِّمَ اِذَا تَعَارَضَا الخ -এর আলোচনা :

একটি দ্বন্দ্বের নিরসন : উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, শরয়ী দলিলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সংঘটিত হলে এবং এর নিরসন সম্ভব না হলে تَقْرِيْرُ الْاُصُوْلِ -এর নীতি গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুকে এর মূল অবস্থার উপর বহাল রাখতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ গাধার উচ্ছিষ্টের কথা বলা হয়েছে। এর হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলিলসমূহ পরস্পর বিরোধী সাব্যস্ত হয়েছে। যদ্দরুন ফকীহগণ মুহদিছকে গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবার এর সাথে তায়াম্মুমেরও হুকুম দিয়েছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে যে, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে একটি নীতি চালু রয়েছে যে, তাঁরা হালাল ও হারাম সাব্যস্তকারীর মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হলে হারাম সাব্যস্তকারীকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কাজেই এ ক্ষেত্রেও ঐ মূলনীতির আলোকে হারামের দিককে প্রাধান্য দেওয়া যেত। কিন্তু তা না করে مَشْكُوْك (সন্দেহজনক) করা হলো কেন? এর জবাবে বলা হবে যে, ওলামায়ে কেরাম সতর্কতা অবলম্বনের খাতিরেই উক্ত মূলনীতি চালু করেছেন। অথচ এখানে مَشْكُوْك সাব্যস্ত করবার মধ্যেই অধিক সতর্কতা রয়েছে। কেননা, এতে অজু ও তায়াম্মুম উভয়ের حُكْم রয়েছে। অথচ উক্ত অবস্থায় কেবল তায়াম্মুমের حُكْم -ই থাকত।

قَوْلُهُ وَاَمَّا اِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে দু'টি কিয়াস পরস্পর বিরোধী হলে তার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দু'টি কিয়াস যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তবে উভয়টি পরিত্যক্ত হবে না। কেননা, এর পরে এমন কোনো দলিল নেই যার উপর আমল করা যেতে পারে। সুতরাং এমতাবস্থায় উভয় কিয়াসকে পরিত্যাগ করলে حَالْ বা অবস্থানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হবে। আর আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে এটা দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

তবে প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি حَالْ দলিল না হবে তাহলে হানাফীগণ গাধার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে حَالْ -এর আমল করেছেন কেন? এবং সে ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী কিয়াসদ্বয়ের প্রত্যেকটিকেই পরিত্যাগ করেছেন কেন? এর উত্তরে বলা হবে যে, গাধার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে বিশেষ প্রয়োজনে حَالْ -এর উপর আমল করা হয়েছে এবং কিয়াসদ্বয়কে পরিত্যাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদে হানাফীগণ সে ক্ষেত্রে حَالْ -এর উপর আমল করেছেন। কেননা, তথায় অজু ও তায়াম্মুম উভয় পালনের মধ্যেই সর্বাধিক সতর্কতা বিদ্যমান, যা অন্য কোনো অবস্থায় অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা حَالْ -কে দলিল সাব্যস্ত করেন বলে তা করেননি।

মুজতাহিদ যে কোনো একটি কিয়াসের উপর আমল করবে : পরস্পর বিরোধী দু'টি কিয়াসের মধ্যে মুজতাহিদ স্বীয় অন্তরের সাক্ষ্য অনুযায়ী যে কোনো একটির উপর আমল করবে। দু'টিকেই পরিত্যাগ করতে পারবে না। অর্থাৎ তার অন্তর যেই কিয়াসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে সাক্ষ্য দেয় এবং যার ব্যাপারে পরিতৃপ্তি লাভ করে সেটিই গ্রহণ করবে। আর তা সেই (আল্লাহ প্রদত্ত) অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হবে, যা প্রত্যেক ঈমানদারকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন।

একটি দ্বন্দ্বের নিরসন : উল্লেখ্য যে, দু'টি কিয়াসের মধ্যে বিরোধ হলে এদের যে কোনো একটির উপর আমল করবার জন্য মুজতাহিদকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। অথচ দু'টি نَصّ (কুরআনিক ভাষ্য)-এর মধ্যে বিরোধ হলে তথায় যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার ব্যাপারে মুজতাহিদকে এখতিয়ার দেওয়া হয়নি। অথচ نَصّ ও কিয়াসের ন্যায় শরয়ী দলিল; বরং কুরআনিক ভাষ্য (نَصّ) কিয়াসের চাইতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। এটার কারণ হচ্ছে- نَصّ আল্লাহর পক্ষ হতে حُكْم সাব্যস্ত করার জন্য প্রণীত হয়েছে। সুতরাং তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে। আর দু'টি نَصّ পরস্পর বিরোধী হওয়ার সময় এদের যে কোনো একটি অবশ্যই نَاسِخ (রহিতকারী) এবং অপরটি مَنْسُوْخ (রহিত) হবে। আর نَاسِخ -এর উপর আমল করা ওয়াজিব, আর যেহেতু আমরা مَنْسُوْخ ও نَاسِخ সম্পর্কে অবগত নই সেহেতু উভয় نَصّ -এর মধ্যে রহিত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ হতে حُكْم টি অজ্ঞাত রয়ে গেল। কাজেই উভয় نَصّ পরিত্যক্ত হবে। *[অবশিষ্ট অংশ ১১২ পৃষ্ঠায়]*

وَلَمَّا كَانَ هٰذَا بَيَانُ الْمُعَارَضَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ الَّتِىْ حُكْمُهَا التَّسَاقُطُ فَالْاٰنَ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ مُعَارَضَةٍ صُوْرِيَّةٍ حُكْمُهَا التَّرْجِيْحُ اَوِ التَّوْفِيْقُ فَقَالَ <u>وَالْمُخْلَصُ عَنِ الْمُعَارَضَةِ</u>

<u>اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ قِبَلِ الْحُجَّةِ</u> بِاَنْ لَّمْ يَعْتَدِلَا بِاَنْ كَانَ اَحَدُهُمَا مَشْهُوْرًا وَالْاٰخَرُ اٰحَادًا اَوْ يَكُوْنَ اَحَدُهُمَا نَصًّا وَالْاٰخَرُ ظَاهِرًا فَيَتَرَجَّحُ الْاَعْلٰى عَلَى الْاَدْنٰى وَقَدْ مَرَّ مِثَالُهٗ غَيْرَ مَرَّةٍ <u>اَوْ</u>

<u>مِنْ قِبَلِ الْحُكْمِ</u> بِاَنْ يَّكُوْنَ اَحَدُهُمَا حُكْمَ الدُّنْيَا وَالْاٰخَرُ حُكْمَ الْعُقْبٰى كَاٰيَتَيِ الْيَمِيْنِ فِىْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَالْمَائِدَةِ فَاِنَّهٗ تَعَالٰى قَالَ فِىْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ فَقَوْلُهٗ بِمَا كَسَبَتْ شَامِلٌ لِلْغَمُوْسِ وَالْمُنْعَقِدَةِ جَمِيْعًا فَيُفْهَمُ اَنَّ فِى الْغَمُوْسِ مُؤَاخَذَةً وَقَالَ فِىْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَاِنَّ الْمُرَادَ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْمُنْعَقِدَةُ فَقَطْ وَالْغَمُوْسُ هٰهُنَا دَاخِلٌ فِى اللَّغْوِ فَيُفْهَمُ اَنْ لَا مُؤَاخَذَةَ فِى الْغَمُوْسِ.

সরল অনুবাদ : যেহেতু পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় সেই مُعَارَضَةْ حَقِيْقَةْ-এর বর্ণনাই স্থান পেয়েছে, যার হুকুম ছিল পরস্পর বিরোধী তথা উভয় দলিলের আমলই অকেজো হয়ে পড়া, এ জন্য এখন গ্রন্থকার (র.) এ مُعَارَضَةْ صُوْرِيَّةْ-এর আলোচনা শুরু করেছেন, যার হুকুম হলো কোনো একটিকে প্রাধান্য দান করা অথবা উভয় দলিলের মধ্যে সমন্বয় বিধান করা। যেমন তিনি বলেছেন, **আর বিরোধ হতে নিষ্কৃতিদানকারী বস্তু কয়েক প্রকারে বিভক্ত– ১. হয়তো তা হুজ্জত-এর দিক হতে হবে, এভাবে যে, উভয় দলিলই** পরস্পর সমান সমান হবে না। যেমন– হুজ্জত দু'টির একটি খবরে মাশ্হুর এবং অপরটি খবরে ওয়াহিদ হবে অথবা একটি নস্ ও অন্যটি যাহের হবে, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে উচ্চতরটি নিম্নতরটির উপর প্রাধান্য লাভ করবে। এটার উদাহরণ পূর্বে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। **অথবা ২. তা হুকুমের দিক হতে হবে, এভাবে যে, তাদের একটির সম্পর্ক পার্থিব হুকুমের সাথে হবে এবং অন্যটির সম্পর্কে পারলৌকিক হুকুমের সাথে হবে। যেমন– শপথ সংক্রান্ত আয়াতদ্বয়, যা সূরা বাক্বারাহ ও সূরা মায়েদার মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে।** কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাক্বারায় এরশাদ করেছেন– لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ (আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে অর্থহীন শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না। অবশ্য সেসব শপথের জন্য পাকড়াও করবেন, যা জেনে বুঝে অন্তর দ্বারা সম্পাদন করবে।) এখানে بِمَا كَسَبَتْ শব্দটি يَمِيْن غَمُوْس ও يَمِيْن مُنْعَقِدَةْ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করছে। সুতরাং স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, يَمِيْن غُمُوْس বা মিথ্যা শপথের মধ্যেও শাস্তি রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মায়েদায় এরশাদ করেছেন– لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ (আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অর্থহীন শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না। অবশ্য সেসব শপথের জন্য পাকড়াও করবেন, যা তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদন করেছ।) এখানে بِمَا عَقَّدْتُّمْ দ্বারা শুধু يَمِيْن مُنْعَقِدَةْ-ই উদ্দিষ্ট এবং يَمِيْن غُمُوْس অর্থহীন শপথেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বুঝা যায় যে, يَمِيْن غُمُوْس-এর মধ্যে কোনো শাস্তি নেই।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا كَانَ هٰذَا بَيَانُ যখন এর বর্ণনা স্থান পেয়েছে اَلْمُعَارَضَةِ الْحَقِيْقَةِ মু'আরাযায়ে হাকীকিয়া اَلَّتِىْ حُكْمُهَا যার হুকুম ছিল اَلتَّسَاقُطُ পরস্পর বিরোধী فَالْاٰنَ এ জন্য এখন شَرَعَ গ্রন্থকার শুরু করেছেন فِىْ بَيَانِ বর্ণনা مُعَارَضَةٌ صُوْرِيَّةٌ বাহ্যিক বিরোধী حُكْمُهَا যার হুকুম হলো اَلتَّرْجِيْحُ কোনো একটিকে প্রাধান্য দান করা اَوِ التَّوْفِيْقُ অথবা উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা فَقَالَ যেমনি তিনি বলেছেন وَالْمُخْلَصُ নিষ্কৃতিদানকারী عَنِ الْمُعَارَضَةِ বিরোধ হতে اِمَّا হয়তোবা اَنْ يَّكُوْنَ হবে مِنْ قِبَلِ দিক হতে اَلْحُجَّةِ হুজ্জতের بِاَنْ এভাবে যে لَمْ يَعْتَدِلَا সমান সমান হবে না بِاَنْ كَانَ এভাবে যে اَحَدُهُمَا এদের একটি مَشْهُوْرًا খবরে মাশহুর وَالْاٰخَرُ আর অপরটি اٰحَادًا খবরে আহাদ اَوْ يَكُوْنَ অথবা হবে اَحَدُهُمَا এদের একটি نَصًّا নস وَالْاٰخَرُ আর অপরটি হলো ظَاهِرًا যাহের فَيَتَرَجَّحُ এরূপ ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করবে اَلْاَعْلٰى উচ্চতরটি عَلَى الْاَدْنٰى নিম্নতরটির উপর وَقَدْ مَرَّ আর

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে بَانَ مِثَالُهُ এর উদাহরণ غَيْرَ مَرَّةٍ একাধিকবার أَوْ অথবা مِنْ قِبَلِ الْحُكْمِ হুকুমের দিক হতে হবে بِأَنْ এভাবে যে يَكُوْنَ أَحَدُهُمَا একটির সম্পর্ক হবে حُكْمُ الدُّنْيَا পার্থিব হুকুমের সাথে وَالْآخَرُ আর অপরটি হবে حُكْمُ الْعُقْبٰى পারলৌকিক হুকুমের সাথে كَآيَتَيِ যেমন আয়াতদ্বয় الْيَمِيْنِ শপথ সংক্রান্ত فِىْ سُوْرَةِ সূরার মধ্যে الْبَقَرَةِ وَالْمَائِدَةِ বাকারাহ ও মায়েদাহ فَإِنَّهُ মহান আল্লাহ বলেছেন فِىْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ সূরা বাকারার মধ্যে لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না قَالَ تَعَالٰى অর্থহীন فِىْ أَيْمَانِكُمْ তোমাদের শপথের জন্য وَلٰكِنْ বরং يُؤَاخِذُكُمْ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন بِاللَّغْوِ যা সম্পাদন بِمَا كَسَبَتْ করবে قُلُوْبُكُمْ তোমাদের অন্তর فَقَوْلُهُ অতএব মহান আল্লাহর বাণী بِمَا كَسَبَتْ এ অংশটি شَامِلٌ অন্তর্ভুক্ত করেছে لِلْغَمُوْسِ মিথ্যা শপথকে وَالْمُنْعَقِدَةِ দৃঢ় শপথকে جَمِيْعًا উভয়কে فَيُفْهَمُ সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে أَنَّ فِى الْغَمُوْسِ মিথ্যা শপথের মধ্যেও রয়েছে مُؤَاخَذَةً শাস্তি وَقَالَ আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন فِىْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ সূরা আল-মায়েদায় لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ মহান আল্লাহ পাকড়াও করবেন না بِاللَّغْوِ অর্থহীন فِىْ أَيْمَانِكُمْ তোমাদের শপথের وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ বরং পাকড়াও করবেন بِمَا عَقَّدْتُمْ যা তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদন করেছ الْأَيْمَانَ শপথ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِمَا عَقَّدْتُمْ কেননা بِمَا عَقَّدْتُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য المنعقدة দৃঢ় শপথ فَقَطْ শুধু وَالْغَمُوْسُ আর ইয়ামীনে গামূস هٰهُنَا এখানে دَاخِلٌ অন্তর্ভুক্ত فى اللغو অর্থহীন শপথের فَيُفْهَمُ সুতরাং বুঝা যায় যে أَنْ لَا مُؤَاخَذَةَ কোনো শাস্তি নেই فِى الْغَمُوْسِ মিথ্যা শপথের মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[পূর্ববর্তী ১১০ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ]

পক্ষান্তরে কিয়াস ধারণামূলকভাবে আমলের জন্য প্রণীত। (যদিও নাকি ভুল হয়।) সুতরাং যখন দু'টি কিয়াসের মধ্যে বিরোধ হবে তখন এদের উভয়ের সাথে আমল করা সম্ভবপর হবে না। কাজেই মুজতাহিদ এদের মধ্যে যে কোনো একটিকে নির্ধারণ করলে তা ظَنٌّ তথা ধারণার সাথে আমলকে ওয়াজিব করবে, যাতে ভুলের আশঙ্কা থেকে যাবে। আর ভুলের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকা কিয়াসের জন্য ক্ষতিকর নয়, যা نَصٌّ-এর বিপরীত। বাহরুল উলূম মাওলানা আবদুল আলী (র.) এরূপই বলেছেন।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) لَا تُشْتَرَطُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে পরস্পর বিরোধী দু'টি কিয়াসের মধ্যে প্রাধান্য দানের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে পরস্পর বিরোধী দু'টি কিয়াসের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য মুজতাহিদের অন্তরের সাক্ষ্য প্রয়োজন; কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) উপরোক্ত শর্তারোপ করেননি। আর এ কারণেই ইমাম ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে প্রায় সকল মাসআলাতেই দুই বা ততোধিক অভিমত পাওয়া যায়। অথচ আমাদের হানাফী ইমামগণের ব্যাপারটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং তাদের হতে একই সময় একাধিক অভিমত (একই মাসআলার ব্যাপারে) পাওয়া যায় না। তবে কোনো মাসআলায় একাধিক অভিমত পাওয়া গেলে বুঝতে হবে তা দুই সময় হয়েছে। কিন্তু সঠিক সময়কাল জানা না থাকার কারণে উভয় মতের মধ্যেই ফতোয়া আবর্তিত হয়ে থাকে।

[১১১ নং পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ وَالْمُخَلِّصُ عَنِ الْمُعَارَضَةِ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مِنْ قِبَلِ الْحُجَّةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে দলিলের দিক দিয়ে مُعَارَضَةٌ নিরসনের উপায় আলোচিত হয়েছে। এখানে মুসান্নিফ (র.) مُعَارَضَةٌ صُوْرِيَّةٌ বা বাহ্যিক বিরোধ নিরসনের কতিপয় উপায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ১. হয়তো حُجَّةٌ বা দলিলের দিক হতে উক্ত বিরোধ নিরসন করা হবে। এভাবে যে, উভয় দলিল সমপর্যায়ের ও সমমানের হবে না। যেমন– এদের একটি خَبَرٌ مَشْهُوْرٌ হবে এবং অপরটি خَبَرٌ وَاحِدٌ হবে। অথবা একটি نَصٌّ হবে এবং অপরটি ظَاهِرٌ হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উচ্চমানের দলিলকে নিম্নমানের দলিলের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। কাজেই خَبَرٌ وَاحِدٌ-এর মোকাবিলায় خَبَرٌ مَشْهُوْرٌ-কে এবং ظَاهِرٌ-এর মোকাবিলায় نَصٌّ-কে প্রাধান্য দেওয়া হবে। যেমন– ইমাম আবূ দাউদ (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি এই যে, নবী করীম ﷺ আসরের নামাজের পর দু' রাকআত নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। আর এটা خَبَرٌ وَاحِدٌ এটা একটি মাশহুর হাদীসের বক্তব্যের বিরোধী হয়েছে, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন–

"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَهِدَ عِنْدِىْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِىْ عُمَرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ" -

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– কতিপয় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। যাদের মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হলেন হযরত ওমর (রা.)। নবী করীম ﷺ ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন এবং আসরের নামাজের পর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। সুতরাং উপরোক্ত হাদীসদ্বয় পরস্পর বিরোধী সাব্যস্ত হয়েছে। আর প্রথমোক্তটি খবরে ওয়াহেদ এবং শোষোক্তটি খবরে মাশহুর। এ জন্য দ্বিতীয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সুতরাং প্রথমটির আমল বাতিল ও পরিত্যক্ত হবে।

مُعَارَضَةٌ قَوْلُهُ اَوْ مِنْ قِبَلِ الْحُكْمِ بِاَنْ يَّكُوْنَ اَحَدُهُمَا الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে حُكْم -এর দিক হতে صُوْرِيَّةٌ নিরসনের উদাহরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ২. এখানে গ্রন্থ (র.) حُكْم -এর দিক হতে বিরোধ অপসারণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ দু'টি দলিলের মধ্যে (বাহ্যিক) বিরোধ হলে حُكْم -এর দিক হতেও উক্ত বিরোধ কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিরসন করা যেতে পারে। এভাবে যে, এদের একটি حُكْم পার্থিব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং অপরটি পারলৌকিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যেমন– সূরায়ে বাক্বারাহ ও সূরায়ে মায়েদায় বর্ণিত শপথ সংক্রান্ত দু'টি আয়াত।

সূরায়ে বাক্বারায় আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ" অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য ধর-পাকড় করবেন না; বরং তোমাদেরকে সেই শপথের জন্য পাকড়াও করবেন যা তোমাদের অন্তর অর্জন করেছে। অর্থাৎ যা তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছ। সুতরাং এ আয়াতে بِمَا كَسَبَتْ -এর মধ্যে غَمُوْس ও مُنْعَقِدَةٌ উভয় শপথ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা, দু'টিই ইচ্ছাকৃতভাবে হয়ে থাকে। কাজেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়– এতদুভয় শপথের কারণে পাকড়াও করা হবে। অপরদিকে সূরায়ে মায়েদায় এরশাদ হয়েছে যে, "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ" অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে অনর্থক শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না, তবে তোমরা যেই শপথের আকদ বা চুক্তি করেছ সেই শপথ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধরপাকড় করবেন। এখানে بِمَا عَقَّدْتُّمْ -এর দ্বারা কেবল مُنْعَقِدَةٌ -কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, عَقْد -এর প্রকৃত অর্থ হলো রশির বন্ধন। অর্থাৎ রশির একাংশকে অন্য অংশের সাথে বাঁধা। অতঃপর কোনো حُكْم সাব্যস্ত করবার জন্য কতিপয় শব্দকে অন্য শব্দের সাথে সংযুক্ত করার অর্থে রূপকভাবে এটার প্রয়োগ হতে লাগল। পুনরায় যা উপরিউক্ত শাব্দিক সংযোজনের জন্য সবব তার জন্য ব্যবহৃত হতে লাগল। অর্থাৎ عَزْمُ الْقَلْب বা অন্তরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগল। তবে শাব্দিক সংযুক্তির অর্থে এর ব্যবহারই শ্রেয়। কেননা, এটা প্রকৃত অর্থের সাথে সমধিক সঙ্গতিশীল। আর এটা কেবল কল্যাণকর ব্যাপারেই প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা, মানুষ (সাধারণত) অকল্যাণকর কাজ করার জন্য সংকল্প করে না, যা উক্ত আয়াতে بِمَا عَقَّدْتُّمْ -এর দ্বারা কেবল يَمِيْن مُنْعَقِدَةٌ -কেই বুঝানো যেতে পারে غَمُوْس -কে নয়; غَمُوْس এ আয়াতে لَغْو -এর আওতাভুক্ত হবে। যদ্দরুন সাব্যস্ত হবে যে, غَمُوْس -এর মধ্যে কোনোরূপ ধর-পাকড়াও নেই।

এক্ষণে আয়াতদ্বয় যেহেতু غَمُوْس -এর ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী হয়েছে সেহেতু সূরায়ে বাক্বারার আয়াতকে আমরা পারলৌকিক পাকড়াও (শাস্তি)-এর অর্থে গ্রহণ করেছি এবং মায়েদার আয়াতকে পার্থিব পাকড়াও (শাস্তি)-এর অর্থে গ্রহণ করেছি। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, غَمُوْس -এর মধ্যে পারলৌকিক পাকড়াও তথা গুনাহ হবে এবং পার্থিব পাকড়াও তথা কাফ্ফারাহ ওয়াজিব হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন যে, সূরায়ে বাক্বারার মধ্যে "كَسْبُ الْقَلْب" (অন্তরের উপার্জন)-এর দ্বারা মিথ্যা উপার্জন তথা মিথ্যা ইচ্ছা করাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, অন্তর যদি সত্য উপার্জন তথা সত্যের ইচ্ছা করে তবে এতে পাকড়াও হবার প্রশ্নই উঠে না। আর يَمِيْن غَمُوْس -এর ক্ষেত্রেই কেবল অন্তরের মিথ্যা ইচ্ছা পোষণ পাওয়া যায়। কেননা, غَمُوْس বলে অতীতের কোনো ঘটনার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা। অথচ مُنْعَقِدَةٌ -এর মধ্যে মিথ্যার ইচ্ছা করা হয় না; বরং সত্যের ইচ্ছা করা হয়। (কেননা, مُنْعَقِدَةٌ বলে ইচ্ছাকৃতভাবে ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা বা না করার শপথ করা, যা আন্তরিকভাবেই হয়।) বরং এতে সততা শপথকারীর এখতিয়ারভুক্ত থাকে। অপরদিকে সূরায়ে মায়েদার আয়াতে بِمَا عَقَّدْتُّمْ -এর দ্বারা কেবল مُنْعَقِدَةٌ -এর কথা বুঝানো হয়েছে। আর উভয় আয়াতেই পারলৌকিক পাকড়াওকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং সূরায়ে বাক্বারায়ে مُنْعَقِدَةٌ -এর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং সূরায়ে মায়েদায়ে غَمُوْس -এর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। কাজেই এতদুভয় আয়াতের মধ্যে কোনোরূপ দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই।

فَلَمَّا تَعَارَضَتِ الْاٰيَتَانِ فِىْ حَقِّ الْغُمُوْسِ حَمَلْنَا اٰيَةَ الْبَقَرَةِ عَلَى الْمُؤَاخَذَةِ الْاُخْرَوِيَّةِ وَاٰيَةُ الْمَائِدَةِ عَلَى الْمُؤَاخَذَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ فَعُلِمَ اَنَّ فِى الْغُمُوْسِ مُؤَاخَذَةً اُخْرَوِيَّةً وَهِىَ الْاِثْمُ لَامُؤَاخَذَةَ دُنْيَوِيَّةً وَهِىَ الْكَفَّارَةُ وَقَدْ حَرَّرْتُ فِيْمَا سَبَقَ بِاَطْوَلِ مِنْ هٰذَا اَوْ مِنْ قِبَلِ الْحَالِ بِاَنْ يَّحْمِلَ اَحَدُهُمَا عَلٰى حَالَةٍ وَالْاٰخَرُ عَلٰى حَالَةٍ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى حَتّٰى يَطْهُرْنَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ فَاِنَّ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ قَرَأَ بَعْضُهُمْ يَطْهُرْنَ بِالتَّخْفِيْفِ اَىْ لَا تَقْرَبُوا الْحَائِضَاتِ حَتّٰى يَطْهُرْنَ بِانْقِطَاعِ دَمِهِنَّ سَوَاءٌ اِغْتَسَلْنَ اَوْ لَا وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ يَطَّهَّرْنَ بِالتَّشْدِيْدِ اَىْ لَاتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَغْتَسِلْنَ فَتَعَارَضَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ اٰيَتَيْنِ فَوَجَبَ التَّطْبِيْقُ بَيْنَهُمَا بِاَنْ تُحْمَلَ قِرَاءَةُ التَّخْفِيْفِ عَلٰى مَا اِذَا انْقَطَعَ لِعَشَرَةِ اَيَّامٍ اِذْ لَا يَحْتَمِلُ الْحَيْضُ الْمَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فَبِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِ الدَّمِ حِيْنَئِذٍ يَحِلُّ الْوَطْئُ.

সরল অনুবাদ : সুতরাং যখন আয়াতদ্বয় يَمِيْنِ غُمُوْسِ-এর বেলায় পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আমরা সূরা বাক্বারার আয়াতটিকে পরকালীন শাস্তির উপর এবং সূরা মায়েদার আয়াতটিকে পার্থিব শাস্তির উপর প্রয়োগ করেছি। কাজেই বুঝা গেল যে, يَمِيْنِ غُمُوْسِ-এর ক্ষেত্রে পরকালীন পাকড়াও রয়েছে অর্থাৎ এমন পাপ যার শাস্তি পরকালে হবে, পার্থিব শাস্তি হবে না। অর্থাৎ কাফফারা প্রদান আবশ্যিক হবে না। আমি এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে হাকীকত ও মাজাযের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ৩. **অথবা তা حَالْ - এর দিক হতে হবে। যেমন এভাবে যে, তাদের একটিকে এক অবস্থার উপর এবং অন্যটিকে আরেক অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার কাওল– حَتّٰى يَطْهُرْنَ-এর মধ্যে تَخْفِيْف-এর সাথে পঠিতব্য حَتّٰى يَطْهُرْنَ-কে এক অবস্থার উপর এবং تَشْدِيْد-এর সাথে পঠিতব্য حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ-কে আরেক অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে।** কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার কাওল : وَلَاتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ-এর মধ্যে কোনো কোনো আলিম يَطْهُرْنَ শব্দটিকে তাশ্দীদ ছাড়াই পাঠ করেছেন। তখন অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তোমরা ঋতুবতী স্ত্রীলোকগণের সাথে ততক্ষণ সহবাসে লিপ্ত হয়ো না, যতক্ষণ না তারা মাসিক রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়। চাই তারা রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর গোসল করুক বা না করুক। আর কোনো কোনো আলিম একে তাশ্দীদ সহকারে يَطَّهَّرْنَ পাঠ করেছেন। তখন অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তোমরা ঋতুবতী স্ত্রীলোকগণের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সহবাসে লিপ্ত হয়ো না যতক্ষণ না তারা গোসল করে পবিত্র হয়ে যায়। এখানে কেরাত দু'টির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সংঘটিত হয়ে গেছে এবং কেরাতদ্বয় দু'টি আয়াতের স্তরে অবস্থান করছে। সুতরাং কেরাত দু'টির মধ্যে সমন্বয় বিধান করা ওয়াজিব হয়েছে, আর তা এভাবে যে, تَخْفِيْف-এর কেরাতকে সেই অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে, যখন স্ত্রীলোকটির মাসিক রক্তস্রাব পূর্ণ দশ দিনে বন্ধ হবে। কারণ, মাসিক রক্তস্রাব দশ দিনের অধিককাল পর্যন্ত প্রলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। সুতরাং তখন শুধু রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই যৌন সম্ভোগ হালাল হয়ে যাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَمَّا تَعَارَضَتْ অতঃপর যখন বিরোধপূর্ণ হয়ে গেছে الْاٰيَتَانِ আয়াতদ্বয় فِىْ حَقِّ الْغُمُوْسِ মিথ্যা শপথের বেলায় حَمَلْنَا তখন আমরা প্রয়োগ করেছি اٰيَةَ الْبَقَرَةِ সূরা বাক্বারার আয়াতটিকে عَلَى الْمُؤَاخَذَةِ শাস্তির উপর الْاُخْرَوِيَّةِ পরকালীন وَاٰيَةَ الْمَائِدَةِ আর মায়েদার আয়াত عَلَى الْمُؤَاخَذَةِ শাস্তির উপর الدُّنْيَوِيَّةِ পার্থিব فَعُلِمَ اَنَّ কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে فِى الْغُمُوْسِ মিথ্যা শপথের ক্ষেত্রে مُؤَاخَذَةً اُخْرَوِيَّةً পরকালীন পাকড়াও রয়েছে وَهِىَ الْاِثْمُ অর্থাৎ এটা এমন পাপ لَا مُؤَاخَذَةَ শাস্তি হবে না دُنْيَوِيَّةً পার্থিব وَهِىَ الْكَفَّارَةُ তথা কাফফারা আবশ্যক হবে না وَقَدْ حَرَّرْتُ আর আমি তা বর্ণনা করেছি فِيْمَا سَبَقَ পূর্বে অতিক্রম করেছে بِاَطْوَلِ বিস্তারিত مِنْ هٰذَا এর থেকে اَوْ অথবা مِنْ قِبَلِ الْحَالِ হালের দিক থেকে بِاَنْ এভাবে যে يُحْمَلَ প্রয়োগ করা হবে اَحَدُهُمَا এদের একটিকে عَلٰى حَالَةٍ এক অবস্থার উপর وَالْاٰخَرُ আর অপরটিকে عَلٰى حَالَةٍ অন্য অবস্থার উপর كَمَا যেমনিভাবে فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى মহান আল্লাহর কথা حَتّٰى يَطْهُرْنَ এ অংশটি بِالتَّخْفِيْفِ সহজতার সাথে وَالتَّشْدِيْدِ এবং কঠিনতার সাথে فَاِنَّ কেননা فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى মহান আল্লাহর বাণীতে وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ অর্থাৎ তোমরা তাদের নিকটবর্তী হয়ো না حَتّٰى يَطْهُرْنَ যে পর্যন্ত তারা পবিত্র না হয় قَرَأَ পাঠ করেছেন بَعْضُهُمْ يَطْهُرْنَ কিছু সংখ্যক يَطْهُرْنَ- কে بِالتَّخْفِيْفِ সহজতার সাথে اَىْ অর্থাৎ لَا تَقْرَبُوْا

তোমরা নিকটবর্তী হয়ো না الْحَائِضَاتُ ঋতুবতী স্ত্রীলোকগণের حَتّٰى يَطْهُرْنَ যে পর্যন্ত তারা পবিত্র না হয় بِانْقِطَاعِ যতক্ষণ না বন্ধ হয় দমেহিন্না দমুহন্না تাদের ঋতুস্রাব سَوَاءٌ চাই اِغْتَسَلْنَ গোসল করুক اَوْ لَا অথবা না করুক وَقَرَأَ আর পাঠ করেছেন بَعْضُهُمْ يَطَّهَّرْنَ কেউ কেউ يَطَّهَّرْنَ -কে بِالتَّشْدِيْدِ তাশদীদের সাথে اَىْ অর্থাৎ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ো না حَتّٰى يَغْتَسِلْنَ যে পর্যন্ত তারা গোসল না করে فَتَعَارَضَ অতএব বিরোধ সংঘটিত হয়ে পড়ল بَيْنَ মাঝে الْقِرَاءَتَيْنِ কেরাতদ্বয়ের মাঝে وَهُمَا আর এই কেরাতদ্বয় بِمَنْزِلَةِ স্থলাভিষিক্ত اٰيَتَيْنِ দুই আয়াতের فَوَجَبَ সুতরাং ওয়াজিব হয়ে পড়েছে التَّطْبِيْقُ সমন্বয় সাধন بَيْنَهُمَا উভয়ের মাঝে بِاَنْ এভাবে যে تُحْمَلَ প্রয়োগ করা হবে قِرَاءَةُ التَّخْفِيْفِ তাখফীফের কেরাতকে عَلٰى مَا সে অবস্থার উপর اِذَا যখন نْقَطَعَ বন্ধ হয়ে যায় عَلٰى هٰذَا পূর্ণ দশ দিনে لِعَشَرَةِ اَيَّامٍ اِذْ কেননা لَا يَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখে না الْمَزِيْدَ الْحَيْضُ হায়েয অতিরিক্ত দশ দিনের فَمُجَرَّدُ অতএব শুধু اِنْقِطَاعِ বন্ধ হওয়ার ফলে الدَّمِ حِيْنَئِذٍ রক্তস্রাব তৎক্ষণাৎই يَحِلُّ বৈধ হয়ে যাবে الْوَطْءُ সহবাস করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْ مِنْ قِبَلِ الْحَالِ بِاَنْ يُحْمَلَ اَحَدُهُمَا عَلَى الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে অবস্থার দিক দিয়ে مُعَارَضَةٌ صُوْرِيَّةٌ (বাহ্যিক দ্বন্দ্ব) নিরসনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) مُعَارَضَةٌ صُوْرِيَّةٌ তথা বাহ্যিক বিরোধ অবসানের তৃতীয় পদ্ধতির আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ অবস্থার দিক হতেও বিরোধ অবসান করা যেতে পারে। এভাবে একটি দলিলকে এক অবস্থায় প্রয়োগ করা হবে এবং অপরটিকে অন্য অবস্থায় প্রয়োগ করা হবে। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী "وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ" (আর হায়েয হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিকট যেয়ো না। অর্থাৎ তাদের সাথে সহবাস করো না।) এ আয়াতটির يَطْهُرْنَ শব্দটিতে দু'টি কেরাত রয়েছে। তাশ্দীদের সাথে এবং তাশদীদ ব্যতীত। আর এ দু'টি قِرَاءَةٌ দু'টি আয়াতের সমতুল্য। সুতরাং تَخْفِيْف -এর অবস্থায় আয়াতটির অর্থ হবে– ঋতুবতী মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস করো না। এতে বুঝা গেল যে, হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই তার সাথে সহবাস করা যাবে। চাই সে গোসল করুক অথবা না করুক।

আর তাশ্দীদ যোগে পড়লে অর্থ দাঁড়ায়–ঋতুবতী মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পর গোসল না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করো না। সুতরাং কেরাতদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হলো। আর এরা দু'টি আয়াতের সমতুল্য। কাজেই উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন অপরিহার্য হলো। সুতরাং তাখফীফের কেরাতকে ঐ অবস্থায় প্রয়োগ করা হবে যখন দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়। কেননা, এর অধিক হায়েয হওয়ার কোনোরূপ সম্ভাবনা নেই। কাজেই এমতাবস্থায় কেবল রক্ত বন্ধ হওয়ার দ্বারাই সহবাস হালাল হবে। আর তাশ্দীদের কেরাতকে ঐ অবস্থায় প্রয়োগ করা হবে যখন দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, তখনো রক্ত পুনরায় প্রবাহের আশঙ্কা থেকে যায়। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত গোসল না করবে অথবা পূর্ণ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের পরিমাণ সময় অতিবাহিত হবে। যাতে সে পবিত্র হয়েছে বলে حُكْم দেওয়া যায়। এটা মোল্লা জীয়ন (র.)-এর বক্তব্য অবশ্য হাশিয়াকার বলেছেন যে, এটা বলা সঠিক হবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে গোসল করে নিবে অথবা এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে যাতে সে গোসল করে নিতে পারে, কাপড় পরিধান করে নিতে পারে এবং তাহরীমাহ বাঁধতে পারে। ইমাম ত্বাহাবী (র.) অনুরূপ বলেছেন, আর এটার রহস্য হচ্ছে– যখন এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হবে যাতে গোসল করা, কাপড় পরিধান করা এবং তাহরীমাহ বাঁধা সম্ভব তখন তাদের উপর নামাজ ওয়াজিব হয়ে যাবে। সুতরাং মহিলা শরিয়তের দৃষ্টিতে পবিত্র হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই সহবাসও হালাল হবে।

وَتُحْمَلُ قِرَاءَةُ التَّشْدِيْدِ عَلٰى مَا اِذَا انْقَطَعَ لِاَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ اِذْ يَحْتَمِلُ عَوْدُ الدَّمِ فَلَا يُؤَكَّدُ اِنْقِطَاعُهُ اِلَّا اَنْ تَغْتَسِلَ اَوْ يَمْضِىَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلٰوةٍ كَامِلَةٍ لِيَحْكُمَ بِطَهَارَتِهَا وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ اَنَّ قَوْلَهُ تَعَالٰى فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ بَعْدَ ذٰلِكَ لَيْسَ اِلَّا بِالتَّشْدِيْدِ فَهُوَ يُؤَكِّدُ جِهَةَ الْاِغْتِسَالِ عَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ اِلَّا اَنْ يُّقَالَ يَدُلُّ عَلٰى اِسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ دُوْنَ الْوُجُوْبِ اَوْ يُحْمَلُ تَطَهَّرْنَ حِيْنَئِذٍ عَلٰى طَهُرْنَ كَتَبَيَّنَ بِمَعْنٰى بَانَ اَوْ مِنْ قِبَلِ اخْتِلَافِ الزَّمَانِ صَرِيْحًا فَاِنَّهُ اِذَا عُلِمَ التَّارِيْخُ فَلَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ الْمُتَاَخِّرُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَ اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَزَلَتْ بَعْدَ الْاٰيَةِ الَّتِىْ فِىْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا فَاِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّ عِدَّةَ مُتَوَفَّى الزَّوْجِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلَةً اَوْ لَا وَالْاٰيَةُ الْاُوْلٰى تَدُلُّ عَلٰى اَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ وَضْعُ الْحَمْلِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُطَلَّقَةً اَوْ مُتَوَفَّى الزَّوْجِ فَبَيْنَهُمَا عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ فَتَعَارَضَ بَيْنَهُمَا فِى الْمَادَّةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَهِىَ الْحَامِلُ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا ـ

সরল অনুবাদ : আর তাশ্‌দীদের কেরাতকে সেই অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে, যখন দশ দিনের কম সময়ের মধ্যে মাসিক রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, এমতাবস্থায় পুনরায় রক্তস্রাবের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ততক্ষণ রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া সুনিশ্চিত হবে না, যতক্ষণ না স্ত্রীলোকটি গোসল করে নিবে অথবা তার উপর দিয়ে পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাজের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, যাতে তার ঋতু হতে পবিত্র হওয়ার হুকুম প্রদান করা যায়। তথাপি এটার উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাওল : فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ যা পরে উল্লিখিত হয়েছে, তাতে তো তাশ্‌দীদ ছাড়া আর কোনো কেরাত নেই। সুতরাং তা উভয় অবস্থায়ই গোসলের বিবেচনাকে নিশ্চিত করে দেয়। (এমতাবস্থায় উপরোল্লিখিত পার্থক্য বর্ণনা অর্থহীন হয়ে যায়।) কিন্তু এর উত্তর এই প্রদান করা যায় যে, এ কাওলটি গোসল মুস্তাহাব হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে, ওয়াজিব হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে না। অথবা এ উত্তর প্রদান করা হবে যে, এখানে تَطَهَّرْنَ শব্দটি طَهُرْنَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন- تَبَيَّنَ শব্দটি بَانَ অর্থে ব্যবহৃত হয়। **অথবা তা প্রকাশ্যভাবে জমানার বিভিন্নতার দিক হতে হবে।** কেননা, যখন দিন তারিখ জানা যাবে, তখন পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটির জন্য অনিবার্যভাবেই নাসেখ হবে। **যেমন- আল্লাহ্ তা'আলার কাওল** اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ **এটা সূরা বাক্বারার আয়াত-** اَلَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا **-এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে।** কেননা, সূরা বাক্বারার এ আয়াতটি নির্দেশ করছে যে, مُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا -এর ইদ্দত চার মাস দশ দিন। চাই স্ত্রী গর্ভবতী হোক কিংবা না হোক। আর প্রথমোক্ত আয়াতটি নির্দেশ করে যে, গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত গর্ভ খালাস হওয়া। চাই সে তালাকপ্রাপ্তা হোক কিংবা مُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا -ই হোক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আয়াত দু'টির মধ্যে عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ -এর সম্পর্ক রয়েছে। (যাতে দু'টি বিষয় مَادَّةُ اِفْتِرَاقٍ -এর এবং একটি বিষয় مَادَّةُ اِجْتِمَاعٍ -এর বিদ্যমান থাকে।) কাজেই مَادَّةُ اِجْتِمَاعٍ বা সম্মিলিত বিষয়ে আয়াত দু'টি পরস্পর বিরোধপূর্ণ। আর مَادَّةُ اِجْتِمَاعٍ হলো সেই স্ত্রীলোক, যে গর্ভবতী হবে এবং যার স্বামী তাকে জীবিত রেখে মারা যাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَتُحْمَلُ আর প্রয়োগ করা হবে قِرَاءَةُ التَّشْدِيْدِ তাশদীদের কেরাতকে عَلٰى مَا সেই অবস্থার উপর اِذَا انْقَطَعَ যখন বন্ধ হয়ে যাবে لِاَقَلَّ কম সময়ে مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ দশ দিনের اِذْ يَحْتَمِلُ তখন সম্ভাবনা রয়েছে عَوْدُ পুনরায় আসার الدَّمِ ঋতুস্রাবের فَلَا يُؤَكَّدُ সুতরাং তখন সুনিশ্চিত হওয়া যাবে না اِنْقِطَاعُهُ রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া اِلَّا اَنْ تَغْتَسِلَ যে পর্যন্ত স্ত্রীলোকটি গোসল করে নিবে اَوْ অথবা يَمْضِىَ عَلَيْهَا তার উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে যাবে وَقْتُ সময় صَلٰوةٍ كَامِلَةٍ পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাজের لِيَحْكُمَ যাতে হুকুম দেওয়া যায় بِطَهَارَتِهَا তার পবিত্র হওয়ার وَلٰكِنْ তথাপি يَرِدُ عَلَيْهِ এর উপর আপত্তি উত্থাপিত হয় اَنَّ যে قَوْلَهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার কাওল فَاِذَا تَطَهَّرْنَ যখন ঋতুবতীগণ পবিত্রা হয় فَاْتُوْهُنَّ তখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস করো بَعْدَ ذٰلِكَ যা পরে উল্লিখিত হয়েছে لَيْسَ اِلَّا بِالتَّشْدِيْدِ এতে তো তাশদীদ ব্যতীত অন্য কোনো কেরাত নেই فَهُوَ يُؤَكِّدُ এটা নিশ্চিত করে দেয় جِهَةَ الْاِغْتِسَالِ গোসল করার বিবেচনাকে عَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ উভয় অবস্থায় اِلَّا اَنْ يُّقَالَ তবে এর জবাবে বলা যায়

যে يَدُلُّ এটা নির্দেশ করে عَلٰى اِسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ গোসল মোস্তাহাব হওয়ার প্রতি دُوْنَ الْوُجُوْبِ ওয়াজিব হওয়ার প্রতি নয় اَوْ অথবা
بِمَعْنٰى بَانَ تَبَيَّنَ كَتَبَيَّنَ যেমন تَبَيَّنَ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে تَطَّهَّرْنَ حِيْنَئِذٍ এ শব্দটি তখন عَلٰى طَهُرْنَ তাহুরনার অর্থে বানা يُحْمَلُ
অর্থে ব্যবহৃত হয় اَوْ অথবা مِنْ قِبَلِ দিক হতে اِخْتِلَافِ বিভিন্নতার الزَّمَانِ জমানার صَرِيْحًا প্রকাশ্যভাবে فَاِنَّهٗ اِذَا عُلِمَ কেননা, যখন
জানা যাবে التَّارِيْخُ দিন তারিখ فَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ তখন অনিবার্য হয়ে পড়বে الْمُتَأَخِّرُ পরবর্তীটি نَاسِخًا নাসেখ لِلْمُتَقَدِّمِ পূর্ববর্তীটির
জন্য لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমনি আল্লাহ তা'আলার কাওল وَ اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ গর্ভবতী নারীগণ اَجَلُهُنَّ তাদের ইদ্দতের সীমা হলো اَنْ يَّضَعْنَ
প্রসব করা حَمْلَهُنَّ তাদের গর্ভ نَزَلَتْ এটি অবতীর্ণ হয়েছে بَعْدَ الْاٰيَةِ সে আয়াতের পরে الَّتِىْ فِىْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ যা সূরা বাক্বারায়
রয়েছে وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ যারা মৃত্যুবরণ করে مِنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে وَيَذَرُوْنَ এবং রেখে যায় اَزْوَاجًا স্ত্রীগণকে يَتَرَبَّصْنَ
بِاَنْفُسِهِنَّ তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ চার মাস وَعَشْرًا এবং দশদিন فَاِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ কেননা, এ আয়াতটি تَدُلُّ
বুঝায় বা নির্দেশ করে عَلٰى اَنَّ এ কথার উপর যে عِدَّةَ ইদ্দত مُتَوَفّٰى যে নারীর মৃত্যুবরণ করেছে الزَّوْجُ স্বামী اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ চার মাস
وَعَشْرًا এবং দশ দিন سَوَاءٌ كَانَتْ সে মহিলাটি হোক حَامِلَةً গর্ভবতী اَوْ لَا কিংবা না হোক وَالْاٰيَةُ الْاُوْلٰى আর প্রথম আয়াতটি تَدُلُّ
নির্দেশ করে عَلٰى اَنَّ এটার উপর যে عِدَّةَ الْحَامِلِ গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত وَضْعُ খালাস হওয়া الْحَمْلِ গর্ভ سَوَاءٌ كَانَتْ চাই সেই
মহিলাটি হোক مُطَلَّقَةً তালাকপ্রাপ্তা اَوْ অথবা مُتَوَفّٰى তার মৃত্যুবরণ করুক الزَّوْجُ স্বামী فَبَيْنَهُمَا এ আয়াতদ্বয়ের মাঝে عُمُوْمٌ
وَّخُصُوْصٌ আম খাস সম্পর্ক রয়েছে مِنْ وَجْهٍ একদিক হতে فَتَعَارَضَ অতএব বিরোধপূর্ণ হয়ে পড়েছে بَيْنَهُمَا আয়াতদ্বয়ের মাঝে
فِى الْمَادَّةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ সম্মিলিত বিষয়ে وَهِىَ আর তা হলো الْحَامِلُ গর্ববতী মহিলা الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا যার মারা যাবে زَوْجُهَا স্বামী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ اَنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى فَاِذَا تَطَهَّرْنَ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে একটি দ্বন্দ্বের নিরসন করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, "لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ" -এর মধ্যে يَطْهُرْنَ তাখফীফের সাথে হলে গোসল ব্যতীত সহবাস জায়েজ হওয়ার অর্থে হবে। আর يَطَّهَّرْنَ তাশ্‌দীদের সাথে হলে অর্থ হবে গোসল করার পর জায়েজ হবে। প্রথমটি হায়েযের মুদ্দত দশ দিন পূর্ণ হওয়ার অবস্থায় আর দ্বিতীয়টি দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বের জন্য প্রযোজ্য হবে। অথচ আল্লাহর বাণী- "فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ بَعْدَ ذٰلِكَ" আয়াতটির মধ্যে تَطَهَّرْنَ শব্দটি কেবল তাশদীদের সাথে বর্ণিত রয়েছে। যা দ্বারা বুঝা যায় যে, চাই দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর হায়েযের রক্ত বন্ধ হোক অথবা দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে উভয় অবস্থায়ই গোসলের পর সহবাস করতে হবে।

দু'ভাবে এর জবাব দেওয়া হয়েছে। ১. উক্ত আয়াতে মুস্তাহাব হিসেবে গোসলের পর সহবাসের হুকুম দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ গোসলের পর সহবাস করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। সুতরাং গোসলের পূর্বেও (দশ দিন পূর্ণ হলে) সহবাস করা জায়েজ হবে। ২. অথবা আয়াতে تَطَهَّرْنَ শব্দটির يَطْهُرْنَ (সাধারণভাবে পবিত্র হওয়া তথা হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়ার দ্বারা পবিত্র হওয়া)-এর অর্থে হয়েছে। যেমন- تَبَيَّنَ শব্দটি بَانَ -এর অর্থে হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ اَوْ مِنْ قِبَلِ اخْتِلَافِ الزَّمَانِ صَرِيْحًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে স্পষ্টত সময়কাল বিভিন্ন হওয়ার দিক হতে দ্বন্দ্ব নিরসন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। স্পষ্টভাবে সময়ের বিভিন্নতার (কথা জানা থাকার) দিক দিয়ে مُعَارَضَةٌ صُوْرِيَّةٌ বা বাহ্যিক বিরোধ নিরসন করা যেতে পারে। কেননা, যখন এদের নির্দিষ্ট তারিখ জানা যাবে, তখন পূর্ববর্তীটির জন্য পরবর্তীটি نَاسِخٌ বা রহিতকারী হবে এবং পূর্ববর্তীটি مَنْسُوْخٌ (রহিত) হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই পরবর্তীটির মোতাবেক আমল করা হবে। যেমন- সূরায়ে তালাকের নিম্নোক্ত আয়াতটি "وَ اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" অর্থাৎ গর্ভধারিণীদের ইদ্দত হলো গর্ভপাত তথা সন্তান প্রসব করা। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গর্ভধারিণী চাই তালাকপ্রাপ্তা হোক অথবা বিধবা হোক তার ইদ্দত হবে গর্ভ খালাস হওয়া। অপর দিকে সূরায়ে বাক্বারার আয়াত- "وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا"

(অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যেসব পুরুষ তাদের স্ত্রীদেরকে রেখে মৃত্যুবরণ করে সেসব স্ত্রীরা তাদের নিজেদের ব্যাপারে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে।) এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বিধবাদের ইদ্দত চার মাস দশ দিন- চাই সে গর্ভবতী হোক বা না হোক। এক্ষণে যে মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ইদ্দতের ব্যাপারে আয়াতদ্বয় পরস্পর বিরোধী সাব্যস্ত হয়েছে। এদের মধ্যে যেহেতু সূরায়ে তালাকের আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু একে نَاسِخٌ এবং সূরায়ে বাক্বারার আয়াতকে مَنْسُوْخٌ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সূরায়ে তালাকের মোতাবেক আমল করত গর্ভধারিণী মহিলা যার স্বামী মৃতুবরণ করেছে তার ইদ্দতও গর্ভ খালাস হওয়া ধার্য করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ فَبَيْنَهُمَا عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে আল্লাহর বাণী- وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ الخ এবং وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ الخ -এর মধ্যে عَامٌ خَاصٌ مِنْ وَجْهٍ -এর نِسْبَةٌ রয়েছে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাখ্যাকার মোল্লা জীয়ন (র.) বলেছেন যে, আয়াত وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ الخ ও আয়াত وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ الخ -এর মধ্যে عَامٌ خَاصٌ مِنْ وَجْهٍ -এর নিসবত বা সম্পর্ক রয়েছে। যাতে দু'টির مَادَّةُ افْتِرَاقِىْ (পৃথক একক) ও একটি مَادَّةُ اِجْتِمَاعِىْ (সম্মিলিত একক) হয়ে থাকে। ১. غَيْرُ حَامِلٍ مُتَوَفَّى الزَّوْجِ অর্থাৎ গর্ভবতী বিধবা। এটা কেবল সূরা বাক্বারার আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ২. حَامِلَةٌ مُطَلَّقَةٌ গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এটাকে কেবল সূরায়ে তালাকের আয়াত অন্তর্ভুক্ত করে। ৩. حَامِلَةٌ مُتَوَفَّى الزَّوْجِ অর্থাৎ গর্ভবতী বিধবা। একে সূরায়ে বাক্বারাহ ও তালাক উভয় আয়াত শামিল করে। এটাই مَادَّةُ اِجْتِمَاعِىْ আর এ ক্ষেত্রেই আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হয়েছে। আর সূরায়ে তালাকের আয়াত পরে নাজিল হয়েছে বিধায় এর মোতাবেক করা হয়েছে।

فَعَلِيٌّ (رض) يَقُوْلُ تُعْتَدُّ بِاَبْعَدِ الْاَجَلَيْنِ اِحْتِيَاطًا اَىْ اِنْ كَانَ وَضْعُ الْحَمْلِ مِنْ قَرِيْبٍ تُعْتَدُّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا وَاِنْ كَانَ وَضْعُ الْحَمْلِ مِنْ بَعِيْدٍ تُعْتَدُّ بِهٖ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّارِيْخِ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) يَقُوْلُ تُعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَقَالَ مُحْتَجًّا عَلٰى عَلِيٍّ (رض) مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهٗ اَنَّ سُوْرَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى اَعْنِىْ سُوْرَةَ الطَّلَاقِ الَّتِىْ فِيْهَا قَوْلُهٗ وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ نَزَلَتْ بَعْدَ الَّتِىْ فِىْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا عُلِمَ التَّارِيْخُ كَانَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَاسِخًا لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ فِىْ قَدْرِ مَا تَنَاوَلَاهُ فَيُعْمَلُ بِهٖ وَهٰكَذَا قَالَ عُمَرُ (رض) لَوْ وَضَعَتْ وَ زَوْجُهَا عَلٰى سَرِيْرٍ لَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَحَلَّ لَهَا اَنْ تَتَزَوَّجَ وَبِهٖ اَخَذَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) وَالشَّافِعِيُّ (رح) جَمِيْعًا ـ

সরল অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) বলেন যে, এরূপ স্ত্রীলোক সাবধানতাস্বরূপ এতদুভয় মুদ্দতের মধ্যে দীর্ঘতর মুদ্দতের ইদ্দত পালন করবে। অর্থাৎ যদি গর্ভ খালাসের মেয়াদ নিকটতর হয়, তাহলে সে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে (যা مُتَوَفّٰى عَنْهَا الزَّوْجُ-এর ইদ্দত)। আর যদি গর্ভ খালাসের মেয়াদ দীর্ঘতর হয়, তাহলে সে গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। হযরত আলী (রা.) দিন তারিখ অজ্ঞাত থাকার কারণেই এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, এরূপ স্ত্রীলোক গর্ভ খালাসের ইদ্দত পালন করবে। তিনি হযরত আলী (রা.) -এর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, "এ ব্যাপারে যে কেউ আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে চাবে, আমি তাকে مُبَاهَلَةٌ -এর আহ্বান জানাচ্ছি। নিঃসন্দেহে সূরা নিসা-ই-কুস্‌রা অর্থাৎ সূরা তালাক যাতে وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ আয়াতটি বিবৃত হয়েছে, তা সূরা বাক্বারায় বিবৃত আয়াতটির পরে অবতীর্ণ হয়েছে।" সুতরাং যখন দিন তারিখ জানা গেছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাওল- وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ الخ এটা তদীয় অপর কাওল- وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ الخ-এর জন্য সেই পরিমাণ পর্যন্ত নাসেখ হবে, যন্মধ্যে উভয়ে শামিল রয়েছে। (আর সেই পরিমাণ এই যে, স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হওয়ার সাথে সাথে مُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا-ও হবে।) অতএব, এর উপরই আমল করা হবে। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রা.)ও বলেছেন যে, যদি স্ত্রী সন্তান প্রসব করে আর তার স্বামী খাটের উপর থাকে (অর্থাৎ মারা যেয়ে থাকে এবং এখনও সমাহিত হয়নি), তাহলে তার ইদ্দত সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং তার জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা জায়েজ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) উভয়েই এটাকে দলিলরূপে গ্রহণ করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : يَقُوْلُ (رض) فَعَلِيٌّ হযরত আলী (রা.) বলেন تُعْتَدُّ ইদ্দত পালন করবে بِاَبْعَدِ الْاَجَلَيْنِ দীর্ঘতর মুদ্দত اِحْتِيَاطًا সাবধানতা স্বরূপ اَىْ অর্থাৎ اِنْ كَانَ যদি হয় وَضْعُ খালাসের الْحَمْلِ গর্ভ مِنْ قَرِيْبٍ নিকটতর تُعْتَدُّ তাহলে ইদ্দত পালন করবে اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ চার মাস وَعَشْرًا এবং দশ দিন وَاِنْ كَانَ আর যদি হয় وَضْعُ الْحَمْلِ গর্ভ খালাস مِنْ بَعِيْدٍ দূরতর تُعْتَدُّ بِهٖ তাহলে গর্ভ খালাস পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে لِعَدَمِ الْعِلْمِ জানা না থাকার কারণে بِالتَّارِيْخِ দিন-তারিখ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) يَقُوْلُ আর হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন تُعْتَدُّ ইদ্দত পালন করবে بِوَضْعِ الْحَمْلِ গর্ভ খালাসের وَقَالَ আর তিনি বলেন مُحْتَجًّا বিরোধিতা করে (رض) عَلٰى عَلِيٍّ হযরত আলী (রা.)-এর উপর مَنْ شَاءَ যে চায় بَاهَلْتُهٗ আমি তাকে মোবাহালার আহ্বান জানাচ্ছি اِنَّ سُوْرَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى নিশ্চয়ই সূরায়ে নেসায়ে কুসরা اَعْنِىْ অর্থাৎ سُوْرَةَ الطَّلَاقِ সূরা তালাক الَّتِىْ فِيْهَا যাতে রয়েছে قَوْلُهٗ আল্লাহ তা'আলার কথা وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ এ আয়াতটি نَزَلَتْ অবতীর্ণ হয়েছে بَعْدَ পরে الَّتِىْ فِىْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ সূরা বাক্বারায় উল্লিখিত আয়াতটির فَلَمَّا عُلِمَ সুতরাং যখন জানা গেল التَّارِيْخُ দিন তারিখ كَانَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى তখন আল্লাহ আ'আলার কাওল وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ الخ এ আয়াতটি نَاسِخًا নাসেখ হবে لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার অপর কাওল وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ الخ এ আয়াতটির فِىْ قَدْرِ সে পরিমাণ মানসূখ হবে مَا تَنَاوَلَاهُ যার মধ্যে উভয়ে শামেল রয়েছে فَيُعْمَلُ بِهٖ অতএব উভয়ের উপর আমল করা হবে وَهٰكَذَا আর এরূপই (رض) قَالَ عُمَرُ হযরত ওমর (রা.) বলেছেন لَوْ وَضَعَتْ যদি স্ত্রী সন্তান প্রসব করে وَ زَوْجُهَا অথচ তার স্বামী عَلٰى سَرِيْرٍ খাটের উপর থাকে لَانْقَضَتْ তাহলে সমাপ্ত হয়ে গেছে عِدَّتُهَا তার ইদ্দত وَحَلَّ لَهَا এবং তার জন্য জায়েজ হবে اَنْ تَتَزَوَّجَ স্বামী গ্রহণ করা وَبِهٖ اَخَذَ একেই দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) وَالشَّافِعِيُّ (رح) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.) جَمِيْعًا উভয়েই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَعَلِيٌّ (رض) يَقُوْلُ تُعْتَدُّ بِاَبْعَدِ الْاَجَلَيْنِ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে গর্ভবতী বিধবা মহিলার ইদ্দত সম্পর্কে আলিমগণের মতানৈক্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গর্ভবতী বিধবা মহিলার ইদ্দতের ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতানৈক্য রয়েছে। এতদ্ সম্পর্কীয় ইতঃপূর্বে আলোচিত আয়াতদ্বয়ের বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আলী (রা.) সতর্কতার খাতিরে এই অভিমত পেশ করেছেন যে. উক্ত মহিলা وَضْعِ حَمْل এবং চার মাস দশ দিনের মধ্যে যেটি দীর্ঘতর হবে তাই পালন করবে। অর্থাৎ وَضْع حَمْل (গর্ভ খালাস)-এর মুদ্দত দীর্ঘতর হলে মহিলা তাকে ইদ্দত হিসেবে গণ্য করবে। অপরদিকে চার মাস দশ দিন যদি وَضْع حَمْل -এর মুদ্দত হতে দীর্ঘতর হয় তাকেই ইদ্দত হিসেবে গ্রহণ করবে।

[পরবর্তী অংশ ১২০ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

أَوْ دَلَالَةً عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ صَرِيْحًا اَىْ مِنْ قِبَلِ اِخْتِلَافِ الزَّمَانِ دَلَالَةً كَالْحَاظِرِ وَالْمُبِيْحِ فَاِنَّهُمَا اِذَا اجْتَمَعَا فِىْ حُكْمٍ يَعْمَلُوْنَ عَلَى الْحَاظِرِ وَيَجْعَلُوْنَهٗ مُؤَخَّرًا دَلَالَةً عَنِ الْمُبِيْحِ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْاِبَاحَةَ اَصْلٌ فِى الْاَشْيَاءِ فَلَوْ عَمِلْنَا بِالْمُحَرِّمِ كَانَ النَّصُّ الْمُبِيْحُ مُوَافِقًا لِلْاِبَاحَةِ الْاَصْلِيَّةِ وَاجْتَمَعَتَا ثُمَّ يَكُوْنُ النَّصُّ الْمُحَرِّمُ نَاسِخًا لِلْاِبَاحَتَيْنِ مَعًا وَهُوَ مَعْقُوْلٌ بِخِلَافِ مَا اِذَا عَمِلْنَا بِالْمُبِيْحِ لِاَنَّهٗ ح يَكُوْنُ النَّصُّ الْمُحَرِّمُ نَاسِخًا لِلْاِبَاحَةِ الْاَصْلِيَّةِ ثُمَّ يَكُوْنُ النَّصُّ الْمُبِيْحُ نَاسِخًا لِلْمُحَرِّمِ فَيَلْزَمُ تَكْرَارُ النَّسْخِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ وَهٰذَا اَصْلٌ كَبِيْرٌ لَنَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ الْاَحْكَامِ وَهٰذَا عَلٰى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الْاِبَاحَةَ اَصْلًا فِى الْاَشْيَاءِ وَقِيْلَ الْحُرْمَةُ اَصْلٌ فِيْهَا وَقِيْلَ التَّوَقُّفُ اَوْلٰى حَتّٰى يَقُوْمَ دَلِيْلُ الْاِبَاحَةِ اَوِ الْحُرْمَةِ وَقَدْ طَوَّلْتُ الْكَلَامَ فِيْهِ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِيِّ ـ

সরল অনুবাদ : অথবা জমানার বিভিন্নতা নির্দেশনার দিক হতে হবে। এখানে دَلَالَةً শব্দটি পূর্বোক্ত صَرِيْحًا শব্দটির উপর আত্‌ফ হয়েছে। অর্থাৎ হয়তো জমানার বিভিন্নতা دَلَالَةً বা নির্দেশনার দিক হতে হবে। **যেমন– হারাম সাব্যস্তকারী দলিল ও মুবাহ সাব্যস্তকারী দলিল।** কেননা, যখন কোনো হুকুমের ক্ষেত্রে এতদুভয় প্রকার দলিল একত্র হয়, তখন ফকীহগণ হারাম সাব্যস্তকারী দলিলের উপর আমল করেন এবং একে নির্দেশনাগতভাবে মুবাহ সাব্যস্তকারী দলিল হতে পরবর্তী বলে প্রতিপন্ন করেন। কেননা, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে মুবাহ হওয়াই আসল অবস্থা। অতএব, যদি আমরা হারাম সাব্যস্তকারী নসের উপর আমল করি, তাহলে মুবাহ সাব্যস্তকারী নস্ ও আসল ইবাহত উভয়ে একত্র হয়ে যাবে। অতঃপর হারাম সাব্যস্তকারী নস্‌টি উল্লিখিত উভয় ইবাহতের জন্য নাসেখ হয়ে যাবে। আর এটা একটি যুক্তিসম্মত কথা। কিন্তু যদি আমরা মুবাহ সাব্যস্তকারী নসের উপর আমল করি, তবে তা এর বিপরীত হবে। কেননা, এমতাবস্থায় হারাম সাব্যস্তকারী নস্‌টি আসল ইবাহতের জন্য নাসেখ হবে। অতঃপর মুবাহ সাব্যস্তকারী নস্‌টি আবার হারাম সাব্যস্তকারী নসের জন্য নাসেখ হবে। যদ্দরুন نَسْخ বারবার সংঘটিত হওয়া আবশ্যিক হবে। আর এটা একটি অযৌক্তিক কথা। আর এ নিয়মটি অর্থাৎ যখন হারাম ও হালাল সাব্যস্তকারী দলিল দু'টি পরস্পর একত্র হয়ে যায়, তখন হারাম সাব্যস্তকারী দলিলটির উপরই আমল করা হয়, এটা আমরা হানাফীগণের জন্য একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। যার উপর ভিত্তি করে অসংখ্য আহকাম উদ্ভাবিত হয়ে থাকে। তথাপি উপরোল্লিখিত হুকুমটি সেই সমস্ত লোকদের মতানুসারেই হয়েছে, যারা বস্তুসমূহের মধ্যে ইবাহতকেই আসল বলে বিবেচনা করেন। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, বস্তুসমূহের মধ্যে হুরমতই আসল। আবার কারো কারো মতে এক্ষেত্রে অপেক্ষা করাই উত্তম। যাতে ইবাহত অথবা হুরমতের দলিল সাব্যস্ত হয়ে যায়। আমি এ বিষয়ে তাফসীরে আহমদী গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

শাব্দিক অনুবাদ : أَوْ অথবা دَلَالَةً সময়ের বিভিন্নতার নির্দেশনার দিক হতে হবে عَطْفٌ এখানে دَلَالَةً টি আতফ হয়েছে عَلٰى قَوْلِهِ صَرِيْحًا গ্রন্থকারের কথা صَرِيْحًا- এর উপর اَىْ অর্থাৎ مِنْ قِبَلِ দিক হতে হবে اِخْتِلَافِ বিভিন্নতা اَلزَّمَانِ জমানার دَلَالَةً নির্দেশনার كَالْحَاظِرِ যেমন হারাম সাব্যস্তকারী দলিল وَالْمُبِيْحِ এবং হালাল সাব্যস্তকারী দলিল فَاِنَّهُمَا কেননা, এ উভয়ে اِذَا اجْتَمَعَا যখন একত্রিত হবে فِىْ حُكْمٍ কোনো হুকুমের ক্ষেত্রে يَعْمَلُوْنَ তখন ফকীহগণ আমল করেন عَلَى الْحَاظِرِ হারাম সাব্যস্তকারী দলিলের উপর وَيَجْعَلُوْنَهٗ এবং একে সাব্যস্ত করেন مُؤَخَّرًا পরবর্তী বলে دَلَالَةً নির্দেশনাগতভাবে عَنِ الْمُبِيْحِ মুবাহ সাব্যস্তকারী দলিল হতে وَ ذٰلِكَ এটা এ জন্য যে لِاَنَّ الْاِبَاحَةَ কেননা, মুবাহ হওয়াই اَصْلٌ মূল অবস্থা فِى الْاَشْيَاءِ প্রত্যেক বস্তুর فَلَوْ عَمِلْنَا অতএব যদি আমরা আমল করতাম بِالْمُحَرِّمِ হারাম সাব্যস্তকারী নসের উপর كَانَ النَّصُّ الْمُبِيْحُ তখন মুবাহ সাব্যস্তকারী নসটি مُوَافِقًا অনুযায়ী হবে لِلْاِبَاحَةِ الْاَصْلِيَّةِ আসল ইবাহাতের সাথে وَاجْتَمَعَتَا এবং উভয়ে একত্র হয়ে যাবে ثُمَّ يَكُوْنُ অতঃপর হয়ে যাবে النَّصُّ الْمُحَرِّمُ হারাম সাব্যস্তকারী নসটি نَاسِخًا নাসেখ لِلْاِبَاحَتَيْنِ مَعًا উভয় ইবাহাতের জন্য وَهُوَ مَعْقُوْلٌ আর এটা যুক্তিসম্মত কথা بِخِلَافِ তবে বিপরীত হবে مَا اِذَا عَمِلْنَا যদি আমরা আমল করি بِالْمُبِيْحِ মুবাহ সাব্যস্তকারী নসের উপর لِاَنَّهٗ ح কেননা, এমতাবস্থায় يَكُوْنُ হবে النَّصُّ الْمُحَرِّمُ হারাম সাব্যস্তকারী নসটি نَاسِخًا নাসেখ হবে لِلْاِبَاحَةِ الْاَصْلِيَّةِ আসল ইবাহাতের জন্য ثُمَّ يَكُوْنُ তারপর হবে النَّصُّ الْمُبِيْحُ মুবাহ সাব্যস্তকারী নসটি نَاسِخًا নাসেখ হবে لِلْمُحَرِّمِ হারাম সাব্যস্তকারী নসের জন্য فَيَلْزَمُ ফলে আবশ্যক হবে تَكْرَارُ বারবার সংঘটিত হওয়া النَّسْخِ নসখ وَهُوَ আর তা غَيْرُ مَعْقُوْلٍ অযৌক্তিক কথা وَهٰذَا আর এ নিয়মটি اَصْلٌ মূলনীতি كَبِيْرٌ গুরুত্বপূর্ণ لَنَا আমাদের হানাফীদের জন্য يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ যার উপর ভিত্তি করে বের হয় كَثِيْرٌ অনেক مِنَ الْاَحْكَامِ আহকাম বা বিধিবিধান وَهٰذَا আর উল্লিখিত হুকুমটি عَلٰى قَوْلِ তাদের মতানুসারে مَنْ جَعَلَ যারা বিবেচনা করেন الْاِبَاحَةَ ইবাহাতকে اَصْلًا আসল বলে فِى الْاَشْيَاءِ বস্তুসমূহের মধ্যে وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন الْحُرْمَةُ হারামই اَصْلٌ মূল فِيْهَا বস্তুসমূহের মধ্যে وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন التَّوَقُّفُ অপেক্ষা করাই اَوْلٰى উত্তম حَتّٰى يَقُوْمَ যে পর্যন্ত সাব্যস্ত হয় دَلِيْلُ দলিল

فِى এ বিষয়ে فِيهِ আলোচনা الْكَلَامَ আর আমি বিস্তারিত করেছি وَقَدْ طَوَّلْتُ হারাম হওয়ার الْحُرْمَةَ অথবা أَوْ বৈধ হওয়ার الْإِبَاحَةِ التَّفْسِيرِ الْأَحْمَدِي তাফসীরে আহমদী গ্রন্থে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[পূর্ববর্তী ১১৮ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ]

অপরদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, উক্ত (গর্ভবতী বিধবা) মহিলা তার গর্ভ খালাসের দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। চাই এটা চার মাস দশ দিন হতে কম হোক অথবা বেশি হোক। তিনি শপথ করে বলেছেন যে, গর্ভ খালাস সম্পর্কীয় সূরায়ে তালাকের আয়াতটি চার মাস দশ দিন সংক্রান্ত আয়াতটির পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই এটা দ্বারা চার মাস দশ দিন সংক্রান্ত আয়াতটি مَنْسُوْخ হয়ে গেছে। হযরত ওমর (রা.)ও উপরিউক্ত অভিমত সমর্থন করে বলেছেন যে, যদি গর্ভবতীর স্বামী মৃত্যুবরণ করার পর দাফনের পূর্বেই তার গর্ভ খালাস হয়ে যায়, তাহলেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে এবং তার জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েজ হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-ও এ অভিমতই পোষণ করে থাকেন। সুতরাং তাঁদের মতেও গর্ভবতী বিধবা মহিলা তার গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। চার মাস দশ দিন অথবা এতদুভয়ের মধ্যকার দীর্ঘতর মুদ্দতকে ইদ্দত হিসেবে গ্রহণ করা হবে না।

সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, দু'টি দলিল পরস্পর বিরোধী হওয়ার পর এদের একটি পূর্ববর্তী এবং অপরটি পরবর্তী হলে পূর্ববর্তীটি পরবর্তীটির দ্বারা مَنْسُوْخ হয়ে যাবে এবং পূর্ববর্তীটি পরিত্যক্ত ও পরবর্তীটি আমলযোগ্য হবে।

[১১৯ নং পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ أَوْ دَلَالَةً عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ صَرِيْحًا أَىْ قُبَيْلَ اِخْتِلَافِ الخ -এর আলোচনা : নির্দেশনাগত তথা পরোক্ষভাবে সময়ের বিভিন্নতা সাব্যস্ত হওয়ার দিক দিয়েও مُعَارَضَة صُوْرِيَّة (বাহ্যিক বিরোধ) নিরসন করা যেতে পারে। যেমন– হারামকারী ও হালালকারী দলিল একত্রিত হলে ফকীহগণ হারামকারী দলিলকে نَاسِخ ও হালালকারী দলিলকে مَنْسُوْخ হিসেবে গণ্য করেন। সুতরাং হালালকারী দলিল (বা نَصّ) -কে পরিত্যাগ করে হারামকারী দলিল মোতাবেক আমল করে থাকেন। কেননা, মুবাহ বা জায়েজ হওয়া বস্তুর মৌলিক বা স্বরূপ।

সুতরাং যদি আমরা হারামকারী দলিল মোতাবেক আমল করি, তাহলে হালালকারী দলিল মূল বৈধতার মোতাবেক হবে এবং উভয় একত্রিত হয়ে যাবে। অতঃপর হারামকারী দলিল একই সাথে উপরিউক্ত উভয় বৈধতার জন্য نَاسِخ হবে। আর এটাই যুক্তিযুক্ত। অথচ আমরা যদি এর বিপরীত আমল করি, তাহলে দু'বার مَنْسُوْخ হওয়া অনিবার্য হবে। কেননা, প্রথমত এর মৌলিকত্বের বিচারে এটা হালাল ছিল। অতঃপর হারামকারী দলিলের কারণে হারাম হলো। পুনরায় হালালকারী দলিলের কারণে হালাল হলো। আর এটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

আমাদের উপরিউক্ত মূলনীতি তখনই যথার্থ ও প্রযোজ্য হবে যখন إِبَاحَت أَصْلِيَّة (মূল বৈধতা) শরয়ী হুকুম হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যখন শরয়ী হুকুম অনুপস্থিত থাকার কারণে কাজটি করা না করা উভয় সমান পর্যায়ের হবে, তখন হারামকারী দলিল نَاسِخ হবে না। কেননা, نَسْخ বলে শরয়ী হুকুমের সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়া; বরং এটা প্রথম হতে হারামকে সাব্যস্তকারী হবে। তাহলে আর نَسْخ -এর পুনরাবৃত্তিও হবে না। অবশ্য পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তি হবে। সুতরাং এটা বলাই উত্তম হবে যে, হারামকারী ও হালালকারী দলিলের মধ্যে বিরোধ হলে সতর্কতার খাতিরে হারামকারী দলিলের মোতাবেক আমল করা হবে। কেননা, হারাম হতে বিরত থাকা ওয়াজিব। অথচ মুবাহ (বা জায়েজ কাজ) না করলে অপরাধী হবে না।

এটার উদাহরণ হচ্ছে– ইমাম আবূ দাউদ (র.) বর্ণনা করেছেন– হযরত আবূ যর গিফারী (র.) বলেছেন, আমি রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি– لَا صَلٰوةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ حَتّٰى تَغْرُبَ إِلَّا بِمَكَّةَ (অর্থাৎ ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়া যাবে না এবং আসরের নামাজের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়া যাবে না। তবে মক্কায় পড়া যাবে।) অপরদিকে ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে–

ثَلٰثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهَا وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهَا مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ تَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَتَضَيَّفُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ .

অর্থাৎ "তিন সময় নবী করীম ﷺ আমাদের নামাজ পড়তে এবং আমাদের মৃতব্যক্তিগণকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন।
এক. সূর্য উদয়ের সময় যে পর্যন্ত না এটা উপরে উঠে যায়।
দুই. ঠিক দ্বি-প্রহরের সময়, যে পর্যন্ত না সূর্য ঢলে পড়ে।
তিন. সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়, যে পর্যন্ত তা অস্তমিত হয়ে যায়।" যা হোক, প্রথমোক্ত হাদীসখানা আসরের পর মক্কা মুয়াযযমায় নামাজ পড়া জায়েজ হওয়াকে সাব্যস্ত করে। অথচ শেষোক্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, মক্কা মুয়াযযমায়ও আসরের পর নামাজ পড়া হারাম। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমরা শেষোক্ত তথা হারাম সাব্যস্তকারী হাদীসখানাকে সতর্কতার খাতিরে প্রাধান্য দিয়েছি।

قَوْلُهُ وَهٰذَا أَصْلٌ كَبِيْرٌ لَنَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে যে কোনো বস্তু মূলত মুবাহ হওয়ার কারণে আমরা হারামকারী দলিলকে হালালকারী দলিলের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি– প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) ও জমহুরের মতে হালালকারী দলিল ও হারামকারী দলিলের মধ্যে বিরোধ হলে হারামকারী দলিলকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এটা আমাদের এক মহা মূলনীতি। যা হতে বহু প্রশাখা মাসআলা নির্গত হয়ে থাকে। আর এটা এ জন্য যে, আমাদের মতে কোনো বস্তু মূলত মুবাহ বা জায়েজ হয়ে থাকে।

তবে মু'তাযিলীদের মতে বস্তুর মূল অবস্থা হলো হারাম হওয়া। সুতরাং তাদের মতে উপরিউক্ত মূলনীতি গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের দলিল এই যে, সমস্ত বস্তু আল্লাহর মালিকানাধীন। আর অন্যের মালিকানাধীন বস্তু তার অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা জায়েজ নেই। সুতরাং আল্লাহর মালিকানাধীন বস্তু তাঁর অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা জায়েজ হবে না। এর জবাবে আমরা বলবো যে, অন্যের মালিকানাধীন বস্তু তখন ব্যবহার করা জায়েজ যখন উক্ত ব্যবহারের দরুন তার কোনো ক্ষতি হবে না। যেমন– কোনো ব্যক্তির বাতি হতে বাতি জ্বালানো এবং কোনো ব্যক্তির দেওয়াল হতে ছায়া গ্রহণ করা ইত্যাদি। তা ছাড়া মু'তাযিলীগণ যদি এর দ্বারা বুঝাতে চান যে, আল্লাহ তা'আলা এটা হারাম হওয়ার হুকুম দিয়েছেন, তাহলে তা সহীহ নয়। কেননা, তা তো অজ্ঞাত। আর যদি এ কথা বুঝে থাকেন যে, হারাম হওয়ার অর্থ হলো এটা দ্বারা উপকৃত হওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ, তাহলে এটাও বাতিল। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا অর্থাৎ আমি রাসূল প্রেরণ না করে কাউকেও শাস্তি প্রদান করি না।

আরেক দল ফকীহ বলেছেন যে, إِبَاحَت বা حُرْمَت -এর উপর দলিল প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করাই উত্তম।

وَالْمُثْبِتُ اَوْلٰى مِنَ النَّافِيْ هٰذِهٖ قَاعِدَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِمَا سَبَقَ يَعْنِيْ اِذَا تَعَارَضَ الْمُثْبِتُ وَالنَّافِيْ فَالْمُثْبِتُ اَوْلٰى بِالْعَمَلِ مِنَ النَّافِيْ عِنْدَ الْكَرْخِيِّ وَعِنْدَ ابْنِ اَبَانٍ يَتَعَارَضَانِ اَيْ يَتَسَاوِيَانِ فَبَعْدَ ذٰلِكَ يُصَارُ اِلَى التَّرْجِيْحِ بِحَالِ الرَّاوِيْ وَالْمُرَادُ بِالْمُثْبِتِ مَا يُثْبِتُ اَمْرًا عَارِضًا زَائِدًا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِيْمَا مَضٰى وَبِالنَّافِيْ مَا يَنْفِيْ الْاَمْرَ الزَّائِدَ وَيُبْقِيْهِ عَلَى الْاَصْلِ وَلَمَّا وَقَعَ الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْكَرْخِيِّ وَابْنِ اَبَانٍ وَ وَقَعَ الْاِخْتِلَافُ فِيْ عَمَلِ اَصْحَابِنَا اَيْضًا فَفِيْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ يَعْمَلُوْنَ بِالْمُثْبِتِ وَفِيْ بَعْضِهَا بِالنَّافِيْ اَشَارَ الْمُصَنِّفُ (رح) اِلٰى قَاعِدَةٍ فِيْ ذٰلِكَ تَرْفَعُ الْخِلَافَ عَنْهُمْ فَقَالَ وَالْاَصْلُ فِيْهِ اَنَّ النَّفْيَ اِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهٖ بِاَنْ كَانَ مَبْنِيًّا عَلٰى دَلِيْلٍ وَعَلَامَةٍ ظَاهِرَةٍ وَلَا يَكُوْنُ مَبْنِيًّا عَلَى الْاِسْتِصْحَابِ الَّذِيْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ۔

সরল অনুবাদ : **আর ইতিবাচক হাদীস নেতিবাচক হাদীস অপেক্ষা উত্তম।** এটা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূলনীতি। পূর্ববর্তী মূলনীতির সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ যখন ইতিবাচক ও নেতিবাচক হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ দেখা দেয়, তখন ইমাম কারখী (র.)-এর মতে নেতিবাচকের তুলনায় ইতিবাচকের উপর আমল করাই উত্তম। **আর ইবনে আবান (র.)-এর মতে উভয়ের মধ্যে বিরোধ বর্তমান থাকবে।** অর্থাৎ উভয় বিরোধপূর্ণ হাদীসই সমানভাবে বহাল থাকবে। অবশ্য তারপর রাবীর অবস্থার বিবেচনায় প্রাধান্য দানের দিকে রুজু করা হবে। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, ইতিবাচক দ্বারা ঐ হাদীসই উদ্দেশ্য, যা এমন কোনো আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত বিষয়কে সাব্যস্ত করে যা পূর্বে সাব্যস্ত ছিল না। আর নেতিবাচক দ্বারা ঐ হাদীসই উদ্দেশ্য, যা কোনো অতিরিক্ত বিষয়কে নিষেধ এবং তাকে স্বীয় আসল অবস্থার উপর বহাল রাখে। যেহেতু ইমাম কারখী (র.) ও ঈসা ইবনে আবান (র.)-এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে এবং আমাদের হানাফী ইমামগণের আমলের মধ্যেও পার্থক্য সংঘটিত হয়েছে। যেমন– কোনো কানো ক্ষেত্রে তাঁরা ইতিবাচকের উপর আমল করেন, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেতিবাচকের উপর আমল করেন। এ জন্য গ্রন্থকার (র.) এ ব্যাপারে এমন একটি মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা ইত্যাকার সকল মতপার্থক্যকে বিদূরিত করে দেয়। সুতরাং তিনি বলেছেন– **ইতিবাচকের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে– ১. নেতিবাচক হাদীসটি مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهٖ-এর শ্রেণীভুক্ত হতে হবে।** এভাবে যে, নেতিবাচক হাদীসটি দলিল ও বাহ্যিক আলামতের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই اِسْتِصْحَابٌ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না, যা হুজ্জত নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْمُثْبِتُ আর হ্যাঁ-বাচক নস اَوْلٰى উত্তম مِنَ النَّافِيْ না-বাচক নস হতে هٰذِهٖ قَاعِدَةٌ এটা মূলনীতি مُسْتَقِلَّةٌ স্বতন্ত্র لَا تَعَلُّقَ لَهَا এটার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই بِمَا سَبَقَ যা পূর্ববর্তী মূলনীতির সাথে يَعْنِيْ অর্থাৎ اِذَا تَعَارَضَ যখন বিরোধ দেখা দেয় الْمُثْبِتُ ইতিবাচক وَالنَّافِيْ ও নেতিবাচকের মধ্যে فَالْمُثْبِتُ তখন ইতিবাচক اَوْلٰى উত্তম হবে بِالْعَمَلِ আমলের জন্য مِنَ النَّافِيْ না-বাচক হতে عِنْدَ الْكَرْخِيِّ ইমাম কারখী (র.)-এর নিকট وَعِنْدَ ابْنِ اَبَانٍ আর ইবনে আবান (র.)-এর মতে يَتَعَارَضَانِ উভয়ের মধ্যে বিরোধ বর্তমান থাকবে اَيْ অর্থাৎ يَتَسَاوِيَانِ অর্থাৎ উভয় বিরোধপূর্ণ হাদীসই সমানভাবে বহাল থাকবে فَبَعْدَ ذٰلِكَ এরপরে يُصَارُ রুজু করা হবে اِلَى التَّرْجِيْحِ প্রাধান্য দানের দিকে بِحَالِ الرَّاوِيْ রাবীর অবস্থার বিবেচনায় وَالْمُرَادُ আর উদ্দেশ্য بِالْمُثْبِتِ মুছবাত দ্বারা مَا يُثْبِتُ যা সাব্যস্ত করে اَمْرًا বিষয়কে عَارِضًا আনুষঙ্গিক زَائِدًا অতিরিক্ত لَمْ يَكُنْ যা ছিল না ثَابِتًا সাব্যস্ত فِيْمَا مَضٰى পূর্বে وَبِالنَّافِيْ আর নেতিবাচক দ্বারা উদ্দেশ্য مَا يَنْفِيْ যা নিষেধ করে الْاَمْرَ الزَّائِدَ অতিরিক্ত বিষয়কে وَيُبْقِيْهِ এবং তাকে বহাল রাখে عَلَى الْاَصْلِ আসল অবস্থার উপর وَلَمَّا অতঃপর যখন وَقَعَ দেখা দিল الْاِخْتِلَافُ মতবিরোধ بَيْنَ মাঝে الْكَرْخِيِّ ইমাম কারখী (র.)-এর মাঝে وَابْنِ اَبَانٍ এবং ইবনে আবান (র.)-এর মাঝে وَ وَقَعَ এবং সংঘটিত হয়েছে الْاِخْتِلَافُ মতভেদ فِيْ عَمَلِ আমলের ক্ষেত্রে اَصْحَابِنَا আমাদের হানাফীদের মাঝে اَيْضًا ও فَفِيْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে يَعْمَلُوْنَ তারা আমল করেন بِالْمُثْبِتِ ইতিবাচকের উপর وَفِيْ بَعْضِهَا আর কোনো কোনো স্থানে بِالنَّافِيْ নেতিবাচকের উপর আমল করেন اَشَارَ ইশারা এ জন্য করেছেন الْمُصَنِّفُ (رح) গ্রন্থকার اِلٰى قَاعِدَةٍ এমন একটি মূলনীতির দিকে فِيْ ذٰلِكَ এ

وَالْأَصْلُ فِيْهِ ব্যাপারে تَرْتَفِعُ যাতে বিদূরীত হয়ে যায় اَلْخِلَافُ সকল মতপার্থক্য عَنْهُمْ তাদের মধ্য হতে فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন ইতিবাচকের মধ্যে মূলনীতি হলো اَنَّ النَّفْىَ নেতিবাচক হাদীসটি اِنْ كَانَ যদি হয় مِنْ جِنْسِ এমন জাতীয় مَا يُعْرَفُ যা জানা যায় بِدَلِيْلِهٖ দলিলের মাধ্যমে بِاَنْ এভাবে যে كَانَ مَبْنِيًّا প্রতিষ্ঠিত হবে عَلٰى دَلِيْلٍ দলিলের উপর وَعَلَامَةٍ ظَاهِرَةٍ এবং বাহ্যিক আলামতের উপর وَلَا يَكُوْنُ আর এটা হবে না مَبْنِيًّا প্রতিষ্ঠিত عَلَى الْاِسْتِصْحَابِ সেই ইস্তিসহাবের উপর اَلَّذِىْ لَيْسَ যা নয় بِحُجَّةٍ দলিল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْمُثْبِتُ اَوْلٰى مِنَ النَّافِىْ هٰذِهٖ قَاعِدَةٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দলিলের মধ্যে বিরোধ হলে তার হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) একটি দলিলকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার একটি স্বতন্ত্র (স্বয়ংসম্পূর্ণ) মূলনীতির আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, ইতিবাচক দলিল (হাদীস)-এর উপর নেতিবাচক দলিল (হাদীস)-কে প্রাধান্য দেওয়া হবে। ইতিবাচক দলিল নেতিবাচক দলিল অপেক্ষা আমলের জন্য সমধিক উপযোগী ও উত্তম। সুতরাং কোনো একটি বিষয়ে যদি একটি হাদীস ইতিবাচক এবং অপরটি নেতিবাচক হয়, তাহলে ইমাম কারখী (র.)-এর মতে ইতিবাচক হাদীসটির মোতাবেক আমল করা উত্তম হবে। তবে ইমাম ঈসা ইবনে আবান (র.) এটার বিরোধিতা করে বলেছেন যে, এরা পরস্পর বিরোধীই থেকে যাবে। অতঃপর রাবী বা বর্ণনাকারীর অবস্থার দিক লক্ষ্য করে এদের মধ্য হতে প্রাধান্য দেওয়া হবে। অর্থাৎ যে হাদীসের বর্ণনাকারী অপেক্ষাকৃত অধিকতর নির্ভরযোগ্য হবে, তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে।

قَوْلُهٗ وَالْاَصْلُ فِيْهِ اَنَّ النَّفْىَ اِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে مُثْبِتٌ ও نَافِىْ -এর মধ্যকার বিরোধ অবসান সম্পর্কীয় মূলনীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক দলিলের আমলের ব্যাপারে ইমাম কারখী (র.) ও ইমাম ঈসা ইবনে আবান (র.)-এর মতে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর একে কেন্দ্র করে আমাদের হানাফী ফকীহগণের মধ্যেও এ মাসআলায় মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং তাঁদের কেউ কেউ ইতিবাচকের মোতাবেক আমল করেছেন, আবার কেউ কেউ নেতিবাচকের মোতাবেক আমল করেছেন। এ জন্য মানার গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে এমন একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যাতে সমস্ত বিরোধের অবসান হয়ে গেছে। আর উক্ত মূলনীতিটি হচ্ছে যদি নেতিবাচক হাদীসটি দলিল ও প্রকাশ্য আলামতের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে এবং নিছক اِسْتِصْحَابٌ তথা স্বাভাবিক ও সাধারণ অবস্থার উপর ভিত্তি করে না হয়ে থাকে, অথবা নেতিবাচক হাদীসটি এমন হয় যার অবস্থা সন্দেহজনক তবে বর্ণনাকারী পরিচিত দলিলের উপর ভিত্তি করেছেন, তাহলে এটা ইতিবাচকের ন্যায়ই হবে। আর তখন উভয়টি পরস্পর বিরোধীই থেকে যাবে। যা ঈসা ইবনে আবান (র.)-এর মাযহাব। পক্ষান্তরে নেতিবাচকটি যদি অনুরূপ না হয় তথা দলিলের উপর নির্ভরশীল বা সন্দেহজক অবস্থায় বর্ণনাকারী পরিচিত দলিলের উপর নির্ভর করেননি, তাহলে নেতিবাচক দলিল ইতিবাচক দলিলের সমকক্ষ হবে না; বরং ইতিবাচকের উপর আমল করাই উত্তম হবে। যা ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.) -এর মাযহাব। বলাবাহুল্য যে, উপরিউক্ত মূলনীতির আলোকেই হানাফী ফকীহগণ কোথাও নেতিবাচকের উপর আমল করেছেন, আবার কোথাও ইতিবাচকের উপর আমল করেছেন। আর এতে এতদ সম্পর্কীয় যাবতীয় বিরোধেরও অবসান হয়ে গেছে।

أَوْ كَانَ مِمَّا يَشْتَبِهُ حَالُهُ لٰكِنْ عُرِفَ أَنَّ الرَّاوِيَ إِعْتَمَدَ دَلِيْلَ الْمَعْرِفَةِ يَعْنِيْ كَانَ النَّفْيُ فِيْ نَفْسِهِ مِمَّا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مُسْتَفَادًا مِنَ الدَّلِيْلِ وَأَنْ يَكُوْنَ مَبْنِيًّا عَلَى الْإِسْتِصْحَابِ لٰكِنْ لَمَّا تُفُحِّصَ عَنْ حَالِ الرَّاوِيْ عُلِمَ أَنَّهُ إِعْتَمَدَ عَلَى الدَّلِيْلِ وَلَمْ يَبْنِهِ عَلَى صَرْفِ ظَاهِرِ الْحَالِ فَفِيْ هَاتَيْنِ الصُّوْرَتَيْنِ كَانَ مِثْلَ الْإِثْبَاتِ لِأَنَّ الْإِثْبَاتَ لَا يَكُوْنُ إِلَّا بِالدَّلِيْلِ فَإِذَا كَانَ النَّفْيُ أَيْضًا بِالدَّلِيْلِ كَانَ مِثْلَهُ فَيَتَعَارَضُ بَيْنَهُمَا وَيُحْتَاجُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِلَى دَفْعِهِ فَجَاءَ ج مَذْهَبُ ابْنِ أَبَانٍ وَإِلَّا فَلَا أَيْ إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّفْيُ مِنْ جِنْسِهِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ وَلَا مِمَّا عُرِفَ أَنَّ الرَّاوِيَ إِعْتَمَدَ عَلَى الدَّلِيْلِ بَلْ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ فَلَا يَكُوْنُ مِثْلَ الْإِثْبَاتِ فِيْ مُعَارَضَتِهِ بَلِ الْإِثْبَاتُ أَوْلَى لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالدَّلِيْلِ فَجَاءَ ج مَذْهَبُ الْكَرْخِيِّ .

সরল অনুবাদ : ২. অথবা **নেতিবাচক হাদীসটি সেই শ্রেণীভুক্ত হবে, যার অবস্থা সন্দেহযুক্ত। কিন্তু এটা জানা গেছে যে, রাবী মারেফত-এর দলিলের উপর নির্ভর করেছেন।** অর্থাৎ নেতিবাচক হাদীসটি স্বয়ং সেই শ্রেণীভুক্ত হবে, যা দলিল দ্বারা উপকৃত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে এবং إِسْتِصْحَابْ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু যখন রাবীর অবস্থা অনুসন্ধান করা হয়েছে, তখন জানা গেছে যে, রাবী দলিলের উপর নির্ভর করেছেন এবং শুধু অতীতের বাহ্যিক অবস্থার উপর এর ভিত্তি রচনা করেননি। সুতরাং এতদুভয় অবস্থায় **নেতিবাচক হাদীসটি ইতিবাচকের ন্যায় হবে।** কেননা, إِثْبَاتْ দলিল ছাড়া সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং যখন نَفِيْ-ও দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হবে, তখন তাও إِثْبَاتْ-এর ন্যায় হবে। কাজেই উভয়টির মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হবে এবং তারপর এ বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োজন দেখা দিবে। এমতাবস্থায় তখন ঈসা ইবনে আবান (র.)-এর মাযহাবই সঠিক প্রমাণিত হবে। **অন্যথায় নেতিবাচক হাদীসটি ইতিবাচক হাদীসটির ন্যায় হবে না।** অর্থাৎ نَفِيْ যদি مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ-এর শ্রেণীভুক্তও না হয় অথবা সেই শ্রেণীভুক্তও না হয়, যেখানে এটা জানা গেছে যে, রাবী দলিলের উপর নির্ভর করেছেন; বরং তিনি نَفِيْ-এর ভিত্তি অতীত বাহ্যিক অবস্থার উপর রচনা করেছেন, তাহলে نَفِيْ বিরোধের ক্ষেত্রে إِثْبَاتْ-এর ন্যায় হবে না; বরং ইতিবাচকের তুলনায় উত্তম হবে। কেননা, তা দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এমতাবস্থায় তখন ইমাম কারখী (র.)-এর মাযহাবই সঠিক প্রমাণিত হবে। (অর্থাৎ ইতিবাচকের উপর আমল করা নেতিবাচকের উপর আমল অপেক্ষা উত্তম।)

শাব্দিক অনুবাদ : أَوْ كَانَ অথবা নেতিবাচক হাদীসটি সে শ্রেণীভুক্ত হবে مِمَّا يَشْتَبِهُ যা সন্দেহযুক্ত حَالُهُ যার অবস্থা لٰكِنْ কিন্তু عُرِفَ এটা জানা গেছে যে أَنَّ الرَّاوِيَ নিশ্চয়ই বর্ণনাকারী إِعْتَمَدَ নির্ভর করছে دَلِيْلَ الْمَعْرِفَةِ মারেফাতের দলিলের উপর يَعْنِيْ অর্থাৎ كَانَ النَّفْيُ নেতিবাচক হাদীসটি فِيْ نَفْسِهِ مِمَّا স্বয়ং সেই শ্রেণীভুক্ত يَحْتَمِلُ যা সম্ভাবনা রাখে أَنْ يَكُوْنَ হওয়ার مُسْتَفَادًا উপকৃত مِنَ الدَّلِيْلِ দলিলের দ্বারা وَأَنْ يَكُوْنَ এবং হওয়ার সম্ভাবনা রাখে مَبْنِيًّا প্রতিষ্ঠিত হওয়ার عَلَى الْإِسْتِصْحَابِ ইস্তিসহাবের لٰكِنْ কিন্তু لَمَّا تُفُحِّصَ যখন অনুসন্ধান করা হয়েছে عَنْ حَالِ الرَّاوِيْ বর্ণনাকারীর অবস্থা عُلِمَ তখন জানা যাবে যে أَنَّهُ বর্ণনাকারী إِعْتَمَدَ নির্ভর করে عَلَى الدَّلِيْلِ দলিলের উপর وَلَمْ يَبْنِهِ এবং ভিত্তি রচনা করেননি عَلَى صَرْفِ ظَاهِرِ الْحَالِ অতীতের বাহ্যিক অবস্থার উপর فَفِيْ هَاتَيْنِ الصُّوْرَتَيْنِ সুতরাং এ দুই অবস্থায় كَانَ নেতিবাচকটি হবে مِثْلَ الْإِثْبَاتِ ইতিবাচকের ন্যায় لِأَنَّ কেননা, ইতিবাচক لَا يَكُوْنُ সাব্যস্ত হয় না إِلَّا بِالدَّلِيْلِ দলিল ব্যতীত فَإِذَا كَانَ النَّفْيُ সুতরাং যখন নফী সাব্যস্ত হবে الْإِثْبَاتَ أَيْضًا ও بِالدَّلِيْلِ দলিল দ্বারা كَانَ مِثْلَهُ তখন তাও ইছবাতের ন্যায় হবে فَيَتَعَارَضُ কাজেই বিরোধ সৃষ্টি হবে بَيْنَهُمَا উভয়টির মধ্যে وَيُحْتَاجُ এবং প্রয়োজন দেখা দিবে بَعْدَ ذٰلِكَ এর পরে إِلَى دَفْعِهِ নিষ্পত্তির জন্য فَجَاءَ এমতাবস্থায় সঠিক প্রমাণিত হবে مَذْهَبُ ابْنِ أَبَانٍ ঈসা ইবনে আব্বান (র.)-এর অভিমত وَإِلَّا অন্যথায় فَلَا নেতিবাচক হাদীসটি ইতিবাচকের ন্যায় হবে না أَيْ অর্থাৎ إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّفْيُ যদি নেতিবাচক হাদীসটি না হয় مِنْ جِنْسِهِ শ্রেণীভুক্ত مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ যা দলিল দ্বারা জানা যায় وَلَا مِمَّا এবং তারও অন্তর্ভুক্ত হবে না عُرِفَ যেখানে জানা গেছে أَنَّ الرَّاوِيَ যে বর্ণনাকারী إِعْتَمَدَ নির্ভর করেছে عَلَى الدَّلِيْلِ দলিলের উপর بَلْ بَنَاهُ বরং তিনি نَفِيْ

-এর উপর ভিত্তি করেছেন عَلٰى ظَاهِرِ الْحَالِ বাহ্যিক অবস্থার উপর اَلْمَاضِيَةِ অতীত কালীন فَلَا يَكُوْنُ কাজেই হবে না مِثْلَ ثَابِتٌ ইছবাতের ন্যায় فِيْ مُعَارَضَتِهٖ নফীর বিরোধের ক্ষেত্রে بَلِ الْاِثْبَاتُ বরং ইতিবাচক اَوْلٰى উত্তম হবে لِاَنَّهٗ কেননা, এটা الْاِثْبَاتِ প্রমাণিত بِالدَّلِيْلِ দলিল দ্বারা فَجَاءَ এমতাবস্থায় সঠিক প্রমাণিত হবে مَذْهَبُ الْكَرْخِيِّ ইমাম কারাখী (র.)-এর মাযহাব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ نَفْيٌ هَاتَيْنِ الصُّوْرَتَيْنِ كَانَ مِثْلَ الْاِثْبَاتِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে نَفْىٌ ও اِثْبَاتٌ কখন সমমান হিসেবে গণ্য হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দু' অবস্থায় নেতিবাচক দলিল ইতিবাচকের সমকক্ষ হিসেবে গণ্য হবে।

১. যদি জানা যায় যে, দলিলের উপর ও প্রকাশ্য আলামতের উপর নির্ভর করেছেন– নিছক সাধারণ ও মূল অবস্থার উপর নির্ভর করেননি।

২. যদি মূলত নেতিবাচক এমন শ্রেণীভুক্ত যাতে দলিলের উপর নির্ভর করারও সম্ভাবনা আছে আবার মৌলিক অবস্থার উপর নির্ভর করবারও সম্ভাবনা আছে; কিন্তু অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা গেছে যে, তিনি নিছক মৌলিক অবস্থার উপর নির্ভর করেননি; বরং দলিলের উপর নির্ভর করেছেন। এতদুভয় অবস্থায় নেতিবাচক ইতিবাচকের সমকক্ষ হওয়ার কারণ হচ্ছে– ইতিবাচক তো দলিল ব্যতীত সাব্যস্ত হতে পারে না। এক্ষণে যখন নেতিবাচকও দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হলো তখন উভয় সমপর্যায়ে হয়ে গেল। কাজেই তাদের বিরোধ অমীমাংসিত থেকে যাবে এবং তার মীমাংসার জন্য বর্ণনাকারীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। সুতরাং যার বর্ণনাকারী অধিকতর নির্ভরযোগ্য হবে তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর এভাবেই বিরোধের অবসান হবে। এমতাবস্থায় ইমাম ঈসা ইবনে আবান (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী আমল করা হবে। অর্থাৎ ইতিবাচক ও নেতিবাচকের মধ্যে বিরোধ সাব্যস্ত এবং এদের মধ্যকার বিরোধ নিরসনের জন্য প্রাধান্য দানের আশ্রয় গ্রহণ ইমাম ঈসা ইবনে আবান (র.)-এর মাযহাব। উল্লেখ্য যে, ইবনে মালিক বলেছেন, হযরত ঈসা ইবনে আবান (র.) প্রথম বয়সে আহলে হাদীস ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর মধ্যে কিয়াস প্রাধান্য পায়। মুহাম্মদ ইবনে হাসানের নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জন করেছেন। ২২১ হিজরি সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

قَوْلُهٗ وَاِلَّا فَلَا اَيْ اِنْ لَّمْ يَكُنِ النَّفْيُ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে নেতিবাচকের উপর ইতিবাচকের প্রাধান্য দান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যদি নেতিবাচকটি দলিল দ্বারা সাব্যস্ত না হয়; বরং বর্ণনাকারী কেবল اِسْتِصْحَابِ حَالٌ তথা মৌলিক অবস্থার উপর নির্ভর করে থাকেন– যা আমাদের হানাফীদের মতে দলিল হওয়ার যোগ্য নয়, তাহলে ইতিবাচকের মোতাবেক আমল করা উত্তম হবে। কেননা, ইতিবাচক তো দলিল ব্যতীত সাব্যস্ত হতে পারে না। সুতরাং ইতিবাচক দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে নেতিবাচক দলিলবিহীন থেকে যাবে। আর এমতাবস্থায় আবুল হাসান কারখী (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী আমল হবে। অর্থাৎ ইতিবাচককে নেতিবাচকের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.) ২৬০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ৩৪০ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেছেন।

فَنَحْنُ نَحْتَاجُ ح إِلٰى ثَلٰثَةِ اَمْثِلَةٍ مِثَالَيْنِ لِكَوْنِ النَّفْيِ مُعَارِضًا لِلْاِثْبَاتِ وَمِثَالٌ لِكَوْنِ الْاِثْبَاتِ اَوْلٰى مِنْهُ عَلٰى مَا بَيَّنَهَا الْمُصَنِّفُ (رحـ) بِتَمَامِهَا لٰكِنْ اَوْرَدَهَا عَلٰى غَيْرِ تَرْتِيْبِ اللَّفِّ فَجَاءَ اَوَّلًا بِمِثَالِ قَوْلِهٖ وَاِلَّا فَلَا فَقَالَ فَالنَّفْيُ فِيْ حَدِيْثِ بَرِيْرَةَ (رضـ) وَهِيَ الَّتِيْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً لِعَائِشَةَ (رضـ) وَكَانَتْ فِيْ نِكَاحِ عَبْدٍ فَلَمَّا اَدَّتْ بَدَلَ الْكِتَابَةِ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِيْ وَلٰكِنْ اُخْتُلِفَ فِيْ اَنَّهٗ حِيْنَ خَيَّرَهَا هَلْ بَقِيَ زَوْجُهَا عَبْدًا اَمْ صَارَ حُرًّا فَقَالَ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا عَلٰى حَالِهٖ وَهُوَ مُخْتَارُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) حَيْثُ لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُعْتَقَةِ اِلَّا اِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَقِيْلَ قَدْ صَارَ حُرًّا وَهُوَ مُخْتَارُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) حَيْثُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُعْتَقَةِ سَوَاءٌ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا اَوْ حُرًّا ـ

সরল অনুবাদ : এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা তিনটি উদাহরণের মুখাপেক্ষী। তন্মধ্যে দু'টি নেতিবাচক ইতিবাচকের সাথে বিরোধপূর্ণ হওয়ার উদাহরণ এবং একটি ইতিবাচক নেতিবাচক হতে উত্তম হওয়ার উদাহরণ। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) এ সব কয়টি উদাহরণই তাঁর ইবারতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা অধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ যেমন তিনি সর্বাগ্রে তাঁর কাওল وَاِلَّا فَلَا -এর উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন, **আর হাদীসে বারীরা (রা.)-এর মধ্যে উল্লিখিত نَفِيْ টি** (نَفِيْ -এর সেই শ্রেণীভুক্ত হওয়ার উদাহরণ, যা কোনো দলিলের মাধ্যমে জানা যায়নি; বরং তা বাহ্যিক অবস্থা বিচারে জানা গেছে)। হযরত বারীরা (রা.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর মুক্তি-চুক্তিবদ্ধা সেবিকা ছিলেন এবং জনৈক ক্রীতদাসের বিবাহাধীনে ছিলেন। যখন তিনি মুক্তি-চুক্তির বিনিময়-মূল্য পরিশোধ করে দিলেন, তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেছেন, "এখন তুমি তোমার সর্বাঙ্গের মালিক হয়ে গেছ, সুতরাং নিজেই নিজের স্বামী পছন্দ করে নাও।" কিন্তু এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ যখন তাঁকে এখ্তিয়ার প্রদান করেছিলেন, তখন তাঁর স্বামী ক্রীতদাসই ছিলেন, না স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলেন? কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর স্বামী পূর্ববৎ ক্রীতদাসই ছিলেন। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুমোদিত কাওল। এ কারণেই তিনি আজাদীপ্রাপ্তা মহিলার জন্য এখ্তিয়ার সাব্যস্ত করেন না। অবশ্য শুধু সেই ক্ষেত্রেই এখ্তিয়ার সাব্যস্ত করেন, যখন তার স্বামী ক্রীতদাস থেকে যায়। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, হযরত বারীরা (রা.)-এর স্বামী তখন স্বাধীন হয়ে গেছেন। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুমোদিত কাওল। এ কারণেই তিনি আজাদীপ্রাপ্তা মহিলার জন্য এখ্তিয়ার সাব্যস্ত করেন। চাই তার স্বামী ক্রীতদাসই হোক অথবা স্বাধীন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَنَحْنُ نَحْتَاجُ অতঃপর আমরা মুখাপেক্ষী ح এ অবস্থার প্রেক্ষিতে إِلٰى ثَلٰثَةِ তিনটি اَمْثِلَةٍ উদাহরণের مِثَالَيْنِ দু'টি উদাহরণ لِكَوْنِ হওয়ার কারণে النَّفْيِ নেতিবাচক مُعَارِضًا বিরোধপূর্ণ لِلْاِثْبَاتِ ইতিবাচকের সাথে وَمِثَالٌ একটি উদাহরণ لِكَوْنِ الْاِثْبَاتِ ইতিবাচকটি হওয়ার কারণে اَوْلٰى উত্তম مِنْهُ নেতিবাচক হতে عَلٰى مَا بَيَّنَهَا যা বর্ণনা করেছেন الْمُصَنِّفُ (رحـ) গ্রন্থকার (র.) بِتَمَامِهَا পরিপূর্ণভাবে لٰكِنْ اَوْرَدَهَا কিন্তু তিনি উপস্থাপন করেছেন عَلٰى غَيْرِ تَرْتِيْبِ اللَّفِّ অধারাবাহিকভাবে فَجَاءَ সুতরাং তিনি উল্লেখ করেছেন اَوَّلًا প্রথমে بِمِثَالِ উদাহরণ স্বরূপ قَوْلِهٖ তাঁর কাওল وَاِلَّا فَلَا এ অংশটি فَقَالَ অতঃপর তিনি বলেছেন فَالنَّفْيُ নফীটি فِيْ حَدِيْثِ بَرِيْرَةَ (رضـ) হযরত বারীরা (রা.)-এর হাদীসে وَهِيَ الَّتِيْ আর তিনি ছিলেন كَانَتْ مُكَاتَبَةً মুক্তি-চুক্তিবদ্ধা দাসী لِعَائِشَةَ (رضـ) হযরত আয়েশা (রা.)-এর وَكَانَتْ আর তিনি ছিলেন فِيْ نِكَاحِ عَبْدٍ জনৈক ক্রীতদাসের বিবাহধীনে فَلَمَّا اَدَّتْ অতঃপর যখন তিনি পরিশোধ করেন بَدَلَ বিনিময় الْكِتَابَةِ মুক্তি-চুক্তির قَالَ لَهَا তখন তাকে বললেন رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ مَلَكْتِ তুমি মালিক হয়ে গেছ بُضْعَكِ তোমার গুপ্তাঙ্গের فَاخْتَارِيْ কাজেই নিজেই নিজের স্বামী পছন্দ করে নাও وَلٰكِنْ اُخْتُلِفَ কিন্তু মতভেদ রয়েছে فِيْ اَنَّهٗ এ বিষয়ে حِيْنَ خَيَّرَهَا যখন তাঁকে এখতিয়ার প্রদান করেছিলেন هَلْ بَقِيَ زَوْجُهَا তার স্বামী কি অবশিষ্ট রয়েছে عَبْدًا দাস হিসেবে اَمْ নাকি صَارَ حُرًّا স্বাধীন হয়ে গেছে فَقَالَ কেউ কেউ বলেছেন اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا তাঁর স্বামী ক্রীতদাসই ছিলেন عَلٰى حَالِهٖ তার পূর্বাবস্থা অনুযায়ী وَهُوَ مُخْتَارُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুমোদিত কাওল

حَيْثُ لَا يَثْبُتُ এ জন্যই তিনি সাব্যস্ত করেন না اَلْخِيَارُ এখতিয়ার বা স্বাধীনতা لِلْمُعْتَقَةِ আজাদীপ্রাপ্তা মহিলার জন্য اِلَّا অবশ্য শুধু সে ক্ষেত্রেই এখতিয়ার সাব্যস্ত করেন كَانَ زَوْجُهَا اِذَا যখন তার স্বামী হয় عَبْدًا গোলাম وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন قَدْ صَارَ حُرًّا তিনি তখন স্বাধীন হয়ে গেছেন (رح) وَهُوَ مُخْتَارُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুমোদিত কাওল حَيْثُ يَثْبُتُ এ জন্যই তিনি সাব্যস্ত করেন اَلْخِيَارُ এখতিয়ার বা স্বাধীনতা لِلْمُعْتَقَةِ আজাদীপ্রাপ্তা মহিলার জন্য سَوَاءٌ চাই كَانَ زَوْجُهَا তার স্বামী হোক عَبْدًا ক্রীতদাসই اَوْ حُرًّا অথবা স্বাধীন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَالنَّفْىُ فِىْ حَدِيْثِ بَرِيْرَةَ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُثْبِتْ ও نَافِىْ-এর বিরোধের অবস্থায় نَافِىْ দলিলবিহীন হওয়ার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। نَافِىْ (নেতিবাচক) ও مُثْبِتْ (ইতিবাচক) দলিল তথা হাদীস-এর মধ্যকার বিরোধ নিরসনকল্পে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার (র.) যে মূলনীতি পেশ করেছেন, এটার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করার জন্য তিনটি উদাহরণ উপস্থাপনের প্রয়োজন।

১. সেখানে সরাসরিভাবে (সন্দেহাতীতভাবে) জানা গেছে যে, نَفْى-এর মধ্যে বর্ণনাকারী দলিলের উপর নির্ভর করেছেন।

২. দলিলের উপর নির্ভর না করার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, বর্ণনাকারীর দলিলের উপরই নির্ভর করেছেন।

৩. বর্ণনাকারী (نَفْى-এর মধ্যে) দলিলের উপর নির্ভর করেননি; বরং মৌলিক অবস্থার উপর নির্ভর করেছেন। গ্রন্থকার (র.) নিজেই উপরিউক্ত ত্রিবিধ শ্রেণীর উদাহরণ পেশ করেছেন। তবে তিনি ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি।

সুতরাং গ্রন্থকার (র.) সর্বাগ্রে তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ স্বরূপ হযরত বারীরা (রা.)-এর ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। হযরত বারীরা (রা.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর মুকাতাবাহ্ দাসী ছিলেন। কিতাবতের বিনিময় আদায় করার পর বারীরা আজাদ হয়ে যান। তখন নবী করীম ﷺ বারীরা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি এখন তোমার লজ্জাস্থানের কর্তৃত্ব লাভ করেছ। এখন তুমি নিজেই তোমার স্বামী পছন্দ করে নাও। উল্লেখ যে, ইতঃপূর্বে মুগীছ নামী এক দাসের সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। এখন আজাদ হয়ে যাওয়ার পর হুযূর ﷺ তাকে মুগীছের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখা না রাখার ব্যাপারে এখতিয়ার প্রদান করেছেন। অর্থাৎ হযরত বারীরাকে এ এখতিয়ার প্রদান করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে তোমার পূর্বোক্ত স্বামী মুগীছের সাথে সম্পর্ক রাখতেও পার, আর ইচ্ছা করলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পার। এতে হযরত বারীরা (রা.) মুগীছের বহু কাকুতি-মিনতিকে উপেক্ষা করে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।

যা হোক এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে যে, যখন হযরত বারীরাকে হুযূর ﷺ উপরিউক্ত এখতিয়ার প্রদান করেছিলেন, তখন হযরত বারীরার স্বামী মুগীছ পূর্বের ন্যায় দাসই রয়ে গিয়েছিল না সে তখন আজাদী লাভ করেছিল? সুতরাং একদল ওলামার মতে সে তখনো পূর্ববত গোলামই রয়ে গিয়েছিল। যেমন– বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا অর্থাৎ হুযূর ﷺ হযরত বারীরাকে এখতিয়ার দিয়েছিলেন আর তাঁর স্বামী দাস ছিল। ইমাম শাফেয়ী (র.) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, আজাদকৃতা মহিলাকে তার স্বামীর ব্যাপারে কেবল তখনই এখতিয়ার দেওয়া হবে যখন তার স্বামী দাস হয়। স্বামী আজাদ হলে তাকে এখতিয়ার দেওয়া হবে না। অপর দলের মতে হুযূর ﷺ যখন হযরত বারীরা (রা.)-কে তাঁর স্বামীর ব্যাপারে এখতিয়ার প্রদান করেন তখন তার স্বামী আজাদ ছিল, যা সিহাহ-সিত্তার বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ বর্ণনাগুলোর আলোকে বলেছেন যে, আজাদকৃতা (মহিলা)-এর জন্য সর্বাবস্থায়ই এখতিয়ার সাব্যস্ত হবে– চাই তার স্বামী দাস হোক অথবা আজাদ হোক।

فَالْحُرِّيَّةُ وَاِنْ كَانَتْ اَصْلِيَّةً فِىْ دَارِ الْاِسْلَامِ وَالْعُبُوْدِيَّةُ عَارِضَةً وَلٰكِنْ لَمَّا اِتَّفَقَتِ الرُّوَاةُ عَلٰى اَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا فِى الْحَقِيْقَةِ وَاِنَّمَا وَقَعَ الْاِخْتِلَافُ فِى الْحُرِّيَّةِ الْعَارِضَةِ كَانَ خَبَرُ الْعُبُوْدِيَّةِ نَافِيًا لِلْحُرِّيَّةِ الْعَارِضَةِ وَمُبْقِيًا لَهٗ عَلَى الْاَصْلِ وَخَبَرُ الْحُرِّيَّةِ مُثْبِتًا لِلْاَمْرِ الْعَارِضِىِّ فَخَبَرُ النَّفْيِ وَهُوَ مَا رُوِىَ اَنَّهَا اُعْتِقَتْ وَ زَوْجُهَا عَبْدٌ مِمَّا لَا يُعْرَفُ اِلَّا بِظَاهِرِ الْحَالِ وَهُوَ اَنَّهٗ كَانَ عَبْدًا فِى الْاَصْلِ فَالظَّاهِرُ اَنَّهٗ بَقِىَ كَذٰلِكَ وَلَيْسَتْ لِلْعَبْدِ عَلَامَةٌ وَ دَلِيْلٌ يُعْرَفُ بِهَا وَيُمَيَّزُ عَنِ الْحُرِّ فَلَمْ يُعَارِضِ الْاِثْبَاتَ وَهُوَ مَا رُوِىَ اَنَّهَا اُعْتِقَتْ وَ زَوْجُهَا حُرٌّ لِاَنَّ مَنْ اَخْبَرَ بِالْحُرِّيَّةِ لَا شَكَّ اَنَّهٗ قَدْ وَقَفَ عَلَيْهَا بِالْاِخْبَارِ وَالسَّمَاعِ فَكَانَ عِلْمُهٗ مُسْتَنِدًا اِلٰى دَلِيْلٍ فَاَصْحَابُنَا (رح) هٰهُنَا عَمِلُوْا بِالْمُثْبِتِ وَاَثْبَتُوا الْخِيَارَ لَهَا حِيْنَ كَوْنِ زَوْجِهَا حُرًّا ـ

সরল অনুবাদ : মোটকথা, স্বাধীনতা যদিও ইসলামি রাষ্ট্রে একটি মৌলিক অধিকার এবং দাসত্ব একটি আনুষঙ্গিক ব্যাপার, কিন্তু যখন সকল রাবীই এ কথার উপর একমত হয়েছেন যে, তাঁর স্বামী মূলত ক্রীতদাসই ছিলেন। আর মতভেদ শুধু আনুষঙ্গিক স্বাধীনতার ব্যাপারে সংঘটিত হয়েছে, তখন এমতাবস্থায় দাসত্ব সংক্রান্ত হাদীসটি আনুষঙ্গিক স্বাধীনতার জন্য নিষেধকারী হবে এবং হযরত বারীরা (রা.)-এর স্বামীকে আসল অবস্থার উপর বহাল রাখবে। আর স্বাধীনতা সংক্রান্ত হাদীসটি আনুষঙ্গিক বিষয়কে সাব্যস্তকারী হবে। সুতরাং نفى -এর হাদীস অর্থাৎ **সেই হাদীসটি যাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত বারীরা (রা.)-কে এমন অবস্থায় আজাদ করা হয়েছিল যখন তাঁর স্বামী ক্রীতদাস ছিলেন এটা সেই শ্রেণীভুক্ত যা বাহ্যিক অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে জানা যায় না।** আর তা এই যে, বারীরা (রা.)-এর স্বামী মূলত ক্রীতদাস ছিলেন। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থা এটাই যে, তিনি এরূপই থেকে গিয়েছিলেন। আর ক্রীতদাসের মধ্যে এমন কোনো আলামত বিদ্যমান থাকে না যে, তা দ্বারা তার ক্রীতদাস হওয়ার পরিচয় অবগত হওয়া যাবে এবং তাকে আজাদ ব্যক্তি হতে পার্থক্য করা যাবে। **সুতরাং নেতিবাচক হাদীসটি ইতিবাচক হাদীসের সমকক্ষ হতে পারে না। আর তা হচ্ছে সেই হাদীসটি যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত বারীরা (রা.)-কে এমন অবস্থায় আজাদ করা হয়েছিল, যখন তার স্বামী মুক্ত ও স্বাধীন ছিলেন।** কেননা, যে রাবী স্বাধীন হওয়া সংক্রান্ত খবর প্রদান করেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি কোনো বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ ও স্বয়ং শ্রবণ-এর মাধ্যমে তা অবগত হয়ে থাকবেন। সুতরাং তাঁর জ্ঞান দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কারণেই হানাফী আলিমগণ এ ঘটনার ক্ষেত্রে ইতিবাচকের উপর আমল করেছেন এবং স্বামী আজাদ হওয়ার অবস্থায়ও আজাদীপ্রাপ্তা রমণীর জন্য এখতিয়ার সাব্যস্ত করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَالْحُرِّيَّةُ আর স্বাধীনতা وَاِنْ كَانَتْ اَصْلِيَّةً যদিও একটি মৌলিক অধিকার فِىْ دَارِ الْاِسْلَامِ ইসলামি রাষ্ট্রে وَالْعُبُوْدِيَّةُ আর দাসত্ব عَارِضَةٌ একটি আনুষঙ্গিক ব্যাপার وَلٰكِنْ কিন্তু لَمَّا اِتَّفَقَتِ যখন একমত হয়েছে الرُّوَاةُ সকল বর্ণনাকারীই عَلٰى اَنَّ এ কথার উপর যে زَوْجَهَا বারীরা (রা.)-এর স্বামী كَانَ عَبْدًا ক্রীতদাসই ছিল فِى الْحَقِيْقَةِ প্রকৃতপক্ষে وَاِنَّمَا وَقَعَ মূলত সংঘটিত হয়েছে الْاِخْتِلَافُ মতভেদ فِى الْحُرِّيَّةِ স্বাধীনতার ব্যাপারে الْعَارِضَةِ যা আনুষঙ্গিক كَانَ خَبَرُ الْعُبُوْدِيَّةِ এমতাবস্থায় দাসত্ব সংক্রান্ত হাদীসটি نَافِيًا নিষেধকারী হবে لِلْحُرِّيَّةِ স্বাধীনতার জন্য الْعَارِضَةِ যা আনুষঙ্গিক وَمُبْقِيًا لَهٗ এবং তাঁর স্বামীকে বহাল রাখবে عَلَى الْاَصْلِ আসল অবস্থার উপর وَخَبَرُ الْحُرِّيَّةِ আর স্বাধীনতা সংক্রান্ত হাদীসটি مُثْبِتًا সাব্যস্তকারী হবে لِلْاَمْرِ الْعَارِضِىِّ আনুষঙ্গিক বিষয়কে فَخَبَرُ النَّفْيِ সুতরাং نَفِىْ -এর হাদীস وَهُوَ مَا رُوِىَ যাতে বর্ণনা করা হয়েছে اَنَّهَا اُعْتِقَتْ হযরত বারীরা (রা.)-কে এমন অবস্থায় আজাদ করা হয়েছে যে وَ زَوْجُهَا যখন তাঁর স্বামী عَبْدٌ ক্রীতদাস ছিলেন مِمَّا এটা সে শ্রেণীভুক্ত لَا يُعْرَفُ যা জানা যায় না اِلَّا بِظَاهِرِ الْحَالِ বাহ্যিক অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে وَهُوَ আর তা হলো اَنَّهٗ كَانَ عَبْدًا তখন তিনি ক্রীতদাস ছিলেন فِى الْاَصْلِ মূলত فَالظَّاهِرُ সুতরাং বাহ্যিক অবস্থা এটাই اَنَّهٗ بَقِىَ যে তিনি থেকে গিয়েছিলেন كَذٰلِكَ এরূপই وَلَيْسَتْ لِلْعَبْدِ আর ক্রীতদাসের জন্য থাকে না عَلَامَةٌ এমন কোনো আলামত وَ دَلِيْلٌ এবং প্রমাণ يُعْرَفُ بِهَا যা দ্বারা ক্রীতদাস হওয়ার পরিচয় অবগত হওয়া যাবে وَيُمَيَّزُ এবং পার্থক্য করা যাবে عَنِ الْحُرِّ আজাদ ব্যক্তি হতে فَلَمْ يُعَارِضِ সুতরাং নেতিবাচক

হাদীসটি সমকক্ষ হতে পারে না الْإِثْبَاتَ ইতিবাচকের وَهُوَ আর তা হলো مَا رُوِيَ যাতে বর্ণিত হয়েছে أَنَّهَا أُعْتِقَتْ হযরত বারীরা (রা.)-কে এমন অবস্থায় আজাদ করা হয়েছে وَزَوْجُهَا যখন তার স্বামী ছিলেন حُرٌّ স্বাধীন لِأَنَّ কেননা مَنْ أَخْبَرَ যিনি খবর প্রদান করেছেন بِالْحُرِّيَّةِ স্বাধীন হওয়ার বিষয়ে لَا شَكَّ أَنَّهُ নিঃসন্দেহে তিনি قَدْ وَقَفَ عَلَيْهَا তা অবগত হয়েছেন بِالْإِخْبَارِ কোনো বিশ্বাসযোগ্য সংবাদের মাধ্যমে وَالسَّمَاعِ ও স্বয়ং শ্রবণের মাধ্যমে فَكَانَ عِلْمُهُ সুতরাং তার জ্ঞান مُسْتَنِدًا প্রতিষ্ঠিত হবে إِلَى دَلِيلٍ কোনো দলিলের উপর (رح) فَأَصْحَابُنَا কাজেই আমাদের হানাফী আলিমগণ هٰهُنَا এ ঘটনার ক্ষেত্রে عَمِلُوْا আমল করেছেন بِالْمُثْبِتِ ইতিবাচকের উপর وَأَثْبَتُوا এবং সাব্যস্ত করেছেন الْخِيَارَ সুযোগ/এখতিয়ার لَهَا আজাদীপ্রাপ্তা রমণীর জন্য حِيْنَ যখন كَوْنِ زَوْجِهَا তার স্বামী হওয়ার ক্ষেত্রেও حُرًّا স্বাধীন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَالْحُرِّيَّةُ وَإِنْ كَانَتْ أَصْلِيَّةً فِي دَارِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, ইসলামি রাষ্ট্রে আজাদী أَصْلٌ এবং দাসত্ব عَارِضٌ (অস্থায়ী বা বহিরাগত)। সুতরাং আজাদীর خَبَرٌ ইতিবাচক (مُثْبِتٌ) নয়। কেননা, এটা অতিরিক্ত (বহিরাগত) কোনো বিষয়কে সাব্যস্ত করেনি; বরং দাসত্বের সংবাদ (خَبَرٌ) مُثْبِتٌ (ইতিবাচক)। কেননা, এটা অতিরিক্ত (বহিরাগত) বিষয়কে সাব্যস্তকারী জবাবের সারমর্ম এই যে, ইসলামি রাষ্ট্রে আজাদী মৌলিক এবং দাসত্ব অমৌলিক হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু বারীরার স্বামী দাস থাকার ব্যাপারে বর্ণনাকারীগণের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং আজাদীর ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে সেহেতু দাসত্বকে নেতিবাচক এবং আজাদীকে ইতিবাচক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَكَانَ عِلْمُهُ مُسْتَنِدًا إِلَى دَلِيلٍ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে একটি দ্বন্দ্বের নিরসন করা হয়েছে। যেহেতু বারীরা (রা.)-এর স্বামী দাস থাকার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই; বরং তার আজাদীর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে, সেহেতু আজাদীর সংবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কেননা, দাস থাকার সংবাদ পূর্বাবস্থার উপর নির্ভর করে দেওয়া যায়; কিন্তু আজাদীর সংবাদ জানাশোনা ব্যতীত দেওয়া যায় না। কাজেই জানাটা দলিলের সাথে সম্পর্কিত হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, দাসত্ব সম্পর্কীয় সংবাদের বর্ণনাকারী হচ্ছে হযরত উরওয়া (রা.) এবং কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর (র.)। উভয়ই হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আয়েশা (রা.) উরওয়ার খালা এবং কাসেমের ফুফু ছিলেন। কাজেই তাঁরা হযরত আয়েশা (রা.) হতে সামনাসামনি শ্রবণ করেছেন। পক্ষান্তরে আজাদীর সংবাদ হযরত আসওয়াদ (র.) হযরত আয়েশা (রা.) হতে পর্দার আড়ালে থেকে শ্রবণ করত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং প্রথমোক্ত তথা দাসত্বের বর্ণনাটি সমধিক নিশ্চয়তার দরুন উত্তম হবে। কেননা, এটা তো পর্দাহীনভাবে সামনাসামনি শ্রবণ করা হয়েছে। এটার জবাবে আমরা বলবো যে, এ উত্তমতা ঐ উত্তমতার বিরোধী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না যা দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং যা দলিলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা মোতাবেক আমল করাই মূলনীতি।

وَفِىْ حَدِيْثِ مَيْمُوْنَةَ (رض) مِثَالٌ لِكَوْنِ النَّفْيِ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ وَ ذٰلِكَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ مُحْرِمًا فَتَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ (رض) بِنَفْسِهِ وَلٰكِنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا فِىْ اَنَّهُ هَلْ بَقِىَ عَلَى الْاِحْرَامِ حِيْنَ النِّكَاحِ اَمْ نَقَضَهُ فَقِيْلَ اِنَّهُ نَقَضَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَ وَبِهِ اَخَذَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) حَيْثُ لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ فِى الْاِحْرَامِ كَمَا لَا يَحِلُّ الْوَطْئُ بِالْاِتِّفَاقِ وَقِيْلَ كَانَ بَاقِيًا عَلَى الْاِحْرَامِ حِيْنَ النِّكَاحِ وَبِهِ اَخَذَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) حَيْثُ يَحِلُّ النِّكَاحُ لِلْمُحْرِمِ وَاِنْ حَرُمَ الْوَطْئُ فَالْاِحْرَامُ وَاِنْ كَانَ عَارِضًا فِىْ بَنِىْ اٰدَمَ وَالْحِلُّ اَصْلًا لٰكِنَّهُ لَمَّا اِتَّفَقَتِ الرُّوَاةُ اَنَّهُ كَانَ اَحْرَمَ الْبَتَّةَ وَاِنَّمَا الْاِخْتِلَافُ فِىْ اِبْقَائِهِ وَنَقْضِهِ كَانَ خَبَرُ الْاِحْرَامِ نَافِيًا لِلْحِلِّ الطَّارِئِ عَلَيْهِ وَخَبَرُ الْحِلِّ مُثْبِتًا لِلْاَمْرِ الْعَارِضِىْ فَخَبَرُ النَّفْيِ فِىْ بَابِ حَدِيْثِ مَيْمُوْنَةَ (رض) وَهُوَ مَا رُوِىَ اَنَّهُ (ع) تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ مِمَّا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ وَهُوَ هَيْأَةُ الْمُحْرِمِ مِنْ لُبْسِ غَيْرِ الْمَخِيْطِ وَعَدَمِ تَقَلُّمِ الْاَظَافِيْرِ وَعَدَمِ حَلْقِ الشَّعْرِ فَهٰذَا عِلْمٌ مُسْتَنِدٌ اِلٰى دَلِيْلٍ .

সরল অনুবাদ : আর হাদীসে মায়মূনা **(রা.)-এর মধ্যে উল্লিখিত نَفِىْ টি** এটা نَفِىْ -এর সেই শ্রেণীভুক্ত হওয়ার উদাহরণ, যা দলিলের মাধ্যমে জানা যায়। আর তা এই যে, নবী করীম ﷺ ইহরাম সজ্জিত ছিলেন। অতঃপর তিনি হযরত মায়মূনা (রা.)-কে বিবাহ করেছেন। এখন শাস্ত্র বিশারদগণ এ প্রশ্নে মতপার্থক্য করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বিবাহের সময়ও কি ইহ্রামের উপর বহাল ছিলেন, না তিনি ইহ্রাম ভঙ্গ করে ফেলেছিলেন? কেউ কেউ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, হুযূর ﷺ তখন ইহ্রাম ভঙ্গ করেছিলেন তারপর বিবাহ করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। এ জন্য তাঁর মতে ইহ্রাম সজ্জিত অবস্থায় বিবাহ শুদ্ধ নয়। যদ্রূপ সর্বসম্মতিক্রমে যৌনসম্ভোগ হালাল নয়। আর কারো কারো মতে নবী করীম ﷺ বিবাহের সময়ও ইহ্রামের উপর বহাল ছিলেন এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। এ জন্য তাঁর মতে ইহ্রাম সজ্জিত ব্যক্তির জন্য বিবাহ হালাল রয়েছে, যদিও স্ত্রী-সম্ভোগ হারাম। সুতরাং ইহ্রাম মানুষের জন্য যদিও একটি আনুষঙ্গিক অবস্থা এবং হালাল বা ইহরামবিহীন অবস্থায় থাকাই তার আসল, কিন্তু যখন সকল রাবীই এ কথার উপর একমত যে, নবী করীম ﷺ অকাট্যভাবে ইহ্রাম সজ্জিত ছিলেন। মতপার্থক্য শুধু এ ব্যাপারে যে, বিবাহের সময়ও তিনি ইহ্রামের উপর বহাল ছিলেন, না ইহ্রাম ভঙ্গ করে ফেলেছিলেন। কাজেই ইহ্রাম সাব্যস্তকারী হাদীসটি সেই ইহ্রামবিহীন অবস্থার জন্য নেতিবাচক হয়ে যাবে, যা তার উপর হঠাৎ আগমনকারী ছিল এবং ইহ্রামবিহীন হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি সেই আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্য ইতিবাচক হয়ে যাবে, যা ইহ্রামের উপর হঠাৎ আগমনকারী ছিল। সুতরাং হযরত মায়মূনা (রা.)-এর বিবাহ সম্পর্কিত نَفِىْ -এর রেওয়ায়াতটি **অর্থাৎ সেই হাদীসটি যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ হযরত মায়মূনা (রা.)-কে ইহ্রাম সজ্জিত অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন এটা সেই শ্রেণীভুক্ত, যা দলিলের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়। আর সেই দলিলটি হলো ইহ্রাম সজ্জিত ব্যক্তির বাহ্যিক আকৃতি ও অবস্থা।** যেমন– সেলাইবিহীন বস্ত্র পরিধান করা, নখ কর্তন না করা ও মাথার চুল না কামানো। সুতরাং এটা একটি ইলম, যা দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

শাব্দিক অনুবাদ : وَفِىْ حَدِيْثِ مَيْمُوْنَةَ (رض) আর হাদীসে মায়মূনা (রা.)-এর মধ্যে উল্লিখিত مِثَالٌ نَفِىْ টি উদাহরণ لِكَوْنِ النَّفْيِ নফী হওয়ার مِنْ جِنْسِ সে শ্রেণীভুক্ত مَا يُعْرَفُ যা জানা যায় بِدَلِيْلِهِ দলিলের মাধ্যমে وَ ذٰلِكَ আর তা এই যে اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ নবী করীম ﷺ كَانَ مُحْرِمًا ইহরাম সজ্জিত ছিলেন فَتَزَوَّجَ অতঃপর তিনি বিবাহ করেছেন مَيْمُوْنَةَ (رض) হযরত মায়মূনা (রা.)-কে بِنَفْسِهِ নিজেই وَلٰكِنَّهُمْ কিন্তু শাস্ত্র বিশারদগণ اِخْتَلَفُوْا মতপার্থক্য করেছে فِىْ এ প্রশ্নে اَنَّهُ هَلْ بَقِىَ তিনি কি বহাল ছিলেন عَلَى الْاِحْرَامِ ইহরামের উপর حِيْنَ النِّكَاحِ বিবাহের সময় اَمْ নাকি نَقَضَهُ ইহরাম ভঙ্গ করে ফেলেছিলেন فَقِيْلَ কেউ কেউ বলেছেন اِنَّهُ نَقَضَهُ তিনি তখন ইহরাম ভঙ্গ করেছেন ثُمَّ تَزَوَّجَ তারপর বিবাহ করেছেন وَبِهِ اَخَذَ আর এটিই গ্রহণ করেছেন الشَّافِعِىُّ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.) حَيْثُ لَا يَحِلُّ শুদ্ধ নয় النِّكَاحُ বিবাহ فِى الْاِحْرَامِ ইহরাম অবস্থার كَمَا لَا يَحِلُّ যেমনিভাবে বৈধ নয় الْوَطْئُ যৌনসম্ভোগ بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতিক্রমে وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন كَانَ بَاقِيًا তিনি বহাল ছিলেন عَلَى الْاِحْرَامِ ইহরামের উপর حِيْنَ النِّكَاحِ বিবাহের সময় وَبِهِ اَخَذَ এটিই গ্রহণ করেছেন اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবূ হানীফা (র.) حَيْثُ يَحِلُّ

এ কারণেই হালাল রয়েছে اَلنِّكَاحُ বিবাহ করা لِلْمُحْرِمِ মুহরিমের জন্য وَاِنْ حَرُمَ যদিও হারাম اَلْوَطْئُ সহবাস فَالْاِحْرَامُ সুতরাং ইহরাম وَاِنْ كَانَ عَارِضًا যদিও একটি আনুষঙ্গিক বিষয় فِىْ بَنِىْ اٰدَمَ আদম সন্তানের জন্য وَالْحِلُّ হালাল তথা ইহরামবিহীন থাকা اَصْلًا আসল اَلْبَتَّةَ কিন্তু لٰكِنَّهُ لَمَّا اِتَّفَقَتِ যখন একমত اَلرُّوَاةُ সকল রাবীই اَنَّهُ كَانَ اَحْرَمَ যে নবী করীম ﷺ ইহরাম অবস্থায় ছিলেন অকাট্যভাবে وَاِنَّمَا الْاِخْتِلَافُ তবে মতভেদ শুধু فِىْ اِبْقَائِهٖ বিবাহের সময়েও তিনি ইহরামের উপর বহাল ছিলেন وَنَقْضِهٖ না ইহরাম ভঙ্গ করে ফেলেছিলেন كَانَ خَبَرُ الْاِحْرَامِ কাজেই ইহরাম সাব্যস্তকারী হাদীসটি نَافِيًا নেতিবাচক হয়ে যাবে لِلْحِلِّ সেই ইহরামবিহীন অবস্থার জন্য اَلطَّارِئْ عَلَيْهِ যা তার উপর হঠাৎ আগমনকারী ছিল وَخَبَرُ الْحِلِّ আর ইহরামবিহীন হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি مُثْبِتًا ইতিবাচক হবে لِلْاَمْرِ الْعَارِضِىْ সেই আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্য যা ইহরামের উপর হঠাৎ আগমনকারী ছিল فَخَبَرُ النَّفْيِ সুতরাং نَفِىْ -এর বর্ণনাটি فِىْ بَابِ مَا رُوِىَ বিবাহ সম্পর্কিত حَدِيْثُ مَيْمُوْنَةَ (رض) হযরত মাইমূনা (রা.)-এর হাদীস وَهُوَ আর তা হলো যাতে বর্ণিত হয়েছে تَزَوَّجَهَا ﷺ اَنَّهُ নবী করীম ﷺ তাকে বিবাহ করেছেন وَهُوَ مُحْرِمٌ তখন তিনি ইহরাম সজ্জিত ছিলেন مِمَّا এটা সেই শ্রেণীভুক্ত يُعْرَفُ যা অবগত হওয়া যায় بِدَلِيْلِهٖ দলিলের মাধ্যমে وَهُوَ আর তা হলো هَيْأَةُ আকৃতি বা অবস্থা اَلْمُحْرِمِ ইহরাম সজ্জিত ব্যক্তির مِنْ لُبْسِ যেমন পরিধান করা غَيْرِ الْمُخَيَّطِ সেলাইবিহীন বস্ত্র وَعَدَمِ এবং না করা تَقْلِمِ কর্তন اَلْاَظَافِيْرِ নখসমূহ وَعَدَمِ حَلْقِ এবং না কামানো اَلشَّعْرِ মাথার চুল فَهٰذَا عِلْمٌ সুতরাং এটা একটা ইলম مُسْتَنِدٌ যা প্রতিষ্ঠিত اِلٰى دَلِيْلٍ দলিলের উপর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَفِىْ حَدِيْثِ مَيْمُوْنَةَ (رض) مِثَالٌ لِكَوْنِ النَّفْيِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে হযরত মায়মূনা (রা.)-এর হাদীসে উল্লিখিত نَفِىْ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত মায়মূনা (রা.)-এর বিবাহ সংক্রান্ত হাদীসখানাকে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার (র.) নেতিবাচকের ঐ শ্রেণীর উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন যা দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। ঘটনাটি এই যে, নবী করীম ﷺ ইহ্রাম বাঁধেন, অতঃপর হযরত মায়মূনাকে বিবাহ করেন। এখন বিবাহের সময় তিনি ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন না ইহ্রাম ভঙ্গ করেছেন– এ ব্যাপারে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং একদলের মতে তিনি ইহ্রাম ভঙ্গ করে ফেলেছিলেন। যেমন– সহীহ মুসলিম এবং সুনানে ইবনে মাজায় হযরত ইয়াযীদ ইবনে আছাম (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার নিকট স্বয়ং হযরত মায়মূনা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ তাঁকে বিবাহ করেছেন এমতাবস্থায় যে, নবী করীম ﷺ হালাল ছিলেন। অপর দলের মতে নবী করীম ﷺ ইহ্রামের অবস্থায়ই হযরত মায়মূনাকে বিবাহ করেছেন। যেমন– সিহাহ-সিত্তায় (ছয়টি সহীহ হাদীস গ্রন্থে) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ হযরত মায়মূনা (রা.)-কে ইহ্রামের অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রথমোক্ত হাদীসের মোতাবেক বলেছেন যে, ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহ জায়েজ নেই। যদ্রূপ ইহরাম অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে সহবাস জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস গ্রহণ করে বলেছেন যে, ইহরাম অবস্থায় বিবাহ জায়েজ– অবশ্য সহবাস জায়েজ নয়। তাঁর মতে ইহরাম যদিও আদম সন্তানের জন্য অস্থায়ী ও সাময়িক ব্যাপার তথাপি যেহেতু বর্ণনাকারীগণ এ ব্যাপারে মতানৈক্য পৌঁছেন যে, হুযূর ﷺ ইহরামের অবস্থায় ছিলেন, অবশ্য এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, তিনি ইহরাম ভঙ্গ করেছেন, না বহাল রেখেছেন। সেহেতু ইহরামের সংবাদ সেই হালালের জন্য نَافِىْ (প্রত্যাখ্যানকারী) হবে যা পরে আরোপিত হয়েছে। আর হালাল হওয়ার সংবাদ অতিরিক্ত বিষয়ের জন্য مُثْبِتْ (সাব্যস্তকারী) হবে। সুতরাং হযরত মায়মূনা (রা.)-এর বিবাহ সংক্রান্ত হাদীসে (অর্থাৎ হুযূর ﷺ তাকে ইহরামের অবস্থায় বিবাহ করা) ঐ শ্রেণীভুক্ত হবে যা দলিল ও প্রকাশ্য আলামতের দ্বারা জানা যায়। আর সেই দলিল হলো মুহরিমের বিশেষ চিহ্নসমূহ, যা দ্বারা তাকে অমুহরিম হতে পৃথক করা যায়। যেমন– সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করা, নখ কর্তন না করা ইত্যাদি। আর এটা এমন জ্ঞান যা দলিলের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। কাজেই এটা مُثْبِتْ -এর সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। আর এ স্থলে مُثْبِتْ এই যে, নবী করীম ﷺ হযরত মায়মূনা (রা.)-কে হালাল (ইহরামবিহীন) অবস্থায় বিবাহ করেছেন। সুতরাং এখানে বর্ণনাকারীর দিক দিয়ে একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

فَعَارَضَ الْاِثْبَاتَ وَهُوَ مَا رُوِىَ اَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ لِاَنَّ مَنْ اَخْبَرَ بِهٰذَا لَا شَكَّ اَنَّهُ قَدْ رَاٰى عَلَيْهِ لِبَاسَ الْمُحَلِّلِيْنَ وَ زِيَّهُمْ فَلَمَّا تَعَارَضَ الْخَبَرَانِ عَلَى السَّوَاءِ اُحْتِيْجَ اِلٰى تَرْجِيْحِ اَحَدِهِمَا بِحَالِ الرَّاوِىْ وَجُعِلَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) وَهُوَ اَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ اَوْلٰى مِنْ رِوَايَةِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ وَهُوَ اَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ لِاَنَّهُ لَا يَعْدِلُهُ فِى الضَّبْطِ وَالْاِتْقَانِ فَصَارَ خَبَرُ النَّفْيِ هٰهُنَا مَعْمُوْلًا بِهٰذِهِ الْوَتِيْرَةِ وَطَهَارَةُ الْمَاءِ وَحِلُّ الطَّعَامِ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ مِثَالٌ لِكَوْنِ الرَّاوِىْ مِمَّا اِعْتَمَدَ عَلٰى دَلِيْلِ الْمَعْرِفَةِ وَفِى الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَقُوْلَ وَطَهَارَةُ الْمَاءِ وَحِلُّ الطَّعَامِ مِنْ جِنْسِ مَا تَشْتَبِهُ حَالُهُ لٰكِنْ اِذَا عُرِفَ اَنَّ الرَّاوِىْ اِعْتَمَدَ دَلِيْلَ الْمَعْرِفَةِ يَكُوْنُ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ ـ

সরল অনুবাদ : এ জন্য নেতিবাচকটি **ইতিবাচকের সমকক্ষ হবে। আর তা হলো সেই হাদীসটি যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ হযরত মায়মূনা (রা.)-কে ইহ্রামবিহীন অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন।** কেননা, যে রাবীটি নবী করীম ﷺ-এর ইহ্রামবিহীন হওয়ার খবর প্রদান করেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি তাঁকে ইহ্রামবিহীন লোকদের পরিধেয় বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় ও তাদের আকৃতিতে দেখে থাকবেন। মোদ্দাকথা, দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিবেচনায় যখন উভয় রেওয়ায়াতই সমান ও পরস্পর সমমর্যাদাসম্পন্ন হয়েছে, তখন রাবীদের অবস্থা বিবেচনা দ্বারা একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। **আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়াতকে প্রাধান্য দান করা** আর তা হলো এই যে, নবী করীম ﷺ ইহ্রাম সজ্জিত অবস্থায় হযরত মায়মূনা (রা.)-কে বিবাহ করেছেন। **এটা ইয়াযীদ ইবনে আসাম (রা.)-এর রেওয়ায়াত অপেক্ষা উত্তম।** আর তা এই যে, নবী করীম ﷺ ইহ্রামবিহীন অবস্থায় বিবাহ করেছেন। কেননা, ইয়াযীদ ইবনে আসাম ضَبْط ও اِتْقَانْ-এর দিক বিবেচনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সমকক্ষ ও সমপর্যায়ের নন। এ বিশ্লেষণের আলোকে আলোচ্য মাসআলায় নেতিবাচক হাদীসটি-ই আমলযোগ্য বলে সাব্যস্ত হয়েছে। **আর পানির পবিত্রতা ও খাদ্য হালাল হওয়া সম্পর্কিত খবর, এটাও সেই শ্রেণীভুক্ত যা দলিলের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়।** এটা এ কথার উদাহরণ যে, রাবী উপলব্ধি করার দলিলের উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্যে খানিকটা অসতর্কতা রয়েছে। (পূর্ববর্তী আলোচনার প্রেক্ষাপটে) এরূপ বলাই সমীচীন ছিল যে, وَطَهَارَةُ الْمَاءِ وَحِلُّ الطَّعَامِ مِنْ جِنْسِ مَا تَشْتَبِهُ حَالُهُ অর্থাৎ পানির পবিত্রতা ও খাদ্য হালাল হওয়ার খবর– এটা সেই শ্রেণীভুক্ত, যার অবস্থা সন্দেহজনক। কিন্তু যখন এটা অবগত হওয়া যাবে যে, রাবী উপলব্ধি করার দলিলের উপর নির্ভর করেছেন, তখন এই نَفْى-এর খবরও সেই শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে, যা দলিলের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَعَارَضَ الْاِثْبَاتَ এ জন্য নেতিবাচকটি সমকক্ষ হবে ইতিবাচকের وَهُوَ আর তা হলো مَا رُوِىَ যাতে বর্ণিত হয়েছে اَنَّهُ تَزَوَّجَهَا নবী করীম ﷺ হযরত মাইমূনা (রা.)-কে বিবাহ করেছেন وَهُوَ حَلَالٌ তখন তিনি ইহরামবিহীন অবস্থায় ছিলেন لِاَنَّ কেননা مَنْ اَخْبَرَ যে বর্ণনাকারী খবর দিয়েছেন بِهٰذَا এ হাদীসটি لَا شَكَّ اَنَّهُ নিঃসন্দেহে তিনি قَدْ رَاٰى দেখে থাকবেন عَلَيْهِ তাঁকে لِبَاسَ الْمُحَلِّلِيْنَ ইহরামবিহীন লোকদের পরিধেয় বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় وَ زِيَّهُمْ এবং তাদের আকৃতিতে فَلَمَّا تَعَارَضَ অতঃপর যখন সমমর্যাদা সম্পন্ন হয়েছে الْخَبَرَانِ উভয় হাদীস عَلَى السَّوَاءِ সমভাবে اُحْتِيْجَ তখন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে اِلٰى تَرْجِيْحِ প্রাধান্য দান করার اَحَدِهِمَا একটিকে بِحَالِ الرَّاوِىْ রাবীর অবস্থা বিবেচনায় وَجُعِلَ আর প্রাধান্য দান করা رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনাকে وَهُوَ আর তা হলো اَنَّهُ تَزَوَّجَهَا নবী করীম ﷺ হযরত মাইমূনা (রা.)-কে বিবাহ করেছেন وَهُوَ مُحْرِمٌ তখন তিনি মুহরিম ছিলেন اَوْلٰى এটা উত্তম مِنْ رِوَايَةِ বর্ণনা হতে يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ ইয়াযীদ ইবনে আসাম (রা.)-এর وَهُوَ আর তা হলো اَنَّهُ تَزَوَّجَهَا নবী করীম ﷺ তাঁকে বিবাহ করেছেন وَهُوَ حَلَالٌ তখন তিনি ইহরামবিহীন অবস্থায় ছিলেন لِاَنَّهُ কেননা, ইয়াযীদ ইবনে আসাম لَا يَعْدِلُهُ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সমকক্ষ নয় فِى الضَّبْطِ যবত তথা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে وَالْاِتْقَانِ এবং দৃঢ়তার বিবেচনায় فَصَارَ ফলে সাব্যস্ত হয়েছে خَبَرُ النَّفْيِ নেতিবাচক খবরটি هٰهُنَا এ স্থানে مَعْمُوْلًا আমলযোগ্য بِهٰذِهِ الْوَتِيْرَةِ এ বিশ্লেষণের আলোকে وَطَهَارَةُ الْمَاءِ আর পানির পবিত্রতা وَحِلُّ الطَّعَامِ এবং খাবার হালাল হওয়া مِنْ جِنْسِ এটাও সে শ্রেণীভুক্ত مَا يُعْرَفُ যা অবগত হওয়া بِدَلِيْلِهِ দলিলের মাধ্যমে مِثَالٌ উদাহরণ لِكَوْنِ الرَّاوِىْ বর্ণনাকারী হয়েছেন مِمَّا اِعْتَمَدَ

যাতে নির্ভর করেছেন عَلٰى دَلِيْلِ الْمَعْرِفَةِ উপলব্ধি করার দলিলের উপর وَفِى الْعِبَارَةِ কিন্তু গ্রন্থকারের বক্তব্যে مُسَامَحَةٌ কিছুটা অসতর্কতা রয়েছে وَالْاَوْلٰى কিন্তু সমীচীন ছিল اَنْ يَقُوْلَ এরূপ বলা وَطَهَارَةُ الْمَاءِ পানির পবিত্রতা وَحِلُّ الطَّعَامِ এবং খাদ্য হালাল হওয়ার খবর مِنْ جِنْسِ এটা সে শ্রেণীভুক্ত مَا تَشْتَبِهُ সন্দেহজনক حَالُهُ যার অবস্থা لٰكِنْ اِذَا কিন্তু যখন عُرِفَ জানা যাবে اَنَّ الرَّاوِىَ যে বর্ণনাকারী اِعْتَمَدَ নির্ভর করেছেন دَلِيْلَ الْمَعْرِفَةِ উপলব্ধি করার দলিলের উপর يَكُوْنُ তখন এটা হবে مِنْ جِنْسِ সে শ্রেণীভুক্ত مَا يُعْرَفُ যা অবগত হওয়া যায় بِدَلِيْلِهٖ দলিলের মাধ্যমে

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَتَعَارَضَ الْاِثْبَاتَ وَهُوَ مَا رُوِىَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে হযরত মায়মূনা (রা.)-এর ঘটনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অগ্রগণ্য– প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে নবী করীম ﷺ হযরত মায়মূনা (রা.)-কে ইহ্‌রামের অবস্থায় বিবাহ করেছেন। অপরদিকে ইয়াযীদ ইবনে আসাম (রা.)-এর বর্ণনানুযায়ী হুযূর ইহরাম ভঙ্গ করে হালাল অবস্থায় হযরত মায়মূনা (রা.)-কে বিবাহ করেছেন। লক্ষণীয় যে, উভয়ের মতেই নবী করীম ﷺ পূর্ব হতে মুহরিম ছিলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে বিবাহের সময়ও তিনি ইহরাম ভঙ্গ করেননি অথচ ইয়াযীদ ইবনে আসাম (রা.)-এর মতে বিবাহের সময় তিনি ইহরাম ভঙ্গ করেছেন। কাজেই দেখা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইহরাম ভঙ্গকে নফী করেছেন। আর ইয়াযীদ ইবনে আসাম ইহরাম ভঙ্গকে সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং প্রথমটি نَافِىْ (নেতিবাচক) আর দ্বিতীয়টি مُثْبِتٌ (ইতিবাচক)। আর ইহরাম বিশেষ আলামত ও দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে থাকে কাজেই এটা مُثْبِتٌ -এর সমকক্ষ হয়ে এটা প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত হবে। আর আমাদেরকে এতদুভয়ের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য বর্ণনাকারীর অবস্থা বিবেচনা করতে হবে।

এটা সর্বজন বিদিত যে, ইয়াযীদ ইবনে আসাম (রা.) ضَبْط (সংরক্ষণ ক্ষমতা) ও اِتْقَانٌ (দৃঢ়তা)-এর দিক দিয়ে মোটেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সমকক্ষ নয়। কেননা, অধিকতর সংরক্ষণ ক্ষমতা তথা স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া ভুল না হওয়ার প্রমাণ। তদুপরি বর্ণিত আছে যে, আমর ইবনে দীনার (রা.) একবার ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (র.)-কে বলেছেন যে, ইয়াযীদ ইবনে আসাম বেদুঈন, পায়ের গোড়ালির উপর পেশাবকারী। আপনি কি তাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সমকক্ষ সাব্যস্ত করতে চান? ইমাম যুহরী এটাকে অস্বীকার করেননি। –(আল-কাশফ, ফাতহুল কাদীর) কাজেই এখানে নফীর হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে। অর্থাৎ হযরত মায়মূনাকে বিবাহ করার সময় নবী করীম ﷺ মুহরিম ছিলেন বলে সাব্যস্ত হবে। হানাফীগণ এ মতই পোষণ করে থাকেন।

তবে অন্য হাদীসে মুহরিমের ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন– সহীহ মুসলিম শরীফে আছে "اَلْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ" উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অত্র হাদীসে نِكَاحٌ -এর দ্বারা সহবাসকে বুঝানো হয়েছে, যা সর্বসম্মতভাবে জায়েজ নেই। আর এটাতে হাদীসের পরস্পরিক বিরোধও মিটে যায়।

وَبَيَانُهُ أَنَّ الْأَصْلَ فِى الْمَاءِ الطَّهَارَةُ وَفِى الطَّعَامِ الْحِلُّ فَإِذَا تَعَارَضَ مُخْبِرَانِ فِيهِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ نَجِسٌ أَوْ حَرَامٌ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ خَبَرٌ مُثْبِتٌ لِلْأَمْرِ الْعَارِضِى مَا أَخْبَرَ بِهِ قَائِلُهُ إِلَّا بِالدَّلِيلِ ثُمَّ جَاءَ أَخَرُ يَقُولُ إِنَّهُ طَاهِرٌ أَوْ حَلَالٌ فَلَابُدَّ مِنْ أَنْ يَتَفَحَّصَ مِنْ حَالِهِ فَإِنْ كَانَ خَبَرُهُ بِمُجَرَّدِ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الطَّهَارَةُ أَوِ الْحِلُّ لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهُ لِأَنَّهُ نَفْىٌ بِلَا دَلِيلٍ فَحِ كَانَ خَبَرُ النَّجَاسَةِ وَالْحُرْمَةِ أَوْلَى لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ وَإِنْ كَانَ خَبَرُهُ بِالدَّلِيلِ وَهُوَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنَ الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ أَوِ الْحَوْضِ الْعَشْرِ فِى الْعَشْرِ وَجَعَلَهُ بِنَفْسِهِ فِى الْإِنَاءِ الطَّاهِرِ الْجَدِيدِ أَوِ الْغَسِيلِ بِحَيْثُ لَا يُشَكُّ فِى طَهَارَتِهِ وَلَمْ يُفَارِقْهُ مُنْذُ أَلْقَى الْمَاءَ فِيهِ حَتَّى يَتَوَهَّمَ أَنَّهُ أَلْقَى فِيهِ النَّجَاسَةَ أَحَدٌ فَحِ كَانَ هٰذَا النَّفْىُ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيلِهِ ـ

সরল অনুবাদ : এটার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, পানির ক্ষেত্রে আসল অবস্থা হলো পবিত্রতা এবং খাদ্যের ক্ষেত্রে আসল অবস্থা হলো হালাল হওয়া। এখন যদি এক্ষেত্রে দু'জন সংবাদদাতার সংবাদ পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়ে যায়, যেমন– একজন বলল, এটা নাপাক অথবা হারাম, তাহলে এ খবরটি নিঃসন্দেহে একটি অতিরিক্তি বিষয়ের সাব্যস্তকারী, যা কোনো দলিলের উপর নির্ভর করেই বক্তা সংবাদ প্রদান করে থাকেন। অতঃপর অন্য ব্যক্তি এসে বলল, এ পানি পবিত্র অথবা এ খাদ্য হালাল। এমতাবস্থায় এ সংবাদদাতার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা আবশ্যক হবে। এখন যদি তার সংবাদের ভিত্তি নিছক এ কথার উপর হয় যে, পানির আসল পবিত্রতা এবং খাদ্যের আসল হালাল হওয়া, তাহলে তার সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এটা "দলিল-প্রমাণ ছাড়াই কোনো কিছু অস্বীকার করা" ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় অপবিত্রতা ও হারাম হওয়া সম্পর্কিত সংবাদটি অধিকতর উত্তম ও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এটা একটি অতিরিক্ত বিষয়কে সাব্যস্ত করছে। আর যদি অপর ব্যক্তিটির সংবাদও দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন– সে স্বয়ং এই পানি প্রবহমান প্রস্রবণ হতে অথবা দশ হাত দৈর্ঘ্য ও দশ হাত প্রস্থ জলাধার হতে উত্তোলন করেছে এবং স্বয়ং এমন পবিত্র ও ধৌতকৃত অথবা নতুন পাত্রে রেখেছে, যার পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এবং যখন হতে তাতে পানি রেখেছে, কদাচ তা হতে দূরে সরে যায়নি, যাতে এই সন্দেহ হতে পারে যে, কেউ তাতে কোনো নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করে থাকবে, তাহলে এমতাবস্থায় এ নেতিবাচক খবরটিও সেই শ্রেণীভুক্ত হবে, যা দলিল দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَبَيَانُهُ এটার বিস্তারিত বিবরণ এই যে أَنَّ الْأَصْلَ আসল অবস্থা হলো فِى الْمَاءِ পানির ক্ষেত্রে الطَّهَارَةُ পবিত্রতা وَفِى الطَّعَامِ আর খাবারের ক্ষেত্রে الْحِلُّ হালাল হওয়া فَإِذَا تَعَارَضَ অতঃপর যখন বিরোধপূর্ণ হয়ে যায় مُخْبِرَانِ দু'জন সংবাদদাতার فِيهِ সংবাদের মধ্যে فَيَقُولُ যেমন বলল أَحَدُهُمَا তাদের একজন أَنَّهُ نَجِسٌ এটা নাপাক أَوْ حَرَامٌ অথবা হারাম فَلَا شَكَّ তাহলে নিঃসন্দেহে أَنَّهُ خَبَرٌ এটা এমন খবর مُثْبِتٌ যা সাব্যস্তকারী لِلْأَمْرِ الْعَارِضِى অতিরিক্ত বিষয়ের مَا أَخْبَرَ بِهِ যে সংবাদ দিয়েছেন قَائِلُهُ তার বক্তা إِلَّا بِالدَّلِيلِ দলিলের উপর নির্ভর করে ثُمَّ جَاءَ অতঃপর আসল أَخَرُ অপর ব্যক্তি يَقُولُ বলল إِنَّهُ طَاهِرٌ এটা পাক أَوْ حَلَالٌ অথবা হালাল فَلَابُدَّ এমতাবস্থায় আবশ্যক হবে مِنْ أَنْ يَتَفَحَّصَ অনুসন্ধান করা مِنْ حَالِهِ তার অবস্থা সম্পর্কে فَإِنْ كَانَ যদি তার খবরটি হয় بِمُجَرَّدِ নিছক এই ভিত্তিতে أَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ পানির আসল হলো الطَّهَارَةُ পবিত্রতা أَوِ الْحِلُّ অথবা খাদ্যের ক্ষেত্রে আসল হলো হালাল হওয়া لَمْ يُقْبَلْ তাহলে গ্রহণ করা হবে না خَبَرُهُ তার খবর لِأَنَّهُ نَفْىٌ কেননা, এটা হলো কোনো কিছু অস্বীকার করা بِلَا دَلِيلٍ কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই فَحِ সুতরাং এমতাবস্থায় كَانَ خَبَرُ খবরটি হবে النَّجَاسَةِ অপবিত্রতা সম্পর্কিত وَالْحُرْمَةِ এবং হারাম সম্পর্কীয় أَوْلَى অধিকতর উত্তম ও গ্রহণযোগ্য হবে لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ কেননা, এটা অতিরিক্ত বিষয়কে সাব্যস্ত করে وَإِنْ كَانَ خَبَرُهُ আর যদিও অপর ব্যক্তির খবর بِالدَّلِيلِ দলিল দ্বারা সব্যস্ত হয় وَهُوَ আর তা হলো أَنَّهُ أَخَذَهُ সে পানি গ্রহণ করেছে مِنَ الْعَيْنِ ঝরনা হতে الْجَارِيَةِ যা প্রবহমান أَوِ الْحَوْضِ অথবা এমন কূপ হতে الْعَشْرِ فِى الْعَشْرِ যা দশ হাত দৈর্ঘ্য এবং দশ হাত প্রস্থ وَجَعَلَهُ بِنَفْسِهِ এবং সে নিজেই সে পানিকে রেখেছে فِى الْإِنَاءِ এমন পাত্রে الطَّاهِرِ যা পবিত্র الْجَدِيدِ যা নতুন أَوِ الْغَسِيلِ অথবা

ধৌতকৃত وَلَمْ يُفَارِقْهُ بِحَيْثُ لَا يُشَكُّ যাতে কোনো সন্দেহ করা যায় না فِى طَهَارَتِهٖ তার পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে এবং তা হতে পৃথক করা হয়নি أَنَّهُ أُلْقِىَ فِيْهِ রাখার পর হতে الْمَاءُ পানি فِيْهِ পাত্রের মধ্যে حَتّٰى يُتَوَهَّمُ যাতে এ সন্দেহ হতে পারে যে مُنْذُ أُلْقِىَ যে কেউ তাতে নিক্ষেপ করে থাকবে النَّجَاسَةَ অপবিত্রতা أَحَدٌ কেউ فَحِ এমতাবস্থায় كَانَ هٰذَا النَّفْىُ এ নেতিবাচক খবরটি হবে مِنْ جِنْسِ সে শ্রেণীভুক্ত مَا يُعْرَفُ যা অবগত হওয়া যায় بِدَلِيْلِهٖ দলিল দ্বারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَبَيَانُهٗ أَنَّ الْأَصْلَ فِى الْمَاءِ الطَّهَارَةُ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে সন্দেহজনক نَفِى -এর উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এখানে نفى -এর ঐ শ্রেণীর উদাহরণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যার অবস্থা সন্দেহজনক। কিন্তু অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা গেছে যে, বর্ণনাকারী দলিলের উপরই নির্ভর করেছেন। এটার বর্ণনায় গ্রন্থকার (র.) কিছুটা শৈথিল্যের পরিচয় দিয়েছেন। কেননা, তিনি বলেছেন- "وَطَهَارَةُ الْمَاءِ وَحِلُّ الطَّعَامِ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهٖ" অর্থাৎ পানির পবিত্রতা ও খাদ্যের হালাল হওয়া সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যা দলিলের মাধ্যমে জানা যায়। অথচ এর পূর্বেই এটার আলোচনা করা হয়েছে, তাই তার এরূপ বলা উত্তম ছিল যে- وَطَهَارَةُ الْمَاءِ وَحِلُّ الطَّعَامِ مِنْ جِنْسِ مَا تَشْتَبِهُ حَالُهٗ لٰكِنْ إِذَا عُرِفَ أَنَّ الرَّاوِىَ اِعْتَمَدَ عَلٰى دَلِيْلٍ مَعْرُوْفَةٍ يَكُوْنُ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهٖ অর্থাৎ পানির পবিত্রতা ও খাদ্যের হালাল হওয়া এমন জাতীয় যার অবস্থা সন্দেহজনক। তবে যখন জানা যাবে যে, বর্ণনাকারী পরিচিত দলিলের উপর নির্ভর করেছে, তখন এটা সেই শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে যা তার দলিলের মাধ্যমে জানা যাবে।

এর বিশদ বিবরণ এই যে, পানির ও খাদ্যের মৌলিক অবস্থা যথাক্রমে পবিত্রতা ও বৈধতা। এখন দু'জন সংবাদদাতা পানির পবিত্রতা ও খাদ্যের বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কে বিরোধকারী হয়েছে। একজন বলল যে, এ পানি অপবিত্র এবং এ খাদ্য হারাম। এ সংবাদ অতিরিক্ত বিষয়কে সাব্যস্তকারী। আর এটা দলিল ব্যতীত হতে পারে না। অতঃপর অপরজন এসে বলল, এ পানি পবিত্র এবং এ খাদ্য হালাল। এখন তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা আবশ্যক। যদি তার খবর এই ভিত্তিতে হয় যে, পানির মৌলিক অবস্থা হলো পবিত্র হওয়া এবং খাদ্যের স্বরূপ হলো হালাল হওয়া, তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এটা দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি। অপরদিকে যদি তার এ খবর (বা নফী) দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে স্বয়ং পবিত্র পানি উঠিয়ে এনে কোনো পবিত্র পাত্রে রেখে থাকে এবং এতে কেউ কোনো অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করবার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে এটা দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এটা مُثْبِتْ -এর প্রতিদ্বন্দ্বী হবে।

كَالنَّجَاسَةِ وَالْحُرْمَةِ فَوَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْاَصْلِ وَهُوَ الْحِلُّ وَالطَّهَارَةُ وَقَدْ بَالَغْنَا فِىْ تَحْقِيْقِ الْاَمْثِلَةِ ج بِمَا لَا مَزِيْدَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ الْمُصَنِّفُ (رحـ) وَالتَّرْجِيْحُ لَا يَقَعُ بِفَضْلِ عَدَدِ الرُّوَاةِ وَبِالذُّكُوْرَةِ وَالْاُنُوْثَةِ وَالْحُرِّيَّةِ يَعْنِىْ اِذَا كَانَ فِىْ اَحَدِ الْخَبَرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ كَثْرَةُ الرُّوَاةِ وَفِى الْاٰخَرِ قِلَّتُهَا اَوْ كَانَ رَاوِىُ اَحَدِهِمَا مُذَكَّرًا وَالْاٰخَرُ مُؤَنَّثًا اَوْ رَاوِىُ اَحَدِهِمَا حُرًّا وَالْاٰخَرُ عَبْدًا لَمْ يَتَرَجَّحْ اَحَدُ الْخَبَرَيْنِ عَلَى الْاٰخَرِ بِهٰذِهِ الْمَزِيَّةِ لِاَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ الْعَدَالَةُ وَهِىَ لَا تَخْتَلِفُ بِالْكَثْرَةِ وَالذُّكُوْرَةِ وَالْحُرِّيَّةِ فَاِنَّ عَائِشَةَ (رض) كَانَتْ اَفْضَلَ مِنْ اَكْثَرِ الرِّجَالِ وَبِلَالًا (رض) كَانَ اَفْضَلَ مِنْ اَكْثَرِ الْحَرَائِرِ وَالْجَمَاعَةُ الْقَلِيْلَةُ الْعَادِلَةُ اَفْضَلُ مِنَ الْكَثِيْرَةِ الْعَاصِيَةِ وَفِىْ قَوْلِهٖ فَضْلُ عَدَدِ الرُّوَاةِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ عَدَدًا لَا يَتَرَجَّحُ عَلٰى عَدَدٍ بَعْدَ اَنْ كَانَ فِىْ دَرَجَةِ الْاٰحَادِ وَاَمَّا اِنْ كَانَ فِىْ جَانِبٍ وَاحِدٍ وَفِىْ جَانِبٍ اِثْنَانِ يَتَرَجَّحُ خَبَرُ اثْنَيْنِ عَلٰى خَبَرِ الْوَاحِدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَتَرَجَّحُ جِهَةُ الْكَثْرَةِ عَلٰى جَانِبِ الْقِلَّةِ تَمَسُّكًا بِمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ (رحـ) فِىْ مَسَائِلِ الْمَاءِ وَلٰكِنَّا تَرَكْنَاهُ بِالْاِسْتِحْسَانِ.

সরল অনুবাদ : যেমন– অপবিত্রতা ও হারাম হওয়া সম্পর্কিত খবর। **এখন উভয় খবরের মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হয়েছে।** এমতাবস্থায় মূল অবস্থার উপর আমল করা ওয়াজিব। আর তা হলো খাদ্যের হালাল হওয়া ও পানির পবিত্র হওয়া। উল্লিখিত উদাহরণসমূহের বিশ্লেষণ এত অধিক করা হয়ে গেছে যে, এখন আর তদপেক্ষা বেশির কোনো অবকাশ নেই। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, **আর রাবীদের সংখ্যাধিক্য, পুরুষ ও মহিলার পার্থক্য এবং স্বাধীনতার ফজিলত দ্বারা প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হবে না।** অর্থাৎ যখন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাদীস দু'টির একটির রাবীর সংখ্যা অধিক হয় এবং অন্যটির কম হয় অথবা একটির রাবী পুরুষ হয় এবং অন্যটির মহিলা অথবা একটির রাবী স্বাধীন হয় এবং অন্যটির ক্রীতদাস, তাহলে এ ফজিলতের ভিত্তিতে প্রথমটি দ্বিতীয়টির উপর প্রাধান্য লাভ করবে না। কারণ, প্রাধান্য লাভের ক্ষেত্রে একমাত্র ন্যায়পরায়ণতাই বিবেচ্য বিষয়। আর রাবীর সংখ্যা অধিক হওয়া অথবা রাবীর পুরুষ হওয়া অথবা স্বাধীন হওয়া দ্বারা ন্যায়পরায়ণতার উপর কোনো প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) মহিলা হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ পুরুষ অপেক্ষা অধিক ফজিলতের অধিকারিণী ছিলেন। আর হযরত বেলাল (রা.) ক্রীতদাস হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ স্বাধীন ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম ছিলেন। অনুরূপভাবে ন্যায়পরায়ণ ক্ষুদ্র জামাত পাপাচারী বৃহৎ জামাত অপেক্ষা উত্তম। আর গ্রন্থকার (র.)-এর কাওল فَضْلُ عَدَدِ الرُّوَاةِ -এর মধ্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, উভয় খবরই أٰحَادْ -এর স্তরে থাকাবস্থায় অধিক সংখ্যা অল্প সংখ্যার উপর প্রাধান্য পাবে না। অবশ্য যদি একদিকে একজন মাত্র রাবী এবং অপরদিকে দু'জন রাবী থাকেন, তাহলে দুই রাবীর রেওয়ায়াত এক রাবীর রেওয়ায়াতের তুলনায় প্রাধান্য লাভ করবে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, অধিক সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস স্বল্পসংখ্যক রাবীর বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য লাভ করবে। তাদের দলিল হলো ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সেই কাওলটি যা তিনি পানির মাসআলায় (মাবসূত গ্রন্থে) উল্লেখ করেছেন। (অর্থাৎ দু'জনের খবর একজনের খবরের উপর প্রাধান্য লাভ করবে।) কিন্তু আমরা হানাফীগণ এ কাওলকে ইস্তিহ্‌সানের কারণে পরিত্যাগ করেছি।

শাব্দিক অনুবাদ : كَالنَّجَاسَةِ যেমন অপবিত্রতা সম্পর্কিত হাদীস وَالْحُرْمَةِ এবং হারাম হওয়া সম্পর্কীয় فَوَقَعَ এখন সংঘটিত হয়েছে التَّعَارُضُ বিরোধ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ উভয় খবরের মধ্যে فَوَجَبَ এমতাবস্থায় ওয়াজিব হবে الْعَمَلُ আমল করা بِالْاَصْلِ মূল অবস্থার উপর وَهُوَ الْحِلُّ আর তা হলো খাদ্যের হালাল হওয়া وَالطَّهَارَةُ এবং পানি পবিত্র হওয়া وَقَدْ بَالَغْنَا আর আমি অধিক করেছি فِىْ تَحْقِيْقِ বিশ্লেষণ الْاَمْثِلَةِ উদাহরণসমূহের ج এখন بِمَا لَا مَزِيْدَ عَلَيْهِ তদপেক্ষা বেশির কোনো অবকাশ নেই ثُمَّ يَقُوْلُ الْمُصَنِّفُ (رحـ) অতঃপর গ্রন্থকার (র.) বলেছেন وَالتَّرْجِيْحُ আর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার لَا يَقَعُ সাব্যস্ত হবে না بِفَضْلِ আধিক্য দ্বারা عَدَدِ الرُّوَاةِ রাবীদের সংখ্যার وَبِالذُّكُوْرَةِ وَالْاُنُوْثَةِ পুরুষ ও মহিলার পার্থক্য وَالْحُرِّيَّةِ এবং স্বাধীনতার ফজিলত দ্বারা يَعْنِىْ অর্থাৎ اِذَا كَانَ যখন হয় فِىْ اَحَدِ الْخَبَرَيْنِ দু'টি হাদীসের একটির الْمُتَعَارِضَيْنِ বিরোধপূর্ণ كَثْرَةُ অধিক الرُّوَاةِ রাবীর وَفِى الْاٰخَرِ এবং

অপরটির قِلَّتُهَا রাবীর সংখ্যা কম হয় أَوْ অথবা كَانَ رَاوِيْ বর্ণনাকারী হয় أَحَدِهِمَا একটির مُذَكَّرًا পুরুষ وَالْآخَرُ এবং অপরটির مُؤَنَّثًا মহিলা أَوْ অথবা رَاوِيْ أَحَدِهِمَا একটির বর্ণনাকারী حُرًّا স্বাধীন وَالْآخَرُ এবং অপরটির عَبْدًا গোলাম لَمْ يَتَرَجَّحْ তাহলে প্রাধান্য লাভ করবে না أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ কোনো একটি عَلَى الْآخَرِ অপরটির উপর بِهٰذِهِ الْمَزِيَّةِ এ ফজিলত বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ কেননা, বিবেচ্য বিষয় হলো الْعَدَالَةُ ন্যায়পরায়ণতা فِيْ هٰذَا الْبَابِ এ প্রাধান্য লাভের ক্ষেত্রে وَهِيَ لَا تَخْتَلِفُ আর কোনো প্রভাব প্রতিফলিত হয় না بِالْكَثْرَةِ রাবীর সংখ্যাধিক্য وَالذُّكُوْرَةِ রাবীর পুরুষ হওয়া وَالْحُرِّيَّةِ অথবা স্বাধীন হওয়া فَإِنَّ عَائِشَةَ (رض) কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) كَانَ كَانَتْ أَفْضَلَ উত্তম ছিলেন مِنْ أَكْثَرِ الرِّجَالِ অধিকাংশ পুরুষ হতে وَبِلَالًا (رض) আর হযরত বেলাল (রা.) كَانَ أَفْضَلَ উত্তম ছিলেন مِنْ أَكْثَرِ الْحَرَائِرِ অধিকাংশ স্বাধীন ব্যক্তি অপেক্ষা وَالْجَمَاعَةُ الْقَلِيْلَةُ আর ক্ষুদ্র দল الْعَادِلَةُ যারা ন্যায়পরায়ণ أَفْضَلُ উত্তম مِنَ الْكَثِيْرَةِ বৃহৎ জামাত হতে الْعَاصِيَةِ যারা পাপাচারী وَفِيْ قَوْلِهٖ আর গ্রন্থকারের কাওলের মধ্যে أَفْضَلُ عَدَدِ الرُّوَاةِ এ অংশের মধ্যে إِشَارَةٌ ইঙ্গিত রয়েছে إِلَى أَنَّ এ দিকে যে عَدَدًا অধিক সংখ্যা لَا يَتَرَجَّحُ প্রাধান্য পাবে না عَلَى عَدَدٍ স্বল্প সংখ্যার উপর بَعْدَ أَنْ كَانَ থাকার পরে فِيْ دَرَجَةِ الْآحَادِ উভয়ে খবরে আহাদের স্তরে وَأَمَّا তবে إِنْ كَانَ যদি থাকে فِيْ جَانِبٍ একদিকে وَاحِدٌ একজন রাবী وَفِيْ جَانِبٍ এবং অপরদিকে থাকে اِثْنَانِ দু'জন রাবী يَتَرَجَّحُ তখন প্রাধান্য দেওয়া হবে خَبَرُ اثْنَيْنِ দুই রাবীর খবরকে عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ একজন রাবীর রেওয়ায়াতের উপর وَقَالَ بَعْضُهُمْ আর কেউ কেউ বলেছেন يَتَرَجَّحُ প্রাধান্য লাভ করবে جِهَةُ الْكَثْرَةِ অধিক সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের দিক عَلَى جَانِبِ الْقِلَّةِ স্বল্প সংখ্যক রাবী বর্ণিত হাদীসের উপর تَمَسُّكًا গ্রহণ করে بِمَا ذَكَرَ যা উল্লেখ করেছেন مُحَمَّدٌ (رحـ) ইমাম মুহাম্মদ (র.) فِيْ مَسَائِلِ الْمَاءِ পানির মাসআলায় وَلٰكِنَّا কিন্তু আমরা হানাফীগণ تَرَكْنَاهُ এ কাওলকে পরিত্যাগ করেছি بِالْاِسْتِحْسَانِ ইস্তিহসানের কারণে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ كَالنَّجَاسَةِ وَالْحُرْمَةِ فَوَقَعَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মৌলিক ও অমৌলিক অবস্থার মধ্যে বিরোধ হলে তার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। একটি خَبَرٌ পানির পবিত্রতা ও খাদ্যের বৈধতা সাব্যস্তকারী এবং অপরটি অপবিত্রতা ও অবৈধতা সাব্যস্তকারী হলে এদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সংঘটিত হবে। আর এমতাবস্থায় মৌলিক অবস্থানুযায়ী আমল করা হবে। সুতরাং পানিকে পবিত্র হিসেবে এবং খাদ্যকে হালাল হিসেবে গণ্য করা হবে। এটার বিশদ বিবরণ ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَالتَّرْجِيْحُ لَا يَقَعُ بِفَضْلِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্য, নারী-পুরুষগত পার্থক্য এবং আজাদীর কারণে প্রাধান্য দেওয়া হয় না– প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্য, নারী-পুরুষগত পার্থক্য এবং আজাদীর দ্বারা অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। অর্থাৎ দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীসের মধ্যে একটির বর্ণনাকারীর সংখ্যা যদি বেশি হয় এবং অপরটির কম হয়, তাহলে অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসখানাকে স্বল্প সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না। কেননা, ন্যায়পরায়ণ ক্ষুদ্র দলও নাফরমান বৃহৎ দল অপেক্ষা উত্তম, তদ্রূপ একটি হাদীসের বর্ণনাকারী যদি পুরুষ হয় আর অপরটির বর্ণনাকারী নারী হয়, তাহলে পুরুষ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসখানাকে নারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না। কেননা, অধিকাংশ পুরুষ হতে হযরত আয়েশা (রা.) উত্তম।

তবে সংবাদটি যদি এমন হয় যা নারী অপেক্ষা পুরুষের নিকট সমধিক পরিচিত, তাহলে তখন পুরুষের খবর গ্রহণযোগ্য হবে এবং নারীর খবর গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন– বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ সূর্য গ্রহণের নামাজ পড়েছেন এবং প্রত্যেক রাকআতে একটি করে রুকু করেছেন। সুতরাং আমরা তদনুযায়ী আমল করেছি। আর এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসকে পরিত্যাগ করেছি। কেননা, তাঁর হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ প্রত্যেক রাকআতে দু'টি করে রুকু করেছেন। কারণ, মসজিদে পুরুষদের পিছনে নারীদের কাতার হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে পুরুষরা নারীদের অপেক্ষা ইমামের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে। সুতরাং নিকটে থাকার কারণে পুরুষরা নারীদের অপেক্ষা ইমামদের অবস্থা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত থাকার কথা।

তদ্রূপ একটি খবরের বর্ণনাকারী আজাদ এবং অপরটির বর্ণনাকারী দাস হলে, দাসের খবরের উপর আজাদের খবরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে না। কেননা, অধিকাংশ আজাদ হতে হযরত বেলাল (রা.) উত্তম।

একদল আলিম বলেছেন যে, ক্ষুদ্র দলের বর্ণনার উপর বৃহৎ দলের বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। যেমন– ইমাম মুহাম্মদ (র.) مَبْسُوْط নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, একজনের বর্ণনার উপর দু'জনের বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। উদাহরণত এক ব্যক্তি কোনো পানির পবিত্রতা অথবা খাদ্যের বৈধতার সংবাদ দিল। অপর দিকে দুই ব্যক্তি এসে উক্ত পানি অপবিত্র ও খাদ্য হারাম হওয়ার সংবাদ দিল। সুতরাং এ ব্যাপারে দুই ব্যক্তির খবরকে গ্রহণ করা হবে, এক ব্যক্তির খবর গ্রহণযোগ্য হবে না। তদ্রূপ আখবার ও আহাদীসের ব্যাপারে সংখ্যাগুরু কর্তৃক বর্ণনাকৃতকে সংখ্যালঘুর বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে।

কিন্তু আমরা اِسْتِحْسَانْ-এর দিক বিবেচনা করে উপরিউক্ত মাযহাবকে পরিত্যাগ করেছি। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং পূর্ববর্তী আলিমগণ হাদীসের উপর আমলের ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্যকে প্রাধান্য দেননি; বরং তাঁরা ضَبْط (সংরক্ষণ ক্ষমতা) এবং إِتْقَانْ (দৃঢ়তা)-এর আধিক্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। –(কাশফ)

وَإِذَا كَانَتْ فِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ زِيَادَةٌ فَإِنْ كَانَ الرَّاوِيْ وَاحِدًا يُؤْخَذُ بِالْمُثْبِتِ لِلزِّيَادَةِ كَمَا فِي الْخَبَرِ الْمَرْوِيْ فِي التَّحَالُفِ وَهُوَ مَا رَوَى ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ فَأَخَذْنَا بِالْمُثْبِتِ لِلزِّيَادَةِ وَقُلْنَا لَا يَجْرِي التَّحَالُفُ إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ السِّلْعَةِ فَكَانَ حَذْفُ الْقَيْدِ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ لِقِلَّةِ الضَّبْطِ

وَإِذَا اخْتَلَفَ الرَّاوِيْ فَيُجْعَلُ كَالْخَبَرَيْنِ وَيُعْمَلُ بِهِمَا كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا فِيْ أَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِيْ حُكْمَيْنِ كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ رُوِيَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ فَلَمْ يُقَيَّدْ بِالطَّعَامِ فَقُلْنَا لَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْعُرُوْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا لَا يَجُوْزُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَهُ.

সরল অনুবাদ : আর যখন দু'টি রেওয়ায়াতের একটিতে অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায়, তখন যদি উভয় রেওয়ায়াতের রাবী একই ব্যক্তি হন, তাহলে সেই রেওয়ায়াতটিই গ্রহণযোগ্য হবে, যাতে অতিরিক্ত কিছু বিদ্যমান রয়েছে। যেমন– সেই হাদীসটি যা (ক্রেতা-বিক্রেতাকে) শপথ দান প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সেই হাদীসটি যা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর মতভেদ পোষণ করবে আর বিক্রিত দ্রব্য মওজুদ থাকবে, তখন উভয়েই শপথ করবে এবং মূল্য ও বিক্রিত দ্রব্য একে অন্যকে ফিরিয়ে দিবে। আবার হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতেই এ রেওয়ায়াতটি অন্য একটি সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, যাতে وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ কথাটি উল্লিখিত হয়নি। সুতরাং আমরা সেই রেওয়ায়াতটি গ্রহণ করেছি যাতে অতিরিক্ততা বিদ্যমান রয়েছে এবং এ অভিমত প্রদান করেছি যে, বিক্রিত দ্রব্য মওজুদ থাকা ব্যতীত শপথ দান কার্যকর হবে না। আর যে রেওয়ায়াতের মধ্যে এ শর্তটি উল্লিখিত হয়নি, তাকে আমরা কোনো রাবীর সংরক্ষণ ক্ষমতার স্বল্পতার উপর প্রয়োগ করি। **আর যদি রাবী বিভিন্ন হন, তাহলে উভয় রেওয়ায়াতকে দু'টি স্বতন্ত্র হাদীস হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং উভয়ের উপরই আমল করা হবে। যেমনটি আমাদের মাযহাব যে, مُطْلَقْ-কে مُقَيَّدْ-এর উপর প্রয়োগ করা হবে না– যদি তারা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন হুকুমের ক্ষেত্রে আগমন করে।** যেমন– এক রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর অন্য একটি রেওয়ায়াতে এসেছে যে, নবী করীম ﷺ হস্তগত করার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এ শেষোক্ত রেওয়ায়াতটি طَعَامْ-এর শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত নয়। সুতরাং আমরা হানাফীগণের মাযহাব এই যে, যদ্রূপ খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হস্তগত করার পূর্বে শুদ্ধ নয় (প্রথমোক্ত শর্তযুক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী) তদ্রূপ অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়ও হস্তগত করার পূর্বে শুদ্ধ নয় (শেষোক্ত مُطْلَقْ রেওয়ায়াত অনুযায়ী)।

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِذَا كَانَتْ আর যদি পাওয়া যায় فِيْ أَحَدِ একটিতে الْخَبَرَيْنِ দু'টি খবরের زِيَادَةٌ অতিরিক্ত কিছু فَإِنْ كَانَ তখন যদি হয় الرَّاوِيْ বর্ণনাকারী وَاحِدًا একই ব্যক্তি يُؤْخَذُ তখন গ্রহণ করা হবে بِالْمُثْبِتِ যাতে বিদ্যমান রয়েছে لِلزِّيَادَةِ অতিরিক্ত কিছু كَمَا فِي الْخَبَرِ যেমনি সে খবর الْمَرْوِيْ যা বর্ণিত হয়েছে فِي التَّحَالُفِ শপথ দান প্রসঙ্গে وَهُوَ আর সে হাদীসটি مَا رَوَى যা বর্ণনা করেছেন ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ যখন পরস্পর মতভেদ করবে الْمُتَبَايِعَانِ ক্রেতা-বিক্রেতা وَالسِّلْعَةُ আর বিক্রিত দ্রব্য قَائِمَةٌ মওজুদ থাকবে تَحَالَفَا তখন উভয়েই শপথ করবে وَتَرَادَّا এবং মূল্য ও বিক্রিত দ্রব্য একে অন্যকে ফিরিয়ে দিবে وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى এটি অন্য একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে عَنْهُ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে لَمْ يَذْكُرْ যাতে উল্লিখিত হয়নি قَوْلَهُ তার وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ এ কথাটি فَأَخَذْنَا সুতরাং আমরা গ্রহণ করেছি بِالْمُثْبِتِ যাতে বিদ্যমান রয়েছে لِلزِّيَادَةِ অতিরিক্ততা وَقُلْنَا এবং আমরা এ অভিমত প্রদান করেছি لَا يَجْرِي কার্যকর হবে না التَّحَالُفُ শপথ দান إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ বিদ্যমান থাকা ব্যতীত السِّلْعَةِ বিক্রিত দ্রব্য فَكَانَ حَذْفُ الْقَيْدِ আর যে রেওয়ায়েতের মধ্যে এ শর্তটি উল্লিখিত হয়নি مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ কিছু সংখ্যক রাবীর لِقِلَّةِ স্বল্পতার উপর الضَّبْطِ সংরক্ষণ ক্ষমতার وَإِذَا اخْتَلَفَ আর বিভিন্ন হন الرَّاوِيْ রাবী/বর্ণনাকারী فَيُجْعَلُ তাহলে বিবেচনা করা হলে كَالْخَبَرَيْنِ দু'টি স্বতন্ত্র হাদীস হিসেবে وَيُعْمَلُ بِهِمَا এবং উভয়ের উপর আমল করা হবে كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا যেমনটি আমাদের মাযহাব فِيْ أَنَّ এ বিষয়ে যে الْمُطْلَقَ মুতলাকটি لَا يُحْمَلُ প্রয়োগ করা হবে না عَلَى الْمُقَيَّدِ মুকাইয়্যাদের উপর فِيْ حُكْمَيْنِ যদি তারা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন হুকুমের ক্ষেত্রে আসে كَمَا رُوِيَ যেমনি এক রেওয়ায়াতে এসেছে أَنَّهُ نَهَى নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন عَنْ بَيْعِ ক্রয়-বিক্রয় করতে الطَّعَامِ খাদ্যদ্রব্য قَبْلَ الْقَبْضِ হস্তগত করার পূর্বে وَرُوِيَ আর অন্য একটি রেওয়ায়াতে এসেছে أَنَّهُ نَهَى নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন عَنْ بَيْعِ ক্রয়-বিক্রয় করতে مَا لَمْ يُقْبَضْ যে

পর্যন্ত হস্তগত না হয় فَلَمْ يُقَيَّدْ শেষোক্ত বর্ণনাটি শর্তযুক্ত করা হয়নি بِالطَّعَامِ ত্বা'আমের শর্ত দ্বারা فَقُلْنَا সুতরাং আমরা হানাফীগণ বলবো كَمَا لَا يَجُوْزُ শুদ্ধ নয় بَيْعُ ক্রয়-বিক্রয় করা الْعُرُوْضِ পণ্যসামগ্রী قَبْلَ الْقَبْضِ হস্তগত করার পূর্বে لَا يَجُوْزُ যেমনি শুদ্ধ নয় بَيْعُ ক্রয়বিক্রয় করা الطَّعَامِ খাদ্যদ্রব্য قَبْلَهُ হস্তগত করার পূর্বে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا كَانَتْ فِىْ اَحَدِ الْخَبَرَيْنِ زِيَادَةٌ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে একই বর্ণনাকারীর একটি বর্ণনা অপেক্ষা অপরটিতে অতিরিক্ত তথ্য থাকলে তার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো বর্ণনাকারী হতে যদি একই বিষয়ে দু'টি বর্ণনা থাকে এবং একটি বর্ণনার মধ্যে এমন অতিরিক্ত কোনো বক্তব্য থাকে যা অপর বর্ণনায় না থাকে, তাহলে উপরিউক্ত অবস্থায় আমাদের হানাফী ফকীহগণ সেই হাদীসের মোতাবেক আমল করে থাকেন, যাতে অতিরিক্ত বক্তব্য রয়েছে এবং অপর বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার উপর প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ বর্ণনাকারী স্বীয় স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার দরুন অপর বর্ণনায় তথ্যটি বাদ পড়ে গেছে। যেমন– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে একটি বর্ণনা রয়েছে اِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا অর্থাৎ যদি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় আর বিক্রিত দ্রব্য মওজুদ থাকে, তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে শপথ দেওয়া হবে এবং ক্রেতা দ্রব্য ফেরত দিবে, আর বিক্রেতা মূল্য ফেরত দিবে। এ হাদীসটিই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে আরেক সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। তবে সেই বর্ণনায় "وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ" (আর দ্রব্য মওজুদ থাকবে) বক্তব্যটি তাই। সুতরাং আমাদের হানাফী ফকীহগণ প্রথমোক্ত বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন, যাতে অতিরিক্ত বক্তব্য রয়েছে। কাজেই আমাদের হানাফীগণের মতে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে শপথ প্রদান ও উভয়ের পরস্পরের মধ্যে দ্রব্য ও মূল্য ফেরত দান কেবল তখনই কার্যকর হবে, যখন مَبِيْع (বিক্রিত দ্রব্য) মওজুদ থাকবে।

قَوْلُهُ وَاِذَا اخْتَلَفَ الرَّاوِىْ فَيُجْعَلُ كَالْخَبَرَيْنِ الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে দু'জন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত দু'টি হাদীসের একটি অপরটি অপেক্ষা অধিক বক্তব্যসম্পন্ন হলে তার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। দু'জন বর্ণনাকারী কর্তৃক যদি দু'টি হাদীস বর্ণিত হয় আর এদের একটি অপেক্ষা অপরটিতে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজিত হয়, তাহলে এদেরকে দু'টি স্বতন্ত্র হাদীস হিসেবে গণ্য করা হবে এবং উভয়ের উপর আমল করা হবে। যেমন– আমাদের হানাফীগণের মতে যদি দু'টি حُكْم -এর মধ্যে একটি مُطْلَق ও অপরটি مُقَيَّد হয়, তাহলে উক্ত مُطْلَق -কে مُقَيَّد -এর অর্থে প্রয়োগ করা হয় না; বরং مُطْلَق -কে مُطْلَق হিসেবে বহাল রাখা হয় আর مُقَيَّد -কে مُقَيَّد -এর স্থানে রাখা হয়। যেমন– সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য হস্তগত করবার পূর্বে বিক্রি করতে নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে "اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ" অর্থাৎ নবী করীম ﷺ হস্তগত করবার পূর্বে যে কোনো বস্তু বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এ দ্বিতীয় বর্ণনায় طَعَامٌ তথা খাদ্যদ্রব্যের قَيْد সংযুক্ত করা হয়নি। কাজেই এটা প্রথমোক্ত হাদীস অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক অর্থবোধক (عَامٌ) হবে। আর যেহেতু عَامٌ -এর মধ্যে خَاص ও শামিল রয়েছে এবং তা ছাড়া এতে অতিরিক্ত বিষয়ও রয়েছে। সুতরাং প্রথমোক্তটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি অতিরিক্ত বক্তব্য সম্বলিত হিসেবে গণ্য হবে। তবে এ অতিরিক্ত শব্দগত নয়, বরং দিক বিবেচনায় হবে। আর দু'টি হাদীসের মধ্যে একটি হাদীসকে অপরটির তুলনায় অতিরিক্ত বক্তব্যসম্পন্ন করবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। সুতরাং আমাদের হানাফীগণের মতে খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় অন্যান্য বস্তুও হস্তগত করবার পূর্বে বিক্রি করা জায়েজ হবে না।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١. مَا هِىَ الْمُعَارَضَةُ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا ؟ وَمَا رُكْنُهَا؟ بَيِّنُوْا بِالْاَمْثِلَةِ.

٢. بَيِّنْ رُكْنَ الْمُعَارَضَةِ وَفَصِّلْ شَرْطَهَا وَحُكْمَهَا مُفَصَّلًا.

٣. عَرِّفِ الْمُعَارَضَةَ وَمَا هُوَ رُكْنُهَا وَشَرْطُهَا؟ فَصِّلْ حَقَّ التَّفْصِيْلِ.

٤. لِمَ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْحُجَجِ فِيْمَا بَيْنَنَا؟ اَوْضِحْ حَيْثُ يَتَّضِحُ الْمَرَامُ.

٥. كَيْفَ التَّفَصِّىْ عَنِ الْمُعَارَضَةِ بَيْنَ الْاٰيَتَيْنِ وَالسُّنَّتَيْنِ وَالْقِيَاسَيْنِ؟ بَيِّنْ مَعْنٰى تَقْرِيْرِ الْاُصُوْلِ مُمَثِّلًا.

٦. بَيِّنْ صُوَرَ الْمَخَاصِ مِنَ الْمُعَارَضَةِ الصُّوْرِيَّةِ بَيْنَ الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ مُمَثِّلًا.

٧. اَلْمُثْبِتُ وَالنَّافِىْ مَا هُمَا؟ وَمَا حُكْمُهُمَا اِذَا تَعَارَضَا؟ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ بَيِّنُوْا مُفَصَّلًا.

مَبْحَثُ اَقْسَامِ الْبَيَانِ

بَيَانْ -এর শ্রেণীবিভাগের আলোচনা

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ بَيَانِ الْمُعَارَضَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ شَرَعَ فِىْ تَحْقِيْقِ اَقْسَامِ الْبَيَانِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ فَصْلٌ وَهٰذِهِ الْحُجَجُ يَعْنِى الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ بِاَقْسَامِهَا تَحْتَمِلُ الْبَيَانَ اَىْ تَحْتَمِلُ اَنْ يُبَيِّنَهَا الْمُتَكَلِّمُ بِنَوْعِ بَيَانٍ مِنَ الْاَقْسَامِ الْخَمْسَةِ الْمَعْلُوْمَةِ بِالْاِسْتِقْرَاءِ وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ بَيَانُ تَقْرِيْرٍ وَهُوَ تَوْكِيْدُ الْكَلَامِ بِمَا يَقْطَعُ اِحْتِمَالَ الْمَجَازِ اَوِ الْخُصُوْصِ فَالْاَوَّلُ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ فَاِنَّ قَوْلَهُ طَائِرٌ يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ بِالسُّرْعَةِ فِى السَّيْرِ كَمَا يُقَالُ لِلْبَرِيْدِ طَائِرٌ فَقَوْلُهُ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ يَقْطَعُ هٰذَا الْاِحْتِمَالَ وَيُؤَكِّدُ الْحَقِيْقَةَ وَالثَّانِىْ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالٰى فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ جَمْعٌ شَامِلٌ لِجَمِيْعِ الْمَلٰئِكَةِ وَلٰكِنْ يَحْتَمِلُ الْخُصُوْصَ فَاُزِيْلَ بِقَوْلِهِ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ هٰذَا الْاِحْتِمَالُ وَاُكِّدَ الْعُمُوْمُ ـ

সরল অনুবাদ : বয়ানের প্রকারসমূহ : গ্রন্থকার (র.) কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসূল ﷺ -এর মধ্যস্থিত বিরোধের আলোচনা সমাপ্ত করে এখন এতদুভয়ের মধ্যে মুশ্‌তারাক বয়ানের প্রকারসমূহের বিশ্লেষণ শুরু করেছে। সুতরাং তিনি বলেছেন, **অনুচ্ছেদ : আর এ দলিলসমূহ** অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসূল ﷺ **স্বীয় যাবতীয় প্রকারসহ বয়ান ও ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে।** অর্থাৎ এ কথার সম্ভাবনা রাখে যে, বক্তা বয়ানের পঞ্চ প্রকারের মধ্য হতে যে কোনো প্রকারের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে। আর বয়ানকে এ পাঁচ প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার বিষয়টি অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা গেছে। (আর সেই পাঁচ প্রকার নিম্নরূপ। যথা- ১. بَيَانُ التَّقْرِيْرِ ২. بَيَانُ التَّفْسِيْرِ ৩. بَيَانُ التَّغْيِيْرِ ৪. بَيَانُ الضَّرُوْرَةِ ৫. এবং بَيَانُ التَّبْدِيْلِ) **এটা হয়তো ১. بَيَانُ تَقْرِيْرٍ হবে। আর তা হলো কালামকে এমন শব্দ দ্বারা মজবুত করা যে, তদ্দরুন মাজায অথবা خُصُوْص-এর কোনো সম্ভাবনাই আর অবশিষ্ট থাকে না।** প্রথমটি অর্থাৎ মাজাযের সম্ভাবনার উদাহরণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার কাওল- وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ (আর না কোনো পাখি যা স্বীয় পালকের উপর ভর দিয়ে উড্ডয়ন করে।) এখানে طَائِرٌ শব্দটি মাজায স্বরূপ দ্রুতগামী অর্থেও ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রাখত। যেমন- ডাক বহনকারীকে طَائِرٌ বলা হয়; কিন্তু يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ বাক্যটি উক্ত সম্ভাবনাকে নাকচ করছে এবং হাকীকী অর্থকেই মজবুত করছে। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ خُصُوْص-এর সম্ভাবনার উদাহরণ হলো আল্লাহ তা'আলার কাওল : فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ (সুতরাং সিজদা করলেন ফেরেশতাগণ সকলেই।) এখান مَلٰئِكَة শব্দটি বহুবচন হওয়ার বিবেচনায় যদিও সকল ফেরেশতাকেই অন্তর্ভুক্ত করত, কিন্তু তবুও নির্দিষ্ট কয়েকজন ফেরেশতা উদ্দিষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রাখত। সুতরাং كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ দ্বারা এ সম্ভাবনাকে নাকচ করা হয়েছে এবং عُمُوْم-এর অর্থকে মজবুত করে দেওয়া হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ অতঃপর যখন সমাপ্ত করলেন الْمُصَنِّفُ (رحـ) সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) عَنْ بَيَانِ বর্ণনা বা আলোচনা الْمُعَارَضَةِ বিরোধের الْمُشْتَرِكَةِ যা মুশতারাক بَيْنَ মাঝে الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল ﷺ -এর شَرَعَ এখন শুরু করেছেন فِىْ تَحْقِيْقِ বিশ্লেষণ اَقْسَامِ প্রকারভেদসমূহ الْبَيَانِ বয়ানের الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَهُمَا যা উভয়ের মাঝে মুশতারাক فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন فَصْلٌ অনুচ্ছেদ وَهٰذِهِ الْحُجَجُ আর এই দলিলসমূহ يَعْنِى অর্থাৎ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল ﷺ بِاَقْسَامِهَا যাবতীয় প্রকারসহ تَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখে الْبَيَانَ ব্যাখ্যার اَىْ অর্থাৎ تَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখবে اَنْ يُبَيِّنَهَا বর্ণনা করবে বা ব্যক্ত করবে الْمُتَكَلِّمُ বক্তা بِنَوْعٍ কোনো প্রকারের মাধ্যমে بَيَانٍ বয়ানের مِنَ الْاَقْسَامِ الْخَمْسَةِ পাঁচ প্রকারের الْمَعْلُوْمَةِ এগুলো জানা গেছে بِالْاِسْتِقْرَاءِ অনুসন্ধানের মাধ্যমে وَهُوَ আর তা اِمَّا হয়তো বা اَنْ يَكُوْنَ হবে بَيَانُ تَقْرِيْرٍ

বয়ানে তাকরীর وَهُوَ আর এটা تَوْكِيْدُ মজবুত করা الْكَلَامِ بِمَا বাক্যকে এমন শব্দ দ্বারা يَقَعُ যার ফলে অবশিষ্ট থাকবে না اِحْتِمَالُ সম্ভাবনা الْمَجَازِ মাজাযের اَوِ الْخُصُوْصِ অথবা খুসূসের فَالْاَوَّلُ প্রথমটি তথা মাজাযের সম্ভাবনা مِثْلُ উদাহরণ قَوْلِهٖ تَعَالٰى মহান আল্লাহর বাণী وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ আর না কোনো পাখি যা উড়ে না بِجَنَاحَيْهِ স্বীয় পালকের উপর ভর দিয়ে فَاِنَّ قَوْلَهٗ طَائِرٌ এখানে মহান আল্লাহর বাণীর طَائِرٌ শব্দটি يَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখে الْمَجَازَ মাজায হিসেবে بِالسُّرْعَةِ দ্রুতগামী অর্থে فِى السَّيْرِ গমনের বেলায় كَمَا يُقَالُ যেমনি বলা হয় لِلْبَرِيْدِ طَائِرٌ ডাক বহনকারীকে طَائِرٌ নামে فَقَوْلُهٗ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ কিন্তু মহান আল্লাহর বাণী يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ অংশটি يَقْطَعُ নাকচ করে দিয়েছে هٰذَا الْاِحْتِمَالَ এ সম্ভাবনাকে وَيُؤَكِّدُ এবং মজবুত করেছে الْحَقِيْقَةَ প্রকৃত অর্থকে وَالثَّانِىْ مِثْلُ আর দ্বিতীয়টি তথা خُصُوْص-এর উদাহরণ قَوْلِهٖ تَعَالٰى মহান আল্লাহর বাণী فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ সুতরাং ফেরেশতাগণ সিজদা করলেন كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ সকলেই فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ جَمْعٌ কেননা مَلٰئِكَةٌ শব্দটি বহুবচন হওয়ার বিবেচনায় شَامِلٌ অন্তর্ভুক্ত করত لِجَمِيْعِ الْمَلٰئِكَةِ সকল ফেরেশতাকে وَلٰكِنْ কিন্তু يَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখত الْخُصُوْصَ কয়েকজন ফেরেশতাকে নির্দিষ্টকরণের فَاَزَالَ কিন্তু একে নাকচ করা হয়েছে بِقَوْلِهٖ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ মহান আল্লাহর বাণী كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ-এর দ্বারা هٰذَا الْاِحْتِمَالَ এ সম্ভাবনাকে وَاَكَّدَ এবং মজবুত করে দেওয়া হয়েছে الْعُمُوْمَ আম হওয়ার অর্থকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بِاَقْسَامِهَا تَحْتَمِلُ الْبَيَانَ اَىْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে بَيَانٌ-এর শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের দলিলাদির যত প্রকার রয়েছে সবগুলো بَيَانٌ-এর সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং বক্তা উক্ত দলিলাদি বর্ণনার জন্য بَيَانٌ-এর যে-কোনো একটি প্রকারের আশ্রয় না নিয়ে গত্যন্তর নেই। অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে জানা গেছে যে, بَيَانٌ পাঁচ প্রকার। ১. بَيَان تَقْرِيْر ২. بَيَان تَفْسِيْر ৩. بَيَان تَبْدِيْل ৪. بَيَان تَغْيِيْر ও ৫. بَيَان ضَرُوْرَت -

قَوْلُهٗ وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ بَيَانُ تَقْرِيْرٍ وَهُوَ تَوْكِيْدُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে بَيَان تَقْرِيْر-এর আলোচনা করা হয়েছে। بَيَانٌ-এর পঞ্চ প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকার হচ্ছে بَيَان تَقْرِيْر আর তা হলো বক্তা প্রথমত এমন বক্তব্য পেশ করা যাতে مَجَازٌ (রূপকার্থ) অথবা خُصُوْص (নির্দিষ্ট কোনো অর্থ)-এর অবকাশ থাকে। অতঃপর এটার সাথে এমন শব্দ যোগ করা যদ্দরুন উক্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়। مَجَازٌ তথা রূপকার্থ -এর সম্ভাবনা নাকচ করে দেওয়ার উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করা যায়- "وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ" (আর না এমন কোনো পক্ষী যে তার দু'টি ডানার উপর ভর করে উড়ে বেড়ায়)। এখানে طَائِرٌ শব্দটি পাখির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এটার مَجَازِىْ (রূপকার্থ) তথা দ্রুত গতিতে চলার অর্থ বুঝানোর কথা ছিল। কিন্তু পরে যখন বলা হয়েছে يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ অর্থাৎ যা এটার ডানাদ্বয়ের দ্বারা উড়ে থাকে, তখন উপরিউক্ত মাজাযী অর্থের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেছে। আর خُصُوْص (নির্দিষ্ট অর্থ) নিরসনের উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করা যায়- فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ (সুতরাং সমস্ত ফেরেশতাগণ সিজদাবনত হলো)। এ আয়াতের মধ্যে مَلٰٓئِكَةٌ শব্দটি বহুবচন। এটা সকল ফেরেশতাকেই শামিল করে। তবে এটাতে خُصُوْص-এর অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ কতেক ফেরেশতা এটা হতে ব্যতিক্রমও হতে পারে। কিন্তু পরে উল্লিখিত كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ শব্দদ্বয় উক্ত خُصُوْص-এর সম্ভাবনাকে দূর করে দিয়েছে। এটাকেই بَيَان تَقْرِيْر বলে।

أَوْ بَيَانُ تَفْسِيرٍ كَبَيَانِ الْمُجْمَلِ وَالْمُشْتَرَكِ فَالْمُجْمَلُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَحِقَهُ الْبَيَانُ بِالسُّنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ وَالْمُشْتَرَكُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ فَإِنَّ قُرُوْءَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ بَيَّنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ طَلَاقُ الْاَمَةِ ثِنْتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ثَلٰثَةُ حِيَضٍ لَا ثَلٰثَةُ اَطْهَارٍ وَاِنَّهُمَا يَصِحَّانِ مَوْصُوْلًا وَمَفْصُوْلًا وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِيْنَ لَا يَصِحُّ بَيَانُ الْمُجْمَلِ وَالْمُشْتَرَكِ اِلَّا مَوْصُوْلًا لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنَ الْخِطَابِ اِيْجَابُ الْعَمَلِ وَ ذَا مَوْقُوْفٌ عَلَى فَهْمِ الْمَعْنَى الْمَوْقُوْفِ عَلَى الْبَيَانِ فَلَوْ جَازَ تَاخِيْرُ الْبَيَانِ لَاَدّٰى اِلَى تَكْلِيْفِ الْمُحَالِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ يُفِيْدُ الْاِبْتِلَاءَ بِاعْتِقَادِ الْحَقِيَّةِ فِى الْحَالِ مَعَ اِنْتِظَارِ الْبَيَانِ لِلْعَمَلِ وَلَا بَاْسَ فِيْهِ لِاَنَّ تَاخِيْرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَصِحُّ وَاَمَّا عَنِ الْخِطَابِ فَيَصِحُّ وَ رُبَمَا يُؤَيِّدُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ فَاِنَّ ثُمَّ لِلتَّرَاخِى وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ مُطْلَقَ الْبَيَانِ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ مُتَرَاخِيًا لٰكِنْ خَصَّصْنَا عَنْهُ بَيَانَ التَّغْيِيْرِ لِمَا سَيَأْتِى فَبَقِىَ بَيَانُ التَّقْرِيْرِ وَالتَّفْسِيْرِ عَلَى حَالِهٖ يَصِحُّ مَوْصُوْلًا وَمَفْصُوْلًا -

সরল অনুবাদ : অথবা ২. بَيَان تَفْسِيْر হবে। যেমন- مُشْتَرَكْ ও مُجْمَلْ -এর বয়ান ও ব্যাখ্যা। (অনুরূপভাবে খফী ও মুশকিল-এর বয়ান।) مُجْمَل -এর উদাহরণ যেমন- আল্লাহ্ তা'আলার কাওল : اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ (নামাজ কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো) অতঃপর কাওলী ও ফে'লী সুন্নতের মাধ্যমে তাতে (নামাজের স্বরূপ ইত্যাদি এবং যাকাতের শারায়েত ও নেসাবের) বয়ান ও ব্যাখ্যা সংযুক্ত হয়েছে। আর মুশ্তারাকের উদাহরণ যেমন- আল্লাহ্ তা'আলার কাওল : ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ এখানে قُرُوْءٌ শব্দটি حَيْض ও طُهْر উভয় অর্থের মধ্যে মুশ্তারাক, কিন্তু নবী করীম ﷺ তাঁর কাওল- طَلَاقُ الْاَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ দ্বারা এর উদ্দিষ্ট অর্থ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। কেননা, নবী করীম ﷺ যখন দাসীর ইদ্দত 'দুই হায়েয' বলে উল্লেখ করেছেন, তখন এটা স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করে যে, আজাদ রমণীর ইদ্দতও তিন হায়েয, তিন তুহর নয়। আর এ দু'টি (অর্থাৎ বয়ানে তাকরীর ও বয়ানে তাফসীর) **কালামের সাথে সংযুক্ত ও পৃথক উভয় অবস্থায় হওয়াই শুদ্ধ। অবশ্য কোনো কোনো কালামশাস্ত্রবিদের মতে মুজমাল ও মুশতারাকের ব্যাখ্যা সংযুক্তভাবে হওয়া ব্যতীত শুদ্ধ নয়।** কেননা, খেতাবের উদ্দেশ্য হলো আমলকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা। আর তা অর্থ বুঝার উপর নির্ভরশীল এবং অর্থ বুঝা বয়ান বা ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যদি ব্যাখ্যা প্রদানে বিলম্ব করা জায়েজ হয়, তাহলে অসম্ভব বিষয়ে বাধ্য করা আবশ্যক হবে। (অথচ তা কুরআনের নস অনুযায়ী জায়েজ নয়।) আমরা তদুত্তরে বলি- (সম্বোধনের উদ্দেশ্য কেবল আমলকেই ওয়াজিব সাব্যস্ত করা নয়; বরং) খেতাবের তাৎক্ষণিক উপকারিতা এই যে, আদিষ্ট ব্যক্তি তার সত্যতায় বিশ্বাস ও আস্থা পোষণ করবে এবং আমলের ব্যাখ্যার অপেক্ষা করবে। আর এতে কোনো দোষ নেই। কেননা, প্রয়োজনের সময় হতে ব্যাখ্যা বিলম্বিত হওয়া শুদ্ধ নয়, কিন্তু খেতাব হতে বিলম্বিত হওয়া শুদ্ধ। আর আল্লাহ্ তা'আলার কাওল- فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ এটা আমাদের মাযহাবকে সমর্থন জোগাচ্ছে। কেননা, ثُمَّ শব্দটি বিলম্বের জন্য আগমন করে। আর এটা এ কথাই নির্দেশ করে যে, খেতাব হতে ব্যাখ্যা বিলম্বিত হওয়া সাধারণভাবেই জায়েজ। অবশ্য আমরা بَيَان تَغْيِيْر -কে এ হুকুম হতে খাস করে ফেলেছি, যার কারণ পরে বিবৃত হবে। সুতরাং বয়ানে তাকরীর ও বয়ানে তাফসীর-এর হুকুম স্বীয় অবস্থায় অবশিষ্ট রয়ে গেছে। অর্থাৎ তা সংযুক্ত ও পৃথক উভয় অবস্থায়ই শুদ্ধ হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ بَيَانُ تَفْسِيْرٍ অথবা বয়ানে তাফসীর হবে كَبَيَانِ যেমন ব্যাখ্যা বা বয়ান الْمُجْمَلِ وَالْمُشْتَرَكِ মুজমাল ও মুশতারাকের فَالْمُجْمَلُ অতএব মুজমালের উদাহরণ كَقَوْلِهِ تَعَالَى মহান আল্লাহর বাণী وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ তোমরা নামাজ কায়েম করো وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং যাকাত প্রদান فَلَحِقَهُ অতঃপর সংযুক্ত হয়েছে الْبَيَانُ বর্ণনা بِالسُّنَّةِ সুন্নতের الْقَوْلِيَّةِ যা কাওলী وَالْفِعْلِيَّةِ এবং ফে'লী وَالْمُشْتَرَكُ আর মুশতারাকের উদাহরণ كَقَوْلِهِ تَعَالَى যেমন- মহান আল্লাহর বাণী ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ তিন কুরু فَاِنَّ قُرُوْءَ কেননা قُرُوْءٌ টি لَفْظٌ এমন শব্দ مُشْتَرَكٌ যা মুশতারাক بَيْنَ মাঝে الطُّهْرِ তুহুর وَالْحَيْضِ হায়েযের কিন্তু بَيَّنَهُ এর ব্যাখ্যা করেছেন النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ بِقَوْلِهِ তাঁর এ কথা দ্বারা طَلَاقُ الْاَمَةِ বাঁদির তালাক ثِنْتَانِ দু'টি وَعِدَّتُهَا আর তাদের ইদ্দত হলো حَيْضَتَانِ দুই হায়েয فَاِنَّهُ يَدُلُّ কেননা, এটা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে عَلَى اَنَّ এ কথার উপর যে, عِدَّةَ الْحُرَّةِ স্বাধীনার ইদ্দত ثَلٰثَةُ حِيَضٍ তিন হায়েয لَا ثَلٰثَةُ اَطْهَارٍ তিন তুহুর নয় وَاِنَّهُمَا يَصِحَّانِ আর এ দু'টি (উভয় অবস্থায়ই) বিশুদ্ধ مَوْصُوْلًا

সংযুক্ত অবস্থায় وَمَفْصُوْلًا এবং পৃথক অবস্থায় وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِيْنَ অবশ্য কোনো কোনো কালামশাস্ত্রবিদের মতে لَا يَصِحُّ বিশুদ্ধ নয় بَيَانُ الْمُجْمَلِ وَالْمُشْتَرَكِ ব্যাখ্যা মুজমাল ও মুশতারাককের اِلَّا مَوْصُوْلًا সংযুক্তভাবে হওয়া ব্যতীত لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ কেননা, উদ্দেশ্য হলো مِنَ الْخِطَابِ খেতাব দ্বারা اِيْجَابُ ওয়াজিব সাব্যস্ত করা الْعَمَلِ আমলকে وَ ذَا আর এটা مَوْقُوْفٌ নির্ভরশীল عَلٰى فَهْمِ বুঝার উপর الْمَعْنٰى অর্থ الْمَوْقُوْفِ আর অর্থ বুঝা নির্ভরশীল عَلَى الْبَيَانِ ব্যাখ্যার উপর فَلَوْ جَازَ সুতরাং যদি জায়েজ হতো تَأْخِيْرُ বিলম্ব করা الْبَيَانِ ব্যাখ্যা করা لَأَدّٰى তাহলে আদায় করা আবশ্যক হতো اِلٰى تَكْلِيْفِ বাধ্য করা الْمُحَالِ অসম্ভব বিষয়ে وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমরা হানাফীগণ বলি يُفِيْدُ الْاِبْتِلَاءَ খেতাবের তাৎক্ষণিক উপকারিতা এই যে بِاعْتِقَادِ বিশ্বাস করবে الْحَقِيَّةِ সত্যতায় فِي الْحَالِ তৎক্ষণাৎ مَعَ اِنْتِظَارِ অপেক্ষা করবে الْبَيَانِ বর্ণনার لِلْعَمَلِ আমলের জন্য وَلَا بَأْسَ فِيْهِ আর এতে কোনো দোষ নেই لِأَنَّ কেননা تَأْخِيْرَ বিলম্বিত হওয়া الْبَيَانِ ব্যাখ্যা عَنْ وَقْتِ সময় হতে الْحَاجَةِ প্রয়োজনের لَا يَصِحُّ শুদ্ধ নয় وَاَمَّا কিন্তু عَنِ الْخِطَابِ খেতাব হতে বিলম্ব فَيَصِحُّ তা বিশুদ্ধ وَ رُبَّمَا يُؤَيِّدُنَا আর আমাদেরকে সাহায্য করছে قَوْلُهُ تَعَالٰى মহান আল্লাহর এ কথা فَاِذَا قَرَأْنَاهُ যখন আমি তা পাঠ করবো فَاتَّبِعْ তখন আপনি অনুসরণ করবেন قُرْاٰنَهٗ সে পাঠকে ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا অতঃপর আমার নিকটই রয়েছে بَيَانَهٗ এর বর্ণনা فَاِنَّ ثُمَّ কেননা, এখানে ثُمَّ শব্দটি لِلتَّرَاخِيْ বিলম্বের জন্য আগমন করে وَهُوَ يَدُلُّ আর এটা নির্দেশ করে عَلٰى এ কথার প্রতি اَنَّ مُطْلَقَ الْبَيَانِ সাধারণভাবে ব্যাখ্যা يَجُوْزُ জায়েজ اَنْ يَكُوْنَ হওয়া مُتَرَاخِيًا বিলম্বিত لٰكِنْ خَصَصْنَا অবশ্য আমরা খাস করে ফেলেছি عَنْهُ হুকুম হতে بَيَانَ التَّغْيِيْرِ বয়ানে তাগয়ীরকে لِمَا سَيَأْتِيْ যার কারণ পরে আসছে فَبَقِيَ সুতরাং অবশিষ্ট রয়েছে بَيَانُ التَّقْرِيْرِ বয়ানে তাকরীব وَالتَّفْسِيْرِ এবং বয়ানে তাফসীর عَلٰى حَالِهٖ তার অবস্থার উপর يَصِحُّ তা শুদ্ধ হবে مَوْصُوْلًا সংযুক্ত অবস্থায় وَمَفْصُوْلًا এবং পৃথক অবস্থায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْ بَيَانُ تَفْسِيْرٍ كَبَيَانِ الْمُجْمَلِ وَالْمُشْتَرَكِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে بَيَان تَفْسِيْر -এর আলোচনা করা হয়েছে। بَيَانْ -এর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে بَيَان تَفْسِيْر (ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা)। যেমন বক্তৃতাকারী তার বক্তৃতায় কোনো مُجْمَلْ অথবা مُشْتَرَكْ শব্দ প্রয়োগ করেছেন অথবা কোনো مُشْكِلْ কিংবা خَفِيْ শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা পরিষ্কারভাবে বুঝার জন্য স্বয়ং বক্তা বা অন্য কারো পক্ষ হতে ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজন রয়েছে। আর উক্ত ব্যাখ্যাকেই بَيَان تَفْسِيْر বলে। مُجْمَلْ -এর تَفْسِيْر -এর উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ (অর্থাৎ নামাজ প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত আদায় করো।) আলোচ্য আয়াতে صَلٰوة ও زَكٰوة শব্দদ্বয় مُجْمَلْ অতঃপর قَوْلِيْ ও فِعْلِيْ হাদীসের মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ এটার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আর مُشْتَرَكْ -এর ব্যাখ্যার উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করা যায়। "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ" (আর তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ তিন قُرُوْء পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অর্থাৎ ইদ্দত পালন করবে এবং অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে না।) এ আয়াতে قُرُوْء শব্দটি حَيْض ও طُهْر -এর মধ্যে مُشْتَرَكْ ; অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় বাণী- "طَلَاقُ الْاَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" (অর্থাৎ দাসীর তালাক দু'টি এবং তার ইদ্দত দুই হায়েয)-এর মাধ্যমে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দান করেছেন। কেননা, দাসীর ইদ্দত যখন حَيْض -এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে, তখন আজাদ মহিলার ইদ্দতও حَيْض -এর দ্বারাই হবে। কারণ, দাসীর ইদ্দত আজাদ মহিলার ইদ্দতের অর্ধেক হয়ে থাকে- যেমন দাসীর তালাকের সংখ্যা আজাদ মহিলার অর্ধেক হয়। সুতরাং আজাদ মহিলার ইদ্দত তিন হায়েয। আর এটার অর্ধেক হচ্ছে এক হায়েয ও তার অর্ধেক। আর যেহেতু حَيْض ভগ্নাংশযোগ্য নয় সেহেতু দাসীর ইদ্দত দুই হায়েয সাব্যস্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنَ الْخِطَابِ اِيْجَابُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে بَيَان تَقْرِيْر ও تَفْسِيْر মূলবক্তব্য করা হতে পৃথকও হতে পারে সংযুক্তও হতে পারে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হানাফী ফকীহগণের মতে بَيَان تَقْرِيْر ও بَيَان تَفْسِيْر উভয় بَيَانْ মূলবক্তব্যের সাথে অবিচ্ছিন্নও হতে পারে, আবার বিচ্ছিন্নও হতে পারে। উভয় অবস্থাই বৈধ। কিন্তু কতিপয় দার্শনিক মনীষীর মতে مُجْمَلْ ও مُشْتَرَكْ -এর بَيَانْ যুক্তভাবে হওয়া জরুরি- পৃথকভাবে হওয়া জায়েজ নেই। তাঁদের যুক্তি এই যে, خِطَابْ তথা সম্বোধনের উদ্দেশ্য হলো আমলকে ওয়াজিব করা। আর আমল করার জন্য مُخَاطَبْ -এর জন্য বক্তব্য উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক। অথচ বক্তা এমন বক্তব্য রেখেছে যা অস্পষ্ট, অবোধগম্য এবং ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কাজেই এমতাবস্থায় ব্যাখ্যাদানে বিলম্ব করার দ্বারা অসম্ভব বিষয়ের দ্বারা নির্দেশ দেওয়া অনিবার্য হবে, আর তা জায়েজ নেই।

দার্শনিক মনীষীগণের উপরিউক্ত দলিলের জবাবে হানাফী ফকীহগণ বলেছেন যে, কেবল আমল ওয়াজিব করার জন্যই خِطَابْ বা সম্বোধন হয় না; বরং خِطَابْ -এর তাৎক্ষণিক উপকারিতা এই যে, مُخَاطَبْ এটার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। অর্থাৎ এ আকীদা পোষণ করবে যে, এটা সত্য। অতঃপর এটার ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করবে। আর এটা দূষণীয় নয়। কেননা, জরুরি সময় হতে بَيَانْ -কে বিলম্বকরণ জায়েজ নেই। কিন্তু মূলবক্তব্য হতে بَيَانْ -কে বিলম্বকরণ জায়েজ।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, রোজা সম্পর্কে প্রথমত নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল হয়- كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ (পানাহার করো যতক্ষণ পর্যন্ত না সুবহে কাযেব হতে সুবহে সাদেক পৃথক হয়।) এটাতে "مِنَ الْفَجْرِ" শব্দটির উল্লেখ ছিল না। কাজেই কতিপয় সাহাবী (রা.) একটি সাদা ও একটি কালো রশি রাখতেন। আর যে পর্যন্ত না কালো রশি হতে সাদা রশিকে পৃথক করতে পারতেন সে পর্যন্ত পানাহার করতে থাকতেন। তখন আল্লাহ "مِنَ الْفَجْرِ" বাক্যাংশটি নাজিল করেন। এতে সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনের সময় হতে বিলম্ব করে بَيَانْ প্রদান করেছেন। সুতরাং এটা নাজায়েজ হবে কেন? এর জবাবে বলা হবে যে, কতিপয় সাহাবীগণ (রা.)-এর যে আমল উক্ত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, তা নফল রোজার ব্যাপারে ছিল। আর প্রয়োজনের সময় তো হলো ফরজ রোজা। আর রোজার সময় আল্লাহ "مِنَ الْفَجْرِ" নাজিল করেছেন। কাজেই প্রয়োজনের সময় হতে بَيَانْ -কে বিলম্ব করা হয়নি। -(তালবীহ)

আর আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী আমাদের হানাফী ফকীহগণের মাযহাবের সহায়ক- "فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ" (সুতরাং যখন আমি কুরআন পড়ে তোমাকে শুনাবো তুমি উক্ত পঠনকে অনুসরণ করবে। অতঃপর কুরআনে অর্থ ও আহকামের বিশদ বিবরণ আমার উপরই বর্তাবে।) এটাতে "ثُمَّ" শব্দটি تَرَاخِيْ বা বিলম্বকরণের অর্থে হয়ে থাকে। যাতে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণত بَيَانْ -কে মূলবক্তব্য হতে বিলম্বকরণ জায়েজ আছে। তবে উক্ত সাধারণ নিয়ম হতে বিশেষ কারণে ফকীহগণ بَيَان تَغْيِيْر -কে পৃথক করেছেন। কাজেই একমাত্র بَيَان تَغْيِيْر ব্যতীত অন্যান্য بَيَانْ গুলোতে বিলম্বকরণ জায়েজ হবে, যেমনটি সংযুক্তকরণ জায়েজ আছে।

أَوْ بَيَانُ تَغْيِيْرٍ كَالتَّعْلِيْقِ بِالشَّرْطِ وَالْاِسْتِثْنَاءِ فَاِنَّ الشَّرْطَ الْمُؤَخَّرَ فِى الذِّكْرِ مِثْلُ قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ بَيَانٌ مُغَيِّرٌ لِمَا قَبْلَهٗ مِنَ التَّنْجِيْزِ اِلَى التَّعْلِيْقِ اِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهٗ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِى الْحَالِ وَبِاِتْيَانِ الشَّرْطِ بَعْدَهٗ صَارَ مُعَلَّقًا بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْمُقَدَّمِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ كَذٰلِكَ فِىْ رَأْيِنَا وَهٰكَذَا الْاِسْتِثْنَاءُ فِىْ مِثْلِ قَوْلِهٖ لَهٗ عَلَىَّ اَلْفٌ اِلَّا مِائَةً غَيَّرَ وُجُوْبَ الْمِائَةِ عَنْ ذِمَّتِهٖ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهٗ اِلَّا مِائَةً لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ اَلْفًا بِتَمَامِهٖ وَاِنَّمَا يَصِحُّ ذٰلِكَ مَوْصُوْلًا فَقَطْ لِاَنَّ الشَّرْطَ وَالْاِسْتِثْنَاءَ كَلَامٌ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ لَا يُفِيْدُ مَعْنًى بِدُوْنِ مَا قَبْلَهٗ فَيَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ مَوْصُوْلًا بِهٖ وَلِاَنَّهٗ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهٖ ثُمَّ لِيَاْتِ بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ جَعَلَ مُخْلِصَ الْيَمِيْنِ هُوَ الْكَفَّارَةُ وَلَوْ صَحَّ الْاِسْتِثْنَاءُ مُتَرَاخِيًا لَجَعَلَهٗ مُخْلِصًا اَيْضًا بِاَنْ يَقُوْلَ الْاٰنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيُبْطِلُ الْيَمِيْنَ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ يَصِحُّ مَفْصُوْلًا اَيْضًا لِمَا رُوِىَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ سَنَةٍ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَهٰذَا النَّقْلُ غَيْرُ صَحِيْحٍ عِنْدَنَا .

সরল অনুবাদ : অথবা ৩. بَيَانُ تَغْيِيْرٍ হবে। (অর্থাৎ সে বয়ান যা কালামকে প্রকাশ্য অর্থ হতে দূরে সরিয়ে অন্য অর্থের দিকে নিয়ে যায়।) **যেমন– কালামকে শর্ত ও ইস্তিছনা দ্বারা শর্তযুক্ত করা।** কেননা, শর্ত যা আলোচনার মধ্যে পরে উক্ত হয়, যেমন– বক্তার উক্তি اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ অত্র বাক্যের শেষাংশে যে শর্তটি রয়েছে, তা পূর্ববর্তী প্রকাশ্য অর্থের জন্য بَيَانٌ مُغَيِّرٌ সাব্যস্ত হয়েছে। যদ্দরুন তালাক তাৎক্ষণিকভাবে পতিত না হয়ে শর্তের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। কারণ, বক্তা যদি اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ এ কথাটি না বলত, তাহলে তালাক তৎক্ষণাৎ পতিত হয়ে যেত। আর শর্তটিকে পরে আনয়ন করার কারণে তালাক শর্তের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু যদি শর্ত বক্তব্যের পূর্বে আনয়ন করা হয়, তাহলে এটা আমাদের মতে بَيَانٌ مُغَيِّرٌ হয় না। আর ইস্তিছনা-এর অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। যেমন কেউ বলল– لَهٗ عَلَىَّ اَلْفٌ اِلَّا مِائَةً **এখানে ইস্তিছনা বক্তার জিম্মায় একশত টাকা ওয়াজিব হওয়ার হুকুমকে পরিবর্তন করে দিয়েছে।** বক্তা যদি اِلَّا مِائَةً না বলত, তাহলে পূর্ণ এক হাজার টাকাই তার উপর ওয়াজিব হয়ে যেত। **আর بَيَانُ تَغْيِيْرٍ শুধুমাত্র পূর্ববর্তী কালামের সাথে সংযুক্ত অবস্থায়ই শুদ্ধ হবে।** কেননা, শর্ত ও ইস্তিছনা কোনো স্বতন্ত্র কালাম নয়। এরা পূর্ববর্তী বক্তব্য ছাড়া স্বয়ং কোনো অর্থ নির্দেশ করে না। এ জন্য পূর্ববর্তী বক্তব্যের সাথে সংযুক্তভাবে হওয়াই আবশ্যক। **আর এ জন্যই নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে শপথ করে এবং তারপর তার বিপরীতটিকেই তদপেক্ষা কল্যাণকর দেখতে পায়,** তাহলে সে তার শপথের কাফ্ফারা দিয়ে দিবে এবং কল্যাণকর বস্তুটির উপরই আমল করবে।" লক্ষণীয় যে, নবী করীম ﷺ এখানে কাফ্ফারাকে শপথ হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নির্ধারিত করেছেন। যদি বিচ্ছিন্ন ও বিলম্বিত ইস্তিছনা শুদ্ধ হতো, তাহলে তিনি তাকেও শপথ হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় হিসেবে বর্ণনা করতেন। অর্থাৎ এভাবে বলতেন যে, শপথকারী যখন শপথের বিপরীত কাজ করার ইচ্ছা করবে, তখন اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলে নিবে এবং শপথ বাতিল করে দিবে। আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, ইস্তিছনা বিচ্ছিন্নভাবেও শুদ্ধ রয়েছে। কারণ, বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'আমি কুরাইশদের সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করবো।' অতঃপর তিনি এক বছর পরে বলেছেন, 'ইনশাআল্লাহু তা'আলা।' কিন্তু আমাদের মতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দিকে এ উক্তিটিকে সম্বন্ধযুক্ত করা শুদ্ধ নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : أَوْ بَيَانُ تَغْيِيْرٍ অথবা বয়ানে তাগয়ীর হবে كَالتَّعْلِيْقِ যেমন সংযুক্ত করা بِالشَّرْطِ শর্ত দ্বারা وَالْاِسْتِثْنَاءِ এবং ইস্তিছনা দ্বারা فَاِنَّ الشَّرْطَ কেননা, শর্ত الْمُؤَخَّرَ যা পরে উল্লিখিত হয় فِى الذِّكْرِ আলোচনার পর مِثْلُ قَوْلِهٖ উদাহরণত কারো উক্তি اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক اِنْ دَخَلْتِ যদি প্রবেশ কর الدَّارَ ঘরে بَيَانٌ مُغَيِّرٌ এটা বয়ানে মুগায়্যের لِمَا قَبْلَهٗ তার পূর্বের (প্রকাশ্য অর্থের) জন্য مِنَ التَّنْجِيْزِ প্রকাশ্য অর্থের اِلَى التَّعْلِيْقِ শর্তের দিকে اِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ যদি না হতো قَوْلُهٗ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ বক্তার اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ এ উক্তি يَقَعُ তখন পতিত হতো الطَّلَاقُ তালাক فِى الْحَالِ তৎক্ষণাৎ وَبِاِتْيَانِ এবং আনয়ন

الشَّرْطِ করার ফলে শর্তকে بَعْدَهُ এর পরে صَارَ তালাকটি হয়ে গেছে مُعَلَّقًا শর্তের সাথে সংযুক্ত بِخِلَافِ এর বিপরীত الْمُقَدَّمِ শর্ত যখন পূর্বে আনয়ন করা হয় فَإِنَّهُ তখন এটা لَيْسَ كَذٰلِكَ অনুরূপ হয় না তথা بَيَانَ مُغَيِّرٍ হয় না فِيْ رَأْيِنَا আমাদের মতে। وَهٰكَذَا আর এরূপ অবস্থাই হলো الْاِسْتِثْنَاءُ ইস্তিছনার فِيْ مِثْلِ قَوْلِهِ যেমন কোনো ব্যক্তির কথা لَهُ عَلَيَّ তার জন্য আমার উপর রয়েছে اَلْفٌ এক হাজার إِلَّا مِائَةً একশত ব্যতীত غَيْرُ وُجُوْبِ ওয়াজিব হয়নি الْمِائَةِ একশত عَنْ ذِمَّتِهِ বক্তার জিম্মায় وَلَوْ لَمْ যদি না হতো قَوْلُهُ إِلَّا مِائَةً তার إِلَّا مِائَةً কথাটি لَكَانَ তাহলে হতো الْوَاجِبُ عَلَيْهِ তার উপর ওয়াজিব اَلْفًا بِتَمَامِهِ পরিপূর্ণ এক হাজার। وَإِنَّمَا يَصِحُّ একমাত্র বিশুদ্ধ হবে ذٰلِكَ বয়ানে তাগয়ীর مَوْصُوْلًا فَقَطْ শুধুমাত্র সংযুক্ত لِأَنَّ কেননা الشَّرْطَ وَالْاِسْتِثْنَاءَ শর্ত ও ইস্তিছনা كَلَامٌ এমন কালাম غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ যা কোনো স্বতন্ত্র নয় لَا يُفِيْدُ নির্দেশ করে না مَعْنًى কোনো অর্থ بِدُوْنِ مَا ব্যতীত قَبْلَهُ পূর্ববর্তী বক্তব্য فَيَجِبُ অতএব আবশ্যক হবে أَنْ يَكُوْنَ হওয়া مَوْصُوْلًا بِهِ পূর্ববর্তীর সাথে সংযুক্তি وَلِأَنَّهُ قَالَ এ জন্যই নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন مَنْ حَلَفَ যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে عَلٰى يَمِيْنٍ কোনো শপথের ব্যাপারে وَرَأَى আর দেখতে পায় غَيْرَهَا এর বিপরীতকে خَيْرًا مِنْهَا এর থেকে উত্তম فَلْيُكَفِّرْ তাহলে সে যেন কাফফারা দিয়ে দেয় عَنْ يَمِيْنِهِ তার এ শপথের ثُمَّ তারপর সে যেন আমল করে بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ যাতে কল্যাণ রয়েছে جَعَلَ নবী করীম ﷺ কাফফারাকে নির্ধারণ করেছেন لِيَاتِ مُخَلِّصَ নিষ্কৃতি الْيَمِيْنِ শপথের هُوَ الْكَفَّارَةُ তা হলো কাফফারা وَلَوْ صَحَّ আর যদি বিশুদ্ধ হতো الْاِسْتِثْنَاءُ ইস্তিছনা مُتَرَاخِيًا বিলম্বিত لَجَعَلَهُ তাহলে একে সাব্যস্ত করতেন مُخَلِّصًا শপথ হতে নিষ্কৃতির উপায় أَيْضًا ও بِأَنْ يَقُوْلَ বরং এভাবে বলতেন الْآنَ এখন/তখন إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى যদি আল্লাহ তা'আলা চান এটা বলে নিবে وَيَبْطُلُ ফলে বাতিল হয়ে যাবে الْيَمِيْنُ শপথ وَرُوِيَ আর বর্ণিত আছে عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে أَنَّهُ يَصِحُّ ইস্তিছনা বিশুদ্ধ مُنْفَصِلًا বিচ্ছিন্নভাবে أَيْضًا ও لِمَا رُوِيَ যেমনিভাবে বর্ণিত আছে أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ নবী করীম ﷺ বলেছেন لَأَغْزُوَنَّ আমি অবশ্যই লড়াই করবো قُرَيْشًا কুরাইশদের সাথে ثُمَّ قَالَ অতঃপর বলেছেন بَعْدَ سَنَةٍ এক বৎসর পরে إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى যদি মহান আল্লাহ চান وَهٰذَا النَّقْلُ এ বর্ণনাটি غَيْرُ صَحِيْحٍ বিশুদ্ধ নয় عِنْدَنَا আমাদের মতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْمُقَدَّمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذٰلِكَ الخ **-এর আলোচনা :** আলোচ্য ইবারতে بَيَانِ تَغْيِيْرٍ-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, بَيَانٌ-এর তৃতীয় প্রকার হলো بَيَانُ تَغْيِيْرٍ অর্থাৎ এমন বক্তব্য যা তৎপূর্ববর্তী বক্তব্যকে পরিবর্তন করে দেয়। যেমন– শর্তের সাথে যুক্ত করা এবং ইস্তিছনা করা। কেননা, পরে উল্লিখিত শর্ত পূর্ববর্তী সাধারণ অর্থকে বিশেষ অবস্থার সাথে যুক্ত করে দেয়। যেমন– কারো বক্তব্য "أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ" (অর্থাৎ তুমি তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর)। কেননা, তার বক্তব্য إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ না হলে সাথে সাথেই তালাক হয়ে যেত। কিন্তু এটার পরে শর্ত নেওয়ার কারণে তালাক উক্ত শর্তের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। তবে আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে শর্তকে যদি এটার পূর্বে উল্লেখ করা হতো, তাহলে হুকুম এটার বিপরীত হতো। অর্থাৎ তার দ্বারা মূলবক্তব্য পরিবর্তিত হবে না; বরং অপরিবর্তিত থেকে যাবে। إِسْتِثْنَاء-এর অবস্থাও তদ্রূপ যেমন কেউ বলল– "لَهُ عَلَيَّ اَلْفٌ إِلَّا مِائَةً" (অর্থাৎ সে আমার নিকট এক হাজার টাকা পাবে, তবে একশত টাকা।) সুতরাং তাঁর উপর উক্ত একশত টাকা ওয়াজিব হবে না। আর যদি না সে إِلَّا مِائَةً বলত, তাহলে তার উপর পূর্ণ এক হাজার টাকাই ওয়াজিব হতো।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ ذٰلِكَ مَوْصُوْلًا فَقَطْ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে بَيَانِ تَغْيِيْرٍ মূলবক্তব্য হতে পৃথক (বিরতির সাথে) সহীহ হবে কিনা সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। بَيَانُ تَغْيِيْرٍ কেবল তখনই সহীহ হবে যখন এটা মূলবক্তব্য হতে অবিচ্ছিন্ন হবে। কেননা, شَرْط এবং إِسْتِثْنَاء এতদুভয়ই অসম্পূর্ণ বাক্য। এরা পূর্ববর্তী কোনো বক্তব্যের উপর নির্ভর না করে কোনো যথার্থ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। কাজেই এটা মূলবক্তব্যের সাথে সংযুক্ত হওয়া জরুরি। তা ছাড়া بَيَانُ تَغْيِيْرٍ মূলবক্তব্যকে প্রকাশ্য অর্থ হতে ফিরিয়ে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করার জন্য قَرِيْنَة বিশেষ। আর قَرِيْنَة এটার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে অবিচ্ছেদ্য থাকা একান্ত জরুরি। তদুপরি بَيَانُ تَغْيِيْرٍ যদি বিচ্ছিন্নভাবে হওয়া সহীহ হয়, তাহলে প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শনের নির্ভরযোগ্যতা লোপ পাবে। উপরন্তু নবী করীম ﷺ বলেছেন– مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ لِيَاتِ بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ

(অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ করল, অতঃপর এটার বিপরীত দিককে কল্যাণকর পেল, সে যেন তার শপথের কাফ্ফারা আদায় করে এবং যা কল্যাণকর তা-ই করে।) হাদীসখানা ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আবূ হুরায়াহ (রা.)-এর মাধ্যমে নবী করীম ﷺ হতেই বর্ণনা করেছেন। লক্ষণীয় যে, উক্ত হাদীসটিতে শপথ হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় হিসেবে কাফ্ফারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদি বিলম্বে (বিচ্ছিন্নভাবে) إِسْتِثْنَاء করা সহীহ হতো, তাহলে তারও উল্লেখ করা হতো।

وَ رُوِيَ اَنَّهُ قَالَ اَبُو جَعْفَرِ بْنُ مَنْصُوْرِ الدَّوَانِقِيُّ الَّذِيْ كَانَ مِنَ الْخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيَّةِ لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِمَ خَالَفْتَ جَدِّيْ فِيْ عَدَمِ صِحَّةِ الْاِسْتِثْنَاءِ مُتَرَاخِيًا فَقَالَ اَبُو حَنِيْفَةَ (رحـ) لَوْ صَحَّ ذٰلِكَ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْ بَيْعَتِكَ اَيْ يَقُوْلُ النَّاسُ الْاٰنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَتَنْتَقِضُ بَيْعَتُكَ فَتَحَيَّرَ الدَّوَانِقِيُّ وَسَكَتَ وَاخْتَلَفَ فِيْ خُصُوْصِ الْعُمُوْمِ فَعِنْدَنَا لَا يَقَعُ مُتَرَاخِيًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) يَجُوْزُ ذٰلِكَ هٰذَا الْاِخْتِلَافُ فِيْ تَخْصِيْصٍ يَكُوْنُ اِبْتِدَاءً وَاَمَّا اِذَا خُصَّ الْعَامُّ مَرَّةً بِالْمَوْصُوْلِ فَاِنَّهُ يَجُوْزُ اَنْ يُخَصَّ مَرَّةً ثَانِيَةً بِالتَّرَاخِيْ اِتِّفَاقًا وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلٰى اَنَّ تَخْصِيْصَ الْعَامِّ عِنْدَنَا بَيَانُ تَغْيِيْرٍ فَلَا جَرَمَ يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ الْوَصْلِ وَعِنْدَهُ بَيَانُ تَقْرِيْرٍ فَيَصِحُّ مَوْصُوْلًا وَمَفْصُوْلًا وَهٰذَا مَعْنٰى مَا قَالَ وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى اَنَّ الْعُمُوْمَ مِثْلُ الْخُصُوْصِ عِنْدَنَا فِيْ اِيْجَابِ الْحُكْمِ قَطْعًا وَبَعْدَ الْخُصُوْصِ لَا يَبْقَى الْقَطْعُ فَكَانَ تَغْيِيْرًا اَيْ كَانَ التَّخْصِيْصُ بَيَانَ تَغْيِيْرٍ مِنَ الْقَطْعِ اِلَى الْاِحْتِمَالِ فَيَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ الْوَصْلِ وَعِنْدَهُ لَيْسَ بِتَغْيِيْرٍ بَلْ هُوَ تَقْرِيْرٌ لِلظَّنِّيَّةِ الَّتِيْ كَانَتْ لَهُ قَبْلَ التَّخْصِيْصِ فَيَصِحُّ مَوْصُوْلًا وَمَفْصُوْلًا ـ

সরল অনুবাদ : আর কথিত আছে যে, আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফর মানসুর দাওয়ানেকী ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আপনি আমার পিতামহ ইবনে আব্বাসের সাথে বিলম্বে ইস্তিছনা শুদ্ধ হওয়ার প্রশ্নে কেন দ্বিমত পোষণ করেন?' ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর উত্তরে বলেন, 'যদি এরূপ ইস্তিছনা শুদ্ধ হয়, তাহলে আপনাকে স্বীয় বায়'আতের আশা ছেড়ে দিতে হবে।' অর্থাৎ জনগণ এখন ইন্শা আল্লাহু তা'আলা বলে নিবে এবং আপনার হাতে সম্পাদিত বায়'আত ভেঙ্গে যাবে। এতদশ্রবণে দাওয়ানেকী হতভম্ব ও নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। **আর আম হতে কতিপয় একককে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা জায়েজ আছে কিনা সেই প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। আমাদের মতে বিলম্বের সাথে সংঘটিত হতে পারে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর** মতে জায়েজ রয়েছে। এ মতভেদ عَامْ-এর প্রথমবার تَخْصِيْص-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যখন একবার সংযুক্ত কালাম দ্বারা تَخْصِيْص হয়ে যায়, তখন দ্বিতীয়বার বিলম্বিত কালাম দ্বারা تَخْصِيْص করা সর্ব সম্মতিক্রমেই জায়েজ। উক্ত মতপার্থক্যের ভিত্তি এ কথার উপরই প্রতিষ্ঠিত যে, আমরা হানাফীদের নিকট عَامْ হতে কতিপয় একককে নির্দিষ্ট করা প্রকৃত প্রস্তাবে بَيَان تَغْيِيْر বৈ কিছু নয়। এ জন্যই অনিবার্যভাবে সংযুক্ত কালাম দ্বারা হওয়ার শর্ত আরোপ করা হবে। (যেমনটি بَيَان تَغْيِيْر-এর হুকুম।) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট এটা বয়ানে তাক্রীর। সুতরাং সংযুক্ত ও পৃথক সকলভাবেই শুদ্ধ হবে। (যেমন- بَيَان تَقْرِيْر-এর নিয়ম।) আর এটাই গ্রন্থকার (র.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যের তাৎপর্য। **আর এই মতপার্থক্যের ভিত্তি এ কথার উপরই প্রতিষ্ঠিত যে, আমরা হানাফীগণের নিকট আমও খাস-এর মতো হুকুম সাব্যস্ত করার প্রশ্নে অকাট্য আর তা হতে কতিপয় একককে নির্দিষ্ট করার পর সেই অকাট্যতা আর অবশিষ্ট থাকে না। ফলে তা تَغْيِيْر হয়ে যাবে।** অর্থাৎ এই নির্দিষ্টকরণটি بَيَان تَغْيِيْر-এ পরিণত হয়ে যাবে। **অকাট্যতা হতে সম্ভাবনার দিকে। সুতরাং تَخْصِيْص-ও সংযুক্তভাবে হওয়ার শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তাখ্সীস্ تَغْيِيْر নয়; বরং তা** عَام **ظَنِّيَّة-এর জন্য** بَيَان تَقْرِيْر **বিশেষ। যা তাঁর মতে -এর মধ্যে** تَخْصِيْص**-এর পূর্ব হতে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং** تَخْصِيْص **ও** بَيَان تَقْرِيْر**-এর ন্যায় সংযুক্ত ও পৃথক উভয়ভাবেই জায়েজ হবে।**

শাব্দিক অনুবাদ : وَ رُوِيَ আর কথিত আছে যে اَنَّهُ قَالَ বলেছেন اَبُو جَعْفَرِ بْنُ مَنْصُوْرِ الدَّوَانِقِيُّ আবূ জা'ফর ইবনে মানসূর দাওয়ানেকী الَّذِيْ كَانَ যিনি ছিলেন مِنَ الْخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيَّةِ আব্বাসীয় খলীফা لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে لِمَ خَالَفْتَ কেন আপনি দ্বিমত পোষণ করেন جَدِّيْ আমার পিতামহের সাথে فِيْ عَدَمِ صِحَّةِ বিশুদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে الْاِسْتِثْنَاءِ ইস্তিছনা مُتَرَاخِيًا বিলম্বে فَقَالَ اَبُو حَنِيْفَةَ (رحـ) তখন ইমাম আবূ হানিফা (র.) উত্তরে বলেছেন لَوْ صَحَّ ذٰلِكَ যদি এটা বিশুদ্ধ হয় بَارَكَ اللّٰهُ আল্লাহ বরকত দান করুক فِيْ بَيْعَتِكَ আপনার বায়'আতের বিষয়ে اَيْ অর্থাৎ يَقُوْلُ النَّاسُ মানুষ বলবে الْاٰنَ এখন اِنْ شَاءَ اللّٰهُ যদি আল্লাহ চান فَتَنْتَقِضُ তাহলে ভঙ্গ হয়ে যাবে بَيْعَتُكَ আপনার সাথে সম্পাদিত বায়'আত فَتَحَيَّرَ الدَّوَانِقِيُّ ফলে দাওয়ানেকী হতভম্ব হয়ে পড়ল وَسَكَتَ এবং চুপ হয়ে গেল وَاخْتَلَفَ আর মতভেদ রয়েছে فِيْ خُصُوْصِ নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) আর مُتَرَاخِيًا বিলম্বের সাথে لَا يَقَعُ সংঘটিত হতে পারে না فَعِنْدَنَا আমাদের মতে الْعُمُوْمِ আম হতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে يَجُوْزُ ذٰلِكَ এটা জায়েজ আছে هٰذَا الْاِخْتِلَافُ এ মতভেদ فِىْ تَخْصِيْصِ তাখসীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য يَكُوْنُ اِبْتِدَاءً যা প্রথমবার হয় وَاَمَّا اِذَا কিন্তু যখন خُصَّ তাখসীস হয়ে যায় الْعَامُّ আমটি مَرَّةً একবার بِالْمَوْصُوْلِ সংযুক্ত কালাম দ্বারা وَهُوَ তখন জায়েজ হবে اِتِّفَاقًا সর্বসম্মতিক্রমে فَاِنَّهُ يَجُوْزُ খাস করা اَنْ يَخُصَّ দ্বিতীয়বার مَرَّةً ثَانِيَةً বিলম্ব কালাম দ্বারা بِالتَّرَاخِىْ মَبْنِىٌّ আর এ মতপার্থক্যের ভিত্তি عَلٰى اَنَّ এ কথার উপর প্রতিষ্ঠিত যে تَخْصِيْصَ নির্দিষ্টকরণ الْعَامِّ আম হতে عِنْدَنَا আমাদের হানাফীদের মতে بَيَانُ تَغْيِيْرٍ বয়ানে তাগয়ীর ব্যতীত কিছুই নয় فَلَا جَرَمَ কাজেই অনিবার্যভাবে يَتَقَيَّدُ আরোপ করা হবে بِشَرْطِ শর্তের দ্বারা الْوَصْلِ সংযুক্ত কালামের وَعِنْدَهُ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট بَيَانُ تَقْرِيْرٍ এটা বয়ানে তাকরীর فَيَصِحُّ কাজেই শুদ্ধ হবে مَوْصُوْلًا সংযুক্তভাবে وَمَفْصُوْلًا এবং পৃথক সকলভাবেই وَهٰذَا مَعْنٰى আর এটাই হলো তাৎপর্য مَا قَالَ গ্রন্থকারের নিম্নোক্ত বক্তব্যের وَهٰذَا আর এ মতপার্থক্যের بِنَاءٌ ভিত্তি عَلٰى এ কথার উপরই প্রতিষ্ঠিত اَنَّ الْعُمُوْمَ আমটি مِثْلُ মতো الْخُصُوْصِ খাসের عِنْدَنَا আমাদের হানাফীদের নিকট فِىْ اِيْجَابِ সাব্যস্তকরণের বেলায় الْحُكْمِ হুকুম قَطْعًا অকাট্যভাবে وَبَعْدَ الْخُصُوْصِ আর তা اَىْ হতে কতিপয় একক নির্দিষ্টকরণের পর لَا يَبْقٰى অবশিষ্ট থাকে না الْقَطْعُ অকাট্যতা فَكَانَ ফলে তা হবে تَغْيِيْرًا বয়ানে তাগয়ীর অর্থাৎ كَانَ التَّخْصِيْصُ এ নির্দিষ্টকরণটি بَيَانَ تَغْيِيْرٍ বয়ানে তাগয়ীরে مِنَ الْقَطْعِ অকাট্য হতে اِلَى الْاِحْتِمَالِ সম্ভাবনার দিকে فَيَتَقَيَّدُ ফলে শর্তযুক্ত হবে بِشَرْطِ الْوَصْلِ সংযুক্তভাবে হওয়ার শর্ত وَعِنْدَهُ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে لَيْسَ بِتَغْيِيْرٍ তাখসীস তাগয়ীর নয় بَلْ هُوَ تَقْرِيْرٌ বরং তা تَقْرِيْرٍ হবে لِلظَّنِّيَّةِ ধারণামূলকের জন্য الَّتِىْ كَانَتْ لَهُ যা তার মধ্যে ছিল قَبْلَ পূর্ব হতে التَّخْصِيْصِ তাখসীসের فَيَصِحُّ কাজেই তা জায়েজ বা বিশুদ্ধ হবে مَوْصُوْلًا সংযুক্তভাবে وَمَفْصُوْلًا এবং পৃথক উভয়ভাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَ فِىْ خُصُوْصِ الْعُمُوْمِ فَعِنْدَنَا لَا يَقَعُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে عَامٌ হতে تَخْصِيْص -এর ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, যদি عَامٌ হতে একবার مَوْصُوْل বা সংযুক্তভাবে কতিপয় একককে خَاص করা হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে সর্বসম্মতভাবে তা হতে مَوْصُوْل ও مَفْصُوْل উভয়বিধভাবেই تَخْصِيْص জায়েজ হবে। কিন্তু যদি প্রথমবারের মতো عَامٌ হতে কতিপয় فَرْد -কে خَاص করতে হয়, তাহলে এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত অবস্থায় কেবল مَوْصُوْل বা সংযুক্তভাবে تَخْصِيْص করা জায়েজ হবে, অসংযুক্ত তথা مَفْصُوْلًا জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত অবস্থায়ও مَوْصُوْل ও مَفْصُوْل উভয়বিধভাবেই تَخْصِيْص জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَهُوَ مَبْنِىٌّ عَلٰى اَنَّ تَخْصِيْصَ الْعَامِّ عِنْدَنَا الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে تَخْصِيْصُ الْعَامِّ -এর ব্যাপারে আহনাফ ও শাফেয়ীগণের মধ্যকার মতবিরোধের ভিত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মধ্যকার উপরোল্লিখিত মতবিরোধের মূলভিত্তি হচ্ছে এই যে, আমাদের হানাফীগণের মতে عَامٌ হতে تَخْصِيْص (নির্দিষ্টকরণ) بَيَان تَغْيِيْر (পরিবর্তনকারী বর্ণনা) হিসেবে গণ্য হবে। আর بَيَان تَغْيِيْر মূলবক্তব্য হতে مَوْصُوْل হওয়া শর্ত, পৃথকভাবে হওয়া জায়েজ নেই। কাজেই عَامٌ -এর تَخْصِيْص ও عَامٌ-এর সাথে مَوْصُوْل বা সংযুক্ত হওয়া শর্ত হবে। পৃথকভাবে (مَفْصُوْلًا) হওয়া জায়েজ হবে না। অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) عَامٌ হতে تَخْصِيْص (নির্দিষ্টকরণ)-কে بَيَان تَقْرِيْر হিসেবে গণ্য করে থাকেন। আর بَيَان تَقْرِيْر মূলবক্তব্য হতে সংযুক্ত (مَوْصُوْل) এবং (مَفْصُوْل) পৃথক উভয়ভাবে হওয়া জায়েজ আছে। সুতরাং عَامٌ -এর تَخْصِيْص ও সংযুক্ত ও পৃথক উভয়ভাবেই জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى اَنَّ الْعُمُوْمَ مِثْلُ الْخُصُوْصِ الخ -এর আলোচনা : অত্র ইবারতে হানাফী ও শাফেয়ীগণ عَامٌ -কে ভিন্ন ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হানাফীগণ تَخْصِيْصُ الْعَامِّ -কে بَيَان تَغْيِيْر (পরিবর্তনকারী বর্ণনা) হিসেবে গণ্য করার কারণ এই যে, তাঁদের মতে خَاص যদ্রূপ حُكْم -কে অকাট্যরূপে সাব্যস্ত করে তদ্রূপ عَامٌ ও حُكْم -কে অকাট্যভাবে সাব্যস্ত করে থাকে। সুতরাং عَامٌ হতে تَخْصِيْص -এর পর এটার অকাট্যতা অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই এটা قَطْعِيَّتْ হতে ظَنِّيَّتْ -এর দিকে পরিবর্তিত হবে। আর এটাই بَيَان تَغْيِيْر বা পরিবর্তনকারী বর্ণনা। অতএব, بَيَان تَغْيِيْر -এর ন্যায় تَخْصِيْص ও مَوْصُوْل তথা সংযুক্তভাবে হওয়া শর্ত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে عَامٌ অকাট্যতাকে সাব্যস্ত করে না; বরং ظنيت বা ধারণাকে সাব্যস্ত করে। আর تَخْصِيْص -এর দ্বারা উক্ত عَامٌ -এর (ধারণার) পরিবর্তন সাধিত হয় না; বরং এটার তাকিদ হয়ে থাকে। কাজেই এটা (تَخْصِيْص) بَيَان تَقْرِيْر হিসেবে পরিগণিত হবে। আর بَيَان تَقْرِيْر যদ্রূপ مَوْصُوْل (সংযুক্ত) ও مَفْصُوْل (পৃথক) উভয়ভাবে হওয়া জায়েজ, তদ্রূপ تَخْصِيْص ও مَوْصُوْل ও مَفْصُوْل উভয়ভাবে হওয়া জায়েজ হবে।

হানাফীগণের পক্ষ হতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে যে, যদিও خُصُوْص -এর بَيَانٌ এটা عَامٌ -এর ظَنِّيَّتْ -কে জোরালোভাবে সাব্যস্ত করে তথাপি এটা (تَخْصِيْص) عَامٌ -কে তার প্রকৃত অর্থ হতে পরিবর্তন করত অন্যদিকে নিয়ে যান। কেননা, عَامٌ -কে তো এটার সমস্ত একককে বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। অথচ تَخْصِيْص -এর পর তা আর সমস্ত একককে বুঝায় না। সুতরাং এ দিকের বিবেচনায় এটা بَيَان تَغْيِيْر হতে বাধ্য।

وَلَمَّا تَقَرَّرَ عِنْدَنَا اَنَّ تَخْصِيْصَ الْعَامِّ لَا يَصِحُّ مُتَرَاخِيًا وَرَدَ عَلَيْنَا ثَلٰثَةُ اَسْئِلَةٍ اَلْاَوَّلُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَ اَوَّلًا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِبَقَرَةٍ عَامَّةٍ حِيْنَ طَلَبُوْا اَنْ يَعْلَمُوْا قَاتِلَ اَخِيْهِمْ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ثُمَّ لَمَّا حَاوَلُوْا اَنْ يَعْلَمُوْا اَنَّهَا بِاَىِّ كَمِّيَّةٍ وَكَيْفِيَّةٍ وَلَوْنٍ بَيَّنَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِالتَّفْصِيْلِ عَلٰى مَا نَطَقَ بِهِ التَّنْزِيْلُ فَقَدْ خُصَّ الْعَامُّ هٰهُنَا وَهُوَ الْبَقَرَةُ مُتَرَاخِيًا فَاَشَارَ اِلٰى جَوَابِهِ بِقَوْلِهِ

وَبَيَانُ بَقَرَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ قَبِيْلِ تَقْيِيْدِ الْمُطْلَقِ لَا مِنْ قَبِيْلِ تَخْصِيْصِ الْعَامِّ لِاَنَّ قَوْلَهُ بَقَرَةً نَكِرَةٌ فِىْ مَوْضَعِ الْاِثْبَاتِ وَهُوَ خَاصَّةٌ وُضِعَتْ لِفَرْدٍ وَاحِدٍ لٰكِنَّهَا مُطْلَقَةٌ بِحَسْبِ الْاَوْصَافِ فَكَانَ نَسْخًا فَلِذٰلِكَ صَحَّ مُتَرَاخِيًا لِاَنَّ النَّسْخَ لَا يَكُوْنُ اِلَّا مُتَرَاخِيًا ـ

সরল অনুবাদ : আর এ কথাটি যখন সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, عَامْ হতে কতিপয় একককে নির্দিষ্ট করা আমাদের মতে বিলম্বের সাথে শুদ্ধ নয়, তখন আমাদের উপর তিনটি আপত্তি উত্থাপিত হয়। প্রথম আপত্তি এই যে, বনী ইস্‌রাঈলরা যখন তাদের নিহত ভাইয়ের হত্যাকারীর পরিচয় জানতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা একটি গাভী জবাই করার আদেশ দান করত ইরশাদ করেছিলেন- اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً অতঃপর যখন তারা সেই গাভীর বয়স, গুণ ও বর্ণ কিরূপ হওয়া উচিত–তা জানতে সচেষ্ট হলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এটার বিস্তারিত বিবরণ দান করেছিলেন। যেমনটি কুরআন মাজীদে উল্লিখিত রয়েছে। সুতরাং এ ঘটনার মধ্যে عَامْ অর্থাৎ بَقَرَةً-এর تَخْصِيْص বিলম্বের সাথে পাওয়া গেছে। গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা তার উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। **আর বনী ইসরাঈলের গাভীর বর্ণনা মুতলাককে مُقَيَّدْ করারই শ্রেণীভুক্ত,** عَامْ-কে নির্দিষ্ট করার শ্রেণীভুক্ত নয়। কেননা, بَقَرَةً শব্দটি نَكِرَة বা অনির্দিষ্টবাচক, যা مُثْبَتْ কালামের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা বিশেষ একটি এককের জন্য প্রণীত। অবশ্য তা গুণের বিবেচনায় মুতলাক। **সুতরাং এটা (অর্থাৎ গুণের বয়ান) নস্‌খ সাব্যস্ত হয়েছে।** এ জন্য বিলম্বের সাথে তার বর্ণনা শুদ্ধ হয়েছে। কারণ, নস্‌খ তো বিলম্বেই হয়ে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا تَقَرَّرَ অতঃপর যখন এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে عِنْدَنَا আমাদের নিকট اَنَّ تَخْصِيْصَ নির্দিষ্ট করা الْعَامِّ আম হতে لَا يَصِحُّ বিশুদ্ধ নয় مُتَرَاخِيًا বিলম্বের সাথে وَرَدَ তখন উত্থাপিত হয় عَلَيْنَا আমাদের উপর ثَلٰثَةُ তিনটি اَسْئِلَةٍ প্রশ্ন/আপত্তি اَلْاَوَّلُ প্রথম আপত্তি اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى মহান আল্লাহ اَمَرَ اَوَّلًا আদেশ দান করেন بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ বনী ইসরাঈলকে بِبَقَرَةٍ একটি গাভী عَامَّةٍ সাধারণভাবে حِيْنَ যখন طَلَبُوْا তারা চেয়েছিল اَنْ يَعْلَمُوْا জানতে قَاتِلَ হত্যাকারী اَخِيْهِمْ তাদের নিহত ভাইয়ের فَقَالَ তখন আল্লাহ তা'আলা (একটি গাভী জবাই করার আদেশ দান করে) বলেন اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা يَاْمُرُكُمْ তোমাদেরকে আদেশ করছেন اَنْ تَذْبَحُوْا জবাই করতে بَقَرَةً একটি গাভী ثُمَّ অতঃপর لَمَّا حَاوَلُوْا যখন তারা সচেষ্ট হলো اَنْ يَعْلَمُوْا জানতে اَنَّهَا গাভীটি بِاَىِّ কোন كَمِّيَّةٍ প্রকারের وَكَيْفِيَّةٍ এবং কিরূপ وَلَوْنٍ এবং কি রংয়ের بَيَّنَهَا তার বর্ণনা দিলেন اللّٰهُ تَعَالٰى মহান আল্লাহ بِالتَّفْصِيْلِ বিস্তারিত عَلٰى مَا نَطَقَ بِهِ যা উল্লিখিত হয়েছে التَّنْزِيْلُ পবিত্র কুরআনে فَقَدْ خُصَّ সুতরাং খাস করেছেন الْعَامُّ আমকে هٰهُنَا এ স্থানে وَهُوَ الْبَقَرَةُ তথা গাভীকে مُتَرَاخِيًا বিলম্বের সাথে فَاَشَارَ অতঃপর গ্রন্থকার ইঙ্গিত করেছেন اِلٰى جَوَابِهِ এর উত্তরের প্রতি بِقَوْلِهِ তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা وَبَيَانُ আর বর্ণনা بَقَرَةِ গাভীর بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ বাণী ইসরাঈলীদের مِنْ قَبِيْلِ শ্রেণীভুক্ত تَقْيِيْدِ মুকাইয়্যাদ করার الْمُطْلَقِ মুতলাককে لَا مِنْ قَبِيْلِ শ্রেণীভুক্ত নয় تَخْصِيْصِ নির্দিষ্ট করার الْعَامِّ আমকে لِاَنَّ قَوْلَهُ بَقَرَةً কেননা, আল্লাহর কথা بَقَرَةً টি نَكِرَة না করা/অনির্দিষ্ট বাচক فِىْ مَوْضَعِ যা স্থলে হয়েছে الْاِثْبَاتِ মুছবাতের وَهُوَ خَاصَّةٌ আর তা বিশেষ وُضِعَتْ প্রণীত لِفَرْدٍ وَاحِدٍ একটি এককের জন্য لٰكِنَّهَا কিন্তু এটা مُطْلَقَةٌ মুতলাক بِحَسْبِ বিবেচনায় الْاَوْصَافِ গুণের فَكَانَ نَسْخًا সুতরাং এটা নসখ সাব্যস্ত হয়েছে فَلِذٰلِكَ এ কারণে صَحَّ শুদ্ধ হয়েছে مُتَرَاخِيًا বিলম্বের সাথে لِاَنَّ النَّسْخَ কেননা, নসখ তো لَا يَكُوْنُ হয় না اِلَّا مُتَرَاخِيًا একমাত্র বিলম্ব ব্যতীত তথা বিলম্বেই হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَبَيَانُ بَقَرَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ قَبِيْلِ تَقْيِيْدِ-এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে আহনাফের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ও এটার খণ্ডন করা হয়েছে। ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে عَامْ-এর تَخْصِيْص বিলম্বের সাথে জায়েজ নেই। এটার উপর ভিত্তি করে প্রতিপক্ষের পক্ষ হতে আমাদের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অভিযোগটি এটা কুরআন মাজীদে উল্লিখিত বনী ইসরাঈলীদের গাভী জবাই করার ঘটনাটি। বনী ইসরাঈলের এক নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীকে সনাক্ত করার জন্য আল্লাহ তাদেরকে একটি সাধারণ (عام) গাভী জবাই করবার নির্দেশ দেন এবং বলা হয় যে, উক্ত গাভী জবাই করার পর এটার লেজ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করার পর সে (ক্ষণিকের জন্য) জীবিত হয়ে নিজেই তার হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করে দিবে। কিন্তু তারা উক্ত গাভীর আকার-আকৃতি, বয়স ইত্যাদি জানতে চায়। তাতে আল্লাহ সবিস্তারে এর বয়স আকার-আকৃতি এবং অবস্থার বর্ণনা পেশ করেন। সুতরাং এতে عَامْ-এর تَخْصِيْص বিলম্বে হয়েছে। তা যদি জায়েজ না হবে তাহলে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে করলেন?

[অবশিষ্ট অংশপরবর্তী ১৪৯ নং পৃষ্ঠায়]

اَلثَّانِىْ اَنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى خِطَابًا لِنُوْحٍ (ع) فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اَىْ اَدْخِلْ فِى السَّفِيْنَةِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ذَكَرًا وَاُنْثٰى وَادْخِلْ اَهْلَكَ اَيْضًا فِيْهَا فَالْاَهْلُ عَامٌّ مُتَنَاوِلٌ لِكُلِّ اَوْلَادِهٖ ثُمَّ خُصَّ مِنْهُ كِنْعَانُ ابْنُ نُوْحٍ بِقَوْلِهٖ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ فَقَدْ خُصَّ الْعَامُّ مُتَرَاخِيًا هٰهُنَا اَيْضًا فَاَجَابَ بِقَوْلِهٖ وَالْاَهْلُ لَمْ يَتَنَاوَلِ الْاِبْنَ لِاَنَّ اَهْلَ النَّبِيِّ مَنْ كَانَ تَابِعَهٗ فِى الدِّيْنِ وَالتَّقْوٰى لَا مَنْ كَانَ ذَا نَسَبٍ مِنْهُ فَلَمْ يَكُنِ الْاِبْنُ الْكَافِرُ اَهْلًا لَهٗ لَا اَنَّهٗ خُصَّ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ حَتّٰى يَكُوْنَ تَخْصِيْصُ الْعَامِّ مُتَرَاخِيًا وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ اَنَّهٗ تَعَالٰى اِسْتَثْنٰى اِبْنَهٗ اَوَّلًا بِقَوْلِهٖ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْاَهْلُ فِى النَّسَبِ مُرَادًا لَمَا احْتِيْجَ اِلَى الْاِسْتِثْنَاءِ وَلٰكِنَّ نُوْحًا لَمْ يَتَفَطَّنْ لَهٗ لِغَايَةِ شَفَقَتِهٖ عَلَيْهِ حَتّٰى سَاَلَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ قَالَ يَا نُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ -

সরল অনুবাদ : দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ অর্থাৎ আপনি আপনার নৌকায় প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণী হতে এক এক জোড়া নর ও মাদাকে তুলে নিন এবং আপনার পরিবার-পরিজনকেও তাতে উঠিয়ে নিন। اَهْل শব্দটি عَامّ যা সকল সন্ততিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। অতঃপর কিনআন ইবনে নূহ (আ.)-কে তদীয় কাওল اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ দ্বারা নির্দিষ্ট করে ফেলা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এখানেও عَامّ-কে বিলম্বের সাথে تَخْصِيْص করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা এটার উত্তর প্রদান করেছেন। **আর اَهْل শব্দটি পুত্রকে অন্তর্ভুক্তই করেনি।** কেননা, নবীর اَهْل হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে দীন ও তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করে। নবীর اَهْل-এর প্রশ্নে সেই ব্যক্তির উপর اَهْل শব্দটি প্রযোজ্য নয়, যে তাঁর সাথে নিছক নসবী সম্পর্ক দ্বারাই সম্পৃক্ত। অর্থাৎ তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে। **সুতরাং কাফির-এর পুত্র নবীর আহ্লভুক্তই নয়। এরূপ নয় যে, اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ দ্বারা কিনআনকে اَهْل হতে নির্দিষ্ট করে ফেলা হয়েছে।** যাতে এ প্রশ্ন থাকতে পারে যে, এখানে عَامّ হতে বিলম্বের সাথে تَخْصِيْص করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত জবাবের উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো পূর্বেই তাঁর কাওল : وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ দ্বারা হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্রকে ইস্তিছনা করে ফেলেছিলেন। সুতরাং اَهْل দ্বারা যদি ঔরসজাত সন্তানই উদ্দেশ্য না হতো, তাহলে এ ইস্তিছনার কি আবশ্যকতা থাকতে পারে? হ্যাঁ, হযরত নূহ (আ.) সন্তানের প্রতি অত্যধিক বাৎসল্যবশত এ কথাটি ভেবে দেখেননি যে, এ মুস্তাছনার মধ্যে তাঁর পুত্র কিনআনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিনা। এমনকি তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন– رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ তখন জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

قَالَ يَا نُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

শাব্দিক অনুবাদ : اَلثَّانِىْ দ্বিতীয় আপত্তি হলো اَنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى মহান আল্লাহর কাওল خِطَابًا যাতে তিনি সম্বোধন করেছেন لِنُوْحٍ (ع) হযরত নূহ (আ.)-কে فَاسْلُكْ আপনি উঠিয়ে নিন فِيْهَا সে নৌকায় مِنْ كُلِّ প্রত্যেক প্রজাতি হতে زَوْجَيْنِ এক এক জোড়া اثْنَيْنِ দু'টি তথা নর ও মাদাকে وَاَهْلَكَ এবং আপনার পরিবার-পরিজনকেও اَىْ অর্থাৎ اَدْخِلْ আপনি প্রবেশ করান فِى السَّفِيْنَةِ নৌকার মধ্যে مِنْ كُلِّ جِنْسٍ প্রত্যেক প্রজাতি হতে مِنَ الْحَيَوَانِ প্রাণীর زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ এক এক জোড়া ذَكَرًا নর وَاُنْثٰى এবং মাদাকে وَادْخِلْ এবং উঠিয়ে নিন اَهْلَكَ আপনার পরিবার-পরিজনকে اَيْضًا ও فِيْهَا তাতে فَالْاَهْلُ অতএব اَهْل শব্দটি عَامٌّ আম مُتَنَاوِلٌ যা শামেল করে لِكُلِّ প্রত্যেক اَوْلَادِهٖ তার সন্তানকে ثُمَّ তারপর خُصَّ নির্দিষ্ট করে ফেলা হয়েছে مِنْهُ তা হতে كِنْعَانُ ابْنُ نُوْحٍ কিন্আন ইবনে নূহকে بِقَوْلِهٖ তাঁর اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ এ কথা দ্বারা فَقَدْ خُصَّ সুতরাং এখানে খাস করা হয়েছে الْعَامُّ আমকে مُتَرَاخِيًا বিলম্বের সাথে هٰهُنَا اَيْضًا এখানেও فَاَجَابَ অতঃপর গ্রন্থকার উত্তর প্রদান করেছেন بِقَوْلِهٖ তাঁর এ কাওলের মাধ্যমে وَالْاَهْلُ আহল শব্দটি لَمْ يَتَنَاوَلِ অন্তর্ভুক্ত করে না الْاِبْنَ পুত্রকে لِاَنَّ কেননা اَهْلَ النَّبِيِّ নবীগণের আহল হচ্ছে مَنْ كَانَ تَابِعَهٗ যারা তাঁর অনুসরণ করেন فِى الدِّيْنِ দীনের ব্যাপারে وَالتَّقْوٰى এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে لَا مَنْ আহলের মধ্যে সে ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত নয় كَانَ ذَا نَسَبٍ مِنْهُ যে তাঁর সাথে নিছক বংশীয় সম্পর্ক দ্বারা সম্পৃক্ত فَلَمْ يَكُنِ সুতরাং (আহলভুক্ত) হবে না الْاِبْنُ الْكَافِرُ কাফির পুত্র اَهْلًا لَهٗ নবীর আহলভুক্ত لَا এটা নয় যে اَنَّهٗ خُصَّ কিনআনকে আহল হতে নির্দিষ্ট করে ফেলা হয়েছে بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ

মহান প্রভুর إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ এ বাণীর মাধ্যমে حَتّٰى يَكُوْنَ যাতে হতে পারে যে تَخْصِيْصُ তাখসীস করা হয়েছে الْعَامِّ আম হতে مُتَرَاخِيًا বিলম্বের সাথে أَنَّهُ تَعَالٰى কিন্তু يَرِدُ عَلَيْهِ وَلٰكِنْ উক্ত জবাবের উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে مُتَرَاخِيًا মহান আল্লাহ তা'আলা اِسْتَثْنٰى ইস্তিছনা করে ফেলেছেন اِبْنَهُ নূহ (আ.)-এর পুত্রকে أَوَّلًا প্রথমেই وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ তার وَأَهْلَكَ لَمَّا مُرَادًا উদ্দেশ্য فِى النَّسَبِ ঔরসজাত الْأَهْلُ আহল দ্বারা فَلَوْ لَمْ يَكُنْ যদি না হতো إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ এ কাওল দ্বারা لَمْ يَتَفَطَّنْ لَهُ তাহলে কি আবশ্যকতা থাকতে পারে إِلَى الْإِسْتِثْنَاءِ এ ইস্তিসনার وَلٰكِنَّ نُوْحًا কিন্তু হযরত নূহ (আ.) اُحْتِيْجَ এটা ভেবে দেখেননি لِغَايَةِ অত্যধিক থাকার কারণে شَفَقَتِهٖ عَلَيْهِ সন্তানের প্রতি অত্যধিক বাৎসল্য حَتّٰى سَأَلَ এমনকি তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى মহান আল্লাহর নিকট وَقَالَ এবং বলেছেন رَبِّ হে আমার রব إِنَّ ابْنِىْ নিশ্চয়ই আমার সন্তান مِنْ أَهْلِىْ আমার পরিবারভুক্ত وَإِنَّ وَعْدَكَ নিশ্চয়ই আপনার প্রতিশ্রুতি الْحَقُّ সত্য وَأَنْتَ আর আপনি أَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ সবচেয়ে বড় বিচারক قَالَ তখন জবাবে আল্লাহ বলেছেন يَا نُوْحُ হে নূহ إِنَّهُ কিনআন لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ তোমার পরিবারভুক্ত নয় إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ অবশ্যই সে সৎকর্মশীল নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[১৪৭ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) এখানে উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে গিয়ে বলেন যে, উপরিউক্ত ঘটনায় مُطْلَقْ-কে مُقَيَّدْ করা হয়েছে। কেননা, ইতিবাচক বক্তব্যের মধ্যে অনির্দিষ্ট بَقَرَةً শব্দটি যদিও বিশেষ অর্থে (একক অর্থের জন্য গঠিত) হয়েছে, তথাপি أَوْصَافٌ -এর দিক বিবেচনায় এটা مُطْلَقْ বা সাধারণ অর্থজ্ঞাপক। কাজেই أَوْصَافٌ (বিশেষ আকৃতি-প্রকৃতি) -এর বর্ণনার দ্বারা একে مُقَيَّدْ করা হয়েছে। আর তা نَسْخٌ -এর নামান্তর। অতএব, এটা বিলম্বে হওয়া সহীহ হয়েছে। কেননা, نَسْخٌ তো পরেই হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, বনী ইসরাঈলের গাভী জবাইয়ের مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ করা হয়েছে- عَامّْ -কে خَاصّْ করা হয়নি।

[১৪৮ নং পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ وَالْأَهْلُ لَمْ يَتَنَاوَلِ الْإِبْنَ لِأَنَّ أَهْلَ النَّبِيِّ ﷺ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে আহনাফের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ও তার খণ্ডন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) হানাফীগণের বিরুদ্ধে আনীত দ্বিতীয় অভিযোগের জবাব দিয়েছে। অভিযোগটি হচ্ছে, কুরআনে মাজীদে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত নূহ (আ.)-কে বলেছেন, হে নূহ! আপনি নৌকার মধ্যে প্রত্যেক প্রাণী হতে এক এক জোড়া (নর ও নারী) উঠিয়ে নিন এবং আপনার পরিবারকেও নৌকায় তুলে নিন। পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলে কিনআনকে (যে কাফির মতান্তরে মুনাফিক ছিল) তার ব্যাপারে বললেন "সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়।" অথচ পূর্বে أَهْلٌ শব্দ ব্যবহার করে আমভাবে কিনআনকেও শামিল করেছিল। আর অনেক পরে এটা হতে কিনআনকে খাস করা হয়েছে। যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, عَامّْ -এর تَخْصِيْص বিলম্বের সাথে জায়েজ আছে।

আমাদের শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার (র.) এর জবাবে হানাফীগণের পক্ষ হতে বলেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতের শব্দে কিনআন শামিলই ছিল না। সুতরাং তাকে খাস করার প্রশ্নই উঠে না। কেননা, নবীর পরিবারভুক্ত হওয়ার জন্য দীন ও তাকওয়ার দিক দিয়ে নবীর অনুসারী হওয়া আবশ্যক। কেবল ঔরষজাত সন্তান হলেই নবীর আহাল বা পরিবারভুক্ত হওয়া যায় না।

অবশ্য গ্রন্থকার (র.)-এর উপরিউক্ত জবাবের বিপক্ষে বলা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী আয়াত "وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ" -এর মধ্যে হতে অভিশপ্তদেরকে اِسْتِثْنَاءٌ করা হয়েছে। যাতে বুঝা যায় যে, اِسْتِثْنَاءٌ দ্বারা অনুসারীদেরকে না বুঝিয়ে সন্তান-সন্ততিদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় اِسْتِثْنَاءٌ -এর কোনো অর্থ হয় না। তবে হযরত নূহ (আ.) পিতৃস্নেহাধিক্যবশত উক্ত আয়াতের প্রতি না তাকিয়ে কিনআনকে স্বীয় আহাল হিসেবে আখ্যায়িত করত পরিত্রাণ চেয়েছেন। যদ্দরুন আল্লাহ জবাবে বলেছেন, কিনআন আপনার আহালভুক্ত নয়। সে অসৎকর্মশীলদের দলভুক্ত।

উক্ত اِعْتِرَاضٌ -এর জবাবে আমরা গ্রন্থকার (র.)-এর পক্ষ হতে বলতে পারি যে, উপরিউক্ত আয়াতে اِسْتِثْنَاءٌ মুনকাতি' (مُنْقَطِعْ) হয়েছে। সুতরাং مُسْتَثْنٰى مِنْهُ তার مُسْتَثْنٰى -এর জাতীয় হওয়া জরুরি নয়। আর হযরত নূহ (আ.) স্নেহাধিক্যের কারণে আল্লাহর পূর্বোক্ত বাণীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেননি- এটা মোটেই ঠিক নয়। একজন নবীর উপর এটা মিথ্যা অপবাদেরই নামান্তর। বরং উক্ত আয়াতে إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ -এর দ্বারা তিনি কাফিরদেরকে বুঝিয়েছেন, অথচ কিনআন ছিল মুনাফিক। তাই তিনি ভেবেছিলেন যে, কিনআন নিষ্কৃতি পেতে পারে, সে জন্যই দোয়া করেছিলেন। জবাবে আল্লাহ আলিমুল গায়েব বললেন- হে নূহ! যদিও বাহ্যত ঈমান আনার কারণে আপনি কিনআনকে ঈমানদার ও আপনার অনুসারী তথা আহলভুক্ত মনে করছেন- আসলে তা নয়। সে আপনার আহল নয়। তার অন্তর কুফরিতে পরিপূর্ণ।

الثَّالِثُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ كَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ لِكُلِّ مَعْبُوْدٍ سِوَاهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزِّبَعْرِيِّ أَلَيْسَ أَنَّ عِيْسٰى (ع) وَعُزَيْرَ (ع) وَالْمَلَائِكَةَ قَدْ عُبِدُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ افْتَرَاهُمْ يُعَذَّبُوْنَ فِي النَّارِ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ فَخَصَّ كَلِمَةَ مَا بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ مُتَرَاخِيًا فَاَجَابَ بِقَوْلِهِ **وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمْ يَتَنَاوَلْ عِيْسٰى (ع) لَا أَنَّهُ خُصَّ بِقَوْلِهِ** تَعَالَى إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى لِأَنَّ كَلِمَةَ مَا لِذَوَاتِ غَيْرِ الْعُقَلَاءِ وَعِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَحْوُهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيْ عُمُوْمِ كَلِمَةِ مَا لٰكِنَّ ابْنَ الزِّبَعْرِيِّ إِنَّمَا سَأَلَ تَعَنُّتًا وَعِنَادًا وَلِذَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَجْهَلَكَ بِلِسَانِ قَوْمِكَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَا لِغَيْرِ الْعُقَلَاءِ وَمَنْ لِلْعُقَلَاءِ .

সরল অনুবাদ : আর তৃতীয় আপত্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাওল– إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (নিশ্চয়ই তোমরা এবং আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত যে সমস্ত বস্তুর তোমরা পূজা কর, সবাই দোজখের ইন্ধন হবে)-এর মধ্যে مَا শব্দটি عَامٌ যা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত সকল মা'বূদকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এ ভিত্তিতেই আব্দুল্লাহ ইবনে যাব'আরী নবী করীম ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তো হযরত ঈসা (আ.), হযরত উযায়ের (আ.) এবং ফেরেশতাগণেরও পূজা করা হয়েছে। তাহলে আপনার মতে তাঁরাও জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন– إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ (নিশ্চয়ই যাঁদের জন্য পূর্ব হতে আমার পক্ষ হতে পুণ্য নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, তাঁরা এটা হতে শত যোজন দূরে থাকবেন।) কাজেই এখানে সাবেক আয়াতে مَا শব্দটিকে এ শেষোক্ত আয়াত দ্বারা বিলম্বের সাথে খাস করা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা এটার উত্তর প্রদান করেছেন। **আর আল্লাহ তা'আলার কাওল– إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ এ আয়াতটি আদৌ হযরত ঈসা (আ.)-কে অন্তর্ভুক্তই করেনি। এরূপ নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাওল : إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ এ আয়াতটি দ্বারা এটাকে খাস করা হয়েছে।** কেননা, مَا শব্দটি غَيْرِ ذَوِي الْعُقُوْلِ-এর জন্য প্রণীত। এ জন্য এটার عُمُوْم-এর মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) ও অন্যান্যগণ অন্তর্ভুক্তই নন। এখন বাকি রইল ইবনে যাব'আরীর প্রশ্ন। সে এটা নিছক ঔদ্ধত্য ও বিরুদ্ধাচরণবশতই উত্থাপন করেছিল। এ জন্য নবী করীম ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন– 'তুমি তোমার কওমের ভাষা সম্পর্কে কতই না অজ্ঞ। مَنْ ও مَا শব্দ দু'টি যে যথাক্রমে ذَوِي الْعُقُوْلِ ও غَيْرِ ذَوِي الْعُقُوْلِ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়– এ সামান্য কথাটিও কি তোমার জানা নেই?'

শাব্দিক অনুবাদ : اَلثَّالِثُ আর তৃতীয় আপত্তি হলো أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى মহান আল্লাহর এই কাওল إِنَّكُمْ নিশ্চয়ই তোমরা وَمَا تَعْبُدُوْنَ এবং তোমরা যেসব বস্তুর ইবাদত কর مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত حَصَبُ সবই ইন্ধন হবে جَهَنَّمَ দোজখের كَلِمَةُ مَا এখানে مَا শব্দটি عَامَّةٌ আম لِكُلِّ مَعْبُوْدٍ সকল মা'বূদের জন্য سِوَاهُ আল্লাহ ব্যতীত فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزِّبَعْرِيِّ এর ভিত্তিতেই আব্দুল্লাহ ইবনে যাব'আরী নবী করীম ﷺ-কে বলেছিল أَلَيْسَ এটা কি নয় أَنَّ عِيْسٰى وَعُزَيْرَ وَالْمَلَائِكَةَ হযরত ইসা (আ.), হযরত উযায়ের (আ.) এবং ফেরেশতাগণেরও قَدْ عُبِدُوْا ইবাদত করা হয়েছে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত افْتَرَاهُمْ আপনি তাদের ব্যাপারে কি মনে করেন يُعَذَّبُوْنَ তারা শাস্তি ভোগ করবেন فِي النَّارِ জাহান্নামে فَنَزَلَ তখন অবতীর্ণ হলো قَوْلُهُ تَعَالَى মহান আল্লাহর এই কথা إِنَّ الَّذِيْنَ নিশ্চয়ই যাদের জন্য سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا আমার পক্ষ হতে পূর্ব হতে নিধারিত রয়েছে الْحُسْنٰى পুণ্য أُولٰئِكَ তারা عَنْهَا এটা হতে مُبْعَدُوْنَ অনেক দূরে থাকবে فَخَصَّ অতএব খাস করা হয়েছে كَلِمَةُ مَا পূর্বোক্ত আয়াতে "مَا" শব্দটিকে بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ এ শেষোক্ত আয়াত দ্বারা مُتَرَاخِيًا বিলম্বের সাথে فَاَجَابَ সুতরাং গ্রন্থকার জবাব প্রদান করেন بِقَوْلِهِ তাঁর এ কথা দ্বারা وَقَوْلُهُ تَعَالَى এবং মহান আল্লাহর বাণী إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এ আয়াতটি لَمْ يَتَنَاوَلْ অন্তর্ভুক্ত করেনি عِيْسٰى (ع) হযরত ঈসা (আ.)-কে لَا এটাও নয় যে أَنَّهُ خُصَّ একে খাস করা হয়েছে بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ الخ মহান আল্লাহর إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ

لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى এ আয়াত দ্বারা مَا শব্দটি গঠন করা হয়েছে لِاَنَّ كَلِمَةَ مَا কেননা لِذَوَاتِ غَيْرِ الْعُقَلَاءِ জ্ঞানহীনদের জন্য كَلِمَةِ مَا وَعِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ আর হযরত ঈসা (আ.) وَنَحْوُهٗ এবং অন্যান্যগণ لَمْ يَدْخُلْ অন্তর্ভুক্ত নন فِىْ عُمُوْمِ উমূমের মধ্যে শব্দ مَا -এর وَلِذَا এ لٰكِنَّ ابْنَ الزِّبَعْرِىِّ কিন্তু ইবনে যাব'আরী اِنَّمَا سَاَلَ প্রশ্ন করেছিল تَعَنُّتًا ঔদ্ধত্যবশত وَعِنَادًا এবং শত্রুতা বশত জন্যই ﷺ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ নবী করীম ﷺ তাকে বলেছিলেন مَا اَجْهَلَكَ তুমি কতইনা অজ্ঞ بِلِسَانِ ভাষা সম্পর্কে قَوْمِكَ তোমার সম্প্রদায়ের مَا عَلِمْتَ তুমি কি জান না اَنَّ مَا অবশ্যই مَا শব্দটি لِغَيْرِ الْعُقَلَاءِ জ্ঞানহীনদের জন্য ব্যবহৃত وَمَنْ لِلْعُقَلَاءِ আর مَنْ শব্দটি জ্ঞানবানদের জন্য ব্যবহৃত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে গ্রন্থকার (র.) عَامٌ -এর تَخْصِيْص -এর ব্যাপারে আহনাফের বিরুদ্ধে আনীত তৃতীয় অভিযোগটি খণ্ডন করেছেন। অভিযোগটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের মধ্যে এরশাদ করেছেন, "اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ" অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমরা এবং যাদের তোমরা ইবাদত কর তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।

এ আয়াতের মধ্যে مَا শব্দটি عَامٌ এটা আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত উপাস্যদেরকে শামিল করেছে। যদ্দরুন আব্দুল্লাহ ইবনে যাব'আরী হুযূর ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.), উযায়ের (আ.) এবং ফেরেশতাগণও রয়েছে। তাহলে কি আপনার মতে তাঁরাও জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপিত হবে। তখন এ আয়াতটি নাজিল হয় اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى الخ অর্থাৎ আমার পক্ষ হতে যাদের নিকট কল্যাণ এসেছে তারা জাহান্নামের আগুন হতে নিরাপদ (দূরে) থাকবে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা যেসব ঈমানদারকে কাফির মুশরিকরা উপাস্য বানিয়েছে, তাদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতের مَا -এর عُمُوْم হতে খাস করা হয়েছে। কাজেই প্রমাণিত হয় যে, عَامٌ হতে বিলম্বের সাথে تَخْصِيْص করা জায়েজ আছে।

এর জবাবে সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) হানাফীগণের পক্ষ হতে বলছেন যে, বিরোধীগণের উপরিউক্ত অভিযোগ মোটেই যথার্থ নয়। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতের مَا-এর عُمُوْم -এর মধ্যে হযরত ঈসা (আ.), হযরত উযায়ের (আ.) ও ফেরেশতাগণ আদৌ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কাজেই পরবর্তী আয়াতের দ্বারা তাদেরকে تخصيص করার প্রশ্নই উঠে না। কেননা, مَا শব্দটি غَيْرِ ذَوِى الْعُقُوْلِ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অথচ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই ذوى العقول এ জন্যই আব্দুল্লাহ ইবনে যাব'আরীর জবাবে নবী করীম ﷺ বলেছিলেন যে, তোমার স্বজাতির ভাষা সম্পর্কে তুমি কতই না অজ্ঞ! তুমি কি জান না যে, مَا শব্দটি غَيْرِ ذَوِى الْعُقُوْلِ এবং مَنْ শব্দটি ذَوِى الْعُقُوْلِ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উক্ত প্রশ্নের জবাবে এটাও বলা যেতে পারে যে, আয়াতটি দ্বারা মক্কার কুরাইশদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর তারা প্রতিমা পূজারী ছিল। সুতরাং আয়াতটির অর্থ এই যে, হে মক্কার কুরাইশরা! তোমরা এবং যেসব প্রতিমার তোমরা উপাসনা কর তারা সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। কাজেই হযরত ঈসা (আ.), হযরত উযায়ের (আ.) ও ফেরেশতাগণ এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর আল্লাহর বাণী اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ الخ স্বতন্ত্র বাক্য– এতে বলা হয়েছে যে, এসব সৎকর্মশীলগণের মর্যাদা অতি ঊর্ধ্বে। এদেরকে তোমাদের প্রতিমাদের সাথে কিয়াস করা মোটেই শোভা পায় না।

ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَيَانُ التَّغْيِيْرِ مُنْقَسِمًا اِلَى الشَّرْطِ وَالْاِسْتِثْنَاءِ وَقَدْ مَضَى بَيَانُ الشَّرْطِ فِيْ بَحْثِ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ تَرَكَ ذِكْرَهُ وَاشْتَغَلَ بِبَحْثِ الْاِسْتِثْنَاءِ فَقَالَ وَالْاِسْتِثْنَاءُ يَمْنَعُ التَّكَلُّمَ بِحُكْمِهِ بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنٰى مُتَعَلِّقٌ بِالتَّكَلُّمِ كَاَنَّهُ قَالَ وَالْاِسْتِثْنَاءُ يَمْنَعُ التَّكَلُّمَ بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنٰى مَعَ حُكْمِهِ يَعْنِىْ كَاَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنٰى اَصْلاً فَجَعَلَ تَكَلُّمًا بِالْبَاقِىْ بَعْدَهُ اَىْ بَعْدَ الْاِسْتِثْنَاءِ فَاِذَا قَالَ لَهُ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ اِلَّا مِائَةً فَكَاَنَّهُ قَالَ لَهُ عَلَىَّ تِسْعُ مِائَةٍ فَقَدْرُ الْمِائَةِ كَاَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهٖ وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ فِى التَّعْلِيْقِ بِالشَّرْطِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالْجَزَاءِ حَتّٰى وُجِدَ الشَّرْطُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِطَرِيْقِ الْمُعَارَضَةِ يَعْنِىْ اَنَّ الْمُسْتَثْنٰى قَدْ حُكِمَ عَلَيْهِ اَوَّلاً فِى الْكَلَامِ السَّابِقِ ثُمَّ اُخْرِجَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِطَرِيْقِ الْمُعَارَضَةِ فَكَانَ تَقْدِيْرُ قَوْلِهٖ لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ اِلَّا مِائَةً فَاِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَىَّ فَاِنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ يُوْجِبُهَا وَالْاِسْتِثْنَاءُ يَنْفِيْهَا فَتَعَارَضَا فَتَسَاقَطَا ـ

সরল অনুবাদ : অতঃপর بَيَان تَغْيِيْر যেহেতু শর্ত ও ইস্তিছনা এ দু'ভাগে বিভক্ত এবং শর্তের বর্ণনা اَلْوُجُوْهُ الْفَاسِدَةُ-এর আলোচনায় অতিবাহিত হয়ে গেছে, এ জন্য গ্রন্থকার (র.) এটার উল্লেখ বর্জন করেছেন এবং শুধু ইস্তিছনার আলোচনায়ই আত্মনিয়োগ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর ইস্তিছনা মুস্তাছনার পরিমাণ অনুযায়ী সাবেক কালামকে তার হুকুমের সাথে বাধা দান করে।** এখানে بِقَدْرِ শব্দটি تَكَلُّمْ-এর সাথে যুক্ত হয়েছে। যেন গ্রন্থকার (র.) বলতে চেয়েছেন যে, وَالْاِسْتِثْنَاءُ يَمْنَعُ التَّكَلُّمَ بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنٰى مَعَ حُكْمِهٖ অর্থাৎ যেন বক্তা মুস্তাছনা সম্পর্কে কোনো কথাই বলেনি। **তাহলে ইস্তিছনার পরে যা অবশিষ্ট থেকে গেছে, সেই সীমা পর্যন্তই কালাম গণ্য করা হবে।** সুতরাং যদি কেউ বলে যে, لَهُ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ اِلَّا مِائَةً তখন যেন এটাই বলে যে, لَهُ عَلَىَّ تِسْعُ مِائَةٍ এবং একশত টাকার পরিমাণ সম্পর্কে এটা মনে করতে হবে যে, সে তদ্‌সম্পর্কে কোনো কথাই উচ্চারণ করেনি এবং কোনো হুকুমও আরোপ করেনি যদ্রূপ تَعْلِيْقٌ بِالشَّرْطِ-এর অবস্থায় যতক্ষণ শর্তের অস্তিত্ব না হবে, এটাই মনে করা হয় যে, বক্তা যেন جَزَاء সম্পর্কে কোনো কথা উচ্চারণই করেনি। **আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ইস্তিছনা শুধু مُعَارَضَة-এর পদ্ধতিতেই হুকুমকে নিষেধ করে থাকে** অর্থাৎ বক্তা সাবেক কালামের মধ্যে মুস্তাছনার উপর যে হুকুম আরোপ করেছিল, পরে তাকেই সাবেক কালামের مُعَارِضْ হুকুমের সাহায্যে খারিজ করে দিয়েছে। সুতরাং তার বক্তব্যের আকৃতি এরূপ দাঁড়াবে : لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ اِلَّا مِائَةً فَاِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَىَّ কেননা, বাক্যের প্রথমাংশ একশত দিরহামকেও ওয়াজিব করে, আর ইস্তিছনা তাকে অস্বীকার করে। এখন উভয় হুকুমের মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হয়ে গেছে, ফলে উভয়টিই অকেজো হয়ে যাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لَمَّا অতঃপর যখন كَانَ بَيَانُ التَّغْيِيْرِ বয়ানে তাগয়ীরটি مُنْقَسِمًا বিভক্ত اِلَى الشَّرْطِ وَالْاِسْتِثْنَاءِ শর্ত ও ইস্তিছনা এ দু' ভাগে وَقَدْ مَضٰى আর অতিবাহিত হয়েছে بَيَانُ বর্ণনা الشَّرْطِ শর্তের فِىْ بَحْثِ আলোচনায় الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ উজূহে ফাসেদায় تَرَكَ গ্রন্থকার এ কারণে পরিত্যাগ করেছেন ذِكْرَهُ এর আলোচনা وَاشْتَغَلَ এবং আত্মনিয়োগ করেছেন بِبَحْثِ আলোচনায় الْاِسْتِثْنَاءِ ইস্তিছনার فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَالْاِسْتِثْنَاءُ ইস্তিছনা يَمْنَعُ বাধা প্রদান করে التَّكَلُّمَ কালামকে بِحُكْمِهٖ হুকুম بِقَدْرِ পরিমাণ অনুযায়ী الْمُسْتَثْنٰى মুসতাছনার مُتَعَلِّقٌ সংযুক্ত بِقَدْرِ এখানে শব্দটি بِالتَّكَلُّمِ তাকাল্লুমের সাথে مَعَ الْمُسْتَثْنٰى মুস্তাছনার بِقَدْرِ পরিমাণ التَّكَلُّمَ বলতে يَمْنَعُ বাধা প্রদান করে وَالْاِسْتِثْنَاءُ ইস্তিছনা كَاَنَّهُ قَالَ যেন তিনি বলেছেন حُكْمِهٖ হুকুমসহ يَعْنِىْ অর্থাৎ كَاَنَّهُ যেন বক্তা لَمْ يَتَكَلَّمْ বলেনি بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنٰى মুস্তাছনা পরিমাণ اَصْلاً মোটেই فَجَعَلَ تَكَلُّمًا তাহলে গণ্য করা হবে بِالْبَاقِىْ যা অবশিষ্ট থেকে গেছে بَعْدَهُ এর পরে اَىْ অর্থাৎ بَعْدَ الْاِسْتِثْنَاءِ ইস্তিছনার পরের অংশ فَاِذَا قَالَ সুতরাং যদি কেউ বলে لَهُ عَلَىَّ তার জন্য আমার উপর রয়েছে اَلْفُ دِرْهَمٍ এক হাজার দিরহাম اِلَّا مِائَةً একশত ব্যতীত فَكَاَنَّهُ قَالَ যেন সে বলেছে لَهُ عَلَىَّ সে আমার নিকট প্রাপ্য রয়েছে تِسْعُ مِائَةٍ নয়শত টাকা فَقَدْرُ الْمِائَةِ অতএব একশতের পরিমাণ সম্পর্কে বুঝতে হবে كَاَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهٖ যেন সে বলেনি وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ এবং এর উপর কোনো হুকুমই আরোপ করেনি كَمَا كَانَ যেরূপ

অবস্থা حَتّٰى وُجِدَ সংযুক্তির ব্যাপারে فِى التَّعْلِيْقِ জাযা সম্পর্কে بِالْجَزَاءِ শর্তের بِالشَّرْطِ বক্তা কোনো কথা বলেনি لَمْ يَتَكَلَّمْ যে পর্যন্ত পওয়া না যাবে اَلشَّرْطُ শর্তের অস্তিত্ব وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে يَمْنَعُ নিষেধ করে اَلْحُكْمَ হুকুমকে قَدْ حُكِمَ عَلَيْهِ একমাত্র مُعَارَضَةِ -এর পদ্ধতিতেই بِطَرِيْقِ الْمُعَارَضَةِ অর্থাৎ يَعْنِىْ মুস্তাছনা اَنَّ الْمُسْتَثْنٰى যার উপর হুকুম আরোপ করেছিল اَوَّلًا প্রথমে فِى الْكَلَامِ السَّابِقِ পূর্বোক্ত কালামের ثُمَّ اُخْرِجَ তারপর বের করে দিয়েছে بَعْدَ ذٰلِكَ এরপর عَلَىَّ মু'আরাযার পদ্ধতিতে بِطَرِيْقِ الْمُعَارَضَةِ সুতরাং আকৃতি দাঁড়াবে فَكَانَ تَقْدِيْرُ তার কথার قَوْلِهٖ অমুকের জন্য রয়েছে لِفُلَانٍ আমার উপর فَاِنَّ এক হাজার দিরহাম اَلْفُ دِرْهَمٍ একশত ব্যতীত اِلَّا مِائَةً কেননা, এটা আমার উপর ওয়াজিব নয় فَاِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَىَّ কেননা, বাক্যের প্রথমাংশ صَدْرَ الْكَلَامِ একশত দিরহামকে ওয়াজিব করে يُوْجِبُهَا আর ইস্তিছনা وَالْاِسْتِثْنَاءُ তাকে অস্বীকার করে يَنْفِيْهَا কাজেই উভয়ের মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হয়ে গেছে فَتَعَارَضَا ফলে উভয়টি অকেজো হয়ে যাবে فَتَسَاقَطَا।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْاِسْتِثْنَاءُ يَمْنَعُ التَّكَلُّمَ بِحُكْمِهٖ بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنٰى الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে ইস্তিছনা সম্পর্কে আহনাফের মাযহাব বর্ণিত হয়েছে। আমাদের হানাফীগণের মতে تَكَلُّمْ বা উক্তিকে তার হুকুম সহকারে مُسْتَثْنٰى -এর পরিমাণ হতে রহিত করে দেয়। যেন বক্তা مُسْتَثْنٰى -এর ব্যাপারে কোনো উক্তিই করেননি। সুতরাং مُسْتَثْنٰى ব্যতীত অবশিষ্টের ব্যাপারে বক্তার উক্তি এটার হুকুম সহ কার্যকর হবে। কাজেই যদি কেউ বলে- "لَهٗ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ اِلَّا مِائَةً" তাহলে সে যেন বলল- "لَهٗ عَلَىَّ تِسْعُ مِائَةٍ" সুতরাং একশত-এর ব্যাপারে বক্তা যেন কিছুই বলেননি এবং এর ব্যাপারে কোনো হুকুমও আরোপ করেননি। অর্থাৎ বক্তা تِسْعُ مِائَةٍ -কেই اَلْفُ دِرْهَمٍ اِلَّا مِائَةً -এর দ্বারা প্রকাশ করেছেন। তবে এতে সংক্ষিপ্ত বিষয়কে দীর্ঘতর ভাষায় প্রকাশ করা হলো। আর এটা ক্ষতিকর নয়। কেননা, বক্তা স্বীয় মনোভাবকে সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ যে কোনোভাবে প্রকাশের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

একে تَعْلِيْقُ بِالشَّرْطِ -এর جَزَاء -এর সাথে তুলনা করা যায়। অর্থাৎ اِسْتِثْنَاء -এর ন্যায় جَزَاء ও ততক্ষণ পর্যন্ত অনুল্লিখিত হিসাবে গণ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শর্ত পাওয়া যাবে। যেমন- কেউ তার স্ত্রীকে বলল اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ (তুমি তালাক, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর) সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত شَرْط (ঘরে প্রবেশ করা) পাওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে নিতে হবে যে, যেন বক্তা اَنْتِ طَالِقٌ বলেননি।

কাজেই যখন শর্ত পাওয়া যাবে তখন তিনি اَنْتِ طَالِقٌ বলেছেন বলে সাব্যস্ত হবে এবং এর হুকুমও বর্তাবে।

قَوْلُهٗ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِطَرِيْقِ الْمُعَارَضَةِ -এর আলোচনা : এখানে ইস্তিছনার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে اِسْتِثْنَاء এটা مُعَارَضَه তথা পাস্পারিক বিরোধের প্রক্রিয়ায় مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হতে مُسْتَثْنٰى -এর حُكْم -কে প্রতিহত করে। অর্থাৎ প্রথমত পূর্ববর্তী বক্তব্যের মধ্যে مُسْتَثْنٰى -এর উপর حُكْم আরোপ করা হয়েছিল, অতঃপর معارضه -এর প্রক্রিয়ায় একে পূর্বোক্ত বক্তব্যের حُكْم হতে বের করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তার মূলবক্তব্য নিম্নরূপ হবে "لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ اِلَّا مِائَةً فَاِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَىَّ" (অমুক ব্যক্তি আমার নিকট এক হাজার দিরহাম পাবে, তবে একশত দিরহাম; এটা আমার নিকট পাবে না।) এখানে বাক্যের প্রথমাংশ একশত দিরহামকেও ওয়াজিব করে। অথচ اِسْتِثْنَاء একে প্রত্যাখ্যান করে। কাজেই প্রথমাংশ ও اِسْتِثْنَاء যথাক্রমে একশত দিরহামকে ওয়াজিব করা ও না করার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়েছে। আর এ কারণে উভয় حُكْم -ই পরিত্যক্ত হয়েছে।

وَقِيْلَ فَائِدَتُهٗ تَظْهَرُ فِيْمَا اِذَا اسْتَثْنٰى خِلَافَ جِنْسِهٖ كَقَوْلِهٖ لِفُلَانٍ عَلَيَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ اِلَّا ثَوْبًا فَعِنْدَنَا لَا يَصِحُّ الْاِسْتِثْنَاءُ لِاَنَّهٗ لَايَصِحُّ بَيَانًا وَعِنْدَهٗ يَصِحُّ فَيَنْقُصُ مِنَ الْاَلْفِ قَدْرُ قِيْمَةِ الثَّوْبِ لِاَنَّ عَمَلَ الْاِسْتِثْنَاءِ كَالدَّلِيْلِ الْمُعَارِضِ وَهُوَ بِحَسْبِ الْاِمْكَانِ وَالْاِمْكَانُ هٰهُنَا فِىْ نَفْيِ مِقْدَارِ قِيْمَتِهٖ وَلَايَخْلُوْ هٰذَا عَنْ خَدْشَةٍ لِاِجْمَاعِ اَهْلِ اللُّغَةِ عَلٰى اَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْيِ اِثْبَاتٌ وَمِنَ الْاِثْبَاتِ نَفْيٌ هٰذَا دَلِيْلٌ لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) عَلٰى اَنَّ عَمَلَ الْاِسْتِثْنَاءِ بِطَرِيْقِ الْمُعَارَضَةِ لِاَنَّ النَّفْىَ وَالْاِثْبَاتَ يَتَعَارَضَانِ مَعًا وَلِاَنَّ قَوْلَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لِلتَّوْحِيْدِ وَمَعْنَاهُ النَّفْىُ وَالْاِثْبَاتُ فَلَوْ كَانَ تَكَلُّمًا بِالْبَاقِىْ لَكَانَ نَفْيًا لِغَيْرِهٖ لَا اِثْبَاتًا لَهٗ لِاَنَّ الْمَعْنٰى حِيْنَئِذٍ لَآ اِلٰهَ غَيْرُ اللّٰهِ فَيَكُوْنُ نَفْيًا لِغَيْرِ اللّٰهِ لَا اِثْبَاتًا لِلّٰهِ الَّذِىْ هُوَ الْمَقْصُوْدُ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ حَمَلْنَا عَلٰى سَبِيْلِ الْمُعَارَضَةِ اِذْ يَكُوْنُ الْمَعْنٰى حِيْنَئِذٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِنَّهٗ مَوْجُوْدٌ ـ

সরল অনুবাদ : কেউ কেউ বলেছেন যে, এ পার্থক্যের ফলাফল সেই অবস্থায় প্রকাশিত হবে, যখন মুস্তাছনা মুস্তাছনা মিনহুর বিপরীত শ্রেণীভুক্ত হবে। যেমন, কেউ বলল- لِفُلَانٍ عَلَيَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ اِلَّا ثَوْبًا (অমুক ব্যক্তির আমার নিকট এক হাজার দিরহাম প্রাপ্য রয়েছে, একখানা কাপড় ব্যতীত।) আমরা হানাফীগণের নিকট এ ইস্তিছনা শুদ্ধ নয়। কেননা, শ্রেণীবহির্ভূত বস্তু বয়ান হতে পারে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে শুদ্ধ হবে। সুতরাং এক হাজার দিরহামের মধ্য হতে একখানা কাপড়ের মূল্য পরিমাণ টাকা হ্রাস করা হবে। কেননা, তাঁর নিকট ইস্তিছনার আমল مُعَارِضْ দলিলেরই অনুরূপ। আর তা সম্ভবপর পরিমাণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। এখানে সম্ভবপর পরিমাণ হলো কাপড়ের মূল্য পরিমাণ টাকা বাদ দিয়ে ফেলা; কিন্তু এ ব্যাখ্যা সন্দেহমুক্ত নয়। **কেননা, ভাষাবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, নেতিবাচক হতে ইস্তিছনা হলে তা ইতিবাচক হবে এবং ইতিবাচক হতে ইস্তিছনা হলে তা নেতিবাচক হবে।** এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ অভিমতের স্বপক্ষে দলিল যে, ইস্তিছনা مُعَارَضَةْ-এর আকারে হুকুমের উপকারিতা প্রদান করে। কারণ, নেতিবাচক ও ইতিবাচক এরা পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়ে থাকে। **আর এ জন্য যে, কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' তাওহীদের স্বীকারোক্তির উপকারিতা প্রদান করে, আর এর অর্থ হলো مَا سِوَى اللّٰهِ-কে অস্বীকার করা এবং ذَاتُ وَاجِبِ الْوُجُوْدِ-কে সাব্যস্ত করা। সুতরাং যদি ইস্তিছনা অবশিষ্টের সাথে সংশ্লিষ্ট বক্তব্য হতো, তাহলে এ কালিমা শুধু গায়রুল্লাহর জন্য نَفِىْ-এর উপকারিতা প্রদান করত। আল্লাহ তা'আলার জন্য اِثْبَاتْ-এর উপকারিতা প্রদান করত না।** কেননা, তখন لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-এর অর্থ দাঁড়াত لَآ اِلٰهَ غَيْرُ اللّٰهِ আর এটা দ্বারা শুধু গায়রুল্লাহ্‌রই نَفِىْ হবে, আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের اِثْبَاتْ হবে না, অথচ এটাই আসল উদ্দেশ্য। আর এটার বিপরীতে যদি مُعَارَضَةْ-এর পদ্ধতির উপর প্রয়োগ করি, তখন অর্থ দাঁড়াবে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِنَّهٗ مَوْجُوْدٌ (কারণ, نَفِىْ-এর পর ইস্তিছনা اِثْبَاتْ-এ পরিণত হয়ে যায়।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেন فَائِدَتُهٗ এ পার্থক্যের ফলাফল تَظْهَرُ প্রকাশিত হবে فِيْمَا اِذَا যখন اسْتَثْنٰى হবে ইস্তিছনা خِلَافَ বিপরীত جِنْسِهٖ মুস্তাছনা মিনহুর كَقَوْلِهٖ যেমন কারো কথা لِفُلَانٍ عَلَيَّ অমুকের জন্য আমার উপর اَلْفُ دِرْهَمٍ এক হাজার দিরহাম اِلَّا ثَوْبًا একখানা কাপড় ব্যতীত فَعِنْدَنَا অতএব আমাদের হানাফীদের মতে لَا يَصِحُّ বিশুদ্ধ নয় الْاِسْتِثْنَاءُ ইস্তিছনা لِاَنَّهٗ কেননা لَا يَصِحُّ বিশুদ্ধ হতে পারে না بَيَانًا বর্ণনা وَعِنْدَهٗ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে يَصِحُّ শুদ্ধ হবে فَيَنْقُصُ সুতরাং হ্রাস করা হবে مِنَ الْاَلْفِ এক হাজার হতে قَدْرُ পরিমাণ قِيْمَةِ মূল্য الثَّوْبِ কাপড়ের لِاَنَّ কেননা عَمَلَ الْاِسْتِثْنَاءِ ইস্তিছনার আমল كَالدَّلِيْلِ দলিলের মতো الْمُعَارِضِ মুআরিয وَهُوَ আর তা بِحَسْبِ পরিমাণ الْاِمْكَانِ সম্ভবপর وَالْاِمْكَانُ আর সম্ভবপরের পরিমাণ هٰهُنَا এখানে فِىْ نَفْيِ বাদ দিয়ে مِقْدَارِ পরিমাণ قِيْمَتِهٖ কাপড়ের মূল্যের وَلَا يَخْلُوْ هٰذَا আর এটা মুক্ত নয় عَنْ خَدْشَةٍ ধোঁকা-সন্দেহ হতে لِاِجْمَاعِ সর্বসম্মত অভিমত اَهْلِ اللُّغَةِ ভাষাবিদগণের عَلٰى এটা اَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ যে ইস্তিছনা হবে مِنَ النَّفْيِ নেতিবাচক হতে اِثْبَاتٌ তা ইতিবাচক হবে وَمِنَ الْاِثْبَاتِ আর ইতিবাচক হতে ইস্তিছনা হলে نَفْيٌ তা নেতিবাচক হবে هٰذَا এটা دَلِيْلٌ দলিল لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিজ অভিমতের عَلٰى এর উপর اَنَّ عَمَلَ الْاِسْتِثْنَاءِ ইস্তিছনার (আমল) উপকারিতা بِطَرِيْقِ الْمُعَارَضَةِ মুআরাযার আকারে لِاَنَّ কেননা النَّفْىَ وَالْاِثْبَاتَ নেতিবাচক ও ইতিবাচক يَتَعَارَضَانِ পরস্পর বিরোধপূর্ণ مَعًا

وَمَعْنَاهُ একসাথে وَلِأَنَّ قَوْلَهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ কেননা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ কথাটি لِلتَّوْحِيْدِ তাওহীদের স্বীকারোক্তির উপকারিতা প্রদান করে আর এর অর্থ হলো اَلنَّفْيُ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য সবকিছুকে অস্বীকার করা وَالْإِثْبَاتُ এবং আল্লাহর জাত ও ওয়াজিবুল উজূদকে সাব্যস্ত করা فَلَوْ كَانَ যদি ইস্তিছনা হতো تَكَلُّمًا সংশ্লিষ্ট বক্তব্য بِالْبَاقِيْ অবশিষ্টের সাথে لَكَانَ نَفْيًا তাহলে এটা نَفْيٌ -এর উপকারিতা প্রদান করত لِغَيْرِهِ আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুর জন্য لَا إِثْبَاتًا لَهُ আল্লাহর জন্য إِثْبَاتٌ -এর উপকারিতা প্রদান করত না لِأَنَّ الْمَعْنٰى حِيْنَئِذٍ কেননা, তখন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ -এর অর্থ দাঁড়াত لَا إِلٰهَ غَيْرُ اللّٰهِ লা-ইলাহা গাইরুল্লাহ তখন فَيَكُوْنُ نَفْيًا এটা দ্বারা শুধু لِغَيْرِ اللّٰهِ নফী হবে - غَيْرُ اللّٰهِ -এর لَا إِثْبَاتًا لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের ইছবাত হবে না الَّذِيْ هُوَ যা হলো الْمَقْصُوْدُ মূল উদ্দেশ্য وَبِخِلَافِ مَا আর এর বিপরীত لَوْ حَمَلْنَا যদি আমরা প্রয়োগ করি عَلٰى سَبِيْلِ পদ্ধতিতে الْمُعَارَضَةِ মুআরাযার إِذْ يَكُوْنُ الْمَعْنٰى حِيْنَئِذٍ তখন অর্থ দাঁড়াবে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো প্রভু নেই فَإِنَّهُ مَوْجُوْدٌ তিনি বিদ্যমান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَقِيْلَ فَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِيْمَا إِذَا اسْتَثْنٰى الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে হানাফী এবং শাফেয়ীগণের ইস্তিছনা সম্পর্কিত মতানৈক্যের প্রতিফল হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হানাফীগণের মতে مُسْتَثْنٰى -কে বক্তব্যের মধ্যে অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ বক্তা যেন مُسْتَثْنٰى -এর সম্পর্কে কিছুই বলেননি। আর শাফেয়ীগণের মতে مُسْتَثْنٰى কেবল مُعَارَضَه বা পারস্পরিক বিরোধের প্রক্রিয়ায় حُكْم -কে প্রতিহত করে থাকে। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, হানাফী ও শাফেয়ীগণের মধ্যকার উপরিউক্ত মতানৈক্য তখনই প্রতিফলিত হয়ে থাকে, مُسْتَثْنٰى যখন مُسْتَثْنٰى مِنْه -এর বিজাতীয় হয়। যেমন কেউ বলল– "لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَّا ثَوْبًا" (অমুক ব্যক্তি আমার নিকট এক হাজার দিরহাম পাবে, তবে একখানা কাপড়)। সুতরাং হানাফীগণের মতে এরূপ إِسْتِثْنَاء সহীহই হবে না। কেননা, বিজাতীয় বস্তু কোনো বস্তুর بَيَانٌ হতে পারে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উপরিউক্ত إِسْتِثْنَاء সহীহ হবে। সুতরাং তাঁর মতে এক হাজার দিরহাম হতে একখানা কাপড়ের মূল্য বাদ যাবে। কেননা, তাঁর মতে إِسْتِثْنَاء বিরোধকারী দলিলের ন্যায় হয়ে থাকে। আর তা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে থাকে। আর এ স্থলে কাপড়ের মূল্য পরিমাণ এক হাজার দিরহাম হতে বাদ দেওয়া সম্ভবপর। অবশ্য এ আলোচনাটি সন্দেহমুক্ত নয়। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপরিউক্ত বক্তব্য তো مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ সম্পর্কে। অথচ এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ।

قَوْلُهُ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلٰى أَنَّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُسْتَثْنٰى হুকুমের দিক দিয়ে مُسْتَثْنٰى مِنْه -এর বিরোধী হওয়ার দলিল বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) مُسْتَثْنٰى -কে دَلِيْلُ مُعَارِضَه (বিরোধকারী দলিল) আখ্যা দিয়ে থাকেন। এখানে এটার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং বলা হয়েছে যে, ভাষাবিদগণ এ ব্যাপারে মতৈক্য পোষণ করে থাকেন যে, نَفْيٌ (নেতিবাচক) হতে إِسْتِثْنَاء করা হলে এটা إِثْبَاتٌ (ইতিবাচক) হিসেবে গণ্য হবে। আর إِثْبَاتٌ হতে إِسْتِثْنَاء হলে এটা نَفْيٌ হিসেবে পরিগণিত হবে। কাজেই সাব্যস্ত হলো যে, مُسْتَثْنٰى ও مُسْتَثْنٰى مِنْه উভয় حُكْم -এর দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী হবে।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لِلتَّوْحِيْدِ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে مُسْتَثْنٰى হুকুমের দিক বিবেচনায় مُسْتَثْنٰى مِنْه -এর বিরোধী হওয়ার দ্বিতীয় দলিল বর্ণিত হয়েছে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবের দ্বিতীয় দলিল। কেননা, "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" বাক্যটির দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদ সাব্যস্ত করা হয়। আর এটার অর্থ হলো গায়রুল্লাহর প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্তকরণ। সুতরাং হানাফীগণের মাযহাব অনুযায়ী যদি اسْتِثْنَاء -এর অর্থ এই নেওয়া হয় যে, مُسْتَثْنٰى যেন অনুপস্থিত। আর কেবল مُسْتَثْنٰى مِنْه -কেই বক্তব্য حُكْم শামিল করবে, তাহলে কেবল গায়রুল্লাহর নফী হবে– আল্লাহর অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করা হবে না। অথচ আল্লাহর অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করাই মূল উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে مُعَارَضَه বা পারস্পরিক বিরোধিতার প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে অর্থ দাঁড়াবে– "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَإِنَّهُ مَوْجُوْدٌ" কোনো মা'বূদ নেই, তবে আল্লাহ, তিনি অস্তিত্বশীল। কেননা, نَفْيٌ হতে إِسْتِثْنَاء করা হলে এটা إِثْبَاتٌ হয়ে থাকে।

وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالٰى فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا اَىْ لَبِثَ نُوْحٌ (ع) فِى الْقَوْمِ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا الَّذِىْ كَانَ قَبْلَ الدَّعْوَةِ اَوْ خَمْسِيْنَ عَامًا الَّذِىْ عَاشَ فِيْهِ بَعْدَ غَرْقِهِمْ فَلَوْ حَمَلْنَا هٰذَا الْكَلَامَ عَلَى الْمُعَارَضَةِ لَكَانَ كِذْبًا فِى الْخَبَرِ وَالْقِصَّةِ وَسُقُوْطُ الْحُكْمِ بِطَرِيْقِ الْمُعَارَضَةِ فِى الْاِيْجَابِ يَكُوْنُ لَا فِى الْاِخْبَارِ فَعَلِمْنَا اَنْ لَيْسَ عَمَلُ الْاِسْتِثْنَاءِ عَلَى الْمُعَارَضَةِ كَمَا زَعَمَ الشَّافِعِىُّ (رح) وَلِاَنَّ اَهْلَ اللُّغَةِ قَالُوْا اَلْاِسْتِثْنَاءُ اِسْتِخْرَاجٌ وَتَكَلُّمٌ بِالْبَاقِىْ بَعْدَ الْاِسْتِثْنَاءِ كَمَا قَالُوْا اِنَّهُ مِنَ النَّفْىِ اِثْبَاتٌ وَمِنَ الْاِثْبَاتِ نَفْىٌ فَلَمَّا تَعَارَضَ هٰذَانِ الْقَوْلَانِ مِنْ اَهْلِ اللُّغَةِ طَبَّقْنَا بَيْنَهُمَا فَنَقُوْلُ اِنَّهُ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِىْ بِوَضْعِهِ وَاِثْبَاتٌ وَنَفْىٌ بِاِشَارَتِهِ فَجَعَلْنَا مَا ذَهَبْنَا اِلَيْهِ عِبَارَةً وَمَا ذَهَبَ هُوَ اِلَيْهِ اِشَارَةً وَلَمْ يَكُنْ عَكْسُهُ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْغَايَةِ لِلْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ لِاَنَّهُ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ هٰذَا الْقَدْرَ لَيْسَ بِمُرَادٍ مِنَ الصَّدْرِ كَمَا اَنَّ الْغَايَةَ لَيْسَتْ بِمُرَادَةٍ مِنَ الْمُغَيَّا فَجَعَلْنَاهُ فِىْ هٰذَا عِبَارَةً لِاَنَّهُ الْمَقْصُوْدُ عَلٰى اَنَّ حُكْمَ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ يَنْتَهِىْ بِمَا بَعْدَهُ كَمَا اَنَّ الْغَايَةَ يَنْتَهِىْ بِهَا الْمُغَيَّا فَجَعَلْنَاهُ فِىْ هٰذَا اِشَارَةً لِاَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُوْدٍ ـ

সরল অনুবাদ : আর আমরা হানাফীগণের দলিল আল্লাহ্ তা'আলার কাওল- فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) তাঁর কওমের মাঝে দীর্ঘ এক হাজার বছর বসবাস করেন; কিন্তু পঞ্চাশ বছর তা হতে মুস্তাছনা, যা দাওয়াতের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে অথবা কওমের বিপথগামীরা নিমজ্জিত হয়ে মারা যাওয়ার পর যে পঞ্চাশ বছর তাদের মধ্যে বসবাস করেছেন। এ কালামটিকে যদি আমরা مُعَارَضَة -এর উপর প্রয়োগ করি, তাহলে খবর ও কেচ্ছার মধ্যে كِذْب আবশ্যিক হবে। (কেননা, اَلْفَ سَنَةٍ -এর বর্ণনা ঘটনার মোতাবেক নয়।) **আর** مُعَارَضَة **-এর পদ্ধতিতে তো** اِنْشَاء **-এর মধ্যে হুকুম অকেজো হতে পারে, কিন্তু খবরের মধ্যে তা সম্ভব নয়** (নতুবা মিথ্যা আবশ্যিক হবে)। সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে, مُعَارَضَة -এর পদ্ধতিতে ইস্তিছনা হুকুমকে নিষেধ করে না- যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) ধারণা করেছেন। **আর এ জন্য যে, ভাষাবিদগণ ইস্তিছনার এই অর্থও করেছেন যে, ইস্তিছনা হলো মুস্তাছনাকে মুস্তাছনা মিন্‌হু হতে বহির্গত করা এবং কালামকে ইস্তিছনার পর অবশিষ্ট পরিমাণের উপর প্রয়োগ করা।** যেমন- তাঁরা বলেছেন যে, ইস্তিছনা نَفْى-এর পরে اِثْبَات হবে এবং اِثْبَات-এর পরে نَفْى হবে। এখন ভাষাবিদগণের উভয় বক্তব্য যখন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আমরা উভয় বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছি। **সুতরাং আমরা হানাফীগণ বলি যে, অবশিষ্ট পরিমাণের সাথে কথা বলা এটা ইস্তিছনার প্রণয়নগত অর্থ। আর** نَفْى **ও** اِثْبَات **এগুলো ইস্তিছনার ইশারাগত অর্থ।** অর্থাৎ আমরা যে মাযহাব এখতিয়ার করেছি তা ইস্তিছনার ইবারত ও বাচনপদ্ধতি দ্বারা উপলব্ধ, আর ইমাম শাফেয়ী (র.) যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা ইস্তিছনার কেবলমাত্র ইশারা নির্দেশনা। আর এটার বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। এটার কারণ এই যে, ইস্তিছনা মুস্তাছনা মিনহুর জন্য غَايَة বা প্রান্তসীমাস্বরূপ। কেননা, ইস্তিছনা এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, এ পরিমাণ কথা পূর্ববর্তী বক্তব্য হতে উদ্দেশ্য নয়। যদ্রূপ مُغَيَّا -এর মধ্য হতে غَايَة পরিমাণ বস্তু উদ্দেশ্য নয়। এটার ভিত্তিতেই আমরা হানাফীগণ ইস্তিছনার পর অবশিষ্ট পরিমাণের উপর নির্দেশ করাকে তার ইবারত ও বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করেছি। কারণ, ইস্তিছনা ব্যবহার করার এটাই উদ্দেশ্য। অবশ্য এতটুকু যে, ইস্তিছনার পরবর্তী অংশ হতে মুস্তাছনা মিনহুর হুকুম শেষ হয়ে যায়, যদ্রূপ غَايَة -এর উপর مُغَيَّا -এর হুকুম শেষ হয়ে যায়। এ কারণেই আমরা হুকুম শেষ হয়ে যাওয়ার উপর নির্দেশ করাকে ইস্তিছনার ইশারা সাব্যস্ত করেছি। কেননা, এ নির্দেশনা কালামের উদ্দেশ্য নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَنَا আর আমাদের হানাফীগণের দলিল قَوْلُهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার কাওল فَلَبِثَ فِيْهِمْ হযরত নূহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে বসবাস করেন اَلْفَ سَنَةٍ এক হাজার বছর اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا পঞ্চাশ বছর ব্যতীত اَىْ لَبِثَ نُوْحٌ (ع) অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) বসবাস করেন فِى الْقَوْمِ কওমের মাঝে اَلْفَ سَنَةٍ দীর্ঘ এক হাজার বছর اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا কিন্তু পঞ্চাশ বছর তা হতে মুস্তাছনা الَّذِىْ كَانَ যা ছিল قَبْلَ পূর্বে الدَّعْوَةِ দাওয়াতের اَوْ অথবা خَمْسِيْنَ عَامًا সে পঞ্চাশ বছর الَّذِىْ عَاشَ

فِيهِ যাতে তিনি বসবাস করেছেন بَعْدَ পরে غَرْقِهِمْ বিপথগামীরা নিমজ্জিত হয়ে মারা যাওয়ার فَلَوْ حَمَلْنَا যদি আমরা প্রয়োগ করি
هٰذَا الْكَلَامَ এ কালামকে عَلَى الْمُعَارَضَةِ মুআরাযার উপর لَكَانَ كَذِبًا তাহলে মিথ্যা আবশ্যক হয়ে পড়বে فِي الْخَبَرِ খবরের মধ্যে
فِي الْإِيجَابِ এবং ঘটনার মধ্যে وَسُقُوطُ এবং অকোজো হয়ে যাবে الْحُكْمِ হুকুম بِطَرِيقِ পদ্ধতিতে الْمُعَارَضَةِ মুআরাযা وَالْقِصَّةِ
اَنَّ لَيْسَ ইনশার মধ্যে يَكُونُ হতে পারে لَا فِي الْاَخْبَارِ কিন্তু খবরের মধ্যে তা সম্ভব নয় فَعَلِمْنَا সুতরাং আমরা জানতে পারলাম
নিষেধ করে না عَمَلُ হুকুমকে الْاِسْتِثْنَاءِ ইস্তিছনা عَلَى الْمُعَارَضَةِ মুআরাযার পদ্ধতিতে كَمَا زَعَمَ যেমনটি ধারণা করেছেন
(رح) الشَّافِعِيُّ ইমাম শাফেয়ী (র.) وَلِاَنَّ আর এ কারণেই اَهْلَ اللُّغَةِ ভাষাবিদগণ قَالُوا এ অর্থ করেছেন الْاِسْتِثْنَاءُ ইস্তিছনা হলো
اِسْتِخْرَاجٌ বহির্গত করা وَتَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي এবং অবশিষ্ট পরিমাণের উপর প্রয়োগ করা بَعْدَ الْاِسْتِثْنَاءِ ইস্তিছনার পরে كَمَا قَالُوا যেমন
فَلَمَّا তাঁরা বলেছেন যে اِنَّهُ ইস্তিছনা مِنَ النَّفْيِ নফীর পরে اِثْبَاتٌ ইছবাত হবে وَمِنَ الْاِثْبَاتِ এবং ইছবাতের পর نَفْيٌ নফী হবে
طَبَّقْنَا এখন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হলো هٰذَانِ الْقَوْلَانِ ভাষাবিদগণের এ উভয় বক্তব্য مِنْ اَهْلِ اللُّغَةِ ভাষাবিদগণের মধ্যে تَعَارَضَ
بِالْبَاقِي তখন আমরা সমন্বয় সাধন করেছি بَيْنَهُمَا উভয় বক্তব্যের মধ্যে فَنَقُولُ অতঃপর আমরা হানাফীগণ বলি اِنَّهُ تَكَلُّمٌ কথা বলা
অবশিষ্ট পরিমাণের সাথে بِوَضْعِهِ এটা اِسْتِثْنَاء-এর প্রণয়নগত অর্থ وَاِثْبَاتٌ وَنَفْيٌ আর ইছবাত ও নফী এগুলো بِاِشَارَتِهِ ইস্তিছনার
ইঙ্গিতমূলক অর্থ وَمَا ذَهَبَ هُوَ اِلَيْهِ অতএব আমরা যে মত গ্রহণ করেছি عِبَارَةً তা ইস্তিছনার ইবারত فَجَعَلْنَا مَا ذَهَبْنَا اِلَيْهِ আর
ইমাম শাফেয়ী যে অর্থ গ্রহণ করেছেন اِشَارَةً এটা ইস্তিছনার কেবলমাত্র ইশারা وَلَمْ يَكُنْ আর হওয়া সম্ভব নয় عَكْسُهُ এর বিপরীত وَ
ذٰلِكَ আর এর কারণ لِلْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ মুস্তাছনা মিনহুর لِاَنَّ কেনেনা الْاِسْتِثْنَاءَ ইস্তিছনাটি بِمَنْزِلَةِ স্থলাভিষিক্ত الْغَايَةِ প্রান্তসীমা স্বরূপ
জন্য لِاَنَّهُ কেননা, ইস্তিছনা يَدُلُّ নির্দেশ করে عَلٰى এ কথার প্রতি اَنَّ هٰذَا الْقَدْرَ যে এ পরিমাণ لَيْسَ بِمُرَادٍ উদ্দেশ্য নয় مِنَ الصَّدْرِ
পূর্ববর্তী বক্তব্য হতে كَمَا যেরূপ اَنَّ الْغَايَةَ গায়াতের পরিমাণ لَيْسَتْ بِمُرَادَةٍ উদ্দেশ্য নয় مِنَ الْمُغَيَّا মুগায়ার মধ্য হতে فَجَعَلْنَاهُ
অতঃপর আমরা হানাফীগণ সাব্যস্ত করেছি فِي هٰذَا এটার ভিত্তিতে عِبَارَةً তার ইবারত لِاَنَّهُ الْمَقْصُودُ কেননা, ইস্তিছনা ব্যবহার করার
এটাই উদ্দেশ্য عَلٰى اَنَّ অবশ্য এতটুকু حُكْمَ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ মুস্তাছনা মিনহুর হুকুম يَنْتَهِي শেষ হয়ে যায় بِمَا بَعْدَهُ পরবর্তী অংশ
হতে كَمَا যেরূপ اَنَّ الْغَايَةَ গায়াতের উপর يَنْتَهِي بِهَا যাতে শেষ হয়ে যায় الْمُغَيَّا মুগায়াটি فَجَعَلْنَاهُ কাজেই আমরা সাব্যস্ত
করেছি فِي هٰذَا এ কারণেই اِشَارَةً ইশারা لِاَنَّهُ কেননা, এ নির্দেশনা غَيْرُ مَقْصُودٍ কালামের উদ্দেশ্য নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالٰى فَلَبِثَ فِيهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِينَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اِسْتِثْنَاء-এর হুকুমের ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের দলিল পেশ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, হানাফীগণের মতে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হতে مُسْتَثْنٰى-এর অংশ ব্যতীত অবশিষ্টাংশের জন্য বক্তব্য প্রযোজ্য হবে। এটার দলিল আল্লাহর বাণী– فَلَبِثَ فِيهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِينَ عَامًا অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাতির মধ্যে এক হাজার বৎসর অবস্থান করলেন, নবুয়তের দাওয়াত প্রদানের পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বৎসর অথবা তাঁর জাতির ধ্বংস প্রাপ্তির পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর এটা হতে اِسْتِثْنَاء (বা বহির্ভূত) হবে। এখানে যদি আমরা আলোচ্য আয়াতে مُعَارَضَه-এর প্রক্রিয়া অবলম্বন করি, তাহলে সংবাদ ও ঘটনা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। কেননা, এতে হযরত নূহ (আ.) ৯৫০ (নয়শত পঞ্চাশ) বৎসর জীবিত থেকেছেন বলে সাব্যস্ত হবে। অথচ অন্য نَصّ (কুরানিক ভাষ্য) দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত আছে যে, তিনি এক হাজার বৎসর জীবিত ছিলেন। তা ছাড়া مُعَارَضَه-এর প্রক্রিয়ায় শুধু ইনশা (اِنْشَاء)-এর মধ্যেই حُكْم পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, اِخْبَار-এর মধ্যে হয় না।

قَوْلُهُ وَلِاَنَّ اَهْلَ اللُّغَةِ قَالُوا الْاِسْتِثْنَاءُ الخ -এর আলোচনা : এখানে اِسْتِثْنَاء-এর হুকুমের ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের দ্বিতীয় দলিল পেশ করা হয়েছে। ভাষাবিদগণ বলেছেন যে, اِسْتِثْنَاء-এর মাধ্যমে مُسْتَثْنٰى-কে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হতে বহিষ্কার করা এবং অবশিষ্ট অংশের সাথে বক্তব্য প্রদান করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যদ্রূপ তাঁরা বলেছেন যে, اِسْتِثْنَاء যদি نَفْي হতে হয়, তাহলে اِثْبَات-কে এবং اِثْبَات হতে হলে نَفْي-কে সাব্যস্ত করে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ভাষাবিদগণের এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। আর উক্ত অভিমতদ্বয় পরস্পর বিরোধী। যেহেতু আমরা এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছি।

ভাষাবিদগণের পরস্পর বিরোধী অভিমতদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় : আমাদের হানাফী (ফকীহগণ) اِسْتِثْنَاء সম্পর্কিত ভাষাবিদগণের উপরিউক্ত অভিমতদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বলেছেন যে, اَلتَّكَلُّمُ بِالْبَاقِي তথা مُسْتَثْنٰى ব্যতীত অবশিষ্টাংশের সাথে বক্তব্য প্রদান اِسْتِثْنَاء-এর প্রকৃত অর্থ (مَعْنٰى مَوْضُوعٌ لَهُ) আর نَفْي হতে اِثْبَات এবং اِثْبَات হতে نَفْي اِسْتِثْنَاء-এর অর্থ প্রদান এটা اِسْتِثْنَاء-এর রূপক বা পরোক্ষ অর্থ। অর্থাৎ প্রথমটি عِبَارَةُ النَّصِّ ও দ্বিতীয়টি اِشَارَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে। প্রথমটি আমাদের হানাফীগণের মাযহাব অনুসারে, অপরটি শাফেয়ীগণের মাযহাব অনুসারে। কারণ, مُسْتَثْنٰى مِنْه-এর জন্য اِسْتِثْنَاء হলো غَايَة সমতুল্য। কেননা, এটার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী বক্তব্যে এ পরিমাণ উদ্দেশ্য করা হয়নি। যেমনটি غَايَة এটার مُغَيًّا-এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। আর এ কারণেই আমরা اِسْتِثْنَاء-এর পর যে পরিমাণ থেকে যায় তার সাথে বক্তব্য প্রদানকে (প্রত্যক্ষ অর্থ) হিসেবে গণ্য করেছি। কেননা, এটাই মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য اِسْتِثْنَاء-এর পরবর্তী অংশ হতে مُسْتَثْنٰى مِنْه-এর হুকুম রহিত হয়ে যায়। যেমনটি غَايَة-এর উপর হতে مُغَيًّا-এর হুকুম রহিত হয়ে যায়। এ কারণে আমরা হুকুম শেষ হওয়া নির্দেশ করাকে اِسْتِثْنَاء-এর اِشَارَه (পরোক্ষ অর্থ) নির্ধারণ করেছি। কেননা, এটা উদ্দেশ্য নয়।

وَاَمَّا كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ فَقَدْ كَانَ الْمَقْصُوْدُ نَفْىَ غَيْرِ اللّٰهِ وَاَمَّا وُجُوْدُ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَدْ كَانُوْا يَقِرُّوْنَ بِهٖ لِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُشْرِكِيْنَ يُثْبِتُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ وَقَدْ اَطْنَبَ فِىْ تَحْقِيْقِ الْمَذْهَبَيْنِ هٰهُنَا صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ فَتَاَمَّلْ فِيْهِ وَهُوَ نَوْعَانِ مُتَّصِلٌ وَهُوَ الْاَصْلُ وَمُنْفَصِلٌ وَهُوَ مَا لَا يَصِحُّ اِسْتِخْرَاجُهٗ مِنَ الصَّدْرِ بِاَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى خِلَافِ جِنْسِ مَا سَبَقَ وَهٰذَا يُسَمّٰى مُنْقَطِعًا فِىْ عُرْفِ النُّحَاةِ وَاِطْلَاقُ الْاِسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِ مَجَازٌ لِوُجُوْدِ حَرْفِ الْاِسْتِثْنَاءِ وَلٰكِنَّ فِى الْحَقِيْقَةِ كَلَامٌ مُّسْتَقِلٌّ وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهٖ فَجُعِلَ مُبْتَدَاً قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ اِبْرَاهِيْمَ (عـ) لِقَوْمِهٖ اَىْ اَنَّ هٰذِهِ الْاَصْنَامَ الَّتِىْ تَعْبُدُوْنَهَا اَنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ اِلَّا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ اَىْ لٰكِنَّ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ فَاِنَّهٗ تَعَالٰى لَيْسَ بِعَدُوٍّ لِّىْ فَاِنَّهٗ تَعَالٰى لَيْسَ دَاخِلًا فِى الْاَصْنَامِ فَيَكُوْنُ كَلَامًا مُّبْتَدَاً وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ الْقَوْمُ عَبَدُوا اللّٰهَ تَعَالٰى مَعَ الْاَصْنَامِ وَالْمَعْنٰى فَاِنَّ كُلَّ مَا عَبَدْتُمُوْهُ عَدُوٌّ لِّىْ اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ فَيَكُوْنُ مُتَّصِلًا هٰكَذَا قِيْلَ -

সরল অনুবাদ : আর কালিমায়ে তাওহীদ দ্বারা দলিল পেশ করার উত্তর এই যে, গায়রুল্লাহ্র نَفْىَ করাই তার আসল উদ্দেশ্য। বাকি রইল আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব সাব্যস্তকরণ– এটা ইস্তিছনার নির্দেশনা নয়; বরং যাদেরকে এ কালিমায়ে তাওহীদের আওতাভুক্ত করা হয়েছিল তারাও অর্থাৎ আরবের লোকেরাও আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বকে স্বীকার করত। অবশ্য তারা মুশরিক ছিল এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যান্য উপাস্যকে শরিক সাব্যস্ত করত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাদের এ অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন– وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ (আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আস্মানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা কে? তাহলে তারা এ উত্তর প্রদান করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন।) হানাফী ও শাফেয়ীগণের অভিমত দু'টির তাহ্কীক প্রসঙ্গে 'তাওযীহ' গ্রন্থকার সদরুশ্ শরীয়াহ্ (র.) বিশদ আলোচনা করেছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করবে। **আর ইস্তিছনা দুই প্রকার যথা– ১. মুত্তাসিল এবং এটাই প্রকৃত ইস্তিছনা, ২. মুনফাসিল আর তা সেই ইস্তিছনাকে বলা হয়, যাকে কালামের প্রথমাংশ হতে বহির্গত করা শুদ্ধ নয়।** এ ভিত্তিতে যে, তা মুস্তাছনা মিনহুর শ্রেণীভুক্তই নয়। নাহু বিশারদদের পরিভাষায় এ ইস্তিছনাকে مُنْقَطِعْ বলা হয়। আর এটার উপর ইস্তিছনা শব্দের প্রয়োগ মাজায স্বরূপ হয়েছে। কারণ, তাতে ইস্তিছনার হরফ বিদ্যমান রয়েছে। অন্যথায় প্রকৃত প্রস্তাবে এটা একটি স্বতন্ত্র কালাম। এটাই গ্রন্থকার (র.)-এর নিম্নোক্ত কওলের তাৎপর্য। **এ জন্যই ইস্তিছনাকে আল্লাহ্ তা'আলার কাওল– فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -এর মধ্যে নতুন বাক্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।** এটা হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক তাঁর কওমের প্রতি উচ্চারিত বক্তব্যের উদ্ধৃতি। অর্থাৎ এ মূর্তিসমূহ যাদের তোমরা পূজা কর, এরা সবাই আমার শত্রু; কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত। **অর্থাৎ কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন** নিশ্চয়ই তিনি আমার শত্রু নন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিমাসমূহ বা মুস্তাছনা মিন্হুর মধ্যে অন্তর্ভুক্তই নন। এ জন্য ইস্তিছনার হরফের পরবর্তী বাক্য নতুন বক্তব্য হিসেবে গণ্য হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা اِسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ -ও হতে পারে। এ সম্ভাবনার ভিত্তিতে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কওম হয়তো প্রতিমার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলারও উপাসনা করত। এমতাবস্থায় তাদের উপাস্যগণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা অন্তর্ভুক্ত হবেন। তখন অর্থ এই হবে যে, নিশ্চয়ই তোমরা যাদের উপাসনা কর, তন্মধ্য হতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত সকলেই আমার শত্রু।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ আর কালিমায়ে তাওহীদ فَقَدْ كَانَ الْمَقْصُوْدُ এর আসল উদ্দেশ্য হলো نَفْىَ না-সূচক করা غَيْرِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুকে وَاَمَّا আর অবশিষ্ট হলো وُجُوْدُ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সাব্যস্তকরণ (এটা اِسْتِثْنَاء-এর নির্দেশনা নয়) فَقَدْ كَانُوْا يَقِرُّوْنَ بِهٖ বরং আরবের লোকেরাও আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করত لِاَنَّهُمْ كَانُوْا অথচ তারা ছিল مُشْرِكِيْنَ অংশীবাদী يُثْبِتُوْنَ তারা সাব্যস্ত করত مَعَ اللّٰهِ আল্লাহর সাথে اِلٰهًا اٰخَرَ অন্যান্য উপাস্যকে قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى যেমনি মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন مَّنْ خَلَقَ কে সৃষ্টি করেছে? السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিন لَيَقُوْلُنَّ তাহলে তারা অবশ্যই উত্তরে বলবে اللّٰهُ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন وَقَدْ اَطْنَبَ বিশদ আলোচনা করেছেন فِىْ تَحْقِيْقِ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে الْمَذْهَبَيْنِ মাযহাবদ্বয়ের هٰهُنَا এ স্থানে صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ তাওযীহ গ্রন্থকার فَتَاَمَّلْ

সুতরাং এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করবে وَهُوَ نَوْعَانِ আর ইস্তিছনা দু' প্রকার مُتَّصِلٌ মুত্তাসিল وَهُوَ الْأَصْلُ এটাই প্রকৃত فِيْهِ ইস্তিছনা وَمُنْفَصِلٌ আর দ্বিতীয়টি হলো মুনফাসিল وَهُوَ আর এটা مَا لَا يَصِحُّ যা শুদ্ধ নয় إِسْتِخْرَاجُهٗ বহির্গত করা مِنَ الصَّدْرِ বাক্যের প্রথমাংশ হতে مُسْتَثْنٰى এভাবে হবে যে بِاَنْ يَّكُوْنَ বিপরীত হবে عَلٰى خِلَافِ পূর্বোক্ত বাক্যের জাতীয় হতে তথা جِنْسِ مَا سَبَقَ وَاِطْلَاقُ -এর শ্রেণীভুক্তই নয় وَهٰذَا يُسَمّٰى আর একে বলা হয় مُنْقَطِعًا মুনকাতি' فِىْ عُرْفِ النُّحَاةِ নাহুবিদদের পরিভাষায় আর مِنْهُ প্রয়োগ حَرْفِ الْإِسْتِثْنَاءِ ইস্তিছনাটি الْإِسْتِثْنَاءِ এর উপর مَجَازٌ মাজায হিসাবে হয়েছে لِوُجُوْدِ বিদ্যমান থাকার কারণে عَلَيْهِ ইস্তিছনার হরফ مَعْنٰى কিন্তু فِى الْحَقِيْقَةِ বাস্তবে كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ এটা একটি স্বতন্ত্র কালাম। وَهٰذَا আর এটাই হলো وَلٰكِنَّ তাৎপর্য قَوْلِهٖ গ্রন্থকারের নিম্নোক্ত কাওলের فَجَعَلَ এ জন্যই إِسْتِثْنَاءٍ হয়েছে مُبْتَدَأً নতুন বাক্য হিসেবে قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى মহান আল্লাহ বলেন فَاِنَّهُمْ নিশ্চয়ই তারা عَدُوٌّ لِّىْ আমার শত্রু إِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ একমাত্র বিশ্বের প্রতিপালক ব্যতীত عَنْ قَوْلِ حِكَايَةً এটা বর্ণনা اَلَّتِىْ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা لِقَوْمِهٖ তাঁর সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে اَىْ অর্থাৎ اَنَّ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ এসব মূর্তি اِبْرَاهِيْمَ (ع) যেগুলোর পূজা তোমরা করছ اَنَّهُمْ এ সবগুলো عَدُوٌّ لِّىْ আমার শত্রু إِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন ব্যতীত تَعْبُدُوْنَهَا اَىْ অর্থাৎ فَاِنَّهٗ تَعَالٰى তিনি আমার শত্রু নন فَاِنَّهٗ لَيْسَ بِعَدُوٍّ لِّىْ মহা বিশ্বের প্রতিপালক কিন্তু رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ لٰكِنَّ কেননা, মহান আল্লাহ كَلَامًا مُبْتَدَأً অন্তর্ভুক্ত নন لَيْسَ دَاخِلًا প্রতিমাসমূহের মধ্যে فِى الْأَصْنَامِ ফলে গণ্য হবে فَيَكُوْنُ নতুন বাক্য হিসেবে اللّٰهُ تَعَالٰى আর এ সম্ভাবনাও রাখে যে اَنْ يَّكُوْنَ মুস্তাছনায়ে মুত্তাসিল হওয়া اَلْقَوْمُ সম্প্রদায় عَبَدُوْا তারা ইবাদত করত وَيَحْتَمِلُ আল্লাহ তা'আলার مَعَ الْأَصْنَامِ প্রতিমার সাথে وَالْمَعْنٰى তখন অর্থ এই হবে যে فَاِنَّ কেননা كُلَّ مَا যেসব কিছুর عَبَدْتُمُوْهُ তোমরা উপাসনা করতে عَدُوٌّ لِّىْ এগুলো সব আমার শত্রু إِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ একমাত্র রাব্বুল আলামীন ব্যতীত فَيَكُوْنُ তখন এটা হবে مُتَّصِلًا মুস্তাছনায়ে মুত্তাসিল هٰكَذَا قِيْلَ এরূপই বলা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاَمَّا كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ فَقَدْ كَانَ الْمَقْصُوْدُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে হানাফীগণের পক্ষ হতে শাফেয়ীগণের একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। এখানে হানাফীগণের পক্ষ হতে শাফেয়ীগণের দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, কালিমায়ে তাওহীদে আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য। অথচ হানাফীগণের মাযহাব অনুযায়ী إِسْتِثْنَاء -এর পরে অবশিষ্ট বিষয়ের সাথে বক্তব্য প্রদানই যদি إِسْتِثْنَاء-এর অর্থ হয়, তাহলে কালিমায়ে তাওহীদের দ্বারা গায়রুল্লাহর নফী হবে বটে, কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত হবে না। যাতে কালিমায়ে তাওহীদের মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হবে।

সুতরাং এটার জবাবে বলা হয়েছে যে, কালিমায়ে তাওহীদ দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা মুখ্য উদ্দেশ্য এ কথা ঠিক নয়; বরং এটার দ্বারা গায়রুল্লাহর নফী করাই মূল উদ্দেশ্য। কেননা, তৎকালীন মুশরিকরা তো আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করত না; বরং আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করত, তবে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে শরিক করত। সুতরাং কালিমায়ে তাওহীদের মাধ্যমে গায়রুল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করাই মূল উদ্দেশ্য। যেমন- আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করে বলেন, "وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ الخ" 'হে হাবীব! আপনি যদি মক্কার মুশরিকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন? তাহলে উত্তরে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।' এটার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করত। কাজেই কালিমায়ে তাওহীদ দ্বারা সেসব গায়রুল্লাহর মা'বূদ হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করাই মূল উদ্দেশ্য- যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে শরিক করত।

قَوْلُهٗ وَهُوَ نَوْعَانِ مُتَّصِلٌ وَهُوَ الْأَصْلُ وَمُنْفَصِلٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে إِسْتِثْنَاء-এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) إِسْتِثْنَاء-এর শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন যে, إِسْتِثْنَاء দু' প্রকার। এক. مُتَّصِلٌ এটাই প্রকৃত إِسْتِثْنَاء. দুই. مُنْفَصِلٌ এটা এমন إِسْتِثْنَاء যাকে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হতে বহিষ্কার করা সহীহ নয়। কারণ, এটা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর সমজাতীয় নয়। আর একে রূপকার্থে إِسْتِثْنَاء বলা হয়। আসলে এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র বাক্য। কেবল إِسْتِثْنَاء-এর হরফ বর্তমান থাকার দরুন এটাকে مُسْتَثْنٰى নাম দেওয়া হয়েছে।

আর যেহেতু مُسْتَثْنٰى مُنْفَصِلٌ একটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ বক্তব্য এবং প্রকৃতপক্ষে এটা مُسْتَثْنٰى নয় সেহেতু আল্লাহর বাণী فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ (তারা আমার দুশমন, তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার দুশমন নন) এর মধ্যে مُسْتَثْنٰى-কে একটি নতুন স্বতন্ত্র বাক্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দান করেছেন। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পৌত্তলিক জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আমার জাতির লোকেরা! নিশ্চয়ই তোমরা যেসব প্রতিমা ও দেবদেবীর পূজা কর তারা আমার দুশমন। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অর্থাৎ তিনি আমার দুশমন নন। সুতরাং আল্লাহ তাদের পূজা প্রতিমাগুলোর অন্তর্ভুক্ত নন। কাজেই এটা مُسْتَثْنٰى مُنْفَصِلٌ ও স্বতন্ত্র বাক্য হয়েছে।

অবশ্য আলোচ্য আয়াতটিতে إِسْتِثْنَاء مُتَّصِلٌ হওয়ারও অবকাশ আছে। কেননা, হতে পারে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জাতির লোকেরা প্রতিমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলারও ইবাদত করত। কাজেই তাদের উপাস্যদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলাও শামিল রয়েছেন। সুতরাং إِسْتِثْنَاء مُتَّصِلٌ হতে অসুবিধা নেই। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর জাতির লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, তোমরা যাদের উপাসনা কর, তাদের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর সকলেই আমার দুশমন। কেবল তিনি (আল্লাহ রাব্বুল আলামীন) আমার দুশমন নন। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ হতে এটা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ হতে পারে।

وَالْاِسْتِثْنَاءُ مَتٰى تُعَقِّبَ كَلِمَاتٍ مَعْطُوْفَةً بَعْضُهَا عَلٰى بَعْضٍ بِاَنْ يَقُوْلَ لِزَيْدٍ عَلَىَّ اَلْفٌ وَلِعَمْرٍو عَلَىَّ اَلْفٌ وَلِبَكْرٍ عَلَىَّ اَلْفٌ اِلَّا مِائَةً يَنْصَرِفُ اِلَى الْجَمِيْعِ كَالشَّرْطِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) فَيَكُوْنُ اِسْتِثْنَاءُ الْمِائَةِ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ مِنَ الْاُلُوْفِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) كَمَا يَكُوْنُ مِثْلُ هٰذَا فِى الشَّرْطِ بِاَنْ يَقُوْلَ هِنْدٌ طَالِقٌ وَ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَعَمْرَةُ طَالِقٌ اِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ فَيَكُوْنُ طَلَاقُ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَةِ مُعَلَّقًا بِدُخُوْلِ الدَّارِ وَهٰذَا لِاَنَّ كُلًّا مِنَ الْاِسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ بَيَانُ تَغْيِيْرٍ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ حُكْمُهُمَا مُتَّحِدًا وَعِنْدَنَا يَنْصَرِفُ الْاِسْتِثْنَاءُ اِلٰى مَا يَلِيْهِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ لِاَنَّهٗ مُبَدِّلٌ لِاَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ يُخْرِجُ الْكَلَامَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ عَامِلًا فِى الْجَمِيْعِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ لَا يَصِحَّ لٰكِنْ لِضَرُوْرَةِ عَدَمِ اِسْتِقْلَالِهٖ يَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَهٗ وَهِىَ تَنْدَفِعُ بِصَرْفِهٖ اِلَى الْاَخِيْرَةِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَاِنَّهٗ لَا يُخْرِجُ اَصْلَ الْحُكْمِ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ عَامِلًا وَاِنَّمَا يَتَبَدَّلُ بِهِ الْحُكْمُ مِنَ التَّنْجِيْزِ اِلَى التَّعْلِيْقِ فَيَصْلُحُ اَنْ يَكُوْنَ مُتَعَلِّقًا لِجَمِيْعِ مَا سَبَقَ لِوُجُوْدِ شِرْكَةِ الْعَطْفِ وَلٰكِنْ لَا يَخْفٰى عَلَيْكَ اَنَّهٗ عَدَّ الشَّرْطَ وَالْاِسْتِثْنَاءَ فِيْمَا قَبْلَ هٰذَا مِنْ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ وَهٰهُنَا عَدَّ الشَّرْطَ مِنَ التَّبْدِيْلِ وَلَا مُضَائَقَةَ فِيْهِ بَعْدَ حُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ ـ

সরল অনুবাদ : আর ইস্তিছনা যখন এমন কতিপয় বাক্যের পরে আগমন করে, যাদের একটিকে অন্যটির উপর আত্‌ফ করা হয়েছে। যেমন– কেউ বলল, لِزَيْدٍ عَلَىَّ اَلْفٌ وَلِعَمْرٍو عَلَىَّ اَلْفٌ وَلِبَكْرٍ عَلَىَّ اَلْفٌ اِلَّا مِائَةً **তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তা সকল বাক্যের প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হবে, যদ্রূপ শর্তের মধ্যে হয়ে থাকে।** সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানুসারে مِائَةٌ -এর ইস্তিছনা প্রত্যেকটি اَلْفٌ -এর সাথে হবে, যেমন শর্তের মধ্যে অনুরূপ হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ যেমন কেউ তার স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করে বলল, هِنْدٌ طَالِقٌ وَ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَعُمْرَةُ طَالِقٌ اِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ এ উদাহরণের মধ্যে প্রত্যেক স্ত্রীর তালাকই গৃহে প্রবেশের শর্তের সাথে সংযুক্ত হবে। আর তা এ জন্য যে, ইস্তিছনা ও শর্ত উভয়ই যখন بَيَانِ تَغْيِيْرٍ -এর প্রকারভুক্ত, তখন উভয়ের হুকুমও এক হওয়াই সমীচীন। **আর আমরা হানাফীদের মতে ইস্তিছনার সম্পর্ক শুধু মুত্তাসিল বা সংযুক্ত বাক্যের সাথে হবে। কিন্তু শর্ত এটার বিপরীত। (কেননা, তার সম্পর্ক সমস্ত বাক্যের সাথে হয়।) কারণ, এটা নিছক হুকুমকেই পরিবর্তন করে।** আর ইস্তিছনা কালামকে যাবতীয় এককের মধ্যে আমল করা হতে খারিজ করে দেয়। এ জন্য তার বিবেচনা না হওয়াই সমীচীন ছিল। কিন্তু যেহেতু তা কালামের কোনো স্বতন্ত্র অংশ নয়, তাই এ প্রয়োজনের কারণে পূর্ববর্তীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া অপরিহার্য। আর এ প্রয়োজন শুধু শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক মেনে নেওয়া দ্বারাই পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু শর্ত এটার বিপরীত। এটা কালামকে তার আসল প্রয়োজনের উপর আমল করা হতে খারিজ করে না। শুধু এতটুকু পরিবর্তনই পরিলক্ষিত হয় যে, হুকুম তৎক্ষণাৎ সংঘটিত হওয়ার পরিবর্তে শর্তের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। এ জন্য শর্ত এই যোগ্যতা রাখে যে, তা পূর্ববর্তী সকল বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। কারণ, তাতে আত্‌ফের অংশীদারিত্বের চাহিদা বিদ্যমান রয়েছে। এখানে এ সন্দেহ হতে পারে যে, গ্রন্থকার (র.) তো প্রথমে শর্ত ও ইস্তিছনা উভয়কেই بَيَان تَبْدِيْل -এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আর এখানে এসে শর্তকে بَيَان تَبْدِيْل সাব্যস্ত করে ফেলেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য অবগত হওয়ার পর (যে এখানে بَيَان تَبْدِيْل দ্বারা আভিধানিক অর্থই উদ্দেশ্য যা بَيَان تَغْيِيْر -এরই একটি প্রকার, পারিভাষিক بَيَان تَغْيِيْر যা بَيَان تَبْدِيْل -এর অংশীদার ও প্রতিপক্ষ, তা উদ্দেশ্য নয়) কোনো সন্দেহেরই আর অবকাশ থাকে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْاِسْتِثْنَاءُ আর ইস্তিছনা مَتٰى যখন تُعَقِّبُ পরে আগমন করে كَلِمَاتٍ কতিপয় বাক্যের مَعْطُوْفَةً যেগুলো আতফ করা হয়েছে بَعْضُهَا এর কিছু সংখ্যা عَلٰى بَعْضٍ কিছু সংখ্যকের উপর بِاَنْ يَقُوْلَ যেমন কেউ বলল لِزَيْدٍ যায়েদ পাবে এক হাজার وَلِعَمْرٍو عَلَىَّ اَلْفٌ আমরের জন্য এক হাজার وَلِبَكْرٍ عَلَىَّ اَلْفٌ আর বকরের জন্য এক হাজার عَلَىَّ اَلْفٌ একশত ব্যতীত اِلَّا مِائَةً এটি প্রত্যাবর্তিত হবে يَنْصَرِفُ সকল বাক্যের প্রতি اِلَى الْجَمِيْعِ যেরূপ শর্তের মধ্যে রয়েছে كَالشَّرْطِ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) সুতরাং হবে فَيَكُوْنُ ইস্তিছনাটি اِسْتِثْنَاءُ মিয়াতের الْمِائَةِ প্রত্যেকটি مِنْ كُلِّ اَلْفٍ -এর সাথে اَلْف উলূফগুলোর مِنَ الْاُلُوْفِ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) যেরূপ হবে كَمَا يَكُوْنُ এর মতো مِثْلُ هٰذَا শর্তের মধ্যে فِى الشَّرْطِ যেমন কেউ তার স্ত্রীগণকে বলল بِاَنْ يَقُوْلَ হিন্দা তালাক هِنْدٌ طَالِقٌ وَ زَيْنَبُ طَالِقٌ

যায়নাব তালাক وَعُمْرَةُ طَالِقٌ ওমরা তালাক اِنْ دَخَلَتِ যদি প্রবেশ করে الدَّارَ বাড়িতে فَيَكُوْنُ طَلَاقٌ ফলে তালাক হবে كُلٍّ مِنَ
مِنَ الْاِسْتِثْنَاءِ প্রত্যেক স্ত্রীর مُعَلَّقًا শর্তযুক্ত بِدُخُوْلِ প্রবেশের الدَّارِ গৃহের وَهٰذَا আর এটা এ জন্য যে لِاَنَّ كُلًّا কেননা, উভয়ে الزَّوْجَةِ
حُكْمُهُمَا اَنْ يَّكُوْنَ ইস্তিছনা এবং শর্ত بَيَانَ تَغْيِيْرٍ বয়ানে তাগঈরের প্রকারভুক্ত فَيَنْبَغِيْ তখন সমীচীন ছিল হওয়া وَالشَّرْطِ
উভয়ের হুকুম مُتَّحِدًا একই রকম وَعِنْدَنَا আর আমাদের হানাফীদের মতে يَنْصَرِفُ সম্পর্কযুক্ত হবে الْاِسْتِثْنَاءُ ইস্তিছনা اِلٰى مَا
তার সাথে সংযুক্ত বাক্যের সাথে হবে بِخِلَافِ الشَّرْطِ কিন্তু শর্ত এর বিপরীত لِاَنَّهٗ مُبَدِّلٌ কেননা, এটা নিছক হুকুমকে পরিবর্তন يَلِيْهِ
করে فِى الْجَمِيْعِ আর ইস্তিছনা يُخْرِجُ বের করে দেয় الْكَلَامَ কালামকে مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ করা হতে عَامِلًا আমল করা لِاَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ
যাবতীয় এককের মধ্যে فَيَنْبَغِيْ এ কারণে সমীচীন হলো اَنْ لَّا يَصِحَّ তার বিবেচনা না হওয়া لٰكِنْ কিন্তু لِضَرُوْرَةِ প্রয়োজনের কারণে
عَدَمِ না হওয়ার কারণে اِسْتِقْلَالِهٖ স্বতন্ত্র কালাম يَتَعَلَّقُ সম্পর্কযুক্ত হওয়া بِمَا قَبْلَهٗ পূর্ববর্তীর সাথে وَهِىَ تَنْدَفِعُ আর এ প্রয়োজন পূর্ণ
হয়ে যায় بِصَرْفِهٖ সম্পর্ক মেনে নেওয়ার দ্বারা اِلَى الْاَخِيْرَةِ শেষ বাক্যের সাথে بِخِلَافِ الشَّرْطِ কিন্তু শর্ত এর বিপরীত فَاِنَّهٗ لَا يُخْرِجُ
কেননা, এটা কালামকে বের করে না اَصْلَ الْحُكْمِ আসল প্রয়োজনের উপর مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ হওয়া عَامِلًا আমলকারী وَاِنَّمَا يَتَبَدَّلُ بِهٖ
তবে শুধু এতটুকু পরিবর্তন হয় যে اَلْحُكْمُ হুকুমটি مِنَ التَّنْجِيْزِ তৎক্ষণাৎ সংঘটিত হওয়ার পরিবর্তে اِلَى التَّعْلِيْقِ শর্তের সাথে যুক্ত
হয়ে যায় فَيَصْلُحُ ফলে শর্ত এই যোগ্যতা রাখে اَنْ يَّكُوْنَ হওয়া مُتَعَلِّقًا সম্পর্কযুক্ত لِجَمِيْعِ সকল বাক্যের مَا سَبَقَ যা পূর্ব হয়ে
গেছে لِوُجُوْدِ বিদ্যমান থাকার কারণে شِرْكَةِ অংশীদারিত্ব اَلْعَطْفِ আতফের وَلٰكِنْ কিন্তু لَا يَخْفٰى عَلَيْكَ এখানে এটা সন্দেহ হতে
পারে যে اَنَّهٗ গ্রন্থকার عَدَّ গণ্য করেছেন اَلشَّرْطَ وَالْاِسْتِثْنَاءَ শর্ত এবং ইস্তিছনা উভয়কে فِيْمَا قَبْلُ ইতঃপূর্বে তথা প্রথমেই هٰذَا
একে مِنْ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ বয়ানে তাগঈরের অন্তর্ভুক্ত وَهٰهُنَا আর এ স্থানে عَدَّ সাব্যস্ত করেছেন اَلشَّرْطَ শর্তকে مِنَ التَّبْدِيْلِ বয়ানে
তাবদীল وَلَا مُضَايَقَةَ فِيْهِ কাজেই এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই بَعْدَ حُصُوْلِ অর্জন/অবগত হওয়ার পর اَلْمَقْصُوْدِ উদ্দেশ্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ يَنْصَرِفُ اِلَى الْجَمِيْعِ كَالشَّرْطِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اِسْتِثْنَاءٌ-এর ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশেষ মাযহাব বর্ণিত হয়েছে। পরস্পর আত্‌ফকৃত কতিপয় বাক্যের পর যদি اِسْتِثْنَاءٌ উল্লেখ করা হয়, তাহলে উক্ত اِسْتِثْنَاءٌ সব কয়টি বাক্যকে (حُكْم-এর মধ্যে) শামিল করবে কিনা– এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে اِسْتِثْنَاءٌ সব কয়টি বাক্যকে স্বীয় حُكْم-এর মধ্যে শামিল করবে। যেমন– কেউ বলল, لِزَيْدٍ عَلَىَّ اَلْفٌ وَلِعَمْرٍو عَلَىَّ اَلْفٌ وَلِبَكْرٍ عَلَىَّ اَلْفٌ اِلَّا مِائَةً (অর্থাৎ যায়েদ আমার নিকট এক হাজার টাকা পাবে এবং আমর এক হাজার টাকা পাবে ও বকর এক হাজার টাকা পাবে, তবে একশত টাকা।) সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে প্রত্যেকের এক হাজার টাকা হতেই এক শত টাকা বাদ যাবে। আর এ اِسْتِثْنَاءٌ-কে তিনি شَرْط-এর উপর কিয়াস করেছেন। কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে শর্ত সব কয়টি বাক্য এর حُكْم-এর আওতাভুক্ত করে। যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে বলে هِنْدٌ طَالِقٌ وَ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَعَمْرَةُ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ (অর্থাৎ হিন্দা তালাক এবং যয়নব তালাক ও ওমরা তালাক– যদি ঘরে প্রবেশ করে) এমতাবস্থায় (সর্বসম্মতভাবে) প্রত্যেকের তালাকই ঘরে প্রবেশ করার সাথে শর্তসাপেক্ষ হবে। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি হচ্ছে– شَرْط ও اِسْتِثْنَاءٌ দু'টিই بَيَانُ تَغْيِيْر (পরিবর্তনকারী বর্ণনা)। কাজেই দু'টির حُكْمও এক ও অভিন্ন হবে। সুতরাং শর্ত যেমনটি এটার পার্শ্বস্থ عَطْف-এর দ্বারা সংযুক্ত সব কয়টি বাক্যকে শামিল করে, তেমনটি এটা। اِسْتِثْنَاءٌও অনুরূপ সব কয়টি বাক্যকে শামিল করবে।

قَوْلُهٗ وَعِنْدَنَا يَنْصَرِفُ الْاِسْتِثْنَاءُ اِلٰى مَا يَلِيْهِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে اِسْتِثْنَاءٌ-এর ব্যাপারে হানাফীগণের বিশেষ মাযহাব বর্ণিত হয়েছে। আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে যদি عَطْف-এর মাধ্যমে সংযুক্ত কতিপয় বাক্যের পর اِسْتِثْنَاءٌ হয়, তাহলে اِسْتِثْنَاءٌ কেবল সেই বাক্যের জন্য প্রযোজ্য হবে যে বাক্যটি এটার সাথে সংযুক্ত রয়েছে, সব কয়টি বাক্যের জন্য উক্ত اِسْتِثْنَاءٌ প্রযোজ্য হবে না। কেননা, اِسْتِثْنَاءٌ বাক্যটিকে এটার সম্পূর্ণ অর্থে প্রয়োগ হতে বিরত রাখে। কাজেই এটা সহীহ না হওয়াই সমুচিত ছিল। তবে এটা (اِسْتِثْنَاءٌ) অসম্পূর্ণ বাক্য হওয়ার কারণে প্রয়োজনের তাকিদে এটাকে তার পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। আর এ প্রয়োজন শুধু নিকটতম বাক্যের সাথে সম্পর্কিত করার দ্বারাই পূর্ণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে شَرْط তার বিপরীত। কারণ, شَرْط মূল حُكْم কার্যকর করার ব্যাপারে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না; বরং حُكْم-কে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হতে বিরত রাখে এবং حُكْم কার্যকর হওয়াকে এক নির্দিষ্ট শর্তের সাথে যুক্ত করে দেয়। কাজেই এটার পূর্ববর্তী সব কয়টি বাক্যের সাথে সংযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। কেননা, عَطْف সংযুক্তি ও অংশীদারিত্বকে চায়। আর তা সব কয়টি বাক্যের মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। কাজেই اِسْتِثْنَاءٌ এবং شَرْط উভয়ের حُكْم এক ও অভিন্ন নয়, যা উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো।

قَوْلُهٗ وَلَا مُضَايَقَةَ فِيْهِ بَعْدَ حُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর বিবৃত হয়েছে। এ স্থলে সম্মানিত মানার গ্রন্থকার (র.)-এর বিরুদ্ধে আনীত একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, ইতঃপূর্বে গ্রন্থকার (র.) شَرْط ও اِسْتِثْنَاءٌ দু'টিকেই بَيَانُ تَغْيِيْر হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, অথচ এ ক্ষেত্রে شَرْط-কে بَيَانُ تَبْدِيْل হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এটার জবাব এই যে, এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকার (র.) تَبْدِيْل-এর আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করেছেন যা تَغْيِيْر-এর সমর্থক। এটার দ্বারা পারিভাষিক بَيَانُ تَبْدِيْل-কে বুঝানো হয়নি, যদ্দরুন উভয় বক্তব্যের মধ্যে বিরোধ হতে পারে। কাজেই উপরিউক্ত প্রশ্নটি এ ক্ষেত্রে অবান্তর।

অথবা, এটাও বলা যেতে পারে যে, গ্রন্থকার (র.) এটার দ্বারা এ ক্ষেত্রে যে দু'টি (পরস্পর বিরোধী) মাযহাব রয়েছে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা, ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.) বলেছেন যে, شَرْط বয়ানে তাগয়ীর, যা جَزَاءٌ তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হওয়াকে প্রতিহত করে; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ شَرْط পাওয়া যাওয়ার পর جَزَاءٌ-এর সংঘটনের জন্য অন্তরায় সৃষ্টি করে না। অপর পক্ষে ইমাম সারাখসী (র.) বলেছেন যে, شَرْط বয়ানে তাবদীল। কেননা, "اَنْتَ حُرٌّ" বাক্যটির চাহিদা তো হলো আজাদী মহলের মধ্যে অবতীর্ণ হওয়া এবং স্বয়ং আজাদীর জন্যই উক্ত বাক্যটি عِلَّتْ تَامَّةٌ (পূর্ণাঙ্গ ইল্লত) হওয়া। অথচ شَرْط এটাকে পরিবর্তন করে দেয়। আর জানিয়ে দেয় যে, এ বক্তব্যটি আযাদীর জন্য عِلَّتْ تَامَّةٌ (পূর্ণাঙ্গ ইল্লত) নয়।

أَوْ بَيَانُ ضَرُوْرَةٍ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ بَيَانُ تَغْيِيْرٍ اَىْ اَلْبَيَانُ الْحَاصِلُ بِطَرِيْقِ الضَّرُوْرَةِ وَهُوَ نَوْعُ بَيَانٍ يَقَعُ بِمَا لَمْ يُوْضَعْ لَهٗ اَىْ السُّكُوْتُ اِذِ الْمَوْضُوْعُ لِلْبَيَانِ وَهُوَ الْكَلَامُ دُوْنَ السُّكُوْتِ وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ فِىْ حُكْمِ الْمَنْطُوْقِ اَىْ اَلْبَيَانُ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ فِىْ حُكْمِ الْمَنْطُوْقِ اَوِ الْكَلَامُ الْمُقَدَّرُ الْمَسْكُوْتُ عَنْهُ يَكُوْنُ فِىْ حُكْمِ الْمَنْطُوْقِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَوَرِثَهٗ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ اَوْجَبَ الشِّرْكَةَ مُطْلَقَةً فِىْ وِرَاثَةِ الْاَبَوَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِيْنِ نَصِيْبِ كُلٍّ مِّنْهُمَا ثُمَّ تَخْصِيْصُ الْاُمِّ بِالثُّلُثِ صَارَ بَيَانًا لِاَنَّ الْاَبَ يَسْتَحِقُّ الْبَاقِىَ فَكَاَنَّهٗ قَالَ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِاَبِيْهِ الْبَاقِىْ اَوْ ثَبَتَ بِدَلَالَةِ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ اَىْ حَالِ السَّاكِتِ الْمُتَكَلِّمِ بِلِسَانِ الْحَالِ لَا بِلِسَانِ الْمَقَالِ كَسُكُوْتِ صَاحِبِ الشَّرْعِ عِنْدَ اَمْرٍ يُعَايِنُهٗ عَنِ التَّغْيِيْرِ يَعْنِىْ اَنَّ الرَّسُوْلَ اِذَا رَاٰى اَمْرًا يُبَاشِرُوْنَهٗ وَيُعَامِلُوْنَهٗ كَالْمُضَارِبَاتِ وَالشِّرْكَاتِ اَوْ رَاٰى شَيْئًا يُبَاعُ فِى السُّوْقِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ عُلِمَ اَنَّهٗ مُبَاحٌ فَسُكُوْتُهٗ اُقِيْمَ مَقَامَ الْاَمْرِ بِالْاِبَاحَةِ ـ

সরল অনুবাদ : অথবা, ৪. بَيَانُ ضَرُوْرَةٍ হবে। এটা গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য بَيَانُ تَغْيِيْرٍ -এর উপর আত্ফ হয়েছে। অর্থাৎ বয়ান যা প্রয়োজনের ভিত্তিতে অর্জিত হয়, **তা দ্বারা এমন এক বিশেষ প্রকার বয়ানই উদ্দেশ্য যা এরূপ বস্তু দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, তা মূলত বয়ানের জন্য প্রণীতই নয়।** অর্থাৎ سُكُوْت বা নবী করীম ﷺ -এর নীরবতাকে বয়ান সাব্যস্ত করা। কেননা, কোনো কিছুর বয়ান ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য বক্তব্যকেই প্রণয়ন করা হয়েছে, নীরবতাকে নয়। **আর তা হয়তো ১. মৌখিকভাবে উচ্চারিত কালামের হুকুমভুক্ত হবে।** অর্থাৎ بَيَانُ سُكُوْتِىْ উচ্চারিত বক্তব্যের হুকুমভুক্ত হবে অথবা উহ্য বক্তব্যটি, যা হতে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, তা উচ্চারিত বক্তব্যের হুকুমভুক্ত হবে। **যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَوَرِثَهٗ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ (আর যদি মৃতব্যক্তির পিতামাতাই শুধু তার উত্তরাধিকারী হন, তাহলে মাতা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ লাভ করবেন)** এ আয়াতের প্রথমাংশ (وَوَرِثَهٗ اَبَوَاهُ) অংশ নির্দিষ্ট না করেই মুতলাকভাবে মাতাপিতার উত্তরাধিকারের অংশীদারিত্ব ওয়াজিব করেছে। তারপর যখন বিশেষভাবে মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন পরোক্ষভাবে এ কথারও ব্যাখ্যা হয়ে গেছে যে, পিতাই অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেন এরূপই বলেছেন– فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِاَبِيْهِ الْبَاقِىْ **অথবা ২. বক্তার অবস্থা দ্বারা বয়ান সাব্যস্ত হবে,** এখানে حَالُ الْمُتَكَلِّمِ দ্বারা বক্তার সে নিশ্চুপ অবস্থাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা زَبَانِ حَالْ দ্বারা কথা বলে, زَبَانِ مَقَالْ দ্বারা নয়। **যেমন, শরিয়ত প্রবর্তক ﷺ কর্তৃক কোনো একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পরও তা পরিবর্তন করা হতে নিশ্চুপ থাকা।** অর্থাৎ নবী করীম ﷺ যখন সাহাবীগণকে কোনো পারস্পরিক মুআমালা ও লেনদেন যথা مُضَارَبَتْ ও অংশীদারী ব্যবসা-বাণিজ্য করতে অথবা হাট-বাজারে অপরাপর বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখেছেন এবং তাতে কোনো বাধা প্রদান করেননি, তখন জানা গেল যে, এসব কাজকর্ম, লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয় মুবাহ এবং জায়েজ। সুতরাং নবী করীম ﷺ -এর নিশ্চুপ থাকাকে اَمْرٌ بِالْاِبَاحَةِ -এর স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ অথবা بَيَانُ ضَرُوْرَةٍ বয়ানে যরূরাত হবে عَطْفٌ এটা আতফ হয়েছে عَلٰى قَوْلِهٖ গ্রন্থকারের কথা بَيَانُ تَغْيِيْرٍ বয়ানে তাগঈরের উপর اَىْ অর্থাৎ اَلْبَيَانُ এমন বয়ান الْحَاصِلُ যা অর্জিত হয় بِطَرِيْقِ ভিত্তিতে الضَّرُوْرَةِ প্রয়োজনের وَهُوَ আর তা نَوْعُ بَيَانٍ বয়ানের বিশেষ প্রকার يَقَعُ যা সাব্যস্ত হয় بِمَا এরূপ বস্তু দ্বারা لَمْ يُوْضَعْ لَهٗ যা মূলত বয়ানের জন্য গঠিত নয় اَىْ অর্থাৎ اَلسُّكُوْتُ নবী করীম ﷺ-এর নীরবতাকে বয়ান সাব্যস্ত করা اِذِ কেননা الْمَوْضُوْعُ গঠন করা হয়েছে لِلْبَيَانِ কোনো কিছুর বয়ানের জন্য وَهُوَ الْكَلَامُ আর তা হলো কালাম دُوْنَ السُّكُوْتِ নীরবতাকে গঠন করা হয়নি وَهُوَ আর তা اِمَّا হয়তো বা فِىْ حُكْمِ হুকুমভুক্ত الْمَنْطُوْقِ মৌখিকভাবে উচ্চারিত اَىْ অর্থাৎ اَلْبَيَان বয়ানে সুকূতী اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ হয়তো হবে فِىْ حُكْمِ হুকুমভুক্ত الْمَنْطُوْقِ মৌখিকভাবে উচ্চারিত اَوْ অথবা اَلْكَلَامُ الْمُقَدَّرُ উহ্য বক্তব্যটি اَلْمَسْكُوْتُ عَنْهُ যা হতে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে يَكُوْنُ তখন এটা হবে فِىْ حُكْمِ الْمَنْطُوْقِ উচ্চারিত বক্তব্যের হুকুমভুক্ত كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমন মহা প্রভুর বাণী وَوَرِثَهٗ

আর তার উত্তরাধিকারী হলে أَبَوَاهُ তার পিতামাতা فَلِأُمِّهِ তাহলে তার মা লাভ করবেন الثُّلُثُ এক-তৃতীয়াংশ فَإِنَّ কেননা صَدْرَ প্রথমাংশ الْكَلَامِ বাক্যের أَوْجَبَ ওয়াজিব করেছে الشِّرْكَةَ অংশীদারিত্ব مُطْلَقَةً মুতলাকভাবে فِي وِرَاثَةِ উত্তরাধিকার الْأَبَوَيْنِ পিতামাতার مِنْ غَيْرِ ব্যতীত تَعْيِيْنِ নির্দিষ্ট نَصِيْبِ অংশ كُلٍّ مِنْهُمَا প্রত্যেকের ثُمَّ এরপর تَخْصِيْصُ বিশেষিত করেছে الْأُمِّ মাতার অংশ بِالثُّلُثِ এক-তৃতীয়াংশ صَارَ بَيَانًا তখন এর ব্যাখ্যা হয়ে গেছে যে لِأَنَّ الْأَبَ কেননা, পিতাই يَسْتَحِقُّ অধিকারী হবে الْبَاقِيْ অবশিষ্ট সম্পদের فَكَأَنَّهُ قَالَ সুতরাং যেন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ মাতার জন্য রয়েছে এক-তৃতীয়াংশ وَلِأَبِيْهِ আর পিতার জন্য রয়েছে الْبَاقِيْ অবশিষ্ট أَوْ ثَبَتَ অথবা সাব্যস্ত হবে بِدَلَالَةِ বুঝানো দ্বারা حَالِ الْمُتَكَلِّمِ বক্তার অবস্থা দ্বারা أَيْ অথবা حَالَ অবস্থা الْمُتَكَلِّمِ السَّاكِتِ বক্তার নিশ্চুপ بِلِسَانِ الْحَالِ অবস্থার আলোকে لَا بِلِسَانِ الْمَقَالِ বক্তব্যের আলোকে নয় كَسُكُوْتِ যেমন চুপ থাকা صَاحِبِ الشَّرْعِ শরিয়ত প্রবর্তকের عِنْدَ أَمْرٍ কোনো একটি ঘটনা يُعَايِنُهُ যা প্রত্যক্ষ করার পর عَنِ التَّغْيِيْرِ পরিবর্তন হতে يَعْنِيْ অর্থাৎ أَنَّ الرَّسُوْلَ রাসূলে কারীম ﷺ إِذَا رَأَى যখন প্রত্যক্ষ করেন أَمْرًا এমন বিষয় يُبَاشِرُوْنَهُ যা সাহাবীগণ পরস্পর করছে أَوْ يُعَامِلُوْنَهُ কাজকারবার করছে كَالْمُضَارَبَاتِ যথা পরস্পর কাজকারবার وَالشِّرْكَاتِ অংশীদারী ব্যবসা-বাণিজ্য أَوْ অথবা رَأَى তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন شَيْئًا কোনো বস্তু يُبَاعُ ক্রয়-বিক্রয় করছে فِي السُّوْقِ হাট-বাজারে وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ অথচ তিনি কোনো বাধা প্রদান করেননি عُلِمَ এর ফলে জানা গেল যে أَنَّهُ مُبَاحٌ এটা জায়েজ فَسُكُوْتُهُ তাঁর নিশ্চুপ থাকাকে أُقِيْمَ স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে مَقَامَ الْأَمْرِ এমন বিষয়ের স্থলে بِالْإِبَاحَةِ যা বৈধ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَوْ بَيَانُ ضَرُوْرَةٍ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَيَانُ تَغْيِيْرٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে بَيَانُ سُكُوْتِيْ-এর আলোচনা করা হয়েছে। بَيَانٌ-এর চতুর্থ প্রকার হলো بَيَانُ ضَرُوْرَةٍ প্রকৃতপক্ষে তা কোনো বর্ণনা নয়। অন্য কথায় বলতে গেলে তাকে بَيَانٌ-এর জন্য وَضْع তথা গঠন করা হয়নি; বরং বিশেষ প্রেক্ষিতে এটা بَيَانٌ-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। আর পারিভাষায় এটাকে بَيَانُ سُكُوْتِيْ তথা নীরবতা তথা মৌনতার মাধ্যমে কিছু বর্ণনা করা বলা হয়। আর এটা দু'ভাবে হতে পারে।

১. এটা মুখনিঃসৃত বক্তব্যের সমকক্ষ (ও حُكْم-এর মধ্যে) এটার উদাহরণ হিসেবে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটিকে পেশ করা যায়। "وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" অর্থাৎ কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে আর একমাত্র মাতা ও পিতা তার ওয়ারিশ হয়, তাদের ব্যতীত তার আর কোনো ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে মাতা মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মালিক হবে। লক্ষণীয় যে, আয়াতটিতে প্রথমত কোনোরূপ হিস্সা ধার্য করা ব্যতীত কেবল মাতাপিতা তার সম্পত্তির মালিক বা হকদার হওয়ার কথা সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে কেবল (বিশেষ করে) মাতার হিস্সার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, মাতা এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ পিতা পাবে। সুতরাং যেন আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, "فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِأَبِيْهِ الْبَاقِيْ" অর্থাৎ কারো মৃত্যুবরণের পর কেবল মাতা এবং পিতা যদি তার ওয়ারিশ হয়, তাহলে মাতা এক-তৃতীয়াংশের হকদার হবেন এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের হকদার হবেন তার পিতা। আর অনুরূপ নীরবতা সরবতা হিসেবে গণ্য এবং সরবতার হুকুমভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

২. অথবা; উক্ত بَيَانٌ তথা بَيَانُ سُكُوْتِيْ বক্তার অবস্থার নির্দেশনা দ্বারা সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ বক্তা দৃশ্যত নীরব হলেও তার অবস্থাই বলে দিবে যে, বক্তা কি বলতে চায়। তার অবস্থাই তার মুখের ভাষ্য হিসেবে গণ্য হবে। যেমন– শরিয়ত প্রণেতা তথা নবী করীম ﷺ কোনো কার্য সংঘটিত হতে দেখেও তা শোধরানো হতে যদি নীরবতা অবলম্বন করে থাকেন, তাহলে কাজটি জায়েজ বলে সাব্যস্ত হবে। যেমন– নবী করীম ﷺ مُضَارَبَةٌ ও অংশীদারিত্বের ব্যবসা এবং অন্যবিধ অনেক ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন স্বচক্ষে দেখেছেন অথচ তার কোনোরূপ প্রতিবাদ করেননি। সুতরাং এর প্রতি তাঁর নীরব সম্মতি সাব্যস্ত হলো। আর এটাকেই أَمْرٌ بِالْإِبَاحَةِ অর্থাৎ বৈধতার নির্দেশ (আদেশ) হিসেবে গণ্য করা হবে। উল্লেখ্য যে, مُضَارَبَةٌ বলে এমন অংশীদারিত্বের ব্যবসা যাতে একজনের পুঁজি এবং অপরের পক্ষ হতে শ্রম রয়েছে। আর মুনাফায় উভয়েরই (সমপরিমাণ) অংশ রয়েছে। আর مُشَارَكَةٌ বলে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এমন ব্যবসা যাতে উভয়েরই পুঁজি ও শ্রম রয়েছে, আর মুনাফায়ও উভয়ের (সমপরিমাণ) অংশ রয়েছে। –(দুররুল মুখতার)

وَفِىْ حُكْمِهِ سُكُوْتُ الصَّحَابَةِ (رض) بِشَرْطِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْاِنْكَارِ وَكَوْنُ الْفَاعِلِ مُسْلِمًا كَمَا رُوِىَ اَنَّ اَمَةً اَبِقَتْ وَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَوَلَدَتْ اَوْلَادًا ثُمَّ جَاءَ وَ رَفَعَ هٰذِهِ الْقَضِيَّةَ اِلٰى عُمَرَ (رض) فَقَضٰى بِهَا لِمَوْلَاهَا وَقَضٰى عَلَى الْاَبِ اَنْ يُفْدِىَ عَنِ الْاَوْلَادِ وَيَاْخُذَهُمْ بِالْقِيْمَةِ وَسَكَتَ عَنْ ضِمَانِ مَنَافِعِهَا وَمَنَافِعِ اَوْلَادِهَا وَكَانَ ذٰلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَكَانَ اِجْمَاعًا عَلٰى اَنَّ مَنَافِعَ وَلَدِ الْمَغْرُوْرِ لَا تَضْمَنُ بِالْاِتْلَافِ اَوْ ثَبَتَ ضَرُوْرَةَ دَفْعِ الْغُرُوْرِ عَنِ النَّاسِ وَهُوَ حَرَامٌ كَسُكُوْتِ الْمَوْلٰى حِيْنَ رَاٰى عَبْدَهٗ يَبِيْعُ وَيَشْتَرِىْ فَاِنَّهٗ يَصِيْرُ اِذْنًا لَهٗ فِى التِّجَارَةِ عِنْدَنَا لِاَنَّهٗ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَاذُوْنًا يَتَضَرَّرُ النَّاسُ بِهٖ وَ دَفْعُ الْغُرُوْرِ عَنْهُمْ وَاجِبٌ وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَا يَكُوْنُ مَاذُوْنًا لِاَنَّ سُكُوْتَهٗ يَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ الرِّضَا بِتَصَرُّفِهٖ وَاَنْ يَّكُوْنَ لِفَرْطِ الْغَيْظِ وَالْمُحْتَمِلُ لَا يَكُوْنُ حُجَّةً ـ

সরল অনুবাদ : সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের নিশ্চুপ থাকাও নবী করীম ﷺ -এর নিশ্চুপ থাকার হুকুমভুক্ত। তবে শর্ত এই যে, বাধা প্রদানের ক্ষমতা থাকতে হবে এবং যে ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকবে তাতে লিপ্ত ব্যক্তিটি মুসলমান হতে হবে। যেমন- কথিত আছে যে, একজন ক্রীতদাসী পালিয়ে গিয়ে জনৈক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার পক্ষ হতে কয়েকটি সন্তানও প্রসব করে। অতঃপর তার মনিব এসে মোকদ্দমাটি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট পেশ করে। তিনি হুকুম প্রদান করেন যে, ক্রীতদাসীটিকে তার মনিবের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে এবং সন্তানের জনক তার সন্তানদেরকে ফিদইয়া অর্থাৎ মূল্য প্রদানপূর্বক রেখে দিবে। কিন্তু সে ক্রীতদাসী ও সন্তানগণ দ্বারা যে মুনাফা অর্জন করেছিল, তার কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কে তিনি নিশ্চুপ থাকেন। আর এ ঘটনাটি সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতেই সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের اِجْمَاعٌ سُكُوْتِىٌّ সংঘটিত হয়ে গেছে যে, প্রতারণার বিবাহে প্রতারিত ব্যক্তি তার সন্তানগণের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার কোনো ক্ষতিপূরণ দিবে না। **অথবা ২. তা (বয়ান) লোকজনকে প্রতারণার হাত হতে রক্ষা করার প্রয়োজনে সাব্যস্ত হবে।** কেননা, প্রতারণা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম। **যেমন- নিজ ক্রীতদাসকে ক্রয়-বিক্রয়রত দেখে মনিবের নিশ্চুপ থাকা।** কেননা, আমরা হানাফীগণের মতে মনিবের এ নিশ্চুপ থাকা তার পক্ষ হতে ব্যবসার জন্য অনুমতি মনে করা হবে। কারণ, ক্রীতদাসকে যদি অনুমতিপ্রাপ্ত বলে স্বীকার করা না হয়, তবে তার সাথে লেনদেনকারী লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে (মনিবের নিশ্চুপ থাকাকে অনুমতি মনে করে ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে)। অথচ লোকজনকে প্রতারণার হাত হতে রক্ষা করা ওয়াজিব। ইমাম যুফার (র.) বলেন যে, মনিবের নিশ্চুপ থাকার কারণে ক্রীতদাস অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে যায় না। কেননা, মনিবের নিশ্চুপ থাকার মধ্যে যেমন এ কথার সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি ক্রীতদাসের লেনদেনের উপর সন্তুষ্ট রয়েছেন, তেমনি এ কথাটিরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি অত্যধিক ক্রোধবশত নিশ্চুপ রয়েছেন। আর সম্ভাবনার অবকাশযুক্ত কোনো বস্তুই হুজ্জত হতে পারে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَفِىْ حُكْمِهِ নবী করীম ﷺ -এর নিশ্চুপ থাকার হুকুমভুক্ত سُكُوْتُ الصَّحَابَةِ (رض) সাহাবায়ে কেরামের নিশ্চুপ থাকা بِشَرْطِ তবে শর্ত হলো الْقُدْرَةِ ক্ষমতা থাকতে হবে عَلَى الْاِنْكَارِ বাধা প্রদানের وَكَوْنُ আর হতে হবে الْفَاعِلِ নিশ্চুপ থাকা ব্যক্তি مُسْلِمًا মুসলমান كَمَا رُوِىَ যেমনি বর্ণিত আছে اَنَّ اَمَةً একজন ক্রীতদাসী اَبِقَتْ পালিয়ে গিয়ে وَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا এক ব্যক্তিকে বিবাহ করে فَوَلَدَتْ এবং সে প্রসব করে اَوْلَادًا কয়েকটি সন্তান ثُمَّ جَاءَ এরপর তার মনিব আসে وَ رَفَعَ এবং পেশ করে هٰذِهِ الْقَضِيَّةَ এ মোকদ্দমাটি اِلٰى عُمَرَ (رض) হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট فَقَضٰى بِهَا অতঃপর তিনি ক্রীতদাসীটির ব্যাপারে ফয়সালা করেন لِمَوْلَاهَا তার মনিবের জন্য وَقَضٰى আর হুকুম প্রদান করেন عَلَى الْاَبِ সন্তানের পিতার উপর اَنْ يُفْدِىَ ফেদিয়া প্রদান করার عَنِ الْاَوْلَادِ সন্তানদের পক্ষ হতে وَيَاْخُذَهُمْ এবং সন্তানদেরকে রেখে দিবে بِالْقِيْمَةِ মূল্য প্রদান পূর্বক وَسَكَتَ আর তিনি নিশ্চুপ থাকেন عَنْ ضِمَانِ ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কে مَنَافِعِهَا ক্রীতদাসী দ্বারা যে মুনাফা অর্জন করেছে وَمَنَافِعِ এবং সে উপকারিতা সম্পর্কে اَوْلَادِهَا যা সে বাঁদির সন্তান দ্বারা অর্জন করেছে وَكَانَ ذٰلِكَ আর এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে بِمَحْضَرٍ উপস্থিতিতে مِنَ الصَّحَابَةِ সাহাবায়ে কেরামের فَكَانَ اِجْمَاعًا সুতরাং এ ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজমায়ে সুকূতি সংঘটিত হয়েছে عَلٰى اَنَّ এ বিষয়ের উপর যে مَنَافِعَ মুনাফা وَلَدِ সন্তানগণের الْمَغْرُوْرِ প্রতারিত ব্যক্তি لَا تَضْمَنُ ক্ষতিপূরণ দিবে না بِالْاِتْلَافِ ক্ষতি দ্বারা اَوْ অথবা ثَبَتَ সাব্যস্ত হবে ضَرُوْرَةَ

প্রয়োজনে دَفْعُ রক্ষা করার الْغُرُوْرِ প্রতারণা عَنِ النَّاسِ লোকজন হতে وَهُوَ حَرَامٌ কেননা, প্রতারণা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম كَسُكُوْتِ যেমন চুপ থাকা الْمَوْلٰى মনিবের حِيْنَ رَاٰى যখন সে দেখে عَبْدَهٗ তার ক্রীতদাস يَبِيْعُ وَيَشْتَرِىْ ক্রয়-বিক্রয়রত فَاِنَّهٗ يَصِيْرُ কেননা, এটা হবে اِذْنًا لَهٗ তার পক্ষ হতে অনুমতি فِى التِّجَارَةِ ব্যবসার জন্য عِنْدَنَا আমাদের হানাফীদের মতে لِاَنَّهٗ কেননা لَوْ لَمْ يَكُنْ مَاذُوْنًا যদি ক্রীতদাসকে অনুমতিপ্রাপ্ত বলে স্বীকার না করা হয় يَتَضَرَّرُ তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে النَّاسُ জনগণ بِهٖ তার সাথে লেনদেনকারী وَ دَفْعُ আর রক্ষা করা الْغُرُوْرِ প্রতারণার হাত হতে عَنْهُمْ জনগণকে وَاجِبٌ ওয়াজিব وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) ইমাম যুফার (র.) বলেন لَا يَكُوْنُ ক্রীতদাস হয় না مَاذُوْنًا অনুমতিপ্রাপ্ত (মনিবের চুপ থাকা দ্বারা) لِاَنَّ سُكُوْتَهٗ কেননা, তার নিশ্চুপ থাকায় يَحْتَمِلُ এ সম্ভাবনা রয়েছে যে اَنْ يَكُوْنَ الرِّضَا মনিবের সন্তুষ্টি بِتَصَرُّفِهٖ তার লেনদেনের উপর وَاَنْ يَكُوْنَ এবং এ কথারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি চুপ রয়েছেন لِفَرْطِ অধিক্যের ফলে الْغَيْظِ ক্রোধ বা রাগ وَالْمُحْتَمَلُ আর সম্ভাবনাযুক্ত কোনো কিছু لَا يَكُوْنُ হয় না حُجَّةً দলিল বা প্রমাণ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَفِىْ حُكْمِهٖ سُكُوْتُ الصَّحَابَةِ (رضـ) بِشَرْطِ الْقُدْرَةِ عَلٰى الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে সাহাবীর নীরবতা দলিল হিসেবে গণ্য হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো মুয়ামালায় নবী করীম ﷺ-এর নীরবতার ন্যায় সাহাবায়ে কেরামদের নীরবতাও উক্ত মুয়ামালা বৈধ হওয়ার দলিল। তবে এর জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। ১. উক্ত সাহাবীর সে আমলটির প্রতিবাদ করার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে। আর ২. উক্ত কাজে লিপ্ত ব্যক্তি মুসলমান হতে হবে। সুতরাং যদি এমন পরিবেশে উক্ত কাজটি সংঘটিত হয় যার প্রতিবাদ করা সাহাবীর সামর্থ্যের বাইরে ছিল, তাহলে সে নীরবতা উক্ত কাজের জন্য বৈধতা প্রমাণকারী হবে না। অথবা কাজটি যদি কোনো অমুসলিম করে থাকে আর সাহাবী নীরবতা অবলম্বন করে থাকেন, তাহলেও সে নীরবতা উক্ত আমলের বৈধতা প্রমাণ করবে না। যেমন– কোনো কাফির যদি সাহাবীর সামনে শূকরের গোশত ভক্ষণ করে থাকে আর সাহাবী এতদর্শনে নীরবতা অবলম্বন করে থাকেন, তাহলে এতে শূকরের গোশত হালাল প্রমাণিত হবে না।

বর্ণিত আছে যে, জনৈক দাসী তার মনিবের নিকট হতে পলায়ন করে চলে যায়। অতঃপর এক ব্যক্তিকে সে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে। উক্ত ব্যক্তির ঔরসে তার কয়েকটি সন্তানও জন্মলাভ করে। অতঃপর দাসীর মনিব ঘটনাটি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট পেশ করে। হযরত ওমর (রা.) দাসীটিকে মনিবের নিকট প্রত্যর্পণ করেন। আর ঐ ব্যক্তিকে সন্তানদের মূল্য আদায় করত তার নিকট তাদের রেখে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু এ যাবৎ সন্তানাদি হতে সে যে মুনাফা লাভ করেছে সে ব্যাপারে ওমর (রা.) সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেন। অর্থাৎ তা ফেরত দানের তথা এটার ক্ষতিপূরণ আদায়ের নির্দেশ দেননি। আর হযরত ওমর (রা.) বহু সাহাবীর উপস্থিতিতে উপরিউক্ত ফয়সালা করেন। তাঁদের মধ্য হতে কেউ এর কোনো প্রতিবাদ করেননি। এতে এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর اِجْمَاعٌ سُكُوْتِىْ (নীরব ঐকমত্য) সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, প্রতারণামূলক তথা অবৈধ বিবাহের মাধ্যমে যে সন্তান জন্মলাভ করে থাকে, তার হতে অর্জিত মুনাফার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। কেননা, মনিব তো তার অধিকার আদায় করার জন্য আসছিল। আর সে কি পেতে পারে তা তার আর জানা নেই। উপরন্তু ঘটনাটি নবী করীম ﷺ-এর ইন্তেকালের পর সংঘটিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নার কোনো স্পষ্ট ভাষ্যও জানা যায়নি। সুতরাং পূর্ণাঙ্গভাবে একে তুলে ধরা সাহাবীগণ (রা.)-এর উপর ওয়াজিব ছিল। সুতরাং যখন তারা মুনাফার মূল্য বর্ণনা করা হতে বিরত রইলেন, তখন এটা ওয়াজিব না হওয়ার দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

قَوْلُهٗ اَوْ ثَبَتَ ضَرُوْرَةَ دَفْعِ الْغُرُوْرِ الخ -এর আলোচনা : بَيَانٌ سُكُوْتِىْ (নীরবতামূলক বর্ণনা) কদাচিত মানুষের ক্ষতি এড়ানোর তাকীদেও হয়ে থাকে। এদের উদাহরণ হিসেবে নিম্নরূপ ঘটনাটি পেশ করা যায়। কোনো মনিব তার দাসকে কারো সাথে বেচাকেনা (লেনদেন) করতে দেখল; কিন্তু তাকে উক্ত লেনদেন হতে নিবৃত্ত করল না; বরং দেখেও নীরবতা অবলম্বন করল। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে মনিবের উক্ত নীরবতা মনিব কর্তৃক গোলাম বেচাকেনার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা, অন্যথায় লোকেরা প্রতারিত হবে। কারণ, লোকেরা তো মনে করে বসবে যে, গোলামটি মনিব কর্তৃক লেনদেনের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত। নতুবা তাকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখেও মনিব বাধা দিল না কেন? বা প্রতিবাদ করল না কেন? কাজেই এ ব্যাপারে লোকদেরকে সম্ভাব্য ক্ষতি হতে হেফাজত করার জন্য একে بَيَانٌ سُكُوْتِىْ (নীরব বর্ণনা) হিসেবে গণ্য করতে হবে, শরিয়তের দৃষ্টিকোণ হতে এটা ওয়াজিব। প্রতারণা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

তবে ইমাম যুফার (র.) এ মাসআলায় জমহুরের ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর যুক্তি এই যে, মনিবের উপরিউক্ত নীরবতা অবলম্বনের মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. মনিব তার ক্রয়-বিক্রয়ের উপর রাজি। ২. অথবা, মনিব অধিক ক্রোধবশত তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি। আর নিয়ম হলো– اِذَا جَاءَ الْاِحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ অর্থাৎ সম্ভাবনার সৃষ্টি হলে আর এটার দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে না। কাজেই মনিবের অনুরূপ নীরবতার মাধ্যমে গোলাম ব্যবসার (ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য) অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে সাব্যস্ত হবে না।

أَوْ ثَبَتَ ضَرُوْرَةَ كَثْرَةِ الْكَلَامِ اَىْ كَثْرَةِ اِسْتِعْمَالِهِ اَوْ طُوْلُ عِبَارَتِهِ يَدُلُّ عَلٰى مَا هُوَ الْمُرَادُ كَقَوْلِهِ عَلَىَّ مِائَةٌ وَ دِرْهَمٌ فَاِنَّ الْعَطْفَ جُعِلَ بَيَانًا لِاَنَّ الْمِائَةَ اَيْضًا دَرَاهِمُ فَكَاَنَّهُ قَالَ لَهُ عَلَىَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٌ وَاِنَّمَا حُذِفَ لِطُوْلِ الْكَلَامِ اَوْ لِكَثْرَةِ اِسْتِعْمَالِهِ كَمَا يَقُوْلُوْنَ مِائَةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ يُرِيْدُوْنَ بِهِ اَنَّ الْكُلَّ دَرَاهِمُ وَهٰذَا فِيْمَا يَثْبُتُ فِى الذِّمَّةِ فِىْ اَكْثَرِ الْمُعَامَلَاتِ كَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَهُ عَلَىَّ مِائَةٌ وَثَوْبٌ فَلِاَنَّ الثَّوْبَ لَا يَثْبُتُ فِى الذِّمَّةِ اِلَّا فِى السَّلَمِ فَلَا يَكُوْنُ بَيَانًا لِاَنَّ الْمِائَةَ اَيْضًا اَثْوَابٌ بَلْ يَرْجِعُ اِلَى الْقَائِلِ فِىْ تَفْسِيْرِهِ ـ

সরল অনুবাদ : অথবা, ৩. তা (বয়ান) **অধিক কথাবার্তার প্রয়োজনে সাব্যস্ত হবে।** অর্থাৎ তার ব্যবহারের আধিক্য অথবা ইবারতের দীর্ঘতা উদ্দিষ্ট অর্থের প্রতি নির্দেশ করে। **যেমন- কেউ বলল,** لَهُ عَلَىَّ مِائَةٌ وَ دِرْهَمٌ **(আমার জিম্মায় অমুকের একশত ও এক দিরহাম প্রাপ্য রয়েছে।)** অত্র উদাহরণে دِرْهَمٌ -এর আতফটি এ কথার বয়ান সাব্যস্ত হয়েছে যে, এখানে مِائَةٌ দ্বারাও دَرَاهِمُ -ই উদ্দেশ্য। যেন সে এভাবে বলেছে- لَهُ عَلَىَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٌ এখানে প্রথম دِرْهَمٌ -কে কালামের দীর্ঘসূত্রিতা হতে বাঁচার জন্য অথবা এটার ব্যবহারের আধিক্যের জন্য লোপ করে ফেলা হয়েছে। যেমন- আরবের লোকেরা বলে থাকে مِائَةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ তার দ্বারা مِائَةٌ দ্বারা دَرَاهِمُ-ই উদ্দেশ্য করে। এ ধরনের বয়ান সেসব বস্তুর মধ্যেই বুঝা যাবে, যা অধিকাংশ মুআমালা যেমন, মাপে ও ওজনে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তসমূহের ক্ষেত্রে মানুষের জিম্মায় সাব্যস্ত থাকে। কিন্তু বস্তুটি যদি মাপে ও ওজনে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য না হয়, যেমন কেউ বলল, لَهُ عَلَىَّ مِائَةٌ وَثَوْبٌ তাহলে এটা উপরিউক্ত নিয়মের বিপরীত হবে। অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় ثَوْبٌ -কে مِائَةٌ -এর বয়ান সাব্যস্ত করা হবে না। কেননা, بَيْعِ سَلَمْ ব্যতীত সাধারণ মুআমালার ক্ষেত্রে (غَيْرِ مِقْدَارِىْ) ثَوْب হওয়ার কারণে) কারো জিম্মায় সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং যখন ব্যবহারের আধিক্য সাব্যস্ত হয়নি, তখন এখানে আতফটি বয়ান সাব্যস্ত হবে না; বরং বক্তার নিকট তার مِائَةٌ-এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হবে। সে যে ব্যাখ্যা প্রদান করবে, তাই বিবেচিত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ ثَبَتَ অথবা সাব্যস্ত হবে ضَرُوْرَةَ প্রয়োজনে كَثْرَةِ الْكَلَامِ অধিক কথাবার্তার اَىْ অর্থাৎ كَثْرَةِ আধিক্যের ফলে اِسْتِعْمَالِهِ তার ব্যবহার اَوْ অথবা طُوْلُ দীর্ঘ عِبَارَتِهِ তার ইবারত يَدُلُّ বুঝায় عَلٰى উপরে مَا هُوَ الْمُرَادُ উদ্দিষ্ট অর্থের كَقَوْلِهِ যেমন কেউ বলল عَلَىَّ আমার জিম্মায় অমুকের জন্য রয়েছে مِائَةٌ وَ دِرْهَمٌ একশত এক দিরহাম فَاِنَّ الْعَطْفَ কেননা, এর আতফটি جُعِلَ সাব্যস্ত হয়েছে بَيَانًا বয়ান হিসেবে لِاَنَّ কেননা الْمِائَةَ اَيْضًا মিয়াতটি দ্বারাও دَرَاهِمُ দিরহাম উদ্দেশ فَكَاَنَّهُ قَالَ সে যেন এভাবে বলেছে لَهُ عَلَىَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٌ এ উক্তিটি وَاِنَّمَا حُذِفَ আর এখানে دِرْهَمٌ-কে হযফ করা হয়েছে لِطُوْلِ দীর্ঘতার কারণে الْكَلَامِ বাক্যের اَوْ অথবা لِكَثْرَةِ অধিক্যের ফলে اِسْتِعْمَالِهِ তার ব্যবহার كَمَا يَقُوْلُوْنَ যেমনি আরবের লোকেরা বলে থাকে مِائَةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ একশত বিশ দিরহাম يُرِيْدُوْنَ তারা উদ্দেশ্য করে بِهِ মিয়াত দ্বারা اَنَّ الْكُلَّ সবগুলোই دَرَاهِمُ দিরহাম وَهٰذَا আর এ ধরনের বয়ান فِيْمَا সেসব বস্তুর মধ্যে বুঝা যাবে يَثْبُتُ যেগুলো সাব্যস্ত হয় فِى الذِّمَّةِ মানুষের জিম্মায় فِىْ اَكْثَرِ الْمُعَامَلَاتِ যা অধিকাংশ মুআমালায় হয় كَالْمَكِيْلِ যেমন মাপে وَالْمَوْزُوْنِ ওজনে بِخِلَافِ এটা উক্ত নিয়মের বিপরীত قَوْلِهِ কারো বক্তব্য لَهُ عَلَىَّ তার জন্য আমার জিম্মায় একশত ও কাপড় مِائَةٌ وَثَوْبٌ فَلِاَنَّ الثَّوْبَ কেননা, কাপড়কে لَا يَثْبُتُ সাব্যস্ত করা হবে না فِى الذِّمَّةِ কারো জিম্মায় اِلَّا فِى السَّلَمِ একমাত্র বাইয়ে সলম ব্যতীত فَلَا يَكُوْنُ কাজেই এটা হবে না بَيَانًا বয়ান لِاَنَّ কেননা الْمِائَةَ اَيْضًا মিয়াতটিও اَثْوَابٌ কাপড়কে সাব্যস্ত করে بَلْ বরং يَرْجِعُ ফিরবে اِلَى الْقَائِلِ বক্তার নিকট فِىْ تَفْسِيْرِهِ মিয়াত-এর ব্যাখ্যা জানতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْ ثَبَتَ ضَرُوْرَةَ كَثْرَةِ الْكَلَامِ الخ -এর আলোচনা : অথবা অধিক (দীর্ঘ বক্তব্য হতে বাঁচার জন্য) সৃষ্ট প্রয়োজনে بَيَانٌ সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ بَيَانٌ-এর অধিক প্রয়োগের কারণে উদ্দিষ্ট অর্থ এমনিই বোধগম্য হয়ে যায়। কাজেই এটার উল্লেখের প্রয়োজন থাকে না। কাজেই অধিক প্রয়োগের প্রয়োজনে بَيَانٌ সাব্যস্ত হবে। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, বক্তব্যের দীর্ঘতা উদ্দিষ্ট অর্থকে বুঝিয়ে থাকে। যেমন- কারো বক্তব্য "لَهُ عَلَىَّ مِائَةٌ وَ دِرْهَمٌ" (অর্থাৎ সে আমার নিকট একশত এবং এক দিরহাম পাবে।) এ স্থলে وَاوْ শব্দটি عَطْفِ بَيَانٌ -এর জন্য হয়েছে। এটার অর্থ হবে একশত দিরহাম ও এক দিরহাম। অর্থাৎ مِائَةٌ ও دِرْهَمٌ (একশত) দিরহামই হবে, অন্য কিছু নয়। আর বক্তব্যের দীর্ঘতাবোধ ও বহুল প্রচলনের কারণে مِائَةٌ-এর পরে دِرْهَمٌ -কে উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন আরবি ভাষাভাষীগণ বলে থকে- مِائَةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ একশত ও দশ দিরহাম হতে সমস্ত সংখ্যা দ্বারাই তারা দিরহামকে বুঝিয়ে থাকেন। তবে এরূপ بَيَانٌ সেসব مَكِيْل ও مَوْزُوْن-এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যা লোকদের জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে থাকে।

সুতরাং এটা সে বক্তব্যের বিরোধী হবে। যদি বলা হয় যে, لَهُ عَلَىَّ مِائَةٌ وَثَوْبٌ (অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি আমার নিকট একশত ও একটি কাপড় পাবে)। কাজেই এ ক্ষেত্রে ثَوْب (কাপড়) مِائَةٌ এর জন্য "بَيَان" (ব্যাখ্যা) হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ, একমাত্র بَيْعِ سَلَمْ ব্যতীত সাধারণ লেনদেনে কারো দায়িত্বে কাপড় (ثَوْب) সাব্যস্ত হয় না। কেননা, এটা مَوْزُوْن বা مَكِيْل অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো পাত্র বা বাটখারার সাহায্যে পরিমাপযোগ্য নয়। সুতরাং সাধারণ্যে প্রচলন নেই বিধায় ثَوْب (কাপড়) مِائَةٌ-এর জন্য بَيَانٌ হতে পারে না; বরং বক্তার নিকট হতে مِائَةٌ-এর بَيَانٌ তলব করা হবে। বক্তা যে بَيَانٌ (ব্যাখ্যা) প্রদান করবে তাই গ্রহণযোগ্য হবে।

وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) اَلْمَرْجِعُ اِلَيْهِ فِى تَفْسِيْرِ الْمِائَةِ فِىْ جَمِيْعِ الْمَوَاضِعِ فَيَجِبُ فِى الْمِثَالِ الْاَوَّلِ اَيْضًا دِرْهَمٌ وَمِنَ الْمِائَةِ مَا بَيَّنَهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فَرْقَهُ اَوْ بَيَانُ تَبْدِيْلٍ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ بَيَانُ ضَرُوْرَةٍ وَهُوَ النَّسْخُ فِى اللُّغَةِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَكَانَ اٰيَةٍ ثُمَّ قَالَ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا فَعُلِمَ اَنَّهُمَا وَاحِدٌ وَمَعْنٰى بَيَانِ التَّبْدِيْلِ اَنَّهُ بَيَانٌ مِنْ وَجْهٍ وَتَبْدِيْلٌ مِنْ وَجْهٍ عَلٰى مَا قَالَ وَهُوَ بَيَانٌ لِمُدَّةِ الْحُكْمِ الْمُطْلَقِ الَّذِىْ كَانَ مَعْلُوْمًا عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا اَنَّهُ اَطْلَقَهُ فَصَارَ ظَاهِرُهُ الْبَقَاءُ فِىْ حَقِّ الْبَشَرِ -

সরল অনুবাদ : আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, সকল ক্ষেত্রেই বক্তার ব্যাখ্যা বিবেচিত হবে। সুতরাং তাঁর মতানুসারে প্রথমোক্ত উদাহরণেরও স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর উপর শুধু এক দিরহামই ওয়াজিব হবে এবং সে مِائَةٌ -এর যে ব্যাখ্যাই প্রদান করবে, তাই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আমরা উভয় উদাহরণের যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছি, তার প্রেক্ষিতে হুকুমের মধ্যে পার্থক্য হওয়া অনিবার্য। **অথবা, ৫. بَيَانُ تَبْدِيْلٍ হবে।** এটা গ্রন্থকার (র.)-এর বাণী- بَيَانُ ضَرُوْرَةٍ-এর উপর আত্ফ হয়েছে। **আর তা হচ্ছে نَسْخٌ বা রহিতকরণ** আভিধানিক অর্থে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَكَانَ اٰيَةٍ অতঃপর বলেছেন- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا (আমি যখন কোনো একটি আয়াতকে রহিত করি অথবা ভুলিয়ে দেই, তখন তা হতে উত্তম অথবা তার অনুরূপ আরেকটি আয়াত অবতীর্ণ করি।) এটা দ্বারা জানা গেল যে, نَسْخٌ ও تَبْدِيْلٌ একই বস্তু। আর بَيَانُ تَبْدِيْلٍ -এর অর্থ এই যে, এটা এক বিবেচনায় বয়ান এবং অন্য বিবেচনায় তাবদীল। যেমন- গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, **আর তা হলো মুতলাক হুকুমের সময়সীমার বর্ণনা, যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পূর্ব হতেই জ্ঞাত ছিল কিন্তু যেহেতু হুকুমের সাথে সময়সীমার উল্লেখ ছিল না, এ জন্য হুকুমটি বাহ্যত মানুষের বেলায় স্থায়ী বলে মনে হচ্ছিল।**

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন اَلْمَرْجِعُ اِلَيْهِ বক্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে فِى تَفْسِيْرِ ব্যাখ্যা জানতে الْمِائَةِ মিয়াতের فِىْ جَمِيْعِ الْمَوَاضِعِ সকল স্থানে فَيَجِبُ অতএব আবশ্যক হবে فِى الْمِثَالِ الْاَوَّلِ প্রথমোক্ত উদাহরণে اَيْضًا ও دِرْهَمٌ দিরহাম وَمِنَ الْمِائَةِ আর মিয়াত সম্পর্কে তাই গ্রহণযোগ্য হবে مَا بَيَّنَهُ যে ব্যাখ্যা প্রদান করবে وَقَدْ ذَكَرْنَا কিন্তু আমরা উল্লেখ করে দিয়েছি فَرْقَهُ উভয় উদাহরণের মধ্যকার পার্থক্য اَوْ بَيَانُ تَبْدِيْلٍ অথবা বয়ানে তাবদীল হবে عَطْفٌ এটি আতফ হয়েছে عَلٰى উপরে قَوْلِهِ গ্রন্থকারের বক্তব্য بَيَانُ ضَرُوْرَةٍ বয়ানে যরুরতের وَهُوَ আর তা হচ্ছে النَّسْخُ রহিতকরণ فِى اللُّغَةِ আভিধানিক অর্থে قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَاِذَا আর যখন بَدَّلْنَا আমি পরিবর্তন করি اٰيَةً কোনো আয়াত مَكَانَ اٰيَةٍ অন্য আয়াতের স্থলে ثُمَّ قَالَ অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এ আয়াতটি فَعُلِمَ এর দ্বারা জানা গেল যে اَنَّهُمَا وَاحِدٌ নসখ ও তাবদীল একই বস্তু وَمَعْنٰى আর অর্থ হলো بَيَانُ التَّبْدِيْلِ বয়ানে তাবদীলের اَنَّهُ بَيَانٌ এটি বয়ান مِنْ وَجْهٍ এক বিবেচনায় وَتَبْدِيْلٌ আর তাবদীল مِنْ وَجْهٍ অন্য বিবেচনায় عَلٰى مَا قَالَ যেমনি গ্রন্থকার বলেছেন وَهُوَ بَيَانٌ আর তা হলো বর্ণনা لِمُدَّةِ সময়সীমার الْحُكْمِ الْمُطْلَقِ মুতলাক হুকুমের الَّذِىْ كَانَ مَعْلُوْمًا যা পূর্ব হতেই জ্ঞাত ছিল عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর তা'আলার নিকট اِلَّا اَنَّهُ اَطْلَقَهُ তবে এটি মুতলাকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে فَصَارَ ظَاهِرُهُ ফলে হুকুমটি বাহ্যত মনে হচ্ছিল الْبَقَاءُ স্থায়ী বলে فِىْ حَقِّ الْبَشَرِ মানুষের বেলায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) اَلْمَرْجِعُ اِلَيْهِ فِىْ تَفْسِيْرِ الخ -এর বিশ্লেষণ : উক্ত ইবারতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী মাসআলাদ্বয়ের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত এ স্থলে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, চাই স্বীকারকারী لَهٗ عَلَىَّ مِائَةٌ وَدِرْهَمٌ (সে আমার নিকট একশত ও একটি দিরহাম পাবে।) বলুক, অথবা এভাবে বলুক لَهٗ عَلَىَّ مِائَةٌ وَثَوْبٌ (অর্থাৎ সে আমার নিকট একশত ও একখানা কাপড় পাবে); উভয় অবস্থায়ই একটি দিরহাম ও একখানা কাপড় স্বীকারকারীর উপর ওয়াজিব হবে। আর مِائَةٌ -এর ব্যাখ্যা বক্তার নিকট চাওয়া হবে। সে যে ব্যাখ্যা প্রদান করবে তাই গ্রহণযোগ্য হবে। কোনো উদাহরণেই مِائَةٌ -এর পরবর্তী শব্দ (অর্থাৎ ثَوْبٌ ও دِرْهَمٌ কোনোটিই) এটা (مِائَةٌ) -এর ব্যাখ্যা হবে না।

আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপরিউক্ত অভিমত সহীহ নয়। কেননা, মাসআলাদ্বয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কাজেই প্রথম উদাহরণে বহুল প্রচলনের কারণে বক্তব্যের দীর্ঘতা রোধ করার জন্য مِائَةٌ -এর পরে دِرْهَمٌ -কে উহ্য ধরা হয়েছে এবং পরবর্তী دِرْهَمٌ -কে তার بَيَانٌ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যা আরবি বাক্যরীতি সম্মতই শুধু নয়; বরং আরবি বাচন ভঙ্গীর দাবিও বটে। যেমন– তারা عَشَرَةٌ وَدِرْهَمٌ -এর দ্বারা এগারো দিরহামকে বুঝিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে عَشَرَةٌ وَثَوْبٌ এরূপ প্রচলন (এবং এটার দ্বারা এগারোটি কাপড়কে বুঝানোর রীতি) তাদের মধ্যে নেই। কাজেই এমতাবস্থায় ثَوْبٌ পূর্ববর্তী সংখ্যার بَيَانٌ হবে না; বরং পরবর্তী সংখ্যার بَيَانٌ স্বয়ং বক্তা যা প্রদান করবে তাই গ্রহণীয় হবে।

قَوْلُهُ اَوْ بَيَانُ تَبْدِيْلٍ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ بَيَانُ ضَرُوْرَةٍ الخ -এর বিশ্লেষণ : উল্লিখিত ইবারতে আভিধানিক দৃষ্টিতে بَيَانٌ نَسْخٌ ও تَبْدِيْلٌ সমার্থক প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে بَيَانٌ -এর পঞ্চম প্রকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এটাকে بَيَانٌ تَبْدِيْلٌ বলে। আভিধানিক অর্থে এটাই نَسْخٌ বা রহিতকরণ। কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন– "وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَكَانَ اٰيَةٍ" অর্থাৎ 'আর আমি যখন একটি আয়াতের পরিবর্তে অন্য আয়াত আবতীর্ণ করি।' অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ফরমান مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا অর্থাৎ 'যে আয়াত আমি রহিত করে দেই অথবা ভুলিয়ে দেই তা হতেও উত্তম আয়াত অথবা অন্তত তৎসম আয়াত আমি (এর পরিবর্তে) অবতীর্ণ করি।' দ্বিতীয় আয়াতটিতে প্রথম আয়াতেরই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম আয়াতের সারমর্মকেই অন্য ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে বোধগম্য হয় যে, نَسْخٌ (রহিতকরণ) ও تَبْدِيْلٌ (পরিবর্তন) সমার্থক উভয় এক ও অভিন্ন। এখানে উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত بَيَانٌ -কে بَيَانٌ تَبْدِيْلٌ নামকরণের তাৎপর্য এই যে, এটা এক দিকের বিবেচনায় بَيَانٌ এবং অপর দৃষ্টিকোণ হতে تَبْدِيْلٌ আমাদের শ্রদ্ধেয় মানার গ্রন্থ প্রণেতা (র.) অনুরূপই বলেছেন।

قَوْلُهُ وَهُوَ بَيَانٌ لِمُدَّةِ الْحُكْمِ الْمُطْلَقِ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে نَسْخٌ মূলত সাধারণ حُكْمٌ -এর সময়সীমার বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ স্থলে গ্রন্থকার (র.) বলতে চাচ্ছেন যে, বাহ্যত যদিও আমরা حُكْمٌ -এর পরিবর্তনকে تَبْدِيْلٌ বা نَسْخٌ নামে আখ্যায়িত করে থাকি। মূলত ব্যাপারটি তা নয়; বরং এটা পূর্ববর্তী حُكْمٌ مُطْلَقٌ তথা সাধারণ ও নিঃশর্ত হুকুমের সময়সীমাকে বর্ণনা করে থাকে। অর্থাৎ এটা প্রকাশ করে দেয় যে, এ حُكْمٌ টির কার্যকারিতার সময় শেষ হয়ে গেছে। এ পরিমাণ সময়ের জন্যই একে কার্যকর করা হয়েছে। সুতরাং এরপর আর এটা চলতে পারে না। আর এ সময়সীমা যদিও আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল; কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবশ্যই এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন। তথাপি তিনি অনির্দিষ্টভাবে উক্ত حُكْمٌ চালু রেখেছিলেন। যার কারণে বাহ্যিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে লোকেরা এটাকে স্থায়ী মনে করে বসেছিল। তাই মানুষের বিচারে উক্ত حُكْمٌ -এর রদবদল نَسْخٌ বা রহিতকরণ। কিন্তু আল্লাহর দিক বিচারে এটা হলো উক্ত حُكْمٌ -এর সময়সীমার বর্ণনা। যেমন– ইসলামের প্রাথমিক যুগে نِكَاحٌ مُتْعَةٌ হালাল ছিল। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, শীঘ্রই একে অবৈধ ঘোষণা করা হবে। অর্থাৎ কতদিন এটা বৈধ থাকবে তা আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল। অথচ লোকেরা অজ্ঞতা বশত এটাকে স্থায়ী حُكْمٌ জ্ঞান করে বসেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এটাকে হারাম ঘোষণা করলেন তখন লোকেরা এটাকে نَسْخٌ বা রহিতকরণ হিসেবেই গণ্য করল। অথচ আল্লাহ তা'আলা মূলত এটার কার্যকারিতা (তথা বৈধতা)-এর সময়সীমাই বর্ণনা করলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেন ঘোষণা করে দিলেন যে, এর বৈধতার সময় শেষ হয়ে গেছে। এ সময়ের জন্যই বৈধ রাখা হয়েছিল। কাজেই এরপর আর এটা জায়েজ হতে পারে না।

يَعْنِىْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَبَاحَ الْخَمْرَ مَثَلًا فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ وَكَانَ فِىْ عِلْمِهٖ اَنْ يُحَرِّمَهَا بَعْدَ مُدَّةٍ اَلْبَتَّةَ وَلٰكِنْ لَمْ يَقُلْ مِنَّا اِنِّىْ اُبِيْحُ الْخَمْرَ اِلٰى مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بَلْ اَطْلَقَ الْاِبَاحَةَ فَكَانَ فِىْ زَعْمِنَا اَنَّهٗ تَبْقٰى هٰذِهِ الْاِبَاحَةُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ لَمَّا جَاءَ التَّحْرِيْمُ بَعْدَ ذٰلِكَ مُفَاجَاةً فَكَانَ تَبْدِيْلًا فِىْ حَقِّنَا لِاَنَّهٗ بَدَّلَ الْاِبَاحَةَ بِالْحُرْمَةِ بَيَانًا مَحْضًا فِىْ حَقِّ صَاحِبِ الشَّرْعِ لِمِيْعَادِ الْاِبَاحَةِ الَّذِىْ كَانَ فِىْ عِلْمِهٖ فَكَوْنُهٗ بَيَانًا فِىْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى وَكَوْنُهٗ تَبْدِيْلًا فِىْ حَقِّ الْبَشَرِ وَهٰذَا بِمَنْزِلَةِ الْقَتْلِ اِذَا قَتَلَ اِنْسَانٌ اِنْسَانًا فَاِنَّهٗ بَيَانٌ لِمَوْتِهِ الْمُقَدَّرَةِ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتَبْدِيْلٌ فِىْ حَقِّ النَّاسِ لِاَنَّهُمْ يَظُنُّوْنَ اَنَّهٗ لَوْ لَمْ يَقْتُلْ لَعَاشَ اِلٰى مُدَّةٍ اُخْرٰى فَقَدْ قَطَعَ الْقَاتِلُ عَلَيْهِ اَجَلَهٗ وَلِهٰذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ فِى الدُّنْيَا وَالْعِقَابُ فِى الْاٰخِرَةِ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَنَا بِالنَّصِّ الَّذِىْ تَلَوْنَا قَبْلَ ذٰلِكَ ـ

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ যেমন আল্লাহ তা'আলা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে মদ্যপানকে হালাল রেখেছিলেন অথচ তাঁর ইল্মের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল যে, একটি বিশেষ সময়সীমার পর তিনি মদকে হারাম করে দিবেন। কিন্তু শুরুতে এটা বলেননি যে, আমি মদকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্তের জন্য হালাল করছি; বরং ইবাহাতকে সময়ের নির্দিষ্ট আবেষ্টনী হতে মুতলাক রেখেছেন। এ জন্য আমাদের ধারণা হয়েছিল যে, এ ইবাহাত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে। অতঃপর হঠাৎ যখন মদ হারাম হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলো, **তখন তা আমাদের বেলায় تَبْدِيْل বা পরিবর্তন হয়েছে।** কেননা, তা ইবাহাতকে হুরমত দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। **আর শরিয়ত প্রবর্তনকারীর বেলায় নিছক বয়ান বা ব্যাখ্যা হয়েছে** ইবাহাতের সে সময়সীমার জন্য, যা আল্লাহ তা'আলার নিকট পূর্ব হতেই জানা রয়েছে। সুতরাং এ পরিবর্তিত হুকুম আল্লাহ তা'আলার বেলায় বয়ান এবং বান্দার বেলায় تَبْدِيْل হওয়ার দৃষ্টান্ত। আর এটা একজন লোক অন্য একজন লোককে হত্যা করে ফেলার ন্যায় হয়েছে। কেননা, এ হত্যা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যে নিহত ব্যক্তির যে আয়ু নির্ধারিত ছিল, তারই বয়ান এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তার আয়ুষ্কালের মধ্যে পরিবর্তন সাধন। কেননা, তারা মনে করত যে, যদি সে নিহত না হতো, তাহলে আরো অধিককাল পর্যন্ত জীবিত থাকত। মনে হয় যেন, হত্যাকারী ব্যক্তি তার আয়ুষ্কালকে সংকোচিত করে দিয়েছে। এ জন্যই ইহজগতে তার উপর কেসাস ও রক্তপণ এবং পরকালে শাস্তি ওয়াজিব হবে। **আর এ নস্খ আমরা মুসলমানদের মতে সে নসের সাহায্যে জায়েজ,** যা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি।

শাব্দিক অনুবাদ : يَعْنِىْ অর্থাৎ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى মহান আল্লাহ اَبَاحَ হালাল রেখেছিলেন اَلْخَمْرَ মদ্যপানকে مَثَلًا উদাহরণত فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ ইসলামের প্রাথমিক যুগে وَكَانَ فِىْ عِلْمِهٖ অথচ তার ইলমের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল اَنْ يُحَرِّمَهَا তিনি মদকে হারাম করে দিবেন بَعْدَ পরে مُدَّةٍ নির্দিষ্ট সময় اَلْبَتَّةَ আবশ্যকীয়ভাবে وَلٰكِنْ কিন্তু لَمْ يَقُلْ مِنَّا শুরুতে তিনি এটা বলেননি যে اِنِّىْ اُبِيْحُ আমি হালাল করেছি اَلْخَمْرَ মদকে اِلٰى مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত بَلْ বরং اَطْلَقَ মুতলাক রেখেছেন الْاِبَاحَةَ বৈধতাকে فَكَانَ فِىْ زَعْمِنَا এ কারণে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে اَنَّهٗ تَبْقٰى অবশিষ্ট থাকবে هٰذِهِ الْاِبَاحَةُ এ ইবাহাতটি اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত পর্যন্ত ثُمَّ অতঃপর لَمَّا جَاءَ যখন আসল اَلتَّحْرِيْمُ মদ হারামের আদেশ بَعْدَ ذٰلِكَ এরপর مُفَاجَاةً হঠাৎ করে فَكَانَ تَبْدِيْلًا ফলে তা তাবদীল হয়েছে فِىْ حَقِّنَا আমাদের বেলায় لِاَنَّهٗ بَدَّلَ কেননা, এটা বদল করেছে الْاِبَاحَةَ ইবাহাতকে بِالْحُرْمَةِ হুরমাত দ্বারা بَيَانًا এটা নিছক বয়ান বা ব্যাখ্যা হয়েছে مَحْضًا শুধুমাত্র فِىْ حَقِّ বেলায় صَاحِبِ الشَّرْعِ শরিয়ত প্রবর্তনকারীর لِمِيْعَادِ সময়সীমার জন্য الْاِبَاحَةِ ইবাহাতের الَّذِىْ كَانَ যা ছিল فِىْ عِلْمِهٖ আল্লাহর ইলমে فَكَوْنُهٗ بَيَانًا সুতরাং এ পরিবর্তিত হুকুম বয়ান হয়েছে فِىْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى মহান আল্লাহর বেলায় وَكَوْنُهٗ تَبْدِيْلًا আর তাবদীল হওয়ার দৃষ্টান্ত فِىْ حَقِّ الْبَشَرِ মানুষের বেলা وَهٰذَا আর এটা بِمَنْزِلَةِ অনুরূপ الْقَتْلِ হত্যা করার اِذَا যখন قَتَلَ হত্যা করল اِنْسَانٌ কোনো মানুষ اِنْسَانًا অপর এক ব্যক্তিকে فَاِنَّهٗ بَيَانٌ এটা হবে বয়ান لِمَوْتِهِ তার মৃত্যুর জন্য الْمُقَدَّرَةِ যা নির্ধারিত ছিল فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى মহান আল্লাহর ইলমে وَتَبْدِيْلٌ আর এটা তাবদীলের দৃষ্টান্ত

মানুষের বেলায় فِى حَقِّ النَّاسِ কেননা, তারা মনে করত لِأَنَّهُمْ يَظُنُّوْنَ যদি সে নিহত না হতো أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ তাহলে জীবিত থাকত لَعَاشَ আরো অধিক কাল পর্যন্ত إِلَى مُدَّةٍ أُخْرَى কাজেই সঙ্কোচিত করে কেটে দিয়েছে فَقَدْ قَطَعَ হত্যাকারী الْقَاتِلُ তার আয়ুষ্কালকে عَلَيْهِ أَجَلَهُ আর এ কারণেই وَلِهٰذَا তার উপর আবশ্যক হবে يَجِبُ عَلَيْهِ কেসাস الْقِصَاصُ এবং রক্তপণ وَالدِّيَةُ ইহজগতে فِى الدُّنْيَا আর শাস্তি (ওয়াজিব) হবে وَالْعِقَابُ পরকালে। فِى الْاٰخِرَةِ আর এ নসখ জায়েজ وَهُوَ جَائِزٌ আমাদের মতে عِنْدَنَا সে নসের সাহায্যে بِالنَّصِّ যা আমরা আলোচনা করেছি الَّذِىْ تَلَوْنَا ইতঃপূর্বে قبل ذلك

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهٰذَا بِمَنْزِلَةِ الْقَتْلِ إِذَا قَتَلَ اِنْسَانٌ الخ : উক্ত ইবারতে نَسْخ-কে بَيَانٌ ও تَبْدِيْل উভয় নামে আখ্যায়িত করবার তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। نَسْخ বা রহিতকরণ আমাদের (মানুষের) বেলায় পরিবর্তন আর আল্লাহর বেলায় এটা নিছক بَيَانٌ বিশেষ। ব্যাপারটিকে আমরা এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তি নিহত হওয়ার সাথে তুলনা করতে পারি। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর দিক বিবেচনায় এটা بيان বিশেষ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, এ সময়ে সে মৃত্যুবরণ করবে। তার মৃত্যুর জন্য এ সময়টিই নির্ধারিত। কাজেই হত্যাকারী সে সময়টিকেই বর্ণনা করেছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন- "فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ" (অর্থাৎ যখন তাদের মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় এসে পড়বে তখন একটু বিলম্বও হবে না এবং একটু আগামও হবে না; বরং নির্দিষ্ট সময়েই তাদের মৃত্যু হবে।) তবে মানুষের বিবেচনায় এটা পরিবর্তন হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, তাদের ধারণা হলো যদি লোকটিকে হত্যা করা না হতো, তাহলে সে আরো অনেক দিন পর্যন্ত জীবিত থাকত। কাজেই এতে তার হায়াত হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে সে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী হলে তার উপর কেসাস ওয়াজিব হবে, আর ভুলক্রমে হত্যাকারী হলে তার উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। উপরন্তু আখিরাতে তো তার জন্য শাস্তি নির্ধারিতই রয়েছে, যদি সে খালেস তওবা না করে।

অবশ্য উপরিউক্ত বক্তব্যের সমালোচনায় বলা হয়েছে যে, بَيَانٌ তো তাকেই বলে যা বান্দার দিকের বিবেচনায় بَيَانٌ পক্ষান্তরে আল্লাহর দিক বিবেচনায় তো সব নিছক সুস্পষ্ট জ্ঞাত। কাজেই نَسْخ (রহিতকরণ)-কে এর শ্রেণীভুক্ত করা সহীহ হবে না; বরং نَسْخ হলো কোনো حُكْم -কে একবার সাব্যস্ত করার পর পরবর্তী পর্যায়ে এটাকে রহিত করে দেওয়া। আর এ জন্যই শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র.) نَسْخ-কে بَيَانٌ-এর শ্রেণীভুক্ত করেননি।

قَوْلُهُ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَنَا بِالنَّصِّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে نَسْخ-এর ব্যাপারে ইহুদিদের সাথে মুসলমানদের মতবিরোধ বর্ণিত হয়েছে। আমাদের তথা সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের ঐকমত্যে نَسْخ তথা এক হুকুমকে রহিত করত এটার পরিবর্তে অন্য حُكْم প্রবর্তন করা জায়েজ, যা نَصّ অর্থাৎ কুরআনিক ভাষ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের দু'টি আয়াত প্রণিধানযোগ্য। আয়াত দু'টি নিম্নরূপ- "وَإِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ" (অর্থাৎ আর আমি যখন একটি আয়াতের পরিবর্তে অন্য আয়াত নাজিল করি...) অন্য আয়াতে এটার প্রতিধ্বনি করে বলা হয়েছে مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا (অর্থাৎ যে আয়াতকে আমি রহিত করে দেই অথবা বিস্মৃত করে দেই তার পরিবর্তে তদপেক্ষা উত্তম অন্তত পক্ষে তৎসম আয়াত আমি অবতীর্ণ করি।) অবশ্য তানকীহ গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন যে, কোনো মুসলমান نَسْخ-কে অস্বীকার করে না। কিন্তু কোনো মুসলমান হতে এটা কল্পনা করা যায় না। কেননা, نَسْخ-কে অস্বীকার করলে নবুয়তে মোহাম্মদী ﷺ-এর উপর কিভাবে ঈমান থাকতে পারে? কারণ, নবী করীম ﷺ-এর দীন তো পূর্ববর্তী সকল দীনকে مَنْسُوْخ করে দিয়েছে। আর তাঁর শরিয়তে একটি حُكْم-কে অপরটির দ্বারা রহিত করা হয়েছে, যার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত হাদীস ও তাফসীরের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) "خِلَافًا لِلْيَهُوْدِ"-এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীয়া ﷺ-এর ইজমার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আর এটাই অগ্রগণ্য।

ইহুদি সম্প্রদায় نَسْخ বা রহিতকরণকে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের যুক্তি হলো, এতে আল্লাহ তা'আলার অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা সাব্যস্ত হবে। মূলত তাদের এ দাবির পিছনে দুরভিসন্ধি ও অসৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে। মূলত এ অজুহাতে তারা নবী করীম ﷺ-এর শরিয়ত তথা তাঁর নবুয়তকে অস্বীকার করার অপপ্রয়াস পেয়েছে। অর্থাৎ যাতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর শরিয়তের দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত مَنْسُوْخ বা রহিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত না হয়; বরং হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

বস্তুত نَسْخ-এর ব্যাপারে ইহুদিদের মধ্যে তিনটি দল (মতবাদ) রয়েছে। একদলের মতে আকলের দৃষ্টিতে نَسْخ জায়েজ নয়। অপর একদলের মতে আকলের দৃষ্টিতে সম্ভব বটে, তবে سَمْعًا এটার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। আর তৃতীয় দলের মতে এটা সম্ভব এবং এর অস্তিত্বও বিদ্যমান। এ তৃতীয় দলের মতে রেসালাতে মুহাম্মদী ﷺ আরবের লোকের জন্য খাস। সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁকে নবী করে পাঠানো হয়নি। উল্লেখ্য যে, ইসলামি গ্রন্থাবলিতে (প্রশাখামূলক মাসআলায়) কাফিরদের বিরোধিতার উল্লেখ অবান্তর ও নিষ্প্রয়োজন। কেননা, তারা তো শরীয়তে মুহাম্মদীয়া ﷺ-এর সব মাসআলায়ই বিরোধিতা করে থাকে।

خِلَافًا لِلْيَهُوْدِ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ تَلْزَمُ مِنْهُ سَفَاهَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْجَهْلُ بِعَوَاقِبِ الْاُمُوْرِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ لِلْاُلُوْهِيَّةِ وَغَرَضُهُمْ مِنْ ذٰلِكَ اَنْ لَا تَنْسَخَ شَرِيْعَةُ مُوْسٰى (ع) بِشَرِيْعَةِ اَحَدٍ وَيَكُوْنُ دِيْنُهٗ مُؤَبَّدًا وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَكِيْمٌ يَعْلَمُ مَصَالِحَ الْعِبَادِ وَحَوَائِجَهُمْ فَيَحْكُمُ كُلَّ يَوْمٍ عَلٰى حَسْبِ عِلْمِهٖ وَمَصْلَحَتِهٖ كَالطَّبِيْبِ يَحْكُمُ لِلْمَرِيْضِ بِشُرْبِ دَوَاءٍ وَاَكْلِ غِذَاءٍ الْيَوْمَ ثُمَّ غَدًا بِخِلَافِ ذٰلِكَ فَاِنَّهٗ لَا يَحْكُمُ بِسَفَاهَتِهٖ بَلْ هُوَ عَاقِلٌ حَاذِقٌ يُعْطِىْ كُلَّ يَوْمٍ عَلٰى حَسْبِ مَا يَجِدُ مِزَاجَهٗ فِيْهِ وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الْمَرِيْضِ اِنِّىْ اُبَدِّلُكَ غَدًا بِغِذَاءٍ وَ دَوَاءٍ اٰخَرَ وَقَدْ صَحَّ اَنَّ فِىْ شَرِيْعَةِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ نِكَاحُ الْجُزْءِ اَعْنِىْ حَوَّاءَ حَلَالًا وَكَذَا نِكَاحُ الْاَخَوَاتِ لِلْاَخِ حَلَالًا ثُمَّ نُسِخَ فِىْ شَرِيْعَةِ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

সরল অনুবাদ : কিন্তু ইহুদিরা এ বিষয়ে বিপরীত মত পোষণ করে। তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ বর্ষিত হোক। তারা বলে যে, যদি নস্খ জায়েজ হয়, তাহলে (নাঊযুবিল্লাহ) এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি মূর্খতা ও পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতার অপবাদ আরোপ করা অনিবার্য হবে, যা আল্লাহ তা'আলার শানের খেলাফ। আর নস্খকে অস্বীকার করা দ্বারা ইহুদিদের আসল উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত যেন অন্য কোনো শরিয়ত দ্বারা মান্সূখ হতে না পারে এবং তাঁর শরিয়তের চিরস্থায়িত্ব সাব্যস্ত হয়ে যায়। তাদের উত্তরে আমরা বলি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহা প্রজ্ঞাবান এবং তাঁর বান্দাদের কল্যাণ ও প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। তিনি তাঁর জ্ঞান ও বিচক্ষণতা অনুযায়ী প্রত্যহ নতুন নতুন হুকুম প্রদান করতে পারেন। যদ্রূপ চিকিৎসক রোগীকে আজ এক প্রকার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা প্রদান করে আবার কাল এটা পরিবর্তন করে অন্য ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা প্রদান করে থাকেন। এ পরিবর্তন করার কারণে কেউ তাকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করে না; বরং তাকে খুবই বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ মনে করা হয়ে থাকে যে, তিনি প্রত্যহ রোগীর মেজাজ ও অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। অথচ তিনি রোগীকে প্রথম দিবসে এ কথাটি বলে দেন না যে, আগামীকাল তোমার ঔষধ ও পথ্য পরিবর্তন করে দিবো। আর ইহুদিরাও এ কথাটি স্বীকার করে যে, হযরত আদম (আ.)-এর শরিয়তে নিজের অংশ অর্থাৎ হযরত হাওয়া (আ.)-এর সাথে বিবাহ শুদ্ধ ছিল, তদ্রূপ ভাইদের বেলায় বোনদের সাথে বিবাহ হালাল ছিল। তারপর হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তে তা রহিত হয়ে যায়। (সুতরাং নস্খকে অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই।)

শাব্দিক অনুবাদ : خِلَافًا لِلْيَهُوْدِ কিন্তু ইহুদিরা এর বিপরীত মত পোষণ করে لَعَنَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى মহান আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ কেননা, তারা বলে تَلْزَمُ مِنْهُ নসখ দ্বারা অনিবার্য হবে سَفَاهَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার উপর মূর্খতা وَالْجَهْلُ এবং অজ্ঞতা بِعَوَاقِبِ পরিণাম সম্পর্কে الْاُمُوْرِ বিষয়াবলির وَهُوَ আর এটা لَا يَصْلُحُ শানের বিপরীত لِلْاُلُوْهِيَّةِ মহান আল্লাহ তা'আলার وَغَرَضُهُمْ আর তাদের উদ্দেশ্য হলো مِنْ ذٰلِكَ নসখ অস্বীকার করা দ্বারা اَنْ لَا تَنْسَخَ মানসূখ হতে না পারে شَرِيْعَةُ শরিয়ত مُوْسٰى (ع) হযরত মূসা (আ.)-এর بِشَرِيْعَةِ اَحَدٍ অন্য কোনো শরিয়ত দ্বারা وَيَكُوْنُ دِيْنُهٗ এবং তাঁর শরিয়ত সাব্যস্ত হবে مُؤَبَّدًا চিরস্থায়ী وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমরা বলি اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى মহান আল্লাহ তা'আলা حَكِيْمٌ মহা প্রজ্ঞাবান يَعْلَمُ তিনি পূর্ণ জ্ঞানবান مَصَالِحَ কল্যাণ الْعِبَادِ বান্দার وَحَوَائِجَهُمْ এবং তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে فَيَحْكُمُ ফলে তিনি হুকুম প্রদান করেন كُلَّ يَوْمٍ প্রতিদিন عَلٰى حَسْبِ অনুযায়ী عِلْمِهٖ তাঁর প্রজ্ঞা وَمَصْلَحَتِهٖ এবং বিচক্ষণতা كَالطَّبِيْبِ যেমনি চিকিৎসক يَحْكُمُ ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন لِلْمَرِيْضِ রোগীকে بِشُرْبِ পান করতে دَوَاءٍ ঔষধ وَاَكْلِ এবং খেতে غِذَاءٍ বিভিন্ন খাবার الْيَوْمَ আজ এক রকম ثُمَّ غَدًا তারপর পরদিন بِخِلَافِ ذٰلِكَ এর বিপরীত করেন فَاِنَّهٗ لَا يَحْكُمُ এর ফলে কেউ মনে করে না بِسَفَاهَتِهٖ এটা তার নির্বুদ্ধিতা بَلْ هُوَ বরং সে عَاقِلٌ বুদ্ধিমান এবং حَاذِقٌ অভিজ্ঞ يُعْطِىْ তিনি ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন كُلَّ يَوْمٍ প্রতিদিন عَلٰى حَسْبِ অনুযায়ী مَا يَجِدُ যা তিনি পেতেন مِزَاجَهٗ فِيْهِ তার মেজাজ ও অবস্থা وَلَمْ يَقُلْ অথচ তিনি বলে দেন না مِنَ الْمَرِيْضِ রোগীকে اِنِّىْ اُبَدِّلُكَ আমি পরিবর্তন করে দেবো غَدًا আগামীকাল بِغِذَاءٍ পথ্য وَ دَوَاءٍ ও ঔষধ اٰخَرَ অন্য وَقَدْ صَحَّ অথচ ইহুদিরাও স্বীকার করে اِنَّ فِىْ شَرِيْعَةِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

যে আদম (আ.)-এর শরিয়তে كَانَ نِكَاحُ বিবাহ করা الْجُزْءِ অংশকে اَعْنِىْ অর্থাৎ حَوَّاءُ হাওয়া (আ.) حَلَالًا বৈধ ছিল وَكَذَا এমনিভাবে فِىْ شَرِيْعَةِ نُوْحٍ বিবাহ করা الْاَخَوَاتِ বোনকে لِلْاَخِ ভাইয়ের জন্য حَلَالًا বৈধ ছিল ثُمَّ نُسِخَ তারপর এসব মানসূখ হয়ে যায় نِكَاحُ (ع) হযরত নূহ (আ.)-এর শরিয়তে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ حَكِيْمٌ يَعْلَمُ مَصَالِحَ الخ **-এর বিশ্লেষণ** : উল্লিখিত ইবারতে ইহুদিদের نَسْخ-কে অস্বীকার করার যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে। نَسْخ -কে অস্বীকার করতে গিয়ে ইহুদিরা বলেছেন যে, এতে আল্লাহর অজ্ঞতা, অপরিণামদর্শিতা ও অদূরদর্শিতা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। উক্ত যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে আমরা বলে থাকি যে, তোমাদের উপরিউক্ত দাবি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এতে আল্লাহর জ্ঞানের বিশালতাই প্রমাণ হয়ে থাকে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী এবং বান্দার সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজন সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত রয়েছেন, সেহেতু বান্দার প্রয়োজন এবং মঙ্গলামঙ্গলের দিক বিবেচনা করে তিনি তাদের জন্য পরিবর্তিত বিধান প্রবর্তন করে থাকেন। যেমন– অভিজ্ঞ ডাক্তার রোগীর অবস্থা অনুযায়ী ঔষধ পথ্য তথা ব্যবস্থাপত্রের পরিবর্তন করে থাকেন। আর এতে তার মূর্খতা ও অপরিণামদর্শিতা সাব্যস্ত হয় না; বরং বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতাই প্রমাণিত হয়ে থাকে। সুতরাং চিকিৎসক যদি ব্যবস্থাপত্রের পরিবর্তনের দ্বারা বিচক্ষণ ও যশস্বী সাব্যস্ত হতে পারে, তাহলে আত্মিক রোগের মহাচিকিৎসক তার বান্দাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ নামে যদি ব্যবস্থা পত্রের সময়োপযোগী পরিবর্তন করে থাকেন, তাহলে তিনি অবিচক্ষণ ও অপরিণামদর্শী সাব্যস্ত হবেন কোন যুক্তিতে? কাজেই আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে অনুরূপ অপবাদ সম্পূর্ণ অবান্তর ও অযৌক্তিক।

وَقَدْ صَحَّ اَنَّ فِىْ شَرِيْعَةِ اٰدَمَ (ع) كَانَ نِكَاحُ الخ **-এর বিশ্লেষণ** : আলোচ্য ইবারতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে একটি اِلْزَامِىْ جَوَابٌ বর্ণিত হয়েছে। এ স্থলে ইহুদিদের দলিলের একটি এলযামী জওয়াব (اِلْزَامِىْ جَوَابٌ) দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যা তাদের নিকটও স্বীকৃত তার দ্বারাই তাদের মতবাদের অন্তঃসার শূন্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা নিজেরাও তো نَسْخ -কে স্বীকার করে থাক। কেননা, তোমাদের মাযহাব অনুযায়ীও হযরত আদম (আ.) বিবাহ করেছেন। অথচ হযরত হাওয়া (আ.)-কে হযরত আদম (আ.)-এর বাম হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তা ছাড়া তৎকালে সহোদর বোনকে বিবাহ করা জায়েজ ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত নূহ (আ.)-এর শরিয়তের দ্বারা এটা রহিত হয়ে গেছে। কাজেই তোমাদের বক্তব্য স্ববিরোধী প্রমাণিত হলো। সুতরাং তোমাদের نَسْخ -কে অস্বীকার করার দাবি সহীহ নয়।

وَمَحَلُّهُ حُكْمٌ يَحْتَمِلُ الْوُجُوْدَ وَالْعَدَمَ فِىْ نَفْسِهِ بِاَنْ يَّكُوْنَ اَمْرًا مُمْكِنًا عَمَلِيًّا وَلَايَكُوْنُ وَاجِبًا لِذَاتِهِ كَالْاِيْمَانِ وَلَا مُمْتَنِعًا لِذَاتِهِ كَالْكُفْرِ فَاِنَّ وُجُوْبَ الْاِيْمَانِ وَحُرْمَةَ الْكُفْرِ لَا يَنْسَخُ فِىْ دِيْنٍ مِنَ الْاَدْيَانِ وَلَا يَقْبَلُ النَّسْخَ وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ مَا يُنَافِى النَّسْخَ مِنْ تَوْقِيْتٍ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ يَحْتَمِلُ الْوُجُوْدَ لِاَنَّهُ اِذَا الْتَحَقَ بِهِ التَّوْقِيْتُ لَا يَنْسَخُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْوَقْتِ اَلْبَتَّةَ وَبَعْدَهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ النَّسْخِ وَقَدْ قَالُوْا فِىْ نَظِيْرِهِ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ خِطَابًا لِقَوْمِ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكُلُّ ذٰلِكَ غَلَطٌ لِاَنَّهُ مِنَ الْاَخْبَارِ وَالْقِصَصِ وَالْاَوْلٰى فِىْ نَظِيْرِهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَأْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا وَنَحْوِهِ ـ

সরল অনুবাদ : আর নসখ এমন ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, যা সত্তাগতভাবে অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতা উভয়েরই সম্ভাবনা রাখে। অর্থাৎ এমন সম্ভাব্য ব্যাপার হবে যা আমলের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং সত্তাগতভাবে ওয়াজিব নয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করা। অথবা সত্তাগতভাবে নিষিদ্ধও নয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করা। কেননা, ঈমান ওয়াজিব হওয়া এবং কুফর হারাম হওয়া এটা কোনো ধর্মেই মানসূখ হতে পারে না এবং তা قَطْعِىْ এবং عَقْلِىْ হওয়ার কারণে কস্মিনকালেও নসখ কবুল করে না। **আর তার সাথে এমন কোনো শর্ত সংযুক্ত হবে না যা নস্খ-এর জন্য অন্তরায় বিশেষ। যেমন– মুদ্দত বা সময়কাল বর্ণনা করা।** এটা গ্রন্থকার (র.)-এর বাণী– يَحْتَمِلُ الْوُجُوْدَ-এর উপর আত্ফ হয়েছে। কেননা, যদি তার সাথে সময়কালের বর্ণনা সংযুক্ত হয়, তাহলে প্রকাশ্য কথা যে, সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা কিছুতেই মানসূখ হতে পারে না। (নতুবা মিথ্যা আবশ্যক হবে) আর সময় পূর্ণ হওয়ার পর তো তার উপর নস্খ নামটি প্রযোজ্যই হবে না। উদাহরণে কেউ কেউ নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পেশ করেছেন– ১. হযরত সালেহ (আ.)-এর কওমকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ (অতিবাহিত করো স্বীয় গৃহে তিনদিন।) ২. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বক্তব্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا (তোমরা সাত বৎসর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চাষ করবে।) কিন্তু এ সব কয়টি উদাহরণই ভুল। কেননা, এ সবগুলো খবর ও কেচ্ছার অন্তর্ভুক্ত; (আর খবরের মধ্যে নস্খ সংঘটিত হয় না;) বরং এটার উদাহরণে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পেশ করাই উত্তম : ১. فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَأْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ (আর কাফিরদের বেলায় ক্ষমা ও উদারতা অবলম্বন করো যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার অপর আদেশ আগমন করে।) ২. فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا (আর তোমরা ব্যভিচারিণী স্ত্রীগণকে গৃহে বন্দী করে রাখো, যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের ইহলীলা সাঙ্গ করে দেয়। অথবা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অপর কোনো পথ বাতলিয়ে দেন।) এবং এরূপ অন্যান্য আয়াতসমূহ।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمَحَلُّهُ حُكْمٌ আর নসখ এমন ক্ষেত্রে সংঘটিত হয় يَحْتَمِلُ যা সম্ভাবনা রাখে اَلْوُجُوْدَ অস্তিত্ব وَالْعَدَمَ ও অস্তিত্বহীন فِىْ نَفْسِهِ সত্তাগতভাবে بِاَنْ এভাবে যে يَكُوْنَ اَمْرًا এমন ব্যাপার হবে مُمْكِنًا যা সম্ভাব্য عَمَلِيًّا আমলের সাথে সম্পর্ক রাখে وَلَا يَكُوْنُ وَاجِبًا এবং তা ওয়াজিব নয় لِذَاتِهِ সত্তাগতভাবে كَالْاِيْمَانِ যেমন– আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করা وَلَا مُمْتَنِعًا এবং তা নিষিদ্ধও নয় لِذَاتِهِ সত্তাগতভাবে كَالْكُفْرِ যেমন কুফরি করা فَاِنَّ কেননা وُجُوْبَ ওয়াজিব হওয়া الْاِيْمَانِ ঈমান আনয়ন করা وَحُرْمَةَ الْكُفْرِ কুফর হারাম হওয়া لَا يَنْسَخُ এটা মানসূখ হতে পারে না فِىْ دِيْنٍ مِنَ الْاَدْيَانِ কোনো ধর্মেই وَلَا يَقْبَلُ আর কবুল করে না النَّسْخَ নসখকে وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ এবং এর সাথে মিলিত হয় না مَا يُنَافِىْ এমন কোনো শর্ত যা অন্তরায় হয় النَّسْخَ নসখের مِنْ تَوْقِيْتٍ যেমন সময়কাল বর্ণনা عَطْفٌ এটা আতফ হয়েছে عَلٰى قَوْلِهِ يَحْتَمِلُ الْوُجُوْدَ গ্রন্থকারের কাওল يَحْتَمِلُ الْوُجُوْدَ-এর উপর لِاَنَّهُ কেননা اِذَا যখন الْتَحَقَ بِهِ এর সাথে মিলিত হয় التَّوْقِيْتُ সময়কাল বর্ণনা لَا يَنْسَخُ তাহলে মানসূখ হয় না قَبْلَ পূর্বে ذٰلِكَ الْوَقْتِ সে সময়কালের اَلْبَتَّةَ আবশ্যকীয়ভাবে وَبَعْدَهُ আর সময় পূর্ণ হওয়ার পর لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ তার উপর প্রযোজ্য হবে না اِسْمُ النَّسْخِ নসখ নামটি وَقَدْ قَالُوْا (উদাহরণ হিসেবে) তারা বলল فِىْ نَظِيْرِهِ তার উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত

আয়াতগুলো- تَمَتَّعُوْا ১. তোমরা অতিবাহিত করো ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فِىْ دَارِكُمْ তোমাদের স্বীয় গৃহে তিনদিন خِطَابًا এর দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে لِقَوْمِ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ সম্প্রদায়কে হযরত সালেহ (আ.)-এর وَتَزْرَعُوْنَ ২. তোমরা চাষাবাদ করবে سَبْعَ سِنِيْنَ সাত বৎসর পর্যন্ত دَاَبًا ধারাবাহিকভাবে حِكَايَةً এটা বর্ণনা প্রসঙ্গে عَنْ قَوْلِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথার وَكُلُّ ذٰلِكَ এ সবগুলোই غَلَطٌ ভুল لِاَنَّهُ কেননা, এগুলো مِنَ الْاَخْبَارِ খবরের অন্তর্ভুক্ত وَالْقِصَصِ এবং কেচ্ছার وَالْاَوْلٰى বরং উত্তম হলো فِىْ نَظِيْرِهٖ এটার উদাহরণে قَوْلُهٗ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার কথা فَاعْفُوْا তোমরা ক্ষমা প্রদর্শন করো وَاصْفَحُوْا এবং উদারতা অবলম্বন করো حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ যে পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ হতে بِاَمْرِهٖ তাঁর আদেশ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى আর আল্লাহ তা'আলার কথা فَاَمْسِكُوْهُنَّ আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবে فِى الْبُيُوْتِ গৃহাভ্যন্তরে حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ যে পর্যন্ত তারা মৃত্যুবরণ করে اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ অথবা আল্লাহ তা'আলা বাতলে দেন لَهُنَّ তাদের জন্য سَبِيْلًا কোনো পথ وَنَحْوَهٗ এরূপ অন্যান্য আয়াতসমূহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَحَلُّهٗ حُكْمٌ يَحْتَمِلُ الْوُجُوْدَ وَالْعَدَمَ فِىْ نَفْسِهٖ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে نَسْخٌ-এর مَحَلٌّ সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে نَسْخٌ বা রহিতকরণের মহল (স্থান) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে (রহিতকরণ) প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ আল্লাহর ذَاتٌ ، صِفَتٌ ইত্যাদি আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে نَسْخٌ প্রযোজ্য নয়। কেবলমাত্র আমলী বিধানাবলির ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। যা وَاجِبٌ لِذَاتِهٖ তথা حَسَنًا لِذَاتِهٖ (অর্থাৎ সত্তাগতভাবে সুন্দর ও উত্তম) সেগুলোর ক্ষেত্রে نَسْخٌ হয় না। সেগুলো নাজায়েজ হওয়ার সম্ভাবনা (অবকাশ) রাখে না। যেমন- আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি ঈমান ইত্যাদি। আবার যেগুলো مُمْتَنِعٌ لِذَاتِهٖ তথা قَبِيْحٌ لِذَاتِهٖ (অর্থাৎ সত্তাগতভাবে মন্দ ও অসুন্দর) সেগুলোও نَسْخٌ-এর অবকাশ রাখে না। কেননা, সেগুলো জায়েজ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। যেমন- كُفْرٌ (আল্লাহর ذَاتٌ একত্ববাদের অস্বীকৃতি) এটা জায়েজ হওয়ার কোনোরূপ অবকাশ নেই।

তা ছাড়া نَسْخٌ-এর জন্য এ শর্তও রয়েছে যে, বিষয়টি এমন কোনো قَيْدٌ যুক্ত না হওয়া চাই, যা نَسْخٌ-এর জন্য অন্তরায় (প্রতিবন্ধকতা) সৃষ্টি করবে। কেননা, কোনো قَيْدٌ যুক্ত হলে তথা নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমার জন্য যদি উক্ত হুকুমটি চালু হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে এটা مَنْسُوْخٌ হবে না। আর নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর এটা আপনা-আপনিই কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে। শরিয়তের পরিভাষায় একে نَسْخٌ নামে অভিহিত করা হবে না।

যেসব আহকাম নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য (مَشْرُوْعٌ প্রবর্তিত) হয়েছে, এদের উদাহরণের ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। সুতরাং কেউ কেউ এর উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়কে পেশ করেছেন। تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ অর্থাৎ আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা হযরত সালেহ (আ.)-এর গোত্র ছামূদ জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের আবাসস্থলে তিন দিন যাবৎ ভোগ বিলাসে মত্ত থাক। এরপরই তোমাদের উপর শাস্তি আসবে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বলেছেন- وَتَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا অর্থাৎ তোমরা অনবরত সাত বৎসর যাবৎ ফসল উৎপাদন করবে। হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরবাসীকে লক্ষ্য করে এটা বলেছিলেন। মোল্লা জিউন (র.) এ মতকে ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, ঘটনা ও সংবাদ দানের ক্ষেত্রে نَسْخٌ কার্যকরী হয় না। এ জন্য তিনি حُكْمٌ مُؤَقَّتٌ-এর ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়কে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। এক. فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ অর্থাৎ জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদারদেরকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে, তোমরা বিরোধীদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ স্বীয় নির্দেশ (জিহাদের ব্যাপারে) নাজিল না করেন। কাজেই এ আদেশটি পরবর্তী হুকুম না আসা পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এটা حُكْمٌ مُؤَقَّتٌ দুই. فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا - অর্থাৎ যেসব স্ত্রী জেনায় (অপকর্মে) লিপ্ত হবে, তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য সাব্যস্ত হলে তাদেরকে ঘরে আটকিয়ে রাখো। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরকে মৃত্যু এসে উঠিয়ে না নেয়। অর্থাৎ তাদের মৃত্যু অবধি। অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো পন্থা নির্ধারণ করে না দিবেন। অতঃপর তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে পন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। (তাদের ব্যাপারে) জেনার শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যা হোক, আয়াতটিতে ঘরে আবদ্ধ রাখার حُكْمٌ-কে মৃত্যু অথবা আল্লাহর পক্ষ হতে ফয়সালা আগমনের সাথে مُؤَقَّتٌ বা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

اَوْ تَابِيْدٌ ثَبَتَ نَصًّا اَوْ دَلَالَةً عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ تَوْقِيْتٌ فَاِنَّهٗ اِذَا لَحِقَهٗ تَابِيْدٌ ثَبَتَ نَصًّا بِاَنْ يُّذْكَرَ فِيْهِ صَرِيْحًا لَفْظُ الْاَبَدِ اَوْ دَلَالَةً كَالشَّرَائِعِ الَّتِىْ قُبِضَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقْبَلُ النَّسْخَ لِاَنَّ التَّابِيْدَ الصَّرِيْحَ يُنَافِى النَّسْخَ وَكَذَا لَا نَبِىَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا فَلَا يَنْسَخُ مَا قُبِضَ عَلَيْهِ هُوَ وَقَدْ ذَكَرُوْا فِىْ نَظِيْرِ التَّابِيْدِ الصَّرِيْحِ قَوْلَهٗ تَعَالٰى فِىْ حَقِّ الْفَرِيْقَيْنِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا وَاُوْرِدَ عَلَيْهِ بِاَنَّهٗ يُمْكِنُ اَنْ يُّرَادَ بِهِ الْمُكْثُ الطَّوِيْلُ وَاُجِيْبَ بِاَنَّ ذٰلِكَ فِيْمَا اِذَا اكْتَفٰى بِقَوْلِهٖ خَالِدِيْنَ كَمَا فِىْ حَقِّ الْعُصَاةِ وَاَمَّا اِذَا قُرِنَ بِقَوْلِهٖ اَبَدًا فَاِنَّهٗ صَارَ مُحْكَمًا فِى التَّابِيْدِ الْحَقِيْقِىِّ وَالْكُلُّ غَلَطٌ لِاَنَّهٗ فِى الْاَخْبَارِ دُوْنَ الْاَحْكَامِ وَالْاَوْلٰى فِىْ نَظِيْرِهٖ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فِى الْمَحْدُوْدِ فِى الْقَذْفِ وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا فَاِنَّهٗ لَا يَنْسَخُ ـ

সরল অনুবাদ : **অথবা সুস্পষ্ট নস্ অথবা নির্দেশনার ভিত্তিতে হুকুমটির চিরস্থায়িত্ব সাব্যস্ত হবে।** এটা গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য تَوْقِيْتٌ-এর উপর আত্ফ হয়েছে। অর্থাৎ সে হুকুমটিও নস্খ কবুল করে না, যার চিরস্থায়ী হওয়ার ব্যাপারটি নস্ দ্বারা সাব্যস্ত হয়। এভাবে যে, আসল নস্-এর মধ্যে اَبَدْ শব্দটি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে অথবা নির্দেশনাগতভাবে সাব্যস্ত হয়। যেমন– শরিয়তের সেসব বিধান যা চালু ও প্রচলিত থাকাবস্থায় নবী করীম ﷺ পরলোকগমন করেছেন, তা নস্খ কবুল করবে না। কেননা, হুকুমটির চিরস্থায়ী হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা তার মান্সূখ হওয়ার সম্ভাবনাকে নাকচ করছে। অনুরূপভাবে যখন নবী করীম ﷺ-এর পর আর কোনো নবীর আগমন হবে না, তখন তাঁর ইন্তেকালের পর কোনো শরয়ী হুকুম মান্সূখও হতে পারে না। প্রকাশ্য স্থায়ী হুকুমের উদাহরণে কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলার সেই নিম্নোক্ত কওলটি পেশ করেছেন, যা মু'মিন ও কাফির উভয় সম্প্রদায়ের বেলায়ই অবতীর্ণ হয়েছে, যথা– خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا (মু'মিনগণ বেহেশতে এবং কাফিরগণ দোজখে চিরদিন অবস্থান করবে।) এটার উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, হয়তো এ আয়াতে خُلُوْدٌ দ্বারা দীর্ঘকাল অবস্থান করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। (এবং دَوَامْ উদ্দেশ্য নয়।) এটার উত্তরে বলা যায় যে, এ তাবীলটি সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে যেখানে শুধু خَالِدِيْنَ শব্দটিই উল্লিখিত হয়েছে। যেমনটি গুনাহ্গার মু'মিনদের বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যেখানে এটার সাথে اَبَدًا শব্দটি যুক্ত হয়েছে, সেখানে হাকীকী دَوَامْ উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি মুহ্কাম এবং নস্খের অনুপযুক্ত বিবেচিত হবে। কিন্তু এ উদাহরণ পেশ করা এবং এটার উপর উল্লিখিত সওয়াল ও জওয়াব সবই অশুদ্ধ। কেননা, এ আয়াতটি اَخْبَارْ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, আহ্কাম প্রসঙ্গে নয়। (আর খবরের মধ্যে নস্খ সংঘটিত হয় না।) তাই এটার উদাহরণে مَحْدُوْدٌ فِى الْقَذْفِ বা জেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে দণ্ডভোগকারীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করাই অধিকতর উত্তম ও সমীচীন। যথা– وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا (আর যাদের উপর قَذْفٌ-এর নির্ধারিত দণ্ড কায়েম হয়েছে, তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না।) এখানে اَبَدًا শব্দটি প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান থাকার কারণে এ হুকুমটি কখনো মান্সূখ হতে পারে না।

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ অথবা تَابِيْدٌ ثَبَتَ চিরস্থায়িত্ব সাব্যস্ত হবে نَصًّا নসের মাধ্যমে اَوْ دَلَالَةً অথবা নির্দেশনার ভিত্তিতে عَطْفٌ এটি আতফ হয়েছে عَلٰى قَوْلِهٖ تَوْقِيْتٌ গ্রন্থকারের ভাষ্য تَوْقِيْتٌ -এর উপর فَاِنَّهٗ কেননা اِذَا لَحِقَهٗ যখন তার সাথে মিলিত হয় تَابِيْدٌ চিরস্থায়িত্ব ثَبَتَ যা সাব্যস্ত হয় نَصًّا নস দ্বারা بِاَنْ এভাবে যে يُذْكَرَ فِيْهِ তাতে উল্লিখিত হবে صَرِيْحًا প্রকাশ্যভাবে لَفْظُ الْاَبَدِ আবাদ শব্দটি اَوْ অথবা دَلَالَةً নির্দেশনাগতভাবে সাব্যস্ত হবে كَالشَّرَائِعِ যেমন শরিয়তের বিধানাবলি الَّتِىْ قُبِضَ عَلَيْهَا যেগুলো চালু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহধাম ত্যাগ করেছেন رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقْبَلُ এগুলো কবুল করবে না النَّسْخَ নসখকে لِاَنَّ কেননা التَّابِيْدَ الصَّرِيْحَ চিরস্থায়ী হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা يُنَافِى নাকচ করছে النَّسْخَ নসখকে وَكَذَا এমনিভাবে لَا نَبِىَّ কোনো নবী নেই بَعْدَ نَبِيِّنَا আমাদের নবীর পরে فَلَا يَنْسَخُ কাজেই কোনো বিধান নসখ হতে পারে না مَا قُبِضَ عَلَيْهِ هُوَ যেসব বিধিবিধানের উপর তিনি ইন্তেকাল করেছেন وَقَدْ ذَكَرُوْا আর কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন فِىْ نَظِيْرِ উদাহরণে التَّابِيْدِ স্থায়ী হুকুমের الصَّرِيْحِ যা প্রকাশ্য قَوْلَهٗ تَعَالٰى মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত কাওল فِىْ حَقِّ الْفَرِيْقَيْنِ যা তিনি উভয় সম্প্রদায়ের বেলায় অবতীর্ণ করেছেন خَالِدِيْنَ

أَنْ يُرَادَ তারা তথায় অবস্থান করবে أَبَدًا চিরদিন وَاُوْرِدَ عَلَيْهِ এর উপরে এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে بِأَنَّهُ يُمْكِنُ এটাও সম্ভব যে فِيْهَا এ ذٰلِكَ فِيْمَا এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয় الْمَكْثُ অবস্থান করা الطَّوِيْلُ দীর্ঘ সময় وَاُجِيْبَ بِأَنَّ আর এর উত্তর এভাবে দেয়া যায় যে بِهِ ব্যাখ্যাটি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য اكْتَفٰى إِذَا যেখানে শুধু উল্লিখিত হয় بِقَوْلِهِ خَالِدِيْنَ খালেদীনা কথাটির كَمَا যেমনি উল্লিখিত হয়েছে فِيْ حَقِّ الْعُصَاةِ পাপী মু'মিনদের বেলায় وَأَمَّا তবে إِذَا قُرِنَ যেখানে যুক্ত হয়েছে بِقَوْلِهِ أَبَدًا আবাদান শব্দটি فَإِنَّهُ صَارَ তখন বিবেচিত হবে مُحْكَمًا মুহকাম হিসেবে فِي التَّأْبِيْدِ الْحَقِيْقِيِّ প্রকৃত চিরস্থায়ী وَالْكُلُّ কিন্তু এ সবগুলো غَلَطٌ অশুদ্ধ لِأَنَّهُ কেননা فِيْ قَوْلِهِ الْأَخْبَارِ এটি আখবার সম্পর্কে دُوْنَ الْأَحْكَامِ আহকাম প্রসঙ্গে নয় وَالْأَوْلٰى আর উত্তম হবে فِيْ نَظِيْرِهِ এর উদাহরণ সম্পর্কে وَلَا تَعَالٰى মহান আল্লাহর এ কাওলটি فِي الْمَحْدُوْدِ যা দণ্ড ভোগকারীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে فِي الْقَذْفِ মিথ্যা অপবাদ আরোপের تَقْبَلُوْا لَهُمْ আর তোমরা তাদের জন্য গ্রহণ করো না شَهَادَةً সাক্ষ্য أَبَدًا কখনো فَإِنَّهُ কেননা, এ হুকুমটি لَا يَنْسَخُ কখনো মানসূখ হতে পারে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْ تَابِيْدٌ ثَبَتَ نَصًّا اَوْ دَلَالَةً الخ **-এর বিশ্লেষণ :** উক্ত ইবারতে حُكْمٌ -এর সাথে تَابِيْد -এর قَيْد যুক্ত হলে তা نَسْخ -এর অবকাশ রাখে কিনা? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। نَسْخ কার্যকরী হওয়ার জন্য এ শর্তটিও অন্যতম উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত حُكْم -এর সাথে স্পষ্টভাবে অথবা নির্দেশনাগতভাবে স্থায়ীত্বের হুকুম সংযুক্ত না হওয়া চাই। অন্যথায় نَسْخ কার্যকরী হবে না। স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে স্থায়ীত্বের উল্লেখ থাকার উদাহরণ হিসেবে কোনো কোনো আলিম নিম্নোক্ত আয়াতটিকে পেশ করেছেন خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا আয়াতটি জান্নাতী ও জাহান্নামী তথা ঈমানদার ও কাফির উভয়ের শানেই নাজিল হয়েছে। অর্থাৎ জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। অবশ্য এর উপর اِعْتِرَاض করে বলা হয়েছে যে, উক্ত আয়াতে خُلُوْد -এর দ্বারা مَكْث طَوِيْل তথা সুদীর্ঘকাল অবস্থান করার অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, যেসব আয়াতে خَالِدِيْنَ -এর সাথে أَبَدًا -এর উল্লেখ নেই, সেসব স্থলে এর দ্বারা مَكْث طَوِيْل -এর অর্থ উদ্দিষ্ট হওয়ার অবকাশ রয়েছে। যেমন– গুনাহগার মু'মিনদের ব্যাপারে যেসব আয়াতে خُلُوْد فِيْ جَهَنَّمَ -এর কথা বলা হয়েছে তথায় এ مَكْث طَوِيْل -এর অর্থেই হয়েছে। তবে যে সমস্ত আয়াতে خَالِدِيْنَ -এর সাথে أَبَدًا শব্দের উল্লেখ রয়েছে, সেসব স্থলে অকাট্যভাবেই প্রকৃত স্থায়ীত্বের কথা বলা হয়েছে, যা نَسْخ -এর অবকাশ মোটেই রাখে না।

অবশ্য মোল্লা জিউন (র.) বলেছেন, উপরিউক্ত মাযহাব ও এর উপর উক্ত ধরনের প্রশ্ন-উত্তর সবই ভ্রান্তিমূলক। মূলত এটার উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতটিকে পেশ করাই শ্রেয় হবে। আয়াতটি সেসব লোকদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, যারা অন্যের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে বলেন , "وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا" অর্থাৎ তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। সুতরাং مَنْسُوْخ শব্দের দ্বারা চিরদিনের জন্য তাদের সাক্ষ্যকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং مَنْسُوْخ হওয়ার অবকাশ রাখে না। প্রাকাশ্যভাবে এরূপ স্থায়ীত্বের উল্লেখ نَسْخ বা রহিতকরণের বিরোধী।

নির্দেশনাগতভাবে স্থায়ীত্ব বুঝালেও এতে نَسْخ -এর সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়। যেমন– সেসব বিধান যা বহাল রাখে রাসূলে কারীম ﷺ ইন্তেকাল করেছেন। কেননা, সেগুলোও চিরস্থায়ী, نَسْخ -এর অবকাশ রাখে না। কারণ, রাসূলে কারীম ﷺ -এর পর আর কোনো নবী বা রাসূল আগমন করবেন না। আর নবীর উপর নাজিলকৃত ঐশীবাণী ব্যতীত তো نَسْخ হতে পারে না। অবশ্য কারো কারো মতে اِنْسَاء অর্থাৎ বিস্মৃত করে দেওয়াও نَسْخ -এর মধ্যে গণ্য। যেমন– বর্ণিত আছে যে, সূরায়ে আহযাব (سُوْرَةُ اَحْزَاب) ও সূরায়ে বাক্বারার ন্যায় দীর্ঘকায় ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এর এক বিরাট অংশ নবী করীম ﷺ -কে ভুলিয়ে দেওয়া। তবে এটাও একমাত্র নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায়ই সম্ভবপর ছিল। নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর এটার সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় আমিই কুরআন মাজীদ নাজিল করেছি, আর অবশ্যই নিঃসন্দেহে আমি-ই এটার হেফাজতকারী। কাজেই এখন আর বিস্মৃতির আশঙ্কা নেই।

প্রকাশ বা নির্দেশনাগতভাবে حُكْم -এর সাথে স্থায়ীত্বের অর্থ যুক্ত হওয়ার দ্বারা نَسْخ -এর সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যাওয়া– এটা ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এর মাযহাব। আমাদের শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার (র.)ও এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করেছেন। পক্ষান্তরে একদল ফকীহের মতে স্থায়ীত্বের সাথে যুক্ত হলেও حُكْم মানসূখ হওয়ার অবকাশ রাখে। কেননা, نَسْخ বলে মান্‌সূখ حُكْم -কে দূরীভূত করা সুতরাং স্থায়ীত্বের قَيْد যুক্ত حُكْم ও مَنْسُوْخ হওয়া জায়েজ হবে। কারণ, আল্লাহ যা ইচ্ছা বহাল রাখতে পারেন, আর যা ইচ্ছা রহিত করে দিতে পারেন। তা ছাড়া সাধারণ নিষেধাজ্ঞাও তো স্থায়ীত্বকে বুঝিয়ে থাকে। অথচ এর نَسْخ তো সর্বসম্মতভাবে জায়েজ আছে। তদ্রূপ تَابِيْد -এর قَيْد যুক্ত হলেও এর نَسْخ জায়েজ হবে।

ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এর পক্ষ হতে তাদের দলিলের জবাবে বলা হবে যে, تَابِيْد (স্থায়ীত্ব)-এর قَيْد তো আহকামের تَاكِيْد এবং نَسْخ -এর সম্ভাবনাকে নাকচ করার জন্য হয়েছে। কাজেই এটা কিভাবে تَاكِيْد -কে কবুল করতে পারে? বাহরুল উলূম (র.) বলেছেন যে, বিরোধীগণের বক্তব্য স্ববিরোধী, কাজেই অগ্রহণযোগ্য।

وَشَرْطُهُ التَّمَكُّنُ مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ عِنْدَنَا دُوْنَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ يَعْنِىْ لَابُدَّ بَعْدَ وُصُوْلِ الْاَمْرِ اِلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ زَمَانٍ قَلِيْلٍ يَتَمَكَّنُ فِيْهِ مِنْ اِعْتِقَادِ ذٰلِكَ الْاَمْرِ حَتّٰى يَقْبَلَ النَّسْخَ بَعْدَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ فَصْلُ زَمَانٍ يَتَمَكَّنُ فِيْهِ مِنْ فِعْلِ ذٰلِكَ الْاَمْرِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فَاِنَّ عِنْدَهُمْ لَابُدَّ مِنْ زَمَانِ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفِعْلِ حَتّٰى يَقْبَلَ النَّسْخَ وَلَنَا اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ بِخَمْسِيْنَ صَلٰوةً فِىْ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ ثُمَّ نُسِخَ مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِ فِىْ سَاعَةٍ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ اَحَدٌ مِنَ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْاُمَّةِ مِنْ فِعْلِهَا وَاِنَّمَا يَتَمَكَّنُ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ اِعْتِقَادِهَا فَقَطْ وَاِنَّهُ اِمَامُ الْاُمَّةِ فَيَكْفِىْ اِعْتِقَادُهُ مِنْ اِعْتِقَادِهِمْ فَكَاَنَّهُمْ اِعْتَقَدُوْهَا جَمِيْعًا ثُمَّ نُسِخَتْ لِمَا اَنَّ حُكْمَهُ بَيَانُ الْمُدَّةِ لِعَمَلِ الْقَلْبِ عِنْدَنَا اَصْلًا وَلِعَمَلِ الْبَدَنِ تَبَعًا فَاِذَا وُجِدَ الْاَصْلُ لَا يَحْتَاجُ اِلٰى وُجُوْدِ التَّبْعِ اَلْبَتَّةَ وَعِنْدَهُمْ هُوَ بَيَانُ مُدَّةِ الْعَمَلِ بِالْبَدَنِ فَلَابُدَّ اَنْ يَتَمَكَّنَ مِنَ الْفِعْلِ اَلْبَتَّةَ ـ

সরল অনুবাদ : আর আমাদের মতে আন্তরিক বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করার মতো অবকাশ পাওয়াই নস্খের জন্য শর্ত, আমলের ক্ষমতা লাভ করা শর্ত নয়। অর্থাৎ আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট শরিয়ত প্রবর্তকের হুকুম পৌঁছার পর এতটুকু সময়ের অবকাশ থাকা জরুরি যে, তাতে উক্ত হুকুম সম্পর্কে আন্তরিক বিশ্বাস ও আস্থা অর্জিত হতে পারে, যেন অতঃপর নস্খ কবুল করে। এ হুকুমকে কাজে পরিণত করার সময়ও অবকাশ পাওয়া আমাদের নিকট শর্ত নয়। **কিন্তু মু'তাযিলীরা এটার বিপরীত মত পোষণ করে।** তাদের মতে নস্খ কবুল করার জন্য হুকুমের উপর আমল করার অবকাশ পাওয়া শর্ত। আমাদের দলিল এই যে, মি'রাজের রাতে নবী করীম ﷺ -কে প্রথমে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের আদেশ করা হয়েছিল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাঁচ ওয়াক্তের অতিরিক্ত সকল নামাজ মানসূখ হয়ে যায়। অথচ নবী করীম ﷺ অথবা উম্মতের কেউ নামাজ আদায় করার অবকাশ পাননি। অবশ্য নবী করীম ﷺ শুধু পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অবকাশই লাভ করেছিলেন মাত্র। তিনি যেহেতু উম্মতের নেতা, সুতরাং তাঁর বিশ্বাস স্থাপন সকলের বিশ্বাস স্থাপনের জন্যই যথেষ্ট। যেন উম্মতের সকল লোকই পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হওয়ার বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। অতঃপর আমলের অবকাশ লাভের পূর্বেই পাঁচ ওয়াক্তের অতিরিক্ত নামাজসমূহ মানসূখ হয়ে গেছে। **কেননা, আমাদের মতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনের সময়সীমা বর্ণনা করাই নস্খের হুকুম আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করার সময়সীমার বর্ণনা এটা অনুগমন হিসেবে হয়ে থাকে।** সুতরাং যখন মানসূখ হওয়ার পূর্বেই আসল অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপিত হয়ে যায়, তখন যা অনুগমন হিসেবে সাব্যস্ত হয় অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল সংঘটিত হওয়া-এর আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। **আর মু'তাযিলাদের মতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করার সময়সীমা বর্ণনার নামই নস্খ।** সুতরাং তাঁদের মতে অবশ্যই আমল করার মতো অবকাশ লাভ করা জরুরি হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَشَرْطُهُ আর নসখের জন্য শর্ত হলো التَّمَكُّنُ ক্ষমতা লাভ করা مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ আন্তরিক বিশ্বাস عِنْدَنَا আমাদের মতে دُوْنَ التَّمَكُّنِ ক্ষমতা লাভ করা নয় مِنَ الْفِعْلِ উক্ত হুকুমকে কাজে পরিণত করার يَعْنِىْ অর্থাৎ لَابُدَّ আবশ্যকীয় بَعْدَ পরে وُصُوْلِ পৌঁছার الْاَمْرِ হুকুমটি اِلَى الْمُكَلَّفِ আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট مِنْ زَمَانٍ قَلِيْلٍ এতটুকু সময়ের يَتَمَكَّنُ فِيْهِ যাতে সক্ষম হয় مِنْ اِعْتِقَادِ আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনের ذٰلِكَ الْاَمْرِ উক্ত হুকুমটি حَتّٰى يَقْبَلَ যেন অতঃপর কবুল করে النَّسْخَ নসখকে بَعْدَهُ এর পরে وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ কিন্তু এ শর্ত নয় فَصْلُ زَمَانٍ এমন সময়ের অবকাশ পাওয়া يَتَمَكَّنُ فِيْهِ যাতে সক্ষম হয় বা অবকাশ পায় مِنْ فِعْلِ কাজে পরিণত করার ذٰلِكَ الْاَمْرِ উক্ত বিষয় বা হুকুমটির خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ কিন্তু মু'তাযিলীরা এর বিপরীত মত পোষণ করেন فَاِنَّ কেননা عِنْدَهُمْ তাদের মতে لَابُدَّ আবশ্যক হলো مِنْ زَمَانِ নসখ কবুল করার জন্য এমন সময় পাওয়া التَّمَكُّنِ যাতে সক্ষম হয় مِنَ الْفِعْلِ তার উপর আমল করার حَتّٰى يَقْبَلَ النَّسْخَ যাতে নসখ কবুল করতে পারে وَلَنَا আর আমাদের দলিল হলো اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ নবী করীম ﷺ -কে আদেশ করা হয়েছে بِخَمْسِيْنَ صَلٰوةً পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের فِىْ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ মি'রাজ রজনীতে ثُمَّ نُسِخَ তারপর মানসূখ করা হয়েছে مَا زَادَ যা অতিরিক্ত ছিল عَلَى الْخَمْسِ পাঁচ ওয়াক্তের উপরে فِىْ سَاعَةٍ কিছুক্ষণের মধ্যেই وَلَمْ يَتَمَكَّنْ অথচ অবকাশ পায়নি اَحَدٌ কেউই مِنَ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী আলাইহিস সালাম وَالْاُمَّةِ অথবা উম্মত مِنْ فِعْلِهَا উক্ত নামাজ আদায় করার وَاِنَّمَا يَتَمَكَّنُ তবে অবকাশ পেয়েছেন النَّبِىُّ ﷺ নবী করীম ﷺ مِنْ

اِعْتِقَادِهَا এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের فَقَطْ শুধুমাত্র وَاِنَّهٗ তিনি যেহেতু اِمَامُ নেতা الْاُمَّةِ উম্মতের فَيَكْفِىْ সুতরাং যথেষ্ট হয়েছে اِعْتِقَادُهٗ তাঁর বিশ্বাস স্থাপন مِنْ اِعْتِقَادِهِمْ সকলের বিশ্বাস স্থাপনের জন্য فَكَاَنَّهُمْ যেন তারা اِعْتَقَدُوْهَا তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে جَمِيْعًا সকলেই ثُمَّ نُسِخَتْ তারপর (আমলের অবকাশের পূর্বেই) মানসূখ হয়ে যায় لِمَا اَنَّ حُكْمَهٗ অতএব নসখের হুকুম وَلِعَمَلِ الْبَدَنِ বর্ণনা করাই الْمُدَّةِ সময়সীমা لِعَمَلِ الْقَلْبِ আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা عِنْدَنَا আমাদের মতে اَصْلًا মূল بَيَانُ আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করার সময়সীমার বর্ণনা تَبْعًا এর অনুগমন হিসেবে হয়ে থাকে فَاِذَا وُجِدَ সুতরাং যখন পাওয়া গেল الْاَصْلُ মূলকে لَا يَحْتَاجُ তখন প্রয়োজন হয় না اِلٰى وُجُوْدِ التَّبْعِ অনুগমন হিসেবে যা সাব্যস্ত اَلْبَتَّةَ নিশ্চিতভাবে وَعِنْدَهُمْ আর তাদের মতে هُوَ بَيَانُ তা হলো বর্ণনা مُدَّةِ الْعَمَلِ আমলের সময়কাল بِالْبَدَنِ শারীরিক فَلَابُدَّ আবশ্যকীয়ভাবে اَنْ يَتَمَكَّنَ অবকাশ লাভ করা مِنَ الْفِعْلِ আমল করা اَلْبَتَّةَ জরুরি হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَشَرْطُهٗ التَّمَكُّنُ مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ عِنْدَنَا الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে نَسْخ -এর শর্তের ব্যাপারে মতবিরোধের বর্ণনা আলোচিত হয়েছে। আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে نَسْخ -এর জন্য শর্ত হচ্ছে مُكَلَّفْ সে حُكْم টির উপর বিশ্বাস স্থাপনের সুযোগ পেতে হবে। তদনুযায়ী আমল করার সুযোগ লাভ করা জরুরি নয়। আমাদের দলিল হচ্ছে নামাজ ফরজ হওয়ার ঘটনা। মি'রাজের রাত্রিতে নবী করীম ﷺ -এর উপর প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার আদেশ জারি হয়। নবী করীম ﷺ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সে আদেশ শিরোধার্য করে চলে আসেন। কিন্তু পথিমধ্যে হযরত মূসা (আ.) তাঁকে সতর্ক করে দেন যে, আপনার উম্মত এত অধিক নামাজ পড়তে পারবে না। আপনি আল্লাহর নিকট ফিরে যান এবং নামাজ কমিয়ে আনুন। তিনি ফিরে গিয়ে আরজ করলে পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দেওয়া হয়। হযরত মূসা (আ.) পুনরায় যাওয়ার জন্য বলেন। এভাবে বারবার যেতে থাকেন, আর পাঁচ ওয়াক্ত করে আল্লাহ কমাতে থাকেন। যখন আর মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকল, তখন নবী করীম ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত বহাল থাকার কথা জানিয়ে দেন এবং এটাও জানিয়ে দেন যে, এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে আপনার উম্মত পঞ্চাশ ওয়াক্তের ছওয়াব লাভ করবে। যা হোক পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ এমনভাবে রহিত করে দেওয়া হয় যে, স্বয়ং নবী করীম ﷺ বা তাঁর উম্মত কেউই এটা অনুযায়ী আমল করার সুযোগ লাভ করেননি।

তবে নবী করীম ﷺ এটার মোতাবেক বিশ্বাস স্থাপন করার সুযোগ পেয়েছেন মাত্র। আর যেহেতু নবী করীম ﷺ উম্মতের নেতা, সেহেতু তাঁর বিশ্বাস স্থাপন সমগ্র উম্মতের বিশ্বাস স্থাপনের নামান্তর। তা ছাড়া আমাদের আহ্লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে মূলত অন্তরের বিশ্বাসের সময়সীমা (مُدَّتْ) বর্ণনা করে দেওয়াই نَسْخ আর দৈহিক আমলে সময়সীমার বর্ণনা এটার দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে হয়ে থাকে। সুতরাং অন্তরের বিশ্বাস যা اَصْل তা সাব্যস্ত হওয়ার পর আর দৈহিক আমল যা আনুষঙ্গিক বস্তু তা সাব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন থাকে না।

পক্ষান্তরে মু'তাযিলীদের মতে نَسْخ কবুল করার জন্য حُكْم -এর মোতাবেক দৈহিক আমল করার সুযোগ পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক ও শর্ত। তাদের মতে দৈহিক আমলের সময়সীমা বর্ণনা করাই হলো نَسْخ বা রহিতকরণ। কাজেই نَسْخ-এর পূর্বে দৈহিক আমল পাওয়া অত্যাবশ্যক। তাদের এ যুক্তির অন্তঃসার শূন্যতা ইতঃপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি।

ثُمَّ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ اَنَّ اَيَّةَ حُجَّةٍ مِنَ الْحُجَجِ الْاَرْبَعِ تَصْلُحُ نَاسِخَةً اَوْلَا فَقَالَ وَالْقِيَاسُ لَايَصْلُحُ نَاسِخًا اَىْ لِكُلٍّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْاِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ لِاَنَّ الصَّحَابَةَ (رضـ) تَرَكُوا الْعَمَلَ بِالرَّأْىِ لِاَجْلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ حَتّٰى قَالَ عَلِيٌّ (رضـ) لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفِّ اَوْلٰى بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهٖ لٰكِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ الْخُفِّ دُوْنَ بَاطِنِهٖ وَكَذَا الْاِجْمَاعُ فِىْ مَعْنَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاَمَّا عَدَمُ كَوْنِ الْقِيَاسِ نَاسِخًا لِلْقِيَاسِ فَلِاَنَّ الْقِيَاسَيْنِ اِذَا تَعَارَضَا فِىْ زَمَانٍ وَاحِدٍ يَعْمَلُ الْمُجْتَهِدُ بِاَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهٖ وَاِنْ كَانَا فِىْ زَمَانَيْنِ يَعْمَلُ الْمُجْتَهِدُ بِاٰخِرِ الْقِيَاسِ الْمَرْجُوْعِ اِلَيْهِ وَلٰكِنْ لَا يُسَمّٰى ذٰلِكَ نَسْخًا فِى الْاِصْطِلَاحِ وَكَانَ ابْنُ شُرَيْحٍ مِنْ اَصْحَابِ الشَّافِعِىِّ (رحـ) يُجَوِّزُ نَسْخَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِالرَّأْىِ وَالْاَنْمَاطِىْ مِنْهُمْ يُجَوِّزُ نَسْخَ الْكِتَابِ بِقِيَاسٍ مُسْتَخْرَجٍ مِنْهُ وَكَذَا الْاِجْمَاعُ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ لَا يَصْلُحُ نَاسِخًا لِشَيْءٍ مِنَ الْاَدِلَّةِ ـ

সরল অনুবাদ : নাসখের প্রকারভেদ: উপরিউক্ত বিশ্লেষণের পর গ্রন্থকার (র.) এ কথাটির বর্ণনা শুরু করেছেন যে, দলিল চতুষ্টয় অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ, সুন্নতে রাসূল ﷺ, ইজমা ও কিয়াসের মধ্য হতে কোন্ দলিলটি নাসেখ হওয়ার উপযুক্ত এবং কোন্টি উপযুক্ত নয়। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর কিয়াস নাসেখ হওয়ার উপযুক্ত নয়।** অর্থাৎ কিতাব, সুন্নত, ইজমা ও কিয়াস কোনোটির জন্যই নাসেখ্ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নতে রাসূল ﷺ-এর বর্তমানে কিয়াসের উপর আমল বর্জন করেছেন। যেমন– হযরত আলী (রা.) বলেছেন, যদি দীন কিয়াস ও যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো, তাহলে মোজার উপরিভাগের তুলনায় নিচেরভাগ মাসাহ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হতো। কিন্তু আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি মোজার নিম্নভাগের পরিবর্তে উপরিভাগের উপরই মাসাহ করতেন। (এটা দ্বারা জানা গেল যে, কিয়াস দ্বারা নবী করীম ﷺ-এর হাদীস মান্সূখ করা যেতে পারে না।) অনুরূপভাবে ইজমাও কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতে রাসূল ﷺ-এর হুকুমভুক্ত। আর কিয়াস অপর কিয়াসের জন্য নাসেখ না হওয়ার কারণ এই যে, যদি এক সময় মুজ্তাহিদের দু'টি কিয়াস পরস্পর একটি অপরটির সাথে বিরোধপূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে মুজ্তাহিদ তাদের যেটির উপর ইচ্ছা তার অন্তরের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমল করতে পারবেন। আর যদি কিয়াস দু'টির যুগ ভিন্ন হয়, তাহলে মুজতাহিদ শেষের কিয়াস অর্থাৎ যার প্রতি তাঁর মত পরিবর্তিত হয়েছে তার উপর আমল করবেন। কিন্তু পরিভাষায় একে নস্খ বলা হয় না। (বরং এটা তো দু'টি কিয়াসের মধ্য হতে একটিকে প্রাধান্য দান অথবা ভুল প্রতিপন্ন করা হলো।) অবশ্য শাফেয়ী মতাবলম্বীদের মধ্য হতে ইমাম ইবনে শোরাইহ্ কিয়াস দ্বারা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল ﷺ-এর রহিতকরণকে জায়েজ মনে করেন। আর আবুল কাসেম আন্মাতী শাফেয়ী (র.) -এর মতে যে কিয়াস কিতাবুল্লাহ হতে উদ্ভাবিত হয়েছে, তা দ্বারা কিতাবুল্লাহকে রহিত করা জায়েজ রয়েছে। **আর জমহুরের মতে ইজ্মাও তদ্রূপ নাসেখ হওয়ার উপযুক্ত নয়।** অর্থাৎ কেয়াসের ন্যায় ইজ্মাও কিতাব, সুন্নত, ইজমা ও কিয়াসের মধ্য হতে কোনো একটি দলিলের জন্য নাসেখ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ شَرَعَ এরপর গ্রন্থকার শুরু করেছেন فِىْ بَيَانِ বর্ণনা اَنَّ اَيَّةَ কোনটি حُجَّةٍ দলিল مِنَ الْحُجَجِ الْاَرْبَعِ দলিল চতুষ্টয়ের تَصْلُحُ উপযুক্ত نَاسِخَةً নসখের اَوْ لَا এবং কোনটি উপযুক্ত নয় فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন وَالْقِيَاسُ কিয়াসটি لَا يَصْلُحُ نَاسِخًا মানসূখ হওয়ার উপযুক্ত নয় اَىْ অর্থাৎ لِكُلٍّ যে কোনোটির مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ وَالْاِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ ইসমা ও কিয়াসের لِاَنَّ الصَّحَابَةَ (رضـ) কেননা, সাহাবায়ে কেরাম تَرَكُوْا পরিত্যাগ করেছেন الْعَمَلَ আমল করা بِالرَّأْىِ কিয়াসের উপর لِاَجْلِ বিদ্যমান থাকার কারণে الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতের حَتّٰى قَالَ عَلِيٌّ (رضـ) এমনকি হযরত আলী (রা.) বলেছেন لَوْ كَانَ الدِّيْنُ যদি দীন নিয়ন্ত্রিত হতো بِالرَّأْىِ কিয়াস দ্বারা لَكَانَ তাহলে হতো بَاطِنُ الْخُفِّ মোজার নিচের ভাগ اَوْلٰى উত্তম হতো بِالْمَسْحِ মাসাহ করা مِنْ ظَاهِرِهٖ উপরিভাগের তুলনায় لٰكِنِّىْ رَأَيْتُ অথচ আমি দেখেছি رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে يَمْسَحُ মাসাহ করতেন عَلٰى ظَاهِرِ الْخُفِّ মোজার উপরিভাগের উপর دُوْنَ بَاطِنِهٖ নিম্নভাগের পরিবর্তে وَكَذَا এমনিভাবে الْاِجْمَاعُ

টিও فِىْ مَعْنَى হুকুমভুক্ত الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ কিতাব এবং সুন্নতের وَاَمَّا عَدَمُ كَوْنِ আর না হওয়া الْقِيَاسِ এক কিয়াস نَاسِخًا নাসেখ لِلْقِيَاسِ অপর কিয়াসের জন্য فِىْ زَمَانٍ وَاحِدٍ কেননা فَلِاَنَّ দু'টি কিয়াস الْقِيَاسَيْنِ যখন বিরোধপূর্ণ হয় إِذَا تَعَارَضَا একই সময়ে وَاِنْ كَانَا আমল করবে يَعْمَلُ মুজতাহিদ ব্যক্তি الْمُجْتَهِدُ যে কোনোটির উপর بِاَيِّهِمَا شَاءَ সাক্ষ্য দ্বারা بِشَهَادَةِ তার অন্তরের قَلْبِهِ আর যদি উভয়টি হয় فِىْ زَمَانَيْنِ দুই যুগে يَعْمَلُ الْمُجْتَهِدُ তাহলে মুজতাহিদ আমল করবেন بِاٰخِرِ الْقِيَاسِ শেষের কিয়াসের উপর فِى الْاِصْطِلَاحِ যে দিকে তার মত প্রত্যাবর্তিত হয় الْمَرْجُوْعُ اِلَيْهِ কিন্তু وَلٰكِنْ একে বলা হয় না لَا يُسَمّٰى ذٰلِكَ নাসেখ نَسْخًا পরিভাষায় يَجُوْزُ অবশ্য ইবনে শোরাইহ মনে করেন وَكَانَ ابْنُ شُرَيْحٍ (رح) যিনি শাফেয়ী (র.) মতাবলম্বী مِنْ اَصْحَابِ الشَّافِعِىِّ জায়েজ আছে نَسْخُ মানসূখ করা الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ কিতাবুল্লাহ ও হাদীসকে بِالرَّاْىِ কিয়াস দ্বারা وَالْاَنْمَاطِىُّ مِنْهُمْ শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমাম আনমাতী (র.)-এর মতে يَجُوْزُ জায়েজ আছে نَسْخُ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহকে নসখ করা بِقِيَاسٍ এমন কিয়াস দ্বারা مُسْتَخْرَجٍ যা কিতাবুল্লাহ হতে উদ্ভাবিত مِنْهُ নাসেখ হওয়ার نَاسِخًا উপযুক্ত নয় لَا يَصْلُحُ জমহুরের মতে عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ ইজমাও তদ্রূপ وَكَذَا الْاِجْمَاعُ যে কোনোটির لِشَىْءٍ দলিলসমূহের مِنَ الْاَدِلَّةِ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ لَا يَصْلُحُ نَاسِخًا الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে কিয়াস শরিয়তের দলিল চতুষ্টয়ের কোনোটির জন্যই نَاسِخ হতে পারে না প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ স্থলে نَسْخ -এর ব্যাপারে قِيَاس -এর ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। কিয়াস শরিয়তের চতুষ্টয় প্রমাণাদি তথা كِتَابُ اللّٰهِ, سُنَّتْ رَسُوْل ﷺ, اِجْمَاع ও قِيَاسْ কোনোটির জন্যই রহিতকারী (نَاسِخ) হতে পারে না। এর দলিল এই যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) كِتَابُ اللّٰهِ ও سُنَّتْ رَسُوْل বর্তমান থাকা অবস্থায় কিয়াসের উপর আমল করেননি। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা.)-এর একটি মন্তব্য অতি মূল্যবান ও সর্বশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, যদি দীন কিয়াসের উপর নির্ভরশীল তথা যুক্তিভিত্তিক হতো, তাহলে মোজার উপরের অংশ অপেক্ষা নিচের অংশ মাসাহ্ করাই অধিকতর শ্রেয় হতো। অথচ আমি স্বচক্ষে নবী করীম ﷺ -কে মোজার নিচের অংশ বাদ দিয়ে উপরের অংশ মাসাহ করতে দেখেছি। তদ্রূপ ইজমায়ে উম্মাতও কিয়াসের দ্বারা রহিত হবে না। কেননা, দলিল হিসেবে এটা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলের সমকক্ষ। কারণ, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল ﷺ -এর ন্যায় এটাও قَطْعِىْ বা অকাট্য।

অনুরূপভাবে কিয়াসের দ্বারা অন্য কিয়াসও রহিত হয় না। এটার কারণ এই যে, দু'টি কিয়াস পরস্পর বিরোধী হলে এটা দুই অবস্থা হতে খালি নয়। **এক.** উভয় কিয়াস একই সময়ের হবে। এমতাবস্থায় মুজতাহিদ অন্তরের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তন্মধ্য হতে একটির উপর আমল করবে। **দুই.** দু'টি পরস্পর বিরোধী قِيَاسْ দুই সময়ের হবে এ অবস্থায় শেষটি অনুযায়ী আমল করা হবে এবং পূর্বেরটিকে পরিত্যাগ করা হবে। তবে পরিভাষায় একে نسخ বা রহিতকরণ বলে না। কাজেই কিয়াস অন্য কিয়াসকেও نَسْخ করতে পারে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا الْاِجْمَاعُ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ لَا يَصْلُحُ نَاسِخًا الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে জমহুরের মতে ইজমা نَاسِخْ হয় না প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম (র.)-এর মতে اِجْمَاعٌ দ্বারাও শরিয়তের দলিল চতুষ্টয় তথা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল ﷺ -এর ইজমায়ে উম্মত ও কিয়াসের কোনোটিই مَنْسُوْخ হয় না। অর্থাৎ এদের কোনোটির জন্যই ইজমা نَاسِخْ বা রহিতকারী হতে পারে না। কেননা, অনেকগুলো কিয়াসের সমষ্টিই হলো اِجْمَاعْ (বা উম্মতের ঐকমত্য)। অথচ কিয়াসের দ্বারা কোনো আদেশের সময়সীমা জানা যায় না। অথবা, এভাবে বলা যায় যে, حُكْم কার্যের ভালো-মন্দ হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। কাজেই نَسْخ -এর অর্থ দাঁড়াবে ভালো হওয়ার সময়কালের বর্ণনা। অর্থাৎ এটা বলে দেওয়া যে, এ সময় পর্যন্ত এটা উত্তম (ভালো) আর এটা আকলের মাধ্যমে অবগত হওয়ার ব্যাপার নয়। কাজেই ইজমার দ্বারা نَسْخ হতে পারে না।

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.) বলেছেন যে, 'ইজমার দ্বারা ইজমার نَسْخ হতে পারে'। মূলত বাযদুভী (র.) نَسْخ -এর অধ্যায়ে বলেছেন যে, "اِنَّ النَّسْخَ بِالْاِجْمَاعِ لَا يَكُوْنُ" অর্থাৎ ইজমার দ্বারা نَسْخ হয় না। অথচ তিনিই ইজমার অধ্যায়ে বলেছেন, "اِنَّ نَسْخَ الْاِجْمَاعِ بِالْاِجْمَاعِ جَائِزٌ" অর্থাৎ ইজমার মাধ্যমে ইজমাকে نَسْخ করা জায়েজ। সুতরাং তাঁর উপরিউক্ত বক্তব্যদ্বয় পরস্পর বিরোধী। এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে মোল্লা জিউন (র.) বলেছেন যে, ইজমা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় না। কাজেই এটা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল ﷺ -এর জন্য نَاسِخ হতে পারে না। সুতরাং তিনি نَسْخ -এর অধ্যায়ে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন। আর ইজমার অধ্যায়ে যা বলেছেন তা দ্বারা সম্ভবত এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, বিশেষ কোনো প্রেক্ষিতে কোনো ব্যাপারে এক সময় ইজমা সংঘটিত হয়ে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে যখন উক্ত প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন অন্য ইজমা সংঘটিত হয় যা পূর্বোক্তটির জন্য نَاسِخ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

لِاَنَّهٗ عِبَارَةٌ عَنْ اِجْمَاعِ الْاٰرَاءِ وَلَا يُعْرَفُ بِالرَّأْيِ اِنْتِهَاءُ الْحُسْنِ وَقَالَ فَخْرُ الْاِسْلَامِ يَجُوْزُ نَسْخُ الْاِجْمَاعِ بِالْاِجْمَاعِ وَلَعَلَّهٗ اَرَادَ بِهٖ اَنَّ الْاِجْمَاعَ يُتَصَوَّرُ اَنْ يَّكُوْنَ لِمَصْلَحَةٍ ثُمَّ تَتَبَدَّلُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ فَيَنْعَقِدُ اِجْمَاعٌ نَاسِخٌ لِلْاَوَّلِ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ يَجُوْزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوْبُهُمْ مَذْكُوْرُوْنَ فِى الْكِتَابِ وَسَقَطَ نَصِيْبُهُمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ بِالْاِجْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ فِىْ زَمَانِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) قُلْنَا كَانَ ذٰلِكَ مِنْ قَبِيْلِ اِنْتِهَاءِ الْحُكْمِ بِاِنْتِهَاءِ الْعِلَّةِ وَقِيْلَ نُسِخَ ذٰلِكَ بِحَدِيْثٍ رَوَاهُ عُمَرُ (رضـ) لِاَنَّ فِىْ خِلَافَةِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) وَاَجْمَعُوْا عَلٰى صِحَّتِهٖ وَلٰكِنْ نُسِىَ الْحَدِيْثُ مِنَ الْقُلُوْبِ وَاِنَّمَا يَجُوْزُ

النَّسْخُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُتَّفِقًا وَمُخْتَلِفًا فَيَجُوْزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَذَا يَجُوْزُ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ وَالْكِتَابِ ـ

সরল অনুবাদ : কেননা, ইজ্মা হচ্ছে বিভিন্ন মতের একত্রিত হওয়ার নাম। আর কিয়াস দ্বারা হুকুম সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার সময়সীমা জানা সম্ভব নয়। (ভিন্নভাবে কথাটি এরূপ বলা যায় যে, হুকুম মূলত ক্রিয়ার সৌন্দর্য ও কদর্যতার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং নস্খের অর্থ হবে সৌন্দর্যের সময়সীমা বর্ণনা করা যে, ঐ সময় পর্যন্ত কাজটি পছন্দনীয়। আর এটা বিবেক দ্বারা জানা সম্ভব নয়।) আর আল্লামা ফখ্রুল ইসলাম বাযদুভী (র.) বলেছেন, ইজ্মা দ্বারা অপর ইজ্মার রহিতকরণ জায়েজ। সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য এই যে, ইজ্মা কখনো কখনো কোনো যুক্তি ও কল্যাণের আলোকে সংঘটিত হয়। তারপর যখন এ যুক্তি ও কল্যাণ পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন দ্বিতীয় ইজ্মা সংঘটিত হয়, যা প্রথম ইজ্মার জন্য নাসেখ্ সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর কোনো কোনো মু'তাযিলীর মতে ইজ্মা দ্বারা কিতাবুল্লাহর রহিতকরণ জায়েজ রয়েছে। কারণ, কুরআন মাজীদে নও মুসলিমগণকেও যাকাতের অন্যতম مَصْرَفٌ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা.)-এর জমানায় সংঘটিত ইজ্মা দ্বারা তাদের হিস্সা রহিত হয়ে গেছে। আমাদের পক্ষ হতে এর উত্তর এই যে, তাদের হিস্সা ইজ্মা দ্বারা রহিত হয়নি; বরং ইল্লত অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার দুর্বলতা কাটিয়ে যাওয়ার ফলে এ হুকুমটি নিজে নিজেই অপসারিত হয়ে গেছে। আর কেউ কেউ এর উত্তরে এ কথাও বলেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারাই তাদের হিস্সা মানসূখ হয়েছে, যা তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে রেওয়ায়াত করেছিলেন এবং এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে হাদীসটিকে অন্তরসমূহ হতে বিস্মৃত করিয়ে দেওয়া হয়েছে। **আর কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল ﷺ দ্বারা পারস্পরিক এবং বিপরীত উভয়ভাবেই নস্খ জায়েজ রয়েছে।** অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নত দ্বারা কিতাবুল্লাহর নস্খ জায়েজ রয়েছে। অনুরূপভাবে সুন্নত ও কিতাবুল্লাহ দ্বারা সুন্নতের নস্খও জায়েজ রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّهٗ عِبَارَةٌ কেননা, ইজমা হলো عَنْ اِجْمَاعِ الْاٰرَاءِ বিভিন্ন মতের একত্রিত হওয়ার নাম وَلَا يُعْرَفُ আর জানা সম্ভব নয় بِالرَّأْيِ কিয়াস দ্বারা اِنْتِهَاءُ الْحُسْنِ সময়সীমা সমাপ্ত হওয়ার وَقَالَ فَخْرُ الْاِسْلَامِ ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.) বলেছেন يَجُوْزُ জায়েজ আছে نَسْخُ নসখ করা الْاِجْمَاعِ ইজমাকে بِالْاِجْمَاعِ অপর ইজমা দ্বারা وَلَعَلَّهٗ اَرَادَ بِهٖ সম্ভবত তিনি এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন اَنَّ الْاِجْمَاعَ ইজমা يُتَصَوَّرُ সংঘটিত হয় اَنْ يَّكُوْنَ لِمَصْلَحَةٍ কোনো কল্যাণের আলোকে ثُمَّ تَتَبَدَّلُ অতঃপর যখন পরিবর্তিত হয়ে যায় تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ উক্ত যুক্তি ও কল্যাণ فَيَنْعَقِدُ তখন সংঘটিত হয় اِجْمَاعٌ দ্বিতীয় ইজমাটি نَاسِخٌ যা নাসেখ হয় لِلْاَوَّلِ প্রথম اِجْمَاعٌ-এর وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ আর কোনো কোনো مُعْتَزِلَةٌ-এর মতে يَجُوْزُ জায়েজ আছে نَسْخُ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহকে নসখ করা بِالْاِجْمَاعِ ইজমা দ্বারা لِاَنَّ কেননা الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوْبُهُمْ নও মুসলিমগণকে যাকাতের مَصْرَفٌ হিসাবে مَذْكُوْرُوْنَ ঘোষণা করা হয়েছে فِى الْكِتَابِ পবিত্র কুরআনে وَسَقَطَ আর রহিত হয়ে গেছে نَصِيْبُهُمْ তাদের অংশ مِنَ الصَّدَقَاتِ যাকাতের بِالْاِجْمَاعِ ইজমা দ্বারা الْمُنْعَقِدِ যা সংঘটিত হয়েছে فِىْ زَمَانِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে قُلْنَا এর জবাবে আমরা বলি كَانَ ذٰلِكَ এ বিধানটি مِنْ قَبِيْلِ নিজে নিজেই اِنْتِهَاءُ الْحُكْمِ হুকুমটি অপসারিত হয়ে গেছে بِاِنْتِهَاءِ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে الْعِلَّةِ ইল্লত তথা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার দুর্বলতা وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন نُسِخَ মানসূখ হয়েছে ذٰلِكَ এ বিধানটি بِحَدِيْثٍ হাদীস দ্বারা رَوَاهُ عُمَرُ (رضـ) যা হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন لِاَنَّ فِىْ خِلَافَةِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে وَاَجْمَعُوْا আর সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন عَلٰى صِحَّتِهٖ এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে وَلٰكِنْ نُسِىَ কিন্তু পরবর্তীতে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে الْحَدِيْثُ হাদীসটিকে مِنَ الْقُلُوْبِ অন্তরসমূহ হতে وَاِنَّمَا يَجُوْزُ আর জায়েজ আছে النَّسْخُ নসখ

করা بِالْكِتَابِ কিতাব দ্বারা وَالسُّنَّةِ এবং সুন্নতে রাসূল দ্বারা مُتَّفِقًا পারস্পরিকভাবে وَمُخْتَلِفًا এবং বিপরীতভাবে فَيَجُوزُ অতএব জায়েজ আছে نَسْخُ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহকে নসখ করা بِالْكِتَابِ কিতাবুল্লাহ দ্বারা وَالسُّنَّةِ এবং সুন্নত দ্বারা وَكَذَا يَجُوزُ এমনিভাবে জায়েজ আছে نَسْخُ السُّنَّةِ সুন্নতকে নসখ করা بِالسُّنَّةِ সুন্নত দ্বারা وَالْكِتَابِ এবং কিতাবুল্লাহ দ্বারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ يَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْإِجْمَاعِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে মু'তাযিলাগণের মতে ইজমার দ্বারা كِتَابُ اللّٰهِ -এর نَسْخ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কতিপয় মু'তাযিলী ফকীহের মতে ইজমার দ্বারা কিতাবুল্লাহর نَسْخ (রহিতকরণ) জায়েজ। তাঁরা দলিল হিসেবে مُؤَلَّفَةِ الْقُلُوبِ -এর কথা উল্লেখ করেছেন। নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায় তিনি কতিপয় প্রভাব প্রতিপত্তিশালী নও মুসলিমকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট রাখা এবং অটল থাকার জন্য সদকার মাল হতে কিছু দান করতেন। مَصَارِفُ زَكٰوةٍ অর্থাৎ কুরআন মাজীদের যে আয়াতে যাকাতের মালের হকদারদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوبِ দের কথারও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতের যুগে ইজমায়ে সাহাবার দ্বারা তাদের অংশকে مَنْسُوخ করে দেওয়া হয়। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, ইজমার দ্বারা কিতাবুল্লাহর হুকুমকে مَنْسُوخ করা জায়েজ। নতুবা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কিভাবে করলেন?

এর জবাবে জমহুরের পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, উক্ত ঘটনায় ইজমার দ্বারা কিতাবুল্লাহকে রহিত করা হয়নি; বরং عِلَّةٌ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে حُكْم ও আপনা-আপনি নিঃশেষ হয়ে গেছে। কেননা, তাদেরকে দান করার عِلَّةٌ ছিল ইসলামের দুর্বলতা। যখন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতের যুগে সেই দর্বলতা তিরোহিত হয়ে ইসলাম শক্তিশালী হয়ে গেল, তখন আর তাদেরকে দান করার প্রয়োজনও অবশিষ্ট থাকল না। কাজেই حُكْم টি আপনা-আপনি বিলুপ্ত হয়ে গেল। এটার জবাবে কেউ কেউ বলেছেন যে, উপরিউক্ত حُكْم ইজমার দ্বারা مَنْسُوخ হয়নি; বরং সুন্নতে রাসূলের দ্বারা مَنْسُوخ হয়েছে, যা তখন হযরত ওমর (রা.) হযরত নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন এবং যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একমত হয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর অন্তর হতে একে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ النَّسْخُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে কোন কোন ক্ষেত্রে نَسْخ জায়েজ সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত চার প্রকার نَسْخ সর্বসম্মতভাবে জায়েজ। ১. কিতাবুল্লাহর দ্বারা কিতাবুল্লাহর نَسْخ। ২. কিতাবুল্লাহর দ্বারা সুন্নতে রাসূলের نَسْخ (রহিতকরণ)। ৩. সুন্নতে রাসূল দ্বারা সুন্নতে রাসূলের نَسْخ । ৪. সুন্নতে রাসূলের দ্বারা কিতাবুল্লাহর نَسْخ সুন্নতের দ্বারা সুন্নতের نَسْخ হওয়ার ব্যাপারে বিশদ বিবরণ এই যে, উভয়টি যদি مُتَوَاتِرٌ অথবা উভয়টিই যদি خَبَرُ وَاحِدٍ হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে نَسْخ হবে। তা ছাড়া পূর্বোক্তটি যদি خَبَرُ وَاحِدٍ এবং পরেরটি যদি مُتَوَاتِرٌ হয়, তাহলে সন্দেহাতীতভাবে نَسْخ হবে। কিন্তু যদি পূর্বেরটি مُتَوَاتِرٌ আর পরবর্তীটি خَبَرُ وَاحِدٍ হয়, তাহলে কারো কারো মতে نَسْخ হবে না। কেননা, قَطْعِىٌّ (অকাট্য দলিল)-এর বর্তমানে ظَنِّىٌّ (ধারণামূলক দলিল) গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুবহে সাদেক নামক গ্রন্থে আছে যে, যদি (পরবর্তী) خَبَرُ وَاحِدٍ কারীনার মাধ্যমে সন্দেহাতীত সাব্যস্ত হয়, তাহলে এটা مُتَوَاتِرٌ -এর জন্য نَاسِخ (রহিতকারী) হতে পারবে। অন্যথায় এটা مُتَوَاتِرٌ -এর نَاسِخ হতে পারবে না।

فَهِيَ اَرْبَعُ صُوَرٍ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) فِي الْمُخْتَلَفِ فَلَا يَجُوْزُ عِنْدَهٗ اِلَّا نَسْخَ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ تَمَسُّكًا بِاَنَّهٗ لَوْ جَازَ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ لَيَقُوْلُ الطَّاعِنُوْنَ اَنَّ الرَّسُوْلَ اَوَّلُ مَا كَذَّبَ اللّٰهَ فَكَيْفَ نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ بِتَبْلِيْغِهٖ وَلَوْ جَازَ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ لَيَقُوْلُ الطَّاعِنُوْنَ بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَذَّبَ رَسُوْلَهٗ فَكَيْفَ نُصَدِّقُ قَوْلَهٗ قُلْنَا مِثْلَ هٰذَا الطَّعْنِ لَا مَفَرَّ عَنْهُ فِي الْمُتَّفَقِ اَيْضًا وَهُوَ صَادِرٌ مِنَ السُّفَهَاءِ الْجَاهِلِيْنَ فَلَا يُعْبَأُ بِهٖ وَتَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) اَيْضًا فِيْ عَدَمِ جَوَازِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّيْ حَدِيْثٌ فَاعْرِضُوْهُ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَمَا وَافَقَهٗ فَاقْبَلُوْهُ وَاِلَّا فَرُدُّوْهُ فَكَيْفَ يَنْسَخُ بِهَا وَفِيْ عَدَمِ جَوَازِ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ فَلَوْ نُسِخَتِ السُّنَّةُ بِهٖ لَمْ تَصْلُحْ بَيَانًا لَهٗ قُلْنَا لَمَّا كَانَ النَّسْخُ بَيَانُ مُدَّةِ الْحُكْمِ الْمُطْلَقِ جَازَ اَنْ يُّبَيِّنَ اللّٰهُ مُدَّةَ كَلَامِ رَسُوْلِهٖ اَوْ رَسُوْلُهٗ مُدَّةَ كَلَامِ رَبِّهٖ فَمِثَالُ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ نَسْخُ اٰيَاتِ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ بِاٰيَاتِ الْقِتَالِ ـ

সরল অনুবাদ : আমাদের মতে নস্খের অবস্থা মোট চারটি। ইমাম শাফেয়ী (র.) বিপরীত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। অর্থাৎ তাঁর মতে কিতাবুল্লাহর নস্খ কিতাবুল্লাহ্ দ্বারা এবং সুন্নতের নস্খ সুন্নত দ্বারা ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় জায়েজ নেই। তাঁর দলিল এই যে, যদি সুন্নত দ্বারা কিতাবুল্লাহর নস্খ জায়েজ হয়, তাহলে সমালোচনাকারীরা এই বলে সমালোচনা শুরু করে দিবে যে, যখন নবী করীম ﷺ নিজেই সর্বাগ্রে আল্লাহ তা'আলাকে অসত্যবাদী প্রতিপন্ন করেছেন, তখন এরূপ নবীর তাবলীগ দ্বারা আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কিরূপে ঈমান আনয়ন করতে পারি? আর যদি কিতাবুল্লাহ্ দ্বারা সুন্নতের নস্খ জায়েজ হয়, তাহলে সমালোচনাকারীরা এ কথাটি বলার সুযোগ পেয়ে যাবে যে, যখন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাঁর নবীকে অসত্যবাদী প্রতিপন্ন করেছেন, তখন আমরা তাঁর কথা কিরূপে বিশ্বাস করতে পারি ? আমরা এটার উত্তরে বলবো যে, অপরাপর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তো অনুরূপ আপত্তি হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নেই, যা নস্খের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের পক্ষ হতে উত্থাপিত হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের এরূপ সমালোচনার প্রতি কর্ণপাত করা উচিত হবে না। অনুরূপভাবে ইমাম শাফেয়ী (র.) সুন্নত দ্বারা কিতাবুল্লাহর নস্খ জায়েজ না হওয়ার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর এ হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন যে, 'যখন তোমাদের নিকট আমার কোনো হাদীস বর্ণনা করা হবে, তখন তাকে কিতাবুল্লাহর সম্মুখে উপস্থাপন করবে। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর সাথে মিলিয়ে দেখবে। যদি তা কিতাবুল্লাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে গ্রহণ করবে, অন্যথায় তাকে প্রত্যাখ্যান করবে।' এ হাদীসের আলোকে সুন্নত কিরূপে কিতাবুল্লাহর জন্য নাসেখ হতে পারে। আর তিনি কিতাবুল্লাহ দ্বারা সুন্নতের নস্খ জায়েজ না হওয়ার ব্যাপারে এ আয়াতটি দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ (এ কুরআন আপনার প্রতি এ জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, আপনি লোকজনদের নিকট সেসব হুকুম ব্যাখ্যা করে দিবেন, যা তাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে।) সুতরাং যদি কিতাবুল্লাহ দ্বারা সুন্নত মান্সূখ হয়ে যায়, তাহলে সুন্নত কুরআনের বয়ান হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। আমরা হানাফীগণের পক্ষ হতে এর উত্তর এই যে, নস্খ-এর অর্থ যখন হচ্ছে মুত্লাক হুকুমের সময়সীমা বর্ণনা করা, তখন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাঁর রাসূল ﷺ -এর কালামের সময়সীমা বর্ণনা করা অথবা নবী করীম ﷺ কর্তৃক তাঁর পালনকর্তার কালামের সময়সীমা বর্ণনা করা জায়েজ হবে। (এতে কোনো اِسْتِحَالَةٌ অথবা اِسْتِبْعَادٌ নেই।) সুতরাং নস্খ-এর উপরিউক্ত প্রকার চতুষ্টয়ের উদাহরণ হলো নিম্নরূপ। যথা- ১. কিতাবুল্লাহ দ্বারা কিতাবুল্লাহ মানসূখ হওয়ার উদাহরণ যেমন- কাফিরদের বেলায় ক্ষমা ও উদারতা সম্বলিত আয়াত, যথা- فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا ইত্যাদি আয়াতসমূহ জেহাদের হুকুম সংক্রান্ত আয়াতসমূহ দ্বারা মান্সূখ হয়ে গেছে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَهِيَ এ নসখটি اَرْبَعُ صُوَرٍ চারটি অবস্থায় বিভক্ত عِنْدَنَا আমাদের হানাফীদের মতে خِلَافًا لِلشَّافِعِيْ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন فِي الْمُخْتَلَفِ বিপরীত ক্ষেত্রে فَلَا يَجُوْزُ কাজেই সিদ্ধ হবে عِنْدَهٗ তাঁর মতে اِلَّا نَسْخَ একমাত্র ঐ নসখ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ যা কিতাবুল্লাহ দ্বারা কিতাবুল্লাহকে করা হয় وَالسُّنَّةَ بِالسُّنَّةِ এবং সুন্নত দ্বারা সুন্নতকে تَمَسُّكًا بِاَنَّهٗ এ কারণে যে لَوْ جَازَ যদি জায়েজ হয় نَسْخُ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহকে নসখ করা بِالسُّنَّةِ সুন্নত দ্বারা لَيَقُوْلُ তাহলে বলতে শুরু করত الطَّاعِنُوْنَ সমালোচনাকারীরা اِنَّ الرَّسُوْلَ নিশ্চয়ই রাসূলে কারীম ﷺ اَوَّلُ সর্বপ্রথম مَا كَذَّبَ اللّٰهَ আল্লাহ তা'আলাকে অসত্যবাদী প্রতিপন্ন করেছেন فَكَيْفَ نُؤْمِنُ তাহলে কিভাবে আমরা ঈমান আনয়ন করবো بِاللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার উপর بِتَبْلِيْغِهٖ এরূপ নবীর প্রচার দ্বারা وَلَوْ جَازَ আর যদি জায়েজ হতো نَسْخُ السُّنَّةِ সুন্নতকে নসখ করা بِالْكِتَابِ কিতাবুল্লাহ দ্বারা

لَيَقُوْلُ তাহলে বলতে থাকবে الطَّاعِنُوْنَ সমালোচনাকারীগণ بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى কেননা, আল্লাহ তা'আলা كَذَّبَ অসত্যবাদী প্রতিপন্ন করেছেন رَسُوْلَهُ তাঁর রাসূলকে فَكَيْفَ نُصَدِّقُ তখন আমরা কিরূপে বিশ্বাস করতে পারি قَوْلَهُ তাঁর কথা قُلْنَا আমরা এর জবাবে বলবো যে اَيْضًا এ অভিযোগের মতো مِثْلَ هٰذَا الطَّعْنِ নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই لَا مَفَرَّ عَنْهُ সমপ্রক্রিয়ায় নসখের ক্ষেত্রে فِى الْمُتَّفَقِ ও وَهُوَ صَادِرٌ যা প্রকাশিত হয় مِنَ السُّفَهَاءِ নির্বোধদের পক্ষ হতে الْجَاهِلِيْنَ যারা নসখের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ فَلَا يُعْبَأُ بِهِ কাজেই তাদের এরূপ সমালোচনার প্রতি কর্ণপাত করা যাবে না وَتَمَسَّكَ আর আঁকড়ে ধরেছেন তথা পেশ করেছেন الشَّافِعِىُّ (رح) ইমাম শাফেয়ী (র.) اَيْضًا ও فِىْ عَدَمِ না হওয়ার ব্যাপারে جَوَازُ জায়েজ نَسْخُ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহকে নসখ করা بِالسُّنَّةِ সুন্নত দ্বারা بِقَوْلِهِ নবী করীম ﷺ -এর এ কথা দ্বারা عَلَيْهِ السَّلَامُ যখন বর্ণনা করা হয় اِذَا رُوِىَ তোমাদের নিকট لَكُمْ আমার কোনো عَنِّىْ حَدِيْثٌ হাদীস فَاعْرِضُوْهُ তখন তোমরা একে উপস্থাপন করবে عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার কিতাবের সম্মুখে فَمَا وَافَقَهُ যদি তা কিতাবুল্লাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় فَاقْبَلُوْهُ তাহলে তা গ্রহণ করবে وَاِلَّا فَرُدُّوْهُ অন্যথায় একে প্রত্যাখ্যান করবে فَكَيْفَ يَنْسَخُ بِهَا কাজেই সুন্নত কিভাবে কিতাবুল্লাহকে নসখ করবে وَفِىْ عَدَمِ جَوَازِ আর জায়েজ না হওয়া نَسْخِ السُّنَّةِ সুন্নতকে নসখ করা بِالْكِتَابِ কিতাবুল্লাহ দ্বারা بِقَوْلِهِ تَعَالٰى মহান আল্লাহর এ আয়াতটি পেশ করেন لِتُبَيِّنَ যাতে আপনি ব্যাখ্যা করে দিবেন لِلنَّاسِ মানুষের জন্য مَا نُزِّلَ যা অবতীর্ণ করা হয়েছে اِلَيْهِمْ তাদের উদ্দেশ্যে فَلَوْ نُسِخَتْ সুতরাং যদি মানসূখ হয়ে যায় السُّنَّةُ সুন্নত بِهٖ কিতাবুল্লাহ দ্বারা لَمْ تَصْلُحْ তাহলে সুন্নত যোগ্যতা রাখবে না بَيَانًا لَهُ কুরআনের বয়ান হওয়ার قُلْنَا আমরা হানাফীগণ এর উত্তরে বলবো لَمَّا كَانَ النَّسْخُ যখন নসখটি হয় بَيَانٌ বর্ণনা مُدَّةَ সময়সীমা الْحُكْمِ الْمُطْلَقِ মুতলাক হুকুমের جَازَ তখন জায়েজ হবে اَنْ يُبَيِّنَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলার বর্ণনা করা مُدَّةَ সময়সীমা كَلَامِ رَسُوْلِهٖ তাঁর রাসূলের (বক্তব্যের) কালামের اَوْ رَسُوْلَهُ অথবা তাঁর রাসূলের বর্ণনা করা مُدَّةَ সময়সীমা كَلَامِ رَبِّهٖ তাঁর রবের কালামের فَمِثَالُ অতএব উদাহরণ نَسْخُ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহকে নসখ করার بِالْكِتَابِ কিতাবুল্লাহ দ্বারা نَسْخٌ নসখ করা اٰيَاتِ الْعَفْوِ কাফিরদেরকে ক্ষমা করার আয়াতসমূহ وَالصَّفْحِ এবং উদারতার بِاٰيَاتِ الْقِتَالِ জেহাদের হুকুম সম্পর্কীয় আয়াতসমূহ দ্বারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَهِىَ اَرْبَعُ صُوَرٍ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رح) الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে যেসব ক্ষেত্রে نَسْخٌ জায়েজ সেগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে চার প্রকারের نَسْخٌ বা রহিতকরণ জায়েজ। **এক.** কিতাবুল্লাহর দ্বারা কিতাবুল্লাহর نَسْخٌ **দুই.** সুন্নতে রাসূল ﷺ দ্বারা কিতাবুল্লাহর نَسْخٌ **তিন.** সুন্নতে রাসূল ﷺ -এর দ্বারা সুন্নতে রাসূলের نَسْخٌ এবং চার. কিতাবুল্লাহর দ্বারা সুন্নতে রাসূল ﷺ -এর نَسْخٌ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কিতাবুল্লাহর দ্বারা কিতাবুল্লাহর এবং সুন্নতে রাসূল ﷺ -এর দ্বারা সুন্নতে রাসূল ﷺ نَسْخٌ জায়েজ আছে। কিন্তু কিতাবুল্লাহর দ্বারা সুন্নতে রাসূল ﷺ -এর نَسْخٌ অথবা সুন্নতে রাসূল ﷺ দ্বারা কিতাবুল্লাহর نَسْخٌ নাজায়েজ। এ ব্যাপারে তাঁর প্রথম দলিল এই যে, যদি কিতাবুল্লাহর দ্বারা সুন্নতে রাসূল ﷺ -কে نَسْخٌ করা জায়েজ বলা হয়, তাহলে ইসলাম বিদ্বেষী সমালোচকগণ বলবে যে, আল্লাহই তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন, সুতরাং আমরা কিভাবে তাঁর তাবলীগের উপর নির্ভর করে আল্লাহকে বিশ্বাস করবো। তদ্রূপ সুন্নতে রাসূল ﷺ দ্বারা কিতাবুল্লাহকে مَنْسُوْخٌ মানা হলে বিরুদ্ধবাদীগণ বলে উঠবে যে, আল্লাহকে যখন স্বয়ং রাসূলই মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তখন আমরা কিভাবে তাঁর রাসূলকে সত্যায়িত করবো?

এটার জবাবে আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) বক্তব্য হলো আপনি যে দু' অবস্থায় উপরিউক্ত আশঙ্কার কথা বলেছেন, সে একই আশঙ্কাতো অন্য দু' অবস্থার জন্যও প্রযোজ্য। সুতরাং نَسْخٌ -এর হাকীকত, তাৎপর্য ও মাসলাহাত সম্পর্কে অজ্ঞ ও আহমকদের এ সব উদ্ভট ও অযৌক্তিক প্রশ্নাবলি যদ্রূপ বাকি দুই অবস্থায় গ্রহণযোগ্য হয় না; তদ্রূপ এ দু' অবস্থায়ও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, সে ক্ষেত্রেও তো বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর বাণীকে আল্লাহ নিজেই এবং রাসূলের বাণীকে স্বয়ং রাসূলই যখন মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন, তখন আমরা মানবো কোন্ যুক্তিতে? কাজেই এ সব অজ্ঞতা প্রসূত অবান্তর প্রশ্ন মূল্যায়নযোগ্য নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) সুন্নতের দ্বারা কিতাবুল্লাহ مَنْسُوْخٌ হওয়া জায়েজ না হওয়ার ব্যাপারে একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসখানা নিম্নরূপ- اِذَا رُوِىَ لَكُمْ عَنِّىْ حَدِيْثٌ فَاعْرِضُوْهُ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَمَا وَافَقَهُ فَاقْبَلُوْا وَاِلَّا فَرُدُّوْهُ অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট কেউ কোনো হাদীস বর্ণনা করবে, তখন এটাকে কিতাবুল্লাহর সামনে পেশ করো। যদি এটা কিতাবুল্লাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে গ্রহণ করো। অন্যথায় বর্জন করো। কাজেই সুন্নতের দ্বারা কিভাবে কিতাবুল্লাহ مَنْسُوْخٌ হতে পারে? আর কিতাবুল্লাহর দ্বারা সুন্নতে রাসূল مَنْسُوْخٌ হওয়া জায়েজ না হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ করে নিম্নোক্ত আয়াতখানা পেশ করেছেন لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ অর্থাৎ হে নবী! আপনি লোকদেরকে সে কুরআনে কারীম স্পষ্টভাবে খুলে বর্ণনা করে (শুনিয়ে) দিন যা তাদের উপর নাজিল হয়েছে। এখন সুন্নতে রাসূল ﷺ কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে مَنْسُوْخٌ হওয়া জায়েজ, কিভাবে সুন্নতে রাসূল ﷺ কিতাবুল্লাহর بَيَانٌ (ব্যাখ্যা) হবে?

জমহুরের পক্ষ হতে উপরিউক্ত দলিলদ্বয়ের সাধারণ জবাব এই যে, যেহেতু সাধারণ حُكْمٌ -এর সময়সীমার বর্ণনাকে نَسْخٌ বলে, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ -এর বাণীর সময়সীমা বর্ণনা করা এবং রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় প্রভুর বাণীর সময়সীমা বর্ণনা করা জায়েজ হবে। আর বিশেষত হাদীসখানার জবাব এই যে, ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেছেন, উক্ত হাদীসখানা যিনদীকেরা (মুনাফিকরা) রচনা করেছে। এর কোনো ভিত্তি নেই। আর নবী করীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত বাণীর দ্বারা এটা প্রত্যাখ্যাত সাব্যস্ত হয়। রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন- اِنِّىْ قَدْ اُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ অর্থাৎ আমাকে কিতাবুল্লাহ দেওয়া হয়েছে এবং এর সমপরিমাণ আরো একটি বিদ্যা দেওয়া হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে- اُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ অর্থাৎ আমাকে কিতাবুল্লাহ দেওয়া হয়েছে এবং এর সাথে এর সমপরিমাণ ইলমও দেওয়া হয়েছে। আর হাদীসখানাকে সহীহ মেনে নিলেও এটার ব্যাখ্যা (তাবীল) যোগ্য। অর্থাৎ যদি হাদীস এর সময়কাল জানা না থাকে, তাহলে এটাকে পরিত্যাগ করো। অন্যথায় হাদীস পরবর্তী পর্যায়ের হলে এটা কুরআনের জন্য نَاسِخٌ হবে। অথবা অর্থ এই হবে যে, যদি হাদীস বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে কুরআনের সমকক্ষ না হয়, তাহলে হাদীসকে বর্জন করো।

قَوْلُهُ فَنَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ -এর উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। কিতাবুল্লাহর দ্বারা কিতাবুল্লাহর মানসূখ হওয়ার উদাহরণ যেমন- যেসব আয়াতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে ক্ষমা ও নম্র ব্যবহারের আদেশ দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে জিহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াতসমূহের দ্বারা সে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ مَنْسُوْخٌ (রহিত) হয়ে গেছে। তাহকীক নামক গ্রন্থে আছে যে, উপরিউক্ত ধরনের مَنْسُوْخٌ আয়াতের সংখ্যা একশতেরও অধিক।

وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنِّىْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ اَلَا فَزُوْرُوْهَا وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ اَنَّ التَّوَجُّهَ فِى الصَّلٰوةِ اِلٰى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فِىْ وَقْتِ قُدُوْمِ الْمَدِيْنَةِ كَانَ ثَابِتًا بِالسُّنَّةِ بِالْاِتِّفَاقِ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَنَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ مِثْلُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ اَىْ بَعْدَ التِّسْعِ نُسِخَ بِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَخْبَرَهَا بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَبَاحَ لَهٗ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ وَقِيْلَ هُوَ مَنْسُوْخٌ بِالْاٰيَةِ الَّتِىْ قَبْلَهَا فِى التِّلَاوَةِ اَعْنِىْ قَوْلَهٗ تَعَالٰى اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللَّاتِىْ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ الْاٰيَةَ فَاِنَّهٗ سِيْقَ لِلْمِنَّةِ بِاِحْلَالِ الْاَزْوَاجِ الْكَثِيْرَةِ لَهٗ اَوْ قَوْلُهٗ تَعَالٰى تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ -

সরল অনুবাদ : আর ২. সুন্নত দ্বারা সুন্নত মানসূখ হওয়ার উদাহরণ যেমন– নবী করীম ﷺ -এর বাণী– اِنِّىْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ اَلَا فَزُوْرُوْهَا (আমি তোমাদেরকে কবর জেয়ারত হতে বারণ করেছিলাম; এখন হতে তোমরা কবর জেয়ারত করো) দ্বারা পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা মানসূখ হয়ে গেছে। ৩. কিতাবুল্লাহ দ্বারা সুন্নত মানসূখ হওয়ার উদাহরণ যেমন– নবী করীম ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় গমন করেন, তখন সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত দ্বারাই বায়তুল মুকাদ্দাস নামাজের কেবলা সাব্যস্ত হয়েছিল। অতঃপর এ হুকুমটি আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (আর আপনি আপনার মুখমণ্ডল ঘুরিয়ে নিন মসজিদে হারামের দিকে) দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। আর ৪. সুন্নত দ্বারা কিতাবুল্লাহ মানসূখ হওয়ার উদাহরণ যেমন– আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে বলেছিলেন– لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ بَعْدُ (নয়জন মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার পর আপনার জন্য আর কোনো মহিলাকে বিবাহ করা হালাল হবে না) এ আয়াতটি হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস– اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَخْبَرَهَا بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَبَاحَ لَهٗ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ (হুযূর ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা হুযূর ﷺ -কে যতজন স্ত্রী ইচ্ছা বিবাহাধীনে রাখার বিষয়টি মুবাহ করে দিয়েছেন) দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এ হুকুমটি আল্লাহ তা'আলার বাণী– اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللَّاتِىْ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ দ্বারা মানসূখ হয়েছে। এ আয়াতটি যদিও প্রথমোক্ত আয়াতটি হতে তেলাওয়াতের দিক দিয়ে অগ্রবর্তী, কিন্তু এটা অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী সময়ে। অত্র আয়াতে নবী করীম ﷺ -এর জন্য বহুসংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ হালাল হওয়ার কথা অনুগ্রহস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। (যা দ্বারা নয়জন স্ত্রী গ্রহণ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা মানসূখ হয়ে যায়) অথবা আল্লাহ তা'আলার কাওল– تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ (আপনি আপনার স্ত্রীগণের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা ত্যাগ করুন এবং যাকে ইচ্ছা নিজের কাছে রাখুন) দ্বারা নয়জন স্ত্রীর সীমাবদ্ধতা মানসূখ হয়ে গেছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَنَسْخُ আর নসখ করার উদাহরণ السُّنَّةِ সুন্নতকে بِالسُّنَّةِ সুন্নত দ্বারা قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীস اِنِّىْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছি عَنْ زِيَارَةِ জেয়ারত করা হতে الْقُبُوْرِ কবরসমূহ اَلَا فَزُوْرُوْهَا এখন হতে তোমরা জেয়ারত করো وَنَسْخُ السُّنَّةِ আর সুন্নত মানসূখ করার উদাহরণ بِالْكِتَابِ কিতাবুল্লাহ দ্বারা فِىْ وَقْتِ قُدُوْمِ মুখমণ্ডল ফিরানো فِى الصَّلٰوةِ নামাজের মধ্যে اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে আগমন اَنَّ التَّوَجُّهَ করার সময় الْمَدِيْنَةِ মদীনায় كَانَ ثَابِتًا এটা সাব্যস্ত হয়েছে بِالسُّنَّةِ সুন্নত দ্বারা بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতিক্রমে ثُمَّ نُسِخَ তারপর মানসূখ হয়ে গেছে بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى মহান আল্লাহর এ বাণীর দ্বারা فَوَلِّ আর আপনি ঘুরিয়ে নিন وَجْهَكَ আপনার মুখমণ্ডলকে شَطْرَ দিকে قَوْلِهٖ تَعَالٰى মসজিদে হারামের وَنَسْخُ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহকে মানসূখ করা بِالسُّنَّةِ সুন্নত দ্বারা مِثْلُ এর উদাহরণ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মহান আল্লাহর বাণী لَا يَحِلُّ হালাল নয় لَكَ আপনার জন্য النِّسَاءُ কোনো মহিলা مِنْ بَعْدُ এর পরে اَىْ অর্থাৎ بَعْدَ التِّسْعِ নয়ের পরে সে হাদীস দ্বারা নসখ হয়ে গেছে بِمَا رَوَتْ যা বর্ণনা করেছেন عَائِشَةُ (رض) হযরত আয়েশা (রা.) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ নবী করীম ﷺ نُسِخَ তাকে অবহিত করেছেন যে بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى মহান আল্লাহ اَبَاحَ لَهٗ তাঁর জন্য বৈধ করেছেন مِنَ النِّسَاءِ নারীদের মধ্য হতে اَخْبَرَهَا اَلَّتِىْ قَبْلَهَا যতজন ইচ্ছা وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন هُوَ مَنْسُوْخٌ এ হুকুমটি মানসূখ হয়ে গেছে بِالْاٰيَةِ সে আয়াত দ্বারা مَا شَاءَ যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে فِى التِّلَاوَةِ তেলাওয়াতে اَعْنِىْ অর্থাৎ قَوْلُهٗ تَعَالٰى মহা প্রভুর বাণী اِنَّا اَحْلَلْنَا নিশ্চয়ই আমি বৈধ করেছি لَكَ আপনার জন্য اَزْوَاجَكَ সেসব স্ত্রীগণ اللَّاتِىْ اٰتَيْتَ যাদেরকে আপনি দান করবেন اُجُوْرَهُنَّ তাদের মোহরসমূহ فَاِنَّهٗ سِيْقَ এ

আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে لِلْمِنَّةِ অনুগ্রহ স্বরূপ بِإِحْلَالِ হালাল হওয়ার বিষয়ে الْأَزْوَاجِ الْكَثِيرَةِ বহুসংখ্যক স্ত্রী لَهُ তার জন্য أَوْ অথবা قَوْلُهُ تَعَالَى আল্লাহ তা'আলার এ কথা দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে تُرْجِيْ আপনি পরিত্যাগ করুন مَنْ تَشَاءُ যাকে ইচ্ছা مِنْهُنَّ স্ত্রীগণের মধ্য হতে وَتُؤْوِيْ إِلَيْكَ এবং আপনার নিকট রাখুন مَنْ تَشَاءُ যাকে ইচ্ছা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে সুন্নতের মাধ্যমে সুন্নত مَنْسُوْخٌ হওয়ার উদাহরণ আলোচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে চার প্রকার نَسْخٌ জায়েজ, যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্য হতে প্রথম প্রকার তথা نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ -এর উদাহরণ এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সুন্নতকে সুন্নত দ্বারা نَسْخٌ করার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। সুতরাং ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন- كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ (অর্থাৎ আমি ইতঃপূর্বে তোমাদেরকে কবর জেয়ারত করতে নিষেধ করেছি। এখন তোমরা কবর জেয়ারত করতে পার। কেননা, এটা দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি ও আখিরাতের প্রতি আসক্তির সঞ্চার করে।) ইসলামি প্রাথমিক যুগে নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে কবর জেয়ারত করতে নিষেধ করতেন। কেননা, সবে মাত্র তারা পৌত্তলিকতা হতে মুক্ত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। তখন পর্যন্ত শিরকী ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস হতে তারা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে ইসলামি তথা তাওহীদী আকীদায় পরিপক্কতা লাভ করেনি। কাজেই কবর জেয়ারতের কারণে তখন তারা শিরকে লিপ্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যখন তাদের মধ্যে একত্ববাদের আকীদা-বিশ্বাস পরিপক্কতা লাভ করল এবং শিরকে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা তিরোহিত হয়ে গেল, তখন নবী করীম ﷺ তাদেরকে কবর জেয়ারতের অনুমতি দানের মাধ্যমে পূর্ববর্তী আদেশকে مَنْسُوْخٌ করে দিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে কবর জেয়ারতের ফায়দাও জানিয়ে দিলেন।

قَوْلُهُ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ اَنَّ التَّوَجُّهَ الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে সুন্নতে রাসূল ﷺ مَنْسُوْخٌ হওয়ার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে সুন্নতে রাসূল ﷺ مَنْسُوْخٌ হওয়ার উদাহরণ এই যে, নবী করীম. ﷺ মক্কায় অবস্থান কালে হিজরত-পূর্ব সময়ে মিল্লাতে ইব্রাহীমিয়ার অনুসরণে কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করে যাওয়ার পর ষোল কি সতের মাস যাবৎ ইহুদিদের মন জয়ের উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছেন, যা ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। মোল্লা আলী কারী (র.) অনুরূপই বলেছেন। অতঃপর আয়াতে কুরআনী فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (সুতরাং হে নবী! আপনি এখন আপনার চেহারা মাসজিদে হারামের দিকে ফিরিয়ে নিন এবং সেই দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করুন) -এর দ্বারা পূর্বোক্ত সুন্নত مَنْسُوْخٌ হয়ে যায়।

তালবীহ নামক গ্রন্থে আছে যে, উপরিউক্ত বিষয়টি বিশদভাবে পর্যালোচনার অবকাশ রাখে। কেননা, নবী করীম ﷺ মদীনায় যাওয়ার পর যে কয়েক মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করেছেন তা সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ নেই। শুধু এতটুকু বলা যেতে পারে যে, কুরআন মাজীদে গঠিত কোনো আয়াত দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়নি। আর এটার দ্বারা তো সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় না যে, এটা সুন্নতের মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়েছে। বরং এমন তো হতে পারে যে, এটা কোনো আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে উক্ত আয়াতের তেলাওয়াত مَنْسُوْخٌ হয়ে গেছে। তবে তালবীহ প্রণেতার উপরিউক্ত যুক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এর দ্বারা ইয়াকীন না হলেও অন্তত ধারণামূলক জ্ঞান অর্জিত হয়ে থাকে। আর এটাই এখানে যথেষ্ট। কেননা, এ ব্যাপারে আমাদের নিকট সুন্নত সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে কুরআন সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। যার উপর কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই স্পষ্ট সুন্নতই একমাত্র এখানে দলিল হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

قَوْلُهُ وَنَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى الخ **-এর আলোচনা :** আলোচ্য ইবারতে সুন্নতের দ্বারা কিতাবুল্লাহ مَنْسُوْخٌ হওয়ার উদাহরণ আলোচিত হয়েছে। সুন্নতের মাধ্যমে কিতাবুল্লাহ مَنْسُوْخٌ হওয়ার উদাহরণ এই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে বলেছেন "وَلَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ" অর্থাৎ নয়জন স্ত্রীর পর আর কোনো মহিলাকে বিবাহ করা আপনার জন্য জায়েজ নেই। এ আয়াত হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি হাদীস দ্বারা مَنْسُوْخٌ হয়ে গেছে। হাদীসখানা এই যে, নবী করীম ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যতজন ইচ্ছা নারী বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে কিছু মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজী ইমাম আবূ যায়েদ (র.) বলেছেন যে, কুরআনে কারীমে এমন কোনো আয়াত নেই যা সুন্নতের মাধ্যমে مَنْسُوْخٌ হয়ে গেছে। তবে সুন্নতের মাধ্যমে কুরআনের অনেক আয়াতের সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন করা হয়েছে মাত্র। হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপরিউক্ত হাদীস সম্পর্কে তালবীহ গ্রন্থ প্রণেতা মন্তব্য করেছেন যে, কিতাবুল্লাহ তো خَبَرٌ -এর দ্বারা مَنْسُوْخٌ হয় না। সুতরাং হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা কিভাবে উপরিউক্ত আয়াত مَنْسُوْخٌ হতে পারে? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, যে সাহাবী উক্ত خَبَرٌ টি বর্ণনা করেছেন তিনি এ আকীদা পোষণ করতেন যে, সুন্নতের মাধ্যমে কিতাবুল্লাহ مَنْسُوْخٌ হতে পারে। তার নিকট তো এটা خَبَرُ وَاحِدٍ ছিল না; বরং তিনি স্বয়ং এটা নবী করীম ﷺ -এর মুখ হতে শ্রবণ করেছেন। সুতরাং যে সাহাবী তাঁর কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাকে مَنْسُوْخٌ করে থাকলে তা অনস্বীকার্যভাবে স্বীকৃত হবে। এ জন্য আমরা সুন্নতের দ্বারা কিতাবুল্লাহ مَنْسُوْخٌ হওয়াকে জায়েজ রেখেছি।

وَهٰكَذَا كُلُّ مَا اَوْرَدُوْا فِىْ نَظِيْرِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ فَقَدْ وَجَدْنَا فِيْهِ نَسْخَ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ بِقَطْعِ النَّظْرِ عَنِ السُّنَّةِ عَلٰى مَا حَرَّرْتُ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ اَقْسَامِ النَّاسِخِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ اَقْسَامِ الْمَنْسُوْخِ مِنَ الْكِتَابِ فَقَالَ وَالْمَنْسُوْخُ اَنْوَاعُ التِّلَاوَةِ وَالْحُكْمِ جَمِيْعًا وَهُوَ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فِىْ حَيٰوةِ الرَّسُوْلِ (ع) بِالْاِنْسَاءِ كَمَا رُوِىَ اَنَّ سُوْرَةَ الْاَحْزَابِ كَانَتْ تَعْدِلُ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فِىْ ضِمْنِ ثَلٰثِ مِائَةِ اٰيَةٍ وَالْاٰنَ بَقِيَتْ عَلٰى مَا فِى الْمَصَاحِفِ فِىْ ضِمْنِ سَبْعِيْنَ اٰيَةً وَكَمَا رُوِىَ اَنَّ سُوْرَةَ الطَّلَاقِ كَانَتْ تَعْدِلُ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَالْاٰنَ بَقِيَتْ عَلٰى مَا فِى الْمَصَاحِفِ فِىْ ضِمْنِ اِثْنَتَىْ عَشَرَةَ اٰيَةً وَالْحُكْمُ دُوْنَ التِّلَاوَةِ مِثْلُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ وَنَحْوُهٗ قَدْرَ سَبْعِيْنَ اٰيَةً كُلُّهَا مَنْسُوْخَةٌ بِاٰيَاتِ الْقِتَالِ وَقِيْلَ مِائَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً فِىْ بَابِ عَدَمِ الْقِتَالِ مَنْسُوْخَةٌ بِاٰيَاتِ الْقِتَالِ وَسِوٰى اٰيَاتِ عَدَمِ الْقِتَالِ عِشْرُوْنَ اٰيَةً مَنْسُوْخَةُ التِّلَاوَةِ عَلٰى رَأْىِ صَاحِبِ الْاِتْقَانِ وَعِنْدِىْ اَنَّهَا زَائِدَةٌ عَلٰى عِشْرِيْنَ اِلٰى اَرْبَعِيْنَ اَوْ اَكْثَرَ وَعِلْمُ هٰذَا كُلِّهٖ فَرْضٌ عَلَى الَّذِىْ يَعْمَلُ بِالْقُرْاٰنِ لِيُمَيِّزَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوْخِ وَيَعْمَلَ بِالنَّاسِخِ دُوْنَ الْمَنْسُوْخِ وَقَدْ بَيَّنْتُ كُلَّ ذٰلِكَ بِالتَّفْصِيْلِ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىِّ بِمَا لَا يَتَصَوَّرُ الْمَزِيْدُ عَلَيْهِ فِىْ كِتَابِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاِنْ بَيَّنَهٗ الشَّافِعِيَّةُ بِاَطْوَلَ مِنْهُ فِىْ كُتُبِهِمْ ـ

সরল অনুবাদ : মোটকথা, সুন্নত দ্বারা কিতাবুল্লাহ মানসূখ হওয়ার যত উদাহরণই প্রদত্ত হয়েছে, তাতে সুন্নতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আমি স্বয়ং কিতাবুল্লাহর মধ্যেই নাসেখের সন্ধান পেয়েছি, যা আমি বিস্তারিতভাবে তাফ্সীরে আহ্মদী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি। **মানসূখ-এর প্রকারভেদ :** গ্রন্থকার (র.) নাসেখের প্রকারভেদ বর্ণনা সমাপ্ত করে মানসূখে কুরআনী-এর প্রকারভেদ বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **মানসূখ কয়েক প্রকার। যথা– ১. তেলাওয়াত ও হুকুম উভয়ই মানসূখ হয়ে যাওয়া।** আর তা হচ্ছে কুরআন মাজীদের সে অংশ, যা নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাঁর স্মৃতি হতে মুছিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে। যেমন– কথিত আছে যে, সূরা আহযাব সূরা বাক্বারার সমান প্রায় তিনশত আয়াত সম্বলিত সূরা ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা কুরআন মাজীদে সত্তর আয়াত বিশিষ্ট সূরা হিসেবে বহাল রয়েছে। অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে যে, সূরা তালাকও সূরা বাক্বারার ন্যায় লম্বা সূরা ছিল। অথচ বর্তমানে তা কুরআন মাজীদে বারো আয়াত বিশিষ্ট সূরা হিসেবে বহাল আছে। **২. শুধু হুকুম মানসূখ হবে এবং তেলাওয়াত অক্ষুণ্ন থাকবে।** যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ এবং এর ন্যায় সত্তরটি আয়াত কুরআন মাজীদে বিদ্যমান রয়েছে, (যাতে কাফিরদের মোকাবিলা না করার কথা বলা হয়েছে) তাদের সব কয়টির হুকুমই জিহাদের আয়াতসমূহ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, যুদ্ধ না করা সংক্রান্ত একশত বিশটি আয়াত কুরআন মাজীদে বিদ্যমান রয়েছে, যাদের হুকুম জেহাদের আয়াতসমূহ দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। আর যুদ্ধ না করা সংক্রান্ত আয়াতসমূহ ব্যতীত হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে, এরূপ আয়াতের সংখ্যা اِتْقَانٌ প্রণেতা আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর মতে বিশ। কিন্তু আমার মতে এ সংখ্যা বিশ হতে অনেক বেশি। চল্লিশ অথবা তা হতেও অধিক। আর যে ব্যক্তি কুরআনের উপর আমল করতে ইচ্ছা পোষণ করে, তার জন্য এসব আয়াত সম্পর্কে অবগত থাকা ফরজ। তাহলে সে নাসেখ ও মানসূখের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে এবং মানসূখকে বাদ দিয়ে নাসেখের উপর আমল করতে সক্ষম হবে। আমি তাফসীরে আহমদীতে এগুলোকে এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবসমূহেও তদপেক্ষা বেশি পাওয়ার কথা চিন্তা করা যায় না। অবশ্য শাফেয়ীগণ তাঁদের কিতাবসমূহে এটা অপেক্ষাও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰكَذَا আর এমনিভাবে كُلُّ مَا اَوْرَدُوْا যা কিছু তারা পেশ করেছে فِىْ نَظِيْرِ উদাহরণ نَسْخِ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহকে নসখ করার বিষয়ে بِالسُّنَّةِ সুন্নত দ্বারা فَقَدْ وَجَدْنَا فِيْهِ আমি তা কিতাবুল্লাহর মধ্যেই পেয়েছি نَسْخَ الْكِتَابِ

কিতাবুল্লাহকে নসখ করার بِالْكِتَابِ কিতাবুল্লাহ দ্বারা بِقَطْعِ النَّظْرِ ভ্রূক্ষেপ না করে عَنِ السُّنَّةِ সুন্নতের দিকে عَلَى مَا حَرَّرْتُ যা আমি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ তাফসীরে আহমদী গ্রন্থে وَلَمَّا فَرَغَ অতঃপর গ্রন্থকার যখন সমাপ্ত করেন عَنْ বর্ণনা اَقْسَامِ الْمَنْسُوْخِ প্রকারভেদসমূহ النَّاسِخِ নাসেখের شَرَعَ তখন তিনি শুরু করেন فِىْ بَيَانِ বর্ণনা اَقْسَامِ মানসূখের بَيَانِ প্রকারভেদসমূহ مِنَ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَالْمَنْسُوْخُ মানসূখটি اَنْوَاعٌ কয়েক প্রকার ১. اَلتِّلَاوَةُ তেলাওয়াত وَالْحُكْمُ এবং হুকুম جَمِيْعًا উভয়েই وَهُوَ আর তা হলো مَا نُسِخَ যা মানসূখ করা হয়েছে مِنَ الْقُرْاٰنِ পবিত্র কুরআনের ﷺ فِىْ حَيٰوةِ الرَّسُوْلِ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় بِالْاِنْسَاءِ তাঁর স্মৃতি হতে মুছে দেওয়ার মাধ্যমে كَمَا رُوِىَ যেমনি বর্ণিত আছে اَنَّ سُوْرَةَ الْاَحْزَابِ সূরা আহযাব كَانَتْ تَعْدِلُ সমান ছিল سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ সূরা বাকারার فِىْ ضِمْنِ তা সম্বলিত ছিল ثَلٰثَ مِائَةِ তিনশত আয়াত وَالْاٰنَ কিন্তু এখন بَقِيَتْ অবশিষ্ট রয়েছে عَلٰى مَا فِى الْمَصَاحِفِ পবিত্র কুরআনের মধ্যে فِىْ ضِمْنِ سَبْعِيْنَ اٰيَةً اٰيَةٍ সত্তর আয়াত বিশিষ্ট সূরা হিসাবে وَكَمَا رُوِىَ অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে যে اَنَّ سُوْرَةَ الطَّلَاقِ সূরা তালাকটি كَانَتْ تَعْدِلُ সমান ছিল سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ সূরা বাকারার وَالْاٰنَ আর এখন بَقِيَتْ অবশিষ্ট রয়েছে عَلٰى مَا فِى الْمَصَاحِفِ পবিত্র কুরআনের মধ্যে فِىْ ضِمْنِ اِثْنَتَىْ عَشَرَةَ اٰيَةً বারো আয়াত বিশিষ্ট সূরা হিসাবে। ২. وَالْحُكْمُ দ্বিতীয়ত শুধু হুকুম মানসূখ হবে دُوْنَ التِّلَاوَةِ তেলাওয়াত মানসূখ হবে না مِثْلُ উদাহরণ হচ্ছে قَوْلِهٖ تَعَالٰى মহান আল্লাহর বাণী لَكُمْ তোমাদের জন্য রয়েছে دِيْنُكُمْ তোমাদের দীন وَلِىَ আর আমার জন্য রয়েছে دِيْنِ আমার দীন وَنَحْوِهٖ এবং এর মতো قَدْرَ পরিমাণ سَبْعِيْنَ اٰيَةً সত্তরটি আয়াত كُلُّهَا এ সবগুলো مَنْسُوْخَةٌ মানসূখ হয়ে গেছে بِاٰيَاتِ الْقِتَالِ জেহাদের আয়াতসমূহ দ্বারা وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন مِائَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً এরূপ আয়াত একশত বিশটি فِىْ بَابِ عَدَمِ الْقِتَالِ জেহাদ না করা সংক্রান্ত مَنْسُوْخَةٌ যেগুলো মানসূখ হয়ে গেছে بِاٰيَاتِ الْقِتَالِ জিহাদের আয়াতসমূহ দ্বারা وَسِوٰى ব্যতীত اٰيَاتِ আয়াতসমূহ عَدَمِ الْقِتَالِ যুদ্ধ না করা সংক্রান্ত عِشْرُوْنَ اٰيَةً এরূপ আয়াতের সংখ্যা বিশটি مَنْسُوْخَةٌ মানসূখ হয়ে গেছে التِّلَاوَةُ তেলাওয়াত عَلٰى رَاْىِ মতে صَاحِبِ الْاِتْقَانِ ইতকান প্রণেতার মতে وَعِنْدِىْ আর আমার মতে اَنَّهَا এরূপ আয়াত زَائِدَةٌ অতিরিক্ত عَلٰى عِشْرِيْنَ বিশের اِلٰى اَرْبَعِيْنَ চল্লিশ اَوْ اَكْثَرَ অথবা তা হতেও বেশি وَعَلِمَ আর অবগত থাকা هٰذَا كُلُّهٗ এ সবগুলো فَرْضٌ ফরজ عَلَى الَّذِىْ ঐ ব্যক্তির উপর যিনি يَعْمَلُ আমল করবেন بِالْقُرْاٰنِ কুরআনের উপর لِيُمَيِّزَ যাতে সে পার্থক্য করতে পারে النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوْخِ নাসেখ ও মানসূখের মধ্যে وَيَعْمَلُ এবং আমল করতে পারে بِالنَّاسِخِ নাসেখের উপর دُوْنَ الْمَنْسُوْخِ মানসূখ বাদ দিয়ে وَقَدْ بَيَّنْتُ আর আমি বর্ণনা করেছি كُلَّ ذٰلِكَ এ সবগুলো بِالتَّفْصِيْلِ বিস্তারিত فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ তাফসীরে আহমদীতে بِمَا لَا يُتَصَوَّرُ যা চিন্তা করা যায় না الْمَزِيْدُ عَلَيْهِ এর থেকে বেশি (رحـ) فِىْ كِتَابِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবসমূহে وَاِنْ بَيَّنَهٗ কিন্তু বর্ণনা করেছেন الشَّافِعِيَّةُ শাফেয়ীগণ بِاَطْوَلِ مِنْهُ এটা অপেক্ষাও দীর্ঘ فِىْ كُتُبِهِمْ তাদের কিতাবসমূহে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْمَنْسُوْخُ اَنْوَاعٌ اَلتِّلَاوَةُ وَالْحُكْمُ جَمِيْعًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مَنْسُوْخ-এর শ্রেণীবিভাগ বর্ণিত হয়েছে। এ স্থলে مَنْسُوْخ-এর اَقْسَامٌ তথা শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করা হয়েছে। مَنْسُوْخ তিন প্রকার। ১. তেলাওয়াত ও حُكْم দু'টিই مَنْسُوْخ হয়ে যাওয়া। যেমন বর্ণিত আছে যে, সূরায়ে আহযাব ও সূরায়ে তালাক– সূরায়ে বাকারার ন্যায় সুদীর্ঘ ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ নবী করীম ﷺ -এর অন্তর হতে এদের বৃহদাংশকে ভুলিয়ে দেওয়ার আকারে مَنْسُوْخ করে দিয়েছেন। সুতরাং বর্তমানে সূরায়ে আহযাব মাত্র সত্তর আয়াত বিশিষ্ট এবং সূরায়ে তালাক মাত্র বারো আয়াত বিশিষ্ট অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং যে আয়াতসমূহ ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলোর তেলাওয়াত ও حُكْم দু'টি مَنْسُوْخ হয়ে গেছে। এখন না সেগুলোর তেলাওয়াত চালু আছে, আর না حُكْم অবশিষ্ট আছে। ২. مَنْسُوْخ-এর দ্বিতীয় প্রকার হলো, শুধুমাত্র حُكْم টি مَنْسُوْخ হয়ে যাবে; কিন্তু তেলাওয়াত অবশিষ্ট থাকবে। যেমন, আল্লাহর বাণী– لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ (অর্থাৎ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমাদের জন্য আমাদের দীন) এবং জিহাদ হতে বারণকারী এরূপ শতাধিক আয়াত জিহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াতের দ্বারা مَنْسُوْخ হয়ে গেছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও এরূপ চল্লিশোর্ধ্ব আয়াত রয়েছে।

وَالتِّلَاوَةُ دُوْنَ الْحُكْمِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالٰى اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ وَمِثْلُ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ بِزِيَادَةِ مُتَتَابِعَاتٍ وَقَوْلُهُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْمَانَهُمَا مَكَانَ قَوْلِهِ اَيْدِيَهُمَا

সরল অনুবাদ : ৩. তেলাওয়াত মানসূখ হবে এবং হুকুম বহাল থাকবে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ("যদি কোনো বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করবে। এটা তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত শাস্তি। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।") (এ আয়াতটির তেলাওয়াত মানসূখ, কিন্তু হুকুম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যার আদেশ বহাল আছে।) আর যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাত– فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ-এর মধ্যে مُتَتَابِعَاتٍ শব্দের বাড়তি সহকারে (জমহুরের কেরাতে مُتَتَابِعَاتٍ-এর তেলাওয়াত মানসূখ, কিন্তু হুকুম বহাল রয়েছে।) অনুরূপভাবে তাঁর কেরাতের মধ্যে فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا-এর পরিবর্তে اَيْمَانَهُمَا রয়েছে (কিন্তু জমহুরের কেরাতে اَيْمَانَهُمَا নেই, তবে দক্ষিণ হস্ত কর্তনের হুকুম বহাল রয়েছে)।

وَنَسْخُ وَصْفٍ فِى الْحُكْمِ بِاَنْ يَّنْسَخَ عُمُوْمَهٗ وَاِطْلَاقَهٗ وَيَبْقٰى اَصْلُهٗ وَ ذٰلِكَ مِثْلُ الزِّيَادَةِ

হুকুমের মধ্য হতে কোনো বিশেষণ মানসূখ হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ তার عُمُوْم অথবা اِطْلَاق মানসূখ হয়ে যাবে; কিন্তু আসল হুকুম ও তেলাওয়াত নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে। **আর এটা উদাহরণস্বরূপ যেমন নসের উপর অতিরিক্তকরণ।**

عَلَى النَّصِّ كَزِيَادَةِ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ عَلٰى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ الثَّابِتِ بِالْكِتَابِ فَاِنَّ الْكِتَابَ يَقْتَضِىْ اَنْ يَّكُوْنَ الْغَسْلُ هُوَ الْوَظِيْفَةُ لِلرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ مُتَخَفِّفًا اَوْ لَا وَالْحَدِيْثُ الْمَشْهُوْرُ نَسَخَ هٰذَا الْاِطْلَاقَ وَقَالَ اِنَّمَا الْغَسْلُ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَابِسَ الْخُفَّيْنِ فَالْاٰنَ صَارَ الْغَسْلُ بَعْضَ الْوَظِيْفَةِ فَاِنَّهَا نَسْخٌ

যেমন– কিতাবুল্লাহর নস্ দ্বারা সাব্যস্ত غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ-এর উপরে مَسْحُ الْخُفَّيْنِ-এর অতিরিক্তিকরণ। কেননা, কিতাবুল্লাহ্র চাহিদা এই যে, মোজা পরিহিত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় পা ধৌত করাই হুকুম। কিন্তু হাদীসে মাশহুর عُمُوْمِ اَحْوَال-কে রহিত করে দিয়েছে এবং নির্দেশ প্রদান করেছে যে, পা ধৌত করার হুকুম শুধু সেই অবস্থার সাথেই সংযুক্ত, যখন মোজা পরিহিত হবে না। সুতরাং এখন ধৌত করার হুকুম কোনো কোনো অবস্থায় রয়ে গেছে।

عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) تَخْصِيْصٌ وَبَيَانٌ فَلَا يَجُوْزُ عِنْدَنَا اِلَّا بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ اَوِ الْمَشْهُوْرِ كَسَائِرِ النَّسْخِ وَعِنْدَهٗ يَجُوْزُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ كَبَاقِى الْبَيَانِ ـ

আমাদের মতে এটাও এক প্রকার নস্খ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটা تَخْصِيْص ও বয়ান বিশেষ। এ কারণেই আমাদের মতে নস্খের অন্যান্য প্রকারের ন্যায় **অতিরিক্তকরণ** খবরে মুতাওয়াতের অথবা খবরে মাশহুর ব্যতীত জায়েজ নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে খবরে ওয়াহিদ এবং কিয়াস দ্বারাও অতিরিক্তিকরণ জায়েজ আছে। যদ্রূপ তাদের দ্বারা অন্যান্য বয়ান জায়েজ রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالتِّلَاوَةُ ৩. তেলাওয়াত মানসূখ হবে دُوْنَ الْحُكْمِ হুকুম নয় مِثْلُ উদাহরণত قَوْلِهِ تَعَالٰى মহান আল্লাহর বাণী اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ বিবাহিতা পুরুষ ও নারী اِذَا زَنَيَا যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় فَارْجُمُوْهُمَا তাহলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে نَكَالًا এটা শাস্তি مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ হতে وَاللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা عَزِيْزٌ মহাপরাক্রমশালী حَكِيْمٌ মহাবিজ্ঞানী وَمِثْلُ قِرَاءَةِ এবং উদাহরণত কেরাত ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ যে ব্যক্তি না পায় فَصِيَامُ তাহলে সে রোজা রাখবে ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ তিনদিন مُتَتَابِعَاتٍ ধারাবাহিকভাবে بِزِيَادَةِ مُتَتَابِعَاتٍ - مُتَتَابِعَاتٍ শব্দের বাড়তি সহকারে وَقَوْلُهُ অনুরূপভাবে তার কেরাতের মধ্যে فَاقْطَعُوْا তোমরা কর্তন করো اَيْمَانَهُمَا তাদের ডান হাতদ্বয় مَكَانَ স্থলে قَوْلِهِ اَيْدِيَهُمَا আল্লাহর বাণী اَيْدِيَهُمَا-এর وَنَسْخُ আর নসখ হয়ে যায় وَصْفٍ কোনো বিশেষণ فِى الْحُكْمِ হুকুমের মধ্যে بِاَنْ এভাবে যে يَّنْسَخَ মানসূখ হয়ে যাবে عُمُوْمَهٗ তার আম বা ব্যাপকতা وَاِطْلَاقَهٗ অথবা তার এতলাক وَيَبْقٰى কিন্তু বহাল থাকবে اَصْلُهٗ তার আসল وَ ذٰلِكَ আর এটা উদাহরণ স্বরূপ الزِّيَادَةِ অতিরিক্তকরণ عَلَى النَّصِّ নসের উপর كَزِيَادَةِ যেমন– অতিরিক্তকরণ مَسْحِ মাসাহ করা مِثْلُ الْخُفَّيْنِ উভয় মোজা عَلٰى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ পাদ্বয় ধৌত করার উপর الثَّابِتِ যা সাব্যস্ত হয়েছে بِالْكِتَابِ কিতাবুল্লাহ দ্বারা فَاِنَّ

لِلرِّجْلَيْنِ কেননা, কিতাবুল্লাহ هُوَ الْوَظِيْفَةُ পা ধৌত করার হুকুম يَقْتَضِى চায় اَنْ يَّكُوْنَ الْغَسْلُ সর্বাবস্থায় হওয়া اَلْكِتَابُ পাদ্বয়ের سَوَاءٌ এক বরাবর كَانَ مُتَخَفِّفًا মোজা পরিহিত হোক اَوْ لَا অথবা না হোক وَالْحَدِيْثُ الْمَشْهُوْرُ কিন্তু হাদীসে মাশহুর نَسَخَ রহিত করে দিয়েছে هٰذَا الْاِطْلَاقَ এ ব্যাপকতাকে وَقَالَ এবং নির্দেশ প্রদান করেছে اِنَّمَا الْغَسْلُ পা ধৌত করার হুকুম اِذَا لَمْ يَكُنْ যখন হবে না لَابِسٌ পরিহিত অবস্থায় الْخُفَّيْنِ মোজা فَالْاٰنَ সুতরাং এখন صَارَ الْغَسْلُ ধৌত করার হুকুম রয়ে গেছে بَعْضَ الْوَظِيْفَةِ কোনো কোনো অবস্থায় فَاِنَّهَا نَسْخٌ এটাও এক প্রকার নসখ عِنْدَنَا আমাদের হানাফীদের মতে (رحـ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে تَخْصِيْصٌ এটা তাখসীস وَبَيَانٌ এবং বয়ান বিশেষ فَلَا يَجُوْزُ কাজেই অতিরিক্তকরণ জায়েজ হবে না عِنْدَنَا আমাদের মতে اِلَّا بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ একমাত্র খবর মুতাওয়াতির দ্বারা اَوِ الْمَشْهُوْرِ অথবা খবরে মাশহুর দ্বারা كَسَائِرِ النَّسْخِ নসখের অন্যান্য প্রকারের মতো وَعِنْدَهٗ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে يَجُوْزُ অতিরিক্তকরণ জায়েজ আছে بِخَبَرِ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা وَالْقِيَاسِ এবং কিয়াস দ্বারা كَبَاقِى الْبَيَانِ যেমনি অন্যান্য বয়ান জায়েজ আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالتِّلَاوَةُ دُوْنَ الْحُكْمِ مِثْلُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে তিলাওয়াত مَنْسُوْخٌ হয়ে حُكْمٌ অবশিষ্ট থাকার উদাহরণ আলোচিত হয়েছে। مَنْسُوْخٌ-এর তৃতীয় প্রকার এই যে, আয়াতটির তেলাওয়াত মানসূখ হবে; কিন্তু حُكْمٌ অবশিষ্ট থাকবে। যেমন, আল্লাহর বাণী- اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ বিবাহিত নারী পুরুষ যদি জেনায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাদেরকে রজম করে দাও। অর্থাৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাদেরকে হত্যা করো। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত শাস্তি আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, অত্যন্ত বিজ্ঞ ও কৌশলী। আয়াতটি কুরআন মাজীদে উল্লেখ নেই। এটার তিলাওয়াত مَنْسُوْخٌ হয়ে গেছে। কিন্তু এর حُكْمٌ অবশিষ্ট রয়েছে। ফাতহুল কাদীর নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, আয়াতটি নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায় পঠিত হতো। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.) সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং সাহাবীগণ একমত হয়ে তা মেনে নিয়েছেন। অতঃপর (হুযূরের জীবদ্দশায়ই আয়াতটির তেলাওয়াত مَنْسُوْخٌ হয়ে যায়।) তদ্রূপ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাত فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ অর্থাৎ শপথের কাফ্ফারা হিসেবে যদি মিস্কিনকে খাওয়াতে এবং গোলাম আজাদ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে লাগাতার তিনটি রোজা রাখবে। জমহুরের কেরাতে مُتَتَابِعَاتٌ শব্দের উল্লেখ নেই। কিন্তু তাদের মতেও এর حُكْمٌ অবশিষ্ট রয়েছে। অর্থাৎ তাদের মতেও তিনটি রোজা ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে। তদ্রূপ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাতে فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا -এর স্থলে فَاقْطَعُوْا اَيْمَانَهُمَا রয়েছে। জমহুরের কেরাতে যদিও اَيْمَانَهُمَا-এর উল্লেখ নেই তথাপি তাদের মতে এর حُكْمٌ অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং তাঁদের মতেও ডান হাত কর্তন করা হবে।

قَوْلُهٗ وَنَسْخُ وَصْفٍ فِى الْحُكْمِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে حُكْمٌ-এর বিশেষ وَصْفٌ-এর نَسْخٌ-এর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। نَسْخٌ-এর আরো এক প্রকার রয়েছে। আর তা হলো حُكْمٌ-এর বিশেষ কোনো وَصْفٌ (বা অবস্থা) مَنْسُوْخٌ হয়ে যাওয়া। যেমন- কোনো عَامٌ (ব্যাপক) হুকুম خَاصٌ হয়ে যাওয়া। অথবা, কোনো مُطْلَقٌ হুকুম مُقَيَّدٌ হয়ে যাওয়া। এর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজনও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- কুরআন মাজীদের মধ্যে সর্বাবস্থায় উভয় পা ধৌত করার নির্দেশ রয়েছে। এর সাথে মোজা মাসাহ করার হুকুমকে অতিরিক্ত বক্তব্য হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে। ধৌত করার ব্যাপারে আয়াতটি مُطْلَقٌ ছিল। অর্থাৎ মোজা পরিহিত থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় পা ধৌত করার حُكْمٌ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হাদীসে মাশহুরের দ্বারা মোজা পরিহিত অবস্থায় মাসাহ করার অনুমতি সাব্যস্ত হয়েছে। যা দ্বারা আয়াতটির হুকুম خَاصٌ হয়ে গেছে। অপরদিকে ধৌতকরণও বিশেষ অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে।

যা হোক আমাদের হানাফীগণের মতে কিতাবুল্লাহর সাথে (হাদীসের মাধ্যমে) অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন نَسْخٌ বা রহিতকরণ হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই এটা হাদীসে মাশহুর অথবা خَبَرٌ مُتَوَاتِرٌ-এর দ্বারাই হতে পারে। خَبَرٌ وَاحِدٌ-এর দ্বারা হতে পারে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটা نَسْخٌ নয়; বরং بَيَانٌ (ব্যাখ্যা) ও تَخْصِيْصٌ (নির্দিষ্টকরণ)। কাজেই তাঁর মতে خَبَرٌ وَاحِدٌ-এর দ্বারাও كِتَابُ اللّٰهِ-এর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন করা জায়েজ হবে। যেমন- কুরআন মাজীদের মধ্যে জেনাকারী অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত দেওয়া, নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীস শরীফ তথা خَبَرٌ وَاحِدٌ-এর দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, জেনাকার নর-নারী অবিবাহিত হলে তাদেরকে একশত বেত্রাঘাত এবং এর সাথে এক বৎসরের জন্য নির্বাসনও দিতে হবে। যেমন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ - সুতরাং আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে যেহেতু এক বৎসরের নির্বাসনের শাস্তি خَبَرٌ وَاحِدٌ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই এটাকে কুরআনিক ভাষ্যের সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য হিসেবে যুক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ حَدٌّ হিসেবে তাকে গণ্য করা যাবে না; বরং حَدٌّ তথা শরয়ী নির্ধারিত শাস্তি একশত বেত্রাঘাতই থাকবে। আর সমসময়িক বিচারক বা ইমাম মনে করলে এক বৎসরের জন্য নির্বাসনও দিতে পারবেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এক বৎসরের নির্বাসনকে বা শরয়ী শাস্তি হিসেবে গণ্য করার পক্ষপাতী।

حَتَّى اَثْبَتَ زِيَادَةَ النَّفْيِ عَلَى الْجَلْدِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَاِنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ يَجُوْزُ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ الدَّالِّ عَلَى الْجَلْدِ فَقَطْ عِنْدَهُ وَزِيَادَةُ قَيْدِ الْاِيْمَانِ فِيْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ وَالظِّهَارِ بِالْقِيَاسِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ الْمُقَيَّدَةِ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّهُ يَجُوْزُ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَى نَصِّ الْكِتَابِ الدَّالِّ عَلَى الْاِطْلَاقِ وَمِثْلُ هٰذَا كَثِيْرٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَاِنَّمَا خَصَّصْنَا هٰذَا التَّقْسِيْمَ بِالْكِتَابِ لِاَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِنَظْمِهِ التِّلَاوَةُ وَجَوَازُ الصَّلٰوةِ وَبِمَعْنَاهُ وُجُوْبُ الْعَمَلِ وَالْاِطْلَاقِ فَجَازَ اَنْ يَّنْسَخَ اَحَدُهُمَا دُوْنَ الْاٰخَرِ وَاَنْ يَنْسَخَا جَمِيْعًا وَاَنْ يَنْسَخَ اِطْلَاقَهُ دُوْنَ ذَاتِهِ بِخِلَافِ السُّنَّةِ فَاِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِنَظْمِهَا اَحْكَامٌ وَلَا يُزَادُ عَلَى الْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ بِخَبَرٍ اٰخَرَ فِيْ عُرْفِ الشَّرْعِ فَلَمْ يَجْرِ هٰذَا التَّقْسِيْمُ فِيْهَا ـ

সরল অনুবাদ : **এমনকি তিনি জেনার শাস্তি 'বেত্রাঘাতের' উপর 'নির্বাসন'-এর অতিরিক্ত শাস্তিকে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন।** আর তা হচ্ছে নবী করীম ﷺ-এর বাণী- اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ (অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এর শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও একবৎসরের জন্য নির্বাসন) এটা একটি খবরে ওয়াহিদ। তবুও তাঁর মতে এটা দ্বারা কিতাবুল্লাহর মধ্যে উল্লিখিত শুধু 'একশত বেত্রাঘাত' -এর উপর অতিরিক্তিকরণ জায়েজ হবে **এবং তিনি কিয়াস দ্বারা শপথ ও ظِهَارْ-এর কাফ্ফারায় (দাস মুক্ত করার ক্ষেত্রে) ঈমানের শর্তকে অতিরিক্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন-** হত্যার কাফ্ফারার উপর **কিয়াস করে,** যা ঈমানের শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত। কেননা, কুরআনের নস যা শপথ ও ظِهَارْ-এর কাফ্ফারায় اِطْلَاقْ-এর প্রতি নির্দেশ করে, যাতে اِيْمَانْ-এর শর্ত নেই, তাতে ইমাম শাফেয়ী (র.) কিয়াস দ্বারা অতিরিক্তকরণ জায়েজ রাখেন। আর এ ধরনের বহু মাসআলা রয়েছে, যন্মধ্যে এ মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা হানাফী ও শাফেয়ীগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ শ্রেণীবিভাবগকে আমরা কিতাবুল্লাহর সাথে এ জন্য নির্দিষ্ট করেছি যে, তার نَظْم ও শব্দের সাথে তেলাওয়াত ও নামাজ জায়েজ হওয়ার হুকুম আর তার অর্থের সাথে আমল ওয়াজিব হওয়া এবং عُمُوْم ও اطلاق সংশ্লিষ্ট রয়েছে। সুতরাং এ ভিত্তিতে জায়েজ রয়েছে যে, তন্মধ্যে হতে একটি মানসূখ হয়ে যাবে এবং অন্যটি মানসূখ হবে না অথবা উভয়টি একই সঙ্গে মানসূখ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে এটাও জায়েজ রয়েছে যে, এটার اِطْلَاقْ ও عُمُوْمْ মানসূখ হয়ে যাবে এবং আসল হুকুম বাকি থাকবে। কিন্তু সুন্নত এটার বিপরীত। কেননা, তার نَظْم-এর সাথে কোনো হুকুম নেই। আর খবরে মাশহুরের মধ্যে অন্য কোনো খবর দ্বারা শরিয়তের পরিভাষা মোতাবেক অতিরিক্তিকরণের অবকাশ নেই। সুতরাং এ শ্রেণীবিভাগ কিতাবুল্লাহ ব্যতীত সুন্নতের মধ্যে কার্যকর হতে পারে না।

শাব্দিক অনুবাদ : حَتَّى اَثْبَتَ যেমনি সাব্যস্ত করেছেন زِيَادَةَ অতিরিক্ততা النَّفْيِ নির্বাসন عَلَى الْجَلْدِ বেত্রাঘাতের উপর بِخَبَرِ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ আর তা হচ্ছে নবী করীম ﷺ-এর বাণী- اَلْبِكْرُ অবিবাহিত পুরুষ بِالْبِكْرِ অবিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে جَلْدُ مِائَةٍ এর শাস্তি একশত বেত্রাঘাত وَتَغْرِيْبُ এবং দেশান্তর করা হবে عَامٍ এক বৎসরের জন্য فَاِنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ কেননা, এটা একটি খবরে ওয়াহিদ يَجُوْزُ যার মাধ্যমে জায়েজ আছে الزِّيَادَةُ بِهِ এর দ্বারা অতিরিক্তকরণ عَلَى الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহ উপর الدَّالِّ যা নির্দেশ করে عَلَى الْجَلْدِ বেত্রাঘাতের উপর فَقَطْ শুধুমাত্র عِنْدَهُ তাঁর মতে وَ আর তিনি অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন زِيَادَةُ قَيْدِ الْاِيْمَانِ ঈমানের শর্তকে فِيْ كَفَّارَةِ কাফ্ফারায় الْيَمِيْنِ শপথের وَالظِّهَارِ এবং যিহারের بِالْقِيَاسِ কিয়াস করে عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ কতলের কাফ্ফারার উপর الْمُقَيَّدَةِ যা শর্তযুক্ত بِالْاِيْمَانِ ঈমানের শর্ত দ্বারা فَاِنَّهُ তিনি জায়েজ মনে করেন الزِّيَادَةُ بِهِ কিয়াস দ্বারা অতিরিক্তকরণ عَلَى نَصِّ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর নসের উপর الدَّالِّ যা নির্দেশ করে يَجُوْزُ عَلَى الْاِطْلَاقِ ইতলাকের উপর وَمِثْلُ هٰذَا আর এরূপ রয়েছে كَثِيْرٌ অনেক بَيْنَنَا আমাদের মাঝে وَبَيْنَهُ এবং তাঁর মাঝে وَاِنَّمَا خَصَّصْنَا আর আমরা নির্দিষ্ট করেছি هٰذَا التَّقْسِيْمَ এ শ্রেণীবিভাগকে بِالْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর সাথে لِاَنَّهُ يَتَعَلَّقُ এর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে بِنَظْمِهِ তার নযম শব্দের সাথে التِّلَاوَةُ তেলাওয়াত وَجَوَازُ এবং জায়েজ হওয়া الصَّلٰوةِ নামাজ وَبِمَعْنَاهُ এবং এর

অর্থের সাথে اَنْ يَنْسَخَ আমল ওয়াজিব হওয়া وُجُوْبُ الْعَمَلِ এবং ইতলাক وَالْاِطْلَاقِ সুতরাং এ ভিত্তিতে জায়েজ আছে فَجَازَ মানসূখ হয়ে যাওয়া وَاَنْ يَنْسَخَ একটি ব্যতীত اَحَدُهُمَا অন্যটি دُوْنَ الْاٰخَرِ অথবা উভয়টি মানসূখ হবে وَاَنْ يَنْسَخَا একসাথে جَمِيْعًا অথবা মানসূখ হবে لَا يَتَعَلَّقُ তার ব্যাপকতা اِطْلَاقُهٗ তার মূল ব্যতীত دُوْنَ ذَاتِهٖ কিন্তু সুন্নত এর বিপরীত بِخِلَافِ السُّنَّةِ কেননা, এটা فَاِنَّهٗ সংশ্লিষ্টতা নেই يَنْظِمُهَا তার নযমের সাথে اَحْكَامٌ কোনো হুকুম وَلَا يُزَادُ আর অতিরিক্তকরণের অবকাশ নেই عَلَى الْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ খবরে মাশহুরের উপর بِخَبَرٍ اٰخَرَ অন্য খবর দ্বারা فِىْ عُرْفِ পরিভাষায় الشَّرْعِ শরিয়তের فَلَمْ يَجُزْ সুতরাং কার্যকর হতে পারে না هٰذَا التَّقْسِيْمُ এ প্রকারটি فِيْهَا সুন্নতের মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَزِيَادَةُ قَيْدِ الْاِيْمَانِ فِىْ كَفَّارَةِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে কিয়াসের মাধ্যমে কিতাবুল্লাহর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে يَمِيْن ও ظِهَارْ -এর কাফ্ফারা হিসেবে গোলাম আজাদকরণের উল্লেখ আছে। কিন্তু গোলাম মুসলিম (মু'মিন) হওয়ার قَيْد আরোপ করা হয়নি; বরং মুতলাক রাখা হয়েছে। আবার হত্যার কাফ্ফারা হিসেবেও গোলাম আজাদকরণের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে গোলাম মু'মিন হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে। এখানে ইমাম শাফেয়ী (র.) ظِهَارْ ও يَمِيْن -এর কাফ্ফারার মধ্যেও গোলাম মু'মিন হওয়ার শর্তারোপ করেন, হত্যার কাফ্ফারার উপর কিয়াস করে। আর তা এ জন্য যে, তাঁর মতে কিতাবুল্লাহর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন تَخْصِيْص ও بَيَانْ বিশেষ। কাজেই কিয়াসের মাধ্যমে তা সাব্যস্ত করা জায়েজ। আমরা হানাফীরা যেহেতু এটাকে نَسْخ হিসেবে গণ্য করি সেহেতু আমাদের মতে خَبَرْ وَاحِدْ ও قِيَاسْ -এর মাধ্যমে এটা সাব্যস্ত হবে না; বরং خَبَرْ مُتَوَاتِرْ অথবা خَبَرْ مَشْهُوْر -এর প্রয়োজন হবে। সুতরাং قَتْل -এর উপর কিয়াস করে ظِهَارْ ও يَمِيْن -এর কাফ্ফারার গোলামের মধ্যে اِيْمَانْ -এর قَيْد (শর্ত) আরোপ করা জায়েজ হবে না।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١- مَا هُوَ بَيَانُ التَّغْيِيْرِ؟ هَلْ هُوَ يَصِحُّ مَوْصُوْلًا وَمَفْصُوْلًا بِكِلَا الْوَجْهَيْنِ اَمْ لَا؟

٢- مَا مَعْنَى النَّسْخِ لُغَةً وَشَرْعًا وَكَمْ قِسْمًا لَهٗ؟ هَلْ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ اَوْ بِالْعَكْسِ جَائِزٌ اَمْ لَا؟

٣- كَمْ قِسْمًا لِلْمَنْسُوْخِ فِى الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ؟ بَيِّنُوْا مُشَرَّحًا .

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ تَقْسِيْمِ الْبَيَانِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ السُّنَّةِ الْفِعْلِيَّةِ اِقْتِدَاءً بِفَخْرِ الْاِسْلَامِ وَكَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَذْكُرَهَا بَعْدَ السُّنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ مُتَّصِلًا كَمَا فَعَلَهُ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ فَقَالَ **فَصْلٌ** اَفْعَالُ النَّبِىِّ (عـ) سِوَى الزَّلَّةِ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ مُبَاحٌ وَمُسْتَحَبٌّ وَوَاجِبٌ وَفَرْضٌ وَاِنَّمَا اسْتَثْنَى الزَّلَّةَ لِاَنَّ الْبَابَ لِبَيَانِ اِقْتِدَاءِ الْاُمَّةِ بِهِ وَالزَّلَّةُ لَيْسَتْ مِمَّا يُقْتَدٰى بِهِ وَهِىَ اِسْمٌ لِفِعْلٍ حَرَامٍ وَقَعَ فِيْهِ بِسَبَبِ الْقَصْدِ لِفِعْلٍ مُبَاحٍ فَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ لِلْحَرَامِ اِبْتِدَاءً وَلَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوُقُوْعِ كَمَثَلِ مَنْ اَحْنٰى فِى الطَّرِيْقِ فَخَرَّ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ عَاجِلًا فَمَا كَانَ مِنْ قَصْدِهِ الْخُرُوْرُ وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ مِنْ قَصْدِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالضَّرْبِ تَاْدِيْبَ الْقِبْطِىِّ فَقَضٰى عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ فَلَمْ يَكُنِ الْقَتْلُ مَقْصُوْدَهُ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ بَلْ نَدِمَ وَقَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَلٰكِنْ هٰذَا التَّقْسِيْمُ بِالنِّسْبَةِ اِلَيْنَا وَاِلَّا فَفِىْ حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ شَيْئٌ وَاجِبًا اِصْطِلَاحِيًّا لِاَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ فِيْهِ شُبْهَةٌ وَكَانَتِ الدَّلَائِلُ كُلُّهَا قَطْعِيَّةً فِىْ حَقِّهِ .

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) বয়ান-এর শ্রেণীবিভাগ সমাপ্ত করে এখন ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এর অনুকরণে ফে'লী সুন্নতের আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন, নতুবা 'তাওযীহ' গ্রন্থকার (র.) যেভাবে উল্লেখ করেছেন ঠিক সেভাবে কাওলী সুন্নতের পর পর সংযুক্তভাবে এটার উল্লেখ করাই সমীচীন ছিল। সুতরাং তিনি বলেছেন, **পরিচ্ছেদ : পদস্খলন-এর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সব কর্ম যা নবী করীম ﷺ হতে সংঘটিত হয়েছে, তা চারভাগে বিভক্ত। যথা– ১. মুবাহ, ২. মুস্তাহাব, ৩. ওয়াজিব ও ৪. ফরজ।** পদস্খলনকে এ জন্য বাদ দেওয়া হয়েছে যে, এ অধ্যায়ে নবী করীম ﷺ-এর এমন সব কর্ম বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য, যা উম্মত কর্তৃক অনুসরণ করার লক্ষ্যেই সংঘটিত হয়েছে, আর পদস্খলন অনুসরণীয় কাজ নয়। পদস্খলন দ্বারা শরিয়তের এমন সব নিষিদ্ধ কাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা মুবাহ কাজের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তাঁর এ নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের কোনোরূপ ইচ্ছা ছিল না এবং সংঘটিত হওয়ার পর তিনি এর উপর অটল থাকেননি। যেমন– কোনো ব্যক্তি পথ চলতে গিয়ে কোনো উদ্দেশ্য বশত সামান্য ঝুঁকে ছিল এবং ঘটনাক্রমে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল, অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। লক্ষণীয় যে, সে ব্যক্তিটির পড়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না এবং পড়ে যাওয়ার পর সে সেই অবস্থায় স্থিরও থাকেনি। যেমন– এ ধরনের ঘটনা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সংঘটিত হয়েছিল। কিবতী লোকটিকে ঘুষি মারার সময় শুধু সদাচরণ শিক্ষা দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে এর কারণে প্রাণেই মরে যায়। কিবতীটিকে প্রাণে হত্যা করার কোনো ইচ্ছাই তাঁর ছিল না এবং এর উপর কোনোরূপ হঠকারিতাও তিনি প্রদর্শন করেননি; বরং লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন, هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (এটা শয়তানেরই কাজ।) উপরোল্লিখিত শ্রেণীবিভাগটি আমাদেরই বিবেচনায় বিন্যাস করা হয়েছে। নতুবা নবী করীম ﷺ-এর বিবেচনায় কোনো কাজই পারিভাষিক অর্থে ওয়াজিব নয়। কেননা, পরিভাষায় ওয়াজিব সেই হুকুমকে বলা হয়, যা এমন দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আর নবী করীম ﷺ-এর বেলায় সকল দলিলই অকাট্য।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ যখন সমাপ্ত করেন (رحـ) اَلْمُصَنِّفُ সম্মানিত গ্রন্থকার عَنْ تَقْسِيْمِ শ্রেণীবিভাগ الْبَيَانِ বয়ানের شَرَعَ তখন তিনি শুরু করেছেন فِىْ بَيَانِ বর্ণনা السُّنَّةِ الْفِعْلِيَّةِ ফে'লী সুন্নতের اِقْتِدَاءً অনুকরণে بِفَخْرِ الْاِسْلَامِ ইমাম ফখরুল ইসলামের وَكَانَ يَنْبَغِىْ তার জন্য সমীচীন ছিল اَنْ يَذْكُرَهَا এটা উল্লেখ করা بَعْدَ পরে السُّنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ কাওলী সুন্নতের مُتَّصِلًا সংযুক্তভাবে كَمَا فَعَلَهُ যেমনি করেছেন صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ তাওযীহ নামক গ্রন্থকার فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَفْعَالُ النَّبِىِّ (عـ) নবী করীম ﷺ-এর কর্মসমূহ سِوَى ব্যতীত الزَّلَّةِ পদস্খলন اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ তা চার ভাগে বিভক্ত مُبَاحٌ মুবাহ وَمُسْتَحَبٌّ মুস্তাহাব وَوَاجِبٌ ওয়াজিব وَفَرْضٌ এবং ফরজ وَاِنَّمَا اسْتَثْنَى আর বাদ দেওয়া হয়েছে الزَّلَّةَ পদস্খলনকে لِاَنَّ কেননা, الْبَابَ এ অধ্যায়ে لِبَيَانِ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য (এমন কার্যসমূহ) اِقْتِدَاءِ الْاُمَّةِ بِهِ উম্মত কর্তৃক অনুসরণ করার লক্ষ্যেই সংঘটিত হয়েছে وَالزَّلَّةُ আর পদস্খলন لَيْسَتْ এমন নয় مِمَّا يُقْتَدٰى بِهِ যা অনুসরণ করা হয় وَهِىَ আর এটা اِسْمٌ لِفِعْلٍ এমন কর্মের নাম حَرَامٍ যা হারাম وَقَعَ فِيْهِ যা সংঘটিত হয়েছে بِسَبَبِ الْقَصْدِ ইচ্ছার কারণে لِفِعْلٍ مُبَاحٍ মুবাহ কাজের فَلَمْ يَكُنْ অর্থাৎ ছিল না قَصْدُهُ

তার কোনো ইচ্ছা لِلْحَرَامِ হারাম কাজের اِبْتِدَاءً প্রথমেই বা পূর্বে وَلَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ এবং এর উপর অটল থাকেননি بَعْدَ পরে الْوُقُوْعِ সংঘটিত হওয়ার كَمَثَلِ উদাহরণত مَنْ اَخْنٰى যে ব্যক্তি ঝুঁকে গেল فِى الطَّرِيْقِ পথ চলতে গিয়ে فَخَرَّ مِنْهُ এবং হঠাৎ পড়ে গেল ثُمَّ قَامَ তারপর দাঁড়িয়ে গেল عَاجِلًا তৎক্ষণাৎ فَمَا كَانَ مِنْ قَصْدِهٖ ঐ ব্যক্তির কোনো ইচ্ছাই ছিল না الْخُرُوْرُ পড়ে যাওয়ার وَمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ এবং সে এর উপর অটলও থাকেনি كَمَا كَانَ যেরূপ হয়েছে مِنْ قَصْدِ ইচ্ছা مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ হযরত মূসা (আ.)-এর بِالضَّرْبِ চপেটাঘাত দ্বারা تَاْدِيْبُ শিক্ষা দেওয়া الْقِبْطِىِّ কিবতীকে فَقَضٰى عَلَيْهِ এর ফলে তার উপর আপতিত হলো بِالْقَتْلِ হত্যা তথা মৃত্যু فَلَمْ يَكُنْ তাঁর ছিল না الْقَتْلُ কিবতীকে হত্যা করা مَقْصُوْدَهٗ তাঁর ইচ্ছা وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ আর তিনি এর উপর স্থিরও ছিলেন না তথা কোনো হঠকারিতা করেননি بَلْ نَدِمَ বরং তিনি লজ্জিত হয়েছেন وَقَالَ এবং বলেছেন هٰذَا এটা হচ্ছে مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ শয়তানেরই কাজ وَلٰكِنَّ কিন্তু هٰذَا التَّقْسِيْمُ এ শ্রেণীবিন্যাস بِالنِّسْبَةِ اِلَيْنَا আমাদের বিবেচনায় করা হয়েছে وَاِلَّا অন্যথায় فَفِىْ حَقِّهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ -এর বিবেচনায় لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ কোনো কিছুই হয় না وَاجِبًا তার উপর ওয়াজিব اِصْطِلَاحِيًّا পারিভাষিক অর্থে لِاَنَّهٗ কেননা, পরিভাষায় ওয়াজিব বলা হয় مَا ثَبَتَ যা সাব্যস্ত হয় بِدَلِيْلٍ এমন দলিল দ্বারা فِيْهِ شُبْهَةٌ যাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে وَكَانَتِ الدَّلَائِلُ আর দলিলসমূহ كُلُّهَا সবগুলোই قَطْعِيَّةً অকাট্য فِىْ حَقِّهٖ নবী করীম ﷺ -এর বেলায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهِىَ اِسْمٌ لِفِعْلٍ حَرَامٍ وَقَعَ فِيْهِ بِسَبَبِ الْقَصْدِ لِفِعْلٍ مُبَاحٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে -زَلَّةٌ-এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে "زَلَّةٌ" -এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ পেশ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, "وَهِىَ اِسْمٌ لِفِعْلٍ حَرَامٍ وَقَعَ فِيْهِ بِسَبَبِ الْقَصْدِ لِفِعْلٍ مُبَاحٍ" অর্থাৎ زَلَّةٌ এমন অপরাধকে (অবৈধ কার্যকে) বলে যাতে কর্তা পতিত হয়েছে এমন ইচ্ছাকৃত বৈধ কাজের মাধ্যমে যা তাকে ঘটনাচক্রে উক্ত অবৈধ কার্যের প্রতি ধাবিত করেছে। যে অবৈধ কার্যটি করার তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। যেমন– কোনো পথিক পথ চলার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে রাস্তার নিচের দিকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ঝুঁকল, আর ঘটনাক্রমে অমনি সে পড়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে গেল– সেখানে স্থির থাকল না। সুতরাং এ زَلَّةٌ -কে مَعْصِيَةٌ বা অপরাধ বলা হবে না। তবে রূপকার্থে বলা যেতে পারে। কেননা, مَعْصِيَةٌ বলে ইচ্ছাকৃতভাবে (সরাসরি) কোনো অবৈধ কার্যে জড়িয়ে পড়া। তবে বিদ্রোহের ইচ্ছা না থাকা। কারণ, বিদ্রোহের ইচ্ছা করলে এটা কুফরি হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, زَلَّةٌ যদি অনিচ্ছাকৃতই হবে তাহলে এর কর্তার সমালোচনা করা হবে কেন? এর জবাবে বলা হবে যে, যেহেতু এটা সম্পন্নকারী অতি মর্যাদাবান ও আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী সেহেতু তাঁর হতে অসাবধানতাও এক ধরনের ত্রুটি হিসেবে তা বিবেচিত হবে। তাঁরা উত্তম হতে পদস্খলিত হয়ে অনুত্তমের মধ্যে পতিত হয়েছেন। মূলত পাপ কার্যে লিপ্ত হননি।

قَوْلُهٗ كَمَا كَانَ مِنْ قَصْدِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে হযরত মূসা (আ.)-এর কিবতী হত্যার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। زلة -এর উদাহরণ হিসেবে হযরত হযরত মূসা (আ.) কিবতী হত্যার ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। ঘটনাটি এই যে, একদিন হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে এক ইসরাঈলী ও এক কিবতীর মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। ইসরাঈলী ব্যক্তিটি ছিল কাঠুরিয়া। কিবতীটি অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক ইসরাঈলীকে কাঠ নিয়ে ফেরআউনের পাকশালায় যাওয়ার জন্য তাকীদ করছিল। ইসরাঈলী ব্যক্তিটি অস্বীকার করল এবং এ ব্যাপারে হযরত মূসা (আ.)-এর হস্তক্ষেপ কামনা করল। হযরত মূসা (আ.) কিবতীকে বললেন, ইসরাঈলীকে ছেড়ে দাও। কিন্তু প্রত্যুত্তরে কিবতী হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, তাহলে বোঝাটি তোমার ঘাড়ে তুলে দিবো। এতে হযরত মূসা (আ.) রাগান্বিত হলেন এবং তাকে থাপ্পড় মারলেন। হযরত মূসা (আ.) ছিলেন খুব শক্তিশালী পুরুষ। এতেই লোকটি মারা গেল। অথচ তাকে হত্যা করার আদৌ কোনো ইচ্ছা হযরত মূসা (আ.)-এর ছিল না। এতে হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং বললেন, এটা মূলত শয়তানের কাজ। যে আমার রাগকে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

قَوْلُهٗ وَلٰكِنَّ هٰذَا التَّقْسِيْمُ بِالنِّسْبَةِ اِلَيْنَا الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর কার্যাবলির শ্রেণীবিভাগ বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ -এর কার্যাবলিকে প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। **এক.** অনুসরণযোগ্য। **দুই.** অনুসরণ অযোগ্য আর তা হলো যা হুযূর ﷺ -এর জন্য খাস অথবা, অসাবধানতা ও অনিচ্ছাবশত হুযূর ﷺ হতে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম শ্রেণীকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. মুবাহ বা জায়েজ। ২. মুস্তাহাব। ৩. ওয়াজিব। ৪. ফরজ। উল্লেখ্য যে, এ শ্রেণীবিভাগ আমাদের দিক বিবেচনায়– নবী করীম ﷺ -এর দিক বিচারে নয়। কেননা, নবী করীম ﷺ -এর দিক বিবেচনায় কোনো ওয়াজিব নেই। কারণ, এ পরিভাষায় তো ওয়াজিব বলে এমন حُكْم -কে যা সংশয়পূর্ণ দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। অথচ নবী করীম ﷺ -এর নিকট সবই قَطْعِىْ বা সন্দেহাতীত।

ثُمَّ اَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا فِىْ اِقْتِدَاءِ اَفْعَالٍ لَمْ تَصْدُرْ عَنْهُ سَهْوًا وَلَمْ تَكُنْ لَهٗ طَبْعًا وَلَمْ تَكُنْ مَخْصُوْصَةً بِهٖ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيْهِ حَتّٰى يَظْهَرَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى اَىِّ وَجْهٍ فَعَلَهٗ مِنَ الْاِبَاحَةِ وَالنُّدُبِ وَالْوُجُوْبِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ اِتِّبَاعُهٗ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلُ الْمَنْعِ وَقَالَ الْكَرْخِىُّ (رح) يَعْتَقِدُ فِيْهِ الْاِبَاحَةَ لِتَيَقُّنِهَا اِلَّا اِذَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى الْوُجُوْبِ وَالنُّدُبِ وَالْمُصَنِّفُ (رح) تَرَكَ هٰذَا كُلَّهٗ وَبَيَّنَ مَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَهٗ ـ

সরল অনুবাদ : আবার আলিমগণ নবী করীম ﷺ -এর সেসব কাজ অনুসরণের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন, যা তাঁর থেকে ভুলক্রমে অথবা অভ্যাসগতভাবে সংঘটিত হয়নি অথবা তাঁর সাথে নির্দিষ্টও নয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেসব কাজের অনুসরণের ব্যাপারে অপেক্ষা করা ওয়াজিব, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সুস্পষ্ট হয়ে না যাবে যে, তিনি সে কাজটিকে মুবাহ, মুস্তাহাব ও ওয়াজিবের মধ্য হতে কোন্ বিবেচনায় সম্পাদন করেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে কোনো দলিল প্রতিষ্ঠিত না হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তা অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম কারখী (র.) বলেছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে মুবাহ হওয়ার আকীদা পোষণ করতে হবে। কেননা, কমপক্ষে মুবাহ হওয়াই সুনিশ্চিত। অবশ্য যখন ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব হওয়ার দলিল পাওয়া যাবে, তখন সে অবস্থার বিবেচনা করা হবে। কিন্তু গ্রন্থকার (র.) এ মতপার্থক্যের সব কয়টিকেই পরিহার করেছেন এবং তাঁর নিজের দৃষ্টিতে যা পছন্দনীয়, শুধু তাই বর্ণনা করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ এরপর اَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন فِىْ اِقْتِدَاءِ অনুসরণের ব্যাপারে اَفْعَالٍ সেসব কাজকর্ম সম্পর্কে لَمْ تَصْدُرْ عَنْهُ যা তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়নি سَهْوًا ভুলক্রমে وَلَمْ تَكُنْ لَهٗ অথবা সেগুলো সংঘটিত হয়নি طَبْعًا অভ্যাসগতভাবে وَلَمْ تَكُنْ مَخْصُوْصَةً بِهٖ আর সেগুলো তার সাথে নির্দিষ্টও নয় فَقَالَ بَعْضُهُمْ কেউ কেউ বলেছেন يَجِبُ ওয়াজিব হবে التَّوَقُّفُ فِيْهِ এগুলোর উপর অপেক্ষা করা حَتّٰى يَظْهَرَ যে পর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে না যায় اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ যে নবী করীম ﷺ عَلٰى اَىِّ وَجْهٍ কোন বিবেচনায় فَعَلَهٗ এ কাজটি করেছেন مِنَ الْاِبَاحَةِ মুবাহ وَالنُّدُبِ মুস্তাহাব وَالْوُجُوْبِ এবং ওয়াজিব وَقَالَ بَعْضُهُمْ আর কেউ কেউ বলেছেন يَجِبُ ওয়াজিব হবে اِتِّبَاعُهٗ তার অনুসরণ করা مَا لَمْ يَقُمْ যে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত না হয় دَلِيْلُ দলিল الْمَنْعِ নিষিদ্ধ হওয়ার وَقَالَ الْكَرْخِىُّ (رح) আর ইমাম কারখী (র.) বলেছেন يَعْتَقِدُ فِيْهِ এ অবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে الاباحة মুবাহ হওয়ার لِتَيَقُّنِهَا মুবাহ হওয়া সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে اِلَّا اِذَا دَلَّ الدَّلِيْلُ তবে যদি দলিল পাওয়া যায় عَلَى الْوُجُوْبِ ওয়াজিব হওয়ার وَالنُّدُبُ অথবা মুস্তাহাব হওয়ার وَالْمُصَنِّفُ (رح) কিন্তু গ্রন্থকার تَرَكَ পরিহার করেছেন هٰذَا كُلَّهٗ এসব মতপার্থক্যের সব কয়টি وَبَيَّنَ এবং বর্ণনা করেছেন مَا هُوَ الْمُخْتَارُ কোনটি পছন্দনীয় عِنْدَهٗ তাঁর মতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا فِىْ اِقْتِدَاءِ اَفْعَالٍ لَمْ تَصْدُرْ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে হুযূর ﷺ -এর যেসব কার্যাবলি ভুল অথবা অভ্যাসগতভাবে হয়নি তার হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর যেসব কার্যাবলি ভুলবশত অথবা অভ্যাসগতভাবে হয়নি; বরং তা তিনি স্বেচ্ছায় শরয়ীভাবে (নবী হিসেবে) করেছেন। এদের حُكْم -এর ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং একদল আলিমের মতে যতক্ষণ পর্যন্ত এটার ধরন জানা না যাবে অর্থাৎ এটা জানা না যাবে যে, নবী করীম ﷺ কি এটা ওয়াজিব হিসেবে করেছেন না মুস্তাহাব হিসেবে করেছেন অথবা মুবাহ হিসেবে করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত تَوَقُّفْ বা অপেক্ষা করা ওয়াজিব। অন্য একদলের মতে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো দলিল পাওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.)-এর মতে যতক্ষণ পর্যন্ত এটার প্রকৃত ধরন জানা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা মুবাহ হওয়ার আকীদা পোষণ করতে হবে। কেননা, মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য যখন মুস্তাহাব বা ওয়াজিব হওয়ার দলিল পাওয়া যাবে তখন তাই গৃহীত হবে।

মানার প্রণেতা বলেছেন যে, এ ব্যাপারে আমাদের বিশুদ্ধ মত এই যে, যদি উক্ত কাজটি নবী করীম ﷺ -এর জন্য খাস না হয়, তাহলে তাঁর হতে যে ধরনে প্রকাশিত হয়েছে আমরাও ঠিক সেভাবে এটার মোতাবেক আমল করবো। সুতরাং যা তাঁর হতে ওয়াজিব হিসেবে সংঘটিত হয়েছে, তা আমাদের জন্যও ওয়াজিব হবে। আর যা তাঁর হতে মুবাহ বা মুস্তাহাব হিসেবে সংঘটিত হয়েছে, তা আমাদের জন্যও মুবাহ বা মুস্তাহাব হবে।

فَقَالَ وَالصَّحِيْحُ عِنْدَنَا اَنَّ مَا عَلِمْنَا مِنْ اَفْعَالِهٖ ﷺ وَاقِعًا عَلٰى جِهَةٍ مِنَ الْوُجُوْبِ اَوِ النُّدُبِ اَوِ الْاِبَاحَةِ نَقْتَدِىْ بِهٖ فِىْ اِيْقَاعِهٖ عَلٰى تِلْكَ الْجِهَةِ حَتّٰى يَقُوْمَ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِ فَمَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ يَكُوْنُ وَاجِبًا عَلَيْنَا وَمَا كَانَ مَنْدُوْبًا عَلَيْهِ يَكُوْنُ مَنْدُوْبًا عَلَيْنَا وَمَا كَانَ مُبَاحًا لَهٗ يَكُوْنُ مُبَاحًا لَنَا وَمَا لَمْ نَعْلَمْ عَلٰى اَيَّةِ جِهَةٍ فَعَلَهٗ قُلْنَا فَعَلَهٗ عَلٰى اَدْنٰى مَنَازِلِ اَفْعَالِهٖ وَهُوَ الْاِبَاحَةُ لِاَنَّهٗ لَمْ يَفْعَلْ حَرَامًا اَوْ مَكْرُوْهًا اَلْبَتَّةَ فَلَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ مُبَاحًا وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ تَقْسِيْمِ السُّنَّةِ فِىْ حَقِّنَا شَرَعَ فِىْ تَقْسِيْمِهَا فِىْ حَقِّهٖ وَفِىْ بَيَانِ طَرِيْقَتِهٖ فِىْ اِظْهَارِ اَحْكَامِ الشَّرْعِ بِالْوَحْىِ فَقَالَ وَالْوَحْىُ نَوْعَانِ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ فَالظَّاهِرُ ثَلٰثَةُ اَنْوَاعٍ اَلْاَوَّلُ مَا ثَبَتَ بِلِسَانِ الْمَلَكِ وَهُوَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَوَقَعَ فِىْ سَمْعِهٖ بَعْدَ عِلْمِهٖ بِالْمُبَلِّغِ اَىْ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدَ عِلْمِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاَنَّهٗ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاٰيَةٍ قَاطِعَةٍ تُنَافِى الشَّكَّ وَالْاِشْتِبَاهَ فِىْ اَنَّهٗ جِبْرَئِيْلُ (ع) اَوْ لَا وَهُوَ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ بِلِسَانِ الرُّوْحِ الْاَمِيْنِ (ع) يَعْنِى الْقُرْاٰنَ الَّذِىْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ حَقِّهٖ قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ـ

সরল অনুবাদ : সুতরাং তিনি বলেছেন, **আমরা হানাফীগণের নিকট বিশুদ্ধ মত এই যে, নবী করীম ﷺ -এর যেসব কর্ম সম্পর্কে জানা গেছে যে, তিনি তা ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব অথবা মুবাহ হিসেবে সম্পাদন করেছেন, ঐগুলোকে আমরা সে হিসেবেই সম্পাদন করার লক্ষ্যে তাঁর অনুসরণ করবো।** যতক্ষণ কাজটি তাঁর সাথে নির্দিষ্ট হওয়ার কোনো দলিল প্রতিষ্ঠিত না হবে। সুতরাং যে কাজটি তিনি ওয়াজিব হিসেবে সম্পাদন করেছেন, তা আমাদের উপরও ওয়াজিব হবে, যা মুস্তাহাব হিসেবে সম্পাদন করেছেন, তা আমাদের উপরও মুস্তাহাব এবং যা মুবাহ হিসেবে সম্পাদন করেছেন, তা আমাদের উপরও মুবাহ হবে। **আর তাঁর যেসব কাজ সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই যে, তিনি তা কি হিসেবে সম্পাদন করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে আমরা বলবো যে, তিনি জায়েজ কার্যসমূহের সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে তা সম্পাদন করেছেন। আর তা হচ্ছে মুবাহ**-এর স্তর। কেননা, এটা সুনিশ্চিত যে, নবী করীম ﷺ কোনো হারাম অথবা মকরূহ কাজ সম্পাদন করেননি। (কেননা, তিনি ছিলেন নিষ্পাপ।) সুতরাং তা অনিবার্যভাবেই (অন্তত পক্ষে) মুবাহ হবে। গ্রন্থকার (র.) উম্মতের দিক বিবেচনায় সুন্নতের শ্রেণীবিভাগ সমাপ্ত করে এখানে সুন্নতের সে শ্রেণীবিভাগ যা নবী করীম ﷺ -এর দিক বিবেচনায় সৃষ্টি হয়ে থাকে তার বর্ণনা এবং ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত শরিয়তের আহকাম প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতির বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **ওহী দু' প্রকার। যথা– ১. যাহের বা প্রকাশ্য এবং ২. বাতেন বা গুপ্ত।** যাহের বা প্রকাশ্য ওহী তিন প্রকার। **প্রথম প্রকার– যা ফেরেশ্তার জবান দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।** আর এ ফেরেশ্তার নাম হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)। (অর্থাৎ হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)-এর জবান দ্বারা হুযূর ﷺ-এর কানে পৌঁছেছে।) **অতঃপর সে ওহী তদ্‌কর্তৃক এটার বাহককে চিনার পর তাঁর কর্ণে পতিত হয়েছে।** অর্থাৎ এ ওহীবাহক ফেরেশ্তাকে হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) বলে সনাক্ত করার পর ওহীর বাণী নবী করীম ﷺ স্বয়ং শ্রবণ করেছেন। **অকাট্য দলিল দ্বারা** যার পর হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে সনাক্ত করার ব্যাপার কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের আকাশ থাকে না। **এটা দ্বারা সে ওহীই উদ্দেশ্য, যা তার উপর রূহুল আমীন (হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)-এর কণ্ঠে অবতীর্ণ করা হয়েছে।** অর্থাৎ কুরআন মাজীদে যার শানে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ আপনি বলে দিন, এটাকে পবিত্র আত্মা অর্থাৎ হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) আপনার প্রভুর পক্ষ হতে নিঃসন্দেহরূপে অবতীর্ণ করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَالصَّحِيْحُ عِنْدَنَا আমাদের হানাফীদের মতে বিশুদ্ধ মত হলো اَنَّ مَا عَلِمْنَا যা জানা গেছে مِنْ اَفْعَالِهٖ ﷺ নবী করীম ﷺ -এর কার্যাবলি وَاقِعًا যা তিনি সম্পাদন করেছেন عَلٰى جِهَةٍ এ হিসেবে যে فِىْ اِيْقَاعِهٖ ওয়াজিব اَوِ النُّدُبِ অথবা মুস্তাহাব اَوِ الْاِبَاحَةِ অথবা মুবাহ نَقْتَدِىْ بِهٖ সেগুলো আমরা অনুসরণ করবো مِنَ الْوُجُوْبِ সেগুলোকে সম্পাদনের লক্ষ্যে عَلٰى تِلْكَ الْجِهَةِ সে হিসেবে حَتّٰى يَقُوْمَ যে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত না হয় دَلِيْلُ দলিল الْخُصُوْصِ নির্দিষ্ট হওয়ার فَمَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ সুতরাং তিনি যা ওয়াজিব হিসেবে সম্পাদন করেছেন يَكُوْنُ وَاجِبًا عَلَيْنَا তা আমাদের উপর ওয়াজিব হবে وَمَا كَانَ مَنْدُوْبًا عَلَيْهِ আর যা মুস্তাহাব হিসেবে সম্পাদন করেছেন يَكُوْنُ مَنْدُوْبًا عَلَيْنَا তা আমাদের উপরও মুস্তাহাব হবে

وَمَا لَمْ نَعْلَمْ আর যা মুবাহ হিসেবে সম্পাদন করেছেন يَكُوْنُ مُبَاحًا لَنَا তা আমাদের উপরও মুবাহ হবে وَمَا كَانَ مُبَاحًا لَهٗ আর তাঁর যেসব কাজ সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই عَلٰى اَيَّةِ جِهَةٍ কোন দিক হতে বা কোন হিসাবে فَعَلَهٗ তিনি তা সম্পাদন করেছেন قُلْنَا এগুলো সম্পর্কে আমরা বলবো فَعَلَهٗ তিনি তা সম্পাদন করেছেন عَلٰى اَدْنٰى জায়েজের সর্বনিম্ন مَنَازِلِ স্তর হিসেবে اَفْعَالِهٖ তাঁর কার্যাবলির وَهُوَ الْاِبَاحَةُ আর তা হচ্ছে মুবাহের স্তর لِاَنَّهٗ কেননা, এটা সুনিশ্চিত যে لَمْ يَفْعَلْ তিনি কখনো করেননি حَرَامًا হারাম কাজ اَوْ অথবা مَكْرُوْهًا মাকরূহ اَلْبَتَّةَ কখনো فَلَابُدَّ সুতরাং আবশ্যক হবে اَنْ يَكُوْنَ তা হওয়া مُبَاحًا মুবাহ وَلَمَّا فَرَغَ অতঃপর সম্মানিত গ্রন্থকার যখন সমাপ্ত করলেন عَنْ تَقْسِيْمِ السُّنَّةِ সুন্নতের প্রকারভেদ বর্ণনা فِىْ حَقِّنَا আমাদের তথা উম্মতের দিক বিবেচনায় شَرَعَ তখন তিনি বর্ণনা শুরু করেন فِىْ تَقْسِيْمِهَا তার প্রকারভেদ সমূহের বর্ণনা فِىْ حَقِّهٖ যা নবী করীম ﷺ -এর দিক বিবেচনায় সৃষ্ট وَفِىْ بَيَانِ এবং বর্ণনা শুরু করেছেন طَرِيْقَتِهٖ তাঁর অনুসৃত পদ্ধতির فِىْ اِظْهَارِ প্রকাশ করার ব্যাপারে اَحْكَامِ الشَّرْعِ শরিয়তের আহকামসমূহের بِالْوَحْىِ যা ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছেন فَقَالَ অতঃপর তিনি বলেন وَالْوَحْىُ ওহী نَوْعَانِ দু' প্রকার ظَاهِرٌ প্রকাশ্য وَبَاطِنٌ এবং অপ্রকাশ্য فَالظَّاهِرُ অতএব প্রকাশ্যটি ثَلٰثَةُ اَنْوَاعٍ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত اَلْاَوَّلُ প্রথম প্রকার مَا ثَبَتَ যা সাব্যস্ত হয়েছে بِلِسَانِ জবান দ্বারা الْمَلَكِ ফেরেশতা وَهُوَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ তিনি হলেন হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) فَوَقَعَ অতঃপর পতিত হয়েছে فِىْ سَمْعِهٖ তাঁর কর্ণে بَعْدَ عِلْمِهٖ চেনার পর بِالْمُبَلِّغِ এর বাহককে اَىْ অর্থাৎ ﷺ سَمِعَ النَّبِىُّ নবী করীম ﷺ স্বয়ং শ্রবণ করেছেন بِاٰيَةٍ (.) পরে ﷺ بَعْدَ عِلْمِ النَّبِىِّ নবী করীম ﷺ -এর জানার بِاَنَّهٗ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ যে ইনি হলেন হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) اَنَّهٗ جِبْرَئِيْلُ (ع) দলিল দ্বারা قَاطِعَةٍ অকাট্য تُنَافِىْ যা تُنَافِىْ বা নেতিবাচক করে الشَّكَّ وَالْاِشْتِبَاهَ সন্দেহ-সংশয়কে فِىْ এ বিষয়ে যে তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.) اَوْ لَا অথবা অপর কেউ وَهُوَ আর তা হলো الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ যা অবতীর্ণ করা হয়েছে بِلِسَانِ ভাষায় فِىْ حَقِّهٖ হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) يَعْنِىْ অর্থাৎ الْقُرْاٰنُ কুরআনে الَّذِىْ قَالَ اللّٰهُ যাতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ (ع) তাঁর শানে قُلْ আপনি বলে দিন نَزَّلَهٗ একে অবতীর্ণ করেছেন رُوْحُ الْقُدُسِ পবিত্র আত্মা তথা হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রভুর পক্ষ হতে بِالْحَقِّ নিঃসন্দেহরূপে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْوَحْىُ نَوْعَانِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ওহীর শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) সর্বপ্রথম ওহীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক. ظَاهِرٌ (প্রকাশ্য)। দুই. بَاطِنٌ (অপ্রকাশ্য)। আবার ظَاهِرٌ -কে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যার আলোচনা তিনি পর্যায়ক্রমে করেছেন। এ তিনটি ব্যতীতও কোনো কোনো আলিম আরও এক প্রকার প্রকাশ্য ওহীর কথা বলেছেন, যা নবী করীম ﷺ ফেরেশতার মাধ্যম ব্যতীত লাভ করেছেন। আর তা হচ্ছে হাদীসে কুদসী। যেমন বাহরুল উলূম (র.) বলেছেন। আর মুহাদ্দিস কিরমানী (র.) বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লেখেছেন কুরআনের শব্দই মু'জিযা (অলৌকিক) যা হযরত জিবরাঈল (আ.) নাজিল করেছেন। আর হাদীসে কুদসী লৌকিক, যা কোনো মাধ্যম ব্যতীত নাজিল হয়েছে। আল্লামা ইবনুল মালিক (র.) শরহুল মাশারেক নামক কিতাবে লিখেছেন যে, হাদীসে কুদসী হলো যা আল্লাহ তা'আলা তদীয় নবীকে ইলহাম অথবা স্বপ্নযোগে জানিয়েছেন। নবী করীম ﷺ তার ভাবার্থকে নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এখন হাদীসে নববী ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য হবে। হাদীসে কুদসীর ভাষা নবী করীম ﷺ -এর পক্ষ হতে, আর এটার ভাব আল্লাহর পক্ষ হতে এবং নিসবতও আল্লাহর দিকে করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে হাদীসে নববীর ভাব যদিও আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে তথাপি এর ভাষা হুযূর ﷺ -এর নিজস্ব এবং নিসবতও হুযূর ﷺ -এর দিকে হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ الْاَوَّلُ مَا ثَبَتَ بِلِسَانِ الْمَلَكِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে ওহীর প্রথম প্রকারের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকাশ্য ওহীর ত্রিবিধ প্রকার হতে প্রথম প্রকার হলো যা হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)-এর মুখ নিঃসৃত হয়ে নবী করীম ﷺ -এর কর্ণগোচর হয়েছে। আর নবী করীম ﷺ অকাট্যভাবে জানিয়েছেন যে, এটা হযরত জিব্‌রাঈলই পৌঁছিয়েছে– অন্য কেউ নয়। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ সন্দেহাতীতভাবে জেনেছেন যে, এ পৌঁছানোকারী আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা।

একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, নবী করীম ﷺ সূরায়ে وَالنَّجْمِ পাঠ করার সময় যখন اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন শয়তান নিম্নোক্ত বাক্যগুলো এর সাথে সংযুক্ত করে দিল– تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجٰى কারো কারো মতে তখন নবী করীম ﷺ এগুলোকে হযরত জিব্‌রাঈলের মুখ নিঃসৃত আল্লাহর বাণী মনে করে পাঠ করেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন– শয়তান তখন এ বাক্যগুলো এমনভাবে পাঠ করেছে যে, লোকেরা মনে করেছে নবী করীম ﷺ পাঠ করেছেন। তখন মুশরিকরা আনন্দে আটখানা হয়ে গেল এবং বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের উপাস্যদের প্রশংসা করেছেন। তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং বললেন, এ বাক্যগুলো আমি বলিনি। আর এটাও ওহীও নয়; বরং এটা শয়তানের বক্তব্য। এগুলো সব مَوْضُوْعٌ তথা জাল হাদীস। শরিয়তকে বাতিল করার জন্য বেদীনরা এগুলো আবিষ্কার করেছে। প্রকৃত ব্যাপার হলো নবী করীম ﷺ বা আল্লাহর বাণী যেগুলোর দ্বারা দীনের তাবলীগ উদ্দেশ্য এতে শয়তানের কোনো দখল নেই। অন্যথায় তাবলীগে দীন হতে নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততা রহিত হয়ে যেত এবং হিদায়েত সমূলেই ধ্বংস হয়ে যেত। এটা হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

যা হোক হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)-এর ভাষায় নবী করীম ﷺ -এর উপর যা নাজিল হয়েছে তথা কুরআনে কারীমই প্রকাশ্য ওহীর প্রথম প্রকার। যেমন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন– نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ بِلِسَانٍ مُّبِيْنٍ

وَالثَّانِي مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ ﷺ بِإِشَارَةِ الْمَلَكِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ بِالْكَلَامِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوْعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَالثَّالِثُ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ تَبَدِّيْ لِقَلْبِهِ بِلَا شُبْهَةٍ بِالْهَامٍ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِأَنْ أَرَاهُ بِنُوْرٍ مِنْ عِنْدِهِ وَهٰذَا هُوَ الْمُسَمّٰى بِالْإِلْهَامِ وَيَشْتَرِكُ فِيْهِ الْأَوْلِيَاءُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ إِلْهَامُهُمْ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَالصَّوَابَ وَإِلْهَامُهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا الصَّوَابَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا كَانَ بِالْهَاتِفِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَانِهِ (ع) أَوْ لَمْ تَثْبُتْ بِهِ أَحْكَامُ الشَّرْعِ وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْ مَا كَانَ فِي الْمَنَامِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ النُّبُوَّةِ لَمْ تَثْبُتْ بِهِ أَحْكَامُ الشَّرْعِ -

সরল অনুবাদ : আর দ্বিতীয় প্রকার ওহী যা গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা বর্ণনা করেছেন, **অথবা তা নবী করীম ﷺ -এর নিকট মৌখিক বক্তব্য ছাড়াই ফেরেশ্তার ইঙ্গিতের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে।** যেমন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন- (إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوْعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا) নিশ্চয়ই পবিত্র আত্মা অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমার অন্তরে এ কথাটি ঢেলে দিয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তিই ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না সে তার রিজিকের কোটা পূর্ণ করে নিবে।) আর ওহী-এর তৃতীয় প্রকার যা গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা বর্ণনা করেছেন, **অথবা সে ওহী নবী করীম ﷺ -এর হৃদয়ে সন্দেহমুক্তভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইলহামের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্যোতির মাধ্যমে তা নবী করীম ﷺ -এর হৃদয়ে উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন।** এটাই ইলহাম নামে সুবিদিত। তাতে আল্লাহ তা'আলার ওলীগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। যদিও তাঁদের ইলহামে ভুল ও শুদ্ধতা উভয়টির সম্ভাবনাই আছে। আর নবী করীম ﷺ -এর ইলহাম ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই রাখে না। গ্রন্থকার (র.) এ প্রসঙ্গে যা গায়েবী আওয়াজ দ্বারা জানা যায়, তার উল্লেখ করেননি। হয়তো তা এ জন্য যে, নবী করীম ﷺ -কে এ পদ্ধতিতে কোনো ওহীই প্রদান করা হয়নি অথবা এ জন্য যে, তা দ্বারা শরিয়তের কোনো হুকুম সাব্যস্ত হয় না। অনুরূপভাবে তিনি স্বপ্নাদেশকে উল্লেখ করেননি। কেননা, তা শুধু নবুয়তের সূচনালগ্নেই বিদ্যমান ছিল, তা দ্বারা শরিয়তের কোনো হুকুমই সাব্যস্ত হয়নি।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّانِي আর দ্বিতীয় প্রকার ওহী مَا بَيَّنَهُ যা গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন بِقَوْلِهِ তার এ কথা দ্বারা أَوْ ثَبَتَ অথবা সাব্যস্ত হয়েছে عِنْدَهُ ﷺ নবী করীম ﷺ -এর নিকট بِإِشَارَةِ ইঙ্গিতের মাধ্যম الْمَلَكِ ফেরেশতার مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ বর্ণনা ছাড়াই بِالْكَلَامِ বক্তব্য كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ যেমনি নবী করীম ﷺ বলেছেন إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ নিশ্চয়ই পবিত্র আত্মা نَفَثَ ঢেলে দিয়েছেন فِي رُوْعِي আমার অন্তরে إِنَّ نَفْسًا নিশ্চয়ই কোনো আত্মাই لَنْ تَمُوْتَ মৃত্যুবরণ করবে না حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ যে পর্যন্ত সে পূর্ণ না করবে رِزْقَهَا তার রিজিক وَالثَّالِثُ আর তৃতীয় প্রকার হচ্ছে مَا بَيَّنَهُ যা বর্ণনা করেছেন গ্রন্থকার بِقَوْلِهِ তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা أَوْ تَبَدِّيْ অথবা অবতীর্ণ হয়েছে لِقَلْبِهِ নবী করীম ﷺ -এর অন্তরের মধ্যে بِلَا شُبْهَةٍ সন্দেহমুক্তভাবে بِالْهَامٍ ইলহামের মাধ্যমে مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে بِأَنْ এভাবে যে أَرَاهُ আল্লাহ তা'আলা উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন بِنُوْرٍ জ্যোতির মাধ্যমে مِنْ عِنْدِهِ তাঁর পক্ষ হতে وَهٰذَا هُوَ الْمُسَمّٰى আর একেই অভিহিত করা হয় بِالْإِلْهَامِ ইলহাম নামে وَيَشْتَرِكُ فِيْهِ আর এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন الْأَوْلِيَاءُ আল্লাহর ওলীগণ أَيْضًا ও وَإِنْ كَانَ إِلْهَامُهُمْ যদিও তাদের ইলহাম يَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখে الْخَطَأَ ভুল وَالصَّوَابَ এবং শুদ্ধতা وَإِلْهَامُهُ আর নবী করীম ﷺ -এর ইলহাম لَا يَحْتَمِلُ সম্ভাবনাই রাখে না إِلَّا الصَّوَابَ বিশুদ্ধতা ছাড়া আর কিছু وَلَمْ يَذْكُرْ আর গ্রন্থকার উল্লেখ করেননি مَا كَانَ بِالْهَاتِفِ যা গায়েবী আওয়াজ দ্বারা জানা যায় لِأَنَّهُ কেননা (ع) لَمْ يَكُنْ مِنْ شَانِهِ এ পদ্ধতিতে কোনো ওহীই তাঁকে প্রদান করা হয়নি أَوْ অথবা لَمْ تَثْبُتْ بِهِ সাব্যস্ত হয়নি أَحْكَامُ কোনো হুকুম الشَّرْعِ শরিয়তের وَكَذَا অনুরূপভাবে لَمْ يَذْكُرْ তিনি উল্লেখ করেননি مَا كَانَ فِي الْمَنَامِ যা স্বপ্নাদেশে পেয়েছেন لِأَنَّهُ كَانَ কেননা, এটা বিদ্যমান ছিল فِي ابْتِدَاءِ প্রারম্ভিক অবস্থায় النُّبُوَّةِ নবুয়তের لَمْ تَثْبُتْ بِهِ যার দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি أَحْكَامُ الشَّرْعِ শরিয়তের কোনো হুকুমই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ ﷺ بِإِشَارَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ওহীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে পর্যায়ক্রমে ওহীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের উল্লেখ করেছেন। ওহীর দ্বিতীয় প্রকার হলো যা ফেরেশতার মুখ নিঃসৃত বাণীর মাধ্যমে হুযূর ﷺ -এর নিকট পৌঁছেনি; বরং ফেরেশতা তা ইশারার মাধ্যমে নবী করীম ﷺ -কে জানিয়েছেন। إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوْعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল আমীন আমার অন্তরে এ বাণীর ইঙ্গিত করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার রিজিক ফুরিয়ে যায়।

আর ওহীর তৃতীয় প্রকার হলো, যা ইলহামের মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে নবী করীম ﷺ -এর অন্তরে ভেসে উঠেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ হতে আলোর মাধ্যমে হুযূর ﷺ -কে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আর এটাকেই ইলহাম বলে। আওলিয়ায়ে কেরাম (র.)ও এতে শরিক রয়েছেন। তবে আওলিয়ায়ে কেরামের ইলহামে ভুল-ভ্রান্তিরও আশঙ্কা রয়েছে। পক্ষান্তরে নবী ﷺ -এর ইলহামের মধ্যে ভুল হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল।

وَالْبَاطِنُ مَا يَنَالُ بِالْاِجْتِهَادِ بِالتَّأَمُّلِ فِى الْاَحْكَامِ الْمَنْصُوْصَةِ بِاَنْ يَسْتَنْبِطَ عِلَّةً فِى الْحُكْمِ الْمَنْصُوْصِ وَيَقِيْسَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ حَالَهُ بِالنَّصِّ كَمَا كَانَ شَانُ سَائِرِ الْمُجْتَهِدِيْنَ فَاَبٰى بَعْضُهُمْ اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا مِنْ حَظِّهِ (ع) لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى فَكُلُّ مَا تَكَلَّمَهُ لَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ ثَابِتًا بِالْوَحْىِ وَالْاِجْتِهَادُ لَيْسَ كَذٰلِكَ فَلَا يَكُوْنُ هٰذَا شَانُهُ وَالْجَوَابُ اَنَّ الْمُرَادَ بِهٰذَا الْوَحْىِ هُوَ الْقُرْاٰنُ دُوْنَ كُلِّ مَا تَكَلَّمَ بِهٖ وَلَئِنْ سُلِّمَ اَنَّهُ عَامٌّ فَلَا نُسَلِّمُ اَنَّ اِجْتِهَادَهُ لَيْسَ بِوَحْىٍ بَلْ هُوَ وَحْىٌ بَاطِنٌ بِاعْتِبَارِ الْمَآلِ وَالْقَرَارِ عَلَيْهِ وَعِنْدَنَا هُوَ مَاْمُوْرٌ بِانْتِظَارِ الْوَحْىِ فِيْمَا لَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ اَىْ اِذَا نَزَلَتِ الْحَادِثَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يَّنْتَظِرَ الْوَحْىَ اَوَّلًا لِجَوَابِهَا اِلٰى ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ اَوْ اِلٰى اَنْ يَّخَافَ فَوْتَ الْغَرْضِ ـ

সরল অনুবাদ : **আর বাতেনী ওহী হচ্ছে সে জ্ঞান, যা নবী করীম ﷺ মানসূস আহকামের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করার পর ইজতিহাদ দ্বারা অর্জন করেছেন।** অর্থাৎ মানসূস হুকুমের ইল্লত উদ্ভাবন করে এটার উপর সে বস্তুকে কিয়াস করেছেন, যার অবস্থা নস দ্বারা জানা যায়নি। যেমনটি সকল মুজতাহিদগণের তরীকা। **আর ইজতিহাদ যে নবী করীম ﷺ-এর নবুয়তেরই একটি অংশ–** তা কোনো কোনো আলিম নির্ঘাত অস্বীকার করেছেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى (নবী করীম ﷺ তাঁর প্রবৃত্তিবশত কোনো কথা বলেন না; বরং তিনি যা কিছুই বলেন, তা তাঁর নিকট অবতীর্ণ ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয়।) সুতরাং নবী করীম ﷺ যা কিছু বলবেন, তা অবশ্যই ওহী দ্বারা সাব্যস্ত হবে। আর ইজতিহাদ ওহী নয়। এ জন্য ইজতিহাদ করা তাঁর শানের পরিপন্থি। এ আপত্তির উত্তর এই যে, উপরিউক্ত আয়াতে ওহী দ্বারা কুরআন মাজীদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, নবী করীম ﷺ-এর সকল কথাই ওহী হওয়া উদ্দেশ্য নয়। আর যদি ওহী-এর مِصْدَاقْ আম হওয়া স্বীকারও করে নেওয়া হয়, (অর্থাৎ নবী করীম ﷺ-এর সকল কথাই ওহী) তথাপি তাঁর ইজতিহাদ-এর ওহী না হওয়া স্বীকৃত নয়; বরং তা পরিণাম ও স্থায়িত্বের বিবেচনায় বাতেনী ওহীই বটে। **আর আমরা হানাফীগণের মতে নবী করীম ﷺ এ মর্মে আদিষ্ট ছিলেন যে, তাঁর নিকট যে সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ হয়নি, তিনি যেন প্রথমত সে সম্পর্কে প্রতীক্ষা করেন।** অর্থাৎ যখন নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে কোনো ঘটনা উপস্থিত হবে, তখন তাঁর উপর ওয়াজিব যে, এর উত্তর প্রদানের পূর্বে তিনি তিনদিন পর্যন্ত অথবা উদ্দেশ্য হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়া পর্যন্ত ওহী-এর অপেক্ষা করবেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْبَاطِنُ আর বাতেনী ওহী হচ্ছে مَا يَنَالُ যা অর্জন করেছেন بِالْاِجْتِهَادِ ইজতিহাদ দ্বারা بِالتَّأَمُّلِ চিন্তা-ভাবনার পর فِى الْاَحْكَامِ আহকামের الْمَنْصُوْصَةِ মানসূসের بِاَنْ এভাবে যে يَسْتَنْبِطَ উদ্ভাবন করেছেন عِلَّةً ইল্লতকে فِى الْحُكْمِ الْمَنْصُوْصِ মানসূস হুকুমের وَيَقِيْسَ عَلَيْهِ এবং এর উপর কিয়াস করেছেন مَا لَمْ يَعْلَمْ যা জানা যায় না حَالَهُ তার অবস্থা بِالنَّصِّ নস দ্বারা كَمَا كَانَ شَانُ যেরূপ শান বা তরীকা سَائِرِ সকল الْمُجْتَهِدِيْنَ মুজতাহিদের فَاَبٰى অস্বীকার করেছেন بَعْضُهُمْ কোনো কোনো আলিম اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا ইজতিহাদ হওয়া مِنْ حَظِّهِ (ع) নবুয়তের একটি অংশ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন وَمَا يَنْطِقُ নবী করীম ﷺ কোনো কথা বলেন না عَنِ الْهَوٰى তাঁর প্রবৃত্তিবশত اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয় يُوْحٰى যা তাঁর নিকট অবতীর্ণ فَكُلُّ অতএব সব কিছুই مَا تَكَلَّمَهُ যা তিনি বলবেন لَابُدَّ তা অবশ্যই اَنْ يَكُوْنَ ثَابِتًا সাব্যস্ত হবে بِالْوَحْىِ ওহী দ্বারা وَالْاِجْتِهَادُ আর ইজতিহাদ لَيْسَ كَذٰلِكَ ওহী নয় فَلَا يَكُوْنُ কাজেই হতে পারে না هٰذَا ইজতিহাদ شَانُهُ নবী করীম ﷺ-এর শান وَالْجَوَابُ এ আপত্তির উত্তর হলো اَنَّ الْمُرَادَ উদ্দেশ্য হলো بِهٰذَا الْوَحْىِ এ ওহী দ্বারা هُوَ الْقُرْاٰنُ কুরআন মাজীদ دُوْنَ উদ্দেশ্য নয় كُلِّ সবগুলো مَا تَكَلَّمَ بِهٖ নবী করীম ﷺ যা কিছু বলবেন وَلَئِنْ سُلِّمَ আর যদি স্বীকারও করে নেওয়া হয় اَنَّهُ عَامٌّ ওহীর ব্যবহার আম فَلَا نُسَلِّمُ স্বীকৃত নয় اَنَّ اِجْتِهَادَهُ যে তাঁর ইজতিহাদটি لَيْسَ بِوَحْىٍ ওহী নয় بَلْ هُوَ বরং এটা وَحْىٌ ওহী بَاطِنٌ বাতেনী بِاعْتِبَارِ বিবেচনায় الْمَآلِ পরিণাম وَالْقَرَارِ عَلَيْهِ এবং এর উপর স্থায়িত্বের وَعِنْدَنَا আর আমাদের হানাফীদের মতে هُوَ مَاْمُوْرٌ নবী করীম ﷺ আদিষ্ট ছিলেন بِانْتِظَارِ অপেক্ষা করতে الْوَحْىِ ওহীর فِيْمَا لَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ যে বিষয়ে ওহী অবতীর্ণ করা হয়নি اَىْ অর্থাৎ اِذَا نَزَلَتْ যখন উপস্থিত হবে الْحَادِثَةُ কোনো ঘটনা بَيْنَ يَدَيْهِ নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে يَجِبُ عَلَيْهِ তখন তাঁর উপর ওয়াজিব হবে اَنْ يَّنْتَظِرَ অপেক্ষা করবেন الْوَحْىَ ওহীর اَوَّلًا পূর্বে لِجَوَابِهَا এর উত্তর প্রদানের اِلٰى ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ তিন দিনের اَوْ অথবা اِلٰى اَنْ يَّخَافَ আশঙ্কা দেখা দেওয়া পর্যন্ত فَوْتَ হস্তচ্যুত الْغَرْضِ উদ্দেশ্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْبَاطِنُ مَا يَنَالُ بِالْاِجْتِهَادِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে وَحْيٌ بَاطِنٌ তথা অপ্রকাশ্য ওহী প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে وَحْيٌ بَاطِنٌ তথা অপ্রকাশ্য ওহীর আলোচনা করেছেন। সুতরাং وَحْيٌ بَاطِنٌ বা অপ্রকাশ্য ওহী হচ্ছে যা اَحْكَامٌ مَنْصُوْصَةٌ (অর্থাৎ যেসব বিষয়ে স্পষ্ট কুরআনিক ভাষ্য রয়েছে সেগুলো)-এর মধ্যে চিন্তা ও গবেষণা করার পর নবী করীম ﷺ অর্জন করেছেন। অর্থাৎ حُكْمٌ مَنْصُوْصٌ (نَصٌّ বা কুরআনিক ভাষ্য দ্বারা সাব্যস্ত حُكْمٌ)-এর উপর কিয়াস করে ঐ বিষয়ের মধ্যে حُكْمٌ সাব্যস্ত করেছেন যার মধ্যে نَصٌّ -এর حُكْمٌ স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। যেমনটি অন্যান্য মুজতাহিদগণ করে থাকেন।

অবশ্য কতিপয় আলিম হুযূর ﷺ -এর মুজতাহিদ হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দলিল আল্লাহর বাণী- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ 'নবী করীম ﷺ নিজের পক্ষ হতে কিছুই বলেন না, যা তিনি বলেন তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী প্রাপ্ত হয়েই বলে থাকেন।' কাজেই নবী করীম ﷺ যাই বলেছেন তা সর্বাংশে ওহী হওয়া অপরিহার্য, অথচ اِجْتِهَادٌ তো সর্বাংশে ওহী নয়। সুতরাং তিনি কিভাবে মুজতাহিদ হতে পারেন।

জমহুরের পক্ষ হতে উক্ত আয়াতের জবাব এই যে, আয়াতের মধ্যে ওহীর দ্বারা কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ কুরআন হিসেবে যা দাবি করে থাকেন তা সর্বাংশেই ওহী। তিনি নিজের কথাকে কুরআন বলে চালিয়ে দিতে চান না। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি যা বলেন তার সবটাই ওহী। কেননা, আয়াতটি কাফিরদের এ ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য নাজিল হয়েছিল যে, তারা বলত মুহাম্মদ এ কুরআন নিজের পক্ষ হতে রচনা করে আল্লাহর বাণী হিসেবে চালিয়ে দিতে চাচ্ছে। সুতরাং هُوَ যমীরের مَرْجِعٌ হবে قُرْاٰنٌ অর্থাৎ কুরআন মাজীদ ওহী বৈ অন্য কিছু নয়। এখানে এমন প্রশ্ন অবান্তর হবে যে, সাধারণত শব্দের ব্যাপক (عَامٌ) অর্থ ধর্তব্য হয়ে থাকে, নাজিল হওয়ার বিশেষ প্রেক্ষাপট (خُصُوْصُ السَّبَبِ) ধর্তব্য হয় না। সুতরাং উপরিউক্ত আয়াতটি একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে নাজিল হলেও তার শব্দের ব্যাপকতার উপর আমল করে নবী করীম ﷺ -এর সমস্ত বাণীকে বুঝাতে অসুবিধা কোথায়? কেননা, এটার জবাবে আমরা বলবো যে, শব্দের ব্যাপকতা তখনই গ্রহণীয় হবে যখন তা সম্ভবপর হয়। অথচ এ স্থলে শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। কারণ, আমরা সন্দেহাতীতভাবে জানি যে, নবী করীম ﷺ বহু ব্যাপারে ওহী ব্যতীত (স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী) কথা বলেছেন। কাজেই এখানে আয়াতটির حُكْمٌ -কে নাজিল হওয়ার বিশেষ প্রেক্ষাপটের সাথে খাস করা জরুরি হবে। কেননা, মূলনীতি রয়েছে যে, اِنَّ الْعَامَّ اِذَا لَمْ يُمْكِنْ اِجْرَاءُهٗ عَلَى الْعُمُوْمِ يُحْمَلُ عَلَى الْخُصُوْصِ অর্থাৎ عَامٌ (ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ)-কে যদি ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে خَاصٌ (বিশেষ) অর্থে ব্যবহার করা হবে।

আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, আয়াতটি ব্যাপকার্থবোধক, তাহলে আমরা বলবো যে, নবী করীম ﷺ -এর ইজতিহাদও এক প্রকার ওহী অর্থাৎ وَحْيٌ بَاطِنٌ (অপ্রকাশ্য ওহী) তবে প্রথম জবাবই সঠিক। কেননা, هُوَ যমীরটিকে مَا يَنْطِقُ عَنِ الخ -এর مَا -এর দিকে ফিরানো সম্ভব নয়। কারণ, এটা نَافِيَةٌ (নেতিবাচক) مَوْصُوْلَةٌ নয়। সুতরাং مَعَالِمُ التَّنْزِيْلِ নামক তাফসীরের কিতাবে مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى -এর অর্থ বলা হয়েছে لَا يَتَكَلَّمُ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ অনর্থক ও মিথ্যা বলেন না।

ثُمَّ الْعَمَلُ بِالرَّأْيِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْاِنْتِظَارِ فَاِنْ كَانَ اَصَابَ فِى الرَّأْيِ لَمْ يَنْزِلْ الْوَحْىُ عَلَيْهِ فِىْ تِلْكَ الْحَادِثَةِ وَاِنْ كَانَ اَخْطَأَ فِى الرَّأْيِ يَنْزِلُ الْوَحْىُ لِلتَّنْبِيْهِ عَلَى الْخَطَأِ وَمَا تَقَرَّرَ عَلَى الْخَطَأِ قَطُّ بِخِلَافِ سَائِرِ الْمُجْتَهِدِيْنَ فَاِنَّهُمْ اِنْ اَخْطَأُوْا يَبْقَى خَطَاؤُهُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهٰذَا مَعْنَى قَوْلِهِ اِلَّا اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعْصُوْمٌ عَنِ الْقَرَارِ عَلَى الْخَطَأِ بِخِلَافِ مَا يَكُوْنُ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْبَيَانِ بِالرَّأْيِ مِنْ مُجْتَهِدِى الْاُمَّةِ فَاِنَّهُمْ يُقَرَّرُوْنَ عَلَى الْخَطَأِ وَلَا يُعْصَمُوْنَ عَنِ الْقَرَارِ عَلَيْهِ وَنَظَائِرُهٗ كَثِيْرَةٌ فِىْ كُتُبِ الْاُصُوْلِ مِنْهَا اَنَّهٗ لَمَّا اَسَرَّ اُسَارٰى بَدْرٍ وَهُمْ سَبْعُوْنَ نَفَرًا مِنَ الْكُفَّارِ فَشَاوَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَصْحَابَهٗ فِىْ حَقِّهِمْ فَتَكَلَّمَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِرَأْيِهٖ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ (رض) هُمْ قَوْمُكَ وَاَهْلُكَ خُذْ مِنْهُمْ فِدَاءً يَنْفَعُنَا وَخَلِّهِمْ اَحْرَارًا لَعَلَّهُمْ يُوَفَّقُوْنَ بِالْاِسْلَامِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَقَالَ عُمَرُ (رض) مَكِّنْ نَفْسَكَ مِنْ قَتْلِ عَبَّاسٍ وَمَكِّنْ عَلِيًّا مِنْ قَتْلِ عَقِيْلٍ وَمَكِّنِّىْ مِنْ قَتْلِ فُلَانٍ لِيَقْتُلَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنَّا قَرِيْبَهٗ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ لَيُلَيِّنُ قُلُوْبَ رِجَالٍ كَالْمَاءِ وَيُشَدِّدُ قُلُوْبَ رِجَالٍ كَالْحِجَارَةِ مِثْلُكَ يَا اَبَا بَكْرٍ (رض) كَمَثَلِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ قَالَ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَمِثْلُكَ يَا عُمَرُ (رض) كَمَثَلِ نُوْحٍ (ع) حَيْثُ قَالَ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا ـ

সরল অনুবাদ : **অতঃপর প্রতীক্ষার সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গেলে তিনি তাঁর ইজ্‌তিহাদের উপর আমল করবেন।** এখন যদি তাঁর ইজ্‌তিহাদ সঠিক হয়, তাহলে এ ঘটনায় ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আর যদি ইজ্‌তিহাদ ভুল হয়, তাহলে ভুলের প্রতি সতর্ক করার উদ্দেশ্যে অবশ্যই ওহী অবতীর্ণ হবে। স্মর্তব্য যে, তিনি কোনো ব্যাপারেই ভুলের উপর স্থির থাকেননি। কিন্তু অন্যান্য মুজ্‌তাহিদগণের অবস্থা এর বিপরীত। কেননা, তারা যদি ভুল করে বসেন, তাহলে তাদের ভুল কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থেকে যেতে পারে। এটাই গ্রন্থকার (র.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যের সারমর্ম। **অবশ্য নবী করীম ﷺ ভুলের উপর স্থির থাকা হতে নিরাপদ। কিন্তু অন্যদের ইজতিহাদ প্রসূত ভুলসমূহ এর বিপরীত** অর্থাৎ উম্মতের মুজ্‌তাহিদগণের ইজতিহাদের মধ্যে যদি কোনো ভুল সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে তারা এটার উপর স্থির থাকতে পারেন, ভুলের উপর স্থির থাকা হতে তাঁরা (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে) নিরাপদ নন। নবী করীম ﷺ -এর ইজ্‌তিহাদের মধ্যে ভুল সংঘটিত হওয়ার উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সতর্ক করে দেওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত উসূলের কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্য হতে একটি ঘটনা এই যে, বদর যুদ্ধে যখন ৭০ জন কাফির বন্দী হলো, তখন নবী করীম ﷺ তাদের ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলে প্রত্যেকেই এতদ্ সম্পর্কে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। যেমন– হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আপনার গোত্র ও পরিবারের লোক। তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করুন। যদ্দরুন আমাদের আর্থিক উপকার সাধিত হবে। আর তাদেরকে মুক্ত করে দিন। হয়তো পরবর্তীতে তারা ইসলাম গ্রহণের তৌফিক লাভ করবে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আব্বাসকে হত্যা করার দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করুন, আকীলকে হত্যা করার দায়িত্ব আলী (রা.)-এর হস্তে অর্পণ করুন আর অমুককে হত্যা করার অনুমতি আমাকে দান করুন। এভাবে যেন আমাদের প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ নিকটাত্মীয়কে হত্যা করে। এ মত দু'টি শ্রবণ করার পর নবী করীম ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কারো কারো অন্তরকে পানির ন্যায় নরম করেছেন এবং কারো কারো পাথরের ন্যায় কঠিন করেছেন। হে আবূ বকর! তোমার অবস্থা ঠিক হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর ন্যায়। যেমন তিনি তাঁর কওমের লোকদের প্রসঙ্গে বলেছেন– فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর হে ওমর! তোমার অবস্থা ঠিক হযরত নূহ (আ.)-এর ন্যায়। যেমন তিনি তাঁর কওমের লোকদের প্রতি বদদোয়া করে বলেছেন– رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ অতঃপর الْعَمَلُ আমল করবেন بِالرَّأْيِ তাঁর ইজতিহাদের উপর بَعْدَ পরে اِنْقِضَاءِ অতিবাহিত হওয়ার مُدَّةِ সময়কাল الْاِنْتِظَارِ প্রতীক্ষার فَاِنْ كَانَ اَصَابَ যদি সঠিক হয় فِى الرَّأْيِ তাঁর ইজতিহাদে لَمْ يَنْزِلِ অবতীর্ণ

হওয়ার আবশ্যকতা নেই الْوَحْىُ عَلَيْهِ তাঁর উপর ওহী فِىْ تِلْكَ الْحَادِثَةِ এ ঘটনায় وَاِنْ كَانَ اَخْطَأَ আর যদি ভুল হয় فِى الرَّأْيِ
ইজতিহাদে يَنْزِلُ অবতীর্ণ হবে الْوَحْىُ ওহী لِلتَّنْبِيْهِ সতর্ক করার জন্য عَلَى الْخَطَأِ ভুলের প্রতি وَمَا تَقَرَّرَ আর তিনি স্থির থাকেননি
اِنْ اَخْطَأُوْا ভুলের উপর قَطُّ কখনো بِخِلَافِ বিপরীত سَائِرِ অন্যান্য الْمُجْتَهِدِيْنَ মুজতাহিদগণ فَاِنَّهُمْ কেননা, তারা যদি عَلَى الْخَطَأِ
ভুল করে থাকেন يَبْقٰى অবশিষ্ট থাকতে পারে خَطَاؤُهُمْ তাদের ভুল اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত পর্যন্ত وَهٰذَا এটাই مَعْنٰى সারমর্ম
عَلَى الْخَطَأِ গ্রন্থকারের কাওলের قَوْلِهٖ اِلَّا اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ অবশ্য নবী করীম ﷺ مَعْصُوْمٌ নিরাপদ عَنِ الْقَرَارِ স্থির থাকা হতে
ভুলের উপর بِخِلَافِ বিপরীত مَا يَكُوْنُ مِنْ غَيْرِهٖ অন্যের থেকে হলে مِنَ الْبَيَانِ সংঘটিত হয়ে যায় بِالرَّأْيِ ইজতিহাদের مِنْ
وَلَا يَعْصِمُوْنَ উম্মতের মুজতাহিদগণের فَاِنَّهُمْ يُقَرَّرُوْنَ কেননা, তারা স্থির থাকতে পারেন عَلَى الْخَطَأِ ভুলের উপর مُجْتَهِدِى الْاُمَّةِ
আর তারা নিরাপদ নন عَنِ الْقَرَارِ عَلَيْهِ ভুলের উপর স্থির থাকা হতে وَنَظَائِرُهٗ আর তার দৃষ্টান্ত كَثِيْرَةٌ অনেক فِىْ كُتُبِ الْاُصُوْلِ
উসূলের কিতাবসমূহে مِنْهَا তার মধ্য হতে একটি ঘটনা হলো اَنَّهٗ لَمَّا اُسِرَ যখন বন্দী হলো اُسَارٰى বন্দী بَدْرٍ বদরের وَهُمْ আর তারা
ছিল سَبْعُوْنَ نَفَرًا সত্তরজন مِنَ الْكُفَّارِ কাফির فَشَاوَرَ অতঃপর পরামর্শ করলেন النَّبِىُّ ﷺ নবী করীম ﷺ اَصْحَابَهٗ সাহাবীগণের
সাথে فِىْ حَقِّهِمْ তাদের ব্যাপারে فَتَكَلَّمَ ব্যক্ত করলেন كُلٌّ مِنْهُمْ প্রত্যেক সাহাবীই بِرَأْيِهٖ তাঁদের মতামত (رضـ) فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ
তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন هُمْ قَوْمُكَ এরা আপনার গোত্র وَاَهْلُكَ ও আপনার পরিবারের লোক خُذْ مِنْهُمْ আপনি তাদের
থেকে গ্রহণ করুন فِدَاءً মুক্তিপণ يَنْفَعُنَا যাতে আমাদের উপকার সাধিত হবে وَخَلِّهِمْ আর তাদেরকে মুক্ত করে দিন اَحْرَارًا
স্বাধীনভাবে لَعَلَّهُمْ يُوَفَّقُوْنَ হয়তো বা তারা সুযোগপ্রাপ্ত بِالْاِسْلَامِ ইসলাম গ্রহণের بَعْدَ ذٰلِكَ পরবর্তীতে (رضـ) وَقَالَ عُمَرُ আর হযরত
ওমর (রা.) বললেন مَكِّنْ نَفْسَكَ আপনি নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করুন مِنْ قَتْلِ হত্যা করার عَبَّاسٍ আব্বাসকে وَمَكِّنْ আর দায়িত্ব দিন
عَلِيًّا আলীকে مِنْ قَتْلِ হত্যা করার عَقِيْلٍ আকীলকে وَمَكِّنِّىْ আর আমাকে অনুমতি প্রদান করুন مِنْ قَتْلِ فُلَانٍ অমুককে হত্যা
করার لِيَقْتُلَ যাতে হত্যা করতে পারে كُلُّ وَاحِدٍ প্রত্যেকেই مِنَّا আমাদের قَرِيْبَهٗ তার নিকটাত্মীয়কে فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ তখন নবী
করীম ﷺ বললেন اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা لَيُلَيِّنُ নরম করে দিয়েছেন قُلُوْبَ رِجَالٍ কারো কারো অন্তরকে كَالْمَاءِ পানির
ন্যায় وَيُشَدِّدُ আর কঠিন করে দিয়েছেন قُلُوْبَ رِجَالٍ কারো কারো অন্তরকে كَالْحِجَارَةِ পাথরের ন্যায় مِثْلُكَ তোমার অবস্থা يَا اَبَا
(رضـ) بَكْرٍ হে আবূ বকর كَمَثَلِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ হযরত ইবরাহীম (আ.) এর অবস্থার ন্যায় حَيْثُ قَالَ যেমন তিনি বলেছেন
فَمَنْ تَبِعَنِىْ যে আমার অনুসরণ করবে فَاِنَّهٗ مِنِّىْ সে আমার দলভুক্ত وَمَنْ عَصَانِىْ আর যে আমার অবাধ্যাচারণ করবে فَاِنَّكَ
নিশ্চয়ই আপনি غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ মহা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু وَمِثْلُكَ আর তোমার অবস্থা (رضـ) يَا عُمَرُ হে ওমর (عـ) كَمَثَلِ نُوْحٍ
হযরত নূহ (আ.)-এর অবস্থার ন্যায় حَيْثُ قَالَ যেমনি তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক لَا تَذَرْ
আপনি অবশিষ্ট রাখবেন না عَلَى الْاَرْضِ জমিনের উপর مِنَ الْكَافِرِيْنَ কাফির সম্প্রদায়ের دَيَّارًا অবাধ্যাচারী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ الْعَمَلُ بِالرَّأْىِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ مُدَّةِ الْاِنْتِظَارِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে নবী করীম ﷺ -এর ইজতিহাদের বর্ণনা করা হয়েছে। এ স্থলে গ্রন্থকার (র.) বিশেষ অবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর মুজতাহিদ হওয়ার উল্লেখ করেছেন। যখন নবী করীম ﷺ -এর সামনে কোনো ঘটনা ঘটত, তখন নবী করীম ﷺ প্রথমে ওহীর জন্য অপেক্ষা করতেন এবং তৎক্ষণাৎ এর জবাব প্রদান করতেন না। এভাবে তিনদিন যাবৎ অপেক্ষা করতেন অথবা এতদিন যাবৎ অপেক্ষা করতেন যতদিন উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত না। এরপর ওহী নাজিল হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যেত। তখন তিনি স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী অভিমত ব্যক্ত করতেন এবং ঘটনার সমাধান পেশ করতেন। এ ইজতিহাদে যদি তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক হতো, তাহলে সে ব্যাপারে আর ওহী নাজিল হতো না। পক্ষান্তরে যদি তাঁর ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত ভুল হতো, তাহলে সে ব্যাপারে ওহী নাজিল হতো। হুযূর ﷺ -কে সতর্ক করে দেওয়া হতো। অর্থাৎ ভুলের উপর হুযূর ﷺ -কে স্থির থাকতে দেওয়া হতো না। আর উম্মতের অন্যান্য মুজতাহিদের সাথে এখানে নবী করীম ﷺ -এর ইজতিহাদগত পার্থক্য। এর অনেক দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে রয়েছে। একটি ঘটনা নিম্নরূপ–

বদর যুদ্ধে সত্তরজন মুশরিক (কুরাইশ) মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হলো। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামের নিকট পরামর্শ চাইলেন। সাহাবীগণ সকলেই স্ব-স্ব ইজতিহাদ অনুযায়ী অভিমত ব্যক্ত করলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, হুযূর! তারা আপনার জাতি, আপনার আত্মীয়-স্বজন। তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দিন। তাতে আমরাও আর্থিকভাবে লাভবান হবো, আর হতে পারে পরবর্তী পর্যায়ে তাদেরও ইসলাম গ্রহণের তৌফিক হতে পারে। অপর দিকে হযরত ওমর (রা.) পরামর্শ দিলেন যে, প্রত্যেক সাহাবী তার নিকটাত্মীয়কে (বন্দীদের মধ্য হতে) হত্যা করবে। হুযূর ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-এর রায়কে প্রাধান্য দিয়ে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর হযরত ওমরের অভিমতের পক্ষে আয়াত নাজিল হলো এবং নবী করীম ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা.) যে ইজতেহাদে ভুল করেছেন তা জানিয়ে দেওয়া হলো। এটার বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্রই আসছে।

ثُمَّ اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلٰى رَأْىِ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) فَاَمَرَ بِاَخْذِ الْفِدَاءِ وَقَالَ تَسْتَشْهِدُوْنَ فِىْ اُحُدٍ بِعَدَدِهِمْ فَقَالُوْا قَبِلْنَا فَلَمَّا اَخَذُوا الْفِدَاءَ نَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

সরল অনুবাদ : অতঃপর নবী করীম ﷺ-এর অভিমত হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মতের অনুকূলে স্থির হলো। সুতরাং তিনি মুক্তিপণ গ্রহণের আদেশ প্রদান করলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ সাহাবীগণকে বললেন, এ বন্দীদের সমসংখ্যায় তোমরা উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করবে। সাহাবীগণ শাহাদতের আবেগে বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এ সুসংবাদকে সানন্দে কবুল করলাম।' তারপর যখন মুক্তিপণ গ্রহণ করে এ বন্দীগণকে মুক্ত করে দেওয়া হলো, তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হলো– مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ـ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ـ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ (কোনো নবীর জন্য এটা শোভা পায় না যে, তাঁর নিকট বন্দী লোক থাকবে, যতক্ষণ তিনি ধরাপৃষ্ঠে খুব ভালো করে রক্ত প্রবাহিত না করবেন। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা কর অথচ আল্লাহ তোমাদের জন্য পরকাল কামনা করেন। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ। যদি আল্লাহর কিতাব পূর্বেই লিখিত না থাকত, তাহলে তোমরা যা কিছু গ্রহণ করেছ, তজ্জন্য তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হতো। অতএব, তোমরা যা কিছু গনিমতরূপে লাভ করেছ, তা হালাল ও পবিত্র হিসেবে ভক্ষণ করো এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাপরায়ণ ও দয়াশীল।)

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ اسْتَقَرَّ অতঃপর স্থির হলো رَأْيُهُ তাঁর অভিমত عَلٰى رَأْىِ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অভিমতের অনুকূলে فَاَمَرَ সুতরাং তিনি আদেশ দিলেন بِاَخْذِ গ্রহণ করার الْفِدَاءِ মুক্তিপণ وَقَالَ এবং ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে তিনি বললেন تَسْتَشْهِدُوْنَ তোমরা শাহাদাত বরণ করবে فِىْ اُحُدٍ উহুদের ময়দানে بِعَدَدِهِمْ তাদের সমসংখ্যক فَقَالُوْا তখন সাহাবীগণ বলে উঠলেন قَبِلْنَا আমরা এ সুসংবাদ কবুল করলাম فَلَمَّا اَخَذُوا অতঃপর যখন গ্রহণ করল الْفِدَاءَ মুক্তিপণ نَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالٰى তখন মহান আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হলো مَا كَانَ لِنَبِىٍّ কোনো নবীর জন্য এটা শোভা পায় না اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ তাঁর নিকট থাকবে اَسْرٰى কোনো বন্দী حَتّٰى يُثْخِنَ যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি রক্ত প্রবাহিত না করবেন فِى الْاَرْضِ ধরাপৃষ্ঠে تُرِيْدُوْنَ তোমরা কামনা করছ عَرَضَ الدُّنْيَا দুনিয়ার সম্পদ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ আর আল্লাহ তা'আলা কামনা করেন الْاٰخِرَةَ পরকাল وَاللّٰهُ মহান আল্লাহ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ لَوْلَا كِتَابٌ যদি লেখা যা থাকত مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ হতে سَبَقَ পূর্বেই لَمَسَّكُمْ তবে তোমাদেরকে অবশ্যই স্পর্শ করত فِيْمَا اَخَذْتُمْ তোমরা যা কিছু গ্রহণ করেছ عَذَابٌ عَظِيْمٌ কঠিন শাস্তি فَكُلُوْا কাজেই তোমরা খাও مِمَّا غَنِمْتُمْ তোমরা গনিমত হিসেবে যা পেয়েছ حَلٰلًا হালাল হিসেবে طَيِّبًا ও পবিত্র হিসেবে وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ মহা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ الخ -এর মর্মার্থ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে (হে রাসূল!) আপনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা যদি পূর্ব হতে আমার কিতাবে লিপিবদ্ধ না থাকত, তাহলে মুক্তিপণ গ্রহণ করার কারণে অবশ্যই আপনাদের উপর আমার পক্ষ হতে শাস্তি নাজিল হতো। যেহেতু পূর্ব হতেই আমার কর্ম লিপিতে তা লিখিত ছিল এ জন্য শাস্তি নাজিল হয়নি। মোদ্দাকথা হলো, এটা خَطَأٌ اِجْتِهَادِىٌّ হওয়ার কারণে আজাবের যোগ্য হয়নি।

فَبَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبَكَى الصَّحَابَةُ (رض) كُلُّهُمْ وَقَالَ لَوْ نَزَلَ الْعَذَابُ مَا نَجٰى اَحَدٌ مِّنَّا اِلَّا عُمَرُ (رض) وَمُعَاذُ بْنُ سَعْدٍ (رض) فَظَهَرَ اَنَّ الْحَقَّ هُوَ رَأْىُ عُمَرَ (رض) وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَخْطَأَ حِيْنَ عَمِلَ بِرَأْىِ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) لٰكِنَّهٗ لَمْ يُقَرِّرْ عَلَى الْخَطَأِ بَلْ تَنَبَّهَ عَلَيْهِ بِاِنْزَالِ الْاٰيَاتِ وَاَمْضَى الْحُكْمَ عَلَى الْفِدَاءِ وَاَمَرَ بِاَكْلِهٖ وَلَمْ يَأْمُرْ بِرَدِّ الْفِدَاءِ وَحُرْمَتِهٖ وَهٰذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ نُزُوْلِ النَّصِّ بِخِلَافِ الرَّأْىِ وَبَيْنَ ظُهُوْرِهٖ بِخِلَافِهٖ فَاِنَّ فِى الْاَوَّلِ لَايَنْتَقِضُ الرَّأْىُ هُوَ بِالنَّصِّ وَفِى الثَّانِىْ يَنْتَقِضُ بِهٖ وَهٰذَا كَالْاِلْهَامِ اَىِ الْفَرْقُ بَيْنَ اِجْتِهَادِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهٖ مِنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ كَالْفَرْقِ بَيْنَ اِلْهَامِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهٖ مِنَ الْاَوْلِيَاءِ فَاِنَّهٗ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ فِىْ حَقِّهٖ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِىْ حَقِّ غَيْرِهٖ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ فَاِلْهَامُهٗ قِسْمٌ مِنَ الْوَحْىِ يَكُوْنُ حُجَّةً مُتَعَدِّيَةً اِلٰى عَامَّةِ الْخَلْقِ وَاِلْهَامُ الْاَوْلِيَاءِ حُجَّةٌ فِىْ حَقِّ اَنْفُسِهِمْ اِنْ وَافَقَ الشَّرِيْعَةَ وَلَمْ يَتَعَدَّ اِلٰى غَيْرِهِمْ اِلَّا اِذَا اَخَذْنَا بِقَوْلِهِمْ بِطَرِيْقِ الْاٰدَابِ ـ

সরল অনুবাদ : এ তিরস্কার শ্রবণ করে নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং নবী করীম ﷺ বললেন, যদি আল্লাহর শাস্তি নেমে আসত, তাহলে ওমর (রা.) ও মু'আয ইবনে সা'দ (রা.) ব্যতীত আমাদের মধ্য হতে আর কেউ রক্ষা পেত না। এটা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত ওমর (রা.)-এর অভিমতই সঠিক ছিল আর নবী করীম ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মত অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এ ভুলের উপর স্থির থাকেননি; বরং আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁকে এটা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং মুক্তিপণের ফয়সালাকে বহাল রেখে তা ভোগ করার অনুমতি প্রদান করেছেন, মুক্তিপণ ফিরিয়ে দেওয়া এবং তা হারাম হওয়ার আদেশ প্রদান করেননি। এটাই ইজতিহাদী ফয়সালা প্রদত্ত হয়েছে, তা বাতিল হয় না এবং দ্বিতীয় অবস্থায় যেহেতু নসের বর্তমানে ইজতিহাদী ফয়সালা নসের বিপরীত বলে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে, তাই তা বাতিলরূপে পরিগণিত হবে। **আর নবী করীম ﷺ -এর ইজতিহাদ ঠিক ইলহামেরই অনুরূপ।** অর্থাৎ নবী করীম ﷺ -এর ইজতিহাদ ও অন্যান্য মুজতাহিদগণের ইজতিহাদের মধ্যে ঠিক তদ্রূপ পার্থক্যই বিদ্যমান যদ্রূপ তাঁর ইল্‌হাম ও অন্যান্য ওলীগণের ইল্‌হামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। **কেননা, নবী করীম ﷺ -এর ইল্‌হাম অকাট্য দলিলের মর্যাদা রাখে; কিন্তু অন্যান্যদের ইল্‌হামে এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান নেই।** অর্থাৎ নবী করীম ﷺ -এর ইল্‌হাম ওহীরই আর এক প্রকার, যা সকল সৃষ্টির বেলায় দলিল বিশেষ। আর ওলীগণের ইল্‌হাম যদি শরিয়ত মোতাবেক হয়, তাহলে এটা শুধু তাদের নিজেদের বেলায় দলিল হতে পারে, অন্যের জন্য দলিল নয়। তবে আমরা যদি আদব ও শিষ্টাচার বশত তাদের ইল্‌হামী কাওলের উপর আমল করি, তাহলে এটা করতে পারি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَبَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ অতঃপর নবী করীম ﷺ কাঁদতে লাগলেন وَبَكٰى এবং কাঁদলেন الصَّحَابَةُ (رض) كُلُّهُمْ সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.) وَقَالَ এবং নবী করীম ﷺ বললেন لَوْ نَزَلَ যদি অবতীর্ণ হতো الْعَذَابُ আজাব مَا نَجٰى তাহলে রক্ষা পেত না اَحَدٌ কেউই مِنَّا আমাদের মধ্য হতে اِلَّا عُمَرُ (رض) একমাত্র ওমর (রা.) وَمُعَاذُ بْنُ سَعْدٍ (رض) এবং মু'আয ইবনে সা'দ (রা.) فَظَهَرَ এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল اَنَّ الْحَقَّ সত্য বা সঠিক হলো هُوَ رَأْىُ عُمَرَ (رض) হযরত ওমর (রা.)-এর অভিমত وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ আর নবী করীম ﷺ اَخْطَأَ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন حِيْنَ عَمِلَ যখন তিনি আমল করেন بِرَأْىِ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মতানুযায়ী وَلٰكِنَّهٗ لَمْ يُقَرِّرْ কিন্তু তিনি স্থির থাকেননি عَلَى الْخَطَأِ এ ভুলের উপর بَلْ বরং تَنَبَّهَ আল্লাহ সতর্ক করেন عَلَيْهِ এটার উপর بِاِنْزَالِ الْاٰيَاتِ আয়াত অবতীর্ণ করে وَاَمْضٰى এবং বহাল রাখেন الْحُكْمَ হুকুমকে عَلَى الْفِدَاءِ মুক্তিপণের وَاَمَرَ এবং আদেশ প্রদান করেন بِاَكْلِهٖ তা ভোগ করার وَلَمْ يَأْمُرْ এবং আদেশ প্রদান করেননি بِرَدِّ ফিরিয়ে দিতে الْفِدَاءِ মুক্তিপণ وَحُرْمَتِهٖ এবং হারাম হওয়ার আদেশও করেননি وَهٰذَا هُوَ الْفَرْقُ এটাই হলো পার্থক্য بَيْنَ মাঝে نُزُوْلِ النَّصِّ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার بِخِلَافِ বিপরীত الرَّأْىِ ইজতিহাদের وَبَيْنَ এবং মাঝে ظُهُوْرِهٖ তার সুস্পষ্টতা بِخِلَافِهٖ এর বিপরীত فَاِنَّ কেননা, فِى الْاَوَّلِ প্রথম অবস্থায় لَايَنْتَقِضُ বাতিল হবে না الرَّأْىُ ইজতিহাদ هُوَ بِالنَّصِّ যা নস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে وَفِى الثَّانِىْ আর

দ্বিতীয় অবস্থায় يَنْتَقِضُ بِهٖ বাতিল হবে وَهٰذَا আর এটা كَالْاِلْهَامِ ইলহামের মতো اَىْ অর্থাৎ اَلْفَرْقُ পার্থক্য بَيْنَ মাঝে اِجْتِهَادِ النَّبِىِّ ﷺ নবী করীম ﷺ -এর ইজতিহাদের وَغَيْرِهٖ এবং অন্যান্যদের مِنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ মুজতাহিদদের كَالْفَرْقِ যেমনি পার্থক্য রয়েছে بَيْنَ মাঝে اِلْهَامِ النَّبِىِّ ﷺ নবী করীম ﷺ -এর ইলহামের وَغَيْرِهٖ এবং অন্যান্যদের مِنَ الْاَوْلِيَاءِ ওলীগণের فَاِنَّهٗ حُجَّةٌ কেননা, এটা দলিল قَاطِعَةٌ অকাট্য فِىْ حَقِّهٖ নবী করীম ﷺ -এর ইলহামের বেলায় وَاِنْ لَمْ يَكُنْ যদিও ইলহাম রাখে না فِىْ حَقِّ غَيْرِهٖ অন্যের বেলায় بِهٰذِهِ الصِّفَةِ এ বৈশিষ্ট্য فَاِلْهَامُهٗ অতএব নবী করীম ﷺ -এর ইলহাম قِسْمٌ এক প্রকার مِنَ الْوَحْىِ ওহীর يَكُوْنُ حُجَّةً এটা দলিল হিসেবে গণ্য হবে مُتَعَدِّيَةً যা ধাবিত হবে اِلٰى عَامَّةِ الْخَلْقِ সকল সৃষ্টির উপর وَاِلْهَامُ الْاَوْلِيَاءِ আর ওলীগণের ইলহাম حُجَّةً দলিল হতে পারে فِىْ حَقِّ اَنْفُسِهِمْ তাদের নিজেদের বেলায় اِنْ وَافَقَ যদি তা মোতাবেক হয় الشَّرِيْعَةَ শরিয়তের وَلَمْ يَتَعَدَّ দলিল হবে না اِلٰى غَيْرِهِمْ অন্যের বেলায় اِلَّا اِذَا اَخَذْنَا তবে যদি আমরা গ্রহণ করি بِقَوْلِهِمْ তাদের ইলহামী কাওলের উপর بِطَرِيْقِ الْاٰدَابِ শিষ্টাচার বশত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ هٰذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ نُزُوْلِ النَّصِّ بِخِلَافِ الرَّأْىِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ইজতিহাদের বিপরীত نَصّ নাজিল হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উপরে বদরের বন্দীদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইজতিহাদের মাধ্যমে নবী করীম ﷺ মুক্তিপণের বিনিময়ে কয়েদিদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। পরবর্তীতে আয়াত নাজিল হয়ে নবী করীম ﷺ -কে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, আপনি আপনার ইজতিহাদে ভুল করেছেন। কিন্তু হুযূর ﷺ ইজতিহাদগত ভুলের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা বাতিল করা হয়নি এবং মুক্তিপণ ফেরত দানের নির্দেশও দেওয়া হয়নি। উক্ত ঘটনায় نُزُوْلُ النَّصِّ بِخِلَافِ الرَّأْىِ অর্থাৎ ইজতিহাদের বিপরীত আয়াত নাজিল হলো। পক্ষান্তরে কোনো نَصّ বা কোনো কুরানিক ভাষ্য বর্তমান থাকা অবস্থায় যদি এর বিপরীত কেউ ইজতিহাদ করে, তাহলে এর حُكْم তার বিপরীত হবে। অর্থাৎ উক্ত অবস্থায় ইজতিহাদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهٗ وَهٰذَا كَالْاِلْهَامِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে নবী ও গায়রে নবীর ইলহাম ও ইজতিহাদের মধ্যকার পার্থক্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, জমহুরের মতে নবী করীম ﷺ স্বয়ং মুজতাহিদ ছিলেন। যেমন– আল্লাহ তা'আলা তাঁর উম্মতের মধ্যে হাজার হাজার মুজতাহিদের আবির্ভাব করেছেন। তবে নবী করীম ﷺ -এর ইজতিহাদ ও উম্মতের অপরাপর মুজতাহিদগণের ইজতিহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নবী করীম ﷺ যখনই কোনো ইজতিহাদী মাসআলায় ভুল করেছেন তৎক্ষণাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী নাজিল হয়ে তাঁকে শোধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অপরাপর মুজতাহিদগণের ইজতিহাদী ভুলকে সংশোধন করার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে এমনতর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যার কারণে নবী করীম ﷺ তাঁর ইজতিহাদী ভুলের উপর কখনো স্থির থাকেননি। পক্ষান্তরে অন্যান্য মুজতাহিদগণের ইজতিহাদী ভুল কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান (চালু) থাকবে। যেমনটি নবী করীম ﷺ -এর অন্তরে ইলহাম হতো, আর অন্যান্য আওলিয়ায়ে কেরাম (রা.) অন্তরে ইলহাম হয়ে থাকে। অথচ নবী করীম ﷺ -এর ইলহাম অকাট্য দলিল ও সন্দেহাতীতভাবে সত্য এবং এটা সকলের জন্যই দলিল হিসেবে গণ্য অথচ আওলিয়ায়ে কেরামের ইলহামের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। এটা সত্য-মিথ্যা দু'টিই হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং যদিও বা যার প্রতি এটা হয়েছে শরিয়তের খেলাফ না হলে তা তার জন্য দলিল হওয়ার উপযোগী। তথাপি এটা অন্য কারো জন্য দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। অবশ্য আদবের খাতিরে অন্যান্যরা ইচ্ছা করলে তদনুযায়ী আমল করতে পারে।

ثُمَّ شَرَعَ فِىْ بَحْثِ شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ جِهَةِ اَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالسُّنَّةِ وَاخْتَلَفَ فِيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ تَلْزَمُ عَلَيْنَا مُطْلَقًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَلْزَمُنَا قَطُّ وَالْمُخْتَارُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (رحـ) بِقَوْلِهِ وَشَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا تَلْزَمُنَا اِذَا قَصَّ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ غَيْرِ اِنْكَارٍ فَاِنَّهُ اِذَا لَمْ يَقُصَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا بَلْ وُجِدَتْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ فَقَطْ لَا تَلْزَمُنَا ـ

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়তসমূহের হুকুম বর্ণনা শুরু করেছেন। কেননা, নবী করীম ﷺ-এর সুন্নতের সাথে এর ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়ত সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এদের উপর আমল করা আমাদের জন্য সাধারণভাবে আবশ্যিক। আবার কারো কারো মতে, এদের উপর আমল করা আমাদের জন্য কখনো আবশ্যিক নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বাধিক প্রবল অভিমত এটাই যা গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা উল্লেখ করেছেন, **আর আমাদের জন্য পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়তের উপর আমল করা তখনই আবশ্যক হবে, যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এগুলোকে অস্বীকার না করে ঘটনাস্বরূপ বর্ণনা করবেন**। অর্থাৎ কোনো হুকুমকে যদি আল্লাহ তা'আলা পুনরায় বর্ণনা না করেন; বরং তা শুধু তাওরাত ও ইঞ্জিলেই পাওয়া যায়, তাহলে এর উপর আমল করা আমাদের জন্য আবশ্যক নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ شَرَعَ অতঃপর গ্রন্থকার শুরু করেছেন فِىْ بَحْثِ বর্ণনা شَرَائِعِ শরিয়তসমূহের مَنْ قَبْلَنَا আমাদের পূর্ববর্তী নবীগণের مِنْ جِهَةِ এ দিক থেকে اَنَّهَا যে তা مُلْحَقَةٌ সম্পর্কিত بِالسُّنَّةِ সুন্নতের সাথে وَاخْتَلَفَ فِيْهَا এ বিষয়ে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন فَقَالَ بَعْضُهُمْ কেউ কেউ বলেছেন تَلْزَمُ عَلَيْنَا এর উপর আমল করা আবশ্যক مُطْلَقًا সাধারণভাবে وَقَالَ بَعْضُهُمْ আর কেউ কেউ বলেছেন لَا تَلْزَمُنَا আমাদের উপর আবশ্যক নয় قَطُّ কখনো وَالْمُخْتَارُ তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো هُوَ مَا ذَكَرَهُ যা উল্লেখ করেছেন الْمُصَنِّفُ (رحـ) সম্মানিত গ্রন্থকার بِقَوْلِهِ তাঁর এ কথা দ্বারা وَشَرَائِعُ আর শরিয়ত مَنْ قَبْلَنَا আমাদের পূর্ববর্তীদের تَلْزَمُنَا আমাদের উপর আমল করা আবশ্যক হবে اِذَا قَصَّ যখন ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেন اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ مِنْ غَيْرِ اِنْكَارٍ অস্বীকার না করে فَاِنَّهُ اِذَا কেননা, যখন لَمْ يَقُصَّ বর্ণনা না করেন اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা عَلَيْنَا আমাদের নিকট بَلْ وُجِدَتْ বরং পাওয়া যায় فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ তাওরাত ও ইঞ্জিলে فَقَطْ শুধুমাত্র لَا تَلْزَمُنَا তাহলে এর উপর আমল করা আবশ্যক হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَشَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا تَلْزَمُنَا اِذَا قَصَّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে পূর্ববর্তী শরিয়ত আমাদের উপর ওয়াজিব হবে কিনা- সে প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়ত আমাদের উপর ওয়াজিব হবে কিনা এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। একদলের মতে আমাদের পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহ সর্বাংশেই আমাদের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা, পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি শরিয়তই কোনো না কোনো নবীর জন্য চালু ছিল। কাজেই এটা কিয়ামত অবধি বহাল থাকবে। কেননা, এটা আল্লাহর পছন্দনীয় বিধান। তবে যদি এটা রহিত হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে আর এটার কার্যকারিতা অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ" অর্থাৎ সেই পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়েত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের সেই হিদায়েতের অনুসরণ করো। কাজেই পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহ সর্বাংশেই আমাদের উপর ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ শাওয়াফে এবং কতিপয় হানাফী আলিম এ মত পোষণ করেন। অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে যে, সেই শরিয়ত আল্লাহর পছন্দনীয় বিধায়ও কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকা জরুরি নয়। কেননা, হতে পারে তা সেই নবীর যুগ অথবা নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ছিল। কেননা, আল্লাহ মহাবিজ্ঞ। তিনি মাসলাহাত অনুযায়ী যা চান করতে পারেন। তাঁর কৃতকর্ম সম্পর্কে তাঁকে কারো নিকট জবাবদিহি করতে হবে না। অপর একদল আলিমের মতে পূর্ববর্তী শরিয়ত মোটেই আমাদের জন্য অনুকরণীয় বা অত্যাবশ্যক নয়।

এ ব্যাপারে আমাদের শ্রদ্ধেয় মানার প্রণেতা (র.) মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, যা জমহুরে আহনাফের পছন্দনীয় এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি মহামূলনীতি। যা হতে অধিকাংশ ফিক্হী মাসআলায় উদ্ভাবিত হয়ে থাকে। আর তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যদি পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের কোনো حُكْمٌ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন এবং তাকে অস্বীকার না করে থাকেন, তাহলে তা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি এর উদ্ধৃতি দান করত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একে অস্বীকার করে থাকেন, তাহলে তদনুযায়ী আমল করা আমাদের জন্য হারাম হবে। যেমন এটার উল্লেখের পর আল্লাহ বললেন, না তোমরা তা করো না। অথবা বললেন, এটা তাদের পাপের কারণে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যদি আল্লাহ তা'আলা মোটেই এর উল্লেখ না করে থাকেন, বরং তাওরাত ও ইঞ্জিলের মাধ্যমে কেবল এটা জানা যায়, তাহলে তদনুযায়ী আমল করা আমাদের উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা, আহলে কিতাবরা তাওরাত ও ইঞ্জিলে বহু রদবদল করেছে এবং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনেক বক্তব্য সংযোজন করেছে।

لِاَنَّهُمْ حَرَّفُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ كَثِيْرًا وَاَدْرَجُوْا فِيْهَا اَحْكَامًا بِهَوَاءِ اَنْفُسِهِمْ فَلَمْ يَتَيَقَّنْ اَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَكَذَا اِذَا قَصَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ثُمَّ اَنْكَرَ عَلَيْنَا بَعْدَ نَقْلِ الْقِصَّةِ صَرِيْحًا بِاَنْ لَّا تَفْعَلُوْا مِثْلَ ذٰلِكَ اَوْ دَلَالَةً بِاَنَّ ذٰلِكَ كَانَ جَزَاءُ ظُلْمِهِمْ فَحِيْنَئِذٍ يَحْرُمُ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِهٖ وَهٰذَا اَصْلٌ كَبِيْرٌ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ اَكْثَرُ الْاَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ فَمِثَالُ مَا لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْنَا بَعْدَ نَقْلِ الْقِصَّةِ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَىْ عَلَى الْيَهُوْدِ فِى التَّوْرٰةِ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَهٰذَا كُلُّهٗ بَاقٍ عَلَيْنَا وَهٰكَذَا قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ اَىْ بَيْنَ نَاقَةِ صَالِحٍ (ع) وَقَوْمِهٖ يُسْتَدَلُّ بِهٖ عَلٰى اَنَّ الْقِسْمَةَ بِطَرِيْقِ الْمُهَايَاةِ جَائِزَةٌ وَهٰكَذَا قَوْلُهٗ تَعَالٰى اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ فِىْ حَقِّ قَوْمِ لُوْطٍ (ع) يَدُلُّ عَلٰى حُرْمَةِ اللِّوَاطَةِ عَلَيْنَا وَمِثَالُ مَا اَنْكَرَهٗ عَلَيْنَا بَعْدَ الْقِصَّةِ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ فَعُلِمَ اَنَّهٗ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا عَلَيْنَا ـ

সরল অনুবাদ : কেননা, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে অসংখ্য পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছে এবং নিজেদের খুশিমতো অনেক কথা তাতে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে। সুতরাং তাওরাত ও ইঞ্জিলের কোনো হুকুম সম্পর্কে অকাট্যভাবে বলার উপায় নেই যে, এটাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ বিধান। তদ্রূপ যদি আল্লাহ তা'আলা তাওরাত ও ইঞ্জিলের কোনো ঘটনা পুনরায় বিবৃত করে আমাদেরকে এর উপর আমল করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন, যেমন বলেন, 'তোমরা কদাচ এরূপ বর্ণনার পর আমাদের জন্য এটার উপর আমল করা হারাম।' আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জন্য একটি বড় মূলনীতি, যার উপর ভিত্তি করে অনেক ফিক্হী মাসআলাই উদ্ভাবিত হয়। পূর্ববর্তী শরিয়ত সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর কোনো প্রকার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করে উদ্ধৃতি দানের উদাহরণ, যেমন আল্লাহ তা'আলার কাওল– وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَىْ عَلَى الْيَهُوْدِ فِى التَّوْرٰةِ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ (আর লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি আমি তাদের উপর অর্থাৎ ইহুদিদের উপর তাওরাতে প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলা তার সমপরিমাণ।) সুতরাং উপরিউক্ত হুকুমসমূহ আমাদের শরিয়তেও বহাল রয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার কাওল– وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ (আর শুনিয়ে দিন তাদেরকে যে, পানির হিস্সা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে।) অর্থাৎ হযরত সালেহ (আ.)-এর উটনী ও তাঁর কাওমের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পালা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অত্র আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, পালা নির্ধারণপূর্বক মুনাফা বণ্টন করা জায়েজ রয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার কাওল– اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ (তোমরা কি স্ত্রীলোকদেরকে পরিত্যাগ করে পুরুষদের পিছনে ধাবিত হচ্ছ আসক্ত হয়ে?) এ আয়াতটি যদিও কওমে লূত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তথাপি তা আমাদের বেলায়ও লিওয়াতাত বা সমকামিতা হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। আর পূর্ববর্তী শরিয়ত সংক্রান্ত ঘটনা বিবৃত করার পর অস্বীকৃতিসহ উদ্ধৃতি দানের উদাহরণ, যেমন আল্লাহ তা'আলার কাওল– فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ (সুতরাং ইহুদিদের পাপাচারিতার কারণে আমি তাদের উপর বহু পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছি, যা তাদের জন্য হালাল ছিল।) এবং আল্লাহ তা'আলার কাওল– وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا (আর ইহুদিদের উপর হারাম করে দিয়েছিলাম প্রত্যেক নখরবিশিষ্ট জন্তু, গরু, ছাগল ও তাদের চর্বি।) অতঃপর ইরশাদ করেছেন– وَ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ (আর আমি তাদের অবাধ্যতার দরুন তাদেরকে এ শাস্তি প্রদান করলাম।) সুতরাং ইহুদিদের অবাধ্যতা ও পাপাচারিতাকে হারাম হওয়ার সবব বর্ণনা করায় জানা গেল যে, আমাদের বেলায় এ সব বস্তু হারাম নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّهُمْ حَرَّفُوْا কেননা, ইহুদি ও নাসারাগণ পরিবর্তন সাধন করেছে التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ তাওরাত ও ইঞ্জিলের كَثِيْرًا অনেক وَاَدْرَجُوْا এবং বিকৃত সাধন করেছে فِيْهَا সেগুলো اَحْكَامًا বিধিবিধান بِهَوَاءِ খেয়াল খুশিমতো اَنْفُسِهِمْ

নিজেদের فَلَمْ يَتَيَقَّنْ ফলে অকাট্যভাবে বলার উপায় নেই أَنَّهَا যে এর কোনো বিধান مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ وَكَذَا এমনিভাবে إِذَا যখন قَصَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন ثُمَّ এরপর أَنْكَرَ عَلَيْنَا নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন بَعْدَ نَقْلِ বর্ণনার পরে الْقِصَّةِ ঘটনা হিসেবে صَرِيْحًا স্পষ্ট ভাষায় بِأَنْ এভাবে যে لَا تَفْعَلُوْا তোমরা কদাচ করো না مِثْلَ এরূপ فَحِيْنَئِذٍ তখন أَوْ دَلَالَةً অথবা যদি বুঝায় بِأَنَّ ذٰلِكَ এভাবে যে এটা كَانَ جَزَاءً ছিল শাস্তি ظُلْمِهِمْ তাদের অত্যাচারের ذٰلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْنَا আমাদের উপর হারাম হবে الْعَمَلُ بِهِ এর উপর আমল করা وَهٰذَا أَصْلٌ এটাই মূলনীতি كَبِيْرٌ বড় لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জন্য يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ এর উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত হয় أَكْثَرُ الْأَحْكَامِ অনেক মাসআলা الْفِقْهِيَّةِ ফিকহী فَمِثَالُ অতঃপর উদাহরণ مَا لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْنَا যা কোনো প্রকার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়নি بَعْدَ نَقْلِ বর্ণনা করার পর الْقِصَّةِ ঘটনা قَوْلُهُ تَعَالٰى যেমন আল্লাহ তা'আলার কাওল وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ আর আমি তাদের উপর লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি فِيْهَا তাওরাতের মধ্যে أَيْ অর্থাৎ عَلَى الْيَهُوْدِ ইহুদিদের উপর فِى التَّوْرٰةِ তাওরাতের মধ্যে أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ প্রাণের বদলে প্রাণ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ চোখের বদলে চোখ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ নাকের বদলে নাক وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ কানের বদলে কান وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ দাঁতের বদলে দাঁত وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ এবং জখমের বদলা তার সমপরিমাণ فَهٰذَا كُلُّهُ এ সবগুলো হুকুম بَاقٍ عَلَيْنَا আমাদের শরিয়তের বহাল রয়েছে। وَهٰكَذَا অনুরূপভাবে قَوْلُهُ تَعَالٰى মহান আল্লাহর বাণী وَنَبِّئْهُمْ আর আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন أَنَّ الْمَاءَ যে, পানির হিস্সা قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ তাদের মাঝে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে أَيْ অর্থাৎ بَيْنَ মাঝে نَاقَةِ صَالِحٍ (عـ) হযরত সালেহ (আ.)-এর উটনী وَقَوْمِهِ ও তাঁর কওমের মধ্যে يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلٰى অত্র আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে أَنَّ الْقِسْمَةَ মুনাফা বণ্টন করা بِطَرِيْقِ পদ্ধতিতে الْمُهَايَاةِ পালা নির্ধারণ পূর্বক جَائِزَةٌ জায়েজ আছে। وَهٰكَذَا এমনিভাবে قَوْلُهُ تَعَالٰى মহান আল্লাহর বাণী أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ তোমরা কি পশ্চাতে ধাবিত হচ্ছ الرِّجَالَ পুরুষদের شَهْوَةً আসক্ত হয়ে مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ স্ত্রীলোকদেরকে পরিত্যাগ করে فِىْ حَقِّ قَوْمِ لُوْطٍ (عـ) এ আয়াতটি যদিও হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে يَدُلُّ তথাপি এটা নির্দেশ করে عَلٰى حُرْمَةِ হারাম হওয়ার বিষয় اللِّوَاطَةِ সমকামিতা عَلَيْنَا আমাদের বেলায়ও وَمِثَالُ আর উদাহরণ مَا أَنْكَرَهُ عَلَيْنَا অস্বীকৃতিসহ بَعْدَ الْقِصَّةِ ঘটনা বিবৃত করার পর قَوْلُهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার কাওল فَبِظُلْمٍ পাপাচারিতার কারণে مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ইহুদিদের حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ আমি তাদের উপর হারাম করেছি طَيِّبَاتٍ অনেক পবিত্র বস্তু أُحِلَّتْ لَهُمْ যা তাদের জন্য হালাল ছিল وَقَوْلُهُ تَعَالٰى এবং আল্লাহ তা'আলার কাওল وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا আর ইহুদিদের উপর حَرَّمْنَا আমি হারাম করে দিয়েছি كُلَّ এমন সব ذِىْ ظُفُرٍ যা নখর বিশিষ্ট وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ এবং গরু ও ছাগল حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ আমি তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি شُحُوْمَهُمَا তাদের চর্বি ثُمَّ قَالَ এরপর এরশাদ করেছেন ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ আমি তাদেরকে এ শাস্তি প্রদান করেছি بِبَغْيِهِمْ তাদের অবাধ্যতার দরুন فَعُلِمَ সুতরাং এর দ্বারা জানা গেল যে أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا এসব বস্তু হারাম নয় عَلَيْنَا আমাদের উপর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِثَالُ مَا أَنْكَرَهُ عَلَيْنَا بَعْدَ الْقِصَّةِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে পূর্ববর্তী শরিয়তের যা আমাদের জন্য ওয়াজিব নয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শরিয়ত হতে যা আমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা উদ্ধৃতি দানের পর অস্বীকার করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হলো–

১. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ (الاية) অর্থাৎ ইহুদিরা অপরাধ প্রবণতায় জড়িয়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন বহু পবিত্র বস্তুকে হারাম করে দিয়েছেন, যা তাদের উপর ইতঃপূর্বে হালাল ছিল।

২. আল্লাহর বাণী– (الاية) وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا

অর্থাৎ আর ইহুদিদের উপর আমি প্রত্যেক নখ বা থাবা বিশিষ্ট জন্তুকে হারাম করে দিয়েছি। আর গাভী ও বকরির চর্বিও আমি তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ অর্থাৎ আমি তাদেরকে তাদের দুষ্কর্মের কারণে উপরিউক্ত শাস্তি দিয়েছি। কাজেই এতে প্রমাণিত হলো যে, নখ বিশিষ্ট প্রাণী এবং গরু ও ছাগলের চর্বি আমাদের জন্য হারাম হবে না। কেননা, এটা ইহুদিদের উপর সাধারণ শরয়ী বিধান হিসেবে হারাম করা হয়নি; বরং তাদের অবাধ্যচারিতা এবং অপরাধ প্রবণতার শাস্তি হিসেবে হারাম করা হয়েছে।

ثُمَّ هٰذِهِ الشَّرَائِعُ الَّتِىْ تَلْزَمُنَا اِنَّمَا تَلْزَمُنَا عَلٰى اَنَّهَا شَرِيْعَةٌ لِرَسُوْلِنَا لَا عَلٰى اَنَّهَا شَرَائِعُ لِلْاَنْبِيَاءِ السَّابِقَةِ لِاَنَّهَا اِذَا قُصَّتْ فِىْ كِتَابِنَا بِلَا اِنْكَارٍ صَارَتْ تِلْكَ جُزْءً مِنْ دِيْنِنَا وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ

ثُمَّ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ تَقْلِيْدِ الصَّحَابَةِ (رض) اِلْحَاقًا بِاَبْحَاثِ السُّنَّةِ فَقَالَ تَقْلِيْدُ الصَّحَابِىِّ وَاجِبٌ يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ اَىْ قِيَاسُ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِاَنَّ قِيَاسَ الصَّحَابِىِّ لَا يُتْرَكُ بِقَوْلِ صَحَابِىٍّ اٰخَرَ لِاِحْتِمَالِ السَّمَاعِ مِنَ الرَّسُوْلِ ﷺ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ فِىْ حَقِّهِ وَاِنْ لَمْ يَسْنُدْ اِلَيْهِ وَلَئِنْ سُلِّمَ اَنَّهُ لَيْسَ مَسْمُوْعًا مِنْهُ بَلْ هُوَ رَأْيُهُ فَرَأْىُ الصَّحَابِىِّ اَقْوٰى مِنْ رَأْىِ غَيْرِهِمْ لِاَنَّهُمْ شَاهَدُوْا اَحْوَالَ التَّنْزِيْلِ وَاَسْرَارَ الشَّرِيْعَةِ فَلَهُمْ مَزِيَّةٌ عَلٰى غَيْرِهِمْ

وَقَالَ الْكَرْخِىُّ (رح) لَا يَجِبُ تَقْلِيْدُهُ اِلَّا فِيْمَا لَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ لِاَنَّهُ حِيْنَئِذٍ يَتَعَيَّنُ جِهَةُ السَّمَاعِ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ مُدْرَكًا بِالْقِيَاسِ لِاَنَّهُ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ هُوَ رَأْيُهُ وَاَخْطَأَ فِيْهِ فَلَا يَكُوْنُ حُجَّةً عَلٰى غَيْرِهِ ـ

সরল অনুবাদ : তারপর পূর্ববর্তী শরিয়তের যেসব বিধান আমাদের জন্য আবশ্যিক হবে **তা শুধু এই ভিত্তিতে আবশ্যিক হবে যে, এটা আমাদের নবী করীম ﷺ -এর শরিয়তেরই অন্তর্ভুক্ত।** এ ভিত্তিতে নয় যে, তা পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়ত ছিল। কেননা, তা যখন আমাদের কিতাব অর্থাৎ কুরআন মাজীদে কোনো প্রকার অস্বীকৃতি ছাড়াই বিবৃত হয়েছে, তখন আমাদের দীনেরই অংশ হয়ে গেছে। আর এরই আলোকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবী করীম ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন- اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ (এ সব নবী রাসূল এমন লোক যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হিদায়েত দ্বারা ধন্য করেছেন। সুতরাং আপনি তাদের তরীকা অবলম্বন করুন।) সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ সংক্রান্ত মাসআলা যেহেতু সুন্নত অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, এ জন্য গ্রন্থকার (র.) এখন তার বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তাঁদের কাওলের বিপরীতে কিয়াসের উপর আমল পরিত্যাজ্য হবে।** অর্থাৎ এখানে কিয়াস দ্বারা তাবেয়ী ও তদ্‌পরবর্তীগণের কিয়াস পরিত্যাজ্য হওয়ার কারণ এই যে, সাহাবী যদিও তাঁর কাওলকে নবী করীম ﷺ -এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেননি তথাপি এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট হতে শ্রবণ করেই তা বলেছেন; বরং তাঁর শানে এটাই প্রকাশ্য বাস্তব। আর যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় যে, বক্তব্যটি নবী করীম ﷺ হতে শ্রুত নয়; বরং এটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত তথাপি সাহাবীর অভিমত অন্যান্যদের অভিমত অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। কেননা, তাঁরা কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা এবং শরিয়তের রহস্যসমূহ নিকট হতে প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং অন্যান্যদের উপর তাঁদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। **আর ইমাম কারখী (র.) বলেন যে, সাহাবীদের অনুসরণ শুধু সেসব ক্ষেত্রেই ওয়াজিব, যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না।** কেননা, এরূপ কাওলের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ হতে শ্রবণ করার দিকটিই স্থিরীকৃত হয়ে যায়। কিন্তু সেসব কাওল এটার বিপরীত, যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য। কেননা, অনুরূপ কাওলের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে যে, তা হয়তো সাহাবীরই ইজতিহাদপ্রসূত অভিমত এবং তিনি তাতে ভুল করে বসে আছেন। সুতরাং তা অন্যের উপর হুজ্জত হতে পারে না।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ তারপর هٰذِهِ الشَّرَائِعُ পূর্ববর্তী শরিয়তের যেসব বিধান الَّتِىْ تَلْزَمُنَا যেগুলো আমাদের উপর আবশ্যক হবে اِنَّمَا تَلْزَمُنَا সেগুলো শুধু এই ভিত্তিতে আবশ্যক হবে যে عَلٰى اَنَّهَا شَرِيْعَةٌ এগুলো শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত لِرَسُوْلِنَا আমাদের নবী করীম ﷺ -এর لَا عَلٰى এ ভিত্তিতে নয় যে اَنَّهَا شَرَائِعُ সেগুলো শরিয়ত ছিল لِلْاَنْبِيَاءِ নবীগণের السَّابِقَةِ পূর্ববর্তী لِاَنَّهَا اِذَا কেননা, এগুলো যখন قُصَّتْ বিবৃত হয়েছে فِىْ كِتَابِنَا আমাদের কিতাবের মধ্যে بِلَا اِنْكَارٍ কোনো প্রকার অস্বীকৃতি ছাড়া صَارَتْ تِلْكَ তখন সেগুলো হয়ে পড়েছে جُزْءً অংশ مِنْ دِيْنِنَا আমাদের দীনের وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى আর এরই আলোকে মহান আল্লাহ বলেছেন لِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ আমাদের নবী করীম ﷺ -কে اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ এসব নবীগণ هَدَى اللّٰهُ তাদেরকে আল্লাহ হিদায়েত দান করেছেন فَبِهُدٰهُمُ সুতরাং তাদের হিদায়েত اقْتَدِهْ আপনি অনুসরণ করুন ثُمَّ شَرَعَ এরপর বর্ণনা শুরু করেছেন فِىْ بَيَانِ বর্ণনা تَقْلِيْدِ অনুসরণ الصَّحَابَةِ (رض) সাহাবায়ে কেরামের اِلْحَاقًا সংযুক্ত হিসেবে بِاَبْحَاثِ السُّنَّةِ সুন্নতের অধ্যায়ের فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন تَقْلِيْدُ الصَّحَابِىِّ সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করা وَاجِبٌ ওয়াজিব يُتْرَكُ بِهِ এর দ্বারা পরিত্যাজ্য হবে الْقِيَاسُ কিয়াস اَىْ অর্থাৎ قِيَاسُ التَّابِعِيْنَ তাবেয়ীদের কিয়াস وَمَنْ بَعْدَهُمْ এবং তৎপরবর্তীগণের لِاَنَّ কেননা قِيَاسَ الصَّحَابِىِّ সাহাবায়ে কেরামের

কিয়াস পরিত্যাজ্য হবে না لَا يُتْرَكُ কথা দ্বারা بِقَوْلِ অপর সাহাবীর صَحَابِيٍّ اٰخَرَ সম্ভাবনা থাকার কারণে لِاحْتِمَالِ শ্রবণের السَّمَاعِ রাসূল ﷺ হতে مِنَ الرَّسُوْلِ ﷺ যদিও তিনি নবী করীম وَاِنْ لَمْ يُسْنِدْ اِلَيْهِ তাঁর শানে فِىْ حَقِّهِ এটাই প্রকাশ্য هُوَ الظَّاهِرُ বরং بَلْ ﷺ-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেননি وَلَئِنْ سُلِّمَ আর যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় اَنَّهُ لَيْسَ مَسْمُوْعًا مِنْهُ বক্তব্যটি নবী করীম ﷺ হতে শ্রুত নয় بَلْ هُوَ বরং এটা رَأْيُهُ তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত فَرَأْىُ الصَّحَابِيِّ তথাপি সাহাবীদের অভিমত اَقْوٰى অধিক শক্তিশালী مِنْ رَأْىِ غَيْرِهِمْ অন্যান্যদের অভিমত অপেক্ষা لِاَنَّهُمْ شَاهَدُوْا কেননা, তারা প্রত্যক্ষ করেছেন اَحْوَالَ অবস্থাবলি التَّنْزِيْلِ কুরআন মাজীদ অবতীর্ণের وَاَسْرَارَ এবং রহস্যসমূহ الشَّرِيْعَةِ শরিয়তের فَلَهُمْ مَزِيَّةٌ সুতরাং তাঁদের জন্য বিশেষ মর্যাদা রয়েছে عَلٰى غَيْرِهِمْ অন্যান্যদের উপর وَقَالَ الْكَرْخِيُّ (رحـ) আর ইমাম কারখী (র.) বলেন যে لَا يَجِبُ ওয়াজিব নয় تَقْلِيْدُهُ সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ اِلَّا فِيْمَا শুধু সেসব ক্ষেত্রে لَا يُدْرَكُ যা উপলব্ধি করা যায় না بِالْقِيَاسِ কিয়াস দ্বারা لِاَنَّهُ حِيْنَئِذٍ কেননা, এরূপ কাওলের ক্ষেত্রে يَتَعَيَّنُ স্থিরীকৃত হয়ে যায় جِهَةُ السَّمَاعِ শ্রবণ করার দিকটিই مِنْهُ নবী করীম ﷺ হতে بِخِلَافِ مَا এটার বিপরীত সেসব কাওলের اِذَا كَانَ مُدْرَكًا যখন তা উপলব্ধিযোগ্য হয় بِالْقِيَاسِ কিয়াস দ্বারা لِاَنَّهُ يَحْتَمِلُ কেননা, অনুরূপ কাওলের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে যে اَنْ يَكُوْنَ هُوَ তা হবে رَأْيُهُ তাঁরই অভিমত وَاَخْطَأَ فِيْهِ আর তাতে তিনি ভুল করেছেন فَلَا يَكُوْنُ حُجَّةً কাজেই তা দলিল হবে না عَلٰى غَيْرِهِ অন্যের উপর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّمَا تَلْزَمُنَا عَلٰى اَنَّهَا شَرِيْعَةٌ لِرَسُوْلِنَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি দ্বন্দ্বের নিরসন করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের কোনো حُكْم -এর উদ্ধৃতিদানের পর আল্লাহ ও তদীয় রাসূল যদি একে অস্বীকার না করে থাকেন, তাহলে এটা অনুসরণ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব হবে। এর দ্বারা বাহ্যত বোধগম্য হয় যে, পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের অংশবিশেষ মান্য করা আমাদের উপর ওয়াজিব। তা ছাড়া শরীয়তে মুহাম্মদী ﷺ অপূর্ণাঙ্গ এ বাহ্যিক সংশয়কে দূরীভূত করার জন্য আমাদের গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, পূর্ববর্তী শরিয়তের যেসব বিধান আমাদের উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ-এর জন্য ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে, তা সেই পূর্ববর্তী শরিয়তের বিধান হিসেবে ওয়াজিব করা হয়নি; বরং তা আমাদের রাসূল ﷺ -এর শরিয়তের বিধান হিসেবেই আমাদের উপর ওয়াজিব করা হয়েছে। তবে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, এ বিধান যেমনটি সে শরিয়তে প্রবর্তিত ছিল তেমনটি আমাদের জন্যও প্রবর্তন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَقْلِيْدُ الصَّحَابِيِّ وَاجِبٌ يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে সাহাবীগণ (রা.)-এর تَقْلِيْد প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) সাহাবীর تَقْلِيْد বা অনুসরণের কথা আলোচনা করেছেন। 'শরহে মুখতাসারুল মানার' নামক গ্রন্থে আছে যে, তাকলীদ বলে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বাণী বা কার্যের অনুসরণ করা। এ ধারণায় যে, এটা অবশ্যই হক। আর দলিলের মধ্যে কোনোরূপ চিন্তা-গবেষণা করবে না। সুতরাং যেন অনুসরণকারী অন্যের কথা বা কাজের দ্বারা স্বীয় গলায় হার পরিয়ে দিয়েছে। যা হোক গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, সাহাবীর অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটার মোকাবিলায় কিয়াসকে পরিহার করা হবে। অবশ্য তালবীহ গ্রন্থকার বলেছেন যে, এ স্থলে সাহাবীর দ্বারা মুজতাহিদ সাহাবীকে বুঝানো হবে। কেননা, অমুজতাহিদ সাহাবীর বর্ণনা যদি সর্বদিক দিয়ে কিয়াসের বিরোধী হয়, তাহলে সাহাবীর قَوْل -এর মোকাবিলায় قِيَاس -কে প্রাধান্য দেওয়া উত্তম হবে। কিয়াসের মোকাবিলায় সাহাবীর قَوْل -কে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষে মোল্লা জিয়ন (র.) দু'টি যুক্তি পেশ করেছেন– ১. সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে, সাহাবী এটা নবী করীম ﷺ হতে শুনে থাকবেন। কেননা, অনেক সময় সাহাবীগণ (রা.) নবী করীম ﷺ-এর দিকে নিসবত না করে তাঁর হতে শ্রুত বিষয় সরাসরি নিজেরা উপস্থাপন করতেন। ২. আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে শুনেননি; বরং তিনি স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী বলেছেন, তাহলেও অন্যান্যদের ইজতিহাদ হতে সাহাবীর ইজতিহাদ অগ্রাধিকার পাবে। কেননা, অন্যান্যদের তুলনায় সাহাবীর ইজতিহাদ অধিকতর বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ (رحـ) لَايَجِبُ تَقْلِيْدُهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে তাকলীদে সাহাবীর ব্যাপারে বিভিন্ন মাযহাব বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এখানে সাহাবীর তাকলীদের মাযহাব উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইমাম কারখী (র.) বলেছেন যে, কেবল সেসব বিষয়ে সাহাবীর تَقْلِيْد বা অনুসরণ করা ওয়াজিব যা عَقْل -এর মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না। আমাদের আইম্মায়ে ছালাছাহ তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মতেও যে কিয়াস عَقْل দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, সে ক্ষেত্রে সাহাবীর তাকলীদ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কেননা, ব্যাপারটি অবশ্যই তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট হতে জেনে বলেছেন অথবা করেছেন। যেমন– حَيْض -এর নিম্নতম সময়ের ব্যাপারটি এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। এটা عَقْل -এর দ্বারা উপলব্ধি করার বিষয় নয়। তাই আমরা হানাফীরা এ ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (র.)-এর قَوْل অনুযায়ী আমল করেছি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন– اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ অর্থাৎ ঋতুবতী মহিলা চাই বিবাহিতা হোক অথবা কুমারী হোক তার حَيْض -এর اَقَلُّ مُدَّةٍ নিম্নতম সময় তিন দিন তিন রাত্রি এবং সর্বোচ্চ সময় দশ দিন দশ রাত্রি।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, কোনো সাহাবীর তাকলীদই ওয়াজিব নয়, চাই عَقْل দ্বারা উপলব্ধি জনিত বিষয়ে হোক অথবা এমন বিষয়ে হোক যা আকল দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। কেননা, সাহাবীগণ পরস্পরে একে অপরের বিরোধিতা করেছেন। আর তাদের মধ্যে একজন অপর জনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নন। কাজেই একজনের قَوْل -কে অপরের قَوْل -এর উপর প্রাধান্য দেওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং তাঁদের তাকলীদ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব নয়।

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا يُقَلَّدُ اَحَدٌ مِنْهُمْ سَوَاءٌ كَانَ مُدْرِكًا بِالْقِيَاسِ اَوْ لَا لِاَنَّ الصَّحَابَةَ كَانَ يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَيْسَ اَحَدُهُمْ اَوْلٰى مِنَ الْاٰخَرِ فَتَعَيَّنَ الْبُطْلَانُ وَقَدْ اِتَّفَقَ عَمَلُ اَصْحَابِنَا بِالتَّقْلِيْدِ فِيْمَا لَا يَعْقِلُ بِالْقِيَاسِ يَعْنِىْ اَنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَصَاحِبَيْهِ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُوْنَ بِتَقْلِيْدِ الصَّحَابِيِّ كَمَا فِىْ اَقَلِّ الْحَيْضِ فَاِنَّ الْعَقْلَ قَاصِرٌ بِدَرْكِهٖ فَعَمِلْنَا جَمِيْعًا بِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ (رضـ) اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَاَكْثَرُهٗ عَشَرَةٌ ـ

সরল অনুবাদ : **ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, তাঁদের কারোই অনুসরণ করা যাবে না।** চাই তাঁদের কাওল কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য হোক বা না হোক। কেননা, সাহাবীগণ তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য করেছেন এবং সাহাবী হওয়ার বিবেচনায় তাঁদের কারো কাওল অন্যের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম নয়। সুতরাং তাঁদের কাওলের আমল বাতিল বলে স্থিরীকৃত হলো। **অবশ্য আমাদের হানাফী ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যেসব ব্যাপার কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য নয়, সেসব ক্ষেত্রে সাহাবীদের কাওলসমূহের অনুসরণ করা ওয়াজিব।** অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.) সকলেই সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে ঐকমত্য পোষণ করেন। **যেমন– হায়েযের ন্যূনতম সময়সীমার ক্ষেত্রে।** কেননা, মানুষের জ্ঞান তা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। সুতরাং আমরা সকলেই এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাওলের উপর আমল করেছি। তিনি বলেছেন–

اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَاَكْثَرُهٗ عَشَرَةٌ –

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন لَا يُقَلَّدُ অনুসরণ করা যাবে না اَحَدٌ مِنْهُمْ তাঁদের কারোই سَوَاءٌ كَانَ مُدْرِكًا চাই তা অনুধাবনযোগ্য হোক بِالْقِيَاسِ কিয়াসের মাধ্যমে اَوْ لَا বা না হোক لِاَنَّ الصَّحَابَةَ কেননা, সাহাবায়ে কেরাম كَانَ يُخَالِفُ মতপার্থক্য করেছেন بَعْضُهُمْ بَعْضًا পরস্পরের মধ্যে وَلَيْسَ اَحَدُهُمْ আর তাঁদের কারো কাওলই নয় اَوْلٰى উত্তম مِنَ الْاٰخَرِ অপরজন অপেক্ষা فَتَعَيَّنَ কাজেই স্থিরীকৃত হলো الْبُطْلَانُ বাতিল বলে وَقَدِ اتَّفَقَ অবশ্য ঐকমত্য পোষণ করেছেন عَمَلُ আমল করা اَصْحَابِنَا আমাদের হানাফী ইমামগণ بِالتَّقْلِيْدِ অনুসরণ করার فِيْمَا لَا يَعْقِلُ যা উপলব্ধিযোগ্য নয় بِالْقِيَاسِ কিয়াস দ্বারা يَعْنِىْ অর্থাৎ اَنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ ইমাম আবূ হানীফা (র.) وَصَاحِبَيْهِ এবং সাহেবাইন كُلُّهُمْ সকলেই مُتَّفِقُوْنَ ঐকমত্য পোষণ করেন بِتَقْلِيْدِ অনুসরণের ব্যাপারে الصَّحَابِيِّ সাহাবায়ে কেরামের كَمَا যেমনিভাবে فِىْ اَقَلِّ ন্যূনতম সময়সীমার ক্ষেত্রে الْحَيْضِ হায়েযের فَاِنَّ الْعَقْلَ কেননা, মানুষের জ্ঞান قَاصِرٌ অক্ষম بِدَرْكِهٖ তা উপলব্ধি করতে فَعَمِلْنَا অতএব আমরা আমল করলাম جَمِيْعًا সকলেই بِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ (رضـ) হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাওলের উপর اَقَلُّ الْحَيْضِ হায়েযের ন্যূনতম সময়সীমা لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ কুমারী মেয়ের وَالثَّيِّبِ এবং বিবাহিতার ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ তিন দিন وَلَيَالِيْهَا এবং তিন রাত وَاَكْثَرُهٗ আর সর্বোচ্চ সময়সীমা عَشَرَةٌ দশ দিন দশ রাত।

وَشِرَاءُ مَا بَاعَ بِاَقَلِّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ الْاَوَّلِ فَاِنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِىْ جَوَازَهُ وَلٰكِنَّا قُلْنَا بِحُرْمَتِهٖ جَمِيْعًا عَمَلًا بِقَوْلِ عَائِشَةَ (رضـ) لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ وَقَدْ بَاعَتْ بِسِتِّ مِائَةٍ بَعْدَ مَا شَرَتْ بِثَمَانِ مِائَةٍ مِنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ بِئْسَ مَا شَرَيْتِ وَاشْتَرَيْتِ اَبْلِغِىْ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَبْطَلَ حَجَّهٗ وَجِهَادَهٗ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ لَمْ يَتُبْ وَاخْتَلَفَ عَمَلُهُمْ فِىْ غَيْرِهٖ اَىْ عَمَلُ اَصْحَابِنَا فِىْ غَيْرِ مَا لَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ وَهُوَ مَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ فَاِنَّهٗ حِيْنَئِذٍ بَعْضُهُمْ يَعْمَلُوْنَ بِالْقِيَاسِ وَبَعْضُهُمْ يَعْمَلُوْنَ بِقَوْلِ الصَّحَابِىِّ كَمَا فِىْ اِعْلَامِ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فَاِنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ (رحـ) يَشْتَرِطُ اَعْلَامَ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فِى السَّلَمِ وَاِنْ كَانَ مُشَارًا اِلَيْهِ عَمَلًا بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) وَاَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) وَمُحَمَّدٌ (رحـ) لَمْ يَشْتَرِطَا عَمَلًا بِالرَّأْىِ لِاَنَّ الْاِشَارَةَ اَبْلَغُ فِى التَّعْرِيْفِ مِنَ التَّسْمِيَةِ وَهِىَ كِفَايَةٌ فَلَا يَحْتَاجُ اِلَى التَّسْمِيَةِ ـ

সরল অনুবাদ : অনুরূপভাবে এ মাসআলায়ও যে, **যদি কেউ কোনো দ্রব্য বিক্রয় করে পুনরায় ক্রেতার নিকট হতে তাই কম মূল্যে ক্রয় করে নেয়** প্রথম বারের মূল্য উসূল করার পূর্বেই, তাহলে কিয়াসের দৃষ্টিতে এ দ্বিতীয় বারের ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়া উচিত। **কিন্তু আমরা হানাফীগণ** হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাওলের উপর আমল করতে গিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে **একে হারাম বলে মত প্রদান করেছি।** জনৈক মহিলা হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-এর নিকট হতে আটশত দিরহামে একটি গোলাম ক্রয় করে এর মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই পুনরায় তাঁরই নিকট ছয়শত দিরহামে বিক্রয় করে দেয়। তখন হযরত আয়েশা (রা.) উক্ত মহিলাটিকে বলেছেন– بِئْسَ مَا شَرَيْتِ وَاشْتَرَيْتِ اَبْلِغِىْ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَبْطَلَ حَجَّهٗ وَجِهَادَهٗ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ لَمْ يَتُبْ (তুমি এ ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হয়ে জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করেছ। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-কে এই বাণীটি পৌঁছিয়ে দিও যে, তিনি যদি তওবা না করেন, তাহলে নবী করীম ﷺ-এর সাথে কৃত তাঁর হজ, জিহাদ প্রভৃতি সকল আমলই আল্লাহ তা'আলা বাতিল করে দিবেন।) **আর এর বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে হানাফী ইমামগণের কর্মপদ্ধতির মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।** অর্থাৎ কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য নয় এরূপ বিষয়ের বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে আমাদের হানাফী ইমামগণের কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কেউ কেউ সাহাবীর কাওলের বিপরীতে কিয়াসের উপর আমল করেছেন এবং কেউ কেউ কিয়াস পরিত্যাগ করে সাহাবীর কাওলের উপর আমল করেছেন। **যেমন– বিনিময় মূল্যের পরিমাণ অবহিত করার মাসআলায়।** কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কাওলের উপর আমল করতে গিয়ে بَيْعُ سَلَمْ-এর ক্ষেত্রে বিনিময় মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ করাকে শর্ত সাব্যস্ত করেছেন, চাই তা ইশারাকৃতই হোক না কেন। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিয়াসের উপর আমল করতে গিয়ে বিনিময় মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ করাকে শর্ত সাব্যস্ত করেননি। কেননা, পরিচয় দানের ক্ষেত্রে গাণিতিক সংখ্যা উল্লেখ করা অপেক্ষা ইশারা করাই অধিকতর কার্যকর। সুতরাং সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটার পরিবর্তে ইশারাই যথেষ্ট।

শাব্দিক অনুবাদ : وشراء এমনিভাবে ক্রয় করা مَا بَاعَ যা বিক্রয় করে بِاَقَلِّ কম মূল্যে مِمَّا بَاعَ যা বিক্রয় করেছে قَبْلَ نَقْدِ আদায়ের পূর্বে الثَّمَنِ মূল্য الْاَوَّلِ দ্রব্যের প্রথম فَاِنَّ الْقِيَاسَ কেননা, কিয়াস يَقْتَضِىْ চায় جَوَازَهُ তার জায়েজ হওয়া وَلٰكِنَّا قُلْنَا কিন্তু আমরা বলি بِحُرْمَتِهٖ তার হারাম হওয়ার বিষয়ে جَمِيْعًا সবাই عَمَلًا আমল পূর্বক بِقَوْلِ عَائِشَةَ (رضـ) হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাওলের উপর لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ সে মহিলা সম্পর্কে وَقَدْ بَاعَتْ যে বিক্রয় করেছে بِسِتِّ مِائَةٍ ছয়শত দিরহামে بَعْدَ مَا شَرَتْ ক্রয় করার পর بِثَمَانِ مِائَةٍ আটশত দিরহামের বিনিময়ে مِنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে بِئْسَ এটা জঘন্য অপরাধ হয়েছে مَا شَرَيْتِ وَاشْتَرَيْتِ তুমি এই ক্রয় বিক্রয়ে লিপ্ত হয়ে اَبْلِغِىْ এ বাণীটি পৌঁছিয়ে দিও زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ যায়েদ ইবনে আরকামকে بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى মহান আল্লাহ اَبْطَلَ বাতিল করে দিবেন حَجَّهٗ তাঁর হজ وَجِهَادَهٗ এবং তাঁর জিহাদ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কৃত اِنْ لَمْ يَتُبْ যদি তিনি তওবা না করেন وَاخْتَلَفَ আর মতপার্থক্য রয়েছে عَمَلُهُمْ তাদের কর্মপদ্ধতিতে فِىْ غَيْرِهٖ বিপরীত ক্ষেত্রে اَىْ অর্থাৎ عَمَلُ কর্মপদ্ধতিতে اَصْحَابِنَا আমাদের ইমামগণের فِىْ غَيْرِ বিপরীত ক্ষেত্রে مَا لَا يُدْرَكُ যা এর বিপরীত ক্ষেত্রে

উপলব্ধিযোগ্য নয় فَاِنَّهُ حِيْنَئِذٍ بِالْقِيَاسِ কিয়াস দ্বারা وَهُوَ আর তা হলো مَا يُدْرَكُ যা অনুধাবনযোগ্য بِالْقِيَاسِ কিয়াস দ্বারা কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে وَبَعْضُهُمْ يَعْمَلُوْنَ কিছু সংখ্যক আমল করেছেন بِالْقِيَاسِ কিয়াসের উপর بَعْضُهُمْ يَعْمَلُوْنَ আর কিছু সংখ্যক আমল করেছেন بِقَوْلِ الصَّحَابِىِّ সাহাবীর কাওলের উপর كَمَا যেমনিভাবে فِىْ اِعْلَامِ অবহিত করার মাসআলায় قَدْرِ পরিমাণ رَأْسِ الْمَالِ সম্পদের বিনিময় মূল্যের (رح) فَاِنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.) يَشْتَرِطُ শর্ত সাব্যস্ত করেছেন اِعْلَامَ উল্লেখ করাকে قَدْرِ পরিমাণ رَأْسِ الْمَالِ সম্পদের বিনিময় মূল্য فِى السَّلَمِ বাইয়ে সলমের ক্ষেত্রে وَاِنْ كَانَ مُشَارًا اِلَيْهِ যদিও তা ইশরাকৃত হোক না কেন عَمَلًا আমল করতে গিয়ে (رض) بِقَوْلِ اِبْنِ عُمَرَ হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কাওলের উপর (رح) وَاَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رح) আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) لَمْ يَشْتَرِطَا শর্ত সাব্যস্ত করেননি عَمَلًا আমল করতে গিয়ে بِالرَّأْىِ কিয়াসের উপর لِاَنَّ الْاِشَارَةَ কেননা, ইশারা করা اَبْلَغُ অধিকতর কার্যকর فِى التَّعْرِيْفِ পরিচয় দানের ক্ষেত্রে مِنَ التَّسْمِيَةِ গাণিতিক সংখ্যা উল্লেখ করা অপেক্ষা وَهِىَ كِفَايَةٌ কাজেই ইশারাই যথেষ্ট فَلَا يَحْتَاجُ সুতরাং কোনো প্রয়োজন নেই اِلَى التَّسْمِيَةِ সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَشِرَاءُ مَا بَاعَ بِاَقَلَّ مِمَّا بَاعَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে তাকলীদে সাহাবীর একটি উদাহরণ ও একটি দ্বন্দ্বর নিরসন বর্ণিত হয়েছে। যা কিয়াসের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না এমন বিষয়ে সাহাবীগণের তাকলীদ আহনাফ ও জমহুর আলিমগণের মতে ওয়াজিব। حَيْض -এর ন্যূনতম সময় নির্ধারণের ব্যাপারে এটার প্রথম উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় উদাহরণের অবতারণা করা হয়েছে। তা হলো, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট বাকি দামে কোনো বস্তু বিক্রয় করবে। বিক্রেতা পূর্বোক্ত ক্রেতা হতে পূর্বাপেক্ষা কম মূল্যে এটা ক্রয় করবে। সুতরাং এরূপ ক্রয় হারাম এবং ফাসেদ।

অবশ্য কেউ বলতে পারে যে, উদাহরণটি সহীহ নয়। কেননা, এরূপ ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হওয়া আকল দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। কারণ, প্রথমোক্ত বিক্রেতা যখন মূল্য আদায় করার আগেই পূর্বোক্ত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে প্রথমোক্ত ক্রেতা হতে ক্রয় করল, তখন বিক্রিত বস্তু প্রথমোক্ত বিক্রেতার মালিকানায় রয়ে গেল এবং প্রথমোক্ত ক্রেতার দায়িত্ব হতে قَدْرِ اَقَلّ (অর্থাৎ যা প্রথমোক্ত বিক্রেতা তার নিকট হতে ক্রয়ের সময় কমিয়ে দিয়েছে তা,) পরিত্যক্ত হবে। আর অতিরিক্ত টাকা তার জিম্মায় থেকে যাবে। অথচ مَبِيْع তার মালিকানায় থাকবে না। সুতরাং প্রথমোক্ত বিক্রেতা কোনোরূপ বিনিময় ব্যতীতই সেই অতিরিক্ত টাকার মালিক হয়ে যাবে। কাজেই এটা সুদের সাদৃশ্য হয়ে যাবে। আর সুদ ও এর সাদৃশ্য বস্তু দুই হারাম। সুতরাং এ কারণেই উপরিউক্ত بَيْع ফাসেদ বা অনিয়মিত হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর এটা কিয়াসসম্মত।

এটার জবাবের আগে আমরা কিতাবে বর্ণিত ঘটনাটির সারনির্যাস তুলে ধরবো। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) জনৈক মহিলার নিকট একটি গোলাম আটশত টাকায় বিক্রি করলেন। অতঃপর মহিলার নিকট হতে টাকা আদায়ের পূর্বেই ছয়শত টাকায় উক্ত গোলাম (তার নিকট হতে) ক্রয় করলেন। এখানে যায়েদ ইবনে আরকামের গোলাম তার নিকটই রয়ে গেল। মধ্যখানে তিনি মহিলার নিকট হতে যে দুই শত টাকা নিলেন, তার কোনো বিনিময় প্রদান করেননি। কাজেই এটা সুদের সাদৃশ্য হয়ে কিয়াস সম্মতভাবেই হারাম সাব্যস্ত হলো। উক্ত মহিলার নিকট ঘটনাটি জানার পর হযরত আয়েশা (রা.) মহিলাকে বললেন, তুমি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-কে জানিয়ে দাও যে, যদি সে এ بَيْع হতে তওবা না করে, তাহলে তার হজ ও জিহাদ যা নবী করীম ﷺ -এর সাথে আদায় করেছে তা সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে।

এখানে আমরা পূর্বোক্ত প্রশ্নকারীর জবাবে বলতে পারি যে, যদিও উল্লিখিত بَيْع টি অনিয়মিত ও হারাম হওয়া কিয়াসসম্মত তথাপি হজ ও জিহাদ বাতিল হওয়া কিয়াসের দ্বারা উপলব্ধি করা যেতে পারে না। কাজেই অবশ্যই হযরত আয়েশা (রা.) এটা নবী করীম ﷺ হতে শুনে থাকবেন।

قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَ عَمَلُهُمْ فِىْ غَيْرِهِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে কিয়াস সম্মত বিষয়ে সাহাবীর তাকলীদ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যেসব বিষয় কিয়াসের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় সেসব ক্ষেত্রে সাহাবীর তাকলীদের ব্যাপারে ওলামায়ে আহনাফের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ সব বিষয়ে একদল কিয়াসের মোতাবেক আমল করেন এবং আরেক দল কিয়াসকে পরিত্যাগ করত সাহাবীর قَوْل -এর উপর আমল করে থাকেন। যেমন– بَيْعِ سَلَمْ -এর ব্যাপারটি এখানে উল্লেখযোগ্য। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মূলধন উপস্থিত থাকলে এবং এর দিকে ইশারা করা হলেও মূলধনের পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত করা জরুরি। তিনি এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর قَوْل অনুযায়ী আমল করেছেন। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) কিয়াসের উপর আমল করে বলেছেন যে, মূলধন যদি উপস্থিত থাকে আর এর প্রতি ইশারা করা হয়, তাহলে আর এটার পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত করানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, এটা তো তার সামনেই উপস্থিত এবং তাকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

وَالْاَجِيْرُ الْمُشْتَرِكُ كَالْقَصَّارِ اِذَا ضَاعَ الثَّوْبُ فِىْ يَدِهٖ فَاِنَّهُمَا يَضْمَنَانِهٖ لِمَا ضَاعَ فِىْ يَدِهٖ فِيْمَا يُمْكِنُ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ كَالسَّرِقَةِ وَنَحْوِهَا تَقْلِيْدًا لِعَلِىٍّ (رض) حَيْثُ ضَمِنَ الْخَيَّاطُ صِيَانَةً لِاَمْوَالِ النَّاسِ وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِنَّهٗ اَمِيْنٌ فَلَا يَضْمَنُ كَالْاَجِيْرِ الْخَاصِّ لِمَا ضَاعَ فِىْ يَدِهٖ فَهُوَ اَخَذَ بِالرَّاْىِ وَاَمَّا فِىْ مَا لَا يُمْكِنُ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ كَالْحَرِيْقِ الْغَالِبِ فَلَا يَضْمَنُ بِالْاِتِّفَاقِ وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ الْمَذْكُوْرُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِىْ وُجُوْبِ التَّقْلِيْدِ وَعَدَمِهٖ فِىْ كُلِّ مَا ثَبَتَ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَهُمْ وَمِنْ غَيْرِ اَنْ يَثْبُتَ اَنَّ ذٰلِكَ بَلَغَ غَيْرَ قَائِلِهٖ فَسَكَتَ مُسَلِّمًا لَهٗ يَعْنِىْ فِىْ كُلِّ مَا قَالَ صَحَابِىٌّ قَوْلًا وَلَمْ يَبْلُغْ غَيْرَهٗ مِنَ الصَّحَابَةِ فَحِيْنَئِذٍ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِىْ تَقْلِيْدِهٖ بَعْضُهُمْ يُقَلِّدُوْنَهٗ وَبَعْضُهُمْ لَا وَاَمَّا اِذَا بَلَغَ صَحَابِيًّا اٰخَرَ فَاِنَّهٗ لَا يَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يَسْكُتَ هٰذَا الْاٰخَرُ مُسَلِّمًا لَهٗ اَوْ خَالَفَهٗ فَاِنْ سَكَتَ كَانَ اِجْمَاعًا فَيَجِبُ تَقْلِيْدُ الْاِجْمَاعِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَاِنْ خَالَفَهٗ كَانَ ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ خِلَافِ الْمُجْتَهِدِيْنَ فَلِلْمُقَلِّدِ اَنْ يَعْمَلَ بِاَيِّهِمَا شَاءَ وَلَا يَتَعَدّٰى اِلَى الشِّقِّ الثَّالِثِ لِاَنَّهٗ صَارَ بَاطِلًا بِالْاِجْمَاعِ الْمُرَكَّبِ مِنْ هٰذَيْنِ الْخِلَافَيْنِ عَلٰى بُطْلَانِ الْقَوْلِ الثَّالِثِ هٰكَذَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُفْهَمَ هٰذَا الْمَقَامُ ـ

সরল অনুবাদ : আর মুশতারাক মজুর (এমন মজুর যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একই সময়ে বিভিন্ন লোকের কাজ করে থাকে) **যেমন–** ধোপা প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাসআলায় যদি ধোপার হাতে কাপড় খোয়া যায়, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। যদি এমন কারণে খোয়া যায় যে, সতর্কতা অবলম্বন করলে তা হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হতো। যেমন– চুরি ইত্যাদি। তাঁরা হযরত আলী (রা.)-এর অনুকরণে অনুরূপ ফতোয়া প্রদান করেছেন। কারণ, হযরত আলী (রা.) লোকজনের মালের হেফাজতের জন্য দর্জিকে ক্ষতিপূরণ দানকারী সাব্যস্ত করতেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, সে আমানতদার মাত্র। এ জন্য জিনিস খোয়া গেলে সে ক্ষতিপূরণ দান করবে না। যেমন– কোনো নির্দিষ্ট মজুরের হাতে কোনো জিনিস খোয়া বা নষ্ট হয়ে গেলে তাকে ক্ষতিপূরণ দান করতে হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মাসআলায় কিয়াসের উপর আমল করেছেন। আর যদি জিনিস এমন দুর্ঘটনা জনিত কারণে নষ্ট হয়, যা হতে সাধারণত রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়, যেমন– ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি, তাহলে এমতাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে মুশতারাক মজুরেরও ক্ষতিপূরণ দান করতে হবে না। **আর এই** মতপার্থক্য যা সাহাবীর কাওল অনুসরণ করা ও না করার প্রশ্নে ওলামাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে **তা শুধু সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেখানে কোনো সাহাবী হতে কোনো একটি হুকুম সাব্যস্ত হয়েছে এবং তদ্‌সম্পর্কে অন্য কোনো সাহাবীর মতবিরোধ পাওয়া যায়নি। অথবা সে হুকুমটি জানাজানি হওয়ার পর অন্যান্য সাহাবীগণ কর্তৃক স্বীকৃতিমূলক নীরবতা অবলম্বন করা সাব্যস্ত হয়নি।** অর্থাৎ সেসব ক্ষেত্রে, যেখানে কোনো সাহাবী একটি কথা বলেছেন এবং অন্য সাহাবী তা অবগতই হননি, তখন সেখানে ওলামাদের মধ্যে ঐ কাওলটির অনুসরণের প্রশ্নে মতভেদ দেখা দেয়। কেউ কেউ কওলটির অনুসরণ করেন, আবার কেউ কেউ অনুসরণ হতে বিরত থাকেন। কিন্তু যদি এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, অন্য সাহাবীও সেই কাওলটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাহলে এটা দু' অবস্থা হতে মুক্ত নয়। ১. অবগত হওয়ার পর অন্য সাহাবী উক্ত কাওলটিকে স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক নিশ্চুপ থেকেছেন অথবা ২. এটার বিপরীত মত পোষণ করেছেন। যদি নিশ্চুপ থেকে থাকেন, তাহলে এটা ইজমা বলে গণ্য হবে এবং ইজমায়ী কাওল হওয়ার বিবেচনায় ওলামাদের সর্বসম্মত মতে তার অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে। আর যদি বিপরীত মত পোষণ করেন, তাহলে এটা মুজতাহিদগণের মধ্যকার বিরোধের সীমাবদ্ধ থাকাকে اِجْمَاعْ مُرَكَّبْ নামে অভিহিত করা হয়। যার হুকুম এই যে, এ দু'টি অভিমত ব্যতীত তৃতীয় কোনো মত ও পথ গ্রহণ করা বাতিল। উল্লিখিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ জায়গাটি হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা করা উচিত।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْاَجِيْرُ মজুর/শ্রমিক الْمُشْتَرِكُ মুশতারাক كَالْقَصَّارِ যেমন– ধোপা اِذَا ضَاعَ যদি খোয়া যায় الثَّوْبُ কাপড় فِىْ يَدِهٖ তার হাতে فَاِنَّهُمَا তখন সাহেবাইনের মতে يَضْمَنَانِهٖ সে এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে لِمَا ضَاعَ যেহেতু তা খোয়া গেছে فِىْ يَدِهٖ ধোপার হাতে فِيْمَا يُمْكِنُ যাতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ সতর্কতা অবলম্বন করলে كَالسَّرِقَةِ যেমন চুরি হয়ে যাওয়া وَنَحْوِهَا এরূপই تَقْلِيْدًا অনুসরণে لِعَلِىٍّ (رض) হযরত আলী (রা.)-এর حَيْثُ ضَمِنَ যেমনি ক্ষতিপূরণ দানকারী সাব্যস্ত করেছেন الْخَيَّاطُ দর্জিকে صِيَانَةً হেফাজতের জন্য لِاَمْوَالِ সম্পদের النَّاسِ মানুষের وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন اِنَّهٗ اَمِيْنٌ সে আমানতদার মাত্র فَلَا يَضْمَنُ কাজেই তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না كَالْاَجِيْرِ الْخَاصِّ

যেমন নির্দিষ্ট মজুরের মতো لَمَّا ضَاعَ কোনো জিনিস খোয়া গেলে فِىْ يَدِهٖ তার হাতে فَهُوَ اَخَذَ তিনি এ মাসআলায় গ্রহণ করেছেন بِالرَّاْىِ কিয়াসের উপর আমল করে وَاَمَّا فِىْ مَا আর যে জিনিসে لَا يُمْكِنُ সম্ভব নয় اَلْاِحْتِرَازُ عَنْهُ যা হতে সাধারণত রক্ষা পাওয়া كَالْحَرِيْقِ যেমন অগ্নিকাণ্ড الْغَالِبِ ব্যাপক فَلَا يَضْمَنُ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতিক্রমে وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ আর এ মতপার্থক্য اَلْمَذْكُوْرُ যা বিদ্যমান بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ওলামাদের মাঝে فِىْ وُجُوْبِ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে اَلتَّقْلِيْدِ (সাহাবীদের কথা) অনুসরণ করা وَعَدَمِهٖ এবং না করার প্রশ্নে فِىْ كُلِّ সেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য مَا ثَبَتَ عَنْهُمْ যেখানে কোনো সাহাবী হতে একটি হুকুম সাব্যস্ত হয়েছে وَمِنْ غَيْرِ اَنْ يَّثْبُتَ অথবা সাব্যস্ত হয়নি مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ কোনো সাহাবীর মতবিরোধ ব্যতীত بَيْنَهُمْ তাদের মাঝে اَنَّ مُسَلَّمًا لَهٗ সে হুকুমটি بَلَغَ জানাজানি হওয়ার পর غَيْرَ قَائِلِهٖ বক্তা ব্যতীত তথা অন্যান্য সাহাবীগণ কর্তৃক فَسَكَتَ নীরবতামূলক ذٰلِكَ স্বীকৃতিমূলক يَعْنِىْ অর্থাৎ فِىْ كُلِّ এমন সকল ক্ষেত্রে مَا قَالَ صَحَابِىٌّ যেখানে কোনো সাহাবী বলেছে قَوْلًا একটি কথা وَلَمْ يَبْلُغْ আর তা পৌঁছেনি غَيْرَهٗ مِنَ الصَّحَابَةِ অন্য কোনো সাহাবীর নিকট فَحِيْنَئِذٍ তখন সেখানে اِخْتَلَفَ মতভেদ দেখা দেয় الْعُلَمَاءُ ওলামাদের মাঝে فِىْ تَقْلِيْدِهٖ সে কাওলটির অনুসরণের ব্যাপারে بَعْضُهُمْ يُقَلِّدُوْنَهٗ কেউ কেউ সে কাওলটির অনুসরণ করেন وَبَعْضُهُمْ لَا আর কেউ কেউ অনুসরণ হতে বিরত থাকেন। وَاَمَّا اِذَا তবে যদি بَلَغَ অবগত হন صَحَابِيًّا اٰخَرَ অন্য সাহাবীও فَاِنَّهٗ لَا يَخْلُوْ তবে তা দু' অবস্থা হতে খালি নয় اِمَّا হয়তো বা اَنْ يَّسْكُتَ চুপ থেকেছেন। هٰذَا এ কাওলটিতে اَلْاٰخَرُ অন্য সাহাবী مُسَلِّمًا لَهٗ একে স্বীকৃতি প্রদান পূর্বক اَوْ خَالَفَهٗ অথবা এটার বিপরীত মত পোষণ করেছেন فَاِنْ سَكَتَ যদি নিশ্চুপ থেকে থাকেন كَانَ اِجْمَاعًا তাহলে এটা ইজমা বলে গণ্য হবে فَيَجِبُ তখন ওয়াজিব হবে تَقْلِيْدُ অনুসরণ করা الْاِجْمَاعِ ইজমায়ী কাওল হিসেবে بِالْاِتِّفَاقِ ওলামাদের সর্বসম্মত মতে وَاِنْ خَالَفَهٗ আর যদি বিপরীত মত পোষণ করেন كَانَ ذٰلِكَ এটা হবে بِمَنْزِلَةِ হুকুমভুক্ত خِلَافِ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِيْنَ মুজতাহিদগণের মধ্যকার বিরোধের فَلِلْمُقَلِّدِ কাজেই অনুসরণকারীর জন্য সুযোগ থাকবে اَنْ يَّعْمَلَ আমল করতে পারবে بِاَيِّهِمَا شَاءَ এ দু'টির মধ্যে যেটিতে ইচ্ছা وَلَا يَتَعَدّٰى আর তার জন্য এ সুযোগ নেই যে اِلَى الشِّقِّ সে উদ্ভাবন করে নিবে الثَّالِثِ তৃতীয় কোনো মত لِاَنَّهٗ صَارَ بَاطِلًا কেননা, এরূপ পথ গ্রহণ করা বাতিল بِالْاِجْمَاعِ الْمُرَكَّبِ ইজমায়ে মুরাক্কাবের দ্বারা مِنْ اَلْقَوْلِ الثَّالِثِ যা এ দু'টি মতভেদের মাধ্যমে সীমিত হয়েছে عَلٰى بُطْلَانِ বাতিল হওয়ার ব্যাপারে اَلْقَوْلِ الثَّالِثِ তৃতীয় কোনো অভিমত هٰذَيْنِ الْخِلَافَيْنِ হৃদয়ঙ্গম করা هٰكَذَا يَنْبَغِىْ এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই উচিত হচ্ছে اَنْ يُّفْهَمَ হৃদয়ঙ্গম করা هٰذَا الْمَقَامُ এ জায়গাটি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْاَجِيْرُ الْمُشْتَرَكُ كَالْقَصَّارِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে যৌথ শ্রমিকের হাতে মাল নষ্ট হয়ে গেলে তার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এটা এমন একটি মাসআলা যাতে হানাফী ইমামগণের পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ যৌথ শ্রমিক যে একই সাথে অনেকের কার্যে নিয়োজিত রয়েছে। যেমন– ধোপা ইত্যাদি যদি কোনো কাপড় বিনষ্ট করে, তাহলে এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে কিনা। সুতরাং সাহেবাইন তথা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ধোপা যদি কোনো কাপড় বিনষ্ট করে হারিয়ে ফেলে এবং যদি অবস্থা এরূপ হয় যে, সে সতর্কতা অবলম্বন করলে এটা হারাত না। অর্থাৎ তা হেফাজত করার ক্ষমতা তার ছিল, তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ব্যাপারে তারা হযরত আলী (রা.)-এর একটি ফতোয়ার অনুসরণ করেছেন। হযরত আলী (রা.) লোকদের সম্পদের হেফাজতের জন্য দর্জির উপর কাপড়ের জিম্মাদারী বর্তিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ কাপড় হারিয়ে গেলে তাঁর মতে দর্জিকে এটার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ধোপা হলো আমানতদার বিশেষ। সুতরাং আমানতদারের নিকট হতে মূল কাপড় হারিয়ে গেলেও এটার ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগবে না। যেমন– কারো নির্দিষ্ট শ্রমিক কোনো জিনিস বিনষ্ট করে ফেললে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ ব্যাপারে কিয়াস মোতাবেক আমল করেছেন। উল্লেখ্য যে, যদি মাল এমন কোনো কারণে বিনষ্ট হয়ে থাকে, যার হাত হতে রক্ষা করার ক্ষমতা যৌথ শ্রমিকের নেই। যেমন– ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি। তাহলে সর্বসম্মতভাবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

قَوْلُهٗ وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ الْمَذْكُوْرُ الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে তাকলীদে সাহাবী সম্পর্কে শেষ কথা বর্ণিত হয়েছে। কোনো সাহাবী যদি কোনো বক্তব্য প্রদান করে থাকে আর অন্যান্য সাহাবীগণ তা সম্পর্কে অবহিত না হয়ে থাকেন, তাহলেই কেবল তা কবুল করা না করার ব্যাপারে আলিমগণের পূর্বোক্ত মতবিরোধ প্রযোজ্য। অর্থাৎ একদল আলিম এটার অনুসরণ করে থাকেন আর আরেক দল এটার অনুসরণ না করে কিয়াসের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীগণ যদি এটা সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন, তাহলে এটার দুই অবস্থা হতে পারে।

১. এটা অবহিত হওয়ার পর অপরাপর সাহাবীগণ (রা.) এটাকে সমর্থন জ্ঞাপন করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এমতাবস্থায় উক্ত قَوْل -এর উপর ইজমা (اِجْمَاع) হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর সর্বসম্মত বক্তব্য হওয়ার কারণে সমস্ত আলিমগণের মতেই তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হবে।

২. অথবা, এটা অবগত হওয়ার পর অন্যান্য সাহাবীগণ (রা.) এটার বিরোধিতা করেছেন। এমতাবস্থায় মুজতাহিদগণের মধ্যে ইখতিলাফ হলে যে হুকুম হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও সে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ মুকাল্লিদ সে দু'টি قَوْل -এর যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারবে। তবে নিজের পক্ষ হতে তৃতীয় কোনো মত অবলম্বন করতে পারবে না। কেননা, সাহাবীগণের اِخْتِلَافْ যদি দু'টি قَوْل -এর মধ্যে সীমিত থাকে, তাহলে একে اِجْمَاعْ مُرَكَّبْ বলে। এটার حُكْم এই যে, সে দু'টি মতবাদ দিয়ে তৃতীয় কোনো মত অবলম্বন করা বাতিল বলে গণ্য হবে।

وَاَمَّا التَّابِعِىُّ فَاِنْ ظَهَرَتْ فَتْوَاهُ فِىْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ كَشُرَيْحٍ كَانَ مِثْلَهُمْ عِنْدَ الْبَعْضِ وَهُوَ الْاَصَحُّ فَيَجِبُ تَقْلِيْدُهُ كَمَا رُوِىَ اَنَّ عَلِيًّا (رض) تَحَاكَمَ اِلٰى شُرَيْحٍ الْقَاضِىْ فِىْ اَيَّامِ خِلَافَتِهٖ فِىْ دِرْعِهٖ وَقَالَ دِرْعِىْ عَرَفْتُهَا مَعَ هٰذَا الْيَهُوْدِىِّ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْيَهُوْدِ مَا تَقُوْلُ قَالَ دِرْعِىْ وَفِىْ يَدِىْ فَطَلَبَ شَاهِدَيْنِ مِنْ عَلِىٍّ (رض) فَاَتٰى عَلِىٌّ (رض) بِابْنِهِ الْحَسَنِ (رض) وَقُنْبُرٍ مَوْلَاهُ لِيَشْهَدَا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ اَمَّا شَهَادَةُ مَوْلَاكَ فَقَدْ اَجَزْتُهَا لَكَ لِاَنَّهٗ صَارَ مُعْتَقًا وَاَمَّا شَهَادَةُ اِبْنِكَ لَكَ فَلَا اُجِيْزُهَا لَكَ ـ

সরল অনুবাদ : আর তাবেয়ী-এর কাওল অনুসরণ করা ও না করার ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যদি সাহাবীদের যুগে তার ফতোয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করে থাকে, যেমন– হযরত শুরাইহ্-এর ছিল। তাহলে এরূপ তাবেয়ীর কাওল কারো কারো মতে সাহাবীর কাওলের সমান এবং এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। সুতরাং এর অনুসরণ ওয়াজিব হবে। যেমন– কথিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) তাঁর খেলাফত আমলে একটি বর্মের মোকদ্দমা নিয়ে কাযী শুরাইহ্ (র.)-এর নিকট গমন করেন এবং দাবি করেন যে, এ ইহুদির নিকট যে বর্মটি রয়েছে, তা আমার নিজেরই বর্ম বলে আমি সনাক্ত করছি। কাযী শুরাইহ্ (র.) ইহুদির বক্তব্য জানতে চাইলে সে বলল, বর্মটি আমার এবং তা আমারই দখলে রয়েছে। তখন কাযী শুরাইহ্ (র.) হযরত আলী (রা.)-এর নিকট হতে দু'জন সাক্ষী তলব করলে তিনি তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা.) ও আজাদকৃত গোলাম কাম্বারকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলেন। এতে কাযী শুরাইহ্ বললেন, কাম্বার যেহেতু আজাদ হয়ে গেছে, এ জন্য তাকে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দানের অনুমতি প্রদান করছি; কিন্তু আমি আপনার পুত্রকে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দানের অনুমতি প্রদান করতে পারি না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا التَّابِعِىُّ আর তাবেয়ীর কাওল فَاِنْ ظَهَرَتْ যদি প্রসিদ্ধি অর্জন করে فَتْوَاهُ তার ফতোয়া فِىْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ সাহাবীদের যুগে كَشُرَيْحٍ যেমন হযরত শুরাইহ كَانَ مِثْلَهُمْ এরূপ তাবেয়ীর কাওল সাহাবীর কাওলের সমান عِنْدَ الْبَعْضِ কারো কারো মতে وَهُوَ الْاَصَحُّ এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত فَيَجِبُ সুতরাং ওয়াজিব হবে تَقْلِيْدُهُ এর অনুসরণ করা كَمَا رُوِىَ যেমনি বর্ণিত আছে যে اَنَّ عَلِيًّا (رض) হযরত আলী (রা.) تَحَاكَمَ মোকদ্দমা নিয়ে গমন করেন اِلٰى شُرَيْحٍ الْقَاضِىْ কাযী শোরাইহ (র.)-এর নিকট فِىْ اَيَّامِ خِلَافَتِهٖ তাঁর খেলাফত কালীন সময়ে فِىْ دِرْعِهٖ তাঁর একটি বর্মের বিষয়ে وَقَالَ এবং দাবি করেন دِرْعِىْ এটা আমার বর্ম عَرَفْتُهَا যা আমি সনাক্ত করেছি مَعَ هٰذَا الْيَهُوْدِىِّ এ ইহুদির নিকট فَقَالَ شُرَيْحٌ তখন কাযী শুরাইহ বললেন لِلْيَهُوْدِ ইহুদিকে مَا تَقُوْلُ তোমার কি অভিমত قَالَ সে বলল دِرْعِىْ এটা আমার বর্ম وَفِىْ يَدِىْ এবং তা আমার দখলেই আছে فَطَلَبَ তখন কাযী শুরাইহ তালাশ করলেন شَاهِدَيْنِ দু'জন সাক্ষী مِنْ عَلِىٍّ (رض) হযরত আলী (রা.)-এর নিকট হতে فَاَتٰى عَلِىٌّ (رض) অতঃপর হযরত আলী (রা.) সাক্ষী হিসেবে পেশ করলেন بِابْنِهِ الْحَسَنِ (رض) তাঁর ছেলে হযরত হাসান (রা.)-কে وَقُنْبُرٍ এবং কাম্বারকে مَوْلَاهُ তাঁর গোলাম لِيَشْهَدَ যাতে তারা সাক্ষ্য প্রদান করে عِنْدَ شُرَيْحٍ কাযী শুরাইহ (র.)-এর নিকট فَقَالَ شُرَيْحٌ তখন কাযী শুরাইহ (র.) বললেন اَمَّا شَهَادَةُ مَوْلَاكَ আপনার গোলামের সাক্ষ্য فَقَدْ اَجَزْتُهَا لَكَ তাকে আপনার পক্ষ্যে সাক্ষ্য দানের অনুমতি প্রদান করলাম لِاَنَّهٗ صَارَ مُعْتَقًا কেননা, সে আজাদ হয়ে গেছে وَاَمَّا شَهَادَةُ اِبْنِكَ কিন্তু আপনার ছেলের সাক্ষ্য لَكَ আপনার فَلَا اُجِيْزُهَا لَكَ তাকে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দানের অনুমতি প্রদান করতে পারি না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاَمَّا التَّابِعِىُّ فَاِنْ ظَهَرَتْ فَتْوَاهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে তাকলীদে তাবেয়ীর মূলনীতি ও হযরত শুরাইহ (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হয়েছে। তাবেয়ীর তাকলীদ (অনুসরণ)-এর ব্যাপারে মূলনীতি হলো, যদি সাহাবীগণ (রা.)-এর যুগে তাঁর ফতোয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকে, তাহলে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাঁর বক্তব্য সাহাবীর বক্তব্য সমতুল্য হবে। অর্থাৎ তাঁর তাকলীদ ওয়াজিব হবে। যেমন– হযরত শুরাইহ (র.)। তিনি একশত বিশ বছর বেঁচে ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফতের যুগে তাঁকে কূফার কাজী নিযুক্ত করেছিলেন। এরপর শাহাদাতে যোবায়ের (রা.) পর্যন্ত এই পদে সমাসীন ছিলেন। শাহাদাতে যোবায়েরের সময় বিচার স্থগিত করে দেন এবং পরে হাজ্জাজের নিকট ইস্তেফা দেন। তিনি ৭৯ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন।

وَكَانَ مِنْ مَذْهَبِ عَلِيٍّ (رض) اَنَّهُ يَجُوْزُ شَهَادَةُ الْاِبْنِ لِلْاَبِ وَخَالَفَهُ شُرَيْحٌ فِىْ ذٰلِكَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلِىٌّ (رض) فَسَلَّمَ الدِّرْعَ لِلْيَهُوْدِىِّ فَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَشٰى مَعِىْ اِلٰى قَاضِيْهِ فَقَضٰى عَلَيْهِ فَرَضِىَ بِهٖ صَدَقْتَ وَاللّٰهِ اِنَّهَا لَدِرْعُكَ وَاَسْلَمَ الْيَهُوْدِىُّ فَسَلَّمَ الدِّرْعَ عَلِىٌّ (رض) لِلْيَهُوْدِىِّ وَ وَهَبَهُ فَرَسًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى اسْتَشْهَدَ فِىْ حَرْبِ صِفِّيْنَ وَهٰكَذَا مَسْرُوْقٌ كَانَ تَابِعِيًّا خَالَفَ ابْنَ عَبَّاسٍ (رض) فِىْ مَسْاَلَةِ النَّذْرِ بِذَبْحِ الْوَلَدِ فَاِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (رض) يَقُوْلُ مَنْ نَذَرَ بِذَبْحِ الْوَلَدِ يَلْزَمُهُ مِائَةُ اِبِلٍ قِيَاسًا عَلٰى دِيَةِ النَّفْسِ فَقَالَ مَسْرُوْقٌ لَا بَلْ يَلْزَمُهُ ذَبْحُ شَاةٍ اِسْتِدْلَالًا بِفِدَاءِ اِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمْ يُنْكِرْهُ اَحَدٌ فَصَارَ اِجْمَاعًا وَ رُوِىَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اِنِّىْ لَا اُقَلِّدُ التَّابِعِىَّ لِاَنَّهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ لِاَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِىِّ اِنَّمَا يُقْبَلُ لِاِحْتِمَالِ السَّمَاعِ وَاِصَابَةِ رَأْيِهِمْ بِبَرْكَةِ صُحْبَةِ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ مَفْقُوْدٌ فِى التَّابِعِىِّ وَهُوَ مُخْتَارُ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ وَهٰذَا كُلُّهُ اِنْ ظَهَرَتْ فَتْوَاهُ فِىْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَاِنْ لَمْ تَظْهَرْ فَتْوَاهُ وَلَمْ يُزَاحِمْهُمْ فِى الرَّأْىِ كَانَ مِثْلَ سَائِرِ اَئِمَّةِ الْفَتْوٰى لَا يَصِحُّ تَقْلِيْدُهُ ـ

সরল অনুবাদ : অপর দিকে হযরত আলী (রা.)-এর মাযহাব ছিল এই যে, তিনি পিতার জন্য পুত্রের সাক্ষ্যদানকে জায়েজ মনে করতেন; কিন্তু কাযী শুরাইহ্ (র.) এ ব্যাপারে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। হযরত আলী (রা.) এ মতপার্থক্যের কোনোরূপ বিরোধিতা না করে ফয়সালা মোতাবেক বর্মটি ইহুদিকে দিয়ে দেন। ইহুদি যখন এ দৃশ্যটি অবলোকন করল যে, হযরত আলী (রা.) ইসলামি খেলাফতের শাসক আমীরুল মু'মিনীন হয়েও তার সাথে মামলার ক্ষেত্রে স্বীয় অধীনস্থ কাযীর নিকট নালিশ নিয়ে গেছেন এবং কাযী তাঁর বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছেন, তখন সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল, 'আল্লাহর শপথ, আপনিই সত্যবাদী। নিঃসন্দেহে এটি আপনারই বর্ম।' এই বলে সে তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেল। তখন হযরত আলী (রা.) বর্মটি তাকে দিয়ে দিলেন এবং তদ্সঙ্গে তাকে একটি ঘোড়াও প্রদান করলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর এ ব্যক্তিটি তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিল এবং অবশেষে সে সিফফীনের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করে। এমনিভাবে সন্তান জবাই করার মান্নতের মাসআলায় তাবেয়ী মাসরূক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি নিজ সন্তানকে জবাই করার মান্নত করে, তাহলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, জানের খেসারতের উপর কিয়াস করে একশত উট জবাই করা আবশ্যক হবে। কিন্তু তাবেয়ী মাসরুক (র.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ফিদ্ইয়া দ্বারা দলিল পেশ করত বলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে শুধু একটি বকরি জবাই করাই ওয়াজিব। অতঃপর কেউ তাঁর এ রায়ের বিরোধিতা করেননি। এ জন্য তা ইজমায়ী মাসআলায় পরিণত হয়ে গেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি কোনো তাবেয়ী-এর অনুসরণ করি না। কারণ, هُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ অর্থাৎ 'তারা যেমন মানুষ আমরাও তেমনি মানুষ।'

আর সাহাবীগণের কাওল এ জন্য অনুসরণযোগ্য যে, তা নবী করীম ﷺ হতে শ্রুত হওয়ার এবং নবী করীম ﷺ-এর পবিত্র সাহচর্যের বরকতে তাঁদের রায় সঠিক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এটা তাবেয়ীদের বেলায় অনুপস্থিত। শামসুল আয়িম্মা সারাখ্সী (র.)-এর নিকট ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ কওলটিই সর্বাধিক পছন্দনীয়। এ সব আলোচনা শুধু সেসব তাবেয়ীর কাওলের সাথেই সম্পর্কযুক্ত, যাঁদের ফতোয়া সাহাবায়ে কেরামের জমানায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু যেসব তাবেয়ীর ফতোয়া সাহাবায়ে কেরামের জমানায় প্রকাশ ও বিকাশ লাভ করেনি এবং যাঁরা মতপার্থক্যের অবস্থায় সাহাবীদের সাথে ভাববিনিময় ও ইলমী আলোচনার সুযোগ পাননি, তাঁদের কওল অন্যান্য ইমামগণের ফতোয়ার ন্যায়ই অনুসরণযোগ্য নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَانَ مِنْ مَذْهَبِ عَلِيٍّ (رض) পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা.)-এর মাযহাব ছিল اَنَّهُ يَجُوْزُ যে তিনি জায়েজ মনে করতেন شَهَادَةُ الْاِبْنِ পুত্রের সাক্ষ্য لِلْاَبِ পিতার জন্য وَخَالَفَهُ شُرَيْحٌ কিন্তু কাযী শুরাইহ মতভেদ করেন فِىْ ذٰلِكَ এ বিষয়ে فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلِىٌّ (رض) কিন্তু হযরত আলী (রা.) এর কোনো বিরোধিতা করেননি فَسَلَّمَ ফলে রায় মোতাবেক তিনি অর্পণ করেন الدرع বর্মটি لِلْيَهُوْدِىِّ ইহুদিকে فَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ এ অবস্থা অবলোকন করে ইহুদি ব্যক্তি বলে উঠল اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ অবস্থা হলো আমীরুল মু'মিনীন হয়েও مَشٰى مَعِىْ আমার সাথে মামলার ক্ষেত্রে গমন করলেন اِلٰى قَاضِيْهِ তাঁর অধীনস্থ কাযীর নিকট فَقَضٰى عَلَيْهِ আর কাযী তাঁর বিরুদ্ধে রায় প্রদান করলেন فَرَضِىَ بِهٖ আর এটা তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে মেনেও নিয়েছেন صَدَقْتَ আপনিই সত্যবাদী وَاللّٰهِ আল্লাহর শপথ اِنَّهَا لَدِرْعُكَ এটা আপনারই বর্ম وَاَسْلَمَ الْيَهُوْدِىُّ আর ইহুদি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন فَسَلَّمَ তখন দিয়ে দিলেন الدِّرْعَ বর্মটি عَلِىٌّ (رض) হযরত আলী (রা.) لِلْيَهُوْدِىِّ ইহুদিকে وَ وَهَبَهُ এবং এর সাথে তাকে দিলেন فَرَسًا একটি ঘোড়াও وَكَانَ مَعَهُ আর এ ব্যক্তিটি হযরত আলী (রা.)-এর সাথেই ছিল حَتّٰى اسْتَشْهَدَ এমনকি সে শাহাদত বরণ করে فِىْ

خَالَفَ اِبْنَ সিফফীনের যুদ্ধে وَهٰكَذَا مَسْرُوْقٌ এরূপই একজন হলেন মাসরূক (র.) كَانَ تَابِعِيًّا তিনি ছিলেন তাবেয়ী حَرْبِ صِفِّيْنَ
(رضـ) তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে মতভেদ করেন فِىْ مَسْأَلَةِ النَّذْرِ মান্নতের মাসআলায় بِذَبْحِ জবাই করার عَبَّاسٍ
بِذَبْحِ الْوَلَدِ সন্তানকে কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন مَنْ نَذَرَ যে মান্নত করে فَاِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (رضـ) يَقُوْلُ নিজ الْوَلَدِ
সন্তানকে জবাই করার عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ তার উপর আবশ্যক হবে مِائَةُ اِبِلٍ একশত উট قِيَاسًا কিয়াস করে يَلْزَمُهُ জানের
খেসারতের উপর فَقَالَ مَسْرُوْقٌ তখন ইমাম মাসরূক (র.) বলেন لَا بَلْ يَلْزَمُهُ না বরং তার উপর আবশ্যক হবে ذَبْحُ জবাই করা شَاةٍ
একটি বকরি فَلَمْ يُنْكِرْهُ اَحَدٌ দলিল দ্বারা اِسْتِدْلَالًا ফিদিয়ার اِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর بِفِدَاءِ অতঃপর
কেউই এ রায়ের বিরোধিতা করেননি فَصَارَ اِجْمَاعًا ফলে এটা ইজমায়ী মাসআলা হিসেবে পরিগণিত হলো وَرُوِىَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ
(رحـ) ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন اِنِّىْ لَا اُقَلِّدُ আমি অনুসরণ করি না التَّابِعِىَّ কোনো তাবেয়ীর لِاَنَّهُمْ
রِجَالٌ কেননা, তারা যেমন মানুষ وَنَحْنُ رِجَالٌ আমরাও তেমনি মানুষ لِاَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِىِّ আর সাহাবীগণের কাওল اِنَّمَا يُقْبَلُ এ জন্য
رَأْيِهِمْ অনুসরণযোগ্য যে لِاِحْتِمَالِ সম্ভাবনা থাকার কারণে السَّمَاعِ নবী করীম ﷺ হতে শ্রবণ করার وَاِصَابَةِ এবং সঠিক হওয়ার
তাঁদের রায় بِبَرَكَةِ বরকতের ফলে ﷺ صُحْبَةِ النَّبِىِّ নবী করীম ﷺ-এর সাহচর্যের وَهُوَ مَفْقُوْدٌ কিন্তু এটা অনুপস্থিত فِىْ
التَّابِعِىِّ তাবেয়ীর ক্ষেত্রে وَهُوَ مُخْتَارُ এ কাওলটি পছন্দনীয় شَمْسِ الْاَئِمَّةِ শামসুল আয়িম্মা সারাখসী (র.)-এর নিকট وَهٰذَا كُلُّهُ এ
সব আলোচনা সেসব তাবেয়ীর কাওলের সাথে সম্পর্কযুক্ত اِنْ ظَهَرَتْ যদি ছড়িয়ে পড়ে فَتْوَاهُ যাদের ফতোয়া فِىْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ
সাহাবায়ে কেরামের জমানায় وَاِنْ لَمْ تَظْهَرْ যদি বিকাশ লাভ না করে فَتْوَاهُ যাদের ফতোয়া وَلَمْ يُزَاحِمْهُمْ এবং যারা সুযোগ পাননি فِىْ
الرَّأْىِ নিজ মত প্রকাশের كَانَ مِثْلَ তাদের কাওল হবে অনুরূপ سَائِرِ অন্যান্য اَئِمَّةِ ইমামগণের الْفَتْوٰى ফতোয়ার لَا يَصِحُّ যোগ্য নয়
تَقْلِيْدُهُ অনুসরণ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلٰى دِيَةِ النَّفْسِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কেউ সন্তান জবাইয়ের মান্নত করলে তার حُكْم বর্ণিত হয়েছে। কোনো ব্যক্তি তার সন্তান জবাই করার মান্নত করলে এ মাসআলায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মাসরুক (র.)-এর মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তাকে একশত উট কাফ্ফারা হিসেবে দিতে হবে। তিনি একে ভুলবশত হত্যার কাফ্ফারা তথা দিয়াতের সাথে তুলনা করেছেন। কাউকে ভুলবশত হত্যা করলে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী দিয়াত হিসেবে একশত উট তার ওয়ারিশদেরকে দিতে হবে। এতে বুঝা গেল শরিয়ত একটি প্রাণের বিনিময়ে একশত উট ধার্য করেছে। এখন যেহেতু সে ব্যক্তি তার সন্তানকে জবাই করার মান্নত করল, অথচ শরিয়ত তা অনুমোদন করে না সেহেতু তাকে কাফ্ফারা স্বরূপ একশত উট দিতে হবে।

পক্ষান্তরে হযরত মাসরূক (র.) তার বিরোধিতা করে বলেছেন যে, উক্ত ব্যক্তির উপর মাত্র একটি ছাগল কাফ্ফারা হিসেবে জবাই করা ওয়াজিব হবে। কেননা, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করার মান্নত করলেন এবং জবাই আরম্ভ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্থলে একটি দুম্বাকে ফিদইয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন। দুম্বা জবাই হয়ে গেল। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, সন্তান জবাইয়ের মান্নত করলে বকরি জবাই করা ওয়াজিব হবে। পরবর্তী পর্যায়ে কেউ একে অস্বীকার করেননি। এমনকি যখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে মাসরূক (রা.)-এর ফতোয়া সম্পর্কে অবিহত করানো হলো তখন তিনি মন্তব্য করলেন যে, আমারও তা-ই মনে হয়। সুতরাং এর উপর ইজমা হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَهُوَ مُخْتَارُ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে তাকলীদে তাবেয়ীর ব্যাপারে শেষ কথা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাবেয়ীগণের তাকলীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, هُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ অর্থাৎ আমরাও তাবেয়ীগণের মতোই পুরুষ। কাজেই আমি তাঁদের অনুসরণ করি না। হযরত শামসুল আইম্মাহ ইমাম সারাখসী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উপরিউক্ত মাযহাবকে পছন্দ করেছেন। ইমাম সারাখসী (র.) আরো বলেছেন যে, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, তাবেয়ীর قَوْل -এর মোকাবিলায় কিয়াস পরিত্যক্ত হবে না; বরং তাবেয়ীর قَوْل -কে পরিত্যাগ করে কিয়াসের মোতাবেক আমল করা হবে। তবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, সাহাবীগণের ইজমার ব্যাপারে তাবেয়ীর বক্তব্য ধর্তব্য হবে কিনা। আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে এ ব্যাপারে তাবেয়ীর قَوْل ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ তাবেয়ীর বিরোধিতার কারণে সাহাবীগণের ইজমা পরিপূর্ণ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ইজমায়ে সাহাবার ব্যাপারে তাবেয়ীর قَوْل ধর্তব্য নয়।

তবে উপরিউক্ত বক্তব্য তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তাবেয়ীর ফতোয়া সাহাবীগণের যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকে এবং বিভিন্ন ইজতিহাদী মাসআলায় সাহাবীগণের সাথে তাঁর বুঝাপড়া ও মতবিনিময় হয়ে থাকে। অন্যথায় তাবেয়ীর قَوْل অন্যান্য আইম্মায়ে ফতোয়ার قَوْل -এর ন্যায় তাকলীদ অযোগ্য হবে।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١- اَفْعَالُ النَّبِىِّ ﷺ سِوَى الزَّلَّةِ كَمْ هِىَ وَمَا هِىَ؟ وَمَا هِىَ الزَّلَّةُ؟ بَيِّنْ بِالتَّوْضِيْحِ.
٢- مَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْكِرَامِ فِىْ اِقْتِدَاءِ اَفْعَالِ النَّبِىِّ ﷺ اَلَّتِىْ لَمْ تَصْدُرْ عَنْهُ سَهْوًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ تَبْعًا وَلَمْ تَكُنْ مَخْصُوْصَةً بِهٖ؟ بَيِّنْ مُوَضِّحًا.
٣- كَمْ نَوْعًا لِلْوَحْىِ؟ بَيِّنُوْا مُشَرِّحًا.
٤- هَلْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ مُجْتَهِدًا؟ وَكَيْفَ كَانَ شَانُ اِجْتِهَادِهٖ؟
٥- هَلِ الشَّرَائِعُ الَّتِىْ مَضَتْ عَلٰى مَنْ قَبْلَنَا لَازِمَةٌ عَلَيْنَا اَمْ لَا؟ بَيِّنُوْا مَعَ اِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيْهَا
٦- مَا قَوْلُكُمْ فِىْ تَقْلِيْدِ الصَّحَابِىِّ وَالتَّابِعِىِّ؟ اَوْضِحُوْا حَقَّ الْاِيْضَاحِ.

مَبْحَثُ الْاِجْمَاعِ

اِجْمَاعٌ-এর আলোচনা

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ اَقْسَامِ السُّنَّةِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ الْاِجْمَاعِ فَقَالَ بَابُ الْاِجْمَاعِ وَهُوَ فِى اللُّغَةِ الْاِتِّفَاقُ وَفِى الشَّرِيْعَةِ اِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِيْنَ صَالِحِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِىْ عَصْرٍ وَاحِدٍ عَلٰى اَمْرٍ قَوْلِيٍّ اَوْ فِعْلِيٍّ رُكْنُ الْاِجْمَاعِ نَوْعَانِ عَزِيْمَةٌ وَهُوَ التَّكَلُّمُ مِنْهُمْ بِمَا يُوْجِبُ الْاِتِّفَاقَ اَىْ اِتِّفَاقَ الْكُلِّ عَلَى الْحُكْمِ بِاَنْ يَّقُوْلُوْا اَجْمَعْنَا عَلٰى هٰذَا اِنْ كَانَ ذٰلِكَ الشَّئُ مِنْ بَابِ الْقَوْلِ اَوْ شُرُوْعُهُمْ فِى الْفِعْلِ اِنْ كَانَ مِنْ بَابِهٖ اَىْ كَانَ ذٰلِكَ الشَّئُ مِنْ بَابِ الْفِعْلِ كَمَا اِذَا شَرَعَ اَهْلُ الْاِجْتِهَادِ جَمِيْعًا فِى الْمُضَارَبَةِ اَوِ الْمُزَارَعَةِ اَوِ الشِّرْكَةِ كَانَ ذٰلِكَ اِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلٰى شَرْعِيَّتِهَا وَرُخْصَةٌ وَهُوَ اَنْ يَّتَكَلَّمَ اَوْ يَفْعَلَ الْبَعْضُ دُوْنَ الْبَعْضِ اَىْ يَتَّفِقُ بَعْضُهُمْ عَلٰى قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ وَسَكَتَ الْبَاقُوْنَ مِنْهُمْ وَلَا يَرُدُّوْنَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ مُضِىِّ مُدَّةِ التَّاَمُّلِ وَهِىَ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ اَوْ مَجْلِسُ الْعِلْمِ وَيُسَمّٰى هٰذَا اِجْمَاعًا سُكُوْتِيًّا وَهُوَ مَقْبُوْلٌ عِنْدَنَا ـ

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) সুন্নতের প্রকারভেদসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে ইজমা সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **ইজমা-এর অধ্যায় :** ইজমা শব্দের আভিধানিক অর্থ- একমত হওয়া। আর শরিয়তের পরিভাষায় একই যুগের উম্মতে মুহাম্মদীর সকল পুণ্যবান মুজতাহিদ কর্তৃক কোনো কাওলী অথবা ফে'লী ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। **ইজমার রুকন দু' প্রকার। প্রথমটি আযীমত। আর তা এই যে, হয়তো সকল মুজতাহিদ এমন শব্দ ব্যবহার করবেন, যা দ্বারা তাদের একমত হওয়া প্রমাণিত হয়।** অর্থাৎ এ হুকুমের উপর সকলের একমত হওয়া সুস্পষ্ট হয়। যেমন, বিষয়টি যদি কওল সম্পর্কিত হয়, তাহলে তাঁরা এরূপ বলবেন, اجمعنا على هذا (আমরা সবাই এর উপর একমত।) **অথবা তাঁরা সকলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজটি শুরু করে দিবেন- যদি তা এ শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে** অর্থাৎ যদি ঐ কাজটি فعل-এর শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে। যেমন- মুজতাহিদগণ যখন মুশারাকাত, মুযারাআত ও অংশীদারী কারবার নিজেরা শুরু করে দিবেন, তখন তা এটাই প্রমাণ করবে যে, এ কাজগুলো শরিয়তসম্মত ও জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে তাদের ইজমা সংঘটিত হয়ে গেছে **এবং দ্বিতীয়টি রুখসত। আর তা এই যে, মুজতাহিদগণের মধ্য হতে কারো কারো কথা ও কাজ দ্বারা ঐকমত্য সাব্যস্ত হবে এবং কারো কারো দ্বারা সাব্যস্ত হবে না।** অর্থাৎ কিছুসংখ্যক মুজতাহিদ কোনো কথা অথবা কাজের উপর একমত হয়ে যাবেন এবং অন্যান্য মুজতাহিদ এ ব্যাপারে স্বীকৃতি অথবা অস্বীকৃত প্রকাশ না করে নীরব থাকবেন। এমনকি তাঁদের অবগতি অর্জনের পর চিন্তা করার সময়কাল অর্থাৎ তিন দিনের মুদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাবে অথবা সংবাদ অবগত হওয়ার মজলিস সমাপ্ত হয়ে যাবে। একে ইজমায়ে সুকৃতী বা নীরবতামূলক ইজমা বলা হয় এবং তা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ অতঃপর গ্রন্থকার যখন সমাপ্ত করলেন عَنْ اَقْسَامِ السُّنَّةِ সুন্নতের প্রকারভেদসমূহের বর্ণনা شَرَعَ তিনি শুরু করেছেন فِىْ بَيَانِ আলোচনা الْاِجْمَاعِ ইজমা সম্পর্কিত فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন بَابُ الْاِجْمَاعِ ইজমার অধ্যায় وَهُوَ فِى اللُّغَةِ এর আভিধানিক অর্থ الْاِتِّفَاقُ একমত হওয়া وَفِى الشَّرِيْعَةِ আর শরিয়তের পরিভাষায় اِتِّفَاقُ ঐকমত্য পোষণ করা مُجْتَهِدِيْنَ صَالِحِيْنَ পুণ্যবান মুজতাহিদগণ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ উম্মতে মুহাম্মদীর فِىْ عَصْرٍ وَاحِدٍ একই যুগের عَلٰى اَمْرٍ কোনো ব্যাপারে قَوْلِيٍّ কাওলী اَوْ فِعْلِيٍّ অথবা ফে'লী رُكْنُ রুকন الْاِجْمَاعِ ইজমার نَوْعَانِ দু' প্রকার عَزِيْمَةٌ প্রথমটি আযীমাত وَهُوَ আর তা হলো التَّكَلُّمُ مِنْهُمْ মুজতাহিদগণ এমন শব্দ ব্যবহার করবেন بِمَا يُوْجِبُ যা দ্বারা প্রমাণিত হয় الْاِتِّفَاقَ তাদের ঐকমত্য اَىْ অর্থাৎ اِتِّفَاقَ الْكُلِّ সকলের একমত হওয়া عَلَى الْحُكْمِ এ হুকুমের উপর بِاَنْ يَّقُوْلُوْا তারা এভাবে বলবেন اَجْمَعْنَا আমরা একমত হয়েছি عَلٰى هٰذَا এর উপর اِنْ كَانَ যদি হয় ذٰلِكَ الشَّئُ সে বিষয়টি مِنْ بَابِ الْقَوْلِ কাওল সম্পর্কিত اَوْ অথবা شُرُوْعُهُمْ তাদের শুরু

করে দেওয়া فِى الْفِعْلِ কাজটি إِنْ كَانَ مِنْ بَابِه যদি তা এ শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে أَىْ অর্থাৎ كَانَ ذٰلِكَ الشَّىْءُ সে বস্তুটি হবে مِنْ بَابِ فِى الْمُضَارَبَةِ ফে'লের শ্রেণীভুক্ত كَمَا اِذَا شَرَعَ যেমনি শুরু করে দিবেন أَهْلُ الْاِجْتِهَادِ মুজতাহিদগণ جَمِيْعًا সকলেই الْفِعْلِ মুযারাবাত أَوِ الْمُزَارَعَةِ মুযারাআত أَوِ الشَّرِكَةِ এবং অংশীদারী কারবার كَانَ ذٰلِكَ এটা হবে إِجْمَاعًا مِنْهُمْ তাদের পক্ষ হতে ইজমা عَلٰى شَرْعِيَّتِهَا শরিয়ত সম্মতভাবে وَرُخْصَةٌ আর দ্বিতীয়টি হলো রুখসত وَهُوَ আর তা হলো أَنْ يَتَكَلَّمَ (ঐকমত্য সাব্যস্ত হবে) يَتَّفِقُ কথা দ্বারা أَوْ يَفْعَلَ অথবা কাজ দ্বারা الْبَعْضُ কিছু সংখ্যকের دُوْنَ الْبَعْضِ এবং কারো কারো দ্বারা সাব্যস্ত হবে না أَىْ অর্থাৎ একমত হবেন بَعْضُهُمْ কিছু সংখ্যক মুজতাহিদ عَلٰى قَوْلٍ কোনো কথার উপর أَوْ فِعْلٍ অথবা কাজের উপর وَسَكَتَ আর নীরব থাকবেন الْبَاقُوْنَ مِنْهُمْ অন্যান্য মুজতাহিদগণ وَلَا يَرُدُّوْنَ عَلَيْهِمْ এবং তা প্রত্যাখ্যান করবেন না بَعْدَ مَضِىِّ অতিক্রম করার পর مُدَّةِ সময়কাল التَّأَمُّلِ চিন্তা-ভাবনা করার وَهِىَ আর তা হলো ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ তিনদিন أَوْ অথবা مَجْلِسُ الْعِلْمِ অবগত হওয়ার মজলিস وَيُسَمّٰى هٰذَا আর একে বলা হয় إِجْمَاعًا سُكُوْتِيًّا ইজমায়ে সুকূতী وَهُوَ مَقْبُوْلٌ আর এটা গ্রহণযোগ্য عِنْدَنَا আমাদের নিকট।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَفِى الشَّرِيْعَةِ اِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِيْنَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে إِجْمَاعٌ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ আলোচনা করা হয়েছে। إِجْمَاعٌ-এর অভিধানগত অর্থ হলো- اِتِّفَاقٌ বা ঐকমত্য। আর শরিয়তের পরিভাষায় উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ -এর সমকালীন সকল সৎ মুজতাহিদগণ কোনো বক্তব্য অথবা কার্যের ব্যাপারে একমত হওয়াকে إِجْمَاعٌ বলে। প্রকাশ থাকে যে, এ স্থলে اِتِّفَاقٌ-এর দ্বারা আকীদা, বক্তব্য ও কার্যে অংশীদার হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। এভাবে ইজমার সংজ্ঞা প্রদান অধিকতর গ্রহণযোগ্য যে,

اَلْاِتِّفَاقُ فِىْ كُلِّ عَصْرٍ عَلٰى اَمْرٍ مِنَ الْاُمُوْرِ جَمِيْعِ مَنْ هُوَ اَهْلُهٗ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ -

অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে এ উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ -এর যারা ইজমার অধিকারী হওয়ার যোগ্য তাঁদের সকলে কোনো একটি বিষয়ে একমত হওয়াকে ইজমা বলে। যাতে যেসব বিষয়ে ইজতিহাদের প্রয়োজন সেসব বিষয়ে সব মুজতাহিদকে শামিল করবে। আর যে বিষয়সমূহে ইজতিহাদের প্রয়োজন নেই সেসব ক্ষেত্রে সাধারণ লোকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। আর তখন সংজ্ঞাটি مَانِعٌ ও جَامِعٌ হবে। প্রথমোক্ত সংজ্ঞায় مُجْتَهِدِيْنَ-এর দ্বারা যে কোনো যুগের সকল মুজতাহিদকে বুঝানো হয়েছে। আর তার দ্বারা مُقَلِّدِيْنَ তথা অনুসারীদের ঐকমত্যকে পরিহার করা হয়েছে। অর্থাৎ কেবল مُقَلِّدِيْنَ-এর ঐকমত্য দ্বারা إِجْمَاعٌ সংঘটিত হয় না। আর صَالِحِيْنَ-এর قَيْد দ্বারা সেসব মুজতাহিদকে বহিষ্কার করা হয়েছে, যারা অসৎ লালসার অনুসারী, বিদআতী ও ফাসিক। আর أُمَّةٌ مُحَمَّدِيَّةٌ-এর قَيْد দ্বারা পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের মুজতাহিদগণের ঐকমত্যকে পরিহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ التَّكَلُّمُ مِنْهُمْ بِمَا يُوْجِبُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে عَزِيْمَةٌ প্রক্রিয়ায় ইজমা সংঘটিত হওয়া প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে ইজমার প্রথম প্রক্রিয়া তথা عَزِيْمَةٌ-এর আলোচনা করা হয়েছে। আর তা আবার দু' প্রকারে হয়ে থাকে-

১. বক্তব্যমূলক অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ -এর সমকালীন সকল মুজতাহিদ কোনো ব্যাপারে তাঁদের মৌখিক বক্তব্যের মাধ্যমে ঐকমত্য পোষণ করবেন। যেমন তাঁরা বলবেন- أَجْمَعْنَا عَلٰى هٰذَا অর্থাৎ আমরা তার উপর একমত হয়েছি।

২. কার্যমূলক অর্থাৎ সমকালীন সকল মুজতাহিদ কোনো কার্যে আত্মনিয়োগ করা। তাতে সে কাজটি শরিয়তসম্মত ও বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের ঐকমত্য প্রমাণিত হবে। যেমন- মুজতাহিদগণ مُضَارَبَةٌ (অর্থাৎ এক পক্ষের মূলধন ও অপর পক্ষের শ্রমে যৌথ ব্যবসা), مُزَارَعَةٌ (বর্গা) এবং شِرْكَةٌ (যৌথ ব্যবসা) আরম্ভ করেছেন। যাতে উপরিউক্ত বিষয়াবলি শরিয়তসম্মত ও বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তাদের ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে।

এটার উদাহরণ হিসেবে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতের ব্যাপারে ইজমার কথা উল্লেখ করা যায়। কেননা, সাহাবীগণ (রা.) তাঁর হস্তে বায়'আত করেছেন এবং মুখে তাঁর খেলাফতের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। প্রশ্ন হতে পারে যে, শিয়াগণ লালসার পূজারী, ইজমার ব্যাপারে তাদের কোনো দখল নেই। তা ছাড়া তাদের অভ্যুদয় তো হলো এ ইজমার পরবর্তী যুগের অনেক পরে। এ ইজমা তো সংঘটিত হয়েছে নবী করীম ﷺ -কে দাফনের পূর্বে। তখন শিয়াদের অস্তিত্ব কোথায়? কাজেই এ ইজমাকে অস্বীকার করে মূলত তারা কুফরির পর্যায়ে পৌঁছেছে। কেননা, এতো তাদের আবির্ভূত হওয়ার অনেক পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَرُخْصَةٌ وَهُوَ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَوْ يَفْعَلَ الخ -এর আলোচনা : এখানে إِجْمَاعٌ سُكُوْتِىٌّ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইজমার দ্বিতীয় প্রক্রিয়া- আর তা হলো একদল মুজতাহিদ কোনো বক্তব্য-বিবৃতি পেশ করবে। অথবা কোনো কার্য করবে আর অন্যান্যরা নীরবতা অবলম্বন করবে। অর্থাৎ প্রথম দলের বক্তব্য এবং কার্য সম্পর্কে অবগত হবার পর দ্বিতীয় দল না এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করবে আর না এর বিরোধিতা করবে; বরং নীরবতা অবলম্বন করবে। এমনকি উক্ত বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করার মতো সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তিন দিন অথবা মতান্তরে অবগত হওয়ার মজলিস অতিবাহিত হয়ে যাবে। একে পরিভাষায় ইজমায়ে سُكُوْتِىٌّ (নীরব ঐক্য) বলে। আমাদের (আহনাফের) মতে এরূপ ইজমাও গ্রহণযোগ্য। কেননা, আমাদের মতে এ নীরবতা একমত হওয়ার প্রমাণ। কেননা, কোনো আল্লাহভীরু ও ইনসাফগার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হতে বিরত থাকতে এবং নীরবতা অবলম্বন করতে পারে না। কেননা, এটা জঘন্য অপরাধ। কাজেই তাদেরকে ফিস্ক (এ জঘন্য অপরাধ) হতে মুক্তি দেওয়ার জন্য এটাকে ইজমা হিসেবে গণ্য করা অতীব জরুরি। লক্ষণীয় বিষয় যে, নিয়ম হলো বিশিষ্ট আলিমগণ ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। আর সাধারণ আলিমগণ তাঁদের অনুসরণ করেন এবং তাঁদের قَوْلٌ-কে সমর্থন করেন।

وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) لِاَنَّ السُّكُوْتَ كَمَا يَكُوْنُ لِلْمُوَافَقَةِ يَكُوْنُ لِلْمُهَابَةِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا ـ

সরল অনুবাদ : আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ **ব্যাপারে বিপরীত মত পোষণ করেন।** কেননা, নিশ্চুপ থাকা যদ্রূপ রায় মনঃপূত হওয়ার কারণে হতে পারে, তদ্রূপ ভয়ভীতির কারণেও হতে পারে। সুতরাং নিশ্চুপ থাকা সম্মতির দলিল হতে পারে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَفِيْهِ خِلَافٌ আর এ বিষয়ে বিপরীত মত পোষণ করেন الشَّافِعِيِّ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.) لِاَنَّ কেননা, চুপ থাকা السُّكُوْتَ যেমনি হতে পারে كَمَا يَكُوْنُ মনঃপূত হওয়ার কারণে لِلْمُوَافَقَةِ তদ্রূপ হতে পারে يَكُوْنُ ভয়ভীতির কারণেও لِلْمُهَابَةِ নিশ্চুপ থাকা দলিল হতে পারে না وَلَا يَدُلُّ সম্মতির عَلَى الرِّضَا।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে اِجْمَاعْ سُكُوْتِيْ অগ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল ও তার খণ্ডন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে নীরব ঐক্য (যার সংজ্ঞা এর পূর্বে দেওয়া হয়েছে) তা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি দলিল হিসেবে বলেছেন যে, নীরব থাকার মধ্যে যেরূপ সম্মতি প্রদানের সম্ভাবনা রয়েছে তদ্রূপ অসম্মতি জ্ঞাপনের সম্ভাবনাও থাকতে পারে। কেননা, অনেক সময় ভয়ভীতির কারণেও নীরব থাকতে হতে পারে। তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে তিনি একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ঘটনাটি এই যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) عَوْل -এর মাসআলায় হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) -এর সামনে তিনি এ ব্যাপারে কোনো সময় যুক্তিতর্কে যাননি। এ ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনি হযরত ওমর (রা.)-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আপনার দলিল পেশ করেননি কেন? জবাবে তিনি বলেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত কঠোর লোক ছিলেন। আমি তাঁকে ভীষণ ভয় করতাম। তাঁর বেত্রাঘাতের ভয়ে আমি তাঁর নিকট এ ব্যাপারে দলিল পেশ করতে সাহস পাইনি। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, সমর্থন জ্ঞাপন এবং ভীতি উভয় কারণেই নীরব থাকতে পারে। আর কায়েদা রয়েছে যে, اِذَا جَاءَ الْاِحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ অর্থাৎ اِحْتِمَالٌ -এর সৃষ্টি হলে দলিল উপস্থাপনা বাতিল হয়ে যায়।

আমাদের পক্ষের যুক্তি ও দলিল ইতঃপূর্বে টীকায় আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উল্লিখিত ঘটনার জবাবে বলবো যে, ঘটনাটি আদৌ সহীহ নয়। কেননা, হযরত ওমর (রা.) লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন- لَا خَيْرَ فِيْكُمْ مَا لَمْ تَقُوْلُوْا وَلَا خَيْرَ لِيْ مَا لَمْ اَسْمَعْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কোনো কল্যাণই অবশিষ্ট থাকবে না যদি না তোমরা আমাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দাও। আর আমার মধ্যেও কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট থাকবে না যদি না আমি তোমাদের যুক্তিযুক্ত পরামর্শ গ্রহণ করি। এতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওমর (রা.) কঠোর মেজাজের লোক হলেও সত্য কথা শ্রবণ এবং সঠিক পরামর্শ গ্রহণে মোটেই দ্বিধান্বিত ছিলেন না। এখানে আরেকটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। খলীফা হওয়ার পর একবার হযরত ওমর (রা.) সমবেত জনতার সামনে মসজিদের মিম্বারে উঠে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন- আমি যদি খলীফা হয়ে অন্যায় কাজ করি, তাহলে তোমরা কি করবে? তখন জনতার মধ্য হতে এক যুবক তরবারি উন্মুক্ত করে বলল, হে ওমর! তুমি যদি খেলাফতের আসনে বসে অন্যায় কর তাহলে আমার এ অশান্ত তরবারি তার প্রতিকার করবে। এতে হযরত ওমর (রা.) যারপর নাই খুশি হলেন এবং যুবকটিকে মোবারকবাদ দিলেন। কাজেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতো সাহাবী যাকে হযরত ওমর (রা.) তাঁর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বানিয়েছিলেন, তিনি কোনো যুক্তিযুক্ত পরামর্শ দিলে ওমর (রা.) শুনতেন না বরং তাকে বেত্রাঘাত করতেন, এটা একেবারেই অবিশ্বাসযোগ্য। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর ব্যাপারে এ ধারণা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য যে. বেত্রাঘাতের ভয়ে তিনি একটি যুক্তিযুক্ত বিষয় হযরত ওমর (রা.)-কে অবহিত করান নি ; বরং দীনি মুয়ামালায় ত্রুটি করেছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শক্তি থাকা সত্ত্বেও হক প্রকাশ হতে বিরত রয়েছেন। অথচ নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন, সত্য প্রকাশ করা হতে নীরবতা অবলম্বনকারী বোবা শয়তান। মোটকথা, প্রয়োজনের সময় সত্য প্রকাশ করা হতে বিরত থাকা জঘন্য অপরাধ। আর এ অপরাধ হতে সম্মানিত মুজতাহিদগণকে রক্ষা করার জন্যই আমরা اِجْمَاعْ سُكُوْتِيْ বা নীরব ঐকমত্যকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য করেছি।

كَمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهٗ خَالَفَ عُمَرَ (رض) فِىْ مَسْأَلَةِ الْعَوْلِ فَقِيْلَ لَهٗ هَلَّا اَظْهَرْتَ حُجَّتَكَ عَلٰى عُمَرَ (رض) فَقَالَ كَانَ رَجُلًا مُهِيْبًا فَهِبْتُهٗ وَمَنَعَتْنِىْ دُرَّتُهٗ وَالْجَوَابُ اَنَّ هٰذَا غَيْرُ صَحِيْحٍ لِاَنَّ عُمَرَ (رض) كَانَ اَشَدَّ اِنْقِيَادًا لِاِسْتِمَاعِ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِهٖ حَتّٰى كَانَ يَقُوْلُ لَا خَيْرَ فِيْكُمْ مَا لَمْ تَقُوْلُوْا وَلَا خَيْرَ لِىْ مَا لَمْ اَسْمَعْ وَكَيْفَ يُظَنُّ فِىْ حَقِّ الصَّحَابَةِ التَّقْصِيْرَ فِىْ اُمُوْرِ الدِّيْنِ وَالسُّكُوْتَ عَنِ الْحَقِّ فِىْ مَوْضَعِ الْحَاجَةِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلسَّاكِتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ اَخْرَسُ وَاَهْلُ الْاِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا صَالِحًا اِلَّا فِيْمَا يَسْتَغْنِىْ فِيْهِ عَنِ الْاِجْتِهَادِ لَيْسَ فِيْهِ هَوًى وَلَا فِسْقٌ صِفَةٌ لِقَوْلِهٖ مُجْتَهِدًا كَاَنَّهٗ قَالَ اَهْلُ الْاِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا صَالِحًا اِلَّا فِيْمَا يَسْتَغْنِىْ عَنِ الرَّأْىِ فَاِنَّهٗ لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ اَهْلُ الْاِجْتِهَادِ بَلْ لَابُدَّ فِيْهِ مِنْ اِتِّفَاقِ الْكُلِّ مِنَ الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ حَتّٰى لَوْ خَالَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ اِجْمَاعًا كَنَقْلِ الْقُرْاٰنِ وَاَعْدَادِ الرَّكْعَاتِ وَمَقَادِيْرِ الزَّكٰوةِ وَاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ وَالْاِسْتِحْمَامِ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرِ الْبَاقِلَّانِىْ اَنَّ الْاِجْتِهَادَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِى الْمَسَائِلِ الْاِجْتِهَادِيَّةِ اَيْضًا وَيَكْفِىْ قَوْلُ الْعَوَامِّ فِىْ اِنْعِقَادِ الْاِجْمَاعِ وَالْجَوَابُ اَنَّهُمْ كَالْاَنْعَامِ وَعَلَيْهِمْ اَنْ يُقَلِّدُوا الْمُجْتَهِدِيْنَ وَلَا يُعْتَبَرُ خِلَافُهُمْ فِيْمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ التَّقْلِيْدِ ـ

সরল অনুবাদ : যেমন কথিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) عَوْل-এর মাসআলায় হযরত ওমর (রা.)-এর বিপরীত মত পোষণ করতেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনি কেন হযরত ওমর (রা.)-এর সম্মুখে আপনার দলিল প্রকাশ করেননি? তখন তিনি বলেছিলেন, 'হযরত ওমর (রা.) শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য একজন কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। এ জন্য আমি তাঁর ব্যক্তিত্বকে ভয় পেতাম এবং তাঁর চাবুকের ভয়ই আমাকে স্বীয় মত প্রকাশে বিরত রেখেছিল।' এর উত্তর এই যে, এ ঘটনাটি আদৌ সত্য নয়। কেননা, হযরত ওমর (রা.) অন্যান্য সাহাবীদের তুলনায় সত্য কথা কবুল করার ব্যাপারে অধিকতর উদার ছিলেন। এমনকি তিনি বলতেন, 'যতক্ষণ তোমরা আমার সম্মুখে হক কথা না বলবে, ততক্ষণ মঙ্গল ও কল্যাণ হতে বঞ্চিত থাকবে এবং আমিও যতক্ষণ তোমাদের হক কথা শ্রবণ না করবো, ততক্ষণ মঙ্গল ও কল্যাণ লাভে ব্যর্থ হবো।' তদুপরি সাহাবীদের সম্পর্কে এ ধারণা কিরূপে পোষণ করা যেতে পারে যে, তাঁরা দীনের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করতেন এবং প্রয়োজনের মুহূর্তেও সত্য প্রকাশে নিশ্চুপ থাকতেন! অথচ নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَلسَّاكِتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ اَخْرَسُ (সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বনকারী বোবা শয়তান।) **আহলে ইজমা (অর্থাৎ যাঁদের কোনো ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য তাঁদেরকে) এমন পুণ্যবান মুজতাহিদ হতে হবে যে, তাঁদের মধ্যে প্রবৃত্তির দাসত্ব ও পাপাচারিতার কোনো কলঙ্কই থাকতে পারবে না। অবশ্য গায়রে ইজতিহাদী মুয়ামালায় আহলে ইজমার জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়।** গ্রন্থকার (র.)-এর কাওল لَيْسَ فِيْهِ الخ এটা مُجْتَهِدًا শব্দটির সিফাত হয়েছে। যেন তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সেসব লোকই আহলে ইজমা হবেন, যাঁরা আল্লাহভীরু ও মুজতাহিদ। অবশ্য যে সকল মাসআলায় কিয়াসের প্রয়োজন নেই, তাতে ইজমার জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়; বরং তাতে খাস ও আম সকল লোকেরই একমত হওয়া জরুরি। এমনকি যদি একজন লোকও বিপরীত মত পোষণ করে, তাহলে ইজমা সংঘটিত হবে না। যেমন– কুরআন মাজীদ, ফরজ নামাজের রাকআত সংখ্যা এবং যাকাতের পরিমাণ এর বর্ণনা, রুটি ও আটার বদলে রুটি ও আটা কর্জস্বরূপ গ্রহণ করা ও দেওয়া এবং হাম্মামে গোসল করা এ সমস্ত বিষয় উম্মতে মুহাম্মদীর সকল লোকের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর আবূ বকর বাকিল্লানী (র.) বলেন যে, ইজতিহাদী মাসআলায়ও ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য লোকজনের মুজতাহিদ হওয়া অথবা তাদের মধ্যে ইজতিহাদের শর্ত বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়; বরং ইজমা সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ এবং গায়রে মুজতাহিদ লোকদের কাওলও যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। এর জবাব এই যে, عَوَامّ-কে كَالْاَنْعَامِ বলে অভিহিত করা যায়। তাদের উপর এটা ওয়াজিব যে, তারা মুজতাহিদগণেরই অনুসরণ করবে। সুতরাং যেসব বিষয়ে স্বয়ং তাদের উপর কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ করা ওয়াজিব, সেসব বিষয়ে তাদের মতবিরোধ কিছুতেই বিবেচনাযোগ্য হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : كَمَا رُوِىَ যেমনি বর্ণিত আছে যে عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে اَنَّهٗ خَالَفَ عُمَرَ (رض) তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর বিপরীত মত পোষণ করেন فِىْ مَسْأَلَةِ الْعَوْلِ আওলের মাসআলায় فَقِيْلَ لَهٗ তখন

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল عَلِيٌّ عُمَرَ (رض) هَلَّا اَظْهَرْتَ কেন আপনি প্রকাশ করেননি حُجَّتَكَ আপনার দলিল (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর সম্মুখে فَقَالَ তখন তিনি বলেছিলেন كَانَ رَجُلًا مَهِيْبًا তিনি হলেন ভয়-ভীতি সম্পন্ন লোক فَهِبْتُهُ আমি তাঁর ব্যক্তিত্বকে ভয় পেতাম وَمَنَعَتْنِيْ আর স্বীয় মত প্রকাশে আমাকে বিরত রেখেছিল دُرَّتُهُ তাঁর চাবুক وَالْجَوَابُ এর জবাব হলো اِنَّ هٰذَا এ ঘটনা غَيْرُ صَحِيْحٍ আদৌ সত্য নয় (رض) لِاَنَّ عُمَرَ কেননা, হযরত ওমর (রা.) كَانَ اَشَدَّ اِنْقِيَادًا অধিকতর উদার ছিলেন لِلْاِسْتِمَاعِ শ্রবণ বা কবুল করার ব্যাপারে اَلْحَقِّ সত্য مِنْ غَيْرِهِ অন্যের তুলনায় حَتّٰى كَانَ يَقُوْلُ এমনকি তিনি বলতেন لَا خَيْرَ فِيْكُمْ তোমরা কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবে مَا لَمْ تَقُوْلُوْا যে পর্যন্ত তোমরা আমার সম্মুখে সত্য কথা বলবে وَلَا خَيْرَ لِيْ এবং আমিও কল্যাণ লাভে ব্যর্থ হবো مَا لَمْ اَسْمَعْ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি হক কথা শ্রবণ না করবো وَكَيْفَ يُظَنُّ তদুপরি কিভাবে ধারণা করা যেতে পারে فِيْ حَقِّ الصَّحَابَةِ সাহাবীদের ব্যাপারে اَلتَّقْصِيْرُ অবহেলা প্রদর্শন করা فِيْ اُمُوْرِ الدِّيْنِ দীনের বিষয়াবলির ব্যাপারে وَالسُّكُوْتَ আর নিশ্চুপ থাকা عَنِ الْحَقِّ সত্য প্রকাশে فِيْ مَوْضِعِ الْحَاجَةِ প্রয়োজনের মুহূর্তেও وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ অথচ নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন اَلسَّاكِتُ নীরবতা অবলম্বনকারী عَنِ الْحَقِّ সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে شَيْطَانٌ শয়তান اَخْرَسُ বোবা وَاَهْلُ الْاِجْمَاعِ আর আহলে ইজমা مَنْ كَانَ এমন ব্যক্তি হবেন যিনি مُجْتَهِدًا মুজতাহিদ صَالِحًا পুণ্যবান اِلَّا তবে মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয় فِيْمَا يَسْتَغْنِيْ فِيْهِ যা মুখাপেক্ষীহীন عَنِ الْاِجْتِهَادِ ইজতিহাদ হতে لَيْسَ فِيْهِ তাদের মধ্য থাকতে পারবে না هَوًى প্রবৃত্তির দাসত্ব وَلَا فِسْقٌ এবং কোনো পাপাচারিতার কলঙ্ক صِفَةٌ এ অংশটি সিফাত لِقَوْلِهِ مُجْتَهِدًا গ্রন্থকারের কাওল মুজতাহিদানের كَاَنَّهُ قَالَ যেন তিনি বলতে চেয়েছেন اَهْلُ الْاِجْمَاعِ আহলে ইজমা হবেন مَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا যারা মুজতাহিদ صَالِحًا আল্লাহভীরু اِلَّا فِيْمَا তবে সেসব মাসআলার জন্য (মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়) يَسْتَغْنِيْ যাতে প্রয়োজন নেই عَنِ الرَّأْيِ কিয়াসের فَاِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ কেননা, তাতে শর্ত নয় اَهْلُ الْاِجْتِهَادِ মুজতাহিদ হওয়া بَلْ বরং لَابُدَّ فِيْهِ তাতে জরুরি হলো مِنَ اتِّفَاقِ একমত হওয়া اَلْكُلِّ প্রত্যেকের مِنَ الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ খাস ও আম সকল লোকের حَتّٰى لَوْ خَالَفَ এমনকি যদি বিপরীত মত পোষণ করে وَاحِدٌ مِنْهُمْ তাদের মধ্য হতে একজন লোকও لَمْ يَكُنْ اِجْمَاعًا তাহলে ইজমা সংঘটিত হবে না كَنَقْلِ যেমন বর্ণনা করা اَلْقُرْاٰنِ কুরআনের আয়াত وَاَعْدَادُ الرَّكَعَاتِ ফরজ নামাজের রাকআতসমূহ وَمَقَادِيْرُ এবং পরিমাণ اَلزَّكٰوةِ যাকাতের وَاسْتِقْرَاضُ কর্যস্বরূপ গ্রহণ করা اَلْخُبْزِ রুটি وَالْاِسْتِحْمَامُ হাম্মাম খানায় গোসল করা وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيْ আর ইমাম আবূ বকর বাকিল্লানী (র.) বলেন اِنَّ الْاِجْتِهَادَ মুজতাহিদ হওয়া لَيْسَ بِشَرْطٍ শর্ত নয় فِى الْمَسَائِلِ الْاِجْتِهَادِيَّةِ ইজতিহাদী মাসআলায় اَيْضًا ও وَيَكْفِيْ বরং যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে قَوْلُ الْعَوَامِّ সাধারণ জনগণের কথা فِيْ اِنْعِقَادِ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে اَلْاِجْمَاعِ ইজমা وَالْجَوَابُ উত্তর হলো اَنَّهُمْ كَالْاَنْعَامِ তারা হলো পশুর ন্যায় وَعَلَيْهِمْ তাদের উপর আবশ্যক হলো اَنْ يُقَلِّدُوْا তারা অনুসরণ করবে اَلْمُجْتَهِدِيْنَ মুজতাহিদগণের وَلَا يُعْتَبَرُ কাজেই গ্রহণযোগ্য নয় خِلَافُهُمْ তাদের মতবিরোধ فِيْمَا সেসব বিষয়ে يَجِبُ عَلَيْهِمْ যেগুলোতে তাদের উপর আবশ্যক হলো مِنَ التَّقْلِيْدِ মুজতাহিদগণের অনুসরণ করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَهْلُ الْاِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ইজমার আহল কারা সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে কারা ইজমার আহল হওয়ার যোগ্য তার আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, ইজতিহাদী মাসআলার ব্যাপারে যারা সৎ ও আল্লাহভীরু মুজতাহিদ তাঁদের ইজমা বা ঐক্য হওয়া একান্ত জরুরি। কাজেই যেসব মুজতাহিদ মোহ পূজারী বিদ্‌আতী ও ফাসিক তারা ইজমার আহল হবে না। অর্থাৎ ইজমার জন্য তাদের অভিমত বিবেচ্য ও ধর্তব্য হবে না। কেননা, তাদের অভিমত আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ-এর নিকট নিন্দনীয়। আর প্রশংসনীয় অভিমতই কেবল গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তা ছাড়া উম্মতে মুহাম্মদীয়া ﷺ-এর ইজমা দলিল হিসেবে গণ্য হয়েছে তাদের বিশেষ মর্যাদার কারণে। অথচ ফাসিক মর্যাদা ও সম্মানের উপযোগী নয়। কাজেই ইজমার মধ্যে তার কোনো অধিকার থাকতে পারে না। আর যদি ইজতিহাদী মাসআলা না হয়, তাহলে মুজতাহিদ ও অমুজতাহিদ সকলের ইজমা হওয়া অত্যাবশ্যক। যেমন– কুরআন মাজীদে নামাজের রাকআতের সংখ্যা, যাকাতের নিসাবের পরিমাণ ইত্যাদির বর্ণনা এবং রুটির পরিবর্তে রুটি ধার নেওয়া ও গোসলখানায় গোসল করা ইত্যাদি। এ সব বিষয় সমগ্র উম্মত মুজতাহিদ ও অমুজতাহিদ নির্বিশেষে সকলের ঐকমত্যে সাব্যস্ত হয়েছে।

অবশ্য ইমাম আবূ বকর বাকিল্লানী (র.) এ ব্যাপারে একটি অভিনব অভিমত পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ইজতিহাদী মাসআলায়ও মুজতাহিদ হওয়া ইজমার আহল হওয়ার জন্য শর্ত নয়; বরং সর্বসাধারণের ঐকমত্যই যথেষ্ট। এটার জবাবে জমহুরের পক্ষ হতে বলা হয়েছে– اَلْعَوَامُّ كَالْاَنْعَامِ অর্থাৎ সর্বসাধারণ তো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। তাদের উপর মুজতাহিদগণের তাকলীদ করা ওয়াজিব। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের অন্যের তাকলীদ করা ওয়াজিব সে বিষয়ে তাদের বিরোধিতা কিভাবে বিবেচ্য হতে পারে?

وَكَوْنُهٗ مِنَ الصَّحَابَةِ اَوْ مِنَ الْعِتْرَةِ لَا يُشْتَرَطُ يَعْنِىْ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا اِجْمَاعَ اِلَّا لِلصَّحَابَةِ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَدَحَهُمْ وَاَثْنٰى عَلَيْهِمُ الْخَيْرَ فَهُمُ الْاُصُوْلُ فِىْ عِلْمِ الشَّرِيْعَةِ وَانْعِقَادِ الْاَحْكَامِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا اِجْمَاعَ اِلَّا لِعِتْرَتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَىْ نَسْلِهٖ وَاَهْلِ قَرَابَتِهٖ لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِنِّىْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِىْ وَعِنْدَنَا شَىْءٌ مِنْ ذٰلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ يَكْفِى الْمُجْتَهِدُوْنَ الصَّالِحُوْنَ فِيْهِ وَمَا ذَكَرْتُمْ اِنَّمَا يَدُلُّ عَلٰى فَضْلِهِمْ لَا عَلٰى اَنَّ اِجْمَاعَهُمْ حُجَّةٌ دُوْنَ غَيْرِهِمْ **وَكَذَا اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ اَوْ اِنْقِرَاضُ الْعَصْرِ** اَىْ كَذٰلِكَ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ اَهْلِ الْاِجْمَاعِ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَوْ اِنْقِرَاضُ عَصْرِهِمْ قَالَ مَالِكٌ (رحـ) يُشْتَرَطُ فِيْهِ كَوْنُهُمْ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِنَّ الْمَدِيْنَةَ تَنْفِىْ خُبْثَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ وَالْخَطَأُ اَيْضًا خُبْثٌ فَيَكُوْنُ مَنْفِيًّا عَنْهَا وَالْجَوَابُ اَنَّ ذٰلِكَ لِفَضْلِهِمْ وَلَا يَكُوْنُ دَلِيْلًا عَلٰى اَنَّ اِجْمَاعَهُمْ حُجَّةٌ لَا غَيْرُ ـ

সরল অনুবাদ : আর আহলে ইজমার জন্য সাহাবী হওয়া অথবা নবী করীম ﷺ -এর পরিবারভুক্ত হওয়া শর্ত নয়। অর্থাৎ কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, সাহাবী ব্যতীত অন্য কারো ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, নবী করীম ﷺ তাঁদের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদের চারিত্রিক সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। সুতরাং শরিয়তের জ্ঞান ও আহকাম সংঘটিত হওয়ার প্রশ্নে তাঁরাই মূলভিত্তিরূপে বিবেচিত হবেন। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, আহলে বাইত অর্থাৎ নবী করীম ﷺ -এর বংশধর ও আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য কারো ইজমা গ্রহণযোগ হবে না। কেননা, তিনি ইরশাদ করেছেন- اِنِّىْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِىْ (আমি তোমাদের মধ্যে এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি যে, যতক্ষণ তোমরা তার অনুসরণ করবে, কদাচ বিপথগামী হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং আমার পরিবার-পরিজন।) কিন্তু আমাদের নিকট এ সব কোনো কিছুই শর্ত নয়; বরং শুধু পুণ্যবান মুজতাহিদ হওয়াই ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর অন্যান্য ইমামদের উল্লিখিত দলিলসমূহ বড়জোর সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের ফজিলতের প্রতি নির্দেশ করে। কদাচ এ কথার প্রতি নির্দেশ করে না যে, শুধু তাঁদের ইজমাই হুজ্জত এবং অন্য কারো ইজমা হুজ্জত নয়। **অনুরূপভাবে মদীনার অধিবাসী হওয়া অথবা আহলে ইজমার জমানা শেষ হয়ে যাওয়াও শর্ত নয়।** অর্থাৎ অনুরূপভাবে আহলে ইজমার জন্য মদীনার অধিবাসী হওয়া অথবা আহলে ইজমার জমানা শেষ হয়ে যাওয়াও শর্ত নয়। ইমাম মালিক (র.) বলেছেন যে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য আহলে ইজমার মদীনার অধিবাসী হওয়া শর্ত। কেননা, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- اِنَّ الْمَدِيْنَةَ تَنْفِىْ خُبْثَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ (মদীনা তার অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতাকে ঠিক তদ্রূপ বিদূরীত করে, যদ্রূপ কামারের হাপর লোহার ময়লাকে দূরীভূত করে দেয়।) আর পাপও এক প্রকার ময়লা। সুতরাং মদীনা পাপসদৃশ আবর্জনা হতে মুক্ত। (অতএব, মদীনাবাসীদের ইজমাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য হবে।) এর জবাব এই যে, এটা দ্বারা শুধু মদীনাবাসীর ফজিলতই প্রমাণিত হয়। হাদীসটি কদাচ এ কথার প্রতি নির্দেশ করে না যে, শুধু মদীনাবাসীদের ইজমাই হুজ্জত এবং অন্য কারো ইজমা হুজ্জত নয়। এরূপভাবে ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য আহলে ইজমা ও মুজতাহিদগণের জমানা শেষ হয়ে যাওয়া এবং তাঁদের সকলেই মরে যাওয়া শর্ত নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَوْنُهٗ আর তাহলে ইজমার জন্য হওয়া مِنَ الصَّحَابَةِ সাহাবী اَوْ অথবা مِنَ الْعِتْرَةِ নবী করীম ﷺ -এর পরিবারভুক্ত لَا يُشْتَرَطُ শর্ত নয় يَعْنِىْ অর্থাৎ قَالَ بَعْضُهُمْ কোনো কোনো আলিম বলেছেন لَا اِجْمَاعَ কারো ইজমা গ্রহণযোগ্য নয় اِلَّا لِلصَّحَابَةِ সাহাবী ব্যতীত لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ কেননা, নবী করীম ﷺ مَدَحَهُمْ তাঁদের প্রশংসা করেছেন وَاَثْنٰى عَلَيْهِمُ الْخَيْرَ এবং তাঁদের চারিত্রিক সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন فَهُمُ الْاُصُوْلُ সুতরাং তাঁরাই মূলভিত্তিরূপে বিবেচিত হবেন فِىْ عِلْمِ জ্ঞানের ব্যাপারে الشَّرِيْعَةِ শরিয়তের وَانْعِقَادِ এবং সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে الْاَحْكَامِ আহকাম وَقَالَ بَعْضُهُمْ আর কেউ কেউ বলেছেন لَا اِجْمَاعَ ইজমা গ্রহণযোগ্য হবে না اِلَّا لِعِتْرَتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ -এর বংশধর আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য কারো اَىْ অর্থাৎ نَسْلِهٖ তাঁর বংশধর وَاَهْلِ قَرَابَتِهٖ এবং তাঁর নিকটাত্মীয় ব্যতীত لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ কেননা, নবী করীম ﷺ এরশাদ

করেছেন إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ আমি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি এমন বস্তু مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে لَنْ تَضِلُّوا ততক্ষণ কদাচ বিপথগামী হবে না كِتَابَ اللّٰهِ তা হলো আল্লাহর কিতাব وَعِتْرَتِيْ এবং আমার পরিবার-পরিজন, وَعِنْدَنَا আর আমাদের মতে لَيْسَ بِشَرْطٍ এ সব কোনো কিছুই شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ শর্ত নয় بَلْ يَكْفِيْ বরং যথেষ্ট হবে الْمُجْتَهِدُوْنَ الصَّالِحُوْنَ পুণ্যবান মুজতাহিদ হওয়াই فِيْهِ ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য وَمَا ذَكَرْتُمْ আর উল্লিখিত দলিলসমূহ إِنَّمَا يَدُلُّ এগুলো নির্দেশ করে عَلٰى فَضْلِهِمْ তাঁদের ফজিলতের প্রতি لَا عَلٰى এ কথার প্রতি নির্দেশ করে না যে أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ তাঁদের ইজমা حُجَّةٌ হুজ্জাত বা দলিল دُوْنَ غَيْرِهِمْ অন্য কারো ইজমা হুজ্জাত নয়। وَكَذَا এমনিভাবে শর্ত নয় أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ মদীনার অধিবাসী হওয়া أَوْ অথবা انْقِرَاضُ শেষ হয়ে যাওয়া الْعَصْرِ ইজমার জমানা বা যুগ كَذٰلِكَ এমনিভাবে لَا يُشْتَرَطُ শর্ত নয় كَوْنُ হওয়া أَهْلِ الْإِجْمَاعِ ইজমার আহল أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ মদীনার অধিবাসী أَوْ অথবা انْقِرَاضُ শেষ হয়ে যাওয়া عَصْرِهِمْ আহলে ইজমার জমানা (رح) قَالَ مَالِكٌ ইমাম মালিক (র.) বলেন يُشْتَرَطُ فِيْهِ ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো كَوْنُهُمْ আহলে ইজমা হওয়া مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ মদীনার অধিবাসী لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন إِنَّ الْمَدِيْنَةَ পবিত্র মদীনা নগরী تَنْفِيْ বিদূরিত করে خَبَثَهَا অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতাকে كَمَا يَنْفِيْ যেমনি বিদূরিত করে الْكِيْرُ কামারের হাপর خَبَثَ ময়লা/আবর্জনাকে الْحَدِيْدِ লোহার وَالْخَطَأُ أَيْضًا আর পাপও خَبَثٌ এক প্রকার ময়লা فَيَكُوْنُ مَنْفِيًّا عَنْهَا সুতরাং মদীনা পাপসদৃশ আবর্জনা হতে বিমুক্ত وَالْجَوَابُ এর উত্তর হলো أَنَّ ذٰلِكَ এ হাদীস দ্বারা لِفَضْلِهِمْ তাঁদের মর্যাদাই প্রমাণিত হয় وَلَا يَكُوْنُ دَلِيْلًا হাদীসটি এ কথার প্রতি নির্দেশ করে না عَلٰى أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ যে শুধু মদীনাবাসীদের ইজমা حُجَّةٌ হুজ্জাত لَا غَيْرُ অন্য কারো ইজমা হুজ্জাত নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ أَوْ مِنَ الْعِتْرَةِ لَا يُشْتَرَطُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ইজমার আহল হওয়ার জন্য সাহাবী বা عِتْرَتِ رَسُوْل হওয়া শর্ত নয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) ইজমার আহল হওয়ার ব্যাপারে হানাফী বিরোধীগণের (মতামত ব্যক্ত করে তাদের) দলিলকে খণ্ডন করেছেন। সুতরাং হানাফী ফকীহগণের মতে, ইজমার আহল হওয়ার জন্য সাহাবী অথবা নবী করীম ﷺ -এর বংশধর ও নিকটাত্মীয় হওয়া শর্ত নয়। অথচ একদল ফকীহ বলেছেন যে, ইজমার আহল হওয়ার জন্য সাহাবী হওয়া শর্ত। অর্থাৎ কেবল সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ইজমাই গ্রহণযোগ্য হবে, অন্য কারো ইজমা গ্রহণ হবে না। দলিল হিসেবে তাঁরা বলেছেন, নবী করীম ﷺ বারবার তাঁর সাহাবীগণ (রা.)-এর প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন। কাজেই একমাত্র তাঁরাই ইলমে শরীয়ত ও আহকামের বুনিয়াদ হওয়ার যোগ্য। সুতরাং তাদের ইজমাই কেবল গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আরেকদল আলিমের মতে, নবী করীম ﷺ -এর বংশধর ও নিকটাত্মীয়গণের ইজমাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য হবে– অন্য কারো ইজমা গ্রহণযোগ্য হবে না। দলিল হিসেবে তাঁরা বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِيْ অর্থাৎ আমি তোমাদের মধ্যে এমন দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এরা হচ্ছে কিতাবুল্লাহ এবং আমার বংশধর ও আত্মীয়-স্বজন।

উপরিউক্ত বিরোধী মাযহাবদ্বয়ের দলিলের জবাব প্রদান করতে গিয়ে মোল্লা জিয়ন (র.) বলেছেন যে, আপনারা সাহাবীগণ (রা.) ও নবী করীম ﷺ -এর বংশধর এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছেন তাতে তাদের ফজিলত সাব্যস্ত হয় নিঃসন্দেহে; কিন্তু এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, কেবল সাহাবীগণ (রা.) নবী করীম ﷺ -এর বংশধর এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের ইজমাই গ্রহণযোগ্য হবে– অন্য কারো ইজমা গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং ইজমার আহল হওয়ার জন্য তাদের শর্তারোপ সমর্থনযোগ্য নয়; বরং সৎ ও আল্লাহভীরু মুজতাহিদগণই ইজমার আহল বিবেচিত হবে। তারা যে কেউ এবং যে কোনো যুগের হোক না কেন।

قَوْلُهُ وَكَذَا أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ أَوِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ الخ -এর আলোচনা : আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে ইজমার আহল হওয়ার জন্য মদীনাবাসী হওয়া অথবা যাদের ইজমা হয়েছে তাদের যুগ অতিবাহিত হয়ে যাওয়া শর্ত নয়। ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, ইজমার আহল হওয়ার জন্য মদীনাবাসী হওয়া শর্ত। অর্থাৎ কেবল মদীনাবাসীগণের ইজমাই মকবুল ও গ্রহণযোগ্য হবে– অন্য কারো ইজমা গ্রহণযোগ্য হবে না। দলিল হিসেবে তিনি একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন– إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِيْ خَبَثَهَا অর্থাৎ "মদীনা কর্মকারের রেতযন্ত্রের ন্যায়। এটা তার মধ্যস্থিত ময়লা-আবর্জনাকে বিদূরীত করে দেয়।" ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখ করেছেন– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَنْفِيَ الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ অর্থাৎ মদীনা তার মধ্যস্থিত দুষ্কৃতকারীদেরকে বহিষ্কার করা ব্যতীত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। যদ্রূপ রেতযন্ত্র লোহার ময়লা-আবর্জনাকে বিদূরীত করে থাকে। আর গুনাহও এক ধরনের ময়লা-আবর্জনা। কাজেই মদীনাবাসীগণের মধ্যে পাপ-পঙ্কিলতা থাকতে পারে না।

সুতরাং তাদের ইজমাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য হবে। ব্যাখ্যাকার মোল্লা জিয়ন (র.) হানাফীগণের পক্ষ হতে ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের জবাবে বলেছেন যে, ইমাম মালিক (র.) মদীনাবাসীগণের ব্যাপারে যে হাদীসের উল্লেখ করেছেন তা নিঃসন্দেহে তাঁদের মর্যাদা ও ফজিলত প্রমাণ করে। কিন্তু তাই বলে তার দ্বারা কোনোক্রমেই এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, একমাত্র তাঁদের ইজমাই গ্রহণযোগ্য হবে– অন্য কারো ইজমা নয়।

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يُشْتَرَطُ فِيْهِ اِنْقِرَاضُ الْعَصْرِ وَمَوْتُ جَمِيْعِ الْمُجْتَهِدِيْنَ فَلَا يَكُوْنُ اِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً مَا لَمْ يَمُوْتُوْا لِاَنَّ الرُّجُوْعَ قَبْلَهُ مُحْتَمَلٌ وَمَعَ الْاِحْتِمَالِ لَا يَثْبُتُ الْاِسْتِقْرَارُ قُلْنَا النُّصُوْصُ الدَّالَّةُ عَلٰى حُجِّيَّةِ الْاِجْمَاعِ لَا تَفْصِلُ بَيْنَ اَنْ يَمُوْتُوْا اَوْ لَمْ يَمُوْتُوْا وَقِيْلَ يُشْتَرَطُ لِلْاِجْمَاعِ اللَّاحِقِ عَدَمُ الْاِخْتِلَافِ السَّابِقِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَعْنِىْ اِذَا اخْتَلَفَ اَهْلُ عَصْرٍ فِىْ مَسْأَلَةٍ وَمَاتُوْا عَلَيْهِ ثُمَّ يُرِيْدُ مَنْ بَعْدَهُمْ اَنْ يَجْمَعُوْا عَلٰى قَوْلٍ وَاحِدٍ مِنْهَا قِيْلَ لَا يَجُوْزُ ذٰلِكَ الْاِجْمَاعُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَلَيْسَ كَذٰلِكَ فِى الصَّحِيْحِ بَلِ الصَّحِيْحُ اَنَّهُ يَنْعَقِدُ عِنْدَهُ اِجْمَاعٌ مُتَأَخِّرٌ وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ السَّابِقُ مِنَ الْبَيْنِ وَنَظِيْرُهُ مَسْأَلَةُ بَيْعِ اُمِّ الْوَلَدِ فَاِنَّهُ عِنْدَ عُمَرَ (رضـ) لَا يَجُوْزُ وَعِنْدَ عَلِيٍّ (رضـ) يَجُوْزُ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ اَجْمَعُوْا عَلٰى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهَا فَاِنْ قَضَى الْقَاضِىْ بِجَوَازِ بَيْعِهَا لَا يَنْفُذُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) لِاَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْاِجْمَاعِ اللَّاحِقِ وَيَجُوْزُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فِىْ رِوَايَةِ الْكَرْخِىِّ (رحـ) عَنْهُ لِاَجْلِ الْاِخْتِلَافِ السَّابِقِ وَاَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) فِىْ رِوَايَةٍ مَعَهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَعَ مُحَمَّدٍ (رحـ) ـ

সরল অনুবাদ : যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) বলে থাকেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সকল মুজতাহিদ মরে না যাবেন, তাদের ইজমা হুজ্জত হবে না। কেননা, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় মত পরিবর্তন করার সম্ভাবনা বাকি থাকে। আর মত পরিবর্তনের সম্ভাবনা বাকি থাকাবস্থায় রায়ের মধ্যে দৃঢ়তা সাব্যস্ত হয় না। আমরা এটার উত্তরে বলি যে, যেসব নস্ ইজমা হুজ্জত হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে, তাতে আহলে ইজমার মরে যাওয়া ও মরে না যাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। (সুতরাং জানা গেল যে, ইজমা হুজ্জত হওয়ার ক্ষেত্রে এর কোনো গুরুত্ব নেই।) **আর কেউ কেউ বলেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পরবর্তীদের ইজমা শুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্ববর্তীদের মধ্যে তদ্বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য না থাকা** শর্ত। অর্থাৎ যদি কোনো মাসআলায় এক যুগের মুজতাহিদগণ পরস্পর বিপরীত মত পোষণ করেন এবং এ মতপার্থক্য থাকাবস্থায় তারা মারা যান, তারপর পরবর্তী জমানার মুজতাহিদগণ সেই বিরোধপূর্ণ অভিমতসমূহ হতে কোনো একটির উপর ইজমা সংঘটন করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে কারো কারো মতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দৃষ্টিতে এরূপ ইজমা শুদ্ধ হবে না। **কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি এ কাওলটিকে সম্বন্ধযুক্ত করা সঠিক** নয়। বরং বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও পরবর্তীদের ইজমা সংঘটিত হবে এবং এ ইজমা দ্বারা পূর্ববর্তী মতপার্থক্যসমূহের চির অবসান ঘটবে। এর উদাহরণে উম্মে ওয়ালাদ-এর ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলাটি পেশ করা যায়। হযরত ওমর (রা.)-এর মতে উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয় জায়েজ ছিল না। আর হযরত আলী (রা.)-এর মতে তা জায়েজ ছিল। তারপর পরবর্তী যুগে উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার উপর মুজতাহিদগণের ইজমা সংঘটিত হয়ে যায়। এখন যদি কাযী উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয় জায়েজ হওয়ার পক্ষে ফয়সালাও প্রদান করেন, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এটা কার্যকর হবে না। কেননা, এটা পরবর্তী ইজমার বিরোধী। আর আল্লামা কারখী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে যে রেওয়ায়াত করেছেন, সে বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তা জায়েজ হবে। কেননা, পূর্ববর্তী যুগে (মুজতাহিদদের মধ্যে) এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে একমত এবং অন্য বর্ণনা মতে, তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সাথে (জায়েজ হবে না) একমত পোষণ করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন يُشْتَرَطُ فِيْهِ ইজমার জন্য শর্ত হলো اِنْقِرَاضُ শেষ হয়ে যাওয়া الْعَصْرِ মুজতাহিদদের যুগ وَمَوْتُ এবং মরে যাওয়া جَمِيْعِ الْمُجْتَهِدِيْنَ সকল মুজতাহিদ فَلَا يَكُوْنُ اِجْمَاعُهُمْ কাজেই তাদের ইজমা হবে না حُجَّةً হুজ্জাত বা দলিল مَا لَمْ يَمُوْتُوْا যে পর্যন্ত মরে না যাবে لِاَنَّ الرُّجُوْعَ কেননা, স্বীয় মত পরিবর্তন করা قَبْلَهُ মৃত্যুর পূর্বে مُحْتَمَلٌ সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে وَمَعَ الْاِحْتِمَالِ আর মত পরিবর্তনের সম্ভাবনা لَا يَثْبُتُ সাব্যস্ত করে না الْاِسْتِقْرَارُ রায়ের মধ্যে দৃঢ়তা قُلْنَا আর আমরা এর উত্তরে বলি النُّصُوْصُ যেসব নস الدَّالَّةُ নির্দেশ করে عَلٰى حُجِّيَّةِ হুজ্জাত হওয়ার প্রতি الْاِجْمَاعِ ইজমা لَا تَفْصِلُ কোনো পার্থক্য করা হয় না بَيْنَ اَنْ يَمُوْتُوْا আহলে ইজমা মরে যাওয়া اَوْ لَمْ يَمُوْتُوْا অথবা

মরে না যাওয়া وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন يُشْتَرَطُ শর্ত করা হয়েছে لِلْإِجْمَاعِ اللَّاحِقِ পরবর্তীদের ইজমা শুদ্ধ হওয়ার জন্য عَدَمُ
মতপার্থক্য না থাকা السَّابِقِ পূর্ববর্তীদের মধ্যে عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে يَعْنِىْ অর্থাৎ الْاِخْتِلَافِ
যখন মুজতাহিদগণ মতান্তর করেন وَمَاتُوْا عَلَيْهِ এবং এ অবস্থায় فِىْ مَسْأَلَةٍ কোনো মাসআলায় اَهْلُ عَصْرٍ এক যুগের اِذَا اخْتَلَفَ
মৃত্যুবরণ করেন ثُمَّ يُرِيْدُ তারপর ইচ্ছা করেন مَنْ بَعْدَهُمْ পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণ اَنْ يَجْمَعُوْا ইজমা সংঘটনের عَلٰى قَوْلٍ
কোনো একটির উপর مِنْهَا সে অভিমতসমূহ হতে قِيْلَ কারো মতে لَا يَجُوْزُ জায়েজ হবে না ذٰلِكَ الْاِجْمَاعُ এ ইজমাটি عِنْدَ وَاحِدٍ
(رحـ) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে وَلَيْسَ كَذٰلِكَ فِى الصَّحِيْحِ বিশুদ্ধ মত হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ)
দিকে এ কাওলটি সম্বন্ধযুক্ত করা সঠিক নয় بَلِ الصَّحِيْحُ বরং বিশুদ্ধ মত হলো اَنَّهُ يَنْعَقِدُ এটি সংঘটিত হবে عِنْدَهُ ইমাম আবূ
হানীফা (র.)-এর মতে الْخِلَافُ السَّابِقُ পূর্ববর্তী মতপার্থক্য اِجْمَاعُ مُتَاَخِّرٍ পরবর্তীদের ইজমা وَيَرْتَفِعُ আর চির অবসান ঘটবে
সমূহের مِنَ الْبَيْنِ সুস্পষ্টভাবে وَنَظِيْرُهُ এর উদাহরণ হলো مَسْأَلَةُ মাসআলাটি بَيْعِ ক্রয়-বিক্রয়ের اُمِّ الْوَلَدِ উম্মে ওয়ালাদের فَاِنَّهُ
(رضـ) কেননা, এটা ওমর (রা.)-এর নিকট لَا يَجُوْزُ জায়েজ ছিল না وَعِنْدَ عَلِيٍّ (رضـ) আর আলী (রা.)-এর নিকট عِنْدَ عُمَرَ (رضـ)
জায়েজ ছিল ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ তৎপরবর্তী যুগে اَجْمَعُوْا মুজতাহিদগণ একমত হন যে عَلٰى عَدَمِ جَوَازِ জায়েজ না হওয়ার উপর يَجُوْزُ
উম্মে ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয় فَاِنْ قَضَى الْقَاضِىْ এখন যদি কাযী ফয়সালা প্রদান করেন بِجَوَازِ জায়েয হওয়া বিষয়ে بَيْعِهَا بَيْعِهَا
উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয়ের বিষয়ে لَا يَنْفُذُ তাহলে এটা কার্যকর হবে না عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে لِاَنَّهُ مُخَالِفٌ
কেননা, তা বিরোধী لِلْاِجْمَاعِ اللَّاحِقِ পরবর্তী ইজমার وَيَجُوْزُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট
জায়েজ হবে عِنْدَهُ (رحـ) فِىْ رِوَايَةِ الْكَرْخِىْ ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত ইমাম কারখীর বর্ণনা মতে لِاَجْلِ الْاِخْتِلَافِ
মতভেদের কারণে السَّابِقِ পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের (رحـ) وَاَبُوْ يُوْسُفَ আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) فِىْ رِوَايَةٍ مَعَهُ এক বর্ণনা মতে
ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে وَفِىْ رِوَايَةٍ অপর বর্ণনা মতে مَعَ مُحَمَّدٍ (رحـ) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সাথে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَقِيْلَ يُشْتَرَطُ لِلْاِجْمَاعِ اللَّاحِقِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে পরবর্তী ইজমার জন্য পূর্ববর্তী যুগে মতবিরোধ না থাকা শর্ত কিনা সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পরবর্তী যুগের ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী যুগের লোকদের মধ্যে সেই বিষয়ে মতবিরোধ না থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ কোনো কোনো যুগের লোকেরা কোনো একটি মাসআলায় মতবিরোধ করে তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করল। অতঃপর পরবর্তী যুগের লোকেরা সেই মাসআলায় একটি অভিমতের উপর ঐকমত্যে পৌছল, এমতাবস্থায় এ ইজমা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? এ ব্যাপারে একটি বর্ণনানুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত ইজমা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু ইমাম সাহেবের প্রতি এটার নিসবত সহীহ বর্ণনানুযায়ী সঠিক নয়; বরং সহীহ বর্ণনানুযায়ী পূর্বোক্ত মতবিরোধের অবসান হয়ে পরবর্তী ইজমা কার্যকরী হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যাকার মোল্লা জিয়ন (র.) এর দৃষ্টান্ত হিসেবে اُمِّ وَلَدْ -এর ক্রয়-বিক্রয়ের কথা মাসআলায় উল্লেখ করেছেন। اُمِّ وَلَدْ বলে সেই দাসীকে যার সাথে তার মনিব সহবাস করার দরুন তার গর্ভ সঞ্চার হয়েছে এবং সে সন্তান প্রসব করেছে। তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে কিনা এ ব্যাপারে সাহাবীগণ (রা.)-এর যুগে হযরত ওমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে মতবিরোধ ছিল। হযরত ওমর (রা.) বলতেন, তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা.) বলতেন তার বেচাকেনা জায়েজ হবে। কিন্তু তাবেয়ীগণের যুগে এসে ইজমা হয়ে গেল যে, اُمِّ وَلَدْ -এর বেচাকেনা জায়েজ হবে না। এখন যদি اُمِّ وَلَدْ -এর ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ফয়সালা কোনো কাজী করেন, তাহলে তার ফয়সালা কার্যকরী হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার ফয়সালা কার্যকরী হবে না। কেননা, কাজী ইজমার খেলাফ রায় দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পরবর্তী ইজমা পূর্ববর্তী বিরোধপূর্ণ বিষয়ে হওয়ার কারণে কাজীর রায় কার্যকর হবে। এটা ইমাম কারখী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সমর্থন করেছেন এবং আরেক বর্ণনানুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে সমর্থন করেছেন। উল্লেখ্য যে, হযরত আলী (রা.) তাঁর মত হতে রুজু করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

وَالشَّرْطُ اِجْمَاعُ الْكُلِّ وَخِلَافُ الْوَاحِدِ مَانِعٌ كَخِلَافِ الْاَكْثَرِ يَعْنِىْ فِىْ حِيْنِ اِنْعِقَادِ الْاِجْمَاعِ لَوْ خَالَفَ وَاحِدٌ كَانَ خِلَافُهٗ مُعْتَبَرًا وَلَا يَنْعَقِدُ الْاِجْمَاعُ لِاَنَّ لَفْظَ الْاُمَّةِ فِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ يَتَنَاوَلُ الْكُلَّ فَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ الصَّوَابُ مَعَ الْمُخَالِفِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ يَنْعَقِدُ الْاِجْمَاعُ بِاِتِّفَاقِ الْاَكْثَرِ لِاَنَّ الْحَقَّ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِقَوْلِهٖ (ع) يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ وَالْجَوَابُ اَنَّ مَعْنَاهُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْاِجْمَاعِ مَنْ شَذَّ وَخَرَجَ مِنْهُ دَخَلَ فِى النَّارِ وَحُكْمُهٗ فِى الْاَصْلِ اَنْ يَثْبُتَ الْمُرَادُ بِهٖ شَرْعًا عَلٰى سَبِيْلِ الْيَقِيْنِ يَعْنِىْ اَنَّ الْاِجْمَاعَ فِى الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ فِى الْاَصْلِ يُفِيْدُ الْيَقِيْنَ وَالْقَطْعِيَّةَ فَيُكَفَّرُ جَاحِدُهٗ وَاِنْ كَانَ فِىْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ بِسَبَبِ الْعَارِضِ لَا يُفِيْدُ الْقَطْعَ كَالْاِجْمَاعِ السُّكُوْتِىْ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَصَفَهُمْ بِالْوَسَطِيَّةِ وَهِىَ الْعَادِلَةُ فَيَكُوْنُوْا اِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً وَكَذَا قَوْلُهٗ تَعَالٰى كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَالْخَيْرِيَّةُ اِنَّمَا يَكُوْنُ بِاِعْتِبَارِ كَمَالِهِمْ فِى الدِّيْنِ فَيَكُوْنُ اِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً ـ

সরল অনুবাদ : **আর ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য সকল আহলে ইজমারই ঐকমত্য পোষণ করা শর্ত। সুতরাং কোনো একজনের বিপরীত মত পোষণ করা অধিকাংশের বিপরীত মত পোষণ করার ন্যায় ইজমা সংঘটনে সমান বিপত্তি সৃষ্টিকারী প্রমাণিত হবে।** অর্থাৎ ইজমা সংঘটিত হওয়ার সময় যদি একজন মুজতাহিদও বিপরীত মত পোষণ করেন, তাহলে তাঁর এ মতবিরোধও বিবেচিত হবে এবং ইজমা সংঘটিত হবে না। কেননা, নবী করীম ﷺ -এর কাওল- لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ -এর মধ্যে উম্মত শব্দটি সকল ব্যক্তিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং মতবিরোধের অবস্থায় এ সম্ভাবনা থেকে যায় যে, ঐ বিপরীত মত পোষণকারীই হকের উপর রয়েছেন। (চাই এ দ্বিমত পোষণকারী একাই হোন না কেন।) আর কোনো কোনো মু'তাযিলীর মতে অধিকাংশের ঐকমত্য দ্বারাই ইজমা সংঘটিত হয়ে যায়। কেননা, হক যে জামাতের সঙ্গেই রয়েছে, তা অবধারিত। যেমন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ (আল্লাহ তা'আলার সাহায্য জামাতের সঙ্গে রয়েছে। যে ব্যক্তিই জামাত হতে বিচ্ছিন্ন হবে, সে একাকী জাহান্নামে গমন করবে।) আমাদের পক্ষ হতে এর উত্তর এই যে, হাদীসটির প্রকৃত অর্থ হলো- ইজমা সংঘটিত হওয়ার পর যে ব্যক্তিই এর সাথে বিপরীত মত পোষণ করবে এবং তা হতে বের হয়ে যাবে, সে নির্ঘাত জাহান্নামের পথ অবলম্বন করবে। **আর ইজমার আসল হুকুম এই যে, তা দ্বারা অকাট্যভাবে শরিয়তের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে।** অর্থাৎ শরিয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে ইজমার আসল হুকুম এই যে, তা দ্বারা অকাট্যতা ও প্রত্যয়ের উপকারিতা অর্জিত হয়। সুতরাং ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হুকুমের অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। যদিও তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক কারণে অকাট্যতার উপকার প্রদান করে না। যেমন- ইজমায়ে সুকূতী বা নীরবতামূলক ইজমার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। মোটকথা, ইজমা দ্বারা অকাট্যতা ও প্রত্যয় অর্জিত হওয়ার দলিল এই যে, ১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ (আর এরূপে আমি তোমাদেরকে এমন এক সম্প্রদায় করেছি যারা মধ্যপন্থার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, যেন তোমরা অন্য লোকের প্রতিপক্ষে সাক্ষী হও।) অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে وَسَطِيَّتْ বা 'ন্যায়পরায়ণতা' দ্বারা বিশেষিত করেছেন। সুতরাং তাদের ইজমা অকাট্য হুজ্জত হবে। (নতুবা এ কথা আবশ্যক হয় যে, তারা 'ন্যায়পরায়ণতা'-এর উপর অধিষ্ঠিত নন।) ২. অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (তোমরা উত্তম সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায়কে প্রকাশ করা হয়েছে মানবমণ্ডলীর জন্য।) অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে দীনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হওয়ার বিবেচনায়ই خَيْرِ اُمَّةٍ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং তাদের ইজমা অকাট্য হুজ্জত হবে। (অন্যথায় তাদের كَامِلٌ فِى الدِّيْنِ হওয়ার পরিবর্তে ضَالٌّ فِى الدِّيْنِ হওয়া আবশ্যক হবে।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَالشَّرْطُ আর ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো اِجْمَاعُ الْكُلِّ সকল আহলে ইজমার ঐকমত্য পোষণ করা وَخِلَافُ الْوَاحِدِ আর একজনের বিপরীত মত পোষণ করা مَانِعٌ বিপত্তি সৃষ্টিকারী প্রমাণিত হবে كَخِلَافِ الْاَكْثَرِ অধিকাংশের বিপরীত মত পোষণকারীর ন্যায় يَعْنِىْ অর্থাৎ فِىْ حِيْنِ সময়ে اِنْعِقَادِ الْاِجْمَاعِ ইজমা সংঘটিত হওয়ার لَوْ خَالَفَ সুতরাং যদি বিপরীত মত পোষণ করেন وَاحِدٌ কোনো একজন كَانَ خِلَافُهٗ তাহলে এ মতবিরোধও مُعْتَبَرًا বিবেচিত হবে وَلَا يَنْعَقِدُ

এবং সংঘটিত হবে না الْاِجْمَاعُ ইজমা لِاَنَّ لَفْظَ الْاُمَّةِ কেননা, উম্মত শব্দটি (ع) فِىْ قَوْلِهٖ নবী করীম ﷺ -এর মধ্যস্থিত কাওলের لَا اَنْ تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ এ হাদীসে يَتَنَاوَلُ অন্তর্ভুক্ত করে اَلْكُلَّ সকল ব্যক্তিকেই فَيَحْتَمِلُ সুতরাং এ সম্ভাবনা থেকে যায় يَكُوْنَ الصَّوَابُ বিশুদ্ধতা বা হক হওয়া مَعَ الْمُخَالِفِ বিপরীত মত পোষণকারীর সাথে وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ আর কিছু সংখ্যক মু'তাযিলীর মতে يَنْعَقِدُ الْاِجْمَاعُ ইজমা সংঘটিত হবে بِاتِّفَاقِ ঐকমত্য দ্বারা اَلْاَكْثَرِ অধিকাংশের لِاَنَّ الْحَقَّ কেননা, সত্য বা হক مَعَ الْجَمَاعَةِ জামাতের সাথেই রয়েছে لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ যেমনি নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন يَدُ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সাহায্য عَلَى الْجَمَاعَةِ জামাতের সাথে রয়েছে فَمَنْ شَذَّ যে জামাত হতে বিচ্ছিন্ন হবে شُذَّ فِى النَّارِ সে একাকী জাহান্নামে প্রবেশ করবে وَالْجَوَابُ এর জবাব হলো اَنَّ مَعْنَاهُ হাদীসটির প্রকৃত অর্থ হলো بَعْدَ পরে تَحَقُّقِ সংঘটিত হওয়ার الْاِجْمَاعِ ইজমা مَنْ شَذَّ যে বিপরীত মত পোষণ করবে وَخَرَجَ مِنْهُ এবং তা হতে বের হয়ে যাবে دَخَلَ সে প্রবেশ করবে فِى النَّارِ জাহান্নামে وَحُكْمُهٗ আর ইজমার হুকুম হলো فِى الْاَصْلِ আসল বা মূল اَنْ يَثْبُتَ সাব্যস্ত হওয়া الْمُرَادُ بِهٖ এর দ্বারা উদ্দেশ্য شَرْعًا শরিয়তের عَلٰى سَبِيْلِ الْيَقِيْنِ অকাট্যভাবে يَعْنِىْ অর্থাৎ اَنَّ الْاِجْمَاعَ ইজমার فِى الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ শরিয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে فِى الْاَصْلِ আসল হুকুম يُفِيْدُ উপকারিতা অর্জিত হয় الْيَقِيْنَ দৃঢ়তা বা দৃঢ় বিশ্বাস وَالْقَطْعِيَّةَ ও অকাট্যতা فَيُكَفَّرُ সুতরাং কাফির আখ্যায়িত করা হবে جَاحِدُهٗ ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হুকুমের অস্বীকারকারীকে وَاِنْ كَانَ যদিও তা فِىْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ কোনো কোনো ক্ষেত্রে بِسَبَبِ কারণে الْعَارِضِ প্রতিবন্ধকতার لَا يُفِيْدُ উপকারিতা প্রদান করে না الْقَطْعَ অকাট্যতার كَالْاِجْمَاعِ السُّكُوْتِىْ যেমন নীরবতামূলক ইজমার ক্ষেত্রে لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমনি আল্লাহ তা'আলার বাণী وَكَذٰلِكَ আর এমনিভাবে جَعَلْنٰكُمْ আমি তোমাদেরকে করেছি اُمَّةً وَّسَطًا মধ্যপন্থি উম্মত لِتَكُوْنُوْا যাতে তোমরা হতে পার شُهَدَاءَ সাক্ষী عَلَى النَّاسِ অন্যান্য লোকের উপর وَصَفَهُمْ আল্লাহ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মদীকে বিশেষিত করেছেন بِالْوَسْطِيَّةِ ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা وَهِىَ الْعَدَالَةُ আর তা হলো ন্যায়পরায়ণতা فَيَكُوْنُوْا اِجْمَاعُهُمْ সুতরাং তাদের ইজমা হবে حُجَّةً অকাট্য হুজ্জাত وَكَذَا এমনিভাবে قَوْلُهٗ تَعَالٰى মহান আল্লাহর বাণী كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ তোমরাই হলে উত্তম সম্প্রদায় اُخْرِجَتْ যাদেরকে প্রকাশ করা হয়েছে لِلنَّاسِ মানবমণ্ডলীর জন্য خَيْرَ اُمَّةٍ বলে আখ্যায়িত করেছেন وَالْخَيْرِيَّةُ - اِنَّمَا يَكُوْنُ হওয়ায় بِاعْتِبَارِ বিবেচনায় كَمَالِهِمْ তাদের পরিপূর্ণতা فِى الدِّيْنِ দীনের ক্ষেত্রে فَيَكُوْنُ اِجْمَاعُهُمْ কাজেই তাদের ইজমা হবে حُجَّةً অকাট্য দলিল

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالشَّرْطُ اِجْمَاعُ الْكُلِّ وَخِلَافُ الْوَاحِدِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ইজমার জন্য আহলে ইজমার সকলের ঐকমত্য প্রয়োজন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো সমকালীন সমস্ত আহলে ইজমার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যদি একজনও এর বিরোধিতা করে, তাহলে উক্ত বিরোধিতা ধর্তব্য হবে এবং ইজমা সংঘটিত হবে না। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন– لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ অর্থাৎ 'আমার উম্মত গোমরাহীর উপর একমত হবে না।' হাদীসে উদ্ধৃত اُمَّةٌ -এর দ্বারা সমস্ত উম্মতকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই হতে পারে, যে বিরোধিতা করেছে তার মতই সঠিক। একদল মু'তাযিলীর মতে সমস্ত আহলে ইজমার ঐকমত্য জরুরি নয়; বরং অধিকাংশগণ একমত হলেই ইজমা সংঘটিত হবে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন– يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ অর্থাৎ জামাত তথা অধিকাংশের সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। যে ব্যক্তি জামাত হতে পৃথক হয়ে যাবে সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশের রায়ের মধ্যেই হক নিহিত রয়েছে। মু'তাযিলীগণের এ দলিলের জবাবে আমাদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ হতে মোল্লা জিয়ন (র.) বলেছেন যে, মূলত হাদীসখানার অর্থ এই যে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি ইজমার বিরোধিতা করবে এবং ইজমা হতে বের হয়ে যাবে সে হবে জাহান্নামী।

قَوْلُهٗ وَحُكْمُهٗ فِى الْاَصْلِ اَنْ يَثْبُتَ الْمُرَادُ بِهٖ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে ইজমার হুকুম ও ইজমা গ্রহণযোগ্য হওয়ার দলিল পেশ করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) ইজমার حكم আলোচনা করেছেন। ইজমার حُكْم এই যে, এটা শরিয়তের বিষয়াবলিতে قَطْعِيَّتْ (অকাট্যতা) ও يَقِيْن (দৃঢ় বিশ্বাস)-কে সাব্যস্ত করে থাকে। যদ্রূপ কিতাবুল্লাহ ও خَبَر مُتَوَاتِر -এর মাধ্যমে يَقِيْن ও قَطْعِيَّتْ হাসিল হয়ে থাকে। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক কারণে ইজমা অকাট্যতাকে সাব্যস্ত করে না। যেমন– اِجْمَاع سُكُوْتِىْ (নীরব ঐকমত্য)। তবে এতদসত্ত্বেও এটা আমাদের (হানাফীগণের) মতে দলিল হিসেবে গ্রহণীয়।

সুতরাং ইজমা অস্বীকারকারীকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। অর্থাৎ জমহুর (তথা মাশায়েখে বুখারা ও বলখ)-এর মতে ইজমার দ্বারা যে حُكْم সাব্যস্ত হয়েছে এটা অস্বীকারকারীকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। এ জন্যই বুখারা ও বলখের মনীষীগণ রাফেযীদেরকে কাফির বলেছেন। কেননা, তারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইমামত (খেলাফত)-কে অস্বীকার করেছেন, যা ইজমার দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। শায়খ মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলকে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফির নামে আখ্যা দেওয়া যাবে না। যদিও তার তাবীল অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন। সুতরাং যার উপর ইজমা হয়েছে তা যদি দীনের এমন জরুরি অঙ্গ হয় যা বিশেষ, অবিশেষ, নির্বিশেষে সকলকেই বুঝতে পারে, তাহলে এটা অস্বীকারকারীকে কাফির নামে আখ্যায়িত করা যাবে। পক্ষান্তরে যদি এটা দীনের বিশেষ অঙ্গ না হয়। আর অস্বীকারকারী কোনো তাবীলের মাধ্যমে যদিও উক্ত তাবীল ফাসিদ হোক না কেন– এটাকে অস্বীকার করে, তাহলে তা অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না। কেননা, সে স্বীয় লালসার ও কামনা-বাসনার পিছনে পড়ে দীনে মুহাম্মদ ﷺ -কে অস্বীকার করেনি। এ জন্যই কেউ কেউ বলেছেন যে, কুফর লাযেম হওয়া কুফর নয়; বরং কারো উপর কুফর লাযেম করে দেওয়া কুফর। আর রাফেযীরা বাতিল তাবীলের মাধ্যমে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ইমামতকে অস্বীকার করেছেন। আর তা এই যে, হযরত আলী (রা.) আত্মরক্ষার খাতিরে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট বাইয়াত করেছিলেন। কাজেই তাঁর খেলাফতের উপর ইজমা সংঘটিত হয়নি। কাজেই তাদেরকে কাফির বলা যাবে না। মূলত তাদের এ দাবি ঠিক নয়। কেননা, হযরত আলী (রা.) خبر متواتر -এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং খুলুসিয়াতের সাথে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি বীর পুরুষ ছিলেন। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য তিনি বায়'আত গ্রহণ করেছেন এটা তাঁর উপর মিথ্যা অপবাদ দানের শামিল।

[পরবর্তী অংশ ২৩১ নং পৃষ্ঠায়]

وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى فَجُعِلَتْ مُخَالَفَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِثْلَ مُخَالَفَةِ الرَّسُوْلِ فَيَكُوْنُ اِجْمَاعُهُمْ كَخَبَرِ الرَّسُوْلِ حُجَّةً قَطْعِيَّةً وَاَمْثَالِهٖ وَقَدْ ضَلَّ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّوَافِضُ فَقَالُوْا اِنَّ الْاِجْمَاعَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ مُخْطِئًا فَكَذَا الْجَمِيْعُ وَلَا يَدْرُوْنَ قُوَّةَ الْحَبْلِ الْمُؤَلَّفِ مِنَ الشَّعْرَاتِ وَاَمْثَالِهٖ ثُمَّ اَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا فِىْ اَنَّ الْاِجْمَاعَ هَلْ يُشْتَرَطُ فِىْ اِنْعِقَادِهٖ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ دَاعٍ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ مِنْ دَلِيْلٍ ظَنِّيٍّ اَوْ يَنْعَقِدُ فُجَاءَةً بِلَا دَلِيْلٍ بَاعِثٍ عَلَيْهِ بِالْهَامٍ وَتَوْفِيْقٍ مِنَ اللّٰهِ بِاَنْ يَّخْلُقَ اللّٰهُ فِيْهِمْ عِلْمًا ضَرُوْرِيًّا وَيُوَفِّقَهُمْ لِاخْتِيَارِ الصَّوَابِ فَقِيْلَ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ الدَّاعِىْ وَالْاَصَحُّ الْمُخْتَارُ اَنَّهُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ دَاعٍ عَلٰى مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ (رح) ـ

সরল অনুবাদ : ৩. অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى (আর যে কেউ রাসূলের বিরোধিতা করবে হিদায়েতের পথ তার উপর সুপ্রকাশিত হওয়ার পর এবং সমস্ত মুসলমানের বিপরীত পন্থা অবলম্বন করবে, আমি তাকে সমর্পণ করে দিবো তাতে যা সে অবলম্বন করেছে।) অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করাকে নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণের অনুরূপ বলে সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং তাঁদের ইজমা নবী করীম ﷺ-এর হাদীসের ন্যায়ই অকাট্য হুজ্জত হবে। ইজমা-এর হুজ্জত হওয়ার ব্যাপারে এ সব নস্ ছাড়া আরো বহু দলিল বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো মু'তাযিলী ও রাফিযী সম্প্রদায় এ মাসআলায় সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। তারা বলে বেড়ায় যে, ইজমা হুজ্জত নয়। কারণ, আহলে ইজমার মধ্য হতে প্রত্যেকটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি ভুলের উপর রয়েছেন। সুতরাং সকলের মত এক হওয়া সত্ত্বেও এ সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকবে। এ নির্বোধরা জানে না যে, একটি পশম একাকী অতি তুচ্ছ ও দুর্বল বস্তু, কিন্তু তাদের সমষ্টি দ্বারা তৈরি রজ্জু অত্যন্ত মজবুত ও শক্তিশালী হয়ে যায়। আবার যারা ইজমাকে হুজ্জত বলে স্বীকার করেন, তারা পরস্পর এ প্রশ্নে মতপার্থক্য করেছেন যে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তার কোনো প্রেরণা ও সবব যথা– যন্নী দলিল, খবরে ওয়াহিদ অথবা কিয়াস বর্তমান থাকা শর্ত, না কোনো দলিলের ভিত্তি ছাড়াই ইলহাম অথবা আল্লাহ তা'আলার তৌফিক দ্বারা হঠাৎ ইজমা সংঘটিত হয়ে যায় এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত সময়ে আহলে ইজমার অন্তরে কোনো বিষয়ে ইলমে যরুরী পয়দা করে দেন এবং তাঁদেরকে হক এখতিয়ার করার তৌফিক প্রদান করেন। এ সম্পর্কে কারো কারো মত এই যে, চাহিদা বা প্রেরণা থাকার কোনো শর্ত নেই। কিন্তু অধিকতর বিশুদ্ধ ও প্রবল মত এই যে, তজ্জন্য কোনো না কোনো অনুপ্রেরণা ও সবব থাকা জরুরি। যেমনটি গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالٰى অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী وَمَنْ يُّشَاقِقِ যে বিরোধিতা করবে
غَيْرَ রাসূলের مِنْۢ بَعْدِ পরে مَا تَبَيَّنَ لَهُ তার জন্য সুপ্রকাশিত হওয়ার الْهُدٰى হিদায়েতের পথ وَيَتَّبِعْ এবং অবলম্বন করবে الرَّسُوْلَ
سَبِيْلِ বিপরীত পথ الْمُؤْمِنِيْنَ সমস্ত মুসলমানের نُوَلِّهٖ আমি তাকে সমর্পণ করে দিবো مَا تَوَلّٰى যাতে সে অবলম্বন করেছে
فَجُعِلَتْ অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাব্যস্ত করেছেন مُخَالَفَةُ বিরুদ্ধাচরণ করাকে الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের مِثْلَ অনুরূপ
كَخَبَرِ الرَّسُوْلِ রাসূলে কারীম ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণের اِجْمَاعُهُمْ فَيَكُوْنُ কাজেই তাদের ইজমা পরিগণিত হবে مُخَالَفَةِ الرَّسُوْلِ
রাসূলে কারীম ﷺ-এর খবরের ন্যায় حُجَّةً قَطْعِيَّةً অকাট্য হুজ্জাত وَاَمْثَالِهٖ এ ছাড়া আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে وَقَدْ ضَلَّ অবশ্য
সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ কোনো কোনো মু'তাযিলী وَالرَّوَافِضُ এবং রাফিযী فَقَالُوْا তারা বলে বেড়ায় اِنَّ
এ يَحْتَمِلُ ইজমা لَيْسَ بِحُجَّةٍ হুজ্জাত নয় لِاَنَّ কেননা كُلَّ وَاحِدٍ প্রত্যেকের ক্ষেত্রে مِنْهُمْ আহলে ইজমার মধ্য হতে الْاِجْمَاعَ
সম্ভাবনা থাকবে اَنْ يَّكُوْنَ مُخْطِئًا যে তিনি ভুলের উপর রয়েছেন فَكَذَا الْجَمِيْعُ সুতরাং সকলের মত এক হওয়া সত্ত্বেও এ সম্ভাবনা
অবশিষ্ট থাকবে وَلَا يَدْرُوْنَ এ নির্বোধেরা জানে না قُوَّةَ অত্যন্ত মজবুত ও শক্তিশালী الْحَبْلِ রজ্জুর الْمُؤَلَّفِ مِنَ الشَّعْرَاتِ যা পশমের
সমষ্টি দ্বারা তৈরি وَاَمْثَالِهٖ এরূপ অন্যান্যগুলো ثُمَّ اَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا এরপর তারা পরস্পর মতপার্থক্য করেছেন فِىْ এ প্রশ্নে اَنَّ الْاِجْمَاعَ
ইজমা (সংঘটিত হওয়ার পূর্বে) هَلْ يُشْتَرَطُ শর্ত কিনা فِىْ اِنْعِقَادِهٖ তা সংঘটিত হওয়ার জন্য اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ তার জন্য বর্তমান থাকা
دَاعٍ কোনো কারণ বা প্রেরণা مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ যা তার পূর্বে হবে مِنْ دَلِيْلٍ ظَنِّيٍّ যন্নী দলিল اَوْ অথবা يَنْعَقِدُ ইজমা সংঘটিত হবে فُجَاءَةً

হঠাৎ করে بِلَا دَلِيْلٍ কোনো দলিল ছাড়া بَاعِثٍ عَلَيْهِ যা তার উপর ভিত্তি স্বরূপ بِالْهَامٍ ইলহামের মাধ্যমে وَتَوْفِيْقٍ অথবা তৌফিক দ্বারা مِنَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে بِاَنْ এভাবে যে يَخْلُقَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করে দেবেন فِيْهِمْ আহলে ইজমার অন্তরে عِلْمًا ضَرُوْرِيًّا কোনো বিষয়ে ইলমে যরূরী وَيُوَفِّقَهُمْ এবং তাদেরকে তৌফিক প্রদান করেন لِاخْتِيَارِ নির্বাচন করার الصَّوَابِ বিশুদ্ধটি فَقِيْلَ আর কারো কারো মতে لَا يُشْتَرَطُ لَهُ এর জন্য কোনো শর্ত নয় الدَّاعِيْ চাহিদা বা প্রেরণা থাকার وَالْاَصَحُّ الْمُخْتَارُ কিন্তু অধিকতর বিশুদ্ধ ও প্রবল মত হলো اَنَّهُ لَابُدَّ لَهُ তার জন্য থাকা আবশ্যক مِنْ دَاعٍ কোনো অনুপ্রেরণা ও সবব عَلٰى مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) যেমনি সম্মানিত গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[পূর্ববর্তী ২২৯ নং পৃষ্ঠার আলোচনা]

উম্মতে মুহাম্মদীয়া ﷺ -এর ইজমা দলিল হওয়ার পক্ষে কয়েকটি আয়াতে কারীমাহ্ পেশ করেছেন–

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا الخ 'আর আমি তোমাদেরকে মধ্যম তথা ন্যায়বিচারক জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। যাতে তোমরা লোকদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করতে পার।' এ আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ عَادِلٌ বা ন্যায়পরায়ণ হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই তাদের ইজমা দলিল হবে।

২. আল্লাহর বাণী– كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'তোমরা সর্বোত্তম জাতি তোমাদেরকে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' সুতরাং দীনে মুহাম্মদী ﷺ পূর্ণাঙ্গ হওয়ার কারণেই তাঁর অনুসারীদেরকে সর্বোত্তম উম্মত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কাজেই তাদের ইজমা দলিল হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তাদের ইজমা হক ও দলিল হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযোগী না হলে তারা গোমরাহ হওয়া সাব্যস্ত হবে। সুতরাং গোমরাহ উম্মত কিভাবে সর্বোত্তম উম্মত হিসেবে গণ্য হতে পারে? তালবীহ গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, নিখুঁত চেষ্টার পর ইজতিহাদী ভুলের কারণে কোনো কোনো حُكْم -এর ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হওয়া শরিয়তের বিধানাবলি ঈমানদারদের জন্য সর্বোত্তম জাতি হওয়ার বিরোধী নয়।

[২৩০ নং পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ وَقَدْ ضَلَّ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কতিপয় মু'তাযিলী ও রাফিযীর মতে ইজমা হুজ্জত নয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইজমার ব্যাপারে কতিপয় মু'তাযিলী ও রাফিযী আলিম সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং তারা বলেছেন যে, ইজমা শরয়ী দলিল হওয়ার যোগ্য নয়। তাদের যুক্তি এই যে, যেহেতু উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির রায় পৃথক পৃথকভাবে ভুল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সেহেতু সবার সম্মিলিত রায়ের মধ্যেও ভুল হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান। সুতরাং ইজমা কিভাবে অকাট্য দলিল হতে পারে? জমহুরের পক্ষ হতে এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, যদ্রূপ কতিপয় পশম বা ইত্যাকার ভঙ্গুর বস্তু বিচ্ছিন্নভাবে থাকা অবস্থায় খুব দুর্বল থাকে এবং অনায়াসেই তাকে ছিঁড়ে ফেলা যায়; কিন্তু যখন অনেকগুলো পশমকে একত্র করে রশি পাকানো হয়, তখন হাতির মাধ্যমেও তা ছিন্ন করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক তদ্রূপ পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকের রায় দুর্বল হলেও সম্মিলিতভাবে তা অত্যন্ত শক্তিশালী ও অকাট্য হয়ে যায়। তা ছাড়া ইতঃপূর্বে ইজমা দলিল হওয়ার পক্ষে যেসব আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এদের মোকাবিলায় তাদের উপরিউক্ত অজ্ঞতাপূর্ণ খোঁড়া যুক্তি ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ ثُمَّ اَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا فِيْ اَنَّ الْاِجْمَاعَ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে ইজমার জন্য دَاعِيْ থাকা পূর্বশর্ত কিনা সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যারা ইজমাকে হুজ্জত হিসেবে গণ্য করে থাকেন, তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, ইজমার জন্য পূর্ব হতে কোনো دَلِيْل ظَنِّيْ থাকা শর্ত কিনা যা ইজমার প্রতি আহ্বানকারী হবে। সুতরাং একদলের মতে ইজমার জন্য কোনো দলীলে যন্নীর বর্তমান থাকা পূর্বশর্ত নয়; বরং তা তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহাম ও তৌফিক দানের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে।

কিন্তু বিশুদ্ধতর মায্হাব এই যে, ইজমার জন্য কোনো দলিল থাকা যা ইজমার দিকে উদ্বুদ্ধকারী হবে। আমাদের সম্মানিত গ্রন্থকার (র.)ও এ মাযহাবই গ্রহণ করেছেন। কেননা, শরয়ী দলিল ব্যতীত ফতোয়া প্রদান জায়েজ নেই। কাজেই আহলে ইজমাগণের সামনে এমন একটি সনদ (সূত্র) বর্তমান থাকা জরুরি যা হতে তাঁরা মাসআলা উদ্ভাবন করবেন এবং এটার উপর ঐকমত্য পোষণ করবেন। আর সূত্র বর্তমান থাকা অবস্থায় ইজমার ফায়েদা এটা হবে যে, এটার ব্যাপারে আলোচনা-পর্যালোচনার ইতি হবে এবং অকাট্য হয়ে যাবে।

وَالدَّاعِىْ قَدْ يَكُوْنُ مِنْ اِخْبَارِ الْاٰحَادِ اَوِ الْقِيَاسِ اَمَّا اِخْبَارُ الْاٰحَادِ فَكَاِجْمَاعِهِمْ عَلٰى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالدَّاعِىْ اِلَيْهِ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَاَمَّا الْقِيَاسُ فَكَاِجْمَاعِهِمْ عَلٰى حُرْمَةِ الرِّبٰوا فِى الْاَرُزِّ وَالدَّاعِىْ اِلَيْهِ الْقِيَاسُ عَلَى الْاَشْيَاءِ السِّتَّةِ وَفِىْ قَوْلِهٖ قَدْ يَكُوْنُ اِشَارَةً اِلٰى اَنَّ الدَّاعِىَ قَدْ يَكُوْنُ مِنَ الْكِتَابِ اَيْضًا كَاِجْمَاعِهِمْ عَلٰى حُرْمَةِ الْجَدَّاتِ وَبَنَاتِ الْبَنَاتِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَقِيْلَ لَا يَجُوْزُ ذٰلِكَ اِذْ عِنْدَ وُجُوْدِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُوْرَةِ لَا يَحْتَاجُ اِلَى الْاِجْمَاعِ ثُمَّ بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) اَنَّهٗ لَابُدَّ لِنَقْلِ الْاِجْمَاعِ اَيْضًا مِنَ الْاِجْمَاعِ فَقَالَ وَاِذَا انْتَقَلَ اِلَيْنَا اِجْمَاعُ السَّلَفِ بِاِجْمَاعِ كُلِّ عَصْرٍ عَلٰى نَقْلِهٖ كَانَ كَنَقْلِ الْحَدِيْثِ الْمُتَوَاتِرِ فَيَكُوْنُ مُوْجِبًا لِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ قَطْعًا كَاِجْمَاعِهِمْ عَلٰى كَوْنِ الْقُرْاٰنِ كِتَابَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَفَرْضِيَّةِ الصَّلٰوةِ وَغَيْرِهَا ـ

সরল অনুবাদ : আর ইজমার অনুপ্রেরণাটি **কখনো খবরে ওয়াহিদ অথবা কিয়াসের মধ্য হতে হয়ে থাকে।** খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে ইজমার উদাহরণ, যেমন- খাদ্যশস্য, গম ইত্যাদি হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় জায়েজ না হওয়ার প্রশ্নে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হওয়া। আর এটার প্রতি আহ্বানকারী বা প্রেরণাদাতা হচ্ছে নবী করীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত কাওল তথা খবরে ওয়াহিদ- لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ قَبْلَ الْقَبْضِ আর কিয়াসের ভিত্তিতে ইজমার উদাহরণ, যেমন- চাউলের মধ্যে সুদ হারাম হওয়ার প্রশ্নে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হওয়া। এর প্রতি আহ্বানকারী হচ্ছে সেই কিয়াসটি, যার সাহায্যে চাউলকে মানসূস ষষ্ঠ বস্তুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর গ্রন্থকার (র.)-এর কওল قَدْ يَكُوْنُ-এর মধ্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইজমার প্রতি আহ্বানকারী কখনো কিতাবুল্লাহর মধ্য হতেও হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলার কাওল- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ-এর উপর ভিত্তি করে দাদী ও নাতনীর সাথে বিবাহ হারাম হওয়ার প্রশ্নে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন যে, কিতাবুল্লাহর ভিত্তিতে ইজমা শুদ্ধ নয়। কেননা, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে মাশহুরার বর্তমানে ইজমার কোনো প্রয়োজন নেই। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) বর্ণনা করেছেন যে, ইজমা উদ্ধৃত করার জন্য ইজমার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর যখন পূর্ববর্তীগণের ইজমা প্রত্যেক যুগে ইজমা সহকারে উদ্ধৃত হয়ে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন তা মুতাওয়াতির হাদীসের উদ্ধৃতির অনুরূপ হবে।** অর্থাৎ অকাট্যভাবে ইলম ও আমলকে ওয়াজিব করবে। যেমন- কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার কিতাব হওয়া, নামাজ-রোজা প্রভৃতি ফরজ হওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে পূর্ববর্তীগণের ইজমা মুতাওয়াতির রেওয়ায়াত-এর মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالدَّاعِىْ আর ইজমার অনুপ্রেরণাটি قَدْ يَكُوْنُ কখনো হয়ে থাকে مِنْ اَخْبَارِ الْاٰحَادِ খবরে ওয়াহিদ اَوِ الْقِيَاسِ অথবা কিয়াসের মধ্য হতে اَمَّا অথবা اِخْبَارُ الْاٰحَادِ খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে ইজমার উদাহরণ فَكَاِجْمَاعِهِمْ উম্মতের ইজমা সংঘটিত হওয়া عَلٰى عَدَمِ جَوَازِ জায়েজ না হওয়ার প্রশ্নে بَيْعِ বিক্রয় الطَّعَامِ খাদ্যশস্য قَبْلَ الْقَبْضِ হস্তগত করার পূর্বে وَالدَّاعِىْ اِلَيْهِ আর এর প্রতি প্রেরণাদাতা হচ্ছে قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত কাওল لَا تَبِيْعُوا তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করো না الطَّعَامَ খাদ্যশষ্য قَبْلَ الْقَبْضِ হস্তগত করার পূর্বে وَاَمَّا الْقِيَاسُ আর কিয়াসের ভিত্তিতে فَكَاِجْمَاعِهِمْ ইজমার উদাহরণ عَلٰى حُرْمَةِ الرِّبٰوا সুদ হারাম হওয়ার প্রশ্নে فِى الْاَرُزِّ চাউলের মধ্যে وَالدَّاعِىْ اِلَيْهِ এর মধ্যে আহ্বানকারী হচ্ছে الْقِيَاسُ কিয়াস করা عَلَى الْاَشْيَاءِ السِّتَّةِ ষষ্ঠ বস্তুর হুকুমের উপর وَفِىْ قَوْلِهٖ قَدْ يَكُوْنُ আর গ্রন্থকারের কাওল قَدْ يَكُوْنُ- এর মধ্যে আছে اِشَارَةً ইশারা اِلٰى এ কথার প্রতি اَنَّ الدَّاعِىَ যে আহ্বানকারী قَدْ يَكُوْنُ কখনো হতে পারে مِنَ الْكِتَابِ اَيْضًا কিতাবুল্লাহর মধ্য হতেও كَاِجْمَاعِهِمْ যেমন উম্মতের ইজমা সংঘটিত হওয়া عَلٰى حُرْمَةِ বিবাহ হারাম হওয়ার প্রশ্নে الْجَدَّاتِ দাদীর সাথে وَبَنَاتِ الْبَنَاتِ এবং নাতনীর সাথে لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমনি আল্লাহ তা'আলার কাওল حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে اُمَّهَاتُكُمْ তোমাদের মাতাগণকে وَبَنَاتُكُمْ এবং কন্যাগণকে وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন لَا يَجُوْزُ ذٰلِكَ কিতাবুল্লাহর ভিত্তিতে ইজমা শুদ্ধ নয় اِذْ কেনেনা, عِنْدَ وُجُوْدِ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُوْرَةِ এবং সুন্নতে মাশহুরার لَا يَحْتَاجُ প্রয়োজন

لِنَقْلِ নেই اِلَى الْاِجْمَاعِ ইজমার ثُمَّ بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ অতঃপর গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন যে اَنَّهُ لَابُدَّ আবশ্যকতা বা প্রয়োজন রয়েছে الْاِجْمَاعِ ইজমা উদ্ধৃত করার জন্য اَيْضًا ও مِنَ الْاِجْمَاعِ ইজমার فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَاِذَا আর যখন اِنْتَقَلَ اِلَيْنَا আমাদের নিকট পৌছবে اِجْمَاعُ السَّلَفِ পূর্ববর্তীগণের ইজমা بِاِجْمَاعِ ইজমা সহকারে كُلِّ عَصْرٍ প্রত্যেক যুগের عَلَى نَقْلِهِ উদ্ধৃত হয়ে كَانَ এখন তা হবে كَنَقْلِ উদ্ধৃতির ন্যায় الْحَدِيْثِ الْمُتَوَاتِرِ মুতাওয়াতির হাদীসের فَيَكُوْنُ مُوْجِبًا ফলে তা ওয়াজিব করবে لِلْعِلْمِ ইলমকে وَالْعَمَلِ এবং আমলকে قَطْعًا অকাট্যভাবে كَاِجْمَاعِهِمْ পূর্ববর্তীদের ইজমার ন্যায় عَلَى كَوْنِ الْقُرْاٰنِ পবিত্র কুরআন হওয়ার বিষয়ে كِتَابَ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার কিতাব وَفَرْضِيَّةُ এবং ফরজ হওয়া الصَّلٰوةِ নামাজ وَغَيْرِهَا এবং অন্যান্য বিধিবিধান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالدَّاعِىْ اِلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَبِيْعُوا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে خَبَرِ وَاحِدٍ -এর উপর ভিত্তি করে ইজমা সংঘটিত হওয়ার উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মত অনুযায়ী ইজমার জন্য কোনো (আহ্বানকারী) বর্তমান থাকা পূর্বশর্ত। গ্রন্থকার (র.)-ও একে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ইজমার জন্য دَاعِىْ বা আহ্বানকারী থাকা জরুরি। আর এ আহ্বানকারী কোনো কোনো সময় خَبَرِ وَاحِدٍ হতে পারে। আবার কদাচিৎ কিয়াসও হতে পারে। যে اِجْمَاعْ -এর জন্য خَبَرِ وَاحِدٍ (আহ্বানকারী) হয়ে থাকে, তার উদাহরণ এই যে, নবী করীম ﷺ হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হতে নিষেধ করেছেন। যেমন– মেশকাত শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ অর্থাৎ কেউ যদি কোনো খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে, তাহলে এটা কবজ করার পূর্বে যেন বিক্রয় না করে।–(বুখারী ও মুসলিম) অতঃপর এটার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণ একমত হয়ে গেছেন যে, হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। আর কিয়াসের উপর ভিত্তি করে ইজমা সংঘটিত হওয়ার উদাহরণ এই যে, হাদীসের মধ্যে ষষ্ঠ বস্তু তথা স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, লবণ ও খেজুরের মধ্যে رِبٰوا-কে হারাম করা হয়েছে। এদের উপর কিয়াস করে আলিমগণ চাউলের মধ্যেও رِبٰوا -কে হারাম করেছেন এবং উক্ত হুরমতের উপর ফকীহগণের ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِىْ قَوْلِهِ قَدْ يَكُوْنُ اِشَارَةٌ اِلَى اَنَّ الدَّاعِىَ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে কিতাবুল্লাহ ইজমার ভিত্তি হওয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) ইতঃপূর্বে বলেছেন– وَالدَّاعِىْ قَدْ يَكُوْنُ الخ প্রকাশ থাকে যে, قَدْ যখন مَاضِىْ -এর উপর আসে তখন এটা তাকীদের অর্থ প্রদান করে। আর قَدْ যখন مُضَارِعْ -এর উপর আসে তখন تَقْلِيْل অর্থাৎ কদাচিতের অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং তাঁর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ইজমার دَاعِىْ কখনো خَبَرِ وَاحِدٍ হয় আবার কখনো কিয়াস হয়, আর কখনো অন্য কিছু হয়। সুতরাং অন্য কিছু হলো কিতাবুল্লাহ। যেমন আল্লাহর বাণী– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ (তোমাদের উপর তোমাদের মা এবং কন্যাদেরকে হারাম করা হলো)। এর উপর ভিত্তি করে মুজতাহিদগণ ইজমা করেছেন যে, جَدَّاتْ অর্থাৎ নানী এবং بَنَاتُ الْبَنَاتِ অর্থাৎ কন্যাদের কন্যাকে বিবাহ করা হারাম।

অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে মাশহুরার বর্তমানে ইজমার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং পরিভাষায় অনুরূপ ইজমা অনর্থক হবে। কেননা, এটা তখন শুধু তাকীদকে সাব্যস্ত করবে। যেমন– একই ব্যাপারে একাধিক পরস্পর সহযোগী نَصّ বিদ্যমান থাকে, তবে তাকীদ মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ وَاِذَا انْتَقَلَ اِلَيْنَا اِجْمَاعُ السَّلَفِ الخ -এর আলোচনা : এখানে ইজমার বর্ণনা পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ইজমা দু'ভাবে বর্ণিত হতে পারে। ১. مُتَوَاتِرْ -এর পদ্ধতিতে। অর্থাৎ سَلَفْ صَالِحِيْن যে বিষয়ে اِجْمَاعْ করেছেন তা প্রত্যেক যুগে একই পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে আমাদের নিকট পৌছেছে। কাজেই এটা خَبَرِ مُتَوَاتِرْ -এর হুকুমভুক্ত হবে এবং ইলিম ও আমল উভয়কে ওয়াজিবকারী হবে। ২. اٰحَادْ হিসেবে বর্ণিত হবে। অর্থাৎ سَلَفْ صَالِحِيْن -এর মাধ্যমে যে ইজমা সংঘটিত হয়েছে তা প্রত্যেক যুগে خَبَرِ وَاحِدٍ -এর পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে আমাদের নিকট পৌছবে। সুতরাং এটা خَبَرِ وَاحِدٍ -এর হুকুমভুক্ত হবে এবং আমলকে ওয়াজিব করবে; কিন্তু ইলমে ইয়াকীনকে ওয়াজিব করবে না। কাজেই এটা دَلِيْل ظَنِّىْ (ধারণামূলক দলিল) হবে دَلِيْل قَطْعِىْ (অকাট্য দলিল) হবে না।

وَاِذَا انْتَقَلَ اِلَيْنَا بِالْاَفْرَادِ كَانَ كَنَقْلِ السُّنَّةِ بِالْاٰحَادِ فَاِنَّهٗ يُوْجِبُ الْعَمَلَ دُوْنَ الْعِلْمِ مِثْلُ خَبَرِ الْاٰحَادِ كَقَوْلِ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيْ اِجْتَمَعَ الصَّحَابَةُ عَلٰى مُحَافَظَةِ الْاَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَتَحْرِيْمِ نِكَاحِ الْاُخْتِ فِيْ عِدَّةِ الْاُخْتِ وَتَوْكِيْدِ الْمَهْرِ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيْحَةِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِتَمْثِيْلِهٖ بِالْحَدِيْثِ الْمَشْهُوْرِ اِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ اِلَّا بِعَدَمِ اِشْتِهَارِهٖ فِيْ قَرْنِ الصَّحَابَةِ وَهٰذَا لَمْ يَسْتَقِمْ هٰهُنَا لِاَنَّ الْاِجْمَاعَ لَمْ يَكُنْ فِيْ زَمَنِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنَّمَا يَكُوْنُ فِيْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ فَبَعْدَهٗ لَيْسَ اِلَّا اٰحَادٌ اَوْ مُتَوَاتِرٌ ثُمَّ هُوَ عَلٰى مَرَاتِبَ اَيِ الْاِجْمَاعُ فِيْ نَفْسِهٖ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ نَقْلِهٖ لَهٗ مَرَاتِبُ فِي الْقُوَّةِ وَالضُّعْفِ وَالْيَقِيْنِ وَالظَّنِّ فَالْاَقْوٰى اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ نَصًّا مِثْلُ اَنْ يَقُوْلُوْا جَمِيْعًا اَجْمَعْنَا عَلٰى كَذَا فَاِنَّهٗ مِثْلُ الْاٰيَةِ وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ حَتّٰى يُكَفَّرَ جَاحِدُهٗ وَمِنْهُ الْاِجْمَاعُ عَلٰى خِلَافَةِ اَبِيْ بَكْرٍ (رض) ثُمَّ الَّذِيْ نَصَّ الْبَعْضُ وَسَكَتَ الْبَاقُوْنَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُوَ الْمُسَمّٰى بِالْاِجْمَاعِ السُّكُوْتِيْ وَلَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهٗ وَاِنْ كَانَ مِنَ الْاَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ ـ

সরল অনুবাদ : **আর যদি পূর্ববর্তীদের ইজমা احاد -এর মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে, তাহলে তা খবরে ওয়াহিদের উদ্ধৃতির অনুরূপ হবে।** অর্থাৎ খবরে ওয়াহিদের ন্যায় এটার উপর আমল ওয়াজিব হবে, কিন্তু প্রত্যয়মূলক জ্ঞান অর্জিত হবে না। যেমন- উবায়দা সালমানী-এর এই কাওল যে, সাহাবায়ে কেরাম জোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত সর্বদা আদায় করা, এক বোনের ইদ্দতের মধ্যে অন্য বোনের সাথে বিবাহ হারাম হওয়া এবং পূর্ণাঙ্গ নির্জনবাস দ্বারা সম্পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হওয়া-এর উপর ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর গ্রন্থকার (র.) ইজমার উদ্ধৃতি প্রদান প্রসঙ্গে মাশহুর হাদীস দ্বারা উদাহরণ পেশ করেননি। কারণ, মাশহুর ও মুতাওয়াতির-এর মধ্যে শুধু এটুকুই পার্থক্য যে, মাশহুর সেই হাদীসকে বলা হয়, যা সাহাবীদের যুগে প্রসিদ্ধির স্তরে উপনীত হতে পারেনি। অবশ্য এটার পর প্রত্যেক যুগেই মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে উদ্ধৃত হয়ে আসছে। আর ইজমার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে এ অবস্থা সম্ভবই নয়। কারণ, নবী করীম ﷺ -এর জমানায় তো ইজমা ছিলই না। সাহাবীদের যুগে অথবা তদপরবর্তী যুগেই ইজমা সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যুগের ইজমা উদ্ধৃত করার মাত্র দু'টি পন্থাই হতে পারে- **এক.** اٰحَادْ -এর মাধ্যমে অথবা **দুই.** تَوَاتُرْ -এর পদ্ধতিতে। (মাশহুর-এর মাধ্যমে উদ্ধৃতির কোনো অবকাশই নেই।) **আবার ইজমার কয়েকটি স্তর রয়েছে।** অর্থাৎ উদ্ধৃতির ব্যাপারে বিবেচনা না করে স্বয়ং ইজমার জন্য শক্তি ও দুর্বলতা, প্রত্যয় ও সংশয়ের বিচারে কয়েকটি স্তর রয়েছে। ১. **সর্বাধিক শক্তিশালী ইজমা তা-ই, যা সকল সাহাবীর প্রকাশ্য উক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত ঐকমত্য দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।** উদাহরণস্বরূপ, যেমন তাঁরা সকলে সম্মিলিতভাবে বলবেন- اَجْمَعْنَا عَلٰى كَذَا এরূপ **ইজমা নিঃসন্দেহে কুরআনের আয়াত ও খবরে মুতাওয়াতির-এরই মতো।** এমনকি এর অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফত সম্পর্কে সংঘটিত ইজমা এ প্রকার ইজমারই শ্রেণীভুক্ত। ২. **অতঃপর সেই ইজমা যদসম্পর্কে কোনো কোনো সাহাবী প্রকাশ্য উক্তির মাধ্যমে যে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন এবং অবশিষ্টগণ নিশ্চুপ থেকেছেন।** তাকেই ইজমায়ে সুকূতী বা নীরবতামূলক ইজমা নামে অভিহিত করা হয়। এ প্রকার ইজমা যদিও অকাট্য দলিলেরই শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু তার অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِذَا انْتَقَلَ আর যদি পূর্ববর্তী ইজমা পৌঁছে اِلَيْنَا আমাদের নিকট بِالْاَفْرَادِ আহাদের মাধ্যমে كَانَ তাহলে তা হবে كَنَقْلِ السُّنَّةِ সে হাদীসের উদ্ধৃতির ন্যায় হবে بِالْاٰحَادِ যা খবরে ওয়াহিদ فَاِنَّهٗ يُوْجِبُ এটা ওয়াজিব করবে الْعَمَلَ আমলকে دُوْنَ الْعِلْمِ কিন্তু প্রত্যয়ীমূলক জ্ঞান অর্জিত হবে না مِثْلُ خَبَرِ الْاٰحَادِ খবরে ওয়াহিদের ন্যায় كَقَوْلِ যেমনি কাওল عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيْ ওবাইদা সালমানীর اِجْتَمَعَ الصَّحَابَةُ সাহাবায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন عَلٰى مُحَافَظَةِ সর্বদা আদায় করা الْاَرْبَعِ চার রাকআত قَبْلَ الظُّهْرِ জোহরের পূর্বে وَتَحْرِيْمِ হারাম হওয়া نِكَاحِ বিবাহ الْاُخْتِ এক বোনকে فِيْ عِدَّةِ الْاُخْتِ অপর বোনের ইদ্দতের মধ্যে وَتَوْكِيْدِ এবং ওয়াজিব হওয়া الْمَهْرِ মোহর بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيْحَةِ পূর্ণাঙ্গ নির্জনবাস দ্বারা وَلَمْ يَتَعَرَّضْ আর গ্রন্থকার পেশ করেননি لِتَمْثِيْلِهٖ তার উদাহরণ প্রসঙ্গে بِالْحَدِيْثِ الْمَشْهُوْرِ হাদীসে মাশহুর দ্বারা اِذْ لَا فَرْقَ কেননা, কোনো পার্থক্য

নেই بَيْنَهٗ মাশহুরের মাঝে وَبَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ এবং মুতাওয়াতিরের মাঝে اِلَّا بِعَدَمِ শুধু মাশহুর হতে পারেনি اِشْتِهَارِهٖ প্রসিদ্ধির স্তরে فِىْ
قَرْنِ যুগে الصَّحَابَةِ সাহাবীদের وَهٰذَا আর এ অবস্থা لَمْ يَسْتَقِمْ ইজমার ক্ষেত্রে সম্ভব নয় هٰهُنَا এ স্থানে لِاَنَّ الْاِجْمَاعَ কেননা, ইজমা
لَمْ يَكُنْ ছিল না فِىْ زَمَنِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর জমানায় وَاِنَّمَا يَكُوْنُ ইজমা সংঘটিত হয়েছে فِىْ زَمَنِ
الصَّحَابَةِ সাহাবীদের যুগে فَبَعْدَهٗ সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যুগের ইজমা لَيْسَ اِلَّا اٰحَادًا আহাদ ব্যতীত আর কিছুই হতে
পারে না اَوْ مُتَوَاتِرًا অথবা মুতাওয়াতির ثُمَّ هُوَ এরপর এ ইজমার রয়েছে عَلٰى مَرَاتِبَ কতগুলো স্তর اَىْ অর্থাৎ الْاِجْمَاعُ فِىْ نَفْسِهٖ
স্বয়ং ইজমার জন্য مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ বিবেচনা না করে عَنْ نَقْلِهٖ لَهٗ তার উদ্ধৃতির ব্যাপারে مَرَاتِبُ কয়েকটি স্তর রয়েছে فِى الْقُوَّةِ
শক্তির বিচারে وَالضُّعْفِ দুর্বলতা وَالْيَقِيْنِ প্রত্যয় وَالظَّنِّ এবং সংশয়ের বিচারে فَالْاَقْوٰى কাজেই সর্বাধিক শক্তিমান ইজমা হচ্ছে
اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ সাহাবায়ে কেরামের ইজমা نَصًّا যা প্রকাশ্য উক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে مِثْلُ উদাহরণ স্বরূপ اَنْ يَقُوْلُوْا তারা
বলবেন جَمِيْعًا সকলেই সম্মিলিতভাবে اَجْمَعْنَا আমরা একমত পোষণ করলাম عَلٰى كَذَا এ বিষয়ের উপর فَاِنَّهٗ নিশ্চয়ই এটা مِثْلُ
الْاٰيَةِ কুরআনের আয়াতের মতো وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ এবং খবরে মুতাওয়াতিরের حَتّٰى يُكَفَّرَ এমনকি কাফির আখ্যায়িত করা যাবে
جَاحِدُهٗ এর অস্বীকারকারীকে وَمِنْهُ আর এরূপ ইজমার অন্তর্ভুক্ত হলো الْاِجْمَاعُ (সাহাবীদের) ইজমা গ্রহণ করা عَلٰى প্রতি, উপর
خِلَافَةِ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফত ثُمَّ অতঃপর نَصَّ الْبَعْضُ الَّذِىْ যা একদল (সাহাবী) বক্তব্য দেন বা
একমত হন وَسَكَتَ এবং চুপ ছিলেন الْبَاقُوْنَ অন্যরা (অন্যান্য সাহাবীগণ) مِنَ الصَّحَابَةِ সাহাবীদের থেকে (অন্যান্য সাহাবীগণ) وَهُوَ
আর তা الْمُسَمّٰى নামকরণ করা হয় بِالْاِجْمَاعِ السُّكُوْتِىِّ ইজমায়ে সুকূতী বলে وَلَا يُكَفَّرُ আর কাফির বলা হবে না جَاحِدُهٗ তা
অস্বীকারকারীকে وَاِنْ كَانَ যদিও তা শ্রেণীভুক্ত مِنَ الْاَدِلَّةِ দলিলের الْقَطْعِيَّةِ অকাট্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِتَمْثِيْلِهٖ بِالْحَدِيْثِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ইজমার বর্ণনায় খবরে মাশহুরের উপমা না থাকা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) ইজমার نَقْل বা বর্ণনা পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে خَبَرِ مُتَوَاتِرْ এবং خَبَرِ وَاحِدْ -এর সাথে একে তুলনা করেছেন; কিন্তু خَبَرِ مَشْهُوْر -এর সাথে এর কোনো উপমা পেশ করেননি। এর কারণ এই যে, মূলত خَبَرِ مُتَوَاتِرْ ও خَبَرِ مَشْهُوْر একই শ্রেণীভুক্ত। এদের মধ্যে কেবল এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, خَبَرِ مَشْهُوْر সাহাবীগণের যুগে مُتَوَاتِرْ -এর পর্যায়ে পৌঁছেনি, আর متواتر সাহাবীগণ (রা.)-এর যুগেই شُهْرَتْ -এর পর্যায়ে পৌঁছেছে। অন্যথায় সাহাবী পরবর্তী যুগে خَبَرِ مَشْهُوْر মূলত خَبَرِ مُتَوَاتِرْ -এর পদ্ধতিতেই বর্ণিত হয়েছে। আর ইজমার ক্ষেত্রে অনুরূপ পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। কেননা, নবী করীম ﷺ -এর যুগে কোনো ইজমা হয়নি। ইজমার ধারা চালু হয়েছে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং তৎপরবর্তী যুগে। কাজেই এটা বর্ণনার শুধু দু'টি পদ্ধতি হতে পারে– এক. متواتر এবং দুই. احاد।

قَوْلُهٗ ثُمَّ هُوَ عَلٰى مَرَاتِبَ الخ **-এর আলোচনা :** গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে ইজমার مَرَاتِبُ বা স্তর বিন্যাসের বর্ণনা করেছেন। পূর্বে ইজমার যে শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করা হয়েছে তা এর বর্ণনাগত দিকের বিবেচনায় করা হয়েছে। আর এখানে মূল ইজমা সবল ও দুর্বল প্রত্যয়পূর্ণ ও সংশয়পূর্ণ হওয়ার দিক বিচারে কয় স্তরে বিভক্ত হতে পারে তা আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) ইজমার বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করেছেন।

এক. ইজমার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো সেই ইজমা, যার উপর সাহাবীগণ স্পষ্ট ভাষায় একমত হয়েছেন। যেমন তাঁরা বলেছেন– اَجْمَعْنَا عَلٰى كَذَا অর্থাৎ আমরা এর উপর একমত হলাম। এরূপ ইজমা কুরআনের আয়াত এবং خَبَرِ مُتَوَاتِرْ -এর ন্যায় শক্তিশালী ও অকাট্য। এটার অস্বীকারকারীকে নিঃসন্দেহে কাফির নামে আখ্যায়িত করা হবে। যেমন– সাহাবীগণ হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতের ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন।

দুই. দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে সেই ইজমার স্থান– যার উপর একদল সাহাবী একমত হয়েছেন এবং অপরদল নীরবতা অবলম্বন করেছেন। একে اِجْمَاعِ سُكُوْتِىْ বলে। যেমন– যাকাত দানে অস্বীকৃতিকারীদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে (হযরত আবূ বকর (রা.)-এর যুগে) সাহাবীগণ (রা.) একমত হয়েছিলেন। কেননা, অধিকাংশ সাহাবী (রা.) মৌখিকভাবে যুদ্ধকে সমর্থন দিয়েছেন এবং অন্যান্যগণ নীরব সম্মতি দান করেছেন। এটা অস্বীকারকারীকে পথভ্রষ্ট বলা যেতে পারে; কিন্তু কাফির বলা যাবে না। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.) এর বিরোধিতা করেছেন। অবশ্য اِجْمَاعِ سُكُوْتِىْ -ও অকাট্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

ثُمَّ اِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ اَىْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ مِنْ اَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ عَلٰى حُكْمٍ لَمْ يَظْهَرْ فِيْهِ خِلَافُ مَنْ سَبَقَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ يُفِيْدُ الطُّمَانِيْنَةَ دُوْنَ الْيَقِيْنِ ثُمَّ اِجْمَاعُهُمْ عَلٰى قَوْلٍ سَبَقَهُمْ فِيْهِ مُخَالِفٌ يَعْنِىْ اِخْتَلَفُوْا اَوَّلًا عَلٰى قَوْلَيْنِ ثُمَّ اَجْمَعَ مَنْ بَعْدَهُمْ عَلٰى قَوْلٍ وَاحِدٍ فَهٰذَا دُوْنَ الْكُلِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ يُوْجِبُ الْعَمَلَ دُوْنَ الْعِلْمِ وَيَكُوْنُ مُقَدَّمًا عَلَى الْقِيَاسِ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْاُمَّةُ اِذَا اخْتَلَفُوْا فِىْ مَسْأَلَةٍ فِىْ اَىِّ عَصْرٍ كَانَ عَلٰى اَقْوَالٍ كَانَ اِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلٰى اَنَّ مَا عَدَاهَا بَاطِلٌ وَلَا يَجُوْزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ اِحْدَاثُ قَوْلٍ اٰخَرَ كَمَا فِى الْحَامِلِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا قِيْلَ تَعْتَدُّ بِعِدَّةِ الْحَامِلِ وَقِيْلَ بِاَبْعَدِ الْاَجَلَيْنِ وَلَا يَجُوْزُ اَنْ تَعْتَدَّ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ اِذَا لَمْ تَكُنْ اَبْعَدَ الْاَجَلَيْنِ وَقِيْلَ هٰذَا فِى الصَّحَابَةِ خَاصَّةً اَىْ بُطْلَانُ الْقَوْلِ الثَّالِثِ فِى الصَّحَابَةِ فَقَطْ فَاِنَّهُمْ اِنِ اخْتَلَفُوْا عَلٰى قَوْلَيْنِ كَانَ اِجْمَاعًا عَلٰى بُطْلَانِ الْقَوْلِ الثَّالِثِ دُوْنَ سَائِرِ الْاُمَّةِ ـ

সরল অনুবাদ : ৩. তারপর সাহাবায়ে **কেরামের পরবর্তীগণের ইজমা** অর্থাৎ সাহাবীদের পরবর্তী প্রত্যেক যুগের লোকজনদের ইজমা **এমন হুকুমের ব্যাপারে, যে ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের কোনো মতপার্থক্য প্রকাশ পায়নি।** অর্থাৎ সাহাবীদের মধ্য হতে কারো কোনো মতপার্থক্য প্রকাশ পায়নি। এ প্রকার ইজমা খবরে মাশহুরেরই হুকুমভুক্ত, যা স্বস্তিমূলক জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে; কিন্তু প্রত্যয়ীমূলক জ্ঞানের ফায়দা প্রদান করে না। ৪. **অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তীগণ কর্তৃক এমন কাওলের উপর ঐকমত্য পোষণ করা যে, যে ব্যাপারে সাহাবীদের যুগে মতপার্থক্য বিদ্যমান ছিল।** অর্থাৎ কোনো হুকুমের ব্যাপারে প্রথমত দু'টি কাওলের উপর মতভেদ ছিল। অতঃপর পরবর্তীগণ তন্মধ্য হতে একটি কাওলের উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ প্রকার ইজমা মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বনিম্ন স্তরের। অর্থাৎ এটা খবরে ওয়াহিদেরই হুকুমভুক্ত যা আমলকে ওয়াজিব করে, কিন্তু প্রত্যয়ীমূলক জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে না। অবশ্য এটা কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য হবে, যদ্রূপ খবরে ওয়াহিদ কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। **আর উম্মত যখন মতপার্থক্য করেন** কোনো একটি মাসআলা প্রসঙ্গে তা যে কোনো জমানায়ই হোক না কেন **কয়েকটি কাওলের উপর, তখন একেও এ ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত করা হবে যে, এ কাওল কয়টি ব্যতীত অন্য কোনো কওল গ্রহণ করা বাতিল** এবং পরবর্তীগণের জন্য অন্য কোনো নতুন কাওল সৃষ্টি করা জায়েজ হবে না। যেমন– সে মহিলাটি যাকে তার স্বামী গর্ভবতী অবস্থায় রেখে মারা গেছে, তার সম্পর্কে পূর্ববর্তীদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান ছিল। কেউ কেউ মনে করতেন যে, তাকে প্রসবের ইদ্দত পালন করতে হবে। আবার কেউ কেউ মনে করতেন যে, তাকে ওফাতের ইদ্দত ও বাচ্চা প্রসবের ইদ্দতের মধ্য হতে যেটির ইদ্দত অধিকতর দীর্ঘ হবে, সেটিই পালন করতে হবে। এমতাবস্থায় এখন আর কারো জন্য এটা জায়েজ নয় যে, তৃতীয় আরেকটি কাওল সৃষ্টি করে নিবে এবং বলবে যে, ঐ মহিলাটিকে ওফাতের ইদ্দত পালন করতে হবে, যদিও তা اَبْعَدُ الْاَجَلَيْنِ না-ই হয়। **আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এ ধরনের ইজমার বিবেচনা শুধু সাহাবীদের মতপার্থক্যপূর্ণ কাওলের সাথেই নির্দিষ্ট।** অর্থাৎ তৃতীয় কাওল এখতিয়ার করা বাতিল হওয়া– এটা শুধু সাহাবীদের সাথেই নির্দিষ্ট। অর্থাৎ সাহাবীগণ যদি দু'টি কাওলের মধ্যে মতপার্থক্য করেন, তখন এরূপ অবস্থায় এটাই ইজমা হিসেবে সাব্যস্ত হবে যে, তৃতীয় আরেকটি কাওল সৃষ্টি করা বাতিল। অন্যান্য সমগ্র উম্মতের বেলায় এ হুকুম প্রযোজ্য নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ اِجْمَاعُ তারপর ইজমা مَنْ بَعْدَهُمْ সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তীগণের اَىْ অর্থাৎ بَعْدَ الصَّحَابَةِ সাহাবীদের পরবর্তী مِنْ اَهْلِ লোকজনের كُلِّ عَصْرٍ প্রত্যেক যুগের عَلٰى حُكْمٍ এমন হুকুমের ব্যাপারে لَمْ يَظْهَرْ فِيْهِ যাতে প্রকাশ পায়নি خِلَافُ মতপার্থক্য مَنْ سَبَقَهُمْ পূর্ববর্তীদের مِنَ الصَّحَابَةِ সাহাবায়ে কেরামের فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ এটা স্থলাভিষিক্ত বা হুকুমভুক্ত الْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ খবরে মাশহুরের يُفِيْدُ যা উপকারিতা প্রদান করে الطُّمَانِيْنَةَ প্রশান্তিমূলক জ্ঞানের دُوْنَ الْيَقِيْنِ প্রত্যয়ীমূলক জ্ঞানের উপকারিতা দেয় না ثُمَّ اِجْمَاعُهُمْ তারপর তাদের ইজমা عَلٰى قَوْلٍ এমন কাওলের উপর سَبَقَهُمْ فِيْهِ যার উপর সাহাবীদের যুগে ছিল مُخَالِفٌ মতপার্থক্য يَعْنِىْ অর্থাৎ اِخْتَلَفُوْا সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন اَوَّلًا প্রথমত عَلٰى قَوْلَيْنِ দু'টি কাওলের উপর ثُمَّ اَجْمَعَ তারপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন مَنْ بَعْدَهُمْ পরবর্তীগণ عَلٰى قَوْلٍ وَاحِدٍ একটি কাওলের উপর فَهٰذَا دُوْنَ الْكُلِّ এ প্রকারের

ইজমা মর্যাদার দিক থেকে সর্বনিম্ন স্তরের فَهُوَ এটা بِمَنْزِلَةِ হুকুমে خَبَرِ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহিদের يُوْجِبُ যা ওয়াজিব করে الْعَمَلَ আমলকে دُوْنَ الْعِلْمِ প্রত্যয়ীমূলক ইলমকে ওয়াজিব করে না وَيَكُوْنُ مُقَدَّمًا তবে এটা অগ্রগণ্য হবে عَلَى الْقِيَاسِ কিয়াসের উপর كَخَبَرِ الْوَاحِدِ যেমনি খবরে ওয়াহিদ কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য। وَالْاُمَّةُ اِذَا আর উম্মত যখন اخْتَلَفُوْا মতপার্থক্য করেন فِىْ مَسْأَلَةٍ কোনো একটি মাসআলা প্রসঙ্গে كَانَ فِىْ اَيِّ عَصْرٍ তা যে কোনো যুগেই হোক না কেন عَلٰى اَقْوَالٍ কয়েকটি কাওলের উপর كَانَ اِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلٰى তখন একেও এ ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত করা হবে যে اَنَّ مَا عَدَاهَا এ কয়টি কাওল ব্যতীত অন্যগুলো بَاطِلٌ বাতিল كَمَا এবং জায়েজ হবে না وَلَا يَجُوْزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ পরবর্তীগণের জন্য اِحْدَاثُ সৃষ্টি করা قَوْلٍ اٰخَرَ অন্য কোনো নতুন কাওল যেমন (উদাহরণস্বরূপ) فِى الْحَامِلِ গর্ভধারণকারিণী সম্পর্কে الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا যার থেকে (তার গর্ভাবস্থায়ই) মারা গেছে زَوْجُهَا তার স্বামী وَقِيْلَ কেউ কেউ বলেছেন تَعْتَدُّ সে মহিলা ইদ্দত পালন করবে بِعِدَّةِ الْحَامِلِ গর্ভ খালাস পর্যন্ত زَوْجُهَا তাঁর স্বামী قِيْلَ কেউ কেউ বলেছেন بِاَبْعَدِ الْاَجَلَيْنِ দূরবর্তী ইদ্দত (অর্থাৎ মৃত্যুর ইদ্দত যা চার মাস দশ দিন এবং গর্ভ খালাস হওয়া এ দু'টির মধ্যে যেটি দীর্ঘতম হবে তা-ই তার ইদ্দত হিসেবে গণ্য হবে) وَلَا يَجُوْزُ আর জায়েজ হবে না اَنْ تَعْتَدَّ যে ইদ্দত পালন করবে بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ মৃত্যুর ইদ্দত দ্বারা। اِذَا যদি لَمْ تَكُنْ তা না হয় اَبْعَدَ الْاَجَلَيْنِ দীর্ঘতম ইদ্দত وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন هٰذَا এটা (ইজমা) فِى الصَّحَابَةِ সাহাবীদের বেলায় خَاصَّةً বিশেষভাবে اَيْ অর্থাৎ بُطْلَانُ বাতিল হওয়া الْقَوْلِ الثَّالِثِ তৃতীয় অভিমত الصَّحَابَةِ সাহাবীদের মধ্যেই فَقَطْ সীমিত, প্রযোজ্য বটে فَاِنَّهُمْ নিশ্চয়ই তাঁরা اِنِ اخْتَلَفُوْا যদি মতবিরোধ করে থাকেন عَلٰى قَوْلَيْنِ দু'টি অভিমতের উপর كَانَ اِجْمَاعًا তাহলে তা ইজমা হিসেবে গণ্য হবে عَلٰى بُطْلَانِ বাতিল হওয়ার পর الْقَوْلِ الثَّالِثِ তৃতীয় অভিমতের دُوْنَ এ হুকুম প্রযোজ্য নয় سَائِرِ الْاُمَّةِ সকল উম্মতের বেলায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْاُمَّةُ اِذَا اخْتَلَفُوْا فِىْ مَسْأَلَةٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে যুগ্ম ইজমা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, কোনো এক যুগের মুজতাহিদগণ যদি কোনো মাসআলায় কয়েকটি সীমিত قَوْل (মত)-এর সাথে মতবিরোধ করে থাকেন। অর্থাৎ তাদের মতাবিরোধ যদি কয়েকটি قَوْل -এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে থাকে, তাহলে পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য নতুন একটি قَوْل -এর সৃষ্টি করা জায়েজ হবে না; বরং পূর্ববর্তী قَوْل সমূহের যে কোনো একটিকে গ্রহণ করা তাদের জন্য ওয়াজিব হবে এবং উপরিউক্ত قَوْل সমূহের মধ্যে তাদের ইজমা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

যেমন যে মহিলার স্বামী মারা গেছে এমতাবস্থায় যে, সে গর্ভবতী তাহলে তার ইদ্দত কি হবে? এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আর এ মতবিরোধ দু'টি قَوْل -এর মধ্যে সীমিত ছিল।

এক. উক্ত মহিলা তার গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। এটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ওমর (রা.) ও একদল সাহাবীর মাযহাব। আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র.) একেই গ্রহণ করেছেন।

দুই. অন্য একদল সাহাবীর মতে তার ইদ্দত হবে গর্ভ খালাস হওয়া ও মৃত্যুর ইদ্দত তথা চার মাস দশ দিনের মধ্যে যা দীর্ঘতর হয় তা। সুতরাং পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য এ ব্যাপারে তৃতীয় আরেকটি মাযহাব গ্রহণ জায়েজ হবে না। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, অনুরূপ ইজমা সাহাবীগণ (রা.)-এর জন্যই খাস। অর্থাৎ সাহাবীগণ (রা.) যদি কয়েকটি মতে বিভক্ত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তীদেরকে এদের মধ্য হতে একটিকে গ্রহণ করতে হবে। তারা নতুন কোনো মাযহাব সৃষ্টি করতে পারবে না। তবে তাবেয়ী বা অন্য কোনো যুগের লোকেরা অনুরূপ কয়েকমত পোষণ করে থাকলে পরবর্তীদের জন্য নতুন মাযহাব গ্রহণ জায়েজ হবে।

وَلٰكِنَّ الْحَقَّ اَنَّ بُطْلَانَ الْقَوْلِ الثَّالِثِ مُطْلَقٌ يَجْرِىْ فِىْ اِخْتِلَافِ كُلِّ عَصْرٍ وَهٰذَا يُسَمّٰى اِجْمَاعًا مُرَكَّبًا لِاَنَّهٗ نَشَأَ مِنْ اِخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ اَقْسَامٌ قِسْمٌ مِنْهَا يُسَمّٰى بِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ وَقَدْ بَيَّنَهَا صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ بِمَا لَا يُتَصَوَّرُ الْمَزِيْدُ عَلَيْهِ وَعِنْدِىْ اِنَّ هٰذَا الْاَصْلَ هُوَ الْمَنْشَأُ لِاِنْحِصَارِ الْمَذَاهِبِ فِى الْاَرْبَعَةِ وَبُطْلَانِ الْخَامِسِ الْمُسْتَحْدَثِ وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ اَنَّهٗ اِنْ اُرِيْدَ بِالْاِخْتِلَافِ الْاِخْتِلَافَ مُشَافَهَةً فِىْ زَمَانٍ وَاحِدٍ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) وَاَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (رحـ) بَاطِلًا حِيْنَ اخْتَلَفَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) مَعَ مَالِكٍ (رحـ) فِىْ زَمَانٍ وَاحِدٍ وَاِنْ اُرِيْدَ بِالْاِخْتِلَافِ اَعَمَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ فِىْ زَمَانٍ وَاحِدٍ اَمْ لَا فَكَيْفَ لَا يُعْتَبَرُ اِخْتِلَافُنَا كَمَا اعْتُبِرَ اِخْتِلَافُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) وَاَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (رحـ) وَالْجَوَابُ عَنْهُ صَعْبٌ وَقَدْ بَالَغْتُ فِىْ تَحْقِيْقِهٖ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىِّ وَبَذَلْتُ جُهْدِىْ وَطَاقَتِىْ فِيْهِ وَلَمْ يَسْبِقْنِىْ اِلٰى مِثْلِهٖ اَحَدٌ فَطَالِعْهُ اِنْ شِئْتَ ـ

সরল অনুবাদ : কিন্তু হক কথা এই যে, তৃতীয় কাওল বাতিল হওয়া এটা মুতলাক হুকুম, প্রত্যেক যুগের মতপার্থক্যের বেলায়ই তা প্রযোজ্য হবে। একে ইজমায়ে মুরাক্কাব বা যৌগিক ইজমা বলা হয়। কেননা, তা দু'টি কাওলের মতপার্থক্য দ্বারা তারকীব লাভ করে সংঘটিত হয়েছে। এর কয়েকটি প্রকার রয়েছে। তন্মধ্য হতে এক প্রকারকে عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ নামে নামকরণ করা হয়েছে। 'তাওযীহ' গ্রন্থকার এ প্রকারসমূহকে এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তদপেক্ষা বেশি ব্যাখ্যার আর আশা করা যায় না। (ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে,) আমার মতে মাযহাবসমূহ চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া এবং পঞ্চম নতুন মাযহাব বাতিল হওয়ার ধারণা এ ইজমায়ে মুরাক্কাবের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উক্ত আকীদার উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, ইজমায়ে মুরাক্কাবের সংজ্ঞায় মতপার্থক্য দ্বারা যদি একই যুগের মুজতাহিদগণের মতপার্থক্য উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাযহাবও বাতিল হওয়া আবশ্যক হয়। কেননা, তাঁদের পূর্বে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালিক (র.) একই যুগে পরস্পর মতপার্থক্য করেছিলেন এবং তাঁদের মতপার্থক্য দ্বারা ইজমায়ে মুরাক্কাব সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। (যার পর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর কাওল ইজমার বিপরীত হওয়ার ভিত্তিতে বাতিল সাব্যস্ত হওয়া উচিত।) আর যদি মতপার্থক্যের মধ্যে একই যুগের মুজতাহিদগণের মতপার্থক্য উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কি কারণে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতপার্থক্য গ্রহণযোগ্য হবে, আর আমাদের এখতেলাফ গ্রহণযোগ্য হবে না? এ আপত্তির জবাব অত্যন্ত কঠিন। অবশ্য আমি তাফসীরে আহমদী-এর মধ্যে এটার তাহকীক ও ব্যাখ্যায় পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করেছি। আমার পূর্বে অনুরূপ দৃষ্টান্ত কেউ স্থাপন করতে সক্ষম হননি। তোমার ইচ্ছা হলে তা পাঠ করতে পার।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلٰكِنَّ الْحَقَّ কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে اَنَّ بُطْلَانَ বাতিল হওয়া الْقَوْلِ الثَّالِثِ তৃতীয় কাওল مُطْلَقٌ এটা মুতলাক হুকুম يَجْرِىْ তা প্রযোজ্য হবে فِىْ اِخْتِلَافِ মতপার্থক্যের বেলায় كُلِّ عَصْرٍ প্রত্যেক যুগের وَهٰذَا يُسَمّٰى আর একে বলা হয় اِجْمَاعًا مُرَكَّبًا যৌগিক ইজমা لِاَنَّهٗ نَشَأَ কেননা, তা সংঘটিত হয়েছে مِنْ اِخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ দু'টি কাওলের মতপার্থক্যের দ্বারা وَهُوَ اَقْسَامٌ এর কয়েকটি প্রকার রয়েছে قِسْمٌ مِنْهَا তন্মধ্য হতে এক প্রকার يُسَمّٰى بِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ যাকে عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ নামে নামকরণ করা হয়েছে وَقَدْ بَيَّنَهَا আর বর্ণনা করেছেন এমন বেশি صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ তাওযীহ গ্রন্থকার بِمَا لَا يُتَصَوَّرُ যার আশা করা যায় না الْمَزِيْدُ عَلَيْهِ এর থেকে বেশি وَعِنْدِىْ আমার মতে اِنَّ هٰذَا الْاَصْلَ এ মূলনীতিই هُوَ الْمَنْشَأُ যার উপরই প্রতিষ্ঠিত لِاِنْحِصَارِ সীমাবদ্ধ হওয়া الْمَذَاهِبِ মাযহাবসমূহ فِى الْاَرْبَعَةِ চার মাযহাবের মধ্যে وَبُطْلَانِ এবং বাতিল হওয়ার ধারণা الْخَامِسِ الْمُسْتَحْدَثِ পঞ্চম নতুন মাযহাব وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ কিন্তু এর উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে اَنَّهٗ اِنْ اُرِيْدَ যদি উদ্দেশ্য হয় بِالْاِخْتِلَافِ মতপার্থক্য দ্বারা الْاِخْتِلَافَ مُشَافَهَةً মুজতাহিদগণের পারস্পরিক মতপার্থক্য فِىْ زَمَانٍ وَاحِدٍ একই যুগের فَيَنْبَغِىْ তখন আবশ্যক হবে اَنْ يَكُوْنَ হওয়া مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব وَاَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (رحـ) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাযহাব بَاطِلًا বাতিল حِيْنَ اخْتَلَفَ যখন এর পূর্বে মতপার্থক্য করেছেন اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবূ হানীফা (র.) مَعَ مَالِكٍ (رحـ) ইমাম মালিক (র.)-এর সাথে فِىْ زَمَانٍ وَاحِدٍ একই যুগে وَاِنْ اُرِيْدَ আর যদি উদ্দেশ্য হয় بِالْاِخْتِلَافِ মতপার্থক্য দ্বারা اَعَمَّ ব্যাপক হয় مِنْ اَنْ يَكُوْنَ হওয়া فِىْ زَمَانٍ وَاحِدٍ একই যুগের اَمْ لَا নাকি সকল যুগের فَكَيْفَ

তাহলে কিভাবে يُعْتَبَرُ لَا গ্রহণযোগ্য হবে না إِخْتِلَافُنَا আমাদের মতভেদ كَمَا اعْتُبِرَ যেমনি গ্রহণযোগ্য হবে إِخْتِلَافُ মতপার্থক্য الشَّافِعِيِّ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.) وَاَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (رحـ) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর وَالْجَوَابُ عَنْهُ এ আপত্তির উত্তর صَعْبٌ অত্যন্ত কঠিন وَقَدْ بَالَغْتُ আর আমি পূর্ণ চেষ্টা করেছি فِىْ تَحْقِيْقِهٖ এর ব্যাখ্যায় فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ তাফসীরে আহমদীতে وَبَذَلْتُ আর আমি ব্যয় করেছি جُهْدِىْ আমার চেষ্টা وَطَاقَتِىْ এবং শক্তি فِيْهِ তাতে وَلَمْ يَسْبِقْنِىْ اِلَى আমার পূর্বে স্থাপন করতে পারেন নি مِثْلِهٖ অনুরূপ দৃষ্টান্ত اَحَدٌ কেউই فَطَالِعْهُ তুমি পাঠ করতে পার اِنْ شِئْتَ যদি তুমি ইচ্ছা কর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّ الْحَقَّ اَنَّ بُطْلَانَ الْقَوْلِ الثَّالِثِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে إِجْمَاعٌ مُرَكَّبٌ বা যুগ্ম ইজমা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো যুগের মুজতাহিদগণ যদি একটি মাসআলায় একাধিকের সাথে মতানৈক্য করেন, তাহলে পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য ওয়াজিব হবে তন্মধ্য হতে যে কোনো একটিকে গ্রহণ করা এবং অন্য কোনো নতুন মাযহাবের সৃষ্টি করা তাদের জন্য জায়েজ হবে না। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা সাহাবীগণের যুগের জন্য খাস। আর সহীহ মত হলো, এটা সাহাবীগণ (র.)-এর যুগের জন্য খাস নয়; বরং সকল যুগের মুজতাহিদগণের জন্য এটা عَامٌ বা ব্যাপক। আর যেহেতু এটা দুই বা ততোধিক قَوْل -এর সমন্বয়ে সংঘটিত, সেহেতু এটাকে إِجْمَاعٌ مُرَكَّبٌ বা যুগ্ম ইজমা বলে।

قَوْلُهُ وَعِنْدِىْ اِنَّ هٰذَا الْاَصْلَ الخ **-এর আলোচনা :** ব্যাখ্যাকার মোল্লা জিয়ন (র.) বলেছেন যে, তাঁর মতে إِجْمَاعٌ مُرَكَّبٌ -এর উপর ভিত্তি করে মাযহাব চারটির মধ্যেই সীমিত রয়েছে এবং নতুন পঞ্চম মাযহাবের আবিষ্কার বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর তা এই যে, إِجْمَاعٌ مُرَكَّبٌ-এর সংজ্ঞায় যে মতবিরোধের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা যদি একই যুগের মুজতাহিদগণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে মাযহাব চারটি কি করে হতে পারে। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালিক (র.) দু'জনই একই যুগের মুজতাহিদ ছিলেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) ও মালিক (র.) ছিলেন পরবর্তী যুগের। কাজেই তাঁদের উভয়ের মাযহাব বাতিল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর যদি এটা দ্বারা সর্বযুগের মুজতাহিদগণ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতবিরোধ গ্রহণযোগ্য হবে– আর আমাদের মতবিরোধ গ্রহণযোগ্য হবে না কোন যুক্তিতে?

এ প্রশ্নের জবাব সত্যিই কঠিন। তাফসীরে আহমদীতে মোল্লা জিয়ন (র.) এর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মূলত একই যুগের মুজতাহিদ হওয়া বিরোধিতার জন্য শর্ত। আর বস্তুত ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহমদ (র.) তখনই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিরোধিতা করেছন যখন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অর্থাৎ মূলত তাঁরা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এরই বিরোধিতা করেছেন। অথবা মূল মতবিরোধ সাহাবীগণ (রা.)-এর মধ্যে হয়েছিল, আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) তন্মধ্য হতে একটিকে গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.) অন্যটিকে গ্রহণ করেছেন। আর প্রায়শই কোনো মাসআলায় চার ইমামের পরস্পর বিরোধী চারটি قَوْل পাওয়া যায় না; বরং দুই বা তিনটি قَوْل পাওয়া যায়, আর এক ইমাম অপর ইমামের অনুসরণ করে থাকে। প্রত্যেক মাসআলায় চার ইমামের চার قَوْل পাওয়া জরুরি নয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও অন্যান্যগণের ব্যাপারেও এ একই কথা প্রযোজ্য।

শেষকথা এই যে, মাযহাব চারটির মধ্যে সীমিত থাকা এবং উম্মত তাঁদের অনুসরণ করা এটা আল্লাহর মেহেরবানী ও বিশেষ অনুগ্রহ। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে মকবুল হয়েছে। এটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নয় এবং প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করার ব্যাপার নয়।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١- مَا هُوَ الْإِجْمَاعُ لُغَةً وَشَرْعًا ؟ وَمَا هُوَ رُكْنُ الْإِجْمَاعِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا ـ

٢- مَا مَعْنَى الْإِجْمَاعِ لُغَةً وَشَرْعًا ؟ ثُمَّ بَيِّنْ رُكْنَهُ وَشَرْطَهُ وَحُكْمَهُ؟ مُفَصَّلًا -

٣- مَنْ هُمْ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ؟ هَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ (رضـ) اَوِ الْعِتْرَةِ اَوْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ؟ بَيِّنُوْا مُشَرَّحًا ـ

٤- مَا هُوَ حُكْمُ الْإِجْمَاعِ؟ وَمَا قَالَ فِيْهِ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّوَافِضِ؟ حَقِّقْ كُلَّ التَّحْقِيْقِ ـ

٥- مَا هِيَ مَرَاتِبُ الْإِجْمَاعِ؟ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيْ اِنْعِقَادِهٖ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ دَاعٍ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا ـ

٦- مَا هُوَ الْإِجْمَاعُ الْمُرَكَّبُ الَّذِىْ هُوَ الْمَنْشَأُ بِهِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعُ وَبُطْلَانُ الْخَامِسِ الْمُسْتَحْدَثِ لِإِنْحِصَارِهٖ بِعَدَدِهَا ؟ أَجِبْ عَمَّا يَرِدُ عَلَيْهِ مَعَ ذِكْرِ الْوَجْهِ الْوَجِيْهِ لِإِنْحِصَارِ الْمَذَاهِبِ فِى الْأَرْبَعِ ـ

٧- مَا هُوَ الْإِجْمَاعُ السُّكُوْتِيْ؟ وَمَا هِيَ الْخِلَافُ بِقَبُوْلِ الْإِجْمَاعِ السُّكُوْتِىْ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا ـ

٨- عَرِّفِ الْإِجْمَاعَ مِنْ بَيَانِ مَرَاتِبِهٖ ـ وَمَا هُوَ الْإِجْمَاعُ الْمُرَكَّبُ الَّذِىْ هُوَ الْمَنْشَأُ لِإِنْحِصَارِ الْمَذَاهِبِ فِى الْأَرْبَعَةِ وَبُطْلَانِ الْخَامِسِ الْمُسْتَحْدَثِ؟

٩- مَرَاتِبُ الْإِجْمَاعِ كَمْ هِيَ وَمَا هِيَ؟ بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ مَعَ حُكْمِهٖ مُمَثَّلًا وَمُفَصَّلًا ـ

١٠- شَرِّحْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ (رحـ) وَالدَّاعِىْ قَدْ يَكُوْنُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ أَوِ الْقِيَاسِ ـ

مَبْحَثُ الْقِيَاسِ

قِيَاسْ-এর আলোচনা

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ بَحْثِ الْإِجْمَاعِ شَرَعَ فِىْ بَحْثِ الْقِيَاسِ فَقَالَ بَابُ الْقِيَاسِ اَلْقِيَاسُ فِى اللُّغَةِ التَّقْدِيْرُ وَفِى الشَّرْعِ تَقْدِيْرُ الْفَرْعِ بِالْاَصْلِ فِى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ وَاِنَّمَا فَسَّرَ بِهٰذَا التَّفْسِيْرِ لِاَنَّهُ اَقْرَبُ اِلَى اللُّغَةِ بِقِلَّةِ التَّغْيِيْرِ وَمَا يُتَوَهَّمُ اَنَّهُ لَا يَشْمُلُ الْقِيَاسَ بَيْنَ الْمَعْدُوْمَيْنِ كَقِيَاسِ عَدِيْمِ الْعَقْلِ بِسَبَبِ الْجُنُوْنِ عَلٰى عَدِيْمِ الْعَقْلِ بِسَبَبِ الصِّغَرِ لِاَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْفَرْعُ وَالْاَصْلُ فَبَاطِلٌ لِاَنَّا لَا نُسَلِّمُ اَنَّهُ لَا يُطْلَقُ الْاَصْلُ وَالْفَرْعُ عَلَى الْمَعْدُوْمِ وَقِيْلَ هُوَ تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْاَصْلِ اِلَى الْفَرْعِ وَهُوَ بَاطِلٌ لِاَنَّ حُكْمَ الْاَصْلِ قَائِمٌ بِهٖ لَا يُعَدّٰى مِنْهُ وَاِنَّمَا يُعَدّٰى مِثْلُهُ وَلِذَا قِيْلَ هُوَ اِبَانَةُ مِثْلِ حُكْمِ اَحَدِ الْمَذْكُوْرَيْنِ بِمِثْلِ عِلَّتِهٖ فِى الْاٰخَرِ فَاخْتِيْرَ لَفْظُ الْاِبَانَةِ لِاَنَّ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ وَ زِيْدَ لَفْظُ الْمِثْلِ لِاَنَّ الْمُعَدّٰى هُوَ مِثْلُ الْحُكْمِ لَا عَيْنُ الْحُكْمِ ـ

সরল অনুবাদ : আর গ্রন্থকার (র.) ইজমা-এর আলোচনা সমাপ্ত করে কিয়াস-এর আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **কিয়াস-এর অধ্যায় : কিয়াস শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুমান করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় কিয়াস বলা হয় ইল্লত ও হুকুমের মধ্যে শাখাকে মূলের সাথে অনুমান ও যাচাই করা।** (অর্থাৎ শাখা-এর মধ্যে মূল-এর ইল্লত বিদ্যমান থাকার কারণে শাখাকে মূল-এর হুকুম-এর মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া।) গ্রন্থকার (র.) কিয়াসের অন্যান্য সংজ্ঞার পরিবর্তে উক্ত সংজ্ঞাটিকে এ জন্য গ্রহণ করেছেন যে, এটাই সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে আভিধানিক অর্থের অধিকতর নিকটবর্তী। কিছু কিছু লোক এরূপ অমূলক ধারণা পোষণ করেন যে, যেহেতু 'মূল' ও 'শাখা' কথাটি অস্তিত্বশীল বা বিদ্যমান বস্তুর উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে, এ জন্য উক্ত সংজ্ঞাটি দুই অস্তিত্বহীন বস্তুর মধ্যকার কিয়াসকে অন্তর্ভুক্ত করে না। যেমন– মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তিকে জ্ঞানশূন্য হওয়ার ক্ষেত্রে অল্প বয়স্ক নির্বোধ শিশুর উপর কিয়াস করা। (কেননা, এখানে مَقِيْس عَلَيْه এবং مَقِيْس উভয়ই অস্তিত্বহীন বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।) এর জবাব এই যে, আসল ও শাখা-এর প্রয়োগ শুধু অস্তিত্বশীল বস্তুর উপরই হয়ে থাকে– এরূপ কথা আমরা স্বীকার করি না; বরং অস্তিত্বহীন বস্তুর উপরও এটার প্রয়োগ হয়ে থাকে। আর কেউ কেউ কিয়াসের সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করেছেন যে, تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْاَصْلِ اِلَى الْفَرْعِ অর্থাৎ হুকুমকে মূল হতে শাখার দিকে স্থানান্তরিত করাকে কিয়াস বলা হয়। কিন্তু এ সংজ্ঞাটি বাতিল। কেননা, হুকুম মূল-এর জন্য একটি সিফাত বিশেষ যা মূলের সাথেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, তা হতে অন্যের দিকে আদৌ স্থানান্তরিত হওয়ার অবকাশই রাখে না। অবশ্য মূল-এর হুকুমের অনুরূপ হুকুম শাখার দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে। এ আপত্তি হতে বাঁচার জন্য কিয়াসের সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবেও প্রদত্ত হয়ে থাকে যে, هُوَ اِبَانَةُ مِثْلِ حُكْمِ اَحَدِ الْمَذْكُوْرَيْنِ بِمِثْلِ عِلَّتِهٖ فِى الْاٰخَرِ অর্থাৎ আসল-এর ইল্লতের অনুরূপ ইল্লত পাওয়ার ভিত্তিতে শাখার মধ্যে আসল-এর অনুরূপ হুকুম প্রকাশ করাকে কিয়াস বলা হয়। এ সংজ্ঞায় اِبَانَة (বা প্রকাশ করা) শব্দটি আনয়ন করা হয়েছে। কারণ, কিয়াস প্রকৃতপক্ষে আসল হুকুমকে প্রকাশ করে মাত্র, সাব্যস্ত করে না। আর مِثْل শব্দটি বৃদ্ধি করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হুবহু আসল হুকুমটিই স্থানান্তরিত হয় না; বরং এর অনুরূপ ও সদৃশ হুকুমই স্থানান্তরিত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) অতঃপর যখন গ্রন্থকার আলোচনা সমাপ্ত করেছেন عَنْ بَحْثِ الْاِجْمَاعِ ইজমা-এর আলোচনা شَرَعَ তখন তিনি শুরু করেছেন فِىْ بَحْثِ আলোচনা الْقِيَاسِ কিয়াস-এর فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন بَابُ الْقِيَاسِ কিয়াসে-এর অধ্যায় اَلْقِيَاسُ কিয়াসটি فِى اللُّغَةِ আভিধানিক অর্থে التَّقْدِيْرُ অনুমান করা বা যাচাই করা وَفِى الشَّرْعِ আর শরিয়তের পরিভাষায় تَقْدِيْرُ অনুমান বা যাচাই করা الْفَرْعِ শাখাকে بِالْاَصْلِ মূলের সাথে فِى الْحُكْمِ হুকুমের মধ্যে وَالْعِلَّةِ ইল্লাতের মধ্যে وَاِنَّمَا فَسَّرَ গ্রন্থকার গ্রহণ করেছেন بِهٰذَا التَّفْسِيْرِ এ সংজ্ঞাটিকে لِاَنَّهُ কেননা, এটা اَقْرَبُ অতি নিকটবর্তী اِلَى اللُّغَةِ আভিধানিক অর্থের بِقِلَّةِ التَّغْيِيْرِ সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে وَمَا يُتَوَهَّمُ আর কেউ কেউ এরূপ অমূলক ধারণা পোষণ করেন যে اَنَّهُ

لَا يَشْمَلُ উক্ত সংজ্ঞাটি অন্তর্ভুক্ত করে না الْقِيَاسَ কিয়াসকে بَيْنَ মধ্যকার الْمَعْدُوْمَيْنِ দুই অস্তিত্বহীন বস্তুর كَقِيَاسِ যেমন– কিয়াস করা عَدِيْمِ الْعَقْلِ জ্ঞানশূন্য হওয়ার ক্ষেত্রে بِسَبَبِ الْجُنُوْنِ মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তিকে عَلٰى عَدِيْمِ الْعَقْلِ নির্বোধ শিশুর উপর بِسَبَبِ الصِّغَرِ অল্প বয়সের কারণে لِاَنَّهٗ কেননা لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ এর উপর প্রয়োগ হয় না الْفَرْعُ শাখা وَالْاَصْلُ এবং মূল فَبَاطِلٌ এটা বাতিল عَلَى الْمَعْدُوْمِ কেননা, আমরা এ কথা স্বীকারই করি না اَنَّهٗ لَا يُطْلَقُ প্রয়োগ হয় না الْاَصْلُ وَالْفَرْعُ আসল ও শাখা لِاَنَّا لَا نُسَلِّمُ অস্তিত্বহীন বস্তুর উপর وَقِيْلَ আর কেউ কেউ এর সংজ্ঞায় বলেছেন هُوَ কিয়াস হলো تَعْدِيَةُ স্থানান্তর করা الْحُكْمِ হুকুমকে مِنَ الْاَصْلِ আসল হতে اِلَى الْفَرْعِ শাখার দিকে وَهُوَ بَاطِلٌ এ সংজ্ঞাটি বাতিল لِاَنَّ কেননা حُكْمَ الْاَصْلِ (হুকুম মূলের জন্য সিফাত বিশেষ) মূলের হুকুম قَائِمٌ بِهٖ যা মূলের সাথেই প্রতিষ্ঠিত থাকে لَا يُعَدِّيْ مِنْهُ তা হতে অন্যের দিকে আদৌ স্থানান্তরিত হয় না وَاِنَّمَا يُعَدِّيْ তবে স্থানান্তরিত হয় مِثْلُهٗ মূলের হুকুমের অনুরূপ হুকুম শাখার দিকে وَلِذَا قِيْلَ এ কারণেই কিয়াসের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয় هُوَ اِبَانَةُ তা হলো প্রকাশ করা مِثْلِ حُكْمِ আমলের অনুরূপ হুকুম اَحَدِ الْمَذْكُوْرَيْنِ উল্লিখিত উভয়টির একটি بِمِثْلِ عِلَّتِهٖ অনুরূপ ইল্লত পাওয়ার ভিত্তিতে فِى الْاٰخَرِ অপরটির মধ্যে فَاخْتِيْرَ এখানে আনয়ন করা হয়েছে لَفْظُ الْاِبَانَةِ ইবানাহ বা প্রকাশ করা শব্দটি لِاَنَّ الْقِيَاسَ কেননা, কিয়াসটি প্রকৃতপক্ষে مُظْهِرٌ প্রকাশ করে মাত্র لَا مُثْبِتٌ হুকুমকে সাব্যস্ত করে না وَ زِيْدَ আর বৃদ্ধি করে لَفْظُ الْمِثْلِ মাছাল শব্দটি এটা বুঝানো হয়েছে যে لِاَنَّ الْمُعَدّٰى কেননা, স্থানান্তরিত হয় هُوَ مِثْلُ الْحُكْمِ অনুরূপ বা সদৃশ হুকুমই لَا عَيْنُ الْحُكْمِ আসল হুকুমটি স্থানান্তরিত হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْقِيَاسُ فِى اللُّغَةِ التَّقْدِيْرُ وَفِى الشَّرْعِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে قِيَاسْ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিয়াসের আভিধানিক অর্থ হলো– تَقْدِيْر তথা অনুমান বা তুলনা করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় تَقْدِيْرُ الْفَرْعِ مَعَ الْاَصْلِ فِى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ অর্থাৎ اَصْل-এর সাথে فَرْع-কে عِلَّة এবং حُكْم-এর মধ্যে অনুমান (তুলনা) করা। অর্থাৎ حُكْم-এর ব্যাপারে اَصْل-এর সাথে فَرْع-কে যুক্ত করা এবং فَرْع-কে اَصْل-এর সাদৃশ্য বানানো। আলোচ্য সংজ্ঞা যা গ্রন্থকার (র.) প্রদান করেছেন– এতে কিছুটা শৈথিল্য রয়েছে। কিয়াসকে না জানা ব্যতীত اَصْل ও فَرْع-এর تَصَوُّرْ বা কল্পনা করা যায় না। কেননা, فَرْع হলো مَقِيْس আর اَصْل হলো مَقِيْس عَلَيْهِ কাজেই قِيَاسْ-কে জানার পরই তো مَقِيْس ও مَقِيْس عَلَيْه-কে জানা যেতে পারে। সুতরাং دور অনিবার্য হয়ে পড়বে। অবশ্য এটার জবাবে বলা যেতে পারে যে, اَصْل-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমাদের প্রচেষ্টা ব্যতীতই শরিয়তে যার حُكْم সাব্যস্ত হয়েছে, আর فَرْع-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার حُكْم প্রকাশ করার ইচ্ছা করা হয়, তাহলে دور লাযেম হবে না। যা হোক গ্রন্থকার (র.) উপরিউক্ত ভাষায় সংজ্ঞা প্রদানের উদ্দেশ্য হলো এটা আভিধানিক অর্থের সমধিক নিকটবর্তী। কেননা, এটাতে আভিধানিক অর্থ সামান্য ব্যাহত হয়।

উপরিউক্ত সংজ্ঞার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে কেউ কেউ বলেছেন, সংজ্ঞাটি جَامِع নয়। কেননা, দু'টি مَعْدُوْم (অস্তিত্বহীন) বিষয়ের মধ্যকার কিয়াসকে এটা অন্তর্ভুক্ত করে না। যেমন– পাগলামীর কারণে আকলহীন ব্যক্তিকে শৈশবের কারণে আকলহীন ব্যক্তির সাথে কিয়াস করাকে এটা অন্তর্ভুক্ত করে না। কেননা, مَعْدُوْم-এর জন্য اَصْل ও فَرْع প্রযোজ্য নয়। উপরিউক্ত অভিযোগটি মোটেই সঠিক নয়। কেননা, مَعْدُوْم-এর উপরও اَصْل ও فَرْع-এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। অভিযোগকারীর পক্ষে বলা যেতে পারে যে, اَصْل তো বলে যে বস্তুর উপর অন্যের ভিত্তি স্থাপন করা হয়, আর فرع বলে যে বস্তুকে অন্যের উপর স্থাপন করা হয়। অথচ مَعْدُوْم তো কোনো বস্তু নয়। কাজেই এটা اَصْل বা فَرْع হতে পারে না। এটার জবাবে আমরা বলবো যে, আমরা اَصْل ও فَرْع-কে উপরিউক্ত অর্থে গ্রহণ করিনি। এটা اَصْل ও فَرْع-এর আভিধানিক অর্থ। বরং আমরা এদেরকে সেই পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করেছি, যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই উপরিউক্ত অভিযোগ বাতিল।

কেউ কেউ قِيَاسْ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন– هُوَ تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْاَصْلِ اِلَى الْفَرْعِ অর্থাৎ حُكْم-কে اَصْل হতে فَرْع-এর দিকে স্থানান্তরিত করাকে কিয়াস বলে। কিন্তু এ সংজ্ঞাটি সঠিক নয়। কেননা, اَصْل-এর حُكْم তো اَصْل-এর মধ্যে থেকে যায়, তাকে স্থানান্তরিত করা হয় না; বরং اَصْل-এর অনুরূপ حُكْم-কে فَرْع-এর দিকে স্থানান্তরিত করা হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত অভিযোগ হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কেউ কেউ নিম্নোক্ত ভাষায় قِيَاسْ-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন– هُوَ اِبَانَةُ مِثْلِ حُكْمِ الْمَذْكُوْرَيْنِ بِمِثْلِ عِلَّةٍ فِى الْاٰخَرِ অর্থাৎ فَرْع-এর মধ্যে اَصْل-এর অনুরূপ عِلَّة পাওয়া যাওয়ার দরুন فَرْع-এর মধ্যে اَصْل-এর অনুরূপ حكم প্রয়োগ করাকে قِيَاسْ বলে। কয়েকটি কারণে এ সংজ্ঞাটি তাৎপর্যবহ।

এক. এটাতে اِبَانَة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটার অর্থ প্রকাশ করা। কেননা, কিয়াস মূলত حُكْم-কে প্রকাশ করে সাব্যস্ত করে না।

দুই. مِثْل শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটার অর্থ অনুরূপ বা সাদৃশ্য। কেননা, فَرْع-এর মধ্যে اَصْل-এর حُكْم-কে হুবহু স্থানান্তর করা হয় না; বরং اَصْل-এর সাদৃশ্য حُكْم-কে স্থানান্তর করা হয়। তা ছাড়া এটা ব্যাপকার্থবোধকও বটে।

وَاِنَّهٗ حُجَّةٌ نَقْلًا وَعَقْلًا وَاِنَّمَا قَالَ هٰذَا لِاَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُنْكِرُ كَوْنَ الْقِيَاسِ حُجَّةً لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَلَا يَحْتَاجُ اِلَى الْقِيَاسِ وَلِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمْ يَزَلْ اَمْرُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مُسْتَقِيْمًا حَتّٰى كَثُرَتْ فِيْهِمْ اَوْلَادُ السَّبَايَا فَقَاسُوْا مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا وَلِاَنَّ الْقِيَاسَ فِيْ اَصْلِهٖ شُبْهَةٌ اِذْ لَا يُعْلَمُ اَنَّ هٰذَا هُوَ عِلَّةٌ لِلْحُكْمِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْاَوَّلِ اَنَّ الْقِيَاسَ كَاشِفٌ عَمَّا فِى الْكِتٰبِ وَلَا يَكُوْنُ مُبَايِنًا لَهٗ وَعَنِ الثَّانِىْ اَنَّ قِيَاسَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَكُنْ اِلَّا لِلتَّعَنُّتِ وَالْعِنَادِ وَقِيَاسُنَا لِاِظْهَارِ الْحُكْمِ وَعَنِ الثَّالِثِ اَنَّ شُبْهَةَ الْعِلَّةِ فِى الْقِيَاسِ لَا تُنَافِى الْعَمَلَ وَاِنَّمَا تُنَافِى الْعِلْمَ وَ ذٰلِكَ جَائِزٌ ـ

সরল অনুবাদ : আর কিয়াস বর্ণনাগত ও যুক্তিগত সকল প্রকার দলিল দ্বারাই শরিয়তের হুজ্জত হিসেবে প্রমাণিত। গ্রন্থকার (র.) এখানে উক্ত কথাটি এ জন্য উল্লেখ করেছেন যে, কিছু কিছু লোক কিয়াস-এর হুজ্জত হওয়ার কথাটি অস্বীকার করে থাকে। তাদের দলিল এই যে, ১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ (আর আমি আপনার উপর এমন একখানা কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তন্মধ্যে সকল বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে।) যখন কুরআন মাজীদে সকল বস্তুরই বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে, তখন আর কিয়াসের কোনো প্রয়োজনীয়তাই নেই। ২. নবী করীম ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলরা এক জমানা পর্যন্ত সঠিক পথের উপর কায়েম ছিল। তারপর যখন নতুন নতুন দেশ জয়ের কারণে তাদের মধ্যে বন্দীদের সন্তানসন্ততির সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন তারা বর্তমান হুকুমসমূহের উপর অবর্তমান হুকুমসমূহকে কিয়াস করতে শুরু করল। যদ্দরুন তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হলোই, অন্যান্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে ছাড়ল। ৩. কিয়াসের ভিত্তি যেহেতু যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ জন্য তার আসলের মধ্যেই সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, কোনো ব্যক্তিই প্রত্যয়ের সাথে এটা বলতে পারে না যে, এ হুকুমটির ইল্লত তাই, যাকে আমরা কিয়াস দ্বারা উদ্ভাবিত করেছি। তাদের প্রথম দলিলের উত্তর এই যে, কিয়াস কুরআন মাজীদের মধ্যস্থিত শুধু হঠকারিতা ও বিরুদ্ধাচরণের ভিত্তিতেই হতো। এ জন্য তারা তিরস্কারের পাত্রে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে আমাদের কিয়াস শুধু শরিয়তের হুকুম প্রকাশের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। সুতরাং এটা নিন্দনীয় নয়। আর তৃতীয় দলিলের উত্তর এই যে, কিয়াস সংক্রান্ত ইল্লতসমূহের মধ্যে সন্দেহ বিদ্যমান থাকা এটা আমল উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। সুতরাং এটা নিন্দনীয় নয়। আর তৃতীয় দলিলের উত্তর এই যে, কিয়াস সংক্রান্ত ইল্লতসমূহের মধ্যে সন্দেহ বিদ্যমান থাকা এটা আমল এর জন্য অন্তরায় নয়। অবশ্য ইলম-এর জন্য অন্তরায় বটে। আর এটা জায়েজ রয়েছে যে, আমল ওয়াজিব হবে অথচ প্রত্যয়ীমূলক জ্ঞান অর্জিত হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنَّهٗ حُجَّةٌ আর কিয়াস হুজ্জাত نَقْلًا বর্ণনাগত দলিল দ্বারা وَعَقْلًا এবং যুক্তিগত দলিল দ্বারাও وَاِنَّمَا قَالَ هٰذَا এখানে গ্রন্থকার এ কথাটি এ জন্য উল্লেখ করেছেন যে لِاَنَّ بَعْضَ النَّاسِ কেননা, কিছু সংখ্যক লোক يُنْكِرُ অস্বীকার করে থাকেন كَوْنَ الْقِيَاسِ কিয়াসটি হওয়ার حُجَّةً হুজ্জত لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ আর আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি الْكِتَابَ এমন একখানা কিতাব تِبْيَانًا যাতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে لِكُلِّ شَيْءٍ সকল বস্তুর فَلَا يَحْتَاجُ তখন প্রয়োজনীয়তা নেই اِلَى الْقِيَاسِ কিয়াসের وَلِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন لَمْ يَزَلْ সর্বদা اَمْرُ বিষয়টি ছিল بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ বনী ইসরাঈলের مُسْتَقِيْمًا সঠিক পথের উপর حَتّٰى كَثُرَتْ فِيْهِمْ অবশেষে তাদের মধ্যে বেড়ে গিয়েছিল اَوْلَادُ السَّبَايَا বন্দীদের সন্তান فَقَاسُوْا তখন তারা কিয়াস করতে শুরু করল مَا لَمْ يَكُنْ অবর্তমান হুকুমসমূহের بِمَا قَدْ كَانَ বর্তমান হুকুমসমূহের উপর فَضَلُّوْا ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হলো وَاَضَلُّوْا এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে ছাড়ল وَلِاَنَّ الْقِيَاسَ আর কিয়াস-এর فِيْ اَصْلِهٖ তার মূল বা আসলের মধ্যে شُبْهَةٌ সন্দেহ বিদ্যমান اِذْ لَا يُعْلَمُ ফলে কেউই জানে না যে اَنَّ هٰذَا এ হুকুমটির هُوَ عِلَّةٌ ইল্লাত তাই لِلْحُكْمِ হুকুমের وَالْجَوَابُ আর জবাব হলো عَنِ الْاَوَّلِ প্রথম দলিলের اَنَّ الْقِيَاسَ কিয়াস হতো كَاشِفٌ প্রকাশকারী عَمَّا فِى الْكِتٰبِ পবিত্র কুরআনের মধ্যস্থিত হুকুমসমূহের وَلَا يَكُوْنُ مُبَايِنًا لَهٗ এটা কুরআনের পরিপন্থি কোনো হুকুম সাব্যস্ত করে না وَعَنِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় দলিলের উত্তর হলো اَنَّ قِيَاسَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ বনী ইসরাঈলীদের কিয়াস لَمْ يَكُنْ হতো না اِلَّا لِلتَّعَنُّتِ শুধু হঠকারিতার ভিত্তিতে হতো وَالْعِنَادِ এবং বিরুদ্ধাচরণের ভিত্তিতে হতো وَقِيَاسُنَا পক্ষান্তরে আমাদের কিয়াস পরিচালিত

হতো لِإِظْهَارِ প্রকাশের উদ্দেশ্যে الْحُكْمِ হুকুমসমূহের وَعَنِ الثَّالِثِ আর তৃতীয় দলিলের উত্তর হলো اَنَّ شُبْهَةَ সন্দেহ বিদ্যমান থাকা الْعِلَّةِ ইল্লতসমূহের মধ্যে فِى الْقِيَاسِ কিয়াস সংক্রান্ত لَا تُنَافِى এগুলো অন্তরায় নয় الْعَمَلَ আমলের জন্য وَاِنَّمَا تُنَافِى অবশ্য অন্তরায় الْعِلْمَ ইলমের জন্য وَ ذٰلِكَ جَائِزٌ আর এটা জায়েজ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَنَّهُ حُجَّةٌ نَقْلًا وَعَقْلًا -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কিয়াস শরয়ী দলিল এবং বিরোধীদের প্রমাণাদি ও এদের জবাব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, قِيَاسٌ (কিয়াস) عَقْل (বুদ্ধি) ও نَقْل (বর্ণনা) উভয় দৃষ্টিকোণ হতে স্বপ্রমাণিত। উল্লেখ্য যে, কতিপয় আলিম কিয়াস শরয়ী দলিল হওয়াকে অস্বীকার করে থাকেন। মূলত মুসান্নিফ (র.) তাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্যই স্পষ্টভাবে এটা বলেছেন। যারা কিয়াসকে অস্বীকার করেন তাদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ–

এক. আয়াতে কারীমা–وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেছেন– হে হাবীব! নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর এমন কিতাব তথা কুরআনে কারীম নাজিল করেছি, যাতে সব কিছুর বর্ণনা (বিবরণ) রয়েছে। সুতরাং যেহেতু কুরআনে মাজীদের মধ্যেই সবকিছুর বিবরণ রয়েছে, সেহেতু আমরা কিয়াসের মুখাপেক্ষী নই।

দুই. রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন–

لَمْ يَزَلْ اَىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مُسْتَقِيْمًا حَتّٰى كَثُرَتْ فِيْهِمْ اَوْلَادُ السَّبَايَا فَقَاسُوْا مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا

অর্থাৎ বনূ ইসরাঈলীগণের অধঃপতনের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে নবী করীম ﷺ ইরশাদ বলেছেন যে, বনূ ইসরাঈলীগণ এক যুগ পর্যন্ত সঠিক পথের উপর ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে দাসীদের সন্তানের আধিক্য হলো। তারা বিগত বিষয়ের উপর আগত বিষয়াবলিকে কিয়াস করতে আরম্ভ করল। সুতরাং তারা নিজেরাও গোমরাহ হলো এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ করল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস পথভ্রষ্টতার আলামত এবং পথ। কাজেই এটা পরিহারযোগ্য।

তিন. কিয়াস পরিত্যাজ্য হওয়ার আকলী দলিল এই যে, কিয়াস মূলতই সংশয়পূর্ণ। কেননা, সে عِلَّة -এর উপর নির্ভর করে মুজতাহিদ কিয়াস করে থাকেন তা-ই যে এটার (حُكْم -এর) তা নিঃসন্দেহভাবে জানার উপায় নেই। কাজেই এটা শরয়ী দলিল হওয়ার অযোগ্য।

জমহুরের পক্ষ হতে বিরোধীগণের দলিলত্রয়ের জবাব নিম্নরূপ–

এক. তাদের প্রথম দলিলের জবাব এই যে, কিয়াস মূলত কিতাবুল্লাহর বিরোধী নয়; বরং কিতাবুল্লাহর মধ্যে যে حُكْم অপ্রকাশ্য (অস্পষ্ট) রয়েছে কিয়াস শুধুমাত্র তাকেই প্রকাশ করে থাকে। কাজেই এটা কুরআনের বিরোধী নয়।

দুই. তাদের দ্বিতীয় দলিল তথা বনূ ইসরাঈল সম্পর্কিত হাদীসের জবাব এই যে, যেহেতু বনূ ইসরাঈলীগণ নাফসের লালসা চরিতার্থ করার জন্য এবং শরিয়ত তথা আল্লাহর বিরোধিতা করার জন্য কিয়াস করত সেহেতু তারা গোমরাহ হয়েছিল। পক্ষান্তরে আমরা আল্লাহর শরিয়ত ও বিধানকে প্রকাশ করার জন্য, আল্লাহর দীনকে রক্ষা করার জন্য কিয়াস করে থাকি। কাজেই আমাদের কিয়াস পথভ্রষ্টতার কারণ হবে না; বরং ছওয়াব অর্জনের উপায় হিসেবে গণ্য হবে।

তিন. তাদের তৃতীয় তথা আকলী দলিলের জবাব এই যে, কিয়াসের মধ্যে যে সংশয় রয়েছে তা আমরাও অস্বীকার করি না। তবে সংশয় থাকাটা নিশ্চিত ইলম (عِلْمُ الْيَقِيْنِ) অর্জনের বিরোধী হতে পারে। অর্থাৎ এটার দ্বারা ইলমে ইয়াকীন হাসিল হয় না; বরং عِلْم ظَنِّىْ (ধারণামূলক জ্ঞান) অর্জিত হয়। তবে এটা আমলের বিরোধী নয়। কেননা, عِلْم ظَنِّىْ -এর দ্বারা আমল করা ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন– خَبَر وَاحِد -এর দ্বারা عِلْم ظَنِّىْ হাসিল হয়। অথবা তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব।

وَاَمَّا النَّقْلُ فَقَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِى الْاَبْصَارِ لِاَنَّ الْاِعْتِبَارَ رَدُّ الشَّيْءِ اِلٰى نَظِيْرِهٖ فَكَاَنَّهٗ قَالَ قِيْسُوا الشَّيْءَ عَلٰى نَظِيْرِهٖ وَهُوَ شَامِلٌ لِكُلِّ قِيَاسٍ سَوَاءٌ كَانَ قِيَاسُ الْمُثْلَاتِ عَلَى الْمُثْلَاتِ اَوْ قِيَاسُ الْفُرُوْعِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْاُصُوْلِ فَيَكُوْنُ اِثْبَاتُ حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ بِهٖ ثَابِتًا بِالنَّصِّ

وَحَدِيْثُ مُعَاذٍ (رض) مَعْرُوْفٌ وَهُوَ مَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهٗ بِمَ تَقْضِىْ يَا مُعَاذُ فَقَالَ بِكِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنْ لَّمْ تَجِدْ قَالَ فَاَجْتَهِدُ بِرَأْيِىْ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِهٖ بِمَا يُرْضٰى بِهٖ رَسُوْلُهٗ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْقِيَاسُ حُجَّةً لَاَنْكَرَهٗ وَلَمَّا حَمِدَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَلَا يُقَالُ اِنَّهٗ يُنَاقِضُ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ فَكُلُّ شَيْءٍ فِى الْقُرْاٰنِ فَكَيْفَ يُقَالُ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ لِاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّ عَدَمَ الْوِجْدَانِ لَا يَقْتَضِىْ عَدَمَ كَوْنِهٖ فِى الْكِتَابِ ـ

সরল অনুবাদ : কিয়াস শরয়ী দলিল হওয়ার পক্ষে বর্ণনাগত দলিল এই যে, ১. **আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِى الْاَبْصَارِ (হে সূক্ষ্মদর্শী জনগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।)** কারণ, اِعْتِبَارٌ শব্দের অর্থ কোনো বস্তুকে তার অনুরূপ বস্তুর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। যেন আল্লাহ তা'আলা এরূপ বলেছেন যে, قِيْسُوا الشَّيْءَ عَلٰى نَظِيْرِهٖ অর্থাৎ তোমরা বস্তুটিকে তার অনুরূপ বস্তুর উপর কিয়াস করো। এ হুকুমটি সাধারণ হুকুম হওয়ার বিবেচনায় সকল প্রকার কিয়াসকেই অন্তর্ভুক্ত করে। চাই শাস্তির কিয়াস পূর্ববর্তী জাতিসমূহের শাস্তির উপর করা হোক অথবা শরয়ী প্রশাখামূলক মাসআলাসমূহকে শরয়ী মূলনীতিসমূহের উপর কিয়াস করা হোক। যখন এ আয়াতে কিয়াস করার জন্য হুকুম প্রদান করা হয়েছে, তখন কিয়াসের হুজ্জত হওয়ার কথা স্বয়ং نَصٌّ দ্বারাই সাব্যস্ত হয়ে যায়। (নতুবা হুকুমটি অর্থহীন বিবেচিত হবে।) ২. **কিয়াস হুজ্জত হওয়ার ব্যাপারে হযরত মুআয (রা.)-এর হাদীসটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।** আর তা এই যে, নবী করীম ﷺ যখন হযরত মুআয (রা.)-কে ইয়ামেনের গভর্নর করে প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হে মুআয! তুমি কিসের সাহায্যে মানুষের মুয়ামালাসমূহের ফয়সালা প্রদান করবে?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'কিতাবুল্লাহর সাহায্যে ফয়সালা প্রদান করবো।' নবী করীম ﷺ আবার প্রশ্ন করলেন, 'যদি তুমি কিতাবুল্লাহর মধ্যে ফয়সালা খুঁজে না পাও, তাহলে কিসের সাহায্যে ফয়সালা করবে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'তাহলে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সুন্নত দ্বারা ফয়সালা করবো।' তখন নবী করীম ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি সুন্নতে রাসূল ﷺ-এর মধ্যেও ফয়সালা না পাও, তাহলে কিসের সাহায্যে ফয়সালা করবে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'তাহলে আমি আমার ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা দ্বারা ইজতিহাদ করবো।' এটা শ্রবণ করে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, 'আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি তাঁর রাসূল ﷺ-এর দূতকে সেই তৌফিক প্রদান করেছেন, যার উপর তাঁর রাসূল ﷺ-এর পূর্ণ সন্তুষ্টি রয়েছে।' লক্ষণীয় যে, যদি কিয়াস শরয়ী হুজ্জত না হতো, তাহলে নবী করীম ﷺ হযরত মুআয (রা.)-এর কাওল- اَجْتَهِدُ بِرَأْيِىْ -কে তৎক্ষণাৎ নাকচ করে দিতেন এবং তা শ্রবণ করে কদাচ আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতেন না। এখানে এ আপত্তি উত্থাপনের অবকাশ নেই যে, অত্র হাদীসটি কুরআনের আয়াত- مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ -এর পরিপন্থি। অত্র আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, সকল বিষয়ই কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। তাহলে فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ কথাটি বলা কিরূপে সঠিক হতে পারে? কেননা, আমরা এর উত্তরে বলবো যে, কিতাবুল্লাহর মধ্যে না পাওয়া দ্বারা তন্মধ্যে বিদ্যমান না না থাকা কথাটি আবশ্যক হয় না। (বরং কিতাবুল্লাহর মধ্যেই বিদ্যমান হুকুম যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুধাবন করা যায় না, কিয়াস-এর মাধ্যমে তা উদ্ভাবন করা হয়।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا النَّقْلُ আর বর্ণনাগত দলিল হলো فَقَوْلُهٗ تَعَالٰى মহান আল্লাহর বাণী فَاعْتَبِرُوْا তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো يٰۤاُولِى الْاَبْصَارِ হে সূক্ষ্মদর্শী জনগণ لِاَنَّ الْاِعْتِبَارَ কেননা اِعْتِبَارٌ শব্দের অর্থ رَدُّ الشَّيْءِ কোনো বস্তুকে ফিরিয়ে দেওয়া اِلٰى نَظِيْرِهٖ তার অনুরূপ বস্তুর দিকে فَكَاَنَّهٗ قَالَ যেন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন قِيْسُوا الشَّيْءَ তোমরা বস্তুটিকে অনুমান করো عَلٰى نَظِيْرِهٖ তার অনুরূপ বস্তুর উপর وَهُوَ شَامِلٌ এটা অন্তর্ভুক্ত করে নেয় لِكُلِّ قِيَاسٍ সকল প্রকার কিয়াসকে سَوَاءٌ كَانَ চাই তা

হোক اَلْفُرُوْعِ শাস্তির কিয়াসকে عَلَى الْمُثُلَاتِ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের শাস্তির উপর اَوْ অথবা قِيَاسُ কিয়াস করা হোক قِيَاسُ الْمُثُلَاتِ প্রশাখাসমূহকে عَلَى الْاُصُوْلِ الشَّرْعِيَّةِ শরয়ী মূলনীতিসমূহের উপর فَيَكُوْنُ اِثْبَاتُ তখন সাব্যস্ত হলো حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ কিয়াস-এর হুজ্জত এর দ্বারা ثَابِتًا بِهٖ তখন সাব্যস্ত হয়ে যায় بِالنَّصِّ নস দ্বারাই (رض) وَحَدِيْثُ مُعَاذٍ আর হযরত মুআয (রা.)-এর হাদীস مَعْرُوْفٌ অত্যধিক প্রসিদ্ধ وَهُوَ আর তা হলো مَا رُوِىَ যা বর্ণিত হয়েছে যে اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ নবী করীম ﷺ حِيْنَ بَعَثَ যখন প্রেরণ করলেন مُعَاذًا মুআয (রা.)-কে اِلَى الْيَمَنِ ইয়ামেনের গভর্নর করে قَالَ لَهٗ তখন তাকে বললেন بِمَ تَقْتَضِىْ তুমি কিসের সাহায্যে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে يَا مُعَاذُ হে মুআয قَالَ জবাবে হযরত মুআয (রা.) বললেন بِكِتَابِ اللّٰهِ আল্লাহর কিতাবের সাহায্যে قَالَ এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন فَاِنْ لَمْ تَجِدْ যদি তুমি এর ফয়সালা কিতাবুল্লাহর মধ্যে না পাও তখন কিসের মাধ্যমে ফয়সালা করবে قَالَ জবাবে তিনি বললেন بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ তাহলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নতের সাহায্যে قَالَ এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন فَاِنْ لَمْ تَجِدْ যদি তুমি এর ফয়সালা সুন্নতে রাসূলের মধ্যে না পাও তাহলে কিসের সাহায্যে ফয়সালা করবে قَالَ তখন তিনি বললেন فَاَجْتَهِدُ তখন আমি ইজতিহাদ করবো بِرَأْيِىْ আমার ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা দ্বারা فَقَالَ এটা শ্রবণ করে নবী করীম ﷺ বলেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর اَلَّذِىْ وَفَّقَ যিনি তৌফিক দান করেছেন رَسُوْلَ رَسُوْلِهٖ তাঁর রাসূলের দূতকে بِمَا يَرْضٰى بِهٖ যার উপর সন্তুষ্টি রয়েছে رَسُوْلُهٗ তাঁর রাসূল ﷺ-এর فَلَوْ لَمْ يَكُنْ যদি না হতো اَلْقِيَاسُ কিয়াস حُجَّةً হুজ্জত لَاَنْكَرَهٗ তাহলে নবী করীম ﷺ হযরত মুআযের কথা (اَجْتَهِدُ بِرَأْيِىْ) নাকচ করে দিতেন وَلَمَّا حَمِدَ اللّٰهَ عَلَيْهِ এবং কখনো আল্লাহর প্রশংসা করতেন না وَلَا يُقَالُ আর এখানে এ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যে اِنَّهٗ يُنَاقِضُ এ হাদীসটি পরিপন্থি قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى মহান আল্লাহর এ বাণীর مَا فَرَّطْنَا আমি ছেড়ে রাখিনি فِى الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর মধ্যে مِنْ شَيْءٍ কোনো কিছুই فَكُلُّ شَيْءٍ এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সব কিছুই বিদ্যমান রয়েছে فِى الْقُرْاٰنِ কুরআনের মধ্যে فَكَيْفَ يُقَالُ তাহলে কিরূপে বলা সঠিক হবে فَاِنْ لَمْ تَجِدْ যদি তুমি না পাও فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ আল্লাহর কিতাবের মধ্যে لِاَنَّا نَقُوْلُ কেননা, আমরা এর উত্তরে বলবো اِنَّ عَدَمَ الْوِجْدَانِ কিতাবুল্লাহর মধ্যে না পাওয়া لَا يَقْتَضِىْ এটা আবশ্যক করে না যে عَدَمَ كَوْنِهٖ তা বিদ্যমান না থাকা فِى الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاَمَّا النَّقْلُ فَقَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاعْتَبِرُوْا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে نَقْل তথা কুরআন ও সুন্নার ভাষ্য দ্বারা কিয়াস শরয়ী দলিল হওয়ার বিবরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, قِيَاس (কিয়াস) عَقْل তথা বুদ্ধি ও نَقْل (বর্ণনা) তথা কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য দ্বারা শরিয়তের দলিল হওয়া প্রমাণিত। এখানে তিনি বিশদ বিবরণ পেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। সুতরাং نَقْل-এর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দান করেছেন। আর শারেহ আল্লাম (র.) এটার স্বপক্ষে একটি প্রসিদ্ধ হাদীসেরও উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আয়াত ও হাদীসখানার মর্মার্থ পেশ করা হলো।

এক. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الْاَبْصَارِ অর্থাৎ হে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা তোমরা ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণ করো। আয়াতটি সূরায়ে হাশর হতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদি বনূ নযীরগণ রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে তাদের উপর দুনিয়াতে যে আজাব নাজিল হয়েছিল (এবং আখিরাতেও তাদের জন্য যে কঠোর আজাব রয়েছে) তার উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা বিবেকবানগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন. হে বিবেকবানগণ! তোমরা ইয়াহুদে বনূ নযীর (এবং পূর্ববর্তী অন্যান্য পাপিষ্ঠ জাতি)-এর ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের নাফরমানী করার কারণে তাদের উপর যেরূপ আজাব নাজিল হয়েছিল, তদ্রূপ তোমাদের উপরও আজাব নাজিল হবে। যদি তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ-এর নাফরমানী কর। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কাজেই আয়াতটিতে اِعْتِبَارْ তথা পূর্ববর্তীদের উপর কিয়াস করার জন্য বলা হয়েছে। আয়াতটির نُزُوْل (অবতরণ হওয়া) যদি এ নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত তথাপি এটার حُكْم আম (ব্যাপক) হওয়ার কারণে শরয়ী মাসআলায় اَصْل-এর উপর فَرْع-কে কিয়াস করাকেও এটা অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শরিয়তের একটি মাসআলা (তথা فَرْع)-কে অপর মাসআলা (তথা اَصْل)-এর উপর কিয়াস করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই قِيَاس শরিয়তের দলিল হওয়া প্রমাণিত হলো।

দুই. শারেহ আল্লাম (র.) কিয়াস হুজ্জতে শরয়ী হওয়ার পক্ষে একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। হাদীসখানা উসূলবিদগণের নিকট অতি পরিচিত। তাঁরা একে حَدِيْث مَشْهُوْر হিসেবে গণ্য করেন। সমগ্র উম্মত একে গ্রহণ করেছেন এবং অর্থগতভাবে এটা مُتَوَاتِرْ; হাদীসখানা নিম্নরূপ- নবী করীম ﷺ হযরত মুআয (রা.)-কে ইয়ামেনে কাজী অথবা গভর্ণর করে পাঠানোর সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি সেখানে যাওয়ার পর কিভাবে ফয়সালা (বিচারকার্য) করবে। জবাবে মুআয (রা.) বললেন, আমি কিতাবুল্লাহর দ্বারা বিচারকার্য করবো। হুযূর ﷺ বললেন, এমন কোনো মোকদ্দমা যদি তোমার নিকট আসে যার সমাধান তুমি কুরআনে খুঁজে না পাও, তখন তুমি কি করবে? মুআয (রা.) বললেন, তখন আমি সুন্নতে রাসূল ﷺ-এর শরণাপন্ন হবো। হুযূর ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তুমি সুন্নতের মধ্যেও তা খুঁজে না পাও তখন কি করবে? মুআয (রা.) জবাব দিলেন, তখন আমি স্বীয় ইজতিহাদ (গবেষণা) অনুযায়ী ফয়সালা করবো। এতে নবী করীম ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বললেন, যেই আল্লাহ মুআয (রা.)-কে এমন পথ দেখিয়েছেন যার উপর আমি রাজি সেই আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। কাজেই প্রমাণিত হলো যে. قِيَاس শরিয়তের দলিল হওয়ার যোগ্য অন্যথায় নবী করীম ﷺ হযরত মুআযের সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করতেন এবং আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করতেন না।

অবশ্য হাদীসখানার বিরুদ্ধে একটি اِعْتِرَاضْ হতে পারে যে. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ অর্থাৎ আমি কুরআনে কোনো কিছুই বর্ণনা করতে ক্রটি করিনি। সুতরাং কিভাবে নবী করীম ﷺ বললেন, فَاِنْ لَمْ تَجِدْ الخ (তুমি যদি কুরআনে না পাও।)

এটার জবাব এই যে, না পাওয়া আর না থাকা এক কথা নয়। হুযূর ﷺ বলেছেন, তুমি যদি না পাও।

তিনি ﷺ তো এ কথা বলেননি যে, যদি কুরআনে না থাকে। অর্থাৎ কুরআনে সব কিছুর সমাধান আছে। কিন্তু তুমি যদি খুঁজে না পাও তখন কি করবে? কাজেই হুযূর ﷺ বলেছেন, فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِى الْكِتَابِ এটা বলেননি যে, فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِى الْكِتَابِ

وَاَمَّا الْمَعْقُوْلُ فَهُوَ اَنَّ الْاِعْتِبَارَ وَاجِبٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاعْتَبِرُوْا يَآ اُولِى الْاَبْصَارِ وَهُوَ وَارِدٌ فِىْ قَضِيَّةِ عُقُوْبَاتِ الْكُفَّارِ كَمَا سَيَأْتِىْ فَمَعْنَاهُ وَهُوَ التَّاَمُّلُ فِيْمَا اَصَابَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْمَثُلَاتِ اَىِ الْعُقُوْبَاتِ بِالْقَتْلِ وَالْجَلَاءِ بِاَسْبَابٍ نُقِلَتْ عَنْهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَتَكْذِيْبِ الرَّسُوْلِ لِنَكُفَّ عَنْهَا اِحْتِرَازًا عَنْ مِثْلِهَا مِنَ الْجَزَاءِ فَيَصِيْرُ حَاصِلُ الْمَعْنٰى قِيْسُوْا يَآ اُولِى الْاَبْصَارِ اَحْوَالَكُمْ بِاَحْوَالِ هٰذِهِ الْكُفَّارِ وَتَاَمَّلُوْا بِاَنَّكُمْ اِنْ تَتَصَدَّوْا لِعَدَاوَةِ الرَّسُوْلِ وَتَكْذِيْبِهٖ تُبْتَلُوْا بِالْجَلَاءِ وَالْقَتْلِ كَمَا ابْتُلِىَ اُولٰئِكَ الْكُفَّارُ بِهٖ وَهٰذَا هُوَ الثَّابِتُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ وَالْقِيَاسُ الشَّرْعِىُّ نَظِيْرُ هٰذَا التَّاَمُّلِ فَكَمَا اَنَّ الْعَدَاوَةَ عِلَّةٌ وَالْعُقُوْبَةُ حُكْمٌ فَيَتَعَدّٰى مِنَ الْكُفَّارِ الْمَعْهُوْدِيْنَ اِلٰى حَالِ كُلِّ اُولِى الْاَبْصَارِ فَكَذٰلِكَ الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ عِلَّةٌ وَالْحُرْمَةُ حُكْمٌ فَيَتَعَدّٰى مِنَ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ اِلَى الْمَقِيْسِ فَتَكُوْنُ حُجِّيَّةُ الْقِيَاسِ حِيْنَئِذٍ بِالدَّلِيْلِ الْمَعْقُوْلِ ـ

সরল অনুবাদ : আর কিয়াস শরয়ী হুজ্জত হওয়ার যুক্তিগত দলিল এই যে, ১. اِعْتِبَارْ করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَاعْتَبِرُوْا يَآ اُولِى الْاَبْصَارِ আর আয়াতটি পূর্ববর্তী যুগের অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তি প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে। **এই اِعْتِبَارْ-এর অর্থ হলো– পূর্ববর্তী কাফিরদের শাস্তির উপর চিন্তা-ভাবনা করা।** অর্থাৎ হত্যা, দেশ হতে বিতাড়ন ইত্যাদি শাস্তির উপর **সেসব কারণে, যা বর্ণিত হয়েছে।** যেমন– আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর সাথে শত্রুতা পোষণ ও তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। **যেন আমরা অনুরূপ শাস্তির হাত হতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত তা হতে বিরত থাকি।** সুতরাং আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, হে চক্ষুষ্মানগণ! তোমরা নিজেদের অবস্থাকে পূর্ববর্তী কাফিরদের অবস্থার উপর কিয়াস করো এবং এ বিষয়ে চিন্তা করো যে, যদি তোমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর সাথে শত্রুতা পোষণ ও তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নীতি অব্যাহত রাখ, তাহলে সেই কাফিরদের ন্যায় তোমরাও হত্যা এবং দেশ হতে বিতাড়িত হওয়া-এর শাস্তিতে লিপ্ত হবে। আয়াতের এ অর্থতো تَاَمُّلْ عِبَارَةُ النَّصِّ দ্বারাই সাব্যস্ত হয় এবং শরয়ী কিয়াস এই -এরই উদাহরণ। কেননা, এখানে শত্রুতা হচ্ছে ইল্লত এবং শাস্তি হচ্ছে হুকুম যা পূর্ববর্তী কাফিরগণ হতে সেসব লোকদের দিকে সম্প্রসারিত হবে, যাদের মধ্যে এর ইল্লত পাওয়া যাবে। তদ্রূপ শরয়ী হুকুম যেমন, (মদ-এর) হুরমত-এর কোনো ইল্লত থাকবে (যথা– নেশা) তখন হুরমত-এর এ হুকুমও মূল (বা مَقِيْس عَلَيْه) হতে স্থানান্তরিত হয়ে প্রত্যেক এমন শাখা (বা مَقِيْس)-এর মধ্যে সাব্যস্ত হবে, যন্মধ্যে এ (নেশা-এর) ইল্লত পাওয়া যাবে। এ আলোচনা দ্বারা কিয়াসের হুজ্জত হওয়া যুক্তিগত দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا الْمَعْقُوْلُ আর যুক্তিগত দলিল فَهُوَ তা হলো اَنَّ الْاِعْتِبَارَ ই'তিবার বা উপদেশ গ্রহণ করা وَاجِبٌ ওয়াজিব لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন فَاعْتَبِرُوْا তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো يَآ اُولِى الْاَبْصَارِ হে জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গ وَهُوَ وَارِدٌ এটি অবতীর্ণ হয়েছে فِىْ قَضِيَّةِ ফয়সালা প্রসঙ্গে عُقُوْبَاتِ শাস্তির বিষয়ে الْكُفَّارِ কাফিরদের كَمَا سَيَأْتِىْ যার বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসছে فَمَعْنَاهُ এর অর্থ হলো وَهُوَ التَّاَمُّلُ চিন্তা-ভাবনা করা فِيْمَا اَصَابَ যা আপতিত হয়েছে مَنْ قَبْلَنَا আমাদের পূর্ববর্তী কাফিরগণের উপর مِنَ الْمَثُلَاتِ শাস্তি اَىْ অর্থাৎ الْعُقُوْبَاتِ শাস্তিসমূহ بِالْقَتْلِ হত্যা وَالْجَلَاءِ দেশ হতে বিতাড়ন بِاَسْبَابٍ সেসব কারণে نُقِلَتْ عَنْهُمْ যা তাদের নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে مِنَ الْعَدَاوَةِ শত্রুতা وَتَكْذِيْبِ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা الرَّسُوْلِ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে لِنَكُفَّ عَنْهَا যাতে আমরা উক্ত শাস্তি হতে রক্ষা পেতে পারি اِحْتِرَازًا বিরত থাকি عَنْ مِثْلِهَا অনুরূপ কাজ হতে مِنَ الْجَزَاءِ যাতে উক্ত শাস্তি হতে বিরত থাকতে পারি فَيَصِيْرُ সুতরাং এই দাঁড়াল حَاصِلُ الْمَعْنٰى আয়াতের সারমর্ম قِيْسُوْا তোমরা কিয়াস করো يَآ اُولِى الْاَبْصَارِ হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবর্গ اَحْوَالَكُمْ তোমাদের অবস্থাকে بِاَحْوَالِ অবস্থার উপর هٰذِهِ الْكُفَّارِ পূর্বোক্ত কাফিরদের وَتَاَمَّلُوْا এবং চিন্তা করো যে بِاَنَّكُمْ اِنْ تَتَصَدَّوْا যদি তোমরা নীতি অবলম্বন কর لِعَدَاوَةِ الرَّسُوْلِ রাসূল ﷺ -এর শত্রুতার وَتَكْذِيْبِهٖ এবং তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার تُبْتَلُوْا তাহলে তোমরা শাস্তিতে লিপ্ত হবে بِالْجَلَاءِ দেশ হতে বিতাড়িত হওয়ার وَالْقَتْلِ

ও কতল হওয়ার كَمَا ابْتُلِيَ যেমনি শাস্তিতে লিপ্ত হয়েছে أُولٰئِكَ الْكُفَّارُ بِهٖ এ সব কাফির সম্প্রদায় وَهٰذَا هُوَ আর আয়াতের এ অর্থ এ هٰذَا التَّامُّلِ সাব্যস্ত হয় الثَّابِتُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ ইবারতে নস দ্বারা وَالْقِيَاسِ الشَّرْعِيْ আর কিয়াসে শরয়ী نَظِيْرُ উদাহরণ চিন্তা-গবেষণার فَكَمَا কেননা, এখানে أَنَّ الْعَدَاوَةَ শত্রুতা হলো عِلَّةٌ ইল্লত وَالْعُقُوْبَةُ আর শাস্তি হচ্ছে حُكْمٌ হুকুম فَيَتَعَدّٰى যা সম্প্রসারিত হবে أُولِى الْاَبْصَارِ সেসব কাফির হতে الْمَعْهُوْدِيْنَ যারা নির্দিষ্ট إِلٰى حَالِ كُلِّ এমন প্রত্যেকের অবস্থার দিকে مِنَ الْكُفَّارِ যাদের মধ্যে (দৃষ্টি আছে) এর ইল্লত পাওয়া যাবে فَكَذٰلِكَ এমনিভাবে الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ শরয়ী হুকুম عِلَّةٌ কোনো ইল্লত থাকবে وَالْحُرْمَةُ حُكْمٌ এবং হুরমতের কোনো ইল্লত থাকবে فَيَتَعَدّٰى তখন এটা স্থানান্তরিত হবে مِنَ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ মাকীস আলাইহ হতে إِلَى الْمَقِيْسِ মাকীসের মধ্যে যাতে এ ইল্লত পাওয়া যাবে فَتَكُوْنُ حُجِّيَّةُ الْقِيَاسِ এর দ্বারা কিয়াসের হুজ্জাত হওয়া সাব্যস্ত হবে حِيْنَئِذٍ তখন بِالدَّلِيْلِ الْمَعْقُوْلِ যুক্তিগত দলিল দ্বারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمَعْقُوْلُ فَهُوَ أَنَّ الْاِعْتِبَارَ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে কিয়াস শরয়ী দলিল হওয়ার عَقْلِيْ দলিল প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কিয়াস শরয়ী দলিল হওয়ার আকলী দলিল এই যে, পূর্ববর্তী কাফিরদের অবস্থার প্রেক্ষাপটে যে আয়াত فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِى الْاَبْصَارِ নাজিল হয়েছে এটার মর্মার্থনুযায়ী اِعْتِبَارْ ওয়াজিব। কেননা, আয়াতে এটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর اِعْتِبَارْ হলো, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর রাসূলের সাথে শত্রুতা ও রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে হত্যা ও নির্বাসনের যে শাস্তি নেমে এসেছিল তার ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করা এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, তারা রাসূলের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার কারণে তাদের উপর যে শাস্তি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছিল আমরা যদি বর্তমান রাসূলের বিরোধিতা ও তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করা হতে বিরত না থাকি, তাহলে আমাদের উপরও সেই শাস্তি নাজিল হবে।

মোটকথা, যেন আয়াতে কারীমাতে বলা হয়েছে যে, হে বিবেকবানগণ! তোমরা তোমাদের অবস্থাকে এ কাফিরদের অবস্থার সাথে তুলনা (কিয়াস) করো এবং চিন্তা করে দেখো যে, তোমরা যদি রাসূলের বিরোধিতা কর এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে তোমাদের উপরও অনুরূপ শাস্তি নাজিল হবে।

وَالْحَاصِلُ اَنَّ قَوْلَهُ تَعَالٰى فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الْاَبْصَارِ لَوْ اُجْرِىَ عَلٰى عُمُوْمِهٖ مِنْ كُلِّ رَدِّ الشَّئِ اِلٰى نَظِيْرِهٖ وَاِنْ كَانَ وَاقِعًا فِىْ حَقِّ الْعُقُوْبَاتِ خَاصَّةً كَانَ اِثْبَاتُ حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ بِهٖ نَقْلًا اَىْ ثَابِتًا بِاِشَارَةِ النَّصِّ لَا بِعِبَارَتِهٖ وَاِنِ اخْتُصَّ بِالتَّاَمُّلِ فِى الْعُقُوْبَاتِ لِوُرُوْدِهٖ فِيْهَا كَانَ اِثْبَاتُ حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ بِهٖ عَقْلًا اَىْ ثَابِتًا بِدَلَالَةِ النَّصِّ لَا بِالْقِيَاسِ وَاِلَّا يَلْزَمُ الدَّوْرُ وَكَذٰلِكَ التَّاَمُّلُ فِىْ حَقَائِقِ اللُّغَةِ لِاِسْتِعَارَةِ غَيْرِهَا لَهَا شَائِعٌ بَيَانٌ لِلْاِسْتِدْلَالِ الْمَعْقُوْلِ بِوَجْهٍ اٰخَرَ وَهُوَ اَنْ يَتَاَمَّلَ مَثَلًا فِىْ حَقِيْقَةِ الْاَسَدِ وَهُوَ الْهَيْكَلُ الْمَعْلُوْمُ فِىْ غَايَةِ الْجُرْاَةِ وَنِهَايَةِ الشَّجَاعَةِ ثُمَّ يُسْتَعَارُ هٰذَا اللَّفْظُ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ بِوَاسِطَةِ الشِّرْكَةِ فِى الشَّجَاعَةِ ـ

সরল অনুবাদ : আলোচনার সার-সংক্ষেপ এই যে, فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الْاَبْصَارِ এ আয়াতটি বিশেষভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের শাস্তি প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যদি اِعْتِبَارْ দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে তার অনুরূপ বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তিত করার সাধারণ অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়, তাহলে কিয়াস-এর শরয়ী হুজ্জত হওয়া বর্ণনাগত দলিল তথা اِشَارَةُ النَّصِّ দ্বারা প্রমাণিত হবে, عِبَارَةُ النَّصِّ দ্বারা নয়। আর যদি বক্তব্যের আনুপূর্বিকতার বিবেচনা করে اِعْتِبَارْ-কে শুধু অনুরূপ শাস্তির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার উপর خَاصْ রাখা হয়, তাহলে কিয়াসের শরয়ী হুজ্জত হওয়া এটা دَلَالَةُ النَّصِّ দ্বারা সাব্যস্ত হবে, কিয়াস দ্বারা নয়। নতুবা দ্বিরুক্তি আবশ্যক হওয়ার আপত্তি উত্থাপিত হবে। ২. **এরূপভাবে শব্দের আভিধানিক অর্থের উপর চিন্তা-ভাবনা করে اِسْتِعَارَةْ স্বরূপ অন্য অর্থের জন্য এদের ব্যবহার এটা সুপ্রসিদ্ধ বিষয়।** এটা কিয়াসের শরয়ী হুজ্জত হওয়ার দ্বিতীয় যুক্তিগত দলিলের বর্ণনা। আর তা এই যে, উদাহরণস্বরূপ যেমন- اَسَدٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থের উপর চিন্তা করা হবে যে, এটা একটি নির্দিষ্ট বন্য পশু, যন্মধ্যে চরম সাহসিকতা ও সীমাহীন শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। তারপর সাহস ও শক্তির মধ্যে শরীকানার ভিত্তিতে সাহসী, শক্তিশালী ও বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য এ শব্দটিকে اِسْتِعَارَةْ স্বরূপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। (এ জাতীয় ব্যবহারের ভূরিভূরি উদাহরণ রয়েছে।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْحَاصِلُ আলোচনার সার-সংক্ষেপ হলো اَنَّ قَوْلَهُ تَعَالٰى বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার এই কাওলটি فَاعْتَبِرُوْا অতএব তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো يَا اُولِى الْاَبْصَارِ হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবর্গ لَوْ اُجْرِىَ যদি উদ্দেশ্য করা হয় عَلٰى عُمُوْمِهٖ সাধারণ অর্থ مِنْ كُلِّ প্রত্যেককে رَدِّ الشَّئِ বস্তুকে প্রত্যাবর্তিত করার اِلٰى نَظِيْرِهٖ তার অনুরূপ বস্তুর দিকে وَاِنْ كَانَ وَاقِعًا যদিও তা অবতীর্ণ হয়েছে فِىْ حَقِّ الْعُقُوْبَاتِ শাস্তি প্রসঙ্গে خَاصَّةً বিশেষভাবে كَانَ اِثْبَاتُ তখন সাব্যস্ত হবে حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ কিয়াসটি শরয়ী হুজ্জাত হওয়ার بِهٖ এর মাধ্যমে نَقْلًا বর্ণনাগত দলিল اَىْ ثَابِتًا তথা প্রমাণিত হবে بِاِشَارَةِ النَّصِّ ইশারাতুন নস দ্বারা لَا بِعِبَارَتِهٖ ইবারাতুন নস দ্বারা নয় وَاِنِ اخْتُصَّ আর যদি খাস করা হয় بِالتَّاَمُّلِ চিন্তা-ভাবনার উপর فِى الْعُقُوْبَاتِ শাস্তির ব্যাপারে لِوُرُوْدِهٖ فِيْهَا বক্তব্যটি শুধু সে ব্যাপারে হওয়ার ফলে كَانَ اِثْبَاتُ তখন সাব্যস্ত হবে حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ কিয়াসের শরয়ী হুজ্জাত হওয়া بِهٖ দালালাতুন নস দ্বারা عَقْلًا যুক্তিগতভাবে اَىْ অর্থাৎ ثَابِتًا এটা সাব্যস্ত হবে بِدَلَالَةِ النَّصِّ দালালাতুন নস দ্বারা لَا بِالْقِيَاسِ কিয়াস দ্বারা নয় وَاِلَّا يَلْزَمُ অন্যথায় আবশ্যক হওয়ার দাবি উত্থাপিত হবে الدَّوْرُ দ্বিরুক্তি وَكَذٰلِكَ এমনিভাবে التَّاَمُّلُ চিন্তা-ভাবনা করা فِىْ حَقَائِقِ اللُّغَةِ শব্দের আভিধানিক অর্থের উপর لِاِسْتِعَارَةِ ইস্তিআরা স্বরূপ غَيْرِهَا অন্য অর্থের জন্য لَهَا شَائِعٌ এটার ব্যবহার সুপ্রসিদ্ধ বিষয় بَيَانٌ এটা বর্ণনা لِلْاِسْتِدْلَالِ দলিলের الْمَعْقُوْلِ যুক্তিগত بِوَجْهٍ اٰخَرَ দ্বিতীয় وَهُوَ আর তা হলো اَنْ يَتَاَمَّلَ চিন্তা-ভাবনা করা مَثَلًا উদাহরণস্বরূপ فِىْ حَقِيْقَةِ الْاَسَدِ বাঘের মূল অর্থের উপর وَهُوَ الْهَيْكَلُ আর তা হলো আকৃতি الْمَعْلُوْمُ যা নির্দিষ্ট فِىْ غَايَةِ الْجُرْاَةِ যার মধ্যে চরম সাহসিকতা وَنِهَايَةِ الشَّجَاعَةِ এবং সীমাহীন শক্তি বিদ্যমান রয়েছে ثُمَّ يُسْتَعَارُ তারপর ইস্তিআরা হিসাবে ব্যবহৃত হয় هٰذَا اللَّفْظُ এ শব্দটি لِلرَّجُلِ সে ব্যক্তির জন্য الشُّجَاعِ যে বীর بِوَاسِطَةِ মাধ্যম হওয়ার কারণে الشِّرْكَةِ অংশীদারিত্ব فِى الشَّجَاعَةِ সাহস ও শক্তির মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَىْ ثَابِتًا بِاِشَارَةِ النَّصِّ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে আয়াতের দ্বারা কিয়াস সাব্যস্ত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী- فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الْاَبْصَارِ-কে যদি আমরা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি অর্থাৎ যে কোনো বস্তুকেই এটার সদৃশ-এর দিকে ফিরানো হোক না কেন তাকেই শামিল করে; তাহলে কুরআনিক ভাষ্যের দ্বারা কিয়াস দলিল হওয়া প্রমাণিত হবে।

তবে কুরআনিক ভাষ্যের ইশারা দ্বারা তা সাব্যস্ত হবে; عِبَارَتْ -এর দ্বারা নয়। কেননা, আয়াতটি মূলত নসিহত ও সদুপদেশ প্রদানের জন্য নেওয়া হয়েছে। কাজেই নসিহত نَصْ -এর ইবারত দ্বারা সাব্যস্ত হবে। আর কিয়াস যদিও আয়াতের ভাষ্য (نَصْ) -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, কিন্তু তার জন্য মূলত আয়াতটি নেওয়া হয়নি। কাজেই উক্ত অর্থকে আয়াতটি পরোক্ষ (ইঙ্গিতভাবে) নির্দেশ করবে।

قَوْلُهُ ثَابِتًا بِدَلَالَةِ النَّصِّ لَا بِالْقِيَاسِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে একটি اِعْتِرَاضْ-এর জবাব প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর বাণী فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِى الْاَبْصَارِ -এর দ্বারা কিয়াস দলিল হওয়া সাব্যস্ত হওয়া মূলত কিয়াসের দ্বারা কিয়াস দলিল হওয়া সাব্যস্ত করার নামান্তর। কেননা, আলোচ্য আয়াতটির মধ্যে জ্ঞানীদের অবস্থাকে কাফিরদের অবস্থার উপর কিয়াস করা হয়েছে। আর এর উপর শরয়ী আহকামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। কাজেই এর কারণে دَوْر (অর্থাৎ কোনো বস্তুকে স্বয়ং এটার দ্বারা সাব্যস্ত করা) আবশ্যক হবে। আর তা কি করে সহীহ হতে পারে?

শারেহ আল্লাম মোল্লা জিয়ন (র.) لَا بِالْقِيَاسِ -এর দ্বারা উপরিউক্ত অভিযোগকে খণ্ডন করার প্রয়াস পেয়েছেন। অর্থাৎ এ আয়াতের দ্বারা কিয়াসকে সাব্যস্ত করা তথা دَلَالَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত করা। কেননা, عِلَّتْ পাওয়া যাওয়া حُكْم পাওয়া যাওয়াকে আবশ্যক করা এমন বিষয় যা ইজতিহাদ (গবেষণা) ব্যতীতই জানা যায়। আর আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতেই তা অবগত হওয়া যায়, কিয়াসের প্রয়োজন করে না। কারণ, এটাতে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার প্রয়োজন হয় না। কাজেই দাওর লাযেম হয়নি।

وَهُوَ اَنْ يَتَأَمَّلَ مَثَلًا فِى الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে একটি দ্বন্দ্বের নিরসন করা হয়েছে। আকলের মাধ্যমে কিয়াস সাব্যস্ত হওয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ের যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, কোনো শব্দের আভিধানিক অর্থের মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করে একে অন্য অর্থে ব্যবহার করা আরবি ভাষাভাষীগণের মধ্যে রেওয়াজ রয়েছে। এর উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে শারেহ (র.) বলেন, যেমন কেউ اَسَدٌ (বাঘ)-এর হাকীকত (প্রকৃতি)-এর ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করল। যাতে সে উপলব্ধি করল যে, এটা একটি জ্ঞাত হিংস্রকায়া। এতে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্ব রয়েছে। অতঃপর বীরত্বের মধ্যে শরিক হওয়ার কারণে বীর ব্যক্তির জন্য উক্ত শব্দকে রূপকভাবে ব্যবহার করেছে।

হাশিয়াকার (কামারুল আকমার) বলেছেন যে, মূলত ব্যাখ্যাকারের উপরিউক্ত বক্তব্যের সাথে মুসান্নিফ (র.)-এর বক্তব্যের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা, গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্যের সারকথা হলো, শব্দের অর্থের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করবে, যেন অন্য শব্দকে সেই অর্থে রূপকভাবে ব্যবহার করা যায়। শারেহ (র.) যা বুঝিয়েছেন (ও উল্লেখ করেছেন) তা গ্রন্থকার (র.)-এর উদ্দেশ্য নয়। কেননা, শারেহ (র.) বলেছেন যে, শব্দের অর্থের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করবে অতঃপর উক্ত শব্দকে অন্য অর্থে রূপকভাবে প্রয়োগ করা হবে।

সুতরাং এভাবে বলাই সমীচীন যে, উদাহরণত বীর পুরুষের অর্থের মধ্যে চিন্তা করবে। আর সে হলো এমন মানুষ যার মধ্যে বীরত্ব রয়েছে। অতঃপর অন্য শব্দ তথা اَسَدٌ শব্দটিকে রূপকভাবে ব্যবহার করা হবে। কেননা, বাঘও বীরত্বের মধ্যে তার সাথে শরিক রয়েছে।

তবে শারেহ (র.)-এর বক্তব্যকে গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ করার জন্য বলা যেতে পারে যে, গ্রন্থকার (র.)-এর ভাষ্যে শব্দের ওলট-পালট হয়েছে। মূল ভাষ্য এরূপ হবে- اَلتَّأَمُّلُ فِى حَقَائِقِ اللُّغَةِ لِاسْتِعَارَتِهَا لِغَيْرِهَا অর্থাৎ কোনো শব্দকে অন্য অর্থে রূপকভাবে ব্যবহার করার জন্য এটার আভিধানিক অর্থে চিন্তা-গবেষণা করা। এভাবে গ্রন্থকার (র.)-এর ভাষ্যের সাথে শারেহ (র.)-এর বক্তব্যের সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে।

وَالْقِيَاسُ نَظِيْرُهُ اَيِ الْقِيَاسُ الشَّرْعِيُّ نَظِيْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ التَّأَمُّلِ فِى الْعُقُوْبَاتِ لِلْاِحْتِرَازِ عَنْ اَسْبَابِهَا وَالتَّأَمُّلِ فِىْ حَقَائِقِ اللُّغَةِ لِاِسْتِعَارَةِ غَيْرِهَا لَهَا فَيَكُوْنُ اِثْبَاتُ حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ عَقْلًا بِدَلَالَةِ الْاِجْمَاعِ لَا بِالْقِيَاسِ لِيَلْزَمَ الدَّوْرُ وَبَيَانُهُ اَىْ بَيَانُ الْقِيَاسِ فِىْ كَوْنِهِ رَدُّ الشَّيْئِ اِلَى نَظِيْرِهِ ثَابِتٌ فِىْ قَوْلِهِ (ص) اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا وَيُرْوٰى كَيْلًا بِكَيْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ مَكَانَ قَوْلِهِ مَثَلًا بِمَثَلٍ وَقَوْلُهُ الْحِنْطَةُ يُرْوٰى بِالرَّفْعِ اَىْ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلٍ -

সরল অনুবাদ : আর কিয়াসও এটারই **অনুরূপ।** অর্থাৎ শরয়ী কিয়াস হুবহু সেই চিন্তা-ভাবনারই অনুরূপ, যার হুকুম পূর্ববর্তী উম্মতের শাস্তি প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। যেন তার সববসমূহ হতে বেঁচে থাকা সম্ভবপর হয়। তদ্রূপ কিয়াস সেই চিন্তা-ভাবনারও অনুরূপ, যা শব্দের আভিধানিক অর্থের মধ্যে হয়ে থাকে। যেন অন্য অর্থের জন্য اِسْتِعَارَةٌ সম্ভবপর হয়। আর যেহেতু এ ধরনের اِسْتِعَارَةٌ-এর উপর সকল ভাষাভাষীগণের ইজমা রয়েছে, এ জন্য যুক্তিগতভাবে কিয়াস হুজ্জত হওয়া এটা ইজমার নির্দেশনার সাহায্যে সাব্যস্ত হয়েছে, কিয়াসের সাহায্যে সাব্যস্ত হয়নি। কেননা, তাহলে দ্বিরুক্তি আবশ্যক হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। **আর এটার বিবরণ** অর্থাৎ কিয়াস رَدُّ الشَّيْئِ اِلَى نَظِيْرِهِ-এর অর্থে হওয়ার বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে নবী করীম ﷺ-এর কাওল- اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ الخ-এর মধ্যে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا আর কোনো কোনো রেওয়ায়াতে مَثَلًا بِمَثَلٍ-এর পরিবর্তে كَيْلًا بِكَيْلٍ وَ وَزْنًا بِوَزْنٍ এসেছে। (অর্থাৎ كَيْلٌ হলে كَيْلِىٌّ-এর মধ্যে সমান সমান হবে এবং وَزْنِىٌّ হলে وَزْن-এর মধ্যে সমান সমান হতে হবে।) আলোচ্য হাদীসে اَلْحِنْطَةُ শব্দটি পেশযুক্ত ও যবরযুক্ত দু'ভাবেই পঠিত হওয়ার রেওয়ায়াত রয়েছে। প্রথম অবস্থায় بَيْعُ الْحِنْطَةِ-এর مُضَافٌ উহ্য হবে অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ভিত্তিতে পেশযুক্ত পঠিত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْقِيَاسُ আর কিয়াস نَظِيْرُهُ এটারও অনুরূপ اَيِ অর্থাৎ الْقِيَاسُ الشَّرْعِيُّ শরয়ী কিয়াস نَظِيْرُ অনুরূপ كُلِّ وَاحِدٍ সে সবের مِنَ التَّأَمُّلِ চিন্তা-ভাবনার فِى الْعُقُوْبَاتِ যার হুকুম পূর্ববর্তী উম্মতের শাস্তি প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে لِلْاِحْتِرَازِ যাতে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় عَنْ اَسْبَابِهَا তার সববসমূহ হতে وَالتَّأَمُّلِ তদ্রূপ কিয়াস সে চিন্তা-ভাবনার অনুরূপ فِىْ حَقَائِقِ اللُّغَةِ যা শব্দের আভিধানিক অর্থের মধ্যে হয়ে থাকে لِاِسْتِعَارَةِ যাতে ইস্তিআরা সম্ভব হয় غَيْرِهَا لَهَا অন্য অর্থের জন্য فَيَكُوْنُ اِثْبَاتُ ফলে সাব্যস্ত হয়েছে حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ কিয়াস শরয়ী হুজ্জত হওয়া عَقْلًا যুক্তিগতভাবে بِدَلَالَةِ الْاِجْمَاعِ ইজমার নির্দেশনার সাহায্যে لَا بِالْقِيَاسِ কিয়াস দ্বারা নয় لِيَلْزَمَ কেননা, তাতে আবশ্যক হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় الدَّوْرُ দ্বিরুক্তির وَبَيَانُهُ আর এটার বর্ণনা اَىْ অর্থাৎ بَيَانُ الْقِيَاسِ কিয়াসের বর্ণনা فِىْ كَوْنِهِ তা হওয়ার বিষয়ে رَدُّ الشَّيْئِ কোনো বস্তুকে ফিরানো اِلَى نَظِيْرِهِ তার অনুরূপের দিকে ثَابِتٌ যা বিদ্যমান রয়েছে فِىْ قَوْلِهِ (ص) মহান রাসূলের اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ الخ এ হাদীসে وَيُرْوٰى আর বর্ণনা এসেছে كَيْلًا بِكَيْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ এ অংশটি مَكَانَ স্থলে قَوْلِهِ তাঁর কথা مَثَلًا بِمَثَلٍ এ অংশটির وَقَوْلُهُ الْحِنْطَةُ আর অত্র হাদীসের اَلْحِنْطَةُ শব্দটি يُرْوٰى পড়া হয় بِالرَّفْعِ পেশ দ্বারা اَىْ অর্থাৎ بَيْعُ الْحِنْطَةِ তথা مُضَافٌ টি উহ্য থাকবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ عَقْلًا بِدَلَالَةِ الْاِجْمَاعِ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ইজমার নির্দশনা দ্বারা কিয়াস দলিল হওয়া প্রমাণিত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর বাণী- فَاعْتَبِرُوْا يَا اُوْلِى الْاَبْصَارِ-এর দ্বারা اِسْتِعَارَةٌ-এর পদ্ধতিতে কিয়াস সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কাজেই এটা যেন ইজমার দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, اِسْتِعَارَةٌ আভিধানিক দৃষ্টিতে একটি শব্দকে অন্য অর্থে প্রয়োগ করাকে বলে। আর এটার উপর আরবি ভাষাভাষীগণের ঐকমত্য রয়েছে। এটা কিয়াসের বৈধতাকে সমর্থন করে। যা শরয়ী وَضْعٌ-এর মধ্যে একটি অর্থকে অন্য অর্থে প্রয়োগ করাকে নির্দেশ করে। কেননা, যুগ্ম ইল্লত ও সামঞ্জস্যের কারণে উভয়ই অন্যদিকে সংক্রামিত হয়ে থাকে। কাজেই ইজমার মাধ্যমে কিয়াস সাব্যস্ত হওয়া প্রমাণিত হলো- কিয়াসের মাধ্যমে নয়।

হুযুর ﷺ-এর বাণী اَلْحِنْطَةُ الخ মারফূ' হতে পারে

قَوْلُهُ يُرْوٰى بِالرَّفْعِ الخ-এর আলোচনা : নবী করীম ﷺ-এর বাণী- اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ-এর মধ্যে اَلْحِنْطَةُ শব্দটি رَفْع-এর সাথে বর্ণিত রয়েছে। কাজেই এতে مُضَافٌ মাহযূফ রয়েছে এবং একে হযফ করত مُضَافٌ اِلَيْهِ-কে এটার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ الخ (গমের বিনিময়ে গম ক্রয়-বিক্রয় করা।) এটা اِخْبَارٌ (সংবাদ প্রদান)। আর শরিয়ত প্রণেতার পক্ষ হতে اِخْبَارٌ আদেশাজ্ঞা (اَمْرٌ) -এর অর্থে হয়ে থাকে।

وَيُرْوٰى بِالنَّصْبِ اَىْ بِيْعُوا الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ وَالْحِنْطَةُ مَكِيْلٌ قُوْبِلَ بِجِنْسِهٖ وَقَوْلُهٗ مِثْلًا بِمِثْلٍ حَالٌ لِمَا سَبَقَ كَاَنَّهٗ قِيْلَ بِيْعُوا الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ حَالَ كَوْنِهِمَا مُتَمَاثِلَيْنِ وَالْاَحْوَالُ شُرُوْطٌ وَالْاَمْرُ لِلْاِيْجَابِ وَالْبَيْعُ مُبَاحٌ فَيَنْصَرِفُ الْاَمْرُ اِلَى الْحَالِ الَّتِىْ هِىَ شَرْطٌ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى وُجُوْبُ الْبَيْعِ بِشَرْطِ التَّسْوِيَةِ وَالْمُمَاثَلَةِ لَا وُجُوْبُ نَفْسِ الْبَيْعِ وَاَرَادَ بِالْمِثْلِ الْقَدْرَ يَعْنِى الْكَيْلَ فِى الْمَكِيْلَاتِ وَالْوَزْنَ فِى الْمَوْزُوْنَاتِ بِدَلِيْلِ مَا ذُكِرَ فِىْ حَدِيْثٍ اٰخَرَ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَاَرَادَ بِالْفَضْلِ فِىْ قَوْلِهٖ وَالْفَضْلُ رِبٰوا اَلْفَضْلَ عَلَى الْقَدْرِ دُوْنَ نَفْسِ الْفَضْلِ حَتّٰى يَجُوْزَ بَيْعُ حَفْنَةٍ بِحَفْنَتَيْنِ وَهٰكَذَا اِلٰى اَنْ يَبْلُغَ نِصْفَ صَاعٍ -

সরল অনুবাদ : এবং দ্বিতীয় অবস্থায় এটা উহ্য **بِيْعُوا الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ**-**فِعْل**-এর মাফউল হবে। **অর্থাৎ** আর গম **كَيْلِىْ** **অর্থাৎ পরিমাপযোগ্য বস্তু। যার বিনিময়ে তার সমশ্রেণীর গমকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর مِثْلًا بِمِثْلٍ এটা পূর্ববর্তী বক্তব্য হতে حَالْ হয়েছে।** যেন এরূপ বলা হয়েছিল যে, **بِيْعُوا الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ حَالَ كَوْنِهِمَا مُتَمَاثِلَيْنِ** (তোমরা গমকে গমের বিনিময়ে তাদের পরস্পর সমান সমান হওয়ার অবস্থায় বিক্রয় করো।) **আর حَالْ শর্তের উপকারিতা প্রদান করে। আর আমর অজূব-এর জন্য এসেছে এবং যেহেতু ক্রয়-বিক্রয় মূলত মুবাহ- এ জন্য حَالْ যা শর্তের স্থলাভিষিক্ত, তাই অজূব-এর ক্ষেত্র হবে।** তখন অর্থ এই দাঁড়াবে যে, যখন তোমরা এসব বস্তু বিক্রয়ের ইচ্ছা করবে, তখন সমতার সাথে বিক্রয় করা ওয়াজিব। মূল বিক্রয়কে ওয়াজিব করা এর উদ্দেশ্য নয়। **আর مِثْل দ্বারা قَدْر বা পরিমাণে সমতা উদ্দেশ্য করেছেন।** অর্থাৎ **مَكِيْلَاتْ**-এর মধ্যে **كَيْل** এবং **مَوْزُوْنَات**-এর মধ্যে **وَزْن** উদ্দেশ্য করেছেন। **এটার দলিল এই যে,** অন্য আরেকটি হাদীসে (এবং **مِثْلًا بِمِثْلٍ**-এর পরিবর্তে **وَزْنًا بِوَزْنٍ** **كَيْلًا بِكَيْلٍ**) **কথাটি বর্ণিত হয়েছে। আর فَضْل দ্বারা** অর্থাৎ নবী করীম ﷺ-এর বাণী- **وَالْفَضْلُ رِبٰوا**-এর মধ্যস্থিত **فَضْل** দ্বারা **মাপ ও ওজনের পরিমাণে অতিরিক্তই উদ্দেশ্য, মুতলাক অতিরিক্তকরণ উদ্দেশ্য নয়।** (অর্থাৎ এ পরিমাণ অল্প বস্তু যা মাপ ও ওজনের মাপকাঠিতে পড়ে না তা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, তাতে অতিরিক্তকরণে رِبٰوا সাব্যস্ত হয় না।) এমনকি এক মুষ্টি গম দুই মুষ্টি গমের বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ রয়েছে, যতক্ষণ না অর্ধ সা'-এর পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (তখন رِبٰوا-এর বিবেচনা করা হবে।)

শাব্দিক অনুবাদ : **وَيُرْوٰى** আর অপর কেরাতে পড়া হয় **بِالنَّصْبِ** নসব দ্বারা **اَىْ** অর্থাৎ **بِيْعُوا الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ** এ **فِعْل** টি উহ্য থাকবে **وَالْحِنْطَةُ** আর গম **مَكِيْلٌ** পরিমাপযোগ্য বস্তু **قُوْبِلَ** যার বিনিময়ে সাব্যস্ত করা হয়েছে **بِجِنْسِهٖ** তার সমশ্রেণীর গমকে **وَقَوْلُهٗ مِثْلًا بِمِثْلٍ** আর **مِثْلًا بِمِثْلٍ** বক্তব্যটি **حَالٌ** হাল হয়েছে **لِمَا سَبَقَ** পূর্বোক্ত বক্তব্য হতে **كَاَنَّهٗ قِيْلَ** যেন তিনি বলেছেন **بِيْعُوا** তোমরা বিক্রয় করো **الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ** গমকে গমের বিনিময়ে **حَالَ كَوْنِهِمَا** তাদের হওয়ার অবস্থায় **مُتَمَاثِلَيْنِ** পরস্পর সমান সমান হওয়ার **وَالْاَحْوَالُ** আর হাল **شُرُوْطٌ** শর্তের উপকারিতা প্রদান করে **وَالْاَمْرُ** আর আমর **لِلْاِيْجَابِ** অজূবের জন্য এসেছে **وَالْبَيْعُ** এবং ক্রয়-বিক্রয় **مُبَاحٌ** মুবাহ বা বৈধ কাজ **فَيَنْصَرِفُ الْاَمْرُ** কাজেই আমরটি প্রত্যাবর্তন করবে **اِلَى الْحَالِ** হালের দিকে **الَّتِىْ** **هِىَ شَرْطٌ** যা হলো শর্ত **فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى** কাজেই তখন অর্থ দাঁড়াবে **وُجُوْبُ الْبَيْعِ** ক্রয়-বিক্রয় ওয়াজিব হবে **بِشَرْطِ التَّسْوِيَةِ** সমতার শর্তের ভিত্তিতে **وَالْمُمَاثَلَةِ** এবং অনুরূপের ভিত্তিতে **لَا وُجُوْبُ** ওয়াজিব করে না **نَفْسِ الْبَيْعِ** মূল বিক্রয়কে **وَاَرَادَ** আর উদ্দেশ্য করেছেন **بِالْمِثْلِ** মাছাল দ্বারা **الْقَدْرَ** পরিমাণে সমতাকে **يَعْنِى** অর্থাৎ **الْكَيْلَ** কায়ল হবে **فِى الْمَكِيْلَاتِ** মাকীলাতের ক্ষেত্রে **وَالْوَزْنَ** আর ওজনকে **فِى الْمَوْزُوْنَاتِ** ওজন করার বস্তুসমূহে **بِدَلِيْلِ** এই দলিলে **مَا ذُكِرَ** যা উল্লিখিত হয়েছে **فِىْ حَدِيْثٍ اٰخَرَ** অপর একটি হাদীসে **كَيْلًا بِكَيْلٍ** এ কথাটি বর্ণিত হয়েছে **وَاَرَادَ** আর উদ্দেশ্য করেছেন **بِالْفَضْلِ** ফযল দ্বারা **فِىْ قَوْلِهٖ وَالْفَضْلُ رِبٰوا** রাসূলের কথা **وَالْفَضْلُ رِبٰوا**- এর মধ্যস্থিত **اَلْفَضْلَ** অতিরিক্ততা **عَلَى الْقَدْرِ** পরিমাপে **دُوْنَ نَفْسِ الْفَضْلِ** মুতলাকভাবে অতিরিক্তকরণ উদ্দেশ্য নয় **حَتّٰى يَجُوْزَ** এমনকি জায়েজ আছে **بَيْعُ** বিক্রয় করা **حَفْنَةٍ** এক মুষ্টি গম **بِحَفْنَتَيْنِ** দুই মুষ্টি গমের বিনিময়ে **وَهٰكَذَا** এমনিভাবে জায়েজ আছে **اِلٰى اَنْ يَبْلُغَ** পৌঁছা পর্যন্ত **نِصْفَ صَاعٍ** অর্ধ সা'-এর পরিমাণ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُرْوٰى بِالنَّصْبِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اَلْحِنْطَةُ-এর اِعْرَابُ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর বাণী اَلْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ الخ নসবের সাথে বর্ণিত আছে। এমতাবস্থায় তা উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْل হবে। অর্থাৎ بِيْعُوا الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ الخ (গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করো।) আলোচ্য বর্ণনাটি সমতা-এর শর্ত ওয়াজিব করার জন্য অধিকতর সহায়ক। কেননা, এমতাবস্থায় اَمْر (আদেশাজ্ঞাকে) মাহযূফ মানা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَالْاَحْوَالُ شُرُوْطٌ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে حَال শর্তের অর্থে হয়ে থাকে প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। حَال শর্তের অর্থে হয়ে থাকে। কেননা, حَال -এর সাথে حُكْم সম্পর্কিত হয়ে থাকে। আর حَال -এর অনুপস্থিতিতে حُكْم ও অপসারিত হয়ে থাকে, যেরূপ শর্তের বেলায় হয়। যেমন– সুবহে সাদিকে উল্লেখ রয়েছে যে, اَنْتِ طَالِقٌ رَاكِبَةً (তুমি আরোহী অবস্থায় তালাক) বাক্যটি اِنْ رَكِبْتِ فَاَنْتِ طَالِقٌ (যদি তুমি আরোহণ কর তাহলে তালাকপ্রাপ্তা হবে)-এর অর্থে হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَالْبَيْعُ مُبَاحٌ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে حَال তথা শর্ত مَامُوْرٌ بِهٖ হিসেবে গণ্য হবে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। اَلْحِنْطَةَ শব্দের পূর্বে بِيْعُوْا শব্দ মাহযূফ মানার কারণে বস্তুসমূহের বেচাকেনা مَا مُوْرٌ بِهٖ (আদিষ্ট বস্তু) হয়ে পড়েছে। আর اَمْر তো وُجُوْب -এর জন্য হয়ে থাকে। অথচ বেচাকেনা সর্বসম্মতভাবে مُبَاحٌ (জায়েজ)। সুতরাং اَمْر -কে حَال তথা শর্তের দিকে ফিরানো হবে। কাজেই সমতা ও নগদকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হবে, যাতে اَمْر বৃথা না যায়। যেন বলা হয়েছে যে,

اِذَا اَقْدَمْتُمْ عَلٰى بَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ فَرَاعُوا الْمُمَاثَلَةَ وَبِيْعُوْا فِىْ حَالَةِ الْمُسَاوَاةِ دُوْنَ غَيْرِهَا ـ

অর্থাৎ যখন তোমরা গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করতে উদ্যত হও তখন সমতার দিকে লক্ষ্য রেখো। একমাত্র সমতার অবস্থায় বেচাকেনা করো, অন্য কোনো অবস্থায় করো না।

قَوْلُهُ وَاَرَادَ بِالْفَضْلِ الخ -এর আলোচনা : এখানে وَالْفَضْلُ رِبًوا -এর মর্মার্থ আলোচনা করা হয়েছে। নবী কারীম ﷺ -এর বাণী– وَالْفَضْلُ رِبًوا -এর মধ্যে فَضْل দ্বারা মাপে অতিরিক্ত আদান-প্রদানের কথা বলা হয়েছে– সাধারণ (অর্থাৎ যে কোনো) অতিরিক্তকে বুঝানো হয়নি। কেননা, সাদৃশ্য বস্তু ব্যতীত অতিরিক্তের কল্পনা করা যায় না। আর যেহেতু সাদৃশ্য-এর দ্বারা পরিমাণগত সাদৃশ্যকে বুঝানো হয়েছে, তাই পরিমাণ তথা মাপে অতিরিক্ত লেনদেনই উদ্দেশ্য হবে। এ জন্যই অর্ধ সা' -এর কমের মধ্যে সমতা জরুরি নয়। কেননা, এটার লেনদেন সাধারণত বাটখারা বা কায়লের (পাত্রের) মাধ্যমে হয় না। শরয়ী পরিমাপের নিম্নতম স্তর হলো অর্ধ সা' বা একসের ১৪ ছটাক। সুতরাং কেউ যদি এক মুষ্টির বিনিময়ে দুই মুষ্টি ক্রয় করে, তাহলে এটা জায়েজ হবে। কাজেই অর্ধ সা' বা ততোধিকের মধ্যে অতিরিক্ত আদান-প্রদান নাজায়েজ ও সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

فَصَارَ حُكْمُ النَّصِّ وُجُوْبُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِى الْقَدْرِ ثُمَّ الْحُرْمَةُ بِنَاءً عَلٰى فَوَاتِ حُكْمِ الْاَمْرِ يَعْنِىْ حَيْثُمَا فَاتَتِ التَّسْوِيَةُ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ هٰذَا حُكْمُ النَّصِّ وَالدَّاعِىْ اِلَيْهِ اَىِ الْعِلَّةُ الْبَاعِثَةُ عَلٰى وُجُوْبِ التَّسْوِيَةِ الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ لِاَنَّ اِيْجَابَ التَّسْوِيَةِ فِى الْقَدْرِ بَيْنَ هٰذِهِ الْاَمْوَالِ يَقْتَضِىْ اَنْ تَكُوْنَ اَمْثَالًا مُتَسَاوِيَةً وَلَنْ تَكُوْنَ كَذٰلِكَ اِلَّا بِالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ لِاَنَّ الْمُمَاثَلَةَ تَقُوْمُ بِالصُّوْرَةِ وَالْمَعْنٰى وَ ذٰلِكَ بِالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ فَبِالْقَدْرِ تَقُوْمُ الْمُمَاثَلَةُ الصُّوْرِيَّةُ وَالْجِنْسُ تَقُوْمُ الْمُمَاثَلَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ وَالْجِنْسُ مَدْلُوْلُ قَوْلِهِ اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالْقَدْرُ مَدْلُوْلُ قَوْلِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَاِنْ لَمْ يُوْجَدِ الْجِنْسُ كَالْحِنْطَةِ مَعَ الشَّعِيْرِ اَوْ لَمْ يُوْجَدِ الْقَدْرُ كَمَا فِى الْعَدَدِيَّاتِ لَمْ تُشْتَرَطِ الْمُسَاوَاةُ وَلَا يَظْهَرُ الرِّبٰوا ـ

সরল অনুবাদ : সুতরাং হাদীসের হুকুম এই সাব্যস্ত হলো যে, সমজাতীয় বস্তুর পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিমাণের মধ্যে সমতা বিধান করা ওয়াজিব। আর হুকুম অর্থাৎ সমতা অনুপস্থিত হওয়ার ভিত্তিতে হুরমত সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ যেখানেই সমতা অনুপস্থিত থাকবে সেখানেই হুরমত সাব্যস্ত হবে। এটাই নস-এর হুকুম (অর্থাৎ সমতা ওয়াজিব হওয়া।) আর এটার কারণ অর্থাৎ সে ইল্লত যা সমতা ওয়াজিব হওয়ার কারণ, তা হলো- قَدْر বা পরিমাণ এবং جِنْس বা শ্রেণী। কেননা, হাদীসের মধ্যে উল্লিখিত দ্রব্যসমূহের পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিমাণে সমান হওয়ার হুকুম প্রদানের দাবি এই যে, স্বয়ং এ সকল দ্রব্য পরস্পর সম্পূর্ণ সমান ও সমপরিমিত হবে। আর তা একমাত্র 'পরিমাণ' ও 'শ্রেণী' দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। কেননা, পূর্ণ সমতা বাহ্যিক অবস্থা ও অভ্যন্তরীণ হাকীকত উভয় বিবেচনায় সমান হওয়া দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে। আর এটা 'পরিমাণ' ও 'শ্রেণী'-এর মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং قَدْر বা মাপ দ্বারা বাহ্যিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং جِنْس বা শ্রেণী-এর একতা দ্বারা অভ্যন্তরীণ সমতা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। যেমন- হাদীসের শব্দ اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ দ্বারা শ্রেণী-এর একতার প্রতি এবং مِثْلًا بِمِثْلٍ দ্বারা قَدْر বা মাপ-এর মধ্যে মুশ্তারাক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং যদি বস্তু সম-শ্রেণীভুক্ত না হয়, যেমন- গমের বিনিময় যব দ্বারা হয় অথবা যদি বস্তুটি পরিমাণ অথবা মাপে বিক্রয়যোগ্য না হয়, যেমন- গণনা দ্বারা বিক্রয়যোগ্য বস্তু পারস্পরিক বিনিময় হয়, তাহলে এদের ক্ষেত্রে সমতা শর্ত নয় এবং কমবেশি হওয়ার কারণে সুদ সাব্যস্ত হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصَارَ অতএব সাব্যস্ত হলো حُكْمُ النَّصِّ নস তথা হাদীসের হুকুম وُجُوْبُ ওয়াজিব التَّسْوِيَةِ সমতা বিধান করা بَيْنَهُمَا উভয়ের মধ্যে فِى الْقَدْرِ পরিমাণের মধ্যে ثُمَّ الْحُرْمَةُ তারপর হুরমত সাব্যস্ত হবে بِنَاءً ভিত্তিতে عَلٰى فَوَاتِ অনুপস্থিত হওয়ার حُكْمِ الْاَمْرِ বিষয়টির হুকুম তথা সমতা التَّسْوِيَةُ অর্থাৎ يَعْنِىْ যেখানেই حَيْثُمَا فَاتَتِ অনুপস্থিত থাকবে সমতা تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ সেখানেই হুরমত সাব্যস্ত হবে هٰذَا حُكْمُ النَّصِّ এটাই নসের হুকুম وَالدَّاعِىْ اِلَيْهِ আর এটার কারণ اَىِ অর্থাৎ الْعِلَّةُ সেই ইল্লত الْبَاعِثَةُ যা কারণ হয় عَلٰى وُجُوْبِ التَّسْوِيَةِ সমতা ওয়াজিব হওয়ার الْقَدْرُ (তা হলো) পরিমাণ وَالْجِنْسُ ও শ্রেণী لِاَنَّ কেননা اِيْجَابَ التَّسْوِيَةِ সমতা হওয়া فِى الْقَدْرِ পরিমাণের ক্ষেত্রে بَيْنَ هٰذِهِ الْاَمْوَالِ উল্লিখিত দ্রব্যসমূহের মাঝে হুকুম প্রদানের দাবি يَقْتَضِىْ এ দ্রব্যসমূহ হওয়া اَنْ تَكُوْنَ পরস্পর সমান اَمْثَالًا ও সমপরিমিত হবে مُتَسَاوِيَةً আর তা কখনো وَلَنْ تَكُوْنَ كَذٰلِكَ হতে পারে না اِلَّا بِالْقَدْرِ একমাত্র পরিমাণের ক্ষেত্রে وَالْجِنْسِ এবং শ্রেণীর মধ্যেই হবে لِاَنَّ কেননা, পূর্ণ সমতা الْمُمَاثَلَةَ নির্ণীত تَقُوْمُ হয়ে থাকে بِالصُّوْرَةِ বাহ্যিক অবস্থা وَالْمَعْنٰى এবং অভ্যন্তরীণ বিবেচনায় وَ ذٰلِكَ আর এটা সম্ভব بِالْقَدْرِ পরিমাণ وَالْجِنْسِ এবং শ্রেণীর মাধ্যমেই فَبِالْقَدْرِ সুতরাং পরিমাপ দ্বারা تَقُوْمُ সাব্যস্ত হয়ে থাকে الْمُمَاثَلَةُ الصُّوْرِيَّةُ বাহ্যিক সমতা وَالْجِنْسُ আর শ্রেণী تَقُوْمُ সাব্যস্ত হবে الْمُمَاثَلَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ অভ্যন্তরীণ সমতা وَالْجِنْسُ مَدْلُوْلُ আর শ্রেণীর সমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে قَوْلِهِ হাদীসের শব্দ اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ এ অংশ দ্বারা وَالْقَدْرُ مَدْلُوْلُ আর পরিমাণের সমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে قَوْلِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ হাদীসের শব্দ مِثْلًا بِمِثْلٍ-এর দ্বারা فَاِنْ لَمْ يُوْجَدِ যদি না পাওয়া যায় الْجِنْسُ শ্রেণীর সমতা كَالْحِنْطَةِ مَعَ الشَّعِيْرِ যেমন- গমের বিনিময় যব দ্বারা اَوْ لَمْ يُوْجَدِ অথবা যদি না পাওয়া যায় الْقَدْرُ পরিমাপে বিক্রয়যোগ্য كَمَا فِى الْعَدَدِيَّاتِ যেমনি গণনা দ্বারা বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহ لَمْ تُشْتَرَطِ তাহলে এ সব ক্ষেত্রে শর্ত নয় الْمُسَاوَاةُ সমতা وَلَا يَظْهَرُ الرِّبٰوا এবং কমবেশি হওয়ার কারণে সুদ সাব্যস্ত হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَصَارَ حُكْمُ النَّصِّ وُجُوْبُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে (اَلْحَدِيْثُ) اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ-এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নবী কারীম ﷺ-এর বাণী- اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ الخ (গমের বিনিময় গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য- সমতা হওয়া চাই এবং নগদ হওয়া জরুরি।) এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, পরিমাপের মধ্যে সমতা হওয়া আবশ্যক। আর যখনই এতদুভয়ের মধ্যে সমতা অনুপস্থিত হবে তখনই হারাম হওয়া সাব্যস্ত হবে। এটাই উপরিউক্ত نَصّ টির حُكْم-এর عِلَّة হলো قَدْر (পরিমাপযোগ্য হওয়া) এবং جِنْس (সমজাতীয় হওয়া) বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পূর্ণ সদৃশতা শুধু قَدْر ও جِنْس-এর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কেননা, قَدْر-এর দ্বারা বাহ্যিক সদৃশতা ও جِنْس-এর দ্বারা অভ্যন্তরীণ সদৃশতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর তাঁর বাণী- اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ الخ-এর দ্বারা جِنْس বোধগম্য হয়ে থাকে। অপর দিকে مِثْلًا بِمِثْلٍ-এর দ্বারা قَدْر সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং قَدْر ও جِنْس-এর যে কোনো একটির অনুপস্থিতির কারণে উক্ত نَصّ-এর حُكْم কার্যকরী হবে না।

وَيَرِدُ عَلَيْهِ اِنَّا لَا نُسَلِّمُ اَنَّ الْمُمَاثَلَةَ تَثْبُتُ بِالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ فَقَطْ بَلْ لَابُدَّ اَنْ تَكُوْنَ فِي الْوَصْفِ اَيْضًا وَهُوَ الْجُوْدَةُ وَالرَّدَاءَةُ فَاَجَابَ بِقَوْلِهٖ وَسَقَطَتْ قِيْمَةُ الْجُوْدَةِ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَيِّدُهَا وَ رَدِيْهَا سَوَاءٌ وَهٰذَا حُكْمُ النَّصِّ اَيْ كَوْنُ الدَّاعِيْ اِلٰى وُجُوْبِ التَّسْوِيَةِ وَهُوَ الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ ثَابِتٌ بِاِشَارَةِ النَّصِّ لَا بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ فَالْمُرَادُ بِهٰذَا الْحُكْمِ الثَّانِيْ غَيْرُ مَا اُرِيْدَ بِالْحُكْمِ الْاَوَّلِ لِاَنَّ الْحُكْمَ الْاَوَّلَ هُوَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ اَعْنِيْ وُجُوْبَ التَّسْوِيَةِ وَهٰذَا الْحُكْمُ هُوَ بِمَعْنٰى مَدْلُوْلِ النَّصِّ شَامِلٌ لِلْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ جَمِيْعًا ـ

সরল অনুবাদ : অবশ্য এর উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, শুধু جِنْس ও قَدْر দ্বারাই সমতা সাব্যস্ত হওয়া এটা সর্বস্বীকৃত নয়; বরং এর জন্য বস্তুর গুণাগুণ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রেও পরস্পর সমান হওয়া জরুরি। গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা এর উত্তর প্রদান করেছেন, **আর উৎকৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে সমতার বিবেচনা নস দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে।** অর্থাৎ নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন– جَيِّدُهَا وَ رَدِيْهَا سَوَاءٌ (অর্থাৎ সমশ্রেণীভুক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সবই সমান। শুধু মাপে সমান হওয়াই যথেষ্ট।) **আর এটাই নস-এর হুকুম।** অর্থাৎ সমতা ওয়াজিব হওয়ার ইল্লত قَدْر ও جِنْس হওয়া এটা শুধু কিয়াস ও যুক্তি দ্বারাই নয়; বরং স্বয়ং اِشَارَةُ النَّصِّ দ্বারাও সাব্যস্ত। এ জায়গায় গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য– هٰذَا حُكْمُ -এর মধ্যে হুকুম দ্বারা হাদীসের নসের مَدْلُوْلُ النَّصِّ -ই উদ্দেশ্য, যা শরয়ী হুকুম অর্থাৎ সমতা ওয়াজিব হওয়া ও ইল্লত উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু পূর্বে যে هٰذَا حُكْمُ النَّصِّ বলা হয়েছে, তা এর বিপরীত। কারণ, সেখানে হুকুম দ্বারা শুধু শরয়ী হুকুমই উদ্দেশ্য।

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَرِدُ عَلَيْهِ অবশ্য এর উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে اِنَّا لَا نُسَلِّمُ আমরা এটা স্বীকার করি না যে اَنَّ الْمُمَاثَلَةَ সমতা تَثْبُتُ সাব্যস্ত হওয়া بِالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ পরিমাপ ও সমজাতীয় দ্বারা فَقَطْ শুধুমাত্র بَلْ لَابُدَّ বরং আবশ্যক হলো اَنْ تَكُوْنَ হওয়া فِي الْوَصْفِ গুণাগুণের ক্ষেত্রে اَيْضًا ও وَهُوَ الْجُوْدَةُ আর তা হলো উৎকৃষ্টতা وَالرَّدَاءَةُ নিকৃষ্টতা فَاَجَابَ সম্মানিত গ্রন্থকার এর জবাব দিয়েছেন بِقَوْلِهٖ তাঁর এ কথা দ্বারা وَسَقَطَتْ পরিত্যক্ত হয়েছে قِيْمَةُ الْجُوْدَةِ উৎকৃষ্টতার মূল্য بِالنَّصِّ নস দ্বারা وَهُوَ আর তা হলো قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর এই কাওল جَيِّدُهَا এর উৎকৃষ্টতা وَ رَدِيْهَا এবং নিকৃষ্টতা سَوَاءٌ এক সমান (সমতার বিচারে) وَهٰذَا আর এটাই حُكْمُ النَّصِّ নসের হুকুম اَيْ অর্থাৎ كَوْنُ الدَّاعِيْ ইল্লত বা কারণ হওয়া اِلٰى وُجُوْبِ التَّسْوِيَةِ সমতা ওয়াজিব হওয়ার وَهُوَ الْقَدْرُ আর তা হলো পরিমাপ وَالْجِنْسُ একই শ্রেণী ثَابِتٌ যা সাব্যস্ত بِاِشَارَةِ النَّصِّ ইশারাতুন নস দ্বারাও لَا بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ শুধু কিয়াস ও যুক্তি দ্বারাই নয় فَالْمُرَادُ অতএব উদ্দেশ্য হবে بِهٰذَا الْحُكْمِ الثَّانِيْ এ দ্বিতীয় হুকুম দ্বারা غَيْرُ তার বিপরীত مَا اُرِيْدَ যা উদ্দেশ্য করা হয়েছে بِالْحُكْمِ الْاَوَّلِ প্রথম হুকুম দ্বারা لِاَنَّ الْحُكْمَ الْاَوَّلَ কেননা, প্রথম হুকুম هُوَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ তাই হলো শরয়ী হুকুম اَعْنِيْ অর্থাৎ وُجُوْبَ ওয়াজিব হওয়া التَّسْوِيَةِ সমতা وَهٰذَا الْحُكْمُ আর এ হুকুমটি هُوَ بِمَعْنٰى এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَدْلُوْلِ النَّصِّ নসের মাদলূলই شَامِلٌ যা অন্তর্ভুক্ত করে لِلْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ হুকুম ও ইল্লত جَمِيْعًا উভয়কে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهُوَ قَوْلُهٗ (ع) جَيِّدُهَا وَ رَدِيْهَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি اِعْتِرَاض-এর জবাব প্রদান করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, অতিরিক্ত সুদ হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য قَدْر ও جِنْس ইল্লত হবে। এটার উপর اِعْتِرَاض করে বলা হয়েছে যে. قَدْر ও جِنْس ব্যতীত وَصْف তথা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়ার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এটাকে عِلَّة -এর মধ্যে শামিল করা হবে না কেন?

এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, وَصْف তথা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়া عِلَّة হওয়ার অযোগ্য। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন– جَيِّدُهَا وَ رَدِيْهَا سَوَاءٌ অর্থাৎ হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সব সমান। সুতরাং নিকৃষ্টের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট গম বিক্রয় করলেও সমতা রক্ষা করতে হবে। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়া ধর্তব্য নয়।

ইমাম যায়লায়ী (র.) تَخْرِيْجُ اَحَادِيْثِ الْهِدَايَةِ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত হাদীসখানা উপরিউক্ত শব্দসহ غَرِيْب মূলত হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক একখানা মুতলাক হাদীস হতে তা গৃহীত হয়েছে, যা ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ اَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبٰى اَلْاٰخِذُ وَالْمُعْطِيْ فِيْهِ سَوَاءٌ

অর্থাৎ স্বর্ণ-স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্য-রৌপ্যের বিনিময়ে, গম-গমের বিনিময়ে, যব-যবের বিনিময়ে, খেজুর-খেজুরের বিনিময়ে, লবণ-লবণের বিনিময়ে– সমান এবং নগদে বেচাকেনা করো। কেউ যদি অতিরিক্ত প্রদান করে অথবা গ্রহণ করে, তাহলে এটা সুদ হবে। এ ব্যাপারে গ্রহণকারী এবং প্রদানকারী উভয়ে সমান গুনাহগার হবে।

وَ وَجَدْنَا الْاَرُزَّ وَغَيْرَهُ اَمْثَالًا مُتَسَاوِيَةً فَكَانَ الْفَضْلُ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ فِيْهَا فَضْلًا خَالِيًا عَنِ الْعِوَضِ فِىْ عَقْدِ الْبَيْعِ مِثْلُ حُكْمِ النَّصِّ بِلَا تَفَاوُتٍ فَلَزِمْنَا اِثْبَاتَهُ اَىْ اِثْبَاتَ حُكْمِ النَّصِّ وَهُوَ وُجُوْبُ الْمُسَاوَاةِ وَحُرْمَةُ الرِّبٰوا فِيْمَا عَدَا الْاَشْيَاءِ السِّتَّةِ مِنَ الْاَرُزِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَكِيْلَاتِ وَالْمَوْزُوْنَاتِ سَوَاءٌ كَانَ مَطْعُوْمًا اَوْ غَيْرَ مَطْعُوْمٍ بِشَرْطِ وُجُوْبِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ ـ

সরল অনুবাদ : আর আমরা চাউল ইত্যাদি كَيْلِىْ এবং وَزْنِىْ বস্তুকে সমশ্রেণী ও সমওজনভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সেসব বস্তুর সম্পূর্ণ সদৃশ পেয়েছি, যাদের সম্পর্কে নস আগমন করেছে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে সমশ্রেণীভুক্ত বস্তুর আদান-প্রদানের সময় যদি অতিরিক্ত পাওয়া যায়, তাহলে বিক্রয় চুক্তির মধ্যে বিনিময় ছাড়াই অতিরিক্তি আবশ্যিক হবে। সুতরাং আমরা তাদের মধ্যে সে হুকুমের সাব্যস্তকরণকে আবশ্যক করেছি। অর্থাৎ নস্-এর মধ্যে উল্লিখিত ছয়টি বস্তু ব্যতীত চাউল প্রভৃতি كَيْلِىْ ও وَزْنِىْ বস্তুর মধ্যে চাই তা খাদ্যদ্রব্য হোক অথবা অন্য দ্রব্য হোক ইল্লত অর্থাৎ قَدْر ও جِنْس পাওয়া যাওয়া সাপেক্ষে নসের হুকুম অর্থাৎ, 'সমতা ওয়াজিব হওয়া' ও 'সুদ হারাম হওয়া' সাব্যস্ত করেছি। কিয়াসের ভিত্তিতে যে কিয়াসের জন্য আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاعْتَبِرُوْا الخ -এর মধ্যে হুকুম প্রদান করা হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَ وَجَدْنَا আর আমরা পেয়েছি الْاَرُزَّ وَغَيْرَهُ চাউল এবং অন্যান্য পরিমাপকৃত বস্তুসমূহকে اَمْثَالًا সদৃশ مُتَسَاوِيَةً সমশ্রেণী ও সমওজনভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে فَكَانَ الْفَضْلُ কাজেই অতিরিক্ত হলে عَلَى الْمُمَاثَلَةِ সমশ্রেণীর মধ্যে فِيْهَا পরস্পর লেনদেনের ক্ষেত্রে فَضْلًا তাহলে তা অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে خَالِيًا যা মুক্ত হবে عَنِ الْعِوَضِ বিনিময় হতে فِىْ عَقْدِ الْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মধ্যে مِثْلُ উদাহরণত حُكْمِ النَّصِّ নসের হুকুম بِلَا تَفَاوُتٍ কোনো ব্যবধান ব্যতীত فَلَزِمْنَا কাজেই আমরা আবশ্যক করেছি اِثْبَاتَهُ সে হুকুম সাব্যস্তকরণকে اَىْ অর্থাৎ اِثْبَاتَ সাব্যস্ত করেছি حُكْمِ النَّصِّ নসের হুকুম وَهُوَ আর তা হলো وُجُوْبُ ওয়াজিব হওয়া الْمُسَاوَاةِ সমতা وَحُرْمَةُ الرِّبٰوا এবং সুদ হারাম হওয়া فِيْمَا عَدَا ব্যতীত الْاَشْيَاءِ السِّتَّةِ উল্লিখিত ছয়টি বস্তু مِنَ الْاَرُزِّ وَغَيْرِهِ চাউল ও অন্যান্য বস্তু مِنَ الْمَكِيْلَاتِ কাইলী বস্তুসমূহ وَالْمَوْزُوْنَاتِ ওজনকৃত বস্তুসমূহ سَوَاءٌ كَانَ চাই তা হোক مَطْعُوْمًا খাদ্য জাতীয় اَوْ غَيْرَ مَطْعُوْمٍ অথবা অন্য দ্রব্য بِشَرْطِ এ শর্তের ভিত্তিতে যে وُجُوْبِ ওয়াজিব হওয়া الْقَدْرِ পরিমাপ وَالْجِنْسِ এবং সমজাতীয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَ وَجَدْنَا الْاَرُزَّ وَغَيْرَهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে نَصّ -এর حُكْم-কে অন্যত্র স্থানান্তর করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীস শরীফে মোট ছয়টি বস্তুর সমজাতীয়ের আদান-প্রদানে অতিরিক্ত গ্রহণকে সুদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর এদের মধ্যে সুদ সাব্যস্ত করার কারণ হিসেবে قَدْر ও جِنْس -কে عِلَّة হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এখন চাউল, ডাল ইত্যাদির মধ্যেও قَدْر ও جِنْس পাওয়া যাওয়ার কারণে এদের সমজাতীয়ের আদান-প্রদানে অতিরিক্ত গ্রহণকে সুদ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। আর তা কিয়াসের মাধ্যমেই সাব্যস্ত করা হয়। কেননা, আল্লাহর বাণী–

هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ

এর মধ্যে উল্লিখিত শাস্তি হতে সে শিক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে শরয়ী কিয়াস এটার নজির বা সাদৃশ্য বিশেষ।

عَلٰى طَرِيْقِ الْاِعْتِبَارِ الْمَامُوْرِ بِهٖ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاعْتَبِرُوْا وَهُوَ نَظِيْرُ الْمُثْلَاتِ اَىْ هٰذَا الْقِيَاسُ الشَّرْعِىُّ نَظِيْرُ اِعْتِبَارِ الْعُقُوْبَاتِ النَّازِلَةِ بِالْكُفَّارِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ هُوَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يَآ اُولِى الْاَبْصَارِ وَالْمُرَادُ بِاَهْلِ الْكِتَابِ يَهُوْدُ بَنِى النَّضِيْرِ حَيْثُ عَاهَدُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَا يَكُوْنُوْا مُخَاصِمِيْنَ عَلَيْهِ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَقَضُوا الْعَهْدَ فِىْ وَقْعَةِ اُحُدٍ فَاَمَرَهُمْ بِالْخُرُوْجِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَمْهَلُوْا عَشَرَةَ اَيَّامٍ وَطَلَبُوا الصُّلْحَ فَاَبٰى عَلَيْهِمْ اِلَّا الْجَلَاءَ فَاَخْرَجَهُمُ اللّٰهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ وَالْاِخْرَاجُ حَالَ كَوْنِكُمْ يَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَىِ الْيَهُوْدُ اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ اَىْ عَذَابُهٗ وَحُكْمُهٗ بِالْجَلَاءِ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ذٰلِكَ وَقَذَفَ اَىْ اَلْقَى اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ حَالَ كَوْنِهِمْ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ لِحَاجَتِهِمْ اِلَى الْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ فَحَمَلُوْا اَثْقَالَهُمْ هٰذِهٖ عَلٰى اَحْمَالٍ كَثِيْرَةٍ وَخَرَجُوْا مِنْهَا وَاسْتَوْطَنُوْا بِخَيْبَرَ ثُمَّ اَخْرَجَهُمْ عُمَرُ (رض) مِنْ خَيْبَرَ اِلَى الشَّامِ هٰذَا تَفْسِيْرُ الْاٰيَةِ ـ

সরল অনুবাদ : **আর এটাই হুবহু শাস্তি সম্পর্কিত কিয়াসের উদাহরণ।** অর্থাৎ এ শরয়ী কিয়াস কাফিরদের বেলায় অবতীর্ণ শাস্তি দ্বারা উপদেশ গ্রহণের উদাহরণ। **কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–** هُوَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ (الاية) **অর্থাৎ তিনি সে মহাপরাক্রমশালী সত্তা, যিনি আহলে কিতাব কাফিরগণকে তাদের নিজ নিজ গৃহ হতে প্রথম সৈন্য সমাবেশের সময়ই বিতাড়িত করে দিয়েছেন।** তোমরা এ চিন্তাও করনি যে, তারা বের হয়ে যাবে, আর তারা ধারণা পোষণ করত যে, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচিয়ে দিবে। অতঃপর তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এভাবে নেমে আসল যে, তারা এটার কল্পনাও করেনি। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত করে দিলেন যে, তারা স্বহস্তে ও মু'মিনদের হস্তে নিজেদের ঘরবাড়িসমূহ বিধ্বস্ত করতে লাগল। সুতরাং হে চক্ষুষ্মানগণ! তোমরা এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করো। আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাব দ্বারা বনী নযীর গোত্রের ইহুদিগণকে বুঝানো হয়েছে। যারা নবী করীম ﷺ-এর মদীনা আগমনের পর তাঁর সাথে এ মর্মে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল যে, তারা তাঁর সাথে কোনো প্রকার ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। কিন্তু উহুদ যুদ্ধের সময় তারা এ সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে বসে। তখন নবী করীম ﷺ তাদেরকে মদীনা হতে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তারা দশ দিনের সময় প্রার্থনা করে এবং পুনরায় আপসের চেষ্টা চালায়। কিন্তু নবী করীম ﷺ 'দেশ হতে বিতাড়িত হওয়া' ছাড়া অন্য কোনো কথাই শ্রবণ করতে রাজি হননি। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথম আক্রমণেই মদীনা হতে বহিষ্কার করিয়ে দিলেন। আর এ বহিষ্কারও এ অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে যে, হে মুসলমানগণ! তারা যে বের হয়ে যাবে, তা তোমরা চিন্তাও করনি। আর ইহুদিরা এ খেয়ালে মগ্ন ছিল যে, তাদের সুরক্ষিত দুর্গসমূহ তাদের জন্য আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষাকবচ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু এ সমস্ত পরিকল্পনা নিষ্ফল প্রমাণিত হলো এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আল্লাহর শাস্তি নেমে আসল। আর 'দেশ হতে বিতাড়িত হওয়া'-এর আদেশ কার্যকর হয়ে রইল। তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এমন ভীতি সঞ্চারিত করে দিলেন যে, তারা নিজেরাই স্বহস্তে ও মু'মিনগণের হস্ত দ্বারা নিজেদের ঘরবাড়িসমূহ বিধ্বস্ত করতে লাগল। তারপর প্রয়োজনীয় কাঠ ও পাথর ইত্যাদির বোঝা অসংখ্য ভারবাহীর উপর বহন করে মদীনা হতে বের হয়ে পড়ল এবং খায়বর নামক স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করল। অবশেষে হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফত আমলে তাদেরকে খায়বর হতেও বহিষ্কার করলে তারা সিরিয়ার দিকে চলে যায়। এটাই আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা।

শাব্দিক অনুবাদ : عَلٰى طَرِيْقِ الْاِعْتِبَارِ (শিক্ষা গ্রহণের) কিয়াসের ভিত্তিতে اَلْمَامُوْرِ بِهٖ যে বিষয়ে আমরা আদিষ্ট হয়েছি فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى মহান আল্লাহর এ কাওলে فَاعْتَبِرُوْا তোমরা কিয়াস করো وَهُوَ نَظِيْرُ আর এটা হলো উদাহরণ اَلْمُثْلَاتِ

শাস্তি সম্পর্কীয় اَلْعُقُوْبَاتِ النَّازِلَةِ অর্থাৎ اَىْ هٰذَا الْقِيَاسُ الشَّرْعِىُّ এ শরয়ী কিয়াস نَظِيْرُ উদাহরণ اِعْتِبَارِ উপদেশ গ্রহণের অবতীর্ণ শাস্তি দ্বারা بِالْكُفَّارِ কাফিরদের বেলায় فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ কেননা, মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন هُوَ الَّذِىْ তিনি সেই আল্লাহ যিনি اَخْرَجَ বিতাড়িত করেছেন اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফিরগণকে مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ আহলে কিতাবগণের মধ্য হতে مِنْ دِيَارِهِمْ তাদের নিজ নিজ গৃহ হতে لِاَوَّلِ الْحَشْرِ প্রথম সৈন্য সমাবেশের সময়ই مَا ظَنَنْتُمْ তোমরা এ চিন্তাই করনি যে اَنْ يَّخْرُجُوْا তারা বের হয়ে যাবে وَظَنُّوْا আর তারা ধারণা পোষণ করত যে اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ তাদেরকে বাঁচিয়ে দিবে حُصُوْنُهُمْ তাদের দুর্গসমূহ مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর শাস্তি হতে فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ অতঃপর তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে مِنْ حَيْثُ এমনভাবে যে لَمْ يَحْتَسِبُوْا তারা এটার কল্পনাও করেনি وَقَذَفَ আর আল্লাহ সঞ্চারিত করে দিলেন فِىْ قُلُوْبِهِمُ তাদের অন্তরে اَلرُّعْبَ ভয়ভীতি يُخْرِبُوْنَ ফলে তারা বিধ্বস্ত করতে লাগল بُيُوْتَهُمْ তাদের ঘরবাড়িসমূহ بِاَيْدِيْهِمْ তারা স্বহস্তে وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ এবং মু'মিনদের হাতে فَاعْتَبِرُوْا অতএব তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো يَا اُولِى الْاَبْصَارِ হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবর্গ وَالْمُرَادُ আর উদ্দেশ্য بِاَهْلِ الْكِتَابِ আহলে কিতাব দ্বারা يَهُوْدُ بَنِى النَّضِيْرِ বনী নযীরের ইহুদিগণ حَيْثُ عَاهَدُوْا যারা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে اَنْ لَا يَكُوْنُوْا যে তারা লিপ্ত হবে না مُخَاصِمِيْنَ عَلَيْهِ তাঁর সাথে কোনো ঝগড়া-বিবাদে حِيْنَ قَدِمَ যখন তিনি আগমন করলেন اَلْمَدِيْنَةَ মদীনা নগরীতে فَنَقَضُوْا কিন্তু তারা ভঙ্গ করে বসে اَلْعَهْدَ এ সন্ধিচুক্তি فِىْ وَقْعَةِ اُحُدٍ উহুদ যুদ্ধে فَاَمَرَهُمْ ফলে নবী করীম ﷺ তাদেরকে আদেশ দিলেন بِالْخُرُوْجِ বের হয়ে যেতে مِنَ الْمَدِيْنَةِ মদীনা হতে فَاسْتَمْهَلُوْا অতঃপর তারা সময় প্রার্থনা করে عَشَرَةَ اَيَّامٍ দশ দিনের وَطَلَبُوا الصُّلْحَ এবং আপসের চেষ্টা চালায় فَاَبٰى عَلَيْهِمْ কিন্তু নবী করীম ﷺ কোনো কথাই শ্রবণ করতে রাজি হননি اِلَّا الْجَلَاءَ দেশ হতে বিতাড়িত হওয়া ব্যতীত فَاَخْرَجَهُمُ اللّٰهُ এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বহিষ্কার করিয়ে দিলেন مِنَ الْمَدِيْنَةِ মদীনা হতে لِاَوَّلِ الْحَشْرِ প্রথম (সমাবেশ) আক্রমণের সময়েই وَالْاِخْرَاجُ আর তাদের বের হয়ে যাওয়া حَالَ كَوْنِكُمْ তোমাদের এ অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে যে يَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ হে মুসলমানগণ مَا ظَنَنْتُمْ তোমরা ধারণাই করতে পারনি যে اَنْ يَّخْرُجُوْا তারা বের হয়ে যাবে وَظَنُّوْا আর তারা এ ধারণায় লিপ্ত রয়েছে اَىْ অর্থাৎ اَلْيَهُوْدُ ইহুদিগণ اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ তাদের রক্ষাকবচ হবে حُصُوْنُهُمْ তাদের দুর্গসমূহ مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর শাস্তি হতে فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ অতঃপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসল اَىْ অর্থাৎ عَذَابُهٗ আল্লাহর শাস্তি وَحُكْمُهٗ এবং আল্লাহর হুকুম কার্যকর হলো ذٰلِكَ এ مِنْ حَيْثُ এমনভাবে যে لَمْ يَحْتَسِبُوْا তারা ধারণাই করতে পারেনি بِالْجَلَاءِ দেশান্তর হওয়ার শাস্তির وَقَذَفَ আর মহান আল্লাহ সঞ্চারিত করে দিয়েছেন اَىْ অর্থাৎ اَلْقَى اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা ঢেলে দিয়েছেন فِىْ قُلُوْبِهِمُ তাদের অন্তরে اَلرُّعْبَ ভয়ভীতি حَالَ كَوْنِهِمْ ফলে তাদের অবস্থা এমন হলো যে يُخْرِبُوْنَ বিধ্বস্ত করতে লাগল بُيُوْتَهُمْ তাদের ঘরবাড়িসমূহ بِاَيْدِيْهِمْ তাদের নিজ হাতে وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ এবং মু'মিনদের হাতে لِحَاجَتِهِمْ তাদের প্রয়োজনের কারণে اِلَى الْخَشَبِ কাঠের وَالْحِجَارَةِ এবং পাথরের فَحَمَلُوْا তারা বহন করল اَثْقَالَهُمْ তাদের বোঝাসমূহ هٰذِهٖ এ সব কিছুর عَلٰى اَحْمَالٍ كَثِيْرَةٍ অনেক ভারবাহীর উপর وَخَرَجُوْا مِنْهَا এবং মদীনা হতে বের হয়ে পড়ল وَاسْتَوْطَنُوْا আর তারা বসতি স্থাপন করল بِخَيْبَرَ খায়বার নামক স্থানে ثُمَّ اَخْرَجَهُمْ তারপর তাদেরকে বিতাড়িত করলেন عُمَرُ (رض) হযরত ওমর (রা.) مِنْ خَيْبَرَ খায়বার হতে اِلَى الشَّامِ সিরিয়ার দিকে هٰذَا تَفْسِيْرُ الْاٰيَةِ এটাই হলো আয়াতটির ব্যাখ্যা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে لِاَوَّلِ الْحَشْرِ-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে لَامٌ টি تَوْقِيْتٌ -এর জন্য হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম হাশর তথা ইসলামি সৈন্য সমাবেশের প্রথম স্থান। ইমাম বায়যাবী (র.) বলেছেন, ইহুদিদের আরব উপদ্বীপ হতে প্রথমবারের মতো নির্বাসিত হয়ে অন্যত্র (খায়বর) গিয়ে একত্রিত হওয়া। কেননা, এর পূর্বে তারা কখনো এমনভাবে লাঞ্ছিত হয়নি। আর حَشْرٌ বলে কোনো দল বা গোষ্ঠি এক স্থান হতে অন্যস্থানে গমন করা। এখানে মূলত নবী করীম ﷺ ও মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে ইহুদি বনী নযীরের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে যে শাস্তি নেমে এসেছিল এবং মুসলমানদের হাতে আল্লাহ তাদেরকে যে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও নির্বাসিত করেছিলেন তার উল্লেখ করা হয়েছে। বনূ নযীর ইহুদিদের একটি গোত্র। বায়যাবী শরীফের কোনো কোনো হাশিয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, তারা হযরত হারুন (আ.) -এর বংশধর।

قَوْلُهٗ حَالَ كَوْنِهِمْ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ الخ **-এর আলোচনা :** আল্লাহ তা'আলা ইহুদে বনূ নযীরকে মদীনা হতে এমতাবস্থায় বের করে দিলেন যে, তারা তাদের ঘরবাড়িগুলোকে নিজেদের হতে এবং ঈমানদারগণের হাতে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট করছিল। তারা যেহেতু এ সব ঘর-দোর ছেড়ে যাচ্ছিল বা যেতে বাধ্য হয়েছিল। সেহেতু এদের ভেঙ্গে সাথে করে যা নিয়ে যেতে পারছিল তাই তাদের লাভ। কাজেই তা বোধগম্য ব্যাপার। কিন্তু মুসলমানদের বিনষ্টকরণকে কেন তাদের দিকে নিসবত করা হলো ? এটাই প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটার জবাব এই যে, যেহেতু ইহুদিরা নবী কারীম ﷺ -এর সাথে কৃত তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছে, সেহেতু তারা ঈমানদারগণের কর্তৃক বিনষ্টকরণের সব কারণ হিসেবে গণ্য হয়েছে। সুতরাং যেন তারা মুসলমানদেরকে উক্ত কাজের নির্দেশ দিয়েছে এবং তা করতে তাদেরকে বাধ্য করেছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ তারা স্বহস্তে ও মুসলমানদের হাতে তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করার ব্যবস্থা করেছে।

فَالْاِخْرَاجُ مِنَ الدِّيَارِ عُقُوْبَةٌ كَالْقَتْلِ حَيْثُ سَوّٰى بَيْنَهُمَا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ وَالْكُفْرُ يَصْلُحُ دَاعِيًا اِلَيْهِ فَكُلَّمَا وُجِدَ الْكُفْرُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْاِخْرَاجُ وَاَوَّلُ الْحَشْرِ يَدُلُّ عَلٰى تَكْرَارِ هٰذِهِ الْعُقُوْبَةِ وَهُوَ اِجْلَاءُ عُمَرَ (رض) اِيَّاهُمْ مِنْ خَيْبَرَ اِلَى الشَّامِ وَقِيْلَ هُوَ حَشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ دَعَانَا اِلَى الْاِعْتِبَارِ فِيْ قَوْلِهٖ فَاعْتَبِرُوْا بِالتَّاَمُّلِ فِيْ مَعْنَى النَّصِّ لِلْعَمَلِ بِهٖ فِيْمَا لَا نَصَّ فِيْهِ فَنَعْتَبِرُ اَحْوَالَنَا بِاَحْوَالِهِمْ وَنَحْتَرِزُ عَنْ مِثْلِ مَا فَعَلُوْا تَوَقِّيًا عَنْ مِثْلِ مَا نَزَلَ بِهِمْ فَكَذٰلِكَ هٰهُنَا اَيْ فِي الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ فَنَتَاَمَّلُ فِيْ عِلَّةِ النَّصِّ وَنُعَدِّيْهَا اِلَى الْفَرْعِ لِنُثْبِتَ حُكْمَ النَّصِّ فِيْهِ.

সরল অনুবাদ : সুতরাং ঘরবাড়ি হতে **বিতাড়িত করা এটাও হত্যার ন্যায় একটি শাস্তি।** এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ -এর মধ্যে উভয় শাস্তিকে একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে **আর কুফরই দেশ হতে বিতাড়িত হওয়ার সবব ও ইল্লত হওয়ার উপযোগী।** অর্থাৎ যেখানেই কুফর পাওয়া যাবে সেখানেই দেশ হতে বিতাড়ন প্রযোজ্য হবে। اَوَّلُ الْحَشْرِ এ **কথাটি এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে যে, উক্ত শাস্তিটি বারবার আপতিত হবে।** আর এটা দ্বারা খায়বর হতে সিরিয়ার দিকে হযরত ওমর (রা.)-এর আদেশে পুনর্বার বিতাড়িত হওয়ার ঘটনাই উদ্দেশ্য। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, পুনর্বার হাশর দ্বারা কিয়ামত দিবসের হাশরই উদ্দেশ্য। **অতঃপর আমাদেরকে اِعْتِبَارْ বা উপদেশ গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।** আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاعْتَبِرُوْا-এর মধ্যে। নস-এর অর্থের মধ্যে চিন্তাভাবনার সাহায্যে। **যেন যে ক্ষেত্রে নস আগমন করেনি, সে ক্ষেত্রে ঐ নস-এর উপর আমল করি।** সুতরাং আমরা আমাদের অবস্থাকে সে ইহুদিদের অবস্থার উপর কিয়াস করবো এবং তাদের অনুরূপ অপরাধ সংঘটিত করা হতে বিরত থাকবো। যেন আমরা তাদের বেলায় অবতীর্ণ অনুরূপ শাস্তি হতে নিরাপদ থাকতে পারি। **সুতরাং এখানেও এরূপই হয়ে থাকে।** অর্থাৎ শরয়ী কিয়াসের মধ্যে যেমন– প্রথমে আমরা নস-এর ইল্লতের মধ্যে চিন্তাভাবনা করবো। তারপর একে শাখার দিকে সম্প্রসারিত করবো। যেন এ শাখার মধ্যেও নসের হুকুম সাব্যস্ত করতে পারি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَالْاِخْرَاجُ অতএব বিতাড়িত করা مِنَ الدِّيَارِ ঘরবাড়ি হতে عُقُوْبَةٌ এটাও একটা শাস্তি كَالْقَتْلِ হত্যার মতো حَيْثُ سَوّٰى بَيْنَهُمَا এতে উভয় শাস্তিকে একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ আর যদি আমি তাদের উপর ফরজ করে দিতাম যে اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ তোমরা একে অপরকে হত্যা করো اَوِ اخْرُجُوْا অথবা বের করে দাও مِنْ دِيَارِكُمْ তোমাদের ঘরবাড়ি হতে مَا فَعَلُوْهُ তবে তারা এটা করত না اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ তাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক ব্যতীত وَالْكُفْرُ আর কুফরই يَصْلُحُ উপযোগী دَاعِيًا اِلَيْهِ দেশ হতে বিতাড়িত হওয়ার কারণ فَكُلَّمَا وُجِدَ الْكُفْرُ যেখানেই কুফর পাওয়া যাবে يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ সেখানেই প্রযোজ্য হবে الْاِخْرَاجُ দেশ হতে বিতাড়ন وَاَوَّلُ الْحَشْرِ আর প্রথম সমাবেশ কথাটি يَدُلُّ নির্দেশ করে عَلٰى تَكْرَارِ বারবারের উপর هٰذِهِ الْعُقُوْبَةِ এ শাস্তির وَهُوَ আর তা হলো اِجْلَاءُ عُمَرَ (رض) হযরত ওমর (রা.)-এর বিতাড়ন اِيَّاهُمْ একমাত্র তাদেরকেই مِنْ خَيْبَرَ খায়বার হতে اِلَى الشَّامِ সিরিয়ার দিকে وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন هُوَ حَشْرُهُمْ (পুনর্বার হাশর দ্বারা উদ্দেশ্য) তাদের হাশর يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসের ثُمَّ دَعَانَا অতঃপর আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে اِلَى الْاِعْتِبَارِ শিক্ষা গ্রহণ করার দিকে فِيْ قَوْلِهٖ আল্লাহ তা'আলার এ কথায় فَاعْتَبِرُوْا অতএব তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো بِالتَّاَمُّلِ চিন্তা-ভাবনার সাহায্যে فِيْ مَعْنَى النَّصِّ নসের অর্থের মধ্যে لِلْعَمَلِ بِهٖ এর উপর আমল করার জন্য فِيْمَا لَا نَصَّ فِيْهِ যেখানে নস নেই فَنَعْتَبِرُ অতএব আমরা কিয়াস করবো اَحْوَالَنَا আমাদের অবস্থাকে بِاَحْوَالِهِمْ ইহুদিদের অবস্থার উপর وَنَحْتَرِزُ এবং বিরত থাকবো عَنْ مِثْلِ অনুরূপ অপরাধ সংঘটিত করা হতে مَا فَعَلُوْا যা তারা করেছে تَوَقِّيًا যাতে আমরা নিরাপদ থাকতে পারি عَنْ مِثْلِ অনুরূপ শাস্তি হতে مَا نَزَلَ بِهِمْ যা তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে فَكَذٰلِكَ هٰهُنَا সুতরাং এখানেও এরূপই হয়ে থাকে اَيْ অর্থাৎ فِي الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ শরয়ী কিয়াসের মধ্যে فَنَتَاَمَّلُ অতএব আমরা চিন্তা-ভাবনা করবো فِيْ عِلَّةِ النَّصِّ নসের ইল্লতের মধ্যে وَنُعَدِّيْهَا এরপর একে সম্প্রসারিত করবো اِلَى الْفَرْعِ শাখার দিকে لِنُثْبِتَ যাতে সাব্যস্ত করতে পারি حُكْمَ النَّصِّ নসের হুকুম فِيْهِ এ শাখার মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ دَعَانَا اِلَى الْاِعْتِبَارِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে আয়াতের দ্বারা কিয়াস সাব্যস্তকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আয়াতে কারীমা هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ -এর মধ্যে প্রথমত ইহুদি বনূ নযীরের কুকর্ম ও তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর উক্ত ঘটনা হতে জ্ঞানবান তথা ঈমানদারগণকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তারা যেন উক্ত نَصّ -এর অর্থের মধ্যে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং এটা নিয়ে গবেষণা করে। যাতে তাদের অবস্থার উপর নিজেদের অবস্থাকে কিয়াস করে উক্ত শাস্তি হতে বাঁচার জন্য সে ধরনের অপকর্ম হতে বিরত থাকে। আর শরয়ী কিয়াসের বেলাও এ একই কথা প্রণিধানযোগ্য। এখানে যে ব্যাপারে نَصّ আরোপিত হয়েছে তথা نَصّ আরোপিত হওয়ার عِلَّةْ নির্ধারণ করে যেখানে উক্ত عِلَّةْ পাওয়া যায় সেখানে সে حُكْم টিকে সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে।

وَالْأُصُولُ فِي الْأَصْلِ مَعْلُولَةٌ دَفْعٌ لِمَنْ تَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ النَّصُّ مَعْلُولًا حَتَّى يُعَدَّى إِلَى الْفَرْعِ بِالْقِيَاسِ يَعْنِي أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ أَصْلٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا بِعِلَّةٍ تُوجَدُ فِي الْفَرْعِ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ مَعْلُولًا أَوْ يَكُونَ مَعْلُولًا بِعِلَّةٍ قَاصِرَةٍ لَا تُوجَدُ فِي الْفَرْعِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِهٰذَا الْقَدْرِ بَلْ لَابُدَّ فِي ذٰلِكَ مِنْ دَلَالَةِ التَّمْيِيزِ أَيْ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هٰذِهِ هِيَ الْعِلَّةُ لَا غَيْرُ كَمَا يُعْلَمُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِنَ الْمُقَابَلَةِ وَمِنْ قَوْلِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ كَوْنُ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ عِلَّةً ـ

সরল অনুবাদ : **আর মূলনীতিসমূহ মূলত ইল্লতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।** এটা দ্বারা গ্রন্থকার (র.) এ ধারণাটির অপনোদন করেছেন যে, যখন কিতাব, সুন্নত ও ইজমার আহকামের জন্য আদৌ কোনো ইল্লত থাকার প্রয়োজনই নেই, তখন এদের উপর কিয়াস করে শাখার মধ্যে নস-এর হুকুম সম্প্রসারিত হওয়ার কথা স্বীকার করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। অর্থাৎ যদিও এ কথার সম্ভাবনা রয়েছে যে, কোনো নসেরই ইল্লত থাকবে না অথবা এমন ইল্লত থাকবে, যা এটার সাথে নির্দিষ্ট আর তা সম্প্রসারণযোগ্য নয়; কিন্তু কিতাব, সুন্নত ও ইজমার মূল দাবি এই যে, প্রত্যেকটি হুকুমের জন্য এমন কোনো ইল্লত থাকবে, যা শাখার মধ্যেও পাওয়া যাবে। **তবে কিয়াস-এর জন্য এতটুকু যে,** শুধু মূল দাবি অর্থাৎ এ পরিমাণের উপর যথেষ্ট করা সমীচীন হবে না। **বরং তাতে ইল্লতকে সনাক্ত করার জন্যও কোনো দলিল থাকা আবশ্যক।** অর্থাৎ এমন কোনো দলিল থাকা আবশ্যক, যা এ কথার প্রতি নির্দেশ করবে যে, উদ্ভাবিত ইল্লতই প্রকৃতপক্ষে নসের ইল্লত, অন্য কোনো কিছু ইল্লত নয়। যেমন- رِبٰوا সংক্রান্ত হাদীসে اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ الخ -এর মধ্যে 'সমশ্রেণীর বিনিময়' আর مِثْلًا بِمِثْلٍ দ্বারা জানা যায় যে, قَدْر বা 'পরিমাণ' এবং جِنْس বা 'শ্রেণী' হওয়াই সুদ হারাম হওয়ার ইল্লত।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْأُصُولُ আর মূলনীতিসমূহ فِي الْأَصْلِ মূল مَعْلُولَةٌ ইল্লতের সাথে সম্পর্কযুক্ত دَفْعٌ এর দ্বারা সেসব লোকের এ ধারণা অপনোদন করেছেন لِمَنْ تَوَهَّمَ যারা ধারণা করে أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ কোনো প্রয়োজন নেই أَنْ يَكُونَ النَّصُّ নসের আহকামের জন্য مَعْلُولًا কোনো ইল্লত حَتَّى يُعَدَّى যার ফলে সম্প্রসারিত হয় إِلَى الْفَرْعِ শাখার দিকে بِالْقِيَاسِ কিয়াস করে يَعْنِي অর্থাৎ أَنَّ الْأَصْلَ মূল তথা নস فِي كُلِّ أَصْلٍ প্রত্যেক নসের مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ কিতাবুল্লাহ, সুন্নত ও ইজমা أَنْ يَكُونَ হওয়া مَعْلُولًا بِعِلَّةٍ কোনো ইল্লত থাকবে تُوجَدُ যা পাওয়া যাবে فِي الْفَرْعِ শাখার মধ্যেও وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ যদিও এ কথার সম্ভাবনা রয়েছে أَنْ لَا يَكُونَ مَعْلُولًا কোনো নসেরই ইল্লত থাকবে না أَوْ يَكُونَ مَعْلُولًا অথবা ইল্লত থাকবে بِعِلَّةٍ এমন ইল্লত قَاصِرَةٍ যা অসম্পূর্ণ তথা সম্প্রসারণযোগ্য নয় لَا تُوجَدُ যা পাওয়া যাবে না فِي الْفَرْعِ শাখার মধ্যে إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي তবে কিয়াসের জন্য সমীচীন হবে না أَنْ يُكْتَفَى যথেষ্ট করা بِهٰذَا الْقَدْرِ এ পরিমাণের উপর بَلْ لَابُدَّ বরং আবশ্যক হলো فِي ذٰلِكَ ইল্লতকে مِنْ دَلَالَةِ التَّمْيِيزِ সনাক্ত করার জন্যও কোনো দলিল أَيْ অর্থাৎ دَلِيلٌ এমন কোনো দলিলের يَدُلُّ যা নির্দেশ করবে عَلَى এ কথার প্রতি যে أَنَّ هٰذِهِ উদ্ভাবিত দলিল هِيَ الْعِلَّةُ প্রকৃতপক্ষে নসের দলিল لَا غَيْرُ অন্য কোনো কিছু ইল্লত নয় كَمَا يُعْلَمُ যেমনি জানা যায় فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর হাদীসে اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِنَ الْمُقَابَلَةِ এতে সমশ্রেণীর বিনিময় وَمِنْ قَوْلِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ আর مِثْلًا بِمِثْلٍ-এর মধ্যে كَوْنُ الْقَدْرِ পরিমাণ হওয়া وَالْجِنْسِ শ্রেণী হওয়া عِلَّةً সুদ হারাম হওয়ার ইল্লত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْأُصُولُ فِي الْأَصْلِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে نُصُوص -এর মধ্যে সাধারণত عِلَّةٌ থাকে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। أُصُول অর্থাৎ نُصُوص তথা কুরআন, হাদীস ও ইজমা যে, উপরিউক্ত বক্তব্যের দ্বারা গ্রন্থকার (র.) যারা نَصّ -এর ইল্লত বিশিষ্ট না হওয়ার দাবি করে থাকে তাদের মতবাদকে খণ্ডন করেছেন। তারা বলে থাকে যে, এ সকল আহকাম تَعَبُّدِيّ অর্থাৎ আমরা এ জন্য এদের অনুযায়ী আমল করবো যে, মহাবিজ্ঞ আল্লাহ (যিনি আদেশদাতা তিনি) আমাদের প্রভু। আমরা তাঁর দাসানুদাস গোলাম। এর পিছনে কোনো কারণ খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। তবে লক্ষণীয় যে, গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ স্থলে فَصْل শব্দের উল্লেখ করেছেন। যাতে এটা পৃথক আলোচনা বলে অনুমিত হয়। কাজেই নূরুল আন্ওয়ার প্রণেতা যে বলেছেন, গ্রন্থকার (র.) এখানে প্রতিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডন করতে চেয়েছেন তা মূলত গ্রন্থকারের মনের কথা নয়।

তবে نُصُوص ইল্লত বিশিষ্ট হয়ে থাকে- এটাই কিয়াস সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং উক্ত نَصّ -এর মধ্যে অন্যান্য وَصْف -এর মধ্যে উক্ত وَصْف (ইল্লত)-ই যে প্রভাব বিস্তারকারী তা সাব্যস্ত করা জরুরি এবং তার জন্য দলিল থাকা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَلَابُدَّ قَبْلَ ذٰلِكَ مِنْ قِيَامِ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّهُ لِلْحَالِ شَاهِدٌ اَىْ عَلٰى اَنَّ هٰذَا النَّصَّ فِى الْحَالِ مَعْلُوْلٌ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِ الْاُصُوْلِ فِى الْاَصْلِ مَعْلُوْلَةً فَقَوْلُهُ لِلْحَالِ مَعْنَاهُ فِى الْحَالِ وَقَوْلُهُ شَاهِدٌ كُنِىَ بِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَعْلُوْلًا لِاَنَّهُ اِذَا كَانَ مَعْلُوْلًا بِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ كَانَ شَاهِدًا عَلٰى حُكْمِ الْفَرْعِ وَالْحَاصِلُ اَنَّ هٰهُنَا ثَلٰثَةَ اُمُوْرٍ اَلْاَوَّلُ اَنَّ الْاَصْلَ فِىْ كُلِّ نَصٍّ اَنْ يَكُوْنَ مَعْلُوْلًا وَالثَّانِىْ اَنْ لَابُدَّ مِنْ دَلِيْلٍ مُسْتَقِلٍّ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ هٰذَا النَّصَّ فِى الْحَالِ مَعْلُوْلٌ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذٰلِكَ الْاَصْلِ وَالثَّالِثُ اَنْ لَابُدَّ مِنْ دَلِيْلٍ يُمَيِّزُ الْعِلَّةَ مِنْ غَيْرِهَا وَيُبَيِّنُ اَنَّ هٰذَا هُوَ الْعِلَّةُ دُوْنَ مَا عَدَاهُ فَاِذَا اجْتَمَعَتْ هٰذِهِ الثَّلٰثَةُ فَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ الْقِيَاسُ حُجَّةً ـ

সরল অনুবাদ : আর এটাও জরুরি যে, **ইল্লত সনাক্ত করার পূর্বে কিয়াস করার সময়ই ইল্লতের উপস্থিতির উপর কোনো দলিল কায়েম হবে।** অর্থাৎ নসসমূহ প্রকৃতপক্ষে ইল্লতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় এ মূলনীতি হতে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে যে, নস হতে কিয়াসের উদ্দেশ্যে ইল্লতের উদ্ভাবন করা হচ্ছে, তা কিয়াস করার সময়ই ইল্লতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া-এর উপর দলিল থাকা উচিত। সুতরাং গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য لِلْحَالِ দ্বারা فِى الْحَالِ-ই উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ কিয়াস-এর সময়) আর شَاهِدٌ দ্বারা কেনায়াস্বরূপ তার مَعْلُوْل হওয়ার কথা বুঝানো হওয়ছে। কেননা, যখন কোনো নস-এর মধ্যে عِلَّة جَامِعَة হবে (যা فَرْع-এর মধ্যেও পাওয়া যায়) তখন এ নসটি শাখার হুকুমের জন্য সাক্ষী হয়ে যাবে। মোটকথা, কিয়াস হুজ্জত হওয়ার প্রসঙ্গে এ তিনটি বিষয় বিবেচনাধীন থাকা উচিত–

১. প্রত্যেক নস-এরই আসল এই যে, তা কোনো ইল্লত দ্বারা مَعْلُوْل হবে। ২. উল্লিখিত আসল-এর উপর হতে দৃষ্টি সরিয়ে কিয়াস করার সময়ই নস-এর مَعْلُوْل হওয়ার উপর কোনো স্বতন্ত্র দলিল থাকা আবশ্যক। ৩. ইল্লতকে গায়রে ইল্লত হতে পার্থক্যকারী দলিল বর্তমান থাকাও আবশ্যক। যা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করবে যে, এটাই প্রকৃত ইল্লত, অন্য কোনো বস্তু ইল্লত নয়। যখন এ তিনটি বিষয় একত্র হবে, তখন কিয়াস অবশ্যই হুজ্জত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَابُدَّ আর এটাও আবশ্যক যে قَبْلَ ذٰلِكَ ইল্লত সনাক্ত করার পূর্বে مِنْ قِيَامِ الدَّلِيْلِ কোনো দলিল কায়েম হবে عَلٰى اَنَّهُ لِلْحَالِ কিয়াস করার সময় شَاهِدٌ ইল্লতের উপস্থিতির اَىْ অর্থাৎ عَلٰى اَنَّ هٰذَا النَّصَّ এ নসসমূহ فِى الْحَالِ প্রকৃতপক্ষে مَعْلُوْلٌ ইল্লতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে عَنْ كَوْنِ الْاُصُوْلِ মূলনীতি হতে فِى الْاَصْلِ নস হতে مَعْلُوْلَةً ইল্লতের উদ্ভাবন করা হচ্ছে فَقَوْلُهُ গ্রন্থকারের কাওল لِلْحَالِ مَعْنَاهُ লিল হালের অর্থ فِى الْحَالِ ফিল হাল হবে وَقَوْلُهُ شَاهِدٌ আর গ্রন্থকারের কথা شَاهِدٌ টি كُنِىَ بِهِ এর দ্বারা কেনায়া স্বরূপ عَنْ كَوْنِهِ مَعْلُوْلًا মা'লূল হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে لِاَنَّهُ اِذَا كَانَ কেননা, যখন কোনো নসের মধ্যে হবে مَعْلُوْلًا ইল্লতটি بِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ ইল্লতে জামেআ كَانَ شَاهِدًا তখন এটা সাক্ষী হবে عَلٰى حُكْمِ الْفَرْعِ শাখার হুকুমের জন্য وَالْحَاصِلُ মোটকথা اَنَّ هٰهُنَا এ স্থানে ثَلٰثَةَ اُمُوْرٍ তিনটি বিষয় বিবেচনাধীন থাকা উচিত اَلْاَوَّلُ প্রথমটি اَنَّ الْاَصْلَ আসল فِىْ كُلِّ نَصٍّ প্রত্যেক নসের اَنْ يَكُوْنَ مَعْلُوْلًا তা কোনো ইল্লত দ্বারা মা'লূল হবে وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয়টি হলো اَنْ لَابُدَّ তার জন্য আবশ্যক হলো مِنْ دَلِيْلٍ কোনো দলিল مُسْتَقِلٍّ স্বতন্ত্র يَدُلُّ যা বুঝাবে اَنَّ هٰذَا النَّصَّ এ নসের জন্য فِى الْحَالِ কিয়াস করার সময় مَعْلُوْلٌ মা'লূল হওয়ার بِقَطْعِ النَّظَرِ দৃষ্টি সরিয়ে عَنْ ذٰلِكَ الْاَصْلِ উল্লিখিত আসলের উপর وَالثَّالِثُ আর তৃতীয়টি হলো اَنْ لَابُدَّ এর জন্য আবশ্যক হলো مِنْ دَلِيْلٍ এমন দলিলের يُمَيِّزُ যা পার্থক্যকারী الْعِلَّةَ ইল্লতকে مِنْ غَيْرِهَا গায়রে ইল্লত হতে وَيُبَيِّنُ যা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করবে اَنَّ هٰذَا هُوَ الْعِلَّةُ এটাই হলো ইল্লত دُوْنَ مَا عَدَاهُ অন্য কোনো বস্তু ইল্লত নয় فَاِذَا اجْتَمَعَتْ যখন একসাথে হবে هٰذِهِ الثَّلٰثَةُ এ তিনটি বিষয় فَلَابُدَّ তখন আবশ্যক হবে اَنْ يَكُوْنَ الْقِيَاسُ কিয়াস হওয়া حُجَّةً হুজ্জত বা দলিল

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِذَا اجْتَمَعَتْ هٰذِهِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কিয়াসের জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি উপাদান থাকা আবশ্যক প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। শারেহ আল্লামা মোল্লা জিউন (র.) বলেছেন যে, কিয়াসের জন্য তিনটি বিষয় পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। **এক.** প্রত্যেক نَصّ -এর মধ্যে ইল্লত পাওয়া যাওয়াই মূলনীতি। **দুই.** উক্ত মূলনীতির কথা বাদ দিয়েও পৃথক এমন কোনো দলিল থাকা প্রয়োজন যা উক্ত نَصّ তাৎক্ষণিকভাবে ইল্লাতবিশিষ্ট হওয়াকে নির্দেশ করে। **তিন.** এমন কোনো ইল্লাত থাকতে হবে যে, এটাই একমাত্র ইল্লত। এটা ছাড়া অন্য وَصْف ইল্লাত হওয়ার যোগ্য নয়। আসলে এটা ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এর অভিমত। কিন্তু অন্যান্য উসূলবিদগণের মতে দ্বিতীয় বিষয়টির প্রয়োজন নেই; বরং তৃতীয় বিষয়ের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা, যখন এটা সাব্যস্ত হবে যে, উক্ত نَصّ -এর মধ্যে তাই عِلَّة অন্য কিছু নয় তখন তাৎক্ষণিকভাবে তা ইল্লতবিশিষ্ট হওয়া আপনাআপনিই সাব্যস্ত হয়ে যাবে, তা আর পৃথকভাবে সাব্যস্ত করার প্রয়োজন হবে না। আর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) প্রথমত حُكْم -এর ইল্লত উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করতেন। যদি তাতে ব্যর্থ হতেন, তাহলে কিয়াসকে পরিত্যাগ করতেন। তখন আর نَصّ টি তাৎক্ষণিকভাবে ইল্লত বিশিষ্ট কিনা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন না।

ثُمَّ لِلْقِيَاسِ تَفْسِيرٌ لُغَةً وَشَرِيْعَةً كَمَا ذَكَرْنَا وَشَرْطٌ وَ رُكْنٌ وَحُكْمٌ وَ دَفْعٌ فَلَابُدَّ مِنْ بَيَانِ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ لِاَجْلِ مُحَافَظَةِ قِيَاسِهٖ وَ دَفْعِ قِيَاسِ خَصْمِهٖ فَشَرْطُهٗ اَنْ لَا يَكُوْنَ الْاَصْلُ مَخْصُوْصًا بِحُكْمِهٖ بِنَصٍّ اٰخَرَ اَلظَّاهِرُ اَنَّ الْاَصْلَ هُوَ الْمَقِيْسُ عَلَيْهِ وَالْبَاءُ فِىْ بِحُكْمِهٖ دَاخِلٌ عَلَى الْمَقْصُوْرِ وَالْمَعْنٰى اَنْ لَا يَكُوْنَ الْمَقِيْسُ عَلَيْهِ ـ

সরল অনুবাদ : আবার কিয়াসের জন্য আভিধানিক ও শরয়ী বিবেচনায় যদ্রূপ একটি নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, যেমনটি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, তদ্রূপ তার জন্য কতিপয় শর্ত, রুকন, হুকুম ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং এ বিষয় চতুষ্টয়ের বিশদ আলোচনা খুবই জরুরি। যেন স্বীয় কিয়াসকে ত্রুটিমুক্ত রাখা যায় এবং প্রতিপক্ষের কিয়াসকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। **কিয়াসের শর্তসমূহ : সুতরাং কিয়াসের প্রথম শর্ত এই যে, আসলের হুকুম স্বয়ং ঐ আসলের জন্য অন্য কোনো নস দ্বারা নির্দিষ্ট না হওয়া।** এখানে اَصْل শব্দটির প্রকাশ্য অর্থ مَقِيْس عَلَيْه আর مَخْصُوْص -এর بِحُكْمِهٖ -এর মধ্যস্থিত بَاء হরফটি مَقْصُوْر -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। (مَخْصُوْص عَلَيْه-এর উপর নয়।) অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, مَقِيْس عَلَيْه-এর সাথে তার হুকুম অন্য নসের সাহায্যে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়নি।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لِلْقِيَاسِ অতঃপর কিয়াসের জন্য যেমন রয়েছে تَفْسِيْرٌ নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে لُغَةً وَشَرِيْعَةً আভিধানিক ও শরয়ী كَمَا ذَكَرْنَا যেমনি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি وَشَرْطٌ وَ رُكْنٌ তেমনি এর জন্য রয়েছে কতিপয় শর্ত ও রুকন وَحُكْمٌ এবং হুকুম وَ دَفْعٌ এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে فَلَابُدَّ مِنْ بَيَانِ সুতরাং আবশ্যক হলো বর্ণনা করা هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ এ চারটি বিষয়ের لِاَجْلِ مُحَافَظَةِ যাতে মুক্ত রাখা যায় قِيَاسِهٖ স্বীয় কিয়াসকে وَ دَفْعِ এবং প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় قِيَاسِ خَصْمِهٖ প্রতিপক্ষের কিয়াসকে فَشَرْطُهٗ অতএব কিয়াসের শর্তসমূহ اَنْ لَا يَكُوْنَ الْاَصْلُ আসলের জন্য না হওয়া مَخْصُوْصًا (ঐ আসলের জন্য) নির্দিষ্ট بِحُكْمِهٖ তার হুকুমটি بِنَصٍّ اٰخَرَ অন্য কোনো নস দ্বারা اَلظَّاهِرُ اَنَّ الْاَصْلَ আসলের প্রকাশ্য অর্থ হলো هُوَ الْمَقِيْسُ عَلَيْهِ মাকীস আলাইহ وَالْبَاءُ আর بَاء অক্ষরটি فِىْ بِحُكْمِهٖ বিহুকমিহী-এর মধ্যস্থিত دَاخِلٌ প্রবিষ্ট হয়েছে عَلَى الْمَقْصُوْرِ মাখসূসের উপর وَالْمَعْنٰى সুতরাং অর্থ দাঁড়িয়েছে اَنْ لَا يَكُوْنَ এর হুকুম অন্য নসের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি الْمَقِيْسُ عَلَيْهِ মাকীস আলাইহের সাথে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ لِلْقِيَاسِ تَفْسِيْرٌ لُغَةً وَشَرْعًا -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কিয়াসের شَرَائِط প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কিয়াসের যদ্রূপ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ রয়েছে তদ্রূপ এটার شَرَائِط, اَرْكَان, اَحْكَام, وُجُوْهُ دَفْع ও রয়েছে। এটার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের বিস্তারিত বিবরণ এর আগেই পেশ করা হয়েছে। এখান হতে অবশিষ্ট চারটি বিষয়ের আলোচনা শুরু করেছেন। অনুসন্ধানের মাধ্যমে দেখা যায় কিয়াসের মোট চারটি শর্ত রয়েছে।

এক. قِيَاس -এর প্রথম শর্ত এই যে, اَصْل তথা مَقِيْس عَلَيْه -এর حُكْم এটার জন্য খাস হওয়া অন্য نَص -এর দ্বারা সাব্যস্ত না হওয়া চাই। اَصْل -এর مَقِيْس عَلَيْه উদ্দেশ্য। এটাও অধিকাংশ আলিমগণের অভিমত। কেননা, পরিভাষায় কিয়াস বলে- تَقْدِيْرُ الْفَرْعِ بِالْاَصْلِ فِى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ অর্থাৎ ইল্লত ও حُكْم -এর ব্যাপারে فَرْع -কে اَصْل -এর উপর অনুমান করা। আর সেখানে اَصْل -এর দ্বারা সর্বসম্মতভাবে مَقِيْس عَلَيْه উদ্দেশ্য অর্থাৎ অন্য কোনো نَص চাই তা কুরআন হোক, অথবা সুন্নত হোক, কিংবা ইজমা হোক, তা দ্বারা উক্ত حُكْم উক্ত مَقِيْس عَلَيْه -এর সাথে খাস হওয়া যেন সাব্যস্ত না হয়। যেমন- نَص -এর দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে যে, একজনের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হওয়া হযরত খোযায়ম (রা.)-এর সাথে খাস। সুতরাং তাঁর উপর কিয়াস করে অন্য কারো একাকী সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

كَخُزَيْمَةَ مَثَلًا مَقْصُوْرًا عَلَيْهِ حُكْمُهُ بِنَصٍّ اٰخَرَ اِذْ لَوْ كَانَ مَقْصُوْرًا عَلَيْهِ بِالنَّصِّ فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يُرَادَ بِالْاَصْلِ النَّصُّ الدَّالُّ عَلٰى حُكْمِ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ وَيَكُوْنُ الْبَاءُ بِمَعْنٰى مَعَ اِذْ يَكُوْنُ الْمَعْنٰى حِيْنَئِذٍ اَنْ لَا يَكُوْنَ النَّصُّ الدَّالُّ عَلٰى حُكْمِ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ مَخْصُوْصًا مَعَ حُكْمِهِ بِنَصٍّ اٰخَرَ وَلَاشَكَّ اَنَّ النَّصَّ الْاٰخَرَ هُوَ النَّصُّ الدَّالُّ عَلٰى حُكْمِ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ

كَشَهَادَةِ خُزَيْمَةَ وَحْدَهُ فَاِنَّهُ مَخْصُوْصٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ فَهُوَ حَسْبُهُ وَلَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُقَاسَ مَنْ هُوَ اَعْلٰى حَالًا مِنْهُ كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اِذْ تَبْطُلُ حِيْنَئِذٍ كَرَامَةُ اِخْتِصَاصِهِ بِهٰذَا الْحُكْمِ وَقِصَّتُهُ مَا رُوِيَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِشْتَرٰى نَاقَةً مِنْ اَعْرَابِيٍّ وَاَوْفَاهُ الثَّمَنَ فَاَنْكَرَ الْاَعْرَابِيُّ اِسْتِيْفَاءَهُ وَقَالَ هَلُمَّ شَهِيْدًا فَقَالَ ﷺ مَنْ يَشْهَدُ لِيْ وَلَمْ يَحْضُرْنِيْ اَحَدٌ فَقَالَ خُزَيْمَةُ اَنَا اَشْهَدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّكَ اَوْفَيْتَ الْاَعْرَابِيَّ ثَمَنَ النَّاقَةِ فَقَالَ ﷺ كَيْفَ تَشْهَدُ لِيْ وَلَمْ تَحْضُرْنِيْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُصَدِّقُكَ فِيْمَا تَأْتِيْنَا بِهِ مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ اَفَلَا نُصَدِّقُكَ فِيْمَا تُخْبِرُ بِهِ مِنْ اَدَاءِ ثَمَنِ النَّاقَةِ فَقَالَ (ع) مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ فَهُوَ حَسْبُهُ فَجُعِلَتْ شَهَادَتُهُ كَشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ كَرَامَةً وَتَفْضِيْلًا عَلٰى غَيْرِهِ

সরল অনুবাদ : যেমন– হযরত খোযায়মা (রা.)-এর ঘটনায় একক সাক্ষ্য যথেষ্ট হওয়ার হুকুমটি অন্য নসের মাধ্যমে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। এটার উপর অন্য শাখার কিয়াস হতে পারে না। কেননা, যখন مَقِيْس عَلَيْه-এর সাথে হুকুমটির নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হওয়ার কথা নস দ্বারা জানা গেছে, তখন আবার অপর শাখাকে এটার উপর কিয়াস করা কিরূপে শুদ্ধ হবে? (কারণ, তাতে নস দ্বারা সাব্যস্তকৃত সীমাবদ্ধতা কিয়াসের মাধ্যমে বাতিল হওয়া আবশ্যক হয়, যা কোনোক্রমেই শুদ্ধ নয়।) আর اَصْل দ্বারা مَقِيْس عَلَيْه-এর প্রতি নির্দেশকারী নস উদ্দেশ্য করা এবং بَاء-কে مَعَ-এর অর্থে গ্রহণ করা শুদ্ধ হবে না। কেননা, তখন ইবারতের অর্থ এই দাঁড়াবে যে, যে নসটি مَقِيْس عَلَيْه-এর হুকুমের প্রতি নির্দেশকারী, তা স্বীয় হুকুমের সাথে অন্য নস দ্বারা নির্দিষ্ট হবে না। অথচ এখানে অন্য নস দ্বারা নিঃসন্দেহে সে নসটিই উদ্দেশ্য, যা مَقِيْس عَلَيْه-এর হুকুমের প্রতি নির্দেশ করে। (একই নসকে হুকুম নির্দেশক বলার পর আবার এটার উপরই অন্য নসের প্রয়োগ– এটা সম্পূর্ণ একটি অর্থহীন কথা ছাড়া আর কিছু নয়।) **যেমন– এককভাবে হযরত খোযায়মা (রা.)-এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া।** কেননা, এ হুকুমটি নবী করীম ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা শুধু তাঁরই সাথে নির্দিষ্ট– مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ فَهُوَ حَسْبُهُ (খোযায়মা (রা.) যে ব্যক্তির বেলায় সাক্ষ্য প্রদান করবেন, তাঁর একক সাক্ষ্যই সে ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হবে।) সুতরাং তাঁর উপর অন্য কোনো ব্যক্তিকে কিয়াস করা জায়েজ হবে না। চাই তিনি মর্যাদায় তাঁর তুলনায় অনেক বড়ই হোন না কেন। যেমন– খোলাফায়ে রাশেদীন-এর একক সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এতে তাঁর একক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার বৈশিষ্ট্য (যা হুযূর ﷺ তাঁকে দান করেছিলেন।) বাতিল হয়ে যাবে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, একদা নবী করীম ﷺ জনৈক বেদুঈনের নিকট হতে একটি উটনী ক্রয় করেছিলেন এবং তাকে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। তারপর উক্ত বেদুঈন মূল্য প্রাপ্তির কথাটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসে (এবং পুনরায় মূল্য দাবি করে। নবী করীম ﷺ বললেন, আমি তো সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছি)। বেদুঈন দাবি জানায় যে, আপনি মূল্য পরিশোধ করেছেন বলে সাক্ষী উপস্থিত করুন। নবী করীম ﷺ বললেন, ঘটনাটি তো কেবল তোমার ও আমার মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল, সেখানে অন্য কোনো লোক উপস্থিত ছিল না। সুতরাং আমি সাক্ষী কোথা হতে আনয়ন করবো? হযরত খোযায়মা (রা.) এ সব কথা শ্রবণ করে বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই তার উটনীর মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছেন। নবী করীম ﷺ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তো সে সময়ই উপস্থিত ছিলে না, তাহলে কেমন করে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করছ? তিনি উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আসমানী ও গায়েবী গুরুত্বপূর্ণ খবর সম্পর্কে যখন আমরা আপনাকে অকাট্যরূপে সত্যজ্ঞান করি, তখন এ উটনী ও এটার নগণ্য মূল্য এমন কি বিষয় যে, তার পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা আপনার কথার সত্যায়ন করবো না? তখন নবী করীম ﷺ আনন্দিত হয়ে ইরশাদ করলেন– مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ فَهُوَ حَسْبُهُ সুতরাং বিশেষ সম্মান ও মর্যাদাস্বরূপ নির্দিষ্টভাবে

مَعَ اَنَّ النُّصُوْصَ اَوْجَبَتْ اِشْتِرَاطَ الْعَدَدِ فِىْ حَقِّ الْعَامَّةِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ -	হযরত খোযায়মা (রা.)-এর একক সাক্ষ্যকে দু'জন লোকের সাক্ষ্যের সমান সাব্যস্ত করা হয়েছে। নতুবা সাধারণ লোকদের বেলায় সাক্ষ্যের নেসাব পূর্ণ করা অন্যান্য নসের ভিত্তিতে আবশ্যকীয় শর্ত বটে। সুতরাং হযরত খোযায়মা (রা.)-এর উপর অন্য কোনো ব্যক্তিকে কিয়াস করা যাবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : كَخُزَيْمَةَ যেমন- হযরত খোযায়মা (রা.)-এর ঘটনা مَثَلًا উদাহরণ مَقْصُوْرًا عَلَيْهِ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ حُكْمُهُ তাঁর জন্য একক সাক্ষ্য যথেষ্ট হওয়ার হুকুমটি بِنَصٍّ اٰخَرَ অন্য নসের মাধ্যমে اِذْ لَوْ كَانَ যখন হয়ে পড়ল مَقْصُوْرًا عَلَيْهِ এ হুকুমটি তার জন্য নির্দিষ্ট بِالنَّصِّ নস দ্বারা فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ কাজেই কিরূপে শুদ্ধ হবে এর উপর কিয়াস করা غَيْرُهُ অন্যকে তথা অপর শাখাকে وَلَا يَجُوْزُ আর বিশুদ্ধ হবে না اَنْ يُرَادَ উদ্দেশ্য নেওয়া بِالْاَصْلِ আসল দ্বারা النَّصُّ সে নসকে اَلدَّالُّ যা নির্দেশ করে عَلٰى حُكْمِ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ মাকীস আলাইহের হুকুমের প্রতি وَيَكُوْنُ الْبَاءُ এবং بَاء -কে গ্রহণ করা بِمَعْنٰى مَعَ মা'আর অর্থে اِذْ يَكُوْنُ الْمَعْنٰى কেননা, ইবারতের অর্থ দাঁড়াবে حِيْنَئِذٍ তখন اَنْ لَا يَكُوْنَ النَّصُّ নসটি হবে না اَلدَّالُّ নির্দেশকারী عَلٰى حُكْمِ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ মাকীস আলাইহের হুকুমের প্রতি مَخْصُوْصًا নির্দিষ্ট مَعَ حُكْمِهِ তার হুকুমের সাথে بِنَصٍّ اٰخَرَ অন্য নস দ্বারা وَلَاشَكَّ নিঃসন্দেহে এখানে উদ্দেশ্য اَنَّ النَّصَّ الْاٰخَرَ অন্য নস দ্বারা هُوَ النَّصُّ সেই নস اَلدَّالُّ যা নির্দেশ করে عَلٰى حُكْمِ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ মাকীস আলাইহের হুকুমের প্রতি كَشَهَادَةِ যেমন- সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া خُزَيْمَةَ وَحْدَهُ একককভাবে হযরত খোযায়মা (রা.)-এর فَاِنَّهُ مَخْصُوْصٌ কেননা, এটা শুধু তার জন্য নির্দিষ্ট بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ -এর এ হাদীসের সাথে مَنْ شَهِدَ لَهُ যার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবেন خُزَيْمَةُ হযরত খোযায়মা (রা.) فَهُوَ حَسْبُهُ তাঁর জন্য এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে وَلَا يَنْبَغِىْ কাজেই জায়েজ হবে না اَنْ يُقَاسَ কিয়াস করা مَنْ هُوَ اَعْلٰى যে তাঁর থেকে বড় হলো حَالًا مِنْهُ তাঁর থেকে মর্যাদায় كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ যেমন খোলাফায়ে রাশেদীন اِذْ تَبْطُلُ حِيْنَئِذٍ এতে বাতিল হয়ে যাবে كَرَامَةُ اِخْتِصَاصِهِ তাঁর একক বৈশিষ্ট্য بِهٰذَا الْحُكْمِ এ হুকুম তথা একক সাক্ষ্য প্রদানের বৈশিষ্ট্য وَقِصَّتُهُ এ ঘটনার বিবরণ হলো مَا رُوِىَ বর্ণিত আছে যে اِشْتَرٰى ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ একদা নবী করীম ﷺ ক্রয় করেছিলেন نَاقَةً একটি উটনী مِنْ اَعْرَابِىٍّ জনৈক বেদুইনের নিকট হতে وَاَوْفَاهُ এবং তাকে দিয়ে দিলেন اَلثَّمَنَ পূর্ণ মূল্য فَاَنْكَرَ الْاَعْرَابِىُّ কিন্তু পরে বেদুইন ব্যক্তি অস্বীকার করল اِسْتِيْفَاءَهُ মূল্য প্রাপ্তির وَقَالَ এবং সে বলল هَلُمَّ شَهِيْدًا আপনি এ বিষয়ে সাক্ষী উপস্থিত করুন ﷺ فَقَالَ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন مَنْ يَشْهَدُ لِىْ কে আমার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে وَلَمْ يَحْضُرْنِىْ اَحَدٌ অথচ তখন অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না فَقَالَ خُزَيْمَةُ তখন হযরত খুযায়মা (রা.) বললেন اَنَا اَشْهَدُ আমি সাক্ষ্য প্রদান করবো يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ হে আল্লাহর রাসূল اَنَّكَ اَوْفَيْتَ আপনি পূর্ণভাবে পরিশোধ করে দিয়েছেন الْاَعْرَابِىَّ বেদুইন ব্যক্তির ثَمَنَ النَّاقَةِ উটের মূল্য فَقَالَ ﷺ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অবাক হয়ে বললেন كَيْفَ تَشْهَدُ لِىْ তুমি কিভাবে আমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে وَلَمْ تَحْضُرْنِىْ অথচ তখন তুমি উপস্থিত ছিলে না فَقَالَ তখন হযরত খুযায়মা (রা.) বললেন يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ হে আল্লাহর রাসূল اِنَّا نُصَدِّقُكَ আমরা আপনাকে অকাট্যভাবে সত্যজ্ঞান করি فِيْمَا تَاْتِيْنَا بِهِ যেসব কিছু নিয়ে আসেন আমাদের নিকট مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ আসমানী খবর اَفَلَا نُصَدِّقُكَ আমরা আপনাকে কি সত্যজ্ঞান করবো না فِيْمَا تُخْبِرُ بِهِ যে বিষয়ে আপনি সংবাদ প্রদান করেন مِنْ اَدَاءِ পরিশোধ সম্পর্কে ثَمَنِ النَّاقَةِ উটনীর মূল্য (ع) فَقَالَ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ যার জন্য হযরত খোযায়মা (রা.) সাক্ষ্য প্রদান করবে فَهُوَ حَسْبُهُ এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে فَجُعِلَتْ شَهَادَتُهُ ফলে তাঁর সাক্ষ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে كَشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান كَرَامَةً বিশেষ সম্মানস্বরূপ وَتَفْضِيْلًا এবং মর্যাদাস্বরূপ عَلٰى غَيْرِهِ অন্যের উপর مَعَ اَنَّ النُّصُوْصَ যেহেতু নস اَوْجَبَتْ আবশ্যক করে اِشْتِرَاطَ الْعَدَدِ সাক্ষ্যের নেসাব পূর্ণ করার শর্ত فِىْ حَقِّ الْعَامَّةِ সাধারণ লোকদের বেলায় فَلَا يُقَاسُ অতএব কিয়াস করা যাবে না عَلَيْهِ হযরত খোযায়মা (রা.)-এর উপর غَيْرُهُ অন্য কোনো ব্যক্তিকে

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قِصَّتُهُ مَا رُوِىَ الخ **-এর আলোচনা :** একবার এক বেদুঈন হতে নবী করীম ﷺ একটি উটনী ক্রয় করে সাথে সাথে এর মূল্য পরিশোধ করেছেন। কিন্তু পরে পুনরায় বেদুঈনটি এর মূল্য দাবি করে এবং মূল্য পরিশোধ করাকে অস্বীকার করে। লেনদেনের সময় যেহেতু কেউ উপস্থিত ছিল না, কাজেই কাউকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করাও ছিল অসম্ভব, কিন্তু হযরত খোযায়মা (রা.) উপস্থিত জনতার মধ্য হতে বলে উঠলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে উটনীর মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছেন- আমি তার সাক্ষ্য দিচ্ছি। হুযূর ﷺ বললেন, তুমি তো তখন অনুপস্থিত ছিলে না, সুতরাং কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ? হযরত খোযায়মা (রা.) বললেন, আপনি ঊর্ধ্বাকাশ হতে যে সংবাদ পৌছান তা আমারা বিশ্বাস করি। সুতরাং উটনীর মূল্য পরিশোধ করার সংবাদ বিশ্বাস করবো না কেন?

নবী করীম ﷺ তাঁর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং কারামত হিসেবে তাঁর সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্যের সমতুল্য ঘোষণা করলেন। সুতরাং কিয়াসের মাধ্যমে এ حُكْم অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না। এমনকি যেসব সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁর অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান- যেমন খোলাফায়ে রাশেদীন- তাঁদের জন্যও তা সাব্যস্ত করা যাবে না। কেননা, এটা তাঁর জন্য খাস হওয়া نَصّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে। আর তা হলো নবী করীম ﷺ -এর বাণী مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ فَهُوَ حَسْبُهُ যার পক্ষে হযরত খোযায়মা (রা.) সাক্ষী দিবেন তার জন্য একা খোযায়মার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

وَاَنْ لَا يَكُوْنَ مَعْدُوْلًا بِهٖ عَنِ الْقِيَاسِ

اَىْ لَا يَكُوْنَ الْاَصْلُ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ اِذْ لَوْ كَانَ هُوَ بِنَفْسِهٖ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهٗ كَبَقَاءِ الصَّوْمِ مَعَ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ نَاسِيًا فَاِنَّهٗ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ اِذِ الْقِيَاسُ يَقْتَضِىْ فَسَادَ الصَّوْمِ بِهٖ وَاِنَّمَا اَبْقَيْنَاهُ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلَّذِىْ اَكَلَ نَاسِيًا تِمَّ عَلٰى صَوْمِكَ فَاِنَّكَ اَطْعَمَكَ اللّٰهُ وَسَقَاكَ اللّٰهُ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ الْخَاطِئُ وَالْمُكْرَهُ كَمَا قَاسَهُمَا الشَّافِعِىُّ (رح) ـ

সরল অনুবাদ : কিয়াসের দ্বিতীয় শর্ত এই যে, مَقِيْس عَلَيْه বা اَصْل কিয়াসের বিপরীত হবে না। কেননা, আসল (অর্থাৎ مَقِيْس عَلَيْه) যখন নিজেই কিয়াসের বিপরীত হবে, তখন এটার উপর অন্য বিষয়কে কিরূপে কিয়াস করা যাবে? যেমন– রোজার অবস্থায় ভুলক্রমে পানাহার করা সত্ত্বেও রোজা নষ্ট না হওয়া। এ হুকুমটি কিয়াসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিয়াসের দাবি তো এই যে, বিস্মৃতিবশত হলেও পানাহারের দরুন রোজা ফাসেদ হয়ে যাওয়া উচিত। (কেননা, রুকন فَوْت হয়ে গেলে তা ভুলবশত হলেও ইবাদত مُتَحَقِّقْ হয় না অথচ রোজার রুকন হলো اَلْكَفُّ عَنِ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ) কিন্তু আমরা এ কিয়াসকে পরিত্যাগ করে নবী করীম ﷺ-এর নিম্নোক্ত এরশাদের কারণে রোজা অবশিষ্ট থাকার হুকুম প্রদান করেছি, যা তিনি রোজার অবস্থায় বিস্মৃতিবশত পানাহারকারীর বেলায় বলেছিলেন– تِمَّ عَلٰى صَوْمِكَ فَاِنَّمَا اَطْعَمَكَ اللّٰهُ وَسَقَاكَ اللّٰهُ (তুমি তোমার রোজা পূর্ণ করো। কারণ, আল্লাহ তা'আলাই তোমাকে পানাহার করিয়েছেন।) যেহেতু এ হুকুমটি কিয়াসের বিপরীত এ জন্য ভুল অথবা জবরদস্তির অবস্থার পানাহারকে বিস্মৃতির অবস্থার উপর কিয়াস করা যাবে না। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَنْ لَا يَكُوْنَ আর কিয়াসের দ্বিতীয় শর্ত হলো আসল না হওয়া مَعْدُوْلًا بِهٖ বিপরীত عَنِ الْقِيَاسِ কিয়াসের অর্থাৎ اَىْ لَا يَكُوْنُ الْاَصْلُ মাকীস আলাইহ হবে না مُخَالِفًا বিপরীত لِلْقِيَاسِ কিয়াসের اِذْ لَوْ كَانَ هُوَ بِنَفْسِهٖ যখন তা নিজেই হবে مُخَالِفًا বিপরীত لِلْقِيَاسِ কিয়াসের فَكَيْفَ يُقَاسُ তখন কিভাবে কিয়াস করা হবে عَلَيْهِ এর উপর غَيْرُهٗ অন্য বিষয়কে كَبَقَاءِ যেমন অবশিষ্ট থাকা الصَّوْمِ রোজা مَعَ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ পানাহার করা সত্ত্বেও نَاسِيًا ভুলবশত فَاِنَّهٗ কেননা, এ হুকুমটি مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ কিয়াসের সম্পূর্ণ বিপরীত اِذِ الْقِيَاسُ যেহেতু কিয়াস يَقْتَضِىْ কামনা করে فَسَادَ الصَّوْمِ بِهٖ রোজা ফাসেদ হয়ে যাওয়া পানাহারের মাধ্যমে وَاِنَّمَا اَبْقَيْنَاهُ কিন্তু আমরা কিয়াস পরিত্যাগ করে রোজাকে অবশিষ্ট রাখার হুকুম দিয়েছি لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর এ এরশাদের কারণে যা তিনি বলেছেন لِلَّذِىْ اَكَلَ ঐ ব্যক্তির জন্য যে রোজাবস্থায় খেয়ে ফেলে نَاسِيًا ভুলবশত تِمَّ তুমি পূর্ণ করো عَلٰى صَوْمِكَ তোমার রোজা فَاِنَّكَ اَطْعَمَكَ اللّٰهُ কেননা, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে খাইয়েছেন وَسَقَاكَ اللّٰهُ এবং মহান আল্লাহ তোমাকে পান করিয়েছেন فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ অতএব এর উপর কিয়াস করা যাবে না الْخَاطِئُ অজ্ঞাতসারে পানাহারকারীর وَالْمُكْرَهُ এবং জবরদস্তির অবস্থার পানাহারকে كَمَا قَاسَهُمَا যেমনটি কিয়াস করেছেন الشَّافِعِىُّ (رح) ইমাম শাফেয়ী (র.)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاَنْ لَا يَكُوْنَ مَعْدُوْلًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কিয়াসের দ্বিতীয় শর্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কিয়াসের দ্বিতীয় শর্ত হলো مَقِيْس عَلَيْه তথা যার উপর কিয়াস করা হচ্ছে তা خِلَافِ قِيَاسْ (কিয়াস বিরোধী) না হওয়া। যেমন– কেউ রোজার কথা স্মরণ না থাকার কারণে যদি পানাহার করে, তাহলে তার রোজা অটুট থাকা– তা সম্পূর্ণ কিয়াস বিরোধী। কেননা, পানাহার হতে বিরত থাকার নাম রোজা। কাজেই পানাহার করার পরও কিভাবে রোজা অবশিষ্ট থাকতে পারে এটা কোনো মতেই কিয়াস সম্মত নয়। কিন্তু যেহেতু নবী করীম ﷺ তার রোজা অটুট রয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন, সেহেতু আমাদের মতে তার রোজা সহীহ হবে। কিন্তু তাঁর উপর যে ভুলবশত পানাহার করেছে অথবা, যাকে জোরপূর্বক পানাহার করানো হয়েছে– তাদেরকে কিয়াস করা যাবে না এবং তাদের রোজা সহীহ হওয়ার ফতোয়া দেওয়া যাবে না।

তা ছাড়া তাদের উভয়ের মধ্যে যুগ্ম عِلَّةٌও পাওয়া যাবে না। কেননা, خَاطِئْ (ভুলকারী)-এর তো রোজা স্মরণে রয়েছে, সে বিস্মৃত হয়নি। বরং তার অলসতার কারণে রোজা বিনষ্ট হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। যেমন– রোজা অবস্থায় কুলি করার সময় অসাবধানতার কারণে গলায় পানি পৌঁছে যাওয়া। আর যাকে জোর করে পানাহার করানো হয়েছে তার অবস্থাও তাই হবে। কেননা, তারও রোজা স্মরণে রয়েছে এবং সে নিজেই পানাহারের কাজ সম্পন্ন করেছে অপরদিকে نَاسِىْ (বিস্মৃতকারী)-এর রোজার কথা মনেই নেই। সে দিবস যে রোজার দিবস তাও তার খেয়াল ছিল না। যেন সে উক্ত কার্য নিজের হাতে সম্পন্ন করেনি। এদিকে ইঙ্গিত করে নবী করীম ﷺ বলেছেন– فَاِنَّمَا اَطْعَمَكَ اللّٰهُ وَسَقَاكَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহই তোমাদের মধ্যে বিস্মৃতির সৃষ্টি করে দিয়েছেন যদ্দরুন তুমি পানাহার করেছ।

وَاَنْ يَّتَعَدَّى الْحُكْمُ الشَّرْعِىُّ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهٖ اِلٰى فَرْعٍ هُوَ نَظِيْرُهٗ وَلَا نَصَّ فِيْهِ هٰذَا الشَّرْطُ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا تَسْمِيَةً لٰكِنَّهٗ يَتَضَمَّنُ شُرُوْطًا اَرْبَعَةً اَحَدُهَا كَوْنُ الْحُكْمِ شَرْعِيًّا لَا لُغَوِيًّا وَالثَّانِىْ تَعْدِيَتُهٗ بِعَيْنِهٖ بِلَا تَغْيِيْرٍ وَالثَّالِثُ كَوْنُ الْفَرْعِ نَظِيْرًا لِلْاَصْلِ لَا اَدْوَنَ مِنْهُ وَالرَّابِعُ عَدَمُ وُجُوْدِ النَّصِّ فِى الْفَرْعِ وَقَدْ فَرَّعَ الْمُصَنِّفُ (رح) عَلٰى كُلٍّ مِنْ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ تَفْرِيْعًا عَلٰى مَا سَيَأْتِىْ وَهٰذَا هُوَ رَأْىُ جُمْهُوْرِ الْاُصُوْلِيِّيْنَ اِقْتِدَاءً بِفَخْرِ الْاِسْلَامِ وَقَدْ اِبْتَدَعَ بَعْضُ الشَّارِحِيْنَ فَقَالَ اِنَّهٗ يَتَضَمَّنُ سِتَّ شُرُوْطٍ اَلْاَرْبَعَةُ مِنْهَا هِىَ الْمَذْكُوْرَةُ وَالْاِثْنَانِ التَّعْدِيَةُ وَكَوْنُ الْحُكْمِ الشَّرْعِىِّ ثَابِتًا بِالنَّصِّ لَا فَرْعًا لِشَيْءٍ اٰخَرَ وَهٰذَا وَاِنْ كَانَ مِمَّا يَسْتَقِيْمُ لٰكِنْ لَيْسَتْ لَهٗ ثَمَرَةٌ صَحِيْحَةٌ

সরল অনুবাদ : আর কিয়াসের তৃতীয় শর্ত এই যে, **শরয়ী হুকুম যা নস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, তা হুবহু এমন فَرْع বা শাখার দিকে সম্প্রসারিত হবে যে, তা বাস্তবে** اَصْل-**এরই সম্পূর্ণ অনুরূপ এবং এ** فَرْع-**এর বেলায় কোনো পৃথক ও স্বতন্ত্র নস বর্তমান থাকবে না।** এ শর্তটি যদিও নামে একটি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চারটি শর্তকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

এক. যে হুকুমের উপর কিয়াস করা হবে, তা শরয়ী হুকুম হতে হবে, আভিধানিক হুকুম হবে না। **দুই.** কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই হুবহু হুকুমটি সম্প্রসারিত হবে। **তিন.** ইল্লত সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে فَرْع আসল-এর সম্পূর্ণ সদৃশ ও অনুরূপ হবে, কোনো অবস্থাতেই কম হবে না। **চার.** فَرْع-এর বেলায় কোনো স্বতন্ত্র نَصّ বর্তমান থাকবে না। গ্রন্থকার (র.) এ শর্ত চতুষ্টয়ের উপর প্রশাখামূলক উদাহরণ পেশ করেছেন, যা শীঘ্রই আসছে। অবশ্য কিয়াসের এ তৃতীয় শর্তটি চারটি শর্তকে শামিলকারী হওয়া এটা আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এর অনুকরণে জমহুর উসূলীগণের অভিমত। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এতে আরো নতুনত্ব আনয়ন করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, তৃতীয় শর্তটি ছয়টি শর্তকে শামিল করে। চারটি তো এগুলোই, যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। আর অবশিষ্ট দু'টি হলো, **পাঁচ.** সম্প্রসারিত হওয়া অর্থাৎ আসল-এর হুকুমকে فَرْع-এর দিকে নিয়ে যাওয়া। **ছয়.** مَقِيْس عَلَيْه-এর শরয়ী হুকুম সরাসরি নস দ্বারা সাব্যস্ত হবে, অন্য কোনো আসল-এর কিয়াস প্রসূত فَرْع হবে না। এ দু'টি কথা যদিও স্ব-স্ব স্থানে ঠিকই আছে, কিন্তু তাদের কোনো বিশেষ উপকারিতা নেই।

فَلَا يَسْتَقِيْمُ التَّعْلِيْلُ لِاِثْبَاتِ اِسْمِ الزِّنَا لِلِّوَاطَةِ لِاَنَّهٗ لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَتَفْرِيْعٌ عَلٰى اَوَّلِ الشَّرْطِ وَهُوَ كَوْنُ الْحُكْمِ شَرْعِيًّا فَاِنَّ الشَّافِعِىَّ (رح) يَقُوْلُ الزِّنَا سَفْحُ مَاءٍ مُحَرَّمٍ فِىْ مَحَلٍّ مُشْتَهًى مُحَرَّمٍ وَهٰذَا الْمَعْنٰى مَوْجُوْدٌ فِى اللِّوَاطَةِ بَلْ هِىَ فَوْقَهٗ فِى الْحُرْمَةِ وَالشَّهْوَةِ وَتَضْيِيْعِ الْمَاءِ فَيَجْرِىْ عَلَيْهَا اِسْمُ الزِّنَا وَحُكْمُهٗ وَاِلَيْهِ ذَهَبَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) وَمُحَمَّدٌ (رح) ـ

সুতরাং لِوَاطَةٌ বা সমকামিতাকে অভ্যন্তরীণ ইল্লত দ্বারা জেনার উপর কিয়াস করা ও জেনার নাম প্রদান করা ঠিক নয়। কেননা, এটা শরয়ী হুকুম নয়। এটা প্রথম শর্তের ভিত্তিতে একটি প্রশাখামূলক মাসআলা। অর্থাৎ কিয়াসের জন্য مَقِيْس عَلَيْه-এর হুকুম শরয়ী হওয়া জরুরি (আর জেনার অর্থের বিবেচনা করে لِوَاطَةٌ-এর জন্য জেনার নাম সাব্যস্ত করা এবং এটার হুকুম চালু করা তা প্রকৃতপক্ষে আভিধানিক অর্থের উপরই কিয়াস করার নামান্তর, যা আমাদের মাযহাবে ঠিক নয়); কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, অবৈধ জায়গায় কামবাসনা চরিতার্থ করার নামই জেনা এবং এ কথাটি لِوَاطَةٌ-এর মধ্যেও পাওয়া যায়; বরং এটা হুরমত, বিকৃত যৌনাচার ও বীর্য অপচয়-এর বিবেচনায় জেনা হতেও জঘন্য। সুতরাং এটার উপর আরো বেশি সঙ্গত কারণে জেনার নাম প্রযোজ্য হবে ও জেনার হুকুম সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতও ঠিক তাই।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَنْ يَّتَعَدّٰى আর তৃতীয় শর্ত হলো সম্প্রসারিত হবে اَلْحُكْمُ الشَّرْعِىُّ শরয়ী হুকুম اَلثَّابِتُ যা সাব্যস্ত হয়েছে بِالنَّصِّ নস দ্বারা بِعَيْنِهٖ তা হুবহু اِلٰى فَرْعٍ এমন শাখার দিকে هُوَ نَظِيْرُهٗ তা বাস্তবে আসলের অনুরূপ وَلَا نَصَّ فِيْهِ আর এ فَرْع-এর বেলায় কোনো স্বতন্ত্র নস বর্তমান থাকবে না هٰذَا الشَّرْطُ এ শর্তটি وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا যদিও একটি تَسْمِيَةً নামে لٰكِنَّهٗ يَتَضَمَّنُ কিন্তু তা অন্তর্ভুক্ত করে شُرُوْطًا اَرْبَعَةً চারটি শর্তকে اَحَدُهَا এদের একটি হলো كَوْنُ الْحُكْمِ হুকুমটি হওয়া شَرْعِيًّا শরয়ী لَا

لُغَوِيًّا আভিধানিক হুকুম নয় وَالثَّانِيْ দ্বিতীয়টি হলো تَعْدِيَتُهُ হুকুমটি সম্প্রসারিত হবে بِعَيْنِهِ হুবহু بِلَا تَغْيِيرٍ কোনো পরিবর্তন
ছাড়াই وَالثَّالِثُ তৃতীয়ত كَوْنُ الْفَرْعِ শাখাটি হবে نَظِيرًا অনুরূপ لِلْأَصْلِ আসলের لَا أَدْوَنَ مِنْهُ কোনো অবস্থাতেই কম হবে না
وَقَدْ فَرَّعَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) আর চতুর্থটি হলো عَدَمُ وُجُوْدِ বর্তমান থাকবে না النَّصِّ কোনো স্বতন্ত্র নস فِى الْفَرْعِ শাখার বেলায় (رحـ) وَالرَّابِعُ
تَفْرِيْعًا আর সম্মানিত গ্রন্থকার প্রশাখামূলক উদাহরণ পেশ করেছেন عَلٰى كُلِّ সবগুলোর উপর مِنْ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ এ চার শর্তের
কতগুলো শাখা মাসআলা عَلٰى مَا سَيَأْتِىْ যা শীঘ্রই আসছে وَهٰذَا هُوَ رَأْىُ আর এটাই হলো অভিমত جُمْهُوْرِ الْاُصُوْلِيِّيْنَ জমহুর
উসূলবিদগণের اِقْتِدَاءً অনুসরণে بِفَخْرِ الْاِسْلَامِ ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভীর وَقَدْ اِبْتَدَعَ আরো নতুনত্ব এনেছেন بَعْضُ
الشَّارِحِيْنَ কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার فَقَالَ এবং দাবি করেছেন যে اِنَّهُ يَتَضَمَّنُ তৃতীয় শর্তটি শামিল করেছে سِتَّ شُرُوْطٍ ছয়টি
শর্তকে اَلْاَرْبَعَةُ مِنْهَا এর মধ্য হতে চারটি শর্ত هِىَ الْمَذْكُوْرَةُ যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে وَالْاِثْنَانِ আর অবশিষ্ট দু'টি হলো اَلتَّعْدِيَةُ
পঞ্চমটি সম্প্রসারিত হওয়া তথা আসলের হুকুমকে فَرْع -এর দিকে নিয়ে যাওয়া وَكَوْنُ আর ষষ্ঠটি হলো হওয়া اَلْحُكْمِ الشَّرْعِىِّ শরয়ী
হুকুম ثَابِتًا সাব্যস্ত بِالنَّصِّ সরাসরি নস দ্বারা لَا فَرْعًا শাখা হবে না لِشَيْءٍ اٰخَرَ অন্য কোনো আসলের উপর কিয়াসপ্রসূত وَهٰذَا আর এ
দুই কথা وَاِنْ كَانَ مِمَّا يَسْتَقِيْمُ যদিও তাদের স্ব-স্ব স্থানে ঠিকই আছে لٰكِنْ لَيْسَتْ لَهُ কিন্তু এদের জন্য নেই ثَمَرَةٌ صَحِيْحَةٌ
বিশুদ্ধ বিশেষ কোনো উপকারিতা فَلَا يَسْتَقِيْمُ অতএব ঠিক নয় اَلتَّعْلِيْلُ ইল্লত দ্বারা لِاِثْبَاتِ সাব্যস্ত করা اِسْمِ الزِّنَا জেনার উপর
لِلِّوَاطَةِ সমকামিতাকে لِاَنَّهُ لَيْسَ কেননা, এটা নয় بِحُكْمٍ شَرْعِىٍّ শরয়ী হুকুম وَتَفْرِيْعٌ এটা একটা প্রশাখামূলক মাসআলা عَلٰى اَوَّلِ
اَلشَّرْطِ প্রথম শর্তের ভিত্তিতে وَهُوَ আর তা হলো كَوْنُ الْحُكْمِ মাকীস আলাইহের হুকুম হওয়া আবশ্যক شَرْعِيًّا শরয়ী فَاِنَّ الشَّافِعِىَّ
(رحـ) يَقُوْلُ কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন اَلزِّنَا জেনা হলো سَفْحُ مَاءٍ কাম-বাসনা চরিতার্থ করা مُحَرَّمٍ অবৈধভাবে فِىْ مَحَلٍّ
مُشْتَهًى مُحَرَّمٍ অবৈধ জায়গায় وَهٰذَا الْمَعْنٰى আর এ অর্থটি مَوْجُوْدٌ পাওয়া যায় فِى اللِّوَاطَةِ সমকামিতার মধ্যে بَلْ هِىَ فَوْقَهُ বরং
এটা এরও উপরে فِى الْحُرْمَةِ হারাম হওয়ার বিবেচনায় وَالشَّهْوَةِ যৌনাচারে وَتَضْيِيْعِ الْمَاءِ এবং বীর্য অপচয়ের বিবেচনায় فَيَجْرِىْ
عَلَيْهَا অতএব এর উপর প্রযোজ্য হবে اِسْمُ الزِّنَا জেনার নাম وَحُكْمُهُ এবং জেনার হুকুম وَاِلَيْهِ ذَهَبَ আর এ মতই গ্রহণ করেছেন اَبُوْ
يُوْسُفَ (رحـ) وَمُحَمَّدٌ (رحـ) ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَدْ فَرَّعَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَلٰى كُلِّ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে قِيَاسْ-এর তৃতীয় شَرْط প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। জমহুর উসূলবিদগণ কিয়াসের তৃতীয় শর্তকে চারটি উপশর্তে ভাগ করেছেন। **এক.** مَقِيْس عَلَيْه শরয়ী حُكْم হওয়া চাই। **দুই.** কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই তা فَرْع-এর দিকে স্থানান্তর হওয়া চাই। **তিন.** فَرْع এটার اَصْل-এর نَظِيْر (সাদৃশ্য) হওয়া চাই। **চার.** فَرْع-এর মধ্যে কোনো نَص না থাকা চাই। কোনো কোনো উসূলবিদ এদের সাথে আরো দু'টি উপশর্ত যুক্ত করেছেন। **এক.** اَصْل-এর حُكْم-কে فَرْع-এর দিকে স্থানান্তর করা। **দুই.** مَقِيْس عَلَيْه-এর শরয়ী حُكْم প্রত্যক্ষভাবে نَص-এর দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া এটা অন্য কোনো اَصْل-এর কিয়াসী فَرْع না হওয়া অর্থাৎ শরয়ী حُكْم যা مَقِيْس عَلَيْه-এর মধ্যে রয়েছে তা অন্য কিছুর فَرْع না হওয়া চাই। অন্য কিছুর উপর করে সাব্যস্ত না হওয়া চাই। কেননা, উক্ত শরয়ী حُكْم যদি কিয়াসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে এটার একটি اَصْل থাকা জরুরি। আর তখন মূলত উক্ত اَصْل-এর উপর এ فَرْع টিকে কিয়াস করা হবে। মাঝখানে আরেকটি مقيس عليه-এর সৃষ্টি অনর্থক হবে।

قَوْلُهُ فَلَا يَسْتَقِيْمُ التَّعْلِيْلُ لِاِثْبَاتِ الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে لِوَاطَةٌ জেনার হুকুমভুক্ত কিনা– প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু কিয়াসের জন্য مَقِيْس عَلَيْه শরয়ী হুকুম হওয়া শর্ত সেহেতু আমাদের আহনাফের মতে لِوَاطَةٌ-কে জেনা নামে আখ্যায়িত করার জন্য عِلَّةٌ উদ্ভাবন করা সহীহ হবে না। কেননা, এটা শরয়ী حُكْم নয়; বরং لُغَوِىْ হুকুম। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) لِوَاطَةٌ-কেও জেনা নামে আখ্যায়িত করে থাকে। তাঁর মতে অবৈধ স্থানে অবৈধভাবে কামভাব চরিতার্থ করাকে জেনা বলে। আর لِوَاطَةٌ বা পুরুষ সঙ্গমের মধ্যে তা পুরোপুরি পাওয়া যায়। বরং জঘন্য অপরাধ, অবৈধ পথে কামভাব পূরণ এবং বীর্য অপচয়ের দিক বিবেচনায় এটা জেনা হতেও মারাত্মক ও ভয়াবহ। কেননা, পিছনের রাস্তা দিয়ে কোনো অবস্থায়ই সহবাস জায়েজ নেই। অথচ সম্মুখের রাস্তা দিয়ে কোনো কোনো অবস্থায় সহবাস জায়েজ রয়েছে। সুতরাং পুং সঙ্গমকারী আল্লাহর বাণী–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

(জেনাকারী এবং জেনাকারিণী উভয়ের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত প্রদান করো)-এর হুকুমভুক্ত হবে। আর তার উপরও জেনার حُكْم প্রয়োগ করা হবে। কেননা, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এমতাবস্থায় এটা জেনার অঙ্গীভূত। কথিত আছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)ও আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে কিয়াস করাকে জায়েজ মনে করেন না। তবে دَلَالَةُ النَّصِّ-এর নির্দেশনা -এর দিক বিবেচনায় লেওয়াতাতাকরীর জন্য তিনি حَدّ সাব্যস্ত করেছেন, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে কিয়াস করে তিনি তা করেননি।

وَهٰذَا يُسَمّٰى قِيَاسًا فِى اللُّغَةِ وَلٰكِنَّهٗ فَرَّقَ بَيْنَ اَنْ يُّعْطٰى لِلِّوَاطَةِ اِسْمُ الزِّنَا وَبَيْنَ اَنْ يَجْرِىَ عَلَيْهَا حُكْمُهٗ فَقَطْ لِاَجْلِ اِشْتِرَاكِ الْعِلَّةِ فَاِنَّ الْاَوَّلَ قِيَاسٌ فِى اللُّغَةِ دُوْنَ الثَّانِىْ وَالْمُجَوِّزُوْنَ لَهٗ هُمْ اَكْثَرُ اَصْحَابِ الشَّافِعِىِّ (رحـ) فَاِنَّهُمْ يُعْطُوْنَ اِسْمَ الْخَمْرِ لِكُلِّ مَا يُخَامِرُ الْعَقْلَ وَقَدْ قَالَ لَهُمْ وَاحِدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لِمَ تُسَمَّى الْقَارُوْرَةُ قَارُوْرَةً فَقَالُوْا لِاَنَّهٗ يَتَقَرَّرُ فِيْهِ الْمَاءُ فَقَالَ اِنَّ بَطْنَكَ اَيْضًا يَتَقَرَّرُ فِيْهِ الْمَاءُ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُسَمّٰى قَارُوْرَةً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ لِمَ يُسَمَّى الْجَرْجِيْرُ جَرْجِيْرًا فَقَالُوْا اِنَّهٗ يَتَجَرْجَرُ اَىْ يَتَحَرَّكُ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ فَقَالَ اِنَّ لِحْيَتَكَ اَيْضًا يَتَحَرَّكُ فَيَنْبَغِىْ اَنْ تُسَمّٰى جَرْجِيْرًا فَتَحَيَّرَ وَسَكَتَ

وَلَا لِصِحَّةِ ظِهَارِ الذِّمِّىِّ تَفْرِيْعٌ عَلَى الشَّرْطِ الثَّانِىْ اَىْ لَا يَسْتَقِيْمُ التَّعْلِيْلُ لِصِحَّةِ ظِهَارِ الذِّمِّىِّ كَمَا عَلَّلَهُ الشَّافِعِىُّ (رحـ) فَيَقُوْلُ اِنَّهٗ يَصِحُّ طَلَاقُهٗ فَيَصِحُّ ظِهَارُهٗ كَالْمُسْلِمِ اِذْ لَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ الثَّانِىْ وَهُوَ تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ بِعَيْنِهٖ لِكَوْنِهٖ اَىْ لِكَوْنِ هٰذَا التَّعْلِيْلِ تَغْيِيْرًا لِلْحُرْمَةِ الْمُتَنَاهِيَةِ بِالْكَفَّارَةِ فِى الْاَصْلِ وَهُوَ الْمُسْلِمُ اِلٰى اِطْلَاقِهَا فِى الْفَرْعِ عَنِ الْغَايَةِ لِاَنَّ ظِهَارَ الْمُسْلِمِ يَنْتَهِىْ بِالْكَفَّارَةِ وَظِهَارَ الذِّمِّىِّ يَكُوْنُ مُؤَبَّدًا اِذْ لَيْسَ هُوَ اَهْلًا لِلْكَفَّارَةِ الَّتِىْ

সরল অনুবাদ : এ প্রকার কিয়াসকে অভিধানগত কিয়াস বলা হয়। অবশ্য لِوَاطَةْ -কে জেনা নামে অভিহিত করা ও ইল্লতের ক্ষেত্রে শরীকানা পাওয়া যাওয়ার কারণে এর উপর শুধু জেনার আহকাম কার্যকর করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কেননা, প্রথমটি হচ্ছে অভিধানগত বিষয়ে কিয়াস (যা জমহুরের মতে নাজায়েজ) এবং দ্বিতীয়টি অভিধানগত বিষয়ে কিয়াস নয় (যা অধিকাংশের মতে জায়েজ)। অধিকাংশ শাফেয়ী আলিম অভিধানগত কিয়াসকেও জায়েজ সাব্যস্ত করেন। যেমন– خَمْر-এর আভিধানিক অর্থ আচ্ছন্ন করা। এ কারণেই তাঁরা প্রত্যেক এমন বস্তুকেই خَمْر বা মদ নামে অবিহিত করে থাকেন, যা জ্ঞান-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও বিনষ্ট করে ফেলে। (এবং তাতে মদের হুকুম চালু করেন।) (জনৈক শাফেয়ী দাবি করলেন যে, আমি প্রত্যেক বস্তুরই প্রণয়ন ও নামকরণ-এর কারণ বলে দিতে পারি– যা قِيَاسٌ فِى اللُّغَةِ -এর ভিত্তি, তখন) একজন হানাফী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলুন তো দেখি, قَارُوْرَةْ (বোতল)-কে কেন قَارُوْرَةْ বলা হয়? তিনি উত্তরে বললেন, এ জন্য যে, তাতে পানি স্থিতি লাভ করে। তখন সে হানাফী বললেন যে, আপনার পেটের মধ্যেও তো পানি স্থিতি লাভ করে থাকে। সুতরাং পেটকেও قَارُوْرَةْ বলা উচিত। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন তো দেখি, جَرْجِيْر (এক প্রকার সবজি, যা পানিতে জন্মে)-কে কেন جَرْجِيْر বলা হয়? শাফেয়ী ভদ্রলোকটি উত্তরে বললেন, এ জন্য যে, جَرْج -এর অর্থ– নড়াচড়া করা। যেহেতু এ সবজিটি উদ্গত হওয়ার পর খুব বেশি নড়াচড়া করে, এ কারণে তাকে جَرْجِيْر নামে অবিহিত করা হয়। তখন উক্ত হানাফী বললেন যে, আপনার দাড়িও তো খুব বেশি নড়াচড়া করে। সুতরাং তাকেও جَرْجِيْر নামে অভিহিত করা উচিত। এটা শ্রবণে শাফেয়ী ভদ্রলোক হতবাক ও নিশ্চুপ হয়ে যান। **আর জিম্মির ظِهَارْ শুদ্ধ সাব্যস্ত করার জন্য (তালাকের উপর) কিয়াস করা ঠিক নয়।** এটা দ্বিতীয় শর্তের ভিত্তিতে একটি প্রশাখামূলক মাসআলা। অর্থাৎ মুসলমানদের ন্যায় কাফিরদের তালাক শুদ্ধ হওয়ার কারণে কাফিরদের ظِهَار -কেও তালাকের উপর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়। যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.) এটার এরূপই তা'লীল করেছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, যখন কাফিরদের তালাক শুদ্ধ রয়েছে, তখন মুসলমানদের ন্যায় তাঁদের ظِهَارْও শুদ্ধ হবে। আমাদের মতে এ কিয়াসটি এ জন্য শুদ্ধ নয় যে, কিয়াসের তৃতীয় শর্তের মধ্যস্থিত দ্বিতীয় শর্ত تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ بِعَيْنِهٖ অর্থাৎ اَصْل -এর হুকুমটি হুবহু স্থানান্তর করা; এটা এখানে বিদ্যমান নেই। **কেননা, এটা অর্থাৎ এ** কিয়াস দ্বারা **حُرْمَةْ-এর হুকুম যা اَصْل অর্থাৎ মুসলমানদের বেলায় কাফ্ফারার মাধ্যমে শেষ হয়ে যায় فَرْع -এর ক্ষেত্রে তন্মধ্যে পরিবর্তন আবশ্যক হয় যে, কাফ্ফারা غَايَةْ না হয়ে হুরমত সব সময়ের জন্য সাব্যস্ত থাকে।** কেননা, কাফ্ফারার মধ্যে শাস্তির সাথে সাথে ইবাদতের দিক বর্তমান থাকার কারণে কাফিররা কাফ্ফারা আদায়ের যোগ্য নয়। এ কারণেই মুসলমানদের ظِهَارْ তো কাফ্ফারা আদায়ের মাধ্যমে শেষ হতে পারে; কিন্তু কাফিরদের ظِهَارْ এটার বিপরীত। কারণ, কাফ্ফারা আদায়ের যোগ্য না হওয়ার কারণে তাদের ظِهَارْ চিরস্থায়ী থেকে যাবে। (সুতরাং তাতে اَصْل-এর হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন ব্যতিরেকে সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। কারো এ আপত্তি উত্থাপনের অবকাশ ছিল যে, কাফির

هِىَ دَائِرَةٌ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوْبَةِ وَقِيْلَ هُوَ اَهْلٌ لِلتَّحْرِيْرِ وَلٰكِنْ لَيْسَ اَهْلًا لِلتَّحْرِيْرِ الَّذِىْ يَخْلُفُهُ الصَّوْمُ -

তো গোলাম আজাদ করতে পারে, আর যিহার-এর কাফফারায় তাও অন্তর্ভুক্ত। এ আপত্তি নিরসনকল্পে) কেউ কেউ বলেছেন যে. কাফিররা এমনিতে যদিও গোলাম আজাদ করার যোগ্য, কিন্তু যেখানে গোলাম আজাদ করার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রোজাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেখানে তারা গোলাম আজাদ করারও যোগ্য নয়। (আর নিয়ম হলো- اِذَا ثَبَتَ الشَّئُ ثَبَتَ بِجَمِيْعِ لَوَازِمِهٖ)

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰذَا এ প্রকার কিয়াসকে يُسَمّٰى قِيَاسًا কিয়াস বলা হয় فِى اللُّغَةِ অভিধানগত وَلٰكِنَّهٗ فَرْقٌ কিন্তু বিরাট পার্থক্য রয়েছে بَيْنَ এর মধ্যে اَنْ يُعْطٰى لِلِّوَاطَةِ সমকামিতাকে অভিহিত করা اِسْمُ الزِّنَا জেনা নামে وَبَيْنَ اَنْ يَجْرِىَ এবং কার্যকর করার মাঝে عَلَيْهَا এর উপর حُكْمُهٗ জেনার হুকুম فَقَطْ শুধুমাত্র لِاَجْلِ اِشْتِرَاكِ অংশীদারিত্ব পাওয়া যাওয়ার কারণে الْعِلَّةِ ইল্লতের ক্ষেত্রে دُوْنَ الثَّانِىْ কেননা. প্রথমটি হচ্ছে فَاِنَّ الْاَوَّلَ قِيَاسٌ فِى اللُّغَةِ অভিধানগত বিষয়ে কিয়াস দ্বিতীয়টি অভিধানগত কিয়াস নয় وَالْمُجَوِّزُوْنَ لَهٗ যা জায়েজ সাব্যস্ত করেন (রহ) هُمْ اَكْثَرُ اَصْحَابِ الشَّافِعِىِّ তারা হলেন অধিকাংশ শাফেয়ী আলিম فَاِنَّهُمْ এ কারণে তারা অভিহিত করে থাকেন يُعْطُوْنَ اِسْمَ الْخَمْرِ খামার বা মদ নামে لِكُلِّ এমন সব বস্তুকে مَا يُخَامِرُ যা আচ্ছন্ন ও বিনষ্ট করে ফেলে الْعَقْلَ জ্ঞানবুদ্ধিকে وَقَدْ قَالَ لَهُمْ তাদেরকে প্রশ্ন করল وَاحِدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ একজন হানাফী আলিম لِمَ تُسَمَّى الْقَارُوْرَةُ কেন বোতলকে নামকরণ করা হয়েছে قَارُوْرَةً বোতল নামে فَقَالُوْا জবাবে তিনি বললেন لِاَنَّهٗ يَتَقَرَّرُ فِيْهِ কেননা, তাতে স্থিতি লাভ করে الْمَاءُ পানি فَقَالَ তখন উক্ত হানাফী বললেন اِنَّ بَطْنَكَ اَيْضًا আপনার পেটেও তো يَتَقَرَّرُ فِيْهِ الْمَاءُ পানি স্থিতি লাভ করে فَيَنْبَغِىْ সুতরাং উচিত اَنْ يُسَمّٰى পেটকে বলা قَارُوْرَةً কারুরা ثُمَّ قَالَ لَهُمْ তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন لِمَ يُسَمَّى الْجَرْجِيْرُ কেন জারজিরকে (এক প্রকার ঘাস) জারজির বলা হয়? فَقَالُوْا উত্তরে উক্ত ব্যক্তি বললেন اِنَّهٗ يَتَجَرْجَرُ কেননা, তা নড়াচড়া করে অর্থাৎ اَىْ يَتَحَرَّكُ খুব নড়াচড়া করে عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ জমিনের উপর উদ্গত হওয়ার সময় فَقَالَ তখন উক্ত হানাফী বললেন اِنَّ لِحْيَتَكَ اَيْضًا আপনার দাড়িও তো يَتَحَرَّكُ নড়াচড়া করে فَيَنْبَغِىْ সুতরাং উচিত হচ্ছে اَنْ تُسَمّٰى جَرْجِيْرًا দাড়িকে জারজির নামে অভিহিত করা فَتَحَيَّرَ এতে উক্ত ব্যক্তি হতবাক হয়ে গেলেন وَسَكَتَ এবং চুপ করে গেলেন وَلَا لِصِحَّةِ এবং বিশুদ্ধ নয় কিয়াস করা ظِهَارِ الذِّمِّىِّ জিম্মির যিহার সাব্যস্ত করার জন্য تَفْرِيْعٌ এটা একটি শাখা মাসআলা عَلَى الشَّرْطِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় শর্তের ভিত্তিতে اَىْ অর্থাৎ لَا يَسْتَقِيْمُ বিশুদ্ধ বা সঠিক নয় التَّعْلِيْلُ কারণ সাব্যস্ত করে কিয়াস করা لِصِحَّةِ বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করার জন্য ظِهَارِ الذِّمِّىِّ জিম্মির যিহারকে (রহ) كَمَا عَلَّلَهُ الشَّافِعِىُّ যেমনি ইমাম শাফেয়ী (র.) এটার এরূপই তা'লীল করেছেন فَيَقُوْلُ তিনি বলেন اِنَّهٗ يَصِحُّ طَلَاقُهٗ কাফিরের তালাক বিশুদ্ধ فَيَصِحُّ কাজেই বিশুদ্ধ হবে ظِهَارُهٗ তার যিহারও كَالْمُسْلِمِ মুসলমানদের ন্যায় اِذْ لَمْ يُوْجَدِ (আমাদের মতে এটা শুদ্ধ নয় কেননা) এখানে এটা বিদ্যমান নেই الشَّرْطُ الثَّانِىْ (তৃতীয় শর্তের মধ্যস্থিত) দ্বিতীয় শর্ত আর তা وَهُوَ হলো تَعْدِيَةُ স্থানান্তর করা الْحُكْمِ আসলের হুকুমটি بِعَيْنِهٖ হুবহু لِكَوْنِهٖ এটা হওয়ার কারণে اَىْ অর্থাৎ لِكَوْنِ هٰذَا التَّعْلِيْلِ এ তা'লীলটি হওয়ার ফলে تَغْيِيْرًا পরিবর্তন আবশ্যক হয় لِلْحُرْمَةِ হুরমতের হুকুম الْمُتَنَاهِيَةِ যা শেষ হয়ে যায় بِالْكَفَّارَةِ কাফফারার মাধ্যমে فِى الْاَصْلِ আসলের মধ্যে وَهُوَ الْمُسْلِمُ আর তা হলো মুসলমানগণ اِلٰى اِطْلَاقِهَا শেষ হয়ে যায় فِى الْفَرْعِ عَنِ الْغَايَةِ শাখার ক্ষেত্রে পরিণামে لِاَنَّ ظِهَارَ الْمُسْلِمِ কেননা মুসলমানদের যিহার يَنْتَهِىْ শেষ হয়ে যায় بِالْكَفَّارَةِ কাফফারার মাধ্যমে وَظِهَارَ الذِّمِّىِّ আর জিম্মিদের যিহার يَكُوْنُ مُؤَبَّدًا চিরস্থায়ী থেকে যাবে اِذْ لَيْسَ هُوَ اَهْلًا কেননা এটা যোগ্য নয় لِلْكَفَّارَةِ কাফফারা আদায়ের الَّتِىْ هِىَ دَائِرَةٌ যা আবর্তিত হয় بَيْنَ الْعِبَادَةِ ইবাদতের মাঝে وَالْعُقُوْبَةِ এবং শাস্তির মধ্যে وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন هُوَ اَهْلٌ لِلتَّحْرِيْرِ কাফিররা আজাদ করার যোগ্য وَلٰكِنْ لَيْسَ اَهْلًا কিন্তু সেখানে যোগ্য নয় لِلتَّحْرِيْرِ গোলাম আজাদের الَّذِىْ يَخْلُفُهُ যার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে الصَّوْمُ রোজাকে

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَاِنَّهُمْ يُعْطُوْنَ اِسْمَ الْخَمْرِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে قِيَاسٌ فِى اللُّغَةِ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ শাফেয়ীগণ قِيَاسٌ فِى اللُّغَةِ অর্থাৎ আভিধানিক অর্থের আলোকে কিয়াস করাকে জায়েজ বলে থাকেন। যেমন- خَمْر শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- ঢেকে ফেলা বা আবৃত করা। যেমন- যে কাপড় দ্বারা মাথা আবৃত করা হয়ে থাকে, তাকে خِمَارٌ বলে। আর যেহেতু মদ মানুষের আকলকে আবৃত (গোপন) করে ফেলে সেহেতু এটাকে خَمْر বলা হয়। সুতরাং যে কোনো পানীয় আকলকে বিলোপ করবে এবং নেশার সৃষ্টি করবে তাই মদ (خَمْر) হিসেবে গণ্য হবে। চাই এটা আঙ্গুরের রস হোক অথবা অন্য কিছু হোক। আর যদি নেশার সৃষ্টি না করে, তাহলে এটা (আঙ্গুরের রস হলেও) মদ হবে না। আমাদের হানাফীগণের মতে আঙ্গুরের রস পচে যাওয়ার পর প্রকৃত মদে পরিণত হয়। এটার অল্প বিস্তর সবই মদ এবং হারাম ও অপবিত্র। আর অন্যান্য ফলের (পচা) রস এ পরিমাণে পান করা হারাম যা নেশার সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে শাফেয়ীগণ ও জমহুরের মতে كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ - যে কোনো নেশাদায়ক পানীয় মদ হিসেবে বিবেচিত ও হারাম। মোটকথা, জমহুরে শাফেয়ী قِيَاسٌ فِى اللُّغَةِ -এর প্রবক্তা, আর জমহুর আহনাফ এটা অস্বীকারকারী।

وَلَا لِتَعْدِيَةِ الْحُكْمِ مِنَ النَّاسِيْ فِي الْفِطْرِ اِلَى الْمُكْرَهِ وَالْخَاطِئِ لِاَنَّ عُذْرَهُمَا دُوْنَ عُذْرِهٖ تَفْرِيْعٌ عَلَى الشَّرْطِ الثَّالِثِ وَهُوَ كَوْنُ الْفَرْعِ نَظِيْرًا لِلْاَصْلِ فَاِنَّ الشَّافِعِيَّ (رحـ) يَقُوْلُ لَمَّا عُذِرَ النَّاسِيْ مَعَ كَوْنِهٖ عَامِدًا فِيْ نَفْسِ الْفِعْلِ فَلَاَنْ يُعْذَرَ الْخَاطِئُ وَالْمُكْرَهُ وَهُمَا لَيْسَا بِعَامِدَيْنِ فِيْ نَفْسِ الْفِعْلِ اَوْلٰى وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ عُذْرَهُمَا دُوْنَ عُذْرِهٖ فَاِنَّ النِّسْيَانَ يَقَعُ بِلَا اِخْتِيَارٍ وَهُوَ مَنْسُوْبٌ اِلٰى صَاحِبِ الْحَقِّ وَفِعْلُ الْخَاطِئِ وَالْمُكْرَهِ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَاِنَّ الْخَاطِئَ يَذْكُرُ الصَّوْمَ وَلٰكِنَّهٗ يَقْصُرُ فِي الْاِحْتِيَاطِ فِي الْمَضْمَضَةِ حَتّٰى دَخَلَ الْمَاءُ فِيْ حَلْقِهٖ وَالْمُكْرَهُ اَكْرَهَهُ الْاِنْسَانُ وَاَلْجَأَهُ اِلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ عُذْرُهُمَا كَعُذْرِ النَّاسِيْ فَيَفْسُدُ صَوْمُهُمَا وَقَدْ فَرَّعْنَاهُمَا فِيْمَا سَبَقَ عَلٰى كَوْنِ الْاَصْلِ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ وَلَا ضَيْرَ فِيْهِ فَاِنَّ اَكْثَرَ الْمَسَائِلِ يَتَفَرَّعُ عَلٰى اُصُوْلٍ مُخْتَلِفَةٍ ـ

সরল অনুবাদ : আর বিস্মৃতিবশত পানাহারের উপর কিয়াস করে রোজা ভঙ্গ না হওয়ার হুকুমকে জবরদস্তি ও ভুলক্রমে রোজা ভঙ্গকারীর দিকে স্থানান্তরিত করা ঠিক নয়। কেননা, এ শেষোক্ত দু'জনের ওজর বিস্মৃত ব্যক্তির ওজর অপেক্ষা অধিকতর লঘু। এটা কিয়াসের তৃতীয় শর্তের ভিত্তিতে একটি প্রশাখামূলক মাসআলা। আর তা এই যে, শাখা মূল-এর সমান ও অনুরূপ হতে হবে। সুতরাং এ শর্তের ভিত্তিতে উপরিউক্ত কিয়াসটি শুদ্ধ নয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, বিস্মৃতির শিকার ব্যক্তিকে যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহারে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও مَعْذُوْر বা ক্ষমার্হ সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেখানে ভুলক্রমে ও জবরদস্তিক্রমে পানাহারকারীকে আরো বেশি সঙ্গত কারণে ক্ষমার্হ বিবেচনা করা উচিত। কারণ, তারা একান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে পানাহারে লিপ্ত হয়েছে। আর আমরা হানাফীগণ বলি যে, ভুলক্রমে ও জবরদস্তিক্রমে পানাহারকারী ব্যক্তিদের ওজর বিস্মৃতিগ্রস্ত ব্যক্তির ওজর অপেক্ষা অধিকতর লঘু এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কেননা, বিস্মৃতির ওজরটি (যা একটি আসমানী বিপদ) সম্পূর্ণ বান্দার এখতিয়ার ছাড়াই সংঘটিত হয়। এ জন্য তা হকদার অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। (যেমন, নবী করীম ﷺ তাঁর বাণী– فَاِنَّمَا اَطْعَمَكَ اللّٰهُ وَسَقَاكَ اللّٰهُ দ্বারা এটার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।) কিন্তু ভুলক্রমে ও জবরদস্তিক্রমে পানাহারকারীরা এটার বিপরীত। কেননা, তাদের কাজ হকদার অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত নয়। কারণ, ভুলক্রমে পানাহারকারী ব্যক্তির রোজার কথা স্মরণ রয়েছে; কিন্তু কুলি করার সময় সাবধানতা অবলম্বনে ক্রুটির কারণে পানি তার গলদেশ দিয়ে পেটে চলে যায়। এমনিভাবে জবরদস্তিকৃত ব্যক্তিটিরও রোজার কথা স্মরণ থাকে। কারো কর্তৃক চাপে পড়ে, বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভঙ্গ করে থাকে। সুতরাং এতদুভয়ের ওজর বিস্মৃতিগ্রস্ত ব্যক্তির ওজরের সমান নয়। এ জন্য তাদের রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। (কিন্তু বিস্মৃতির শিকার ব্যক্তির রোজা ফাসেদ হবে না।) উল্লেখ্য যে, আমরা ইতঃপূর্বে "اَصْل" কিয়াসের বিপরীত না হওয়া-এর শর্তের ভিত্তিতে مُكْرَهْ ও خَاطِئْ হতে মাসআলা উদ্ভাবন করেছিলাম। অতঃপর এখানে "فَرْع" আসল-এর অনুরূপ হওয়া-এর শর্তের ভিত্তিতেও এতদুভয় হতেই প্রশাখামূলক মাসআলার উদ্ভাবন করেছি। এতে কোনো দোষ নেই। কেননা, অধিকাংশ মাসআলাই বিভিন্ন মূলনীতির ভিত্তিতে উদ্ভাবিত হয়ে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا لِتَعْدِيَةِ الْحُكْمِ আর স্থানান্তরিত করা ঠিক নয় مِنَ النَّاسِيْ ভুলক্রমে فِي الْفِطْرِ রোজা ভঙ্গকারীকে اِلَى الْمُكْرَهِ জবরদস্তিমূলক ভঙ্গকারীর দিকে وَالْخَاطِئِ এবং সাবধানতাবশত ভঙ্গকারীর দিকে لِاَنَّ عُذْرَهُمَا কেননা, এ উভয় জনের আপত্তি دُوْنَ عُذْرِهٖ ভুলক্রমে রোজা ভঙ্গকারীর আপত্তি অপেক্ষা অধিকতর লঘু تَفْرِيْعٌ এটা প্রশাখামূলক একটি মাসআলা عَلَى الشَّرْطِ الثَّالِثِ তৃতীয় শর্তের ভিত্তিতে وَهُوَ আর তা হলো كَوْنُ الْفَرْعِ শাখা হবে نَظِيْرًا অনুরূপ لِلْاَصْلِ মূলের فَاِنَّ الشَّافِعِيَّ (رحـ) يَقُوْلُ কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন لَمَّا عُذِرَ যখন ক্ষমাযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে النَّاسِيْ বিস্মৃতির শিকার ব্যক্তিকে مَعَ كَوْنِهٖ عَامِدًا ইচ্ছাকৃতভাবে হওয়া সত্ত্বেও فِيْ نَفْسِ الْفِعْلِ মূল কাজে তথা পানাহার فَلَاَنْ يُعْذَرَ আরো বেশি ক্ষমাযোগ্য বিবেচনা করা উচিত الْخَاطِئُ وَالْمُكْرَهُ ভুলক্রমে ও জোরপূর্বক পানাহারকারীকে وَهُمَا لَيْسَا بِعَامِدَيْنِ কেননা, তারা উভয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে লিপ্ত

হয়নি فِى نَفْسِ الْفِعْلِ মূল কাজে তথা পানাহারে أَوْلٰى এটা অধিক অগ্রগণ্য হবে وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমরা হানাফীগণ বলে থাকি إِنَّ عُذْرَهُمَا এ উভয়ের ওজর অধিকতর লঘু دُوْنَ عُذْرِهٖ বিস্মৃতিগ্রস্ত ব্যক্তির ওজর অপেক্ষা فَإِنَّ النِّسْيَانَ কেননা, বিস্মৃতির ওজরটি يَقَعُ সংঘটিত হয় بِلَا إِخْتِيَارٍ বান্দার ইচ্ছা ছাড়াই وَهُوَ مَنْسُوْبٌ আর এটা সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে إِلٰى صَاحِبِ الْحَقِّ মহান আল্লাহর দিকে وَفِعْلُ الْخَاطِئِ وَالْمُكْرَهِ কিন্তু ভুলক্রমে ও জবরদস্তিমূলক পানাহারকারী এর বিপরীত مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الْحَقِّ তাদের কাজ আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত নয় فَإِنَّ الْخَاطِئَ কেননা, ভুলক্রমে পানাহারকারীর يَذْكُرُ الصَّوْمَ রোজার কথা স্মরণ আছে وَلٰكِنَّهٗ يُقَصِّرُ কিন্তু তার ত্রুটির কারণে فِى الْإِحْتِيَاطِ সতর্কতা অবলম্বনে فِى الْمَضْمَضَةِ কুলি করার সময় حَتّٰى دَخَلَ الْمَاءُ পানি পেটে প্রবেশ করে فِى حَلْقِهٖ তার গলদেশ দিয়ে وَالْمُكْرَهُ এমনিভাবে জোরপূর্বক রোজা ভঙ্গকারীর রোজার কথা স্মরণ থাকে أَكْرَهَهٗ তাকে চাপ প্রয়োগ করেছে الْإِنْسَانُ কোনো মানুষ وَأَلْجَأَ إِلَيْهِ এবং তাকে বাধ্য করা হয়েছে فَلَمْ يَكُنْ কাজেই হবে না عُذْرُهُمَا এ উভয় ব্যক্তির আপত্তি كَعُذْرِ النَّاسِىْ বিস্মৃতিগ্রস্ত ব্যক্তির ওজরের সমান فَيَفْسُدُ এ জন্য ভঙ্গ হয়ে যাবে صَوْمُهُمَا এ উভয় ব্যক্তির রোজা وَقَدْ فَرَّعْنَاهُمَا আর আমরা এ উভয় বিষয়ে মাসআলা উদ্ভাবন করেছি فِيْمَا سَبَقَ ইতঃপূর্বে عَلٰى كَوْنِ الْأَصْلِ আসলটি না হওয়া বিষয়ে مُخَالِفًا বিপরীত لِلْقِيَاسِ কিয়াসের وَلَا ضَيْرَ فِيْهِ এতে কোনো দোষ নেই فَإِنَّ أَكْثَرَ الْمَسَائِلِ কেননা, অধিকাংশ মাসআলা يَتَفَرَّعُ উদ্ভাবিত হয়ে থাকে عَلٰى أُصُوْلٍ مُخْتَلِفَةٍ বিভিন্ন মূলনীতির ভিত্তিতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا لِتَعْدِيَةِ الْحُكْمِ مِنَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে فَرْع -এটার أَصْل এর نَظِيْر (সমতুল্য) হওয়া শর্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কিয়াসের তৃতীয় শর্তের অধীন তৃতীয় উপশর্তের উপর تَفْرِيْع প্রশাখামূলক মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত উপশর্তে বলা হয়েছিল যে, فَرْع হুবহু তার أَصْل -এর نَظِيْر (সাদৃশ্য) হতে এটাতে কোনোরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে পারবে না। উক্ত উপশর্তের আলোকে نَاسِى (যে বিস্মৃতির কারণে রোজা অবস্থায় পানাহার করেছে)-এর রোজা সহীহ হওয়ার حُكْم দেওয়া যাবে না। কেননা, نَاسِىْ -এর ওজর শেষোক্ত দু'জনের ওজর অপেক্ষা গুরু। আর শেষোক্ত দু'জনের ওজর نَاسِىْ -এর ওজর অপেক্ষা লঘু। কেননা, نَاسِىْ রোজার কথা স্মরণ না থাকায় পানাহার করেছে। এ জন্য তার কার্যকে স্বয়ং আল্লাহর দিকে নিসবত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে خَاطِئْ ও مُكْرَهْ পানাহার করার সময় তাদের রোজার কথা স্মরণে ছিল। কাজেই তাদের কার্যকে তাদের নিজেদের দিকেই নিসবত করা হয়েছে– আল্লাহর দিকে করা হয়নি। সুতরাং فَرْع তথা خَاطِئْ ও مُكْرَهْ এটার أَصْل (مَقِيْس عَلَيْه) তথা نَاسِىْ -এর সমতুল্য (نَظِيْر) হতে পারে না।

وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِيْمَانُ فِيْ رَقَبَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ وَالظِّهَارِ لِأَنَّهُ تَعْدِيَةٌ إِلَى مَا فِيْهِ نَصٌّ بِتَغْيِيْرِهِ تَفْرِيْعٌ عَلَى الشَّرْطِ الرَّابِعِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُوْنَ النَّصُّ فِي الْفَرْعِ وَهٰهُنَا النَّصُّ الْمُطْلَقُ عَنْ قَيْدِ الْإِيْمَانِ مَوْجُوْدٌ فِيْ رَقَبَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ وَالظِّهَارِ فَلَا يَنْبَغِيْ أَنْ تُقَاسَ عَلَى رَقَبَةِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَتُقَيَّدُ بِالْإِيْمَانِ مِثْلُهَا كَمَا فَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لِأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إِلَى الْقِيَاسِ مَعَ وُجُوْدِ النَّصِّ وَهٰذَا فِيْمَا يُخَالِفُ الْقِيَاسُ نَصَّ الْفَرْعِ وَأَمَّا فِيْمَا يُوَافِقُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ وَالنَّصِّ جَمِيْعًا كَمَا هُوَ دَأْبُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ يَسْتَدِلُّ لِكُلِّ حُكْمٍ بِالْمَعْقُوْلِ وَالْمَنْقُوْلِ تَنْبِيْهًا عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ النَّصُّ مَوْجُوْدًا لَيَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ أَيْضًا -

সরল অনুবাদ : আর শপথ ও ظِهَارٌ-এর কাফ্ফারায় যে ক্রীতদাস আজাদ করা হবে, তার জন্য ঈমানের শর্ত আরোপ করা ঠিক নয়। কেননা, এতে فَرْع-এর বেলায় স্বতন্ত্র নস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার দাবিকে বাতিল করে আসল-এর হুকুমকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হয়। এটা চতুর্থ শর্তের ভিত্তিতে একটি প্রশাখামূলক মাসআলা। আর তা এই যে, কিয়াস শুধু তখনই শুদ্ধ হবে, যখন فَرْع -এর মধ্যে কোনো নস বিদ্যমান থাকবে না। আর এখানে শপথ ও ظِهَارٌ -এর কাফ্ফারার ক্রীতদাসের ব্যাপারে ঈমান-এর শর্ত ছাড়াই মুতলাক নস বর্তমান রয়েছে। এ জন্য তাকে হত্যার কাফ্ফারায় উল্লেখকৃত ক্রীতদাস অর্থাৎ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ -এর উপর কিয়াস করে ঈমানের শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত করা উচিত নয়, যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) করেছেন। কেননা, نَصّ বিদ্যমান থাকাবস্থায় কিয়াসের কোনো প্রয়োজন নেই। আর এ নিষেধাজ্ঞা শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেখানে কিয়াস فَرْع সম্পর্কিত নস-এর বিপরীত হবে। কিন্তু যদি কিয়াস فَرْع সম্পর্কিত নস-এর অনুকূল হয়, তাহলে সে কিয়াসের মধ্যে কোনো দোষ নেই। বরং এরূপই মনে করা হবে যে, فَرْع-এর হুকুম একই সময় কিয়াস ও নস উভয় দ্বারাই সাব্যস্ত। যেমন– হেদায়া গ্রন্থকার (র.)-এর পদ্ধতি এটাই যে, তিনি প্রত্যেক হুকুমের যুক্তিগত ও বর্ণনাগত উভয় প্রকার দলিলই বর্ণনা করে থাকেন। যা দ্বারা এ কথার প্রতি সতর্ক করাই উদ্দেশ্য যে, এ মাসআলায় যদি কোনো স্বতন্ত্র নস বিদ্যমান নাও থাকত, তথাপি হুকুমটি স্বয়ং কিয়াস দ্বারাই সাব্যস্ত হতে পারত।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا يُشْتَرَطُ আর শর্ত করা হয়নি الْإِيْمَانُ ঈমানের فِيْ رَقَبَةِ গোলাম আজাদের বিষয়ে كَفَّارَةِ কাফ্ফারা হিসাবে الْيَمِيْنِ শপথের وَالظِّهَارِ এবং যিহারের لِأَنَّهُ تَعْدِيَةٌ কেননা, আসলের হুকুমকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হয় إِلَى مَا فِيْهِ نَصٌّ শাখার বেলায় নস থাকা সত্ত্বেও সেদিকে بِتَغْيِيْرِهِ তার দাবিকে বাতিল করে تَفْرِيْعٌ এটা একটি প্রশাখামূলক মাসআলা عَلَى الشَّرْطِ الرَّابِعِ চতুর্থ শর্তের ভিত্তিতে وَهُوَ আর তা হলো أَنْ لَا يَكُوْنَ النَّصُّ কোনো নস বিদ্যমান থাকবে না فِي الْفَرْعِ শাখার মধ্যে وَهٰهُنَا আর এ স্থানে النَّصُّ الْمُطْلَقُ মুতলাক নসটি عَنْ قَيْدِ الْإِيْمَانِ ঈমানের শর্ত ছাড়াই مَوْجُوْدٌ বর্তমান রয়েছে فِيْ رَقَبَةِ গোলাম আজাদের ব্যাপারে كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ শপথের কাফ্ফারা وَالظِّهَارِ এবং যিহারের فَلَا يَنْبَغِيْ অতএব উচিত নয় أَنْ تُقَاسَ কিয়াস করা عَلَى رَقَبَةِ গোলাম আজাদের বিষয় كَفَّارَةِ الْقَتْلِ হত্যার কাফ্ফারার উপর وَتُقَيَّدُ এবং শর্তযুক্ত করা بِالْإِيْمَانِ ঈমান দ্বারা مِثْلُهَا অনুরূপ كَمَا فَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ (رحـ) যেমনটি করেছেন ইমাম শাফেয়ী (র.) لِأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ কেননা, প্রয়োজন নেই إِلَى الْقِيَاسِ কিয়াস করা مَعَ وُجُوْدِ النَّصِّ নস বিদ্যমান থাকাবস্থায় وَهٰذَا আর এ নিষেধাজ্ঞা সেখানে প্রযোজ্য فِيْمَا يُخَالِفُ যেখানে الْقِيَاسُ কিয়াস نَصَّ الْفَرْعِ শাখা সম্পর্কিত নসের বিপরীত হবে وَأَمَّا فِيْمَا يُوَافِقُهُ তবে যে স্থানে কিয়াস শাখা সম্পর্কীয় নসের অনুকূলে হবে فَلَا بَأْسَ সেখানে দোষ নেই بِأَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ হুকুম সাব্যস্ত করা بِالْقِيَاسِ কিয়াস দ্বারা وَالنَّصِّ এবং নস দ্বারা جَمِيْعًا উভয়টির মাধ্যমে كَمَا هُوَ دَأْبُ যেমনি পদ্ধতি হলো صَاحِبِ الْهِدَايَةِ হেদায়া গ্রন্থকারের يَسْتَدِلُّ তিনি দলিল গ্রহণ করতেন لِكُلِّ حُكْمٍ প্রত্যেক হুকুমের بِالْمَعْقُوْلِ যুক্তিগত وَالْمَنْقُوْلِ এবং বর্ণনাগত تَنْبِيْهًا এ কথার প্রতি সতর্ক করার জন্য যে عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ যদি না থাকত النَّصُّ কোনো নস مَوْجُوْدًا বিদ্যমান لَيَثْبُتُ তথাপি এ হুকুমটি সাব্যস্ত হতো بِالْقِيَاسِ أَيْضًا কিয়াস দ্বারাই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِيْمَانُ فِيْ رَقَبَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে যে মাসআলায় نَصّ রয়েছে তাকে অন্য মাসআলার উপর কিয়াস করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কিয়াসের তৃতীয় শর্তের অধীন চতুর্থ উপশর্তের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। উপশর্তটি ছিল فَرْع -এর মধ্যে না থাকে। সুতরাং এটার আলোকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা قَتْل (খুন)-এর কাফ্ফারায় ঈমানদার ক্রীতদাস আজাদ করার কথা বলেছেন; কিন্তু يَمِيْن ও ظِهَارٌ-এর কাফফারায় যে গোলাম আজাদ করবার নির্দেশ দিয়েছেন তাতে ঈমানদার হওয়ার শর্তারোপ করেননি। এতে বোধগম্য হয় যে, কাফির হোক আর ঈমানদার হোক যে কোনো প্রকারের গোলাম আজাদ করলেই কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। يَمِيْن -এর কাফফরা সম্পর্কিত আয়াতখানা নিম্নরূপ– فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ (এটার কাফফারা হলো দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো তোমাদের পরিবারবর্গকে যেরূপ খাদ্য পরিবেশন কর তার মধ্যম ধরনের। অথবা তাদেরকে বস্ত্র দিবে। অথবা গোলাম আজাদ করবে।) ظِهَارٌ-এর কাফ্ফারার প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ الخ (যিহারের কাফ্ফারা হিসেবে স্ত্রী সহবাসের পূর্বে একটি গোলাম আজাদ করবে। এটা সম্ভব না হলে লাগাতর দু'মাস রোজা রাখবে। এটাও স্ত্রী সঙ্গমের পূর্বে করবে। তাও অসম্ভব হলে ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য পরিবেশন করবে।) এখানে قَتْل-এর কাফ্ফরার উপর কিয়াস করে ظِهَارٌ ও يَمِيْن-এর কাফ্ফারায়ও গোলাম ঈমানদার হওয়ার শর্তারোপ করা যাবে না। কেননা, এদের ব্যাপারে স্বতন্ত্র نَصّ বিদ্যমান রয়েছে, যদিও কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের সাথে।

وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ اَنْ يَبْقٰى حُكْمُ النَّصِّ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ عَلٰى مَا كَانَ قَبْلَهٗ اِنَّمَا صَرَّحَ بِقَيْدِ الرَّابِعِ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ اَنَّ الشَّرْطَ الثَّالِثَ لَمَّا تَضَمَّنَ شُرُوْطًا اَرْبَعَةً كَانَ هٰذَا شَرْطًا سَابِعًا فَاَطْلَقَ الرَّابِعَ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّهٗ شَرْطٌ وَاحِدٌ وَمَعْنٰى بَقَاءِ حُكْمِ النَّصِّ اَنْ لَا يَتَغَيَّرَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ سِوٰى اَنَّهٗ تَعَدّٰى اِلَى الْفَرْعِ فَعَمَّ وَاِنَّمَا خَصَّصْنَا الْقَلِيْلَ مِنْ قَوْلِهٖ لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ وَهُوَ اِنَّكُمْ قُلْتُمْ اَنْ لَا يَتَغَيَّرَ حُكْمُ الْاَصْلِ بَعْدَ التَّعْلِيْلِ ـ

সরল অনুবাদ : কিয়াসের চতুর্থ শর্ত এই যে, **তা'লীলের পরেও নসের হুকুম ঠিক তদ্রূপই অবশিষ্ট থাকবে, যদ্রূপ কিয়াসের পূর্বে বর্তমান ছিল।** গ্রন্থকার (র.) তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীতে এ শর্তের বর্ণনায় اَلشَّرْطُ الرَّابِعُ কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, কেউ যেন এ ধারণা পোষণ করার অবকাশ না পায় যে, যখন তৃতীয় শর্তটি চারটি শর্তকে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন সর্বমোট ছয়টি শর্তের বর্ণনার পর এটা সপ্তম শর্তেরই বর্ণনা। সুতরাং اَلرَّابِعُ বলে এ কথার প্রতি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ঐ চারটি শর্ত একত্রে মিলিয়ে মাত্র একটি শর্তেরই মর্যাদা লাভ করেছে। আর নসের হুকুম অবশিষ্ট থাকা দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, فَرْع-এর দিকে স্থানান্তর করার কারণে হুকুমের মধ্যে যে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়, তা ব্যতীত মূল নসের হুকুমে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। **আর আমরা হানাফীগণ স্বল্প পরিমাণকে নবী করীম ﷺ -এর বাণী- لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ -এর হুকুম হতে নির্দিষ্ট করে ফেলেছি।** এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। আর তা এই যে, আপনারা এই মাত্র বলেছেন, তা'লীলের পরে আসল-এর হুকুমের মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন না হওয়া এটা কিয়াস শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ আর চতুর্থ শর্ত হলো اَنْ يَبْقٰى অবশিষ্ট থাকবে حُكْمُ النَّصِّ নসের হুকুম بَعْدَ التَّعْلِيْلِ তা'লীল-এর পর عَلٰى مَا كَانَ قَبْلَهٗ পূর্বে যেমনটি ছিল اِنَّمَا صَرَّحَ গ্রন্থকার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন بِقَيْدِ الرَّابِعِ চতুর্থ শর্তের কথাটি لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ যাতে এ ধারণার সৃষ্টি না হয় اَنَّ الشَّرْطَ الثَّالِثَ তৃতীয় শর্তটি لَمَّا تَضَمَّنَ যখন অন্তর্ভুক্ত করে নেয় شُرُوْطًا اَرْبَعَةً চারটি শর্তকে كَانَ هٰذَا তখন এটা হবে شَرْطًا سَابِعًا সপ্তম শর্ত فَاَطْلَقَ الرَّابِعَ তাই তিনি মুতলাকভাবে চতুর্থ শর্তটি উল্লেখ করেছেন تَنْبِيْهًا যাতে তিনি সতর্ক করেছেন যে عَلٰى اَنَّهٗ شَرْطٌ وَاحِدٌ এগুলো মিলে মাত্র একটি শর্ত হয়েছে وَمَعْنٰى যার উদ্দেশ্য بَقَاءِ অবশিষ্ট থাকা حُكْمِ النَّصِّ নসের হুকুমের اَنْ لَا يَتَغَيَّرَ পরিবর্তন না হওয়া عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ হুকুমের মধ্যে যে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে তা ব্যতীত سِوٰى اَنَّهٗ تَعَدّٰى স্থানান্তর করা ব্যতীত اِلَى الْفَرْعِ শাখার দিকে فَعَمَّ যে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয় وَاِنَّمَا خَصَّصْنَا আর আমরা হানাফীগণ নির্দিষ্ট করে ফেলেছি الْقَلِيْلَ স্বল্প পরিমাণকে مِنْ قَوْلِهٖ নবী করীম ﷺ-এর কাওল মোতাবেক لَا تَبِيْعُوا তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করো না الطَّعَامَ খাদ্যদ্রব্যকে بِالطَّعَامِ খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ একমাত্র সমান সমান ব্যতীত جَوَابُ এটা জবাব سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ উহ্য প্রশ্নের وَهُوَ আর তা হলো اِنَّكُمْ قُلْتُمْ আপনারা বলেছেন اَنْ لَا يَتَغَيَّرَ কোনো পরিবর্তন হয় না حُكْمُ الْاَصْلِ আসলের হুকুমের মধ্যে بَعْدَ التَّعْلِيْلِ তা'লীলের পর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ اَنْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কিয়াসের চতুর্থ শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কিয়াসের চতুর্থ প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। এর আগে কিয়াসের তৃতীয় শর্তের অধীন চারটি উপশর্তের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু তৃতীয় শর্তের অধীনস্থ চারটি উপশর্তসহ মোট ছয়টির আলোচনা শেষ হয়েছে, সেহেতু কেউ কেউ সপ্তম শর্ত হিসেবে ধারণা করতে পারে। এ জন্য গ্রন্থকার (র.) اَلرَّابِعُ শব্দ উল্লেখ করে উক্ত ধারণার অবসান করেছেন এবং এটার দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন যে, মূলত তৃতীয় শর্তটি একটি শর্ত হিসেবেই গণ্য হবে।

যা হোক, চতুর্থ শর্ত এই যে, কিয়াসের পূর্বে مَقِيْس عَلَيْه -এর حُكْم যেরূপ ছিল কিয়াসের পরেও ঠিক তদ্রূপ বহাল থাকবে। তবে আগের তুলনায় আম তথা ব্যাপকার্থক হবে মাত্র।

وَفِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ لَمَّا عَلَّلْتُمْ حُرْمَةَ الرِّبٰوا بِالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَعَدَّيْتُمْ اِلٰى غَيْرِ الطَّعَامِ فَقَدْ خَصَّصْتُمُ الْقَلِيْلَ مِنَ النَّصِّ الدَّالِّ عَلٰى حُرْمَةِ الرِّبٰوا فِى الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ وَاقْصَرْتُمْ حُرْمَةَ الرِّبٰوا عَلَى الْكَثِيْرِ فَقَطْ فَاَجَابَ بِاَنَّا اِنَّمَا خَصَّصْنَا الْقَلِيْلَ مِنْ هٰذَا النَّصِّ لِاَنَّ اِسْتِثْنَاءَ حَالَةِ التَّسَاوِىْ دَلَّ عَلٰى عُمُوْمِ صَدْرِهٖ فِى الْاَحْوَالِ وَلَنْ يَثْبُتَ ذٰلِكَ اِلَّا فِى الْكَثِيْرِ يَعْنِىْ اَنَّ الْمُسَاوَاةَ مَصْدَرٌ وَقَدْ وَقَعَ مُسْتَثْنًى مِنَ الطَّعَامِ فِى الظَّاهِرِ وَلَا يَصْلُحُ اَنْ يَكُوْنَ مُسْتَثْنًى مِنْهُ فِى الْحَقِيْقَةِ فَلَابُدَّ مِنْ تَاوِيْلٍ فِىْ اَحَدِهِمَا ـ

সরল অনুবাদ : অথচ হাদীস لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ الخ-এর মধ্যে যখন আপনারা قَدْ ও جِنْس-কে সুদ হারাম হওয়ার ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন এবং খাদ্যবস্তু ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও এ ইল্লতের ভিত্তিতে নসের হুকুমকে مُتَعَدِّىْ বলে স্বীকার করেছেন, তখন আপনারা অল্প পরিমাণকে অর্থাৎ كَيْل-এর মাপকাঠি হতে কম পরিমাণকে নসের হুকুম হতে খারিজ করে দিয়েছেন এবং সুদ হারাম হওয়াকে শুধু অধিক পরিমাণের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। অথচ নস স্বল্প ও অধিক সকল পরিমাণের মধ্যে সুদ হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। (সুতরাং কিয়াস দ্বারা নসের হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন আবশ্যক হয়েছে।) সুতরাং গ্রন্থকার (র.) এভাবে এটার উত্তর প্রদান করেছেন যে, আমরা আলোচ্য নসের হুকুম হতে স্বল্প পরিমাণকে এ ভিত্তিতে খারিজ করে দিয়েছি যে, **হাদীসের মধ্যে সমতার অবস্থাকে ইস্তিছনা করা স্বয়ং এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর মধ্যে অবস্থার ব্যাপকতাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর তা শুধু অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রেই হতে পারে।** অর্থাৎ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ-এর মধ্যে سَوَاء শব্দটি مُسَاوَاة-এর অর্থে মাসদার বিশেষ, (যা একটি حَالَة-এর প্রতি নির্দেশ করছে) আর বাহ্যত তার মুস্তাছনা মিনহু হলো اَلطَّعَامُ শব্দটি (যা اَعْيَانْ-এর অন্তর্ভুক্ত)। অথচ প্রকৃতপক্ষে اَلطَّعَامُ শব্দটি مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। (কারণ, মুস্তাছনা মুস্তাছনা মিন্হু-এর শ্রেণীর মধ্য হতে হওয়া জরুরি।) এ জন্য এতদুভয়ের মধ্য হতে যে কোনো একটির ব্যাপারে অবশ্যই তা'বীল করতে হবে। (যা দ্বারা উভয়ই اَعْيَانْ অথবা اَحْوَالْ-এর শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَفِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ অথচ নবী করীম ﷺ-এর হাদীস لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ-এর মধ্যে لَمَّا عَلَّلْتُمْ যেমনি তোমরা ইল্লত সাব্যস্ত করেছ حُرْمَةَ الرِّبٰوا সুদ হারাম হওয়া بِالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ পরিমাণ ও সমজাতীয় وَعَدَّيْتُمْ এবং মুতাআদ্দী বলে স্বীকার করেছ اِلٰى غَيْرِ الطَّعَامِ খাদ্যবস্তু ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও فَقَدْ خَصَّصْتُمُ এবং নির্দিষ্ট করেছ اَلْقَلِيْلَ কম পরিমাণকে مِنَ النَّصِّ হুকুম হতে اَلدَّالِّ যা নির্দেশ করে عَلٰى حُرْمَةِ হারাম হওয়ার উপর الرِّبٰوا সুদ فِى الْقَلِيْلِ অল্প ও বেশি সকল পরিমাণের ক্ষেত্রে وَالْكَثِيْرِ وَاقْصَرْتُمْ অথচ তোমরা নির্দিষ্ট বা সীমিত করেছ حُرْمَةَ الرِّبٰوا সুদ হারাম হওয়া عَلَى الْكَثِيْرِ فَقَطْ শুধুমাত্র অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রে فَاَجَابَ بِاَنَّا অতঃপর গ্রন্থকার এভাবে এর উত্তর প্রদান করেছেন যে اِنَّمَا خَصَّصْنَا আমরা খারিজ করে দিয়েছি اَلْقَلِيْلَ স্বল্প পরিমাণকে مِنْ هٰذَا النَّصِّ আলোচ্য নসের হুকুম হতে لِاَنَّ اِسْتِثْنَاءَ কেননা, ইস্তিছনা করা حَالَةِ التَّسَاوِىْ হাদীসের মধ্যে সমতার অবস্থাকে دَلَّ এ কথার প্রতি নির্দেশ করা عَلٰى عُمُوْمِ صَدْرِهٖ মুস্তাছনা মিনহুর মধ্যে ব্যাপকতাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে فِى الْاَحْوَالِ অবস্থার وَلَنْ يَثْبُتَ ذٰلِكَ আর তা সাব্যস্ত হতে পারে না اِلَّا فِى الْكَثِيْرِ শুধু অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রেই يَعْنِىْ অর্থাৎ اَنَّ الْمُسَاوَاةَ مَصْدَرٌ উল্লিখিত হাদীসে سَوَاء শব্দটি مُسَاوَاة-এর অর্থে মাসদার বিশেষ وَقَدْ وَقَعَ مُسْتَثْنًى আর তার مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো مِنَ الطَّعَامِ ত্বা'আম শব্দটি فِى الظَّاهِرِ বাহ্যত وَلَا يَصْلُحُ অথচ যোগ্যতা রাখে না اَنْ يَكُوْنَ ত্ব'আম শব্দটি مُسْتَثْنًى مِنْهُ মুস্তাছনা মিনহু فِى الْحَقِيْقَةِ প্রকৃতপক্ষে فَلَابُدَّ مِنْ تَاوِيْلٍ এ জন্য ব্যাখ্যা করা আবশ্যক فِىْ اَحَدِهِمَا এ দু'য়ের মধ্য হতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَاَجَابَ بِاَنَّا اِنَّمَا الخ- এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি اِعْتِرَاضْ-এর জবাব প্রদান করা হয়েছে। কিয়াসের চতুর্থ শর্ত হলো, কিয়াসের পরও نَصّ-এর حُكْم পূর্বাবস্থায় বহাল থাকা চাই। এটার উপর ভিত্তি করে আমাদের আহনাফের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে। তা এই যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন- لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ অর্থাৎ তোমরা খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রয় করো না, তবে সমতার ভিত্তিতে বিক্রয় করতে পার। তোমরা এটার عِلَّة হিসেবে قَدْر ও جِنْس-কে সাব্যস্ত করেছ এবং খাদ্য ব্যতীত অন্যত্রও টিকে مُتَعَدِّىْ করেছ। লক্ষণীয় হাদীসটির حُكْم মুতলাক। তা অল্প বিস্তর সর্বত্রই সমতাকে হারাম করে। কিন্তু তোমরা যে عِلَّة বের করেছ তার আলোকে অল্প যেমন- এক দুই মুষ্টির মধ্যে সমতা জরুরি নয়। কেননা, এটা পরিমাপযোগ্য নয়। সুতরাং কিয়াস (تَعْلِيْل)-এর পর نَصّ টি পূর্বাবস্থায় বহাল রইল না; বরং এটার মধ্যে পরিবর্তন হয়ে গেছে। অথচ তা জায়েজ নেই।

গ্রন্থকার (র.) এর জবাবে বলেছেন যে, মূলত হাদীসের দ্বারা শুধু كَثِيْر (অধিক যা পরিমাপযোগ্য তা) এর মধ্যে সমতাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কিয়াসের পর نَصّ-এর حُكْم-এর মধ্যে পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং তা নাজায়েজ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

فَالشَّافِعِيُّ (رحـ) يَأَوِّلُ فِى الْمُسْتَثْنٰى وَيَقُوْلُ مَعْنَاهُ لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ اِلَّا طَعَامًا مُسَاوِيًا بِطَعَامٍ مُسَاوٍ فَالطَّعَامُ الْمُسَاوِىْ بِالْمُسَاوِىْ صَارَحَلَالًا وَمَا سِوَاهُ كُلُّهٗ يَبْقٰى حَرَامًا فَبَيْعُ الْحَفْنَةِ وَكَذَا بِالْحَفْنَتَيْنِ دَاخِلٌ تَحْتَ الْحُرْمَةِ وَهِىَ الْاَصْلُ فِى الْاَشْيَاءِ عِنْدَهٗ وَنَحْنُ نُؤَوِّلُ فِى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ وَنُقَدِّرُ هٰكَذَا لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ فِىْ حَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ اِلَّا فِىْ حَالِ الْمُسَاوَاةِ وَالْاَحْوَالُ ثَلٰثَةٌ وَهِىَ الْمُسَاوَاةُ وَالْمُفَاضَلَةُ وَالْمُجَازَفَةُ وَكُلُّهَا اَحْوَالُ الْكَثِيْرِ فَتَحِلُّ مِنْهُ الْمُسَاوَاةُ تَحْرُمُ الْمُفَاضَلَةُ وَالْمُجَازَفَةُ وَالْقَلِيْلُ غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ بِهٖ اَصْلًا لَا فِى الْمُسْتَثْنٰى وَلَا فِى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ فَبَقِىَ عَلَى الْاَصْلِ الَّذِىْ هُوَ الْاِبَاحَةُ فَيَجُوْزُ بَيْعُ الْحَفْنَةِ بِالْحَفْنَةِ وَكَذَا بِالْحَفْنَتَيْنِ لَا يُقَالُ اِنَّ الْقِلَّةَ اَيْضًا حَالٌ فَتَبْقٰى فِى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ فَتَكُوْنُ حَرَامًا لِاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّهَا حَالٌ بَعِيْدٌ غَيْرُ مُتَدَاوِلٍ فِى الْعُرْفِ وَالْاَقْرَبُ بِالْمُسَاوَاةِ هُوَ الْحَالُ الَّتِىْ لِلْكَثِيْرِ فَلَا يُرَادُ بِالْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ اِلَّا اَحْوَالُ الْكَثِيْرِ لَا الْقَلِيْلُ فَصَارَ التَّغْيِيْرُ بِالنَّصِّ اَىْ بِدَلَالَةِ النَّصِّ حَالَ

সরল অনুবাদ : সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) মুস্তাছনা-এর মধ্যে তা'বীল করে বলেন যে, মূল ইবারত এরূপ হবে- لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ اِلَّا طَعَامًا مُسَاوِيًا بِطَعَامٍ مُسَاوٍ অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় শুধু পরস্পর সমান সমান হওয়ার অবস্থায় হালাল এবং অন্যান্য সকল অবস্থায় হারাম। সুতরাং এক মুষ্টি গমের বিনিময়ে এক মুষ্টি অথবা দুই মুষ্টি গম ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম (প্রকৃত সমতার অনুপস্থিতির কারণে)। কেননা, তাঁর মতে দ্রব্যসমূহের মধ্যে হুরমতই আসল। (কাজেই কোনো বস্তুর হালাল হওয়া দলিল দ্বারা সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে হারামই গণ্য করা হবে।) আর হানাফী আলিমগণ উল্লিখিত ইস্তিছনাকে বিশুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর মধ্যে তাবীল করেন এবং বলেন যে, মূল ইবারত এরূপ হবে- لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ فِىْ حَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ اِلَّا فِىْ حَالِ الْمُسَاوَاةِ যেহেতু খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে যথা- ১. مُسَاوَاةٌ অর্থাৎ মাপে সমান সমান হওয়ার অবস্থা। ২. مُفَاضَلَة অর্থাৎ মাপে একটি বেশি ও অন্যটি কম হওয়ার অবস্থা। ৩. مُجَازَفَة অর্থাৎ অনুমানে লেনদেন করার অবস্থা, যন্মধ্যে كَيْل-এর পরিমাণ অজ্ঞাত থাকে। সুতরাং এ অবস্থাত্রয়ের মধ্য হতে শুধু مُجَازَفَة ও مُفَاضَلَة-এর অবস্থাই জায়েজ এবং مُسَاوَاة -এর অবস্থা হারাম। আর এটা সুস্পষ্ট যে, এ অবস্থা তিনটি শুধু অধিক পরিমিত বস্তুসমূহের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। (لِاَنَّ هٰذِهِ الثَّلٰثَةَ اِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِالْكَيْلِ وَالْكَيْلُ لَا يَتَاَتّٰى اِلَّا فِى الْكَثِيْرِ) এটা দ্বারা জানা গেল যে, হাদীসের শব্দসমূহের مُسْتَثْنٰى অথবা مُسْتَثْنٰى مِنْه- এর মধ্য হতে কোনোটির মধ্যেই স্বল্প পরিমাণের হুকুম সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই করা হয়নি। সুতরাং স্বল্প পরিমিত বস্তুর মধ্যে মূল اِبَاحَة-এর হুকুম বহাল থাকবে। (কেননা, আমাদের মতে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে اِبَاحَة-ই আসল।) সুতরাং এক মুষ্টির ক্রয়-বিক্রয় এক মুষ্টি অথবা দুই মুষ্টির বিনিময়ে জায়েজ হবে। এখানে এ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যে, স্বল্প পরিমিত হওয়া- এটাও একটি অবস্থা বটে। সুতরাং مُسَاوَاة- এর অবস্থাকে ইস্তিছনা করার পর তা مُسْتَثْنٰى مِنْه -এর মধ্যে অবশিষ্ট থেকে হারাম হওয়া উচিত। কেননা, আমরা এটার উত্তরে বলবো যে, (মুস্তাছনা মিনহু সেসব اَحْوَال -কে অন্তর্ভুক্ত করে যা মুস্তাছনা-এর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখে; আর) স্বল্পতার অবস্থা সাধারণ্যে প্রচলিত নিয়মে مُسَاوَاة-এর কল্পনা হতে অনেক দূরের অবস্থা। কেননা, শরয়ী মাপের উপর ভিত্তি করে যে অবস্থাসমূহ সৃষ্টি হয়, তাদের সাথেই مُسَاوَاة -এর নিকট সম্পর্ক রয়েছে এবং এরূপ অবস্থাসমূহ শুধু অধিক বস্তুর মধ্যেই (فِىْ مِقْدَارٍ يَتَحَقَّقُ فِيْهِ الْكَيْلُ) পাওয়া যেতে পারে। এ জন্য مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর মধ্যে অধিক পরিমিত বস্তুর অবস্থাই উদ্দেশ্য হবে, স্বল্প পরিমিত বস্তুর অবস্থা এটার অবস্থা হতে বহির্ভূত। **সুতরাং এ পরিবর্তন স্বয়ং নস-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত।** অর্থাৎ তা دَلَالَةُ النَّصِّ দ্বারা

كَوْنِهٖ مُصَاحِبًا لِلتَّعْلِيْلِ لَا بِهٖ اَىْ بِالتَّعْلِيْلِ كَمَا ظَنَنْتُمْ -	সাব্যস্ত। এমতাবস্থায় যে তা তা'লীলের দাবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে গেছে। নতুবা শুধু তা'লীলের সবব দ্বারা এ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। যেমনটি আপনারা শাফেয়ীগণ ধারণা করেছিলেন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَالشَّافِعِىُّ (رح) অতএব ইমাম শাফেয়ী (র.) يُأَوِّلُ فِى الْمُسْتَثْنٰى মুস্তাছনার মধ্যে তাবীল করেন وَيَقُوْلُ এবং বলেন مَعْنَاهُ এর অর্থ হলো لَا تَبِيْعُوْا তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করো না الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য اِلَّا الْمُسَاوِىْ শুধু পরস্পর সমান সমান হওয়ার অবস্থায় فَالطَّعَامُ بِطَعَامٍ مُسَاوٍ সমান খাদ্যের বিনিময়ে অতএব খাদ্যদ্রব্য طَعَامًا مُسَاوِيًا সমান সমান হওয়ার অবস্থায় صَارَ حَلَالًا হালাল হবে وَمَا سِوَاهُ আর এ অবস্থা ব্যতীত كُلُّهٗ সবগুলো অবস্থায় بِالْمُسَاوِىْ يَبْقٰى حَرَامًا হারাম হবে فَبَيْعُ কাজেই ক্রয়-বিক্রয় করা الْحَفْنَةِ এক মুষ্টির বিনিময়ে এক মুষ্টি وَكَذَا بِالْحَفْنَتَيْنِ এমনিভাবে দুই মুষ্টি গম دَاخِلٌ تَحْتَ الْحُرْمَةِ হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে وَهِىَ الْاَصْلُ আর হুরমতই আসল فِى الْاَشْيَاءِ বস্তুসমূহের মধ্যে عِنْدَهٗ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে وَنَحْنُ আর আমরা نُؤَوِّلُ ব্যাখ্যা করি ইস্তিছনা বিশুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য فِى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ মুস্তাছনা মিনহুর মধ্যে وَنُقَدِّرُ هٰكَذَا এবং মূল ইবারত এরূপ করবো যে لَا تَبِيْعُوْا তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করো না الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য فِىْ حَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ বিভিন্ন অবস্থায় اِلَّا فِىْ حَالِ الْمُسَاوَاةِ একমাত্র সমান সমান অবস্থায় وَالْاَحْوَالُ আর অবস্থা ثَلٰثَةٌ তিনটি হতে পারে وَهِىَ আর তা হলো الْمُسَاوَاةُ মাপে সমান সমান হতে হবে وَالْمُفَاضَلَةُ মাপে কমবেশ হওয়ার অবস্থা وَالْمُجَازَفَةُ অনুমানে লেনদেন করার অবস্থা وَكُلُّهَا এ সবগুলোই اَحْوَالُ الْكَثِيْرِ অনেক অবস্থা فَتَحِلُّ مِنْهُ এগুলোর মধ্য হতে বৈধ বা জায়েজ الْمُسَاوَاةُ মাপে সমান সমান হওয়ার অবস্থা وَتَحْرُمُ এবং হারাম الْمُفَاضَلَةُ মাপে কমবেশ করা وَالْمُجَازَفَةُ এবং অনুমানে লেনদেন করার অবস্থা وَالْقَلِيْلُ আর স্বল্প পরিমাণের বিষয় غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ بِهٖ আলোচনা করা হয়নি اَصْلًا কোনো কিছুই لَا فِى الْمُسْتَثْنٰى না মুস্তাছনার মধ্যে وَلَا فِى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ না মুস্তাছনা মিনহুর মধ্যে فَبَقِىَ কাজেই তা অবশিষ্ট থাকল عَلَى الْاَصْلِ মূলের উপর الَّذِىْ هُوَ الْاِبَاحَةُ - اِبَاحَة-এর হুকুম فَيَجُوْزُ কাজেই জায়েজ بَيْعُ الْحَفْنَةِ بِالْحَفْنَةِ এক মুষ্টির বিনিময়ে এক মুষ্টি ক্রয়-বিক্রয় وَكَذَا بِالْحَفْنَتَيْنِ এমনিভাবে এক মুষ্টির বিনিময়ে দুই মুষ্টি وَلَا يُقَالُ আর এখানে এ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যে اِنَّ الْقِلَّةَ اَيْضًا স্বল্প পরিমাণ হওয়াও একটা حَالٌ অবস্থা فَتَبْقٰى কাজেই তা অবশিষ্ট থেকে فِى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ মুস্তাছনা মিনহুর মধ্যে فَتَكُوْنُ حَرَامًا হারাম হওয়া আবশ্যক لِاَنَّا نَقُوْلُ কেননা, আমরা এর উত্তরে বলবো যে اِنَّهَا حَالٌ এটা এমন এক অবস্থা بَعِيْدٌ যা মুসাওয়াতের কল্পনা হতে অনেক দূরের অবস্থা هُوَ غَيْرُ مُتَدَاوِلٍ প্রচলিত নিয়মে নয় فِى الْعُرْفِ সর্বসাধারণ্যে وَالْاَقْرَبُ আর নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে بِالْمُسَاوَاةِ মুসাওয়াতের সাথে الْحَالُ তা এমন অবস্থা الَّتِىْ لِلْكَثِيْرِ যা শুধু অধিক বস্তুর মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে فَلَا يُرَادُ কাজেই উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না بِالْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ মুস্তাছনা মিনহু দ্বারা اِلَّا اَحْوَالُ الْكَثِيْرِ একমাত্র অধিক পরিমিত অবস্থাই لَا الْقَلِيْلُ স্বল্প পরিমিত বস্তুর অবস্থা এর অবস্থা হতে বহির্ভূত فَصَارَ التَّغْيِيْرُ সুতরাং এ পরিবর্তন হবে بِالنَّصِّ নসের সাথে সম্বন্ধযুক্ত اَىْ অর্থাৎ بِدَلَالَةِ النَّصِّ তা دَلَالَةُ نَصٍّ দ্বারা সাব্যস্ত হবে حَالَ كَوْنِهٖ এমতাবস্থায় যে তা مُصَاحِبًا لِلتَّعْلِيْلِ তা'লীলের দাবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে গেছে لَا بِهٖ নতুবা এর সবব দ্বারা এ পরিবর্তন সাধিত হয়নি اَىْ بِالتَّعْلِيْلِ অর্থাৎ তা'লীল দ্বারা كَمَا ظَنَنْتُمْ যেমনি আপনারা শাফেয়ীগণ ধারণা করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَنَحْنُ نُؤَوِّلُ فِى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে (اَلْحَدِيْثُ) لَاتَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, নবী করীম ﷺ -এর বাণী لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ -এর মধ্যে سَوَاءً بِسَوَاءٍ -এর মধ্যস্থিত سَواء শব্দটি مُسَاوَاة -এর অর্থে হয়ে مَصْدَرْ হয়েছে। আর এটা مُسْتَثْنٰى যা একটি অবস্থাকে বুঝিয়ে থাকে। বাহ্যত اَلطَّعَامُ শব্দটি এর مُسْتَثْنٰى مِنْه বলে প্রতীয়মান হয়। অথচ طَعَامٌ জড়বস্তু (اَعْيَانٌ) হওয়ার কারণে مُسَاوَاة -এর مُسْتَثْنٰى مِنْه হওয়ার যোগ্য নয়। এ জন্য আমরা مُسْتَثْنٰى مِنْه -এর মধ্যে তাবীল করেছি। আমাদের মতে এর মূল ইবারত হলো– لَاتَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ فِىْ حَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ اِلَّا فِىْ حَالِ الْمُسَاوَاةِ অর্থাৎ এক. مُسَاوَاة -এর একমাত্র অবস্থায় সমতার ভিত্তিতে লেনদেন। দুই. مُفَاضَلَة একদিকে কম এবং অপর দিকে বেশি হওয়া। তিন. مُجَازَفَة অনুমানের ভিত্তিতে লেনদেন করা। যার পরিমাণ জানা নেই। হাদীসশাস্ত্রে প্রথম অবস্থাকে জায়েজ করা হয়েছে, অপর দু'টিকে হারাম করা হয়েছে। আর قَلِيْل আদৌ এটার মধ্যে শামিল নয়। কাজেই এটা (قَلِيْل) তার মূল বৈধতার উপর বহাল রয়েছে। সুতরাং উপরিউক্ত পরিবর্তন نَصّ -এর دَلَالَة (নির্দেশনা)-এর দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে– কিয়াসের কারণে হয়নি।

وَاِنَّمَا سَقَطَ حَقُّ الْفَقِيْرِ فِى الصُّوْرَةِ جَوَابُ سُؤَالٍ اٰخَرَ تَقْرِيْرُهٗ اَنَّ الشَّرْعَ اَوْجَبَ الشَّاةَ فِىْ زَكٰوةِ السَّوَائِمِ حَيْثُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَاَنْتُمْ عَلَّلْتُمْ صَلَاحِيَّتَهَا لِلْفَقِيْرِ بِاَنَّهَا مَالٌ صَالِحٌ لِلْحَوَائِجِ وَكُلُّ مَا كَانَ كَذٰلِكَ يَجُوْزُ اَدَاؤُهٗ فَيَجُوْزُ اَدَاءُ الْقِيْمَةِ اَيْضًا اِلَيْهِ فَاَبْطَلْتُمْ قَيْدَ الشَّاةِ الْمَفْهُوْمَةِ مِنَ النَّصِّ صَرِيْحًا فَاَجَابَ بِاَنَّهٗ اِنَّمَا سَقَطَ حَقُّ الْفَقِيْرِ فِىْ صُوْرَةِ الشَّاةِ وَتَعَدّٰى اِلَى الْقِيْمَةِ بِالنَّصِّ لَا بِالتَّعْلِيْلِ لِاَنَّهٗ تَعَالٰى وَعَدَ اَرْزَاقَ الْفُقَرَاءِ بَلْ اَرْزَاقَ تَمَامِ الْعَالَمِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَقَسَّمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طُرُقَ الْمَعَاشِ فَاَعْطَى الْاَغْنِيَاءَ مِنَ الزِّرَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ وَالْكَسْبِ ـ

সরল অনুবাদ : আর এতে কোনো সন্দেহের **অবকাশ নেই যে, বাহ্যিক অবস্থা দ্বারাই ফকিরের হক নষ্ট হয়েছে।** এটা অন্য আরেকটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। যার বিশদ বিবরণ এই যে, চতুষ্পদ জন্তুর যাকাতের বেলায় শরিয়ত প্রবর্তক বকরি আদায় করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছিলেন। যেমন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন- فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ شَاةٌ (পাঁচটি উটের মধ্যে একটি বকরি ওয়াজিব) আর আপনারা বকরি আদায় করার হুকুমের ইল্লত এই আবিষ্কার করেছিলেন যে, ফকিরের প্রয়োজন পূরণই শরিয়ত প্রবর্তকের আসল উদ্দেশ্য, যা বকরি দ্বারাও পূর্ণ হবে, তা আদায় করা জায়েজ হবে। এ ভিত্তিতে বকরির পরিবর্তে তার মূল্য আদায় করাও জায়েজ হবে। এখন লক্ষণীয় যে, নস হতে উপলব্ধ বকরির সুস্পষ্ট শর্তকে আপনারা তা'লীল দ্বারা বাতিল করে দিয়েছেন। (এটা কিয়াস দ্বারা নসের হুকুমকে পরিবর্তন করা নয় তো কি?) সুতরাং গ্রন্থকার (র.) হানাফীগণের পক্ষ হতে এটার উত্তর প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে ফকিরের হক বকরির অবস্থা হতে পরিত্যক্ত হয়ে তার মূল্যের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে **নস দ্বারা, তা'লীল দ্বারা নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ফকিরগণকে রিজিক প্রদানের ওয়াদা দান করেছেন;** বরং নিখিল জাহানকে তাঁর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা রিজিক প্রদানের ওয়াদা দান করেছেন- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا (পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী সকল প্রাণীরই রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।) অতঃপর তিনি প্রত্যেক প্রাণীর জন্য পৃথক পৃথক জীবিকার মাধ্যম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন- মালদার শ্রেণীকে কৃষি, ব্যবসা, শিল্প প্রভৃতি পেশা ও মাধ্যম দান করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنَّمَا سَقَطَ আর নষ্ট হয়ে গেছে حَقُّ الْفَقِيْرِ ফকিরের হক্ব فِى الصُّوْرَةِ বাহ্যিক অবস্থা দ্বারাই جَوَابُ এটা জবাব سُؤَالٍ اٰخَرَ আরেকটি উহ্য প্রশ্নের تَقْرِيْرُهٗ যার বিশদ বিবরণ হলো اَنَّ الشَّرْعَ শরিয়ত اَوْجَبَ ওয়াজিব করেছে الشَّاةَ বকরি আদায় করাকে فِىْ زَكٰوةِ যাকাতের বেলায় السَّوَائِمِ চতুষ্পদ জন্তুর حَيْثُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ যেমনি নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ পাঁচটি উটের মধ্যে شَاةٌ একটি বকরি ওয়াজিব وَاَنْتُمْ عَلَّلْتُمْ আর আপনারা বকরি আদায়ের হুকুমের এই ইল্লত আবিষ্কার করেছেন যে صَلَاحِيَّتَهَا প্রয়োজন পূরণই আসল উদ্দেশ্য لِلْفَقِيْرِ ফকিরের জন্য بِاَنَّهَا مَالٌ কেননা, বকরি একটা সম্পদ صَالِحٌ لِلْحَوَائِجِ যা প্রয়োজন পূরণে সক্ষম وَكُلُّ مَا كَانَ كَذٰلِكَ সুতরাং যেসব বস্তু দ্বারা এ উদ্দেশ্য পূরণ হবে তা يَجُوْزُ اَدَاؤُهٗ আদায় করা জায়েজ হবে فَيَجُوْزُ এর ভিত্তিতে জায়েজ হবে اَدَاءُ আদায় করা الْقِيْمَةِ মূল্য اَيْضًا ও اِلَيْهِ বকরির পরিবর্তে فَاَبْطَلْتُمْ আপনারা তা'লীল দ্বারা বাতিল করে দিয়েছেন قَيْدَ الشَّاةِ বকরির শর্তকে الْمَفْهُوْمَةِ যা উপলব্ধ مِنَ النَّصِّ নস হতে صَرِيْحًا সুস্পষ্ট فَاَجَابَ সুতরাং গ্রন্থকার হানাফীদের পক্ষ হতে জবাব দিয়েছেন بِاَنَّهٗ এভাবে যে اِنَّمَا سَقَطَ পরিত্যক্ত হয়েছে حَقُّ الْفَقِيْرِ ফকিরের হক فِىْ صُوْرَةِ الشَّاةِ বকরির অবস্থা হতে وَتَعَدّٰى আর স্থানান্তরিত হয়েছে اِلَى الْقِيْمَةِ মূল্যের দিকে بِالنَّصِّ নস দ্বারা لَا بِالتَّعْلِيْلِ তা'লীল দ্বারা নয় لِاَنَّهٗ تَعَالٰى وَعَدَ কেননা, মহান আল্লাহ ওয়াদা করেছেন اَرْزَاقَ الْفُقَرَاءِ ফকিরগণকে রিজিক প্রদানের بَلْ اَرْزَاقَ বরং রিজিক প্রদানের ওয়াদা করেছেন تَمَامِ الْعَالَمِ সমগ্র সৃষ্টি জগতের فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যে وَمَا مِنْ دَابَّةٍ যে কোনো বিচরণশীল প্রাণীরই فِى الْاَرْضِ জমিনের উপর اِلَّا عَلَى اللّٰهِ একমাত্র আল্লাহর উপরই ন্যস্ত رِزْقُهَا তাদের রিজিকের وَقَسَّمَ আর তিনি পৃথক পৃথক করে দিয়েছেন لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ প্রত্যেক প্রাণীরই طُرُقَ الْمَعَاشِ জীবিকার মাধ্যম فَاَعْطٰى যেমন তিনি দান করেছেন الْاَغْنِيَاءَ ধনীদেরকে مِنَ الزِّرَاعَةِ কৃষিকাজ وَالتِّجَارَةِ ব্যবসা وَالْكَسْبِ এবং শিল্প ও পেশার মাধ্যম দান করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا سَقَطَ حَقُّ الْفَقِيْرِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি اِعْتِرَاضٌ-এর জবাব প্রদান করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, কিয়াসের চতুর্থ শর্ত হলো, تَعْلِيْل-এর পর نَصّ-এর حُكْم পূর্বাবস্থায় বহাল থাকা চাই। এটাকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের পক্ষ হতে আহনাফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, রাসূলে কারীম ﷺ পাঁচটি (বিচরণশীল) উটের যাকাত একটি বকরি ধার্য করেছেন। অথচ তোমরা কিয়াস করে تَعْلِيْل-এর মাধ্যমে বলেছ যে, বকরির পরিবর্তে দাম আদায় করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা প্রথম حُكْم টিকে تَعْلِيْل-এর দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছ যা জায়েজ নেই। *[অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী ২৭৮ নং পৃষ্ঠায়]*

ثُمَّ اَوْجَبَ مَالًا مُسَمًّى عَلَى الْاَغْنِيَاءِ لِنَفْسِهٖ وَهُوَ الشَّاةُ الَّتِىْ يَأْخُذُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَوَّلًا فِىْ يَدِهٖ كَمَا قِيْلَ اَلصَّدَقَةُ تَقَعُ فِىْ كَفِّ الرَّحْمٰنِ قَبْلَ اَنْ تَقَعَ فِىْ كَفِّ الْفَقِيْرِ ثُمَّ اَمَرَ بِاِنْجَازِ الْمَوَاعِيْدِ مِنْ ذٰلِكَ الْمُسَمّٰى الَّذِىْ اَخَذَهٗ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ اَلْاٰيَةَ وَبِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُذْهَا مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَ رُدَّهَا اِلٰى فُقَرَائِهِمْ وَاِنَّمَا فَعَلَ كَذٰلِكَ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ اَحَدٌ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَرْزُقِ الْفُقَرَاءَ وَلَمْ يُوْفِ بِعَهْدِهٖ فِىْ حَقِّهِمْ بَلْ رَزَقَهُمُ الْاَغْنِيَاءُ وَلِهٰذَا قِيْلَ اِنَّ اللَّامَ فِىْ قَوْلِهٖ لِلْفُقَرَاءِ لَامُ الْعَاقِبَةِ لَا لَامُ التَّمْلِيْكِ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى هُوَ يَمْلِكُهَا وَيَأْخُذُهَا ثُمَّ يُعْطِيْهَا الْفُقَرَاءَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهٖ كَمَا يُعْطِى الْاَغْنِيَاءَ كَذٰلِكَ ـ

সরল অনুবাদ : অতঃপর মালদার শ্রেণীর উপর তাঁর নিজের জন্য মালের একটি নির্দিষ্ট অংশ ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আর তা যেমন উদাহরণস্বরূপ এক বকরি (পাঁচটি উটের মধ্যে) যা আদায়ের সময় প্রথমত আল্লাহ তা'আলার আয়ত্তে আগমন করে। যেমন- বলা হয়েছে যে, اَلصَّدَقَةُ تَقَعُ فِىْ كَفِّ الرَّحْمٰنِ قَبْلَ اَنْ تَقَعَ فِىْ كَفِّ الْفَقِيْرِ (সদকা ফকিরদের হাতে পৌঁছবার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার হাতে পৌঁছে থাকে।) আর মালের সে নির্দিষ্ট অংশের সাহায্যে তাঁর কৃত ওয়াদা পূরণ করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছেন, যা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, তিনি এরশাদ করেছেন- اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ (اَلْاٰيَةَ) এবং নবী করীম ﷺ বলেছেন- خُذْهَا مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَ رُدَّهَا اِلٰى فُقَرَائِهِمْ (তাদের মালদারগণের নিকট হতে যাকাত আদায় করবে এবং ফকির মিসকিনদের জন্য ব্যয় করবে।) সম্পদ বণ্টনের এ পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলা এ জন্য সাব্যস্ত করেছেন, যেন কেউ এ সন্দেহ পোষণের অবকাশ না পায় যে, আল্লাহ তা'আলা ফকিরগণকে রিজিক দান করেননি এবং তাদের ব্যাপারে তাঁর কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেননি, শুধু মালদারগণকেই রিজিক দান করেছেন। এ সূক্ষ্ম রহস্যের প্রেক্ষিতে (যে যাকাত আল্লাহর হক এবং প্রথমত তা আল্লাহ তা'আলার আয়ত্তে গমন করে) কেউ কেউ বলেছেন যে, لِلْفُقَرَاءِ-এর 'লাম' অক্ষরটি تَمْلِيْك বা মালিক বানানো-এর জন্য নয় এবং এটা পরিণতি নির্দেশক 'লাম'। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই তার মালিক। যেন তিনি প্রথমে নিজে উসুল করেন তারপর নিজের পক্ষ হতেই ফকির-মিসকিনগণকে দান করেন। যদ্রূপ মালদারগণকে নিজ হতে রিজিক দান করে থাকেন।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ اَوْجَبَ তারপর তিনি ওয়াজিব করে দিয়েছেন مَالًا مُسَمًّى মালের নির্দিষ্ট অংশ عَلَى الْاَغْنِيَاءِ ধনীদের উপর لِنَفْسِهٖ তার নিজের জন্য وَهُوَ الشَّاةُ আর তা যেমন একটি বকরি الَّتِىْ يَأْخُذُ اللّٰهُ تَعَالٰى যা আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন اَوَّلًا প্রথমত فِىْ يَدِهٖ তাঁর আয়ত্তে كَمَا قِيْلَ যেমন বলা হয়েছে اَلصَّدَقَةُ সদকা تَقَعُ পৌঁছে فِىْ كَفِّ الرَّحْمٰنِ আল্লাহ তা'আলার হাতে قَبْلَ পূর্বে اَنْ تَقَعَ পৌঁছার فِىْ كَفِّ الْفَقِيْرِ ফকিরের হাতে ثُمَّ اَمَرَ তারপর আমাদেরকে আদেশ করেন بِاِنْجَازِ পূরণ করার জন্য الْمَوَاعِيْدِ তাঁর সাথে কৃত ওয়াদাসমূহ مِنْ ذٰلِكَ الْمُسَمّٰى সেই নির্দিষ্ট অংশের সাহায্যে الَّذِىْ اَخَذَهٗ যা তিনি গ্রহণ করেছেন بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى তাঁর এ কথা দ্বারা اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ সদকা নির্দিষ্ট রয়েছে لِلْفُقَرَاءِ ফকিরদের জন্য وَالْمَسَاكِيْنِ মিসকিনদের জন্য وَبِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ এবং নবী করীম ﷺ তাঁর এ হাদীস দ্বারা خُذْهَا যাকাত গ্রহণ করবে مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ তাদের ধনীদের নিকট হতে وَ رُدَّهَا এবং তা ব্যয় করবে اِلٰى فُقَرَائِهِمْ ফকির-মিসকিনদের জন্য وَاِنَّمَا فَعَلَ كَذٰلِكَ সম্পদ বণ্টনের এ পদ্ধতি মহান আল্লাহ এ জন্য করেছেন لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ اَحَدٌ যেন কেউ এ সন্দেহ পোষণের অবকাশ না পায় اَنَّ اللّٰهَ আল্লাহ তা'আলা لَمْ يَرْزُقِ রিজিক দান করেননি الْفُقَرَاءَ ফকিরদেরকে وَلَمْ يُوْفِ এবং পূরণ করেননি بِعَهْدِهٖ তাঁর কৃত ওয়াদা فِىْ حَقِّهِمْ তাদের ব্যাপারে بَلْ رَزَقَهُمُ বরং তিনি শুধু রিজিক দান করেছেন الْاَغْنِيَاءُ ধনীদেরকে وَلِهٰذَا قِيْلَ এই সূক্ষ্ম রহস্যের প্রেক্ষিতেই কেউ কেউ বলেছেন اِنَّ اللَّامَ লাম অক্ষরটি فِىْ قَوْلِهٖ আল্লাহ তা'আলার বাণী لِلْفُقَرَاءِ-এর মধ্যস্থিত لَامُ الْعَاقِبَةِ পরিণতি নির্দেশক লাম لَا لَامُ التَّمْلِيْكِ মালিকানা নির্দেশক নাম নয় لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى কেননা, মহান আল্লাহ هُوَ يَمْلِكُهَا তার মালিক وَيَأْخُذُهَا এবং প্রথমে তিনিই তা গ্রহণ করেন ثُمَّ يُعْطِيْهَا তারপর তা দান করেন الْفُقَرَاءَ ফকির-মিসকিনদেরকে مِنْ عِنْدِ نَفْسِهٖ তাঁর নিজের পক্ষ হতে كَمَا يُعْطِى যেমনি তিনি দান করেন الْاَغْنِيَاءَ ধনীদেরকে كَذٰلِكَ এমনভাবে তথা নিজ হাতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[২৭৬ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ]

এর জবাবে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, আমরা যে বকরির পরিবর্তে মূল্য আদায়কে জায়েজ করেছি তা আমরা تَعْلِيْل -এর মাধ্যমে করিনি; বরং আমরা এটা نَصّ -এর আলোকে করেছি। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বাণী– وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا (আর জমিনে চলমান প্রত্যেক প্রাণীর রিজিক আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে।) এর দ্বারা তামাম সৃষ্টির রিজিকের ভার স্বীয় দায়িত্বে নিয়েছেন এবং সকলকেই রিজিক প্রদানের ওয়াদা করেছেন। অবশ্য তাদের জীবিকা প্রদানের পন্থা পৃথক করে দিয়েছেন। সুতরাং ধনী বণিকদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্য এবং শিল্পের মাধ্যমে রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। আর ধনীদের সম্পদে গরিবদের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর এটার দ্বারা গরিবদের প্রতি স্বীয় রিজিক দানের ওয়াদা পালন করেছেন। আর এটা স্পষ্ট যে, রিজিক শুধু বকরির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

অবশ্য এ জবাবও করা যায় যে, নির্ধারিত মালের মূল্য জাকাত বাবদ আদায় করা শরিয়তের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই আমরা বকরির শর্তকে বাতিল করিনি; বরং শরিয়তই আমাদের এটার অনুমতি দিয়েছ।

[২৭৭ নং পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْمَوَاعِيْدِ مِنْ ذٰلِكَ الْمُسَمّٰى -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে আল্লাহ কিভাবে দরিদ্রদের রিজিকের ব্যবস্থা করেন? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ধনীদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, তাদের উপর আল্লাহর যে হক রয়েছে তা যেন তারা দরিদ্রদেরকে দান করে। যাতে আল্লাহ ধনীদের উপর যাকাত হিসেবে যা ধার্য করেছেন, তা হতে দরিদ্রদের সাথে তার ওয়াদাকৃত রিজিক-এর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। অবশ্য এখানে প্রশ্ন করার অবকাশ আছে যে, দরিদ্রদেরকে রিজিক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অপরদিকে ধনীদের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল ওয়াজিব করা হয়েছে। অথচ তা আদায় করা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যদি নাফরমানী করে ধনীরা তা আদায় না করে, তাহলে দরিদ্ররা রিজিকহীন অবস্থায় থেকে যাবে অথচ তা হতে পারে না; বরং আল্লাহর ওয়াদা এভাবে পূর্ণ হতে পারে যে, তিনি দরিদ্রদের অন্তরে জীবিকা অর্জনের (পদ্ধতির) প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করিয়ে দিবেন। আর ধনীদের অন্তরে গরিবদেরকে দান করার উৎসাহ সৃষ্টি করে দিবেন।

قَوْلُهُ خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ الخ হযরত মুআয (রা.)-এর হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) ও মুসলিম (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলে কারীম ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়ামেনে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁকে হিদায়েত (দিক নির্দেশনা) দিতে গিয়ে বললেন, তুমি আহলে কিতাবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তুমি প্রথমত তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিবে। তারা এটা কবুল করলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিবা রাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। অতঃপর তাদেরকে এও জানাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের হতে আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে।

وَ ذٰلِكَ لَا يَحْتَمِلُهٗ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَوَاعِيْدِ اَىْ ذٰلِكَ الْمُسَمّٰى الَّذِىْ هُوَ الشَّاةُ لَا يَحْتَمِلُ اِنْجَازَ الْمَوَاعِيْدِ مَعَ اخْتِلَافِهَا وَكَثْرَتِهَا فَاِنَّ الْمَوَاعِيْدَ الْخُبْزُ وَالْاِدَامُ وَالْحَطَبُ وَاللِّبَاسُ وَاَمْثَالُهٗ وَالشَّاةُ لَا تُؤْتٰى اِلَّا بِالْاِدَامِ فَكَانَ اِذْنًا بِالْاِسْتِبْدَالِ دَلَالَةً بِاَنْ تُسْتَبْدَلَ الشَّاةُ بِالنَّقْدَيْنِ فَيُقْضٰى مِنْهُمَا كُلُّ حَوَائِجِهٖ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِاَنَّهٗ اِنَّمَا يَكُوْنُ اِذْنًا بِهٖ اِذْ كَانَتْ اَرْزَاقُهُمْ مُنْحَصِرَةً عَلَى الشَّاةِ بَلْ اَعْطَاهُمُ الْحِنْطَةَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَاَعْطَاهُمْ كُلَّ حُبُوْبٍ مِنَ الْعُشْرِ وَاَعْطَاهُمُ الْكِسْوَةَ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ وَاَعْطَاهُمُ الْاَجْنَاسَ الْاُخَرَ مِنْ خُمُسِ الْغَنِيْمَةِ وَاُجِيْبَ بِاَنَّ الزَّكٰوةَ لَا تَخْلُوْ عَنْهَا بَلَدٌ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِيْنَ اِذْ هِىَ فَرْضٌ كَالصَّلٰوةِ فَكَانَ الْمَصْرَفُ الْاَصْلِىُّ لِلْفُقَرَاءِ هِىَ الزَّكٰوةُ -

সরল অনুবাদ : কিন্তু রিজিক-এর প্রকার বিভিন্ন হওয়ার কারণে শুধু সে নির্দিষ্ট মাল এটার পূর্ণতা দান করার জন্য যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ শুধু নির্দিষ্ট মাল যেমন- বকরি এটা রিজিকের বিভিন্ন প্রকার ও অসংখ্য প্রয়োজন পূরণের যোগ্যতা রাখে না। কেননা, ওয়াদার মধ্যে রুটি, তরকারি, লাকড়ি, পোশাক এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর বকরি দ্বারা তো শুধু তরকারির ওয়াদাই পূরণ হতে পারে। **সুতরাং اِسْتِبْدَالْ বা বিনিময়ের অনুমতি সাব্যস্ত হয়ে গেছে** دَلَالَةُ النَّصِّ দ্বারা এভাবে যে, বকরির বিনিময়ে তার মূল্য প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা আদায় করা যেতে পারে, যদ্দারা তার সর্বপ্রকার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে। (فَلَا اَثَرَ لِلْقِيَاسِ فِىْ تَغَيُّرِ حُكْمِ النَّصِّ) অবশ্য এটার উপর কেউ কেউ আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, ফকিরদের রিজিকের ব্যবস্থা যদি শুধু বকরি তথা যাকাতের উপর সীমাবদ্ধ হতো, তাহলে মূল্য দ্বারা বিনিময় প্রদানের অনুমতি সাব্যস্ত হতো। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, তাদের জন্য সদকায়ে ফিতর দ্বারা গমের, উশর দ্বারা অন্যান্য শস্যের, শপথের কাফ্ফারা দ্বারা কাপড়ের এবং গনিমতের পঞ্চমাংশ দ্বারা অপরাপর প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এটার উত্তর এই যে, নামাজের ন্যায় যেহেতু মুসলমানদের কোনো জনপদই فَرِيْضَه زَكٰوة হতে খালি নয়, এ জন্য ফকিরদের বেলায় যাকাতই একটি বুনিয়াদি খাত।

শাব্দিক অনুবাদ : وَ ذٰلِكَ আর এটা তথা নির্দিষ্ট মাল لَا يَحْتَمِلُهٗ যথেষ্ট নয় مَعَ اخْتِلَافِ বিভিন্ন হওয়ার কারণে لَا يَحْتَمِلُ ওয়াদাকৃত বস্তু তথা রিজিকের اَىْ অর্থাৎ ذٰلِكَ الْمُسَمّٰى সেই নির্দিষ্ট সম্পদ الَّذِىْ هُوَ الشَّاةُ যা হলো বকরি যা الْمَوَاعِيْدِ যোগ্যতা রাখে না اِنْجَازَ প্রয়োজন পূরণের الْمَوَاعِيْدِ রিজিকের مَعَ اخْتِلَافِهَا বিভিন্ন প্রকারের وَكَثْرَتِهَا এবং অসংখ্য فَاِنَّ الْمَوَاعِيْدَ কেননা, রিজিক হলো الْخُبْزُ রুটি وَالْاِدَامُ তরকারি وَالْحَطَبُ লাকড়ি وَاللِّبَاسُ পোশাক-পরিচ্ছদ وَاَمْثَالُهٗ এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রয়োজন এর অন্তর্ভুক্ত وَالشَّاةُ لَا تُؤْتٰى আর বকরি দ্বারা পূরণ হয় না اِلَّا بِالْاِدَامِ একমাত্র তরকারির প্রয়োজনই فَكَانَ اِذْنًا সুতরাং অনুমতি সাব্যস্ত হয়ে গেছে بِالْاِسْتِبْدَالِ বিনিময়ের دَلَالَةً দালালাতুন্ নস দ্বারা بِاَنْ এভাবে যে تُسْتَبْدَلَ الشَّاةُ বকরির বিনিময়ে بِالنَّقْدَيْنِ তার প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা فَيُقْضٰى مِنْهُمَا অতএব এর দ্বারা পূরণ হবে كُلُّ حَوَائِجِهٖ সব রকমের প্রয়োজন وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ অবশ্য কেউ কেউ এর উপর আপত্তি পেশ করেছেন بِاَنَّهٗ এভাবে যে اِنَّمَا يَكُوْنُ اِذْنًا بِهٖ অনুমতি সাব্যস্ত হতো মূল্য দ্বারা اِذْ كَانَتْ اَرْزَاقُهُمْ যদি ফকিরদের রিজিকের ব্যবস্থা হতো مُنْحَصِرَةً সীমাবদ্ধ عَلَى الشَّاةِ বকরির উপর بَلْ اَعْطَاهُمُ বরং আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ তা'আলা তাদের দান করেছেন الْحِنْطَةَ গম مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ সদকায়ে ফিতর দ্বারা وَاَعْطَاهُمْ এবং তাদের অভাব পূরণের লক্ষ্যে দান করেছেন كُلَّ حُبُوْبٍ বিভিন্ন শস্য مِنَ الْعُشْرِ উশর দ্বারা وَاَعْطَاهُمُ এবং তাদেরকে দিয়েছেন الْكِسْوَةَ কাপড় مِنْ كَفَّارَةِ কাফ্ফারা দ্বারা الْيَمِيْنِ শপথের وَاَعْطَاهُمُ এবং পূরণ করেছেন الْاَجْنَاسَ الْاُخَرَ অপরাপর প্রয়োজন مِنْ خُمُسِ الْغَنِيْمَةِ গনিমতের পঞ্চমাংশ দ্বারা وَاُجِيْبَ بِاَنَّ এর উত্তর এই দেওয়া যায় যে الزَّكٰوةَ لَا تَخْلُوْ যাকাত হতে মুক্ত নয় بَلَدٌ কোনো জনপদ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِيْنَ মুসলমানদের জনপদসমূহ হতে اِذْ هِىَ فَرْضٌ যেহেতু তা ফরজ كَالصَّلٰوةِ নামাজের ন্যায় فَكَانَ الْمَصْرَفُ الْاَصْلِىُّ কাজেই এটা একটি বুনিয়াদি খাত لِلْفُقَرَاءِ ফকীরদের জন্য هِىَ الزَّكٰوةُ আর তা হলো যাকাত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَا يَحْتَمِلُ اِنْجَازَ الْمَوَاعِيْدِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি দ্বন্দ্বের নিরসন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা দরিদ্রদেরকে যে বিভিন্ন প্রকারের রিজিকের ওয়াদা দিয়েছেন, তা যেহেতু শুধু বকরির মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয়, সেহেতু কেউ কেউ বলেছেন যে, মূল বকরি দ্বারা প্রতিশ্রুত রিজিক পূরণ করা জায়েজ না হওয়া চাই। কেননা, এর দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের রিজিক পূরণ করা অসম্ভব। অথচ সর্বসম্মতভাবে এটার মূল্য আদায় না করে মূল বকরি আদায় করা জায়েজ। আদ-দায়ের নামক গ্রন্থের প্রণেতা তার জবাবে বলেছেন যে, মূল্যবান মাল হওয়ার কারণে ওয়াদাকৃত রিজিক মূল বকরির দ্বারা আদায় করা সাধারণ আদায় হিসেবে গণ্য হবে। আর ওয়াদাও রয়েছে সাধারণ মালের। কাজেই এ ব্যাপারে বকরিও মূল্য সমতুল্য বিবেচিত হবে। *[অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী ২৮০ নং পৃষ্ঠায়]*

بِخِلَافِ الْغَنِيْمَةِ فَإِنَّهُ قَلَّمَا تَقَعُ الْغَنِيْمَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنْ وَقَعَتْ فَقَلَّمَا تُقْسَمُ عَلٰى نَحْوِ الشَّرِيْعَةِ وَكَذَا الْكَفَّارَةُ إِذْ رُبَمَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَانِثًا مُدَّةً مَدِيْدَةً وَكَذَا الْعُشْرُ إِذْ رُبَمَا لَمْ يَزْرَعِ الْأَرْضَ الْعُشْرِيَّةَ أَحَدٌ وَكَذَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ إِذْ رُبَمَا لَمْ يُخْرِجْهَا أَحَدٌ وَلَيْسَ لَهَا مَطَالِبُ مِنَ اللّٰهِ أَصْلًا فَلَمْ تَبْقَ إِلَّا الزَّكٰوةُ فَكَانَتْ هِيَ مَرْجِعُ كُلِّ الْحَوَائِجِ

وَرُكْنُهُ مَا جُعِلَ عَلَمًا عَلٰى حُكْمِ النَّصِّ وَهُوَ الْمَعْنَى الْجَامِعُ الْمُسَمّٰى عِلَّةً سَمَّاهُ رُكْنًا لِأَنَّ مَدَارَ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ لَا يَقُوْمُ الْقِيَاسُ إِلَّا بِهِ -

সরল অনুবাদ : কিন্তু গনিমত এটার বিপরীত। কেননা, তা অর্জিত হওয়ার সুযোগ খুব কমই সংঘটিত হয়। আর যদি কোনো সময় সুযোগ খুব হয়েও যায়, তাহলে এটা শরয়ী বিধি-বিধান মোতাবেক বণ্টিত হওয়ার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। কাফফারার অবস্থাও তদ্রূপ। এমনও হতে পারে যে, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মুসলমানদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তিই শপথভঙ্গকারী হবে না। উশরের অবস্থাও তদ্রূপ। এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, কেউই উশরী জমিন চাষ করেনি। অনুরূপভাবে সদকায়ে ফিতর-এর উপরও ভরসা করা যায় না। এমনও হতে পারে যে, কেউ তা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আদায় করবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার আদৌ কোনো দাবিদারই (শাসক অথবা আদায়কারী) নেই। এখন একমাত্র যাকাতই শুধু অবশিষ্ট থাকে, যা সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণের অবলম্বন হতে পারে।

কিয়াসের রুকন : আর কিয়াসের রুকন হচ্ছে সে বস্তু, যাকে নসের হুকুমের আলামত সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সে অর্থ, যা আসল ও শাখা উভয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। উসূলীদের পরিভাষায় তা ইল্লত নামে অভিহিত। একে রুকন সাব্যস্ত করার কারণ এই যে, এটার উপরই কিয়াসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এটাকে বাদ দিয়ে কিয়াসের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। (وَرُكْنُ الشَّيْءِ عِبَارَةٌ يَقُوْمُ بِهِ ذٰلِكَ الشَّيْءُ)।

শাব্দিক অনুবাদ : بِخِلَافِ الْغَنِيْمَةِ কিন্তু গনিমত এর বিপরীত فَإِنَّهُ قَلَّمَا কেননা, খুব কমই হয় تَقَعُ الْغَنِيْمَةُ গনিমত সংঘটিত হয় بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ মুসলমানদের মাঝে وَإِنْ وَقَعَتْ আর যদি তা অর্জিত হওয়ার সুযোগও হয় فَقَلَّمَا تُقْسَمُ তবে এটা বণ্টিত হওয়ার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল عَلٰى نَحْوِ الشَّرِيْعَةِ শরিয়ত মোতাবেক وَكَذَا الْكَفَّارَةُ এমনিভাবে কাফফারার অবস্থাও তদ্রূপ إِذْ رُبَمَا আর এমনও হতে পারে যে لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ মুসলমানদের মধ্য হতে কেউই হয় না حَانِثًا শপথ ভঙ্গকারী مُدَّةً مَدِيْدَةً দীর্ঘ সময় পর্যন্ত وَكَذَا الْعُشْرُ এমনিভাবে উশর إِذْ رُبَمَا এমনও হতে পারে لَمْ يَزْرَعْ কেউই চাষ করেনি الْأَرْضَ الْعُشْرِيَّةَ উশরী ভূমি أَحَدٌ কেউই وَكَذَا এমনিভাবে صَدَقَةُ الْفِطْرِ সদকায়ে ফিতরও إِذْ رُبَمَا এমনও হতে পারে যে لَمْ يُخْرِجْهَا أَحَدٌ তা কেউই আদায় করেনি وَلَيْسَ لَهَا مَطَالِبُ কেননা, তার কোনো আদায়কারী নেই مِنَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে أَصْلًا আদৌ فَلَمْ تَبْقَ অতএব অবশিষ্ট নেই إِلَّا الزَّكٰوةُ একমাত্র যাকাতই فَكَانَتْ هِيَ مَرْجِعُ যা শেষ অবলম্বন كُلِّ الْحَوَائِجِ সকল প্রয়োজনের وَرُكْنُهُ আর কিয়াসের রুকন হলো مَا جُعِلَ عَلَمًا যাকে আলামত সাব্যস্ত করা হয়েছে عَلٰى حُكْمِ النَّصِّ নসের হুকুমের وَهُوَ الْمَعْنَى الْجَامِعُ আর এটাই হলো পরিপূর্ণ অর্থ তথা আসল ও শাখা উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায় الْمُسَمّٰى যাকে নামকরণ করা হয়েছে عِلَّةً ইল্লত নামে سَمَّاهُ رُكْنًا একে রুকন নামে নামকরণ করা হয়েছে لِأَنَّ কেননা مَدَارَ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ কিয়াসের ভিত্তি এর উপর প্রতিষ্ঠিত لَا يَقُوْمُ الْقِيَاسُ কিয়াস হতে পারে না إِلَّا بِهِ এটা ব্যতীত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[২৭৯ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ]

فَكَانَ إِذْنًا بِالْإِسْتِبْدَالِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে জায়েজ হওয়া বকরির মূল্য প্রদান نَصّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ওয়াদা পূরণের নির্দেশ বকরিকে মূল্যের দ্বারা পরিবর্তন করার অনুমতি হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং বকরির বাহ্যিক অবস্থা হতে এক পরিত্যক্ত হওয়া أَمْر -এর প্রয়োজন (কারণ) হয়েছে। আর نَصّ -এর প্রয়োজনে যা সাব্যস্ত হয় তা نَصّ -এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তার সমতুল্য। তবে শরিয়ত প্রণেতার نَصّ -এর মধ্যে মূল বকরিকে ওয়াজিবের مِقْدَارٌ (পরিমাণ)-এর مِعْيَارٌ (মানদণ্ড) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে এর দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করা যায়।

[এই পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ سَمَّاهُ رُكْنًا لِأَنَّ مَدَارَ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مَعْنٰى جَامِع -কে رُكْن হিসেবে গণ্য করার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যে অর্থটি أَصْل ও فَرْع উভয় ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তাকে কিয়াসের رُكْن হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা, কোনো বস্তুর রুকন বলা হয় যা ব্যতীত সে বস্তুটি অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। আর কিয়াসও উক্ত অর্থটি ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভে সক্ষম নয়। তাই তাকে কিয়াসের রুকন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শারেহ (র.)-এর মতানুসারে কিয়াসের رُكْن চারটি, যার বিবরণ শীঘ্রই আসছে।

তা ছাড়া গ্রন্থকার (র.) উক্ত সমন্বিত অর্থ (তথা) عِلَّة -কে عَلَم (বা নিদর্শন) হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। কেননা, শরয়ী আহকামের জন্য ইল্লতসমূহ নিদর্শন বিশেষ। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, ফকীহগণ বলেছেন, পেশাব, রক্ত, পায়খানা ইত্যাদি বহির্গত হওয়া অজু ওয়াজিব হওয়ার ইল্লত। সুতরাং এতে একই مَعْلُوْل (حُكْم) -এর জন্য একাধিক স্বতন্ত্র عِلَّة হওয়া লাযেম হয়। আর তা বাতিল। কেননা, একটি عِلَّة -এর দ্বারা مَعْلُوْل সংগঠিত হওয়ার পর আর অন্য عِلَّة-এর প্রয়োজন থাকে না। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, উক্ত ইল্লতসমূহ সাধারণ ও সমষ্টিগত অজুর জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রযোজ্য- مَعْلُوْل شَخْصِيّ (ব্যক্তিগত حُكْم)-এর জন্য প্রযোজ্য নয়। সুতরাং উপরিউক্ত ইল্লতসমূহের প্রত্যেকটির জন্য অজুর একটি একক ওয়াজিব হবে। আর যখন সব ইল্লত একই অজুর মধ্যে একত্রিত হবে তখন সব কয়টি যৌথভাবে ইল্লত হিসেবে গণ্য হবে। আর তা দূষণীয় নয়।

وَسَمَّاهُ عَلَمًا لِاَنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ اِمَارَاتٌ وَمَعْرِفَاتٌ لِلْحُكْمِ وَعَلَامَةٌ عَلَيْهِ وَالْمُوْجِبُ الْحَقِيْقِيُّ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِنَّمَا اخْتَلَفُوْا فِىْ اَنَّ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى عَلَى الْحُكْمِ فِى الْفَرْعِ فَقَطْ اَمْ فِى الْاَصْلِ اَيْضًا وَالظَّاهِرُ هُوَ الْاَوَّلُ عَلٰى مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ مَشَائِخُ الْعِرَاقِ لِاَنَّ النَّصَّ دَلِيْلٌ قَطْعِيٌّ وَاِضَافَةُ الْحُكْمِ اِلَيْهِ فِى الْاَصْلِ اَوْلٰى مِنْ اِضَافَتِهٖ اِلَى الْعِلَّةِ وَاِنَّمَا اُضِيْفَ فِى الْفَرْعِ اِلَيْهَا لِلضَّرُوْرَةِ حَيْثُ لَمْ يُوْجَدْ فِيْهِ النَّصُّ وَقِيْلَ اُضِيْفَ حُكْمُ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ جَمِيْعًا اِلَى الْعِلَّةِ لِاَنَّهٗ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا تَاثِيْرٌ فِى الْاَصْلِ كَيْفَ تُؤَثِّرُ فِى الْفَرْعِ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّصُّ اَىْ حَالَ كَوْنِ ذٰلِكَ الْعَلَمِ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّصُّ اِمَّا بِصِيْغَتِهٖ كَاشْتِمَالِ نَصِّ الرِّبٰوا عَلَى الْكَيْلِ وَالْجِنْسِ اَوْ بِغَيْرِ صِيْغَتِهٖ كَاشْتِمَالِ نَصِّ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْاٰبِقِ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ التَّسْلِيْمِ وَجُعِلَ الْفَرْعُ نَظِيْرًا اَىْ لِلْاَصْلِ فِىْ حُكْمِهٖ لِوُجُوْدِهٖ فِيْهِ اَىْ فِىْ وُجُوْدِ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى فِى الْفَرْعِ وَيُفْهَمُ مِنْ هٰهُنَا اَرْكَانُ الْقِيَاسِ اَرْبَعَةٌ اَلْاَصْلُ وَالْفَرْعُ وَالْعِلَّةُ وَالْحُكْمُ وَاِنْ كَانَ اَصْلُ الرُّكْنِ هُوَ الْعِلَّةُ ـ

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) ইল্লতকে عَلَمْ শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, শরয়ী আহকামের ইল্লতসমূহ প্রকৃতপক্ষে শুধু আহকাম-এর পরিচিতির জন্য আলামত ও নিদর্শন মাত্র। (মূল ইল্লতের ন্যায় এটা আহকাম সাব্যস্তকারী নয়; বরং) আহকামসমূহের প্রকৃত অজূব সাব্যস্তকারী হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। আর ইল্লত শুধু শাখার হুকুমের জন্য আলামত, না আসল-এর হুকুমের জন্যও আলামত এ প্রশ্নে উসূলীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইরাকের মাশায়েখগণ প্রথমোক্ত মতটিকেই গ্রহণ করেছেন এবং এটাই প্রকাশ্য মত। কেননা, নস হচ্ছে অকাট্য দলিল। (এবং ইল্লত সন্দেহজনক) সুতরাং আসল-এর হুকুমের সম্বন্ধ ইল্লতের পরিবর্তে নস-এর প্রতি করাই উত্তম। আর শাখার মধ্যে যেহেতু কোনো নস নেই, এ কারণেই হুকুমকে ইল্লতের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, আসল ও শাখা উভয়ের মধ্যেই হুকুমকে ইল্লতের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। কেননা, আসল-এর হুকুমের মধ্যে যদি ইল্লতের প্রভাব না থাকে, তাহলে শাখার হুকুমের মধ্যে তার প্রভাব কিরূপে প্রকাশ পেতে পারে? **আর তা এমন বস্তুসমূহের মধ্য হতে হবে, যা নস-এর অন্তর্ভুক্ত।** অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে, সে আলামতটি এরূপ হবে, যাকে নস অন্তর্ভুক্ত করবে। চাই এ অন্তর্ভুক্তির কথা নস-এর শব্দ দ্বারা উপলব্ধ হোক। যেমন– সুদ সম্পর্কিত হাদীসটি স্বয়ং كَيْل ও جِنْس-এর প্রতি নির্দেশ করে অথবা শব্দ দ্বারা তো নয়; বরং আলামত ও لُزُوْم দ্বারা উপলব্ধ হয়। যেমন– পলাতক ক্রীতদাসের ক্রয়-বিক্রয় হতে নিষেধাজ্ঞার হাদীসটি ভাবগতভাবে নির্দেশ করে যে, বিক্রিত বস্তু সোপর্দ করতে অক্ষম হওয়া نَهِىْ -এর ইল্লত। **এবং শাখাকে এটার উদাহরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে,** অর্থাৎ শাখাকে মূল-এর উদাহরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার হুকুম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে। **তন্মধ্যে সে হুকুমটি পাওয়া যাওয়ার কারণে।** অর্থাৎ শাখার মধ্যে মূল-এর হুকুমের আলামত বর্তমান থাকার কারণে। উল্লিখিত সংজ্ঞা দ্বারা এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কিয়াসের রুকন চারটি। যথা– ১. মূল, ২. শাখা, ৩. ইল্লত ও ৪. হুকুম। যদিও এ চারটির মধ্যে ইল্লতই বুনিয়াদি রুকন। (ইল্লতের প্রকারভেদ– حُكْم نَصّ -এর আলামত অথবা ইল্লত যা কিয়াস এর রুকন তার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যথা–) ১. তা কখনো وَصْف বা গুণ হবে, ২. কখনো ইস্ম এবং ৩. কখনো হুকুম। আবার وَصْف বা গুণ হওয়ার ক্ষেত্রে তা ১. কখনো আবশ্যক গুণ হবে ২. অথবা আনুষঙ্গিক, ৩. প্রকাশ্য হবে ৪. অথবা অপ্রকাশ্য, ৫. একক হবে ৬. অথবা একাধিক।

শাব্দিক অনুবাদ : وَسَمَّاهُ আর গ্রন্থকার ইল্লতকে আখ্যায়িত করে عَلَمًا আলম দ্বারা لِاَنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ কেননা, শরিয়তের আহকামের ইল্লতসমূহ اِمَارَاتٌ আলামত وَمَعْرِفَاتٌ পরিচিতির জন্য لِلْحُكْمِ হুকুমের وَعَلَامَةٌ عَلَيْهِ তার নিদর্শন মাত্র وَالْمُوْجِبُ الْحَقِيْقِيُّ হুকুমসমূহের প্রকৃত অজূব সাব্যস্তকারী হচ্ছেন هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى মহান আল্লাহ وَاِنَّمَا اخْتَلَفُوْا আর উসূলবিদগণ মতভেদ করেছেন فِىْ এ বিষয়ে اَنَّ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى এ অর্থ তথা ইল্লত عَلَى الْحُكْمِ হুকুমের জন্য فِى الْفَرْعِ শাখার فَقَطْ শুধুমাত্র اَمْ নাকি فِى الْاَصْلِ اَيْضًا আসলের হুকুমের জন্যও وَالظَّاهِرُ আর প্রকাশ্য মত হলো هُوَ الْاَوَّلُ প্রথমটিই عَلٰى مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ যে মতটি

গ্রহণ করেছেন وَاَضَافَهُ আর সম্বন্ধ مَشَائِخُ الْعِرَاقِ ইরাকের মাশায়েখগণ لِاَنَّ النَّصَّ কেননা, নস হচ্ছে دَلِيْلٌ قَطْعِيٌّ অকাট্য দলিল করা الْحُكْمِ হুকুমের اِلَى الْعِلَّةِ ইল্লতের দিকে فِى الْاَصْلِ আসলের اَوْلٰى উত্তম مِنْ اِضَافَتِهٖ اِلَيْهِ নসের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হতে وَاِنَّمَا اُضِيْفَ আর হুকুমকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে فِى الْفَرْعِ শাখার মধ্যে اِلَيْهَا ইল্লতের দিকে لِلضَّرُوْرَةِ আবশ্যকীয়ভাবে حَيْثُ لَمْ যেহেতু পাওয়া যায় না يُوْجَدْ فِيْهِ শাখার মধ্যে النَّصُّ কোনো নস وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেন اُضِيْفَ সম্বন্ধযুক্ত করা হয় حُكْمُ হুকুমকে الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ جَمِيْعًا আসল ও শাখা উভয়ের মধ্যে اِلَى الْعِلَّةِ ইল্লতের দিকে لِاَنَّهٗ কেননা مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا যদি ইল্লতের না থাকে تَاثِيْرٌ প্রভাব فِى الْاَصْلِ আসলের হুকুমের মধ্যে كَيْفَ تُؤَثِّرُ তাহলে কিরূপে তার প্রভাব প্রকাশ পেতে পারে فِى الْفَرْعِ শাখার মধ্যে مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ যা অন্তর্ভুক্ত হয় اَىْ النَّصُّ নসের অর্থাৎ حَالَ অবস্থা হলো كَوْنَ ذٰلِكَ الْعَلَمِ এ আলামতটি এরূপ হবে كَاشْتِمَالِ যাকে অন্তর্ভুক্ত করবে النَّصُّ নস مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ اِمَّا بِصِيْغَتِهٖ চাই এ অন্তর্ভুক্তির কথা নসের শব্দ দ্বারা উপলব্ধ হোক যেমনি অন্তর্ভুক্ত করে اَوْ অথবা نَصُّ الرِّبٰوا সুদ সম্পর্কিত হাদীসটি عَلَى الْكَيْلِ পরিমাপকে وَالْجِنْسِ এবং সমজাতীয় হওয়াকে بِغَيْرِ صِيْغَتِهٖ শব্দ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা উপলব্ধ হোক كَاشْتِمَالِ যেমনি শামিল করে نَصُّ النَّهْىِ নিষেধাজ্ঞার হাদীসটি عَنْ بَيْعِ ক্রয়-বিক্রয়ের الْاٰبِقِ পলাতক গোলামের عَلَى الْعَجْزِ অক্ষম হওয়া ইল্লতের প্রতি عَنِ التَّسْلِيْمِ বিক্রিত বস্তু সোপর্দ করতে وَجُعِلَ الْفَرْعُ আর শাখাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে نَظِيْرًا এটার উদাহরণ اَىْ অর্থাৎ لِلْاَصْلِ আসলের জন্য فِىْ حُكْمِهٖ তার হুকুম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে ذٰلِكَ الْمَعْنٰى সে হুকুমটি পাওয়া যাওয়ার কারণে فِيْهِ তার মধ্যে اَىْ অর্থাৎ فِىْ وُجُوْدِهٖ পাওয়া যাওয়ার কারণে لِوُجُوْدِهٖ মূলের হুকুমের আলামত فِى الْفَرْعِ শাখার মধ্যে وَيُفْهَمُ আর এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় مِنْ هٰهُنَا এ স্থান হতে তথা এ সংজ্ঞা হতে اَرْكَانُ الْقِيَاسِ কিয়াসের রুকন اَرْبَعَةٌ চারটি الْاَصْلُ মূল وَالْفَرْعُ শাখা وَالْعِلَّةُ ইল্লত وَالْحُكْمُ এবং হুকুম وَاِنْ كَانَ যদিও اَصْلُ الرُّكْنِ এ চারটির মধ্যে মূল রুকন হলো هُوَ الْعِلَّةُ ইল্লতই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالظَّاهِرُ هُوَ الْاَوَّلُ عَلٰى مَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اَصْل -এর মধ্যে حُكْم -কে কোন দিকে নিসবত করা হবে? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যে সমন্বিত অর্থটি اَصْل ও فَرْع উভয়ের মধ্যেই পাওয়া যায় তাকে عَلَمْ ও عِلَّة বলা হয়ে থাকে। আর এটাই قِيَاس -এর মূল রুকন হিসেবে গণ্য। উসূলবিদগণ এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন যে, এ عِلَّة শুধু فَرْع -এর জন্যই عَلَم বা নিদর্শন, না এটা اَصْل -এর মধ্যেও حُكْم -এর জন্য নিদর্শন বিশেষ। সুতরাং ইরাকী মনীষীগণ বলেছেন যে, এটা শুধু فَرْع -এর মধ্যেই حُكْم -এর জন্য عِلَّة বা নিদর্শন– اَصْل -এর মধ্যে নয়। কেননা, اَصْل -এর মধ্যে তো একটি نَصّ রয়েছে, যা অকাট্য– আমরা তার দিকেই حُكْم -কে নিসবত করবো। পক্ষান্তরে نَصّ -এর তুলনায় عِلَّة দুর্বল ও অকাট্য হেতু عِلَّة -এর দিকে حُكْم -কে নিসবত না করে نص -এর দিকে করাই শ্রেয়। তবে فَرْع -এর মধ্যে যেহেতু نَصّ অনুপস্থিত সেহেতু আমরা নিরুপায় হয়ে সেখানে حُكْم -কে عِلَّة -এর দিকে নিসবত করে থাকি। শারেহ (র.) এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

অবশ্য অন্য এক দল ফকীহের মতে اَصْل ও فَرْع উভয়ের মধ্যে عِلَّة -এর দিকে حُكْم -কে নিসবত করা হবে। তাঁদের যুক্তি হলো, যদি اَصْل -এর মধ্যে عِلَّة -এর تَاثِيْر (প্রতিক্রিয়া) সাব্যস্ত না হয়, তাহলে فَرْع -এর মধ্যেও তা সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهٗ اَرْكَانُ الْقِيَاسِ اَرْبَعَةٌ الخ -এর আলোচনা : অত্র ইবারতে একটি দ্বন্দ্বের নিরসন করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়াসের রুকন মোট চারটি। অবশ্য এদের মধ্যে علة ই হলো মূল নিয়ামক। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, ইতঃপূর্বে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন "اَلْقِيَاسُ هُوَ تَقْدِيْرُ الْفَرْعِ بِالْاَصْلِ فِى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ" অর্থাৎ কিয়াস হলো حُكْم ও عِلَّة -এর মধ্যে اَصْل -এর সাথে فَرْع -কে অনুমান করা। সুতরাং উল্লিখিত চারটি তথা اَصْل ، فَرْع ، عِلَّت ও حُكْم কিভাবে কিয়াসের رُكْن হতে পারে? এটার জবাবে বলা যাবে যে, এতে মূলত কিয়াসের اَثَرْ -এর সংজ্ঞা দান করা হয়েছে।

ثُمَّ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ اَنَّ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى يَكُوْنُ عَلٰى عِدَّةِ اَنْحَاءٍ فَقَالَ وَهُوَ جَائِزٌ اَنْ يَكُوْنَ وَصْفًا لَازِمًا وَعَارِضًا فَالْوَصْفُ اللَّازِمُ اَنْ لَا يَنْفَكَّ عَنِ الْاَصْلِ كَالثَّمَنِيَّةِ عِلَّةً لِوُجُوْبِ الزَّكٰوةِ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُمَا لِاَنَّهُمَا خُلِقَا فِى الْاَصْلِ عَلٰى مَعْنَى الثَّمَنِيَّةِ وَهِىَ مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ مَضْرُوْبِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتِبْرِهِمَا وَحُلِيِّهِمَا فَيَكُوْنُ فِىْ حُلِيِّ النِّسَاءِ الزَّكٰوةُ لِعِلَّةِ الثَّمَنِيَّةِ وَالشَّافِعِىُّ (رحـ) يُعَلِّلُ حُرْمَةَ الرِّبٰوا بِهَا وَهِىَ غَيْرُ مُتَعَدِّيَةٍ اِلٰى شَيْءٍ.

সরল অনুবাদ : (মোটকথা) গ্রন্থকার (র.) রুকন-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর عِلَّة-এর এ প্রকারসমূহের বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর এটা জায়েজ রয়েছে যে, এ ইল্লতটি وَصْف বা গুণ হবে। চাই তা আবশ্যক গুণ হোক অথবা আনুষঙ্গিক।** وَصْف لَازِم বা আবশ্যিক গুণ দ্বারা এমন উদ্দেশ্য, যা মূল হতে কখনো পৃথক হয় না। যেমন– সোনা-রূপার মধ্যে ثَمَنِيَّة বা মূল্যমান সম্পন্ন হওয়াই (আমাদের মতে) যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ইল্লত, যা এতদুভয় হতে কখনো পৃথক হয় না। কেননা, এরা সৃষ্টিগতভাবেই ثَمَنِيَّة -এর জন্য গঠিত। (অর্থাৎ তাদের সাহায্যে সকল বস্তুরই مَالِيَت অনুমান করা হয়ে থাকে।) সোনা-রূপার ঢালাই করা মুদ্রা, অঢালাইকৃত খাঁটি সোনা-রূপার টুকরা এবং সোনা-রূপার তৈরি অলংকারপত্র প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যে সমান সমানভাবে ثَمَنِيَّة -এর অর্থ পাওয়া যায়। এর ভিত্তিতেই হানাফীগণের মতে মহিলাদের অলংকারের উপর যাকাত ফরজ। কেননা, এদের মধ্যেও যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ইল্লত অর্থাৎ ثَمَنِيَّة পাওয়া যায়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) ثَمَنِيَّة -কে (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নয়; বরং) حُرْمَت رِبٰوا -এর ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং তাঁর মতে এটা عِلَّة قَاصِرَة বিশেষ, যা مَنْصُوْص স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোনো শাখার দিকে এ তা'লীল দ্বারা حُرْمَت رِبٰوا-এর হুকুম সম্প্রসারিত হয় না।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ شَرَعَ এরপর গ্রন্থকার শুরু করেছেন فِىْ بَيَانِ বর্ণনা اَنَّ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى উক্ত ইল্লতসমূহের প্রকারভেদসমূহের يَكُوْنُ তা হবে عَلٰى عِدَّةِ اَنْحَاءٍ কয়েক দিক হতে فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَهُوَ جَائِزٌ আর এটা জায়েজ রয়েছে اَنْ يَكُوْنَ হওয়া وَصْفًا গুণ لَازِمًا চাই তা লাযেমী হোক وَعَارِضًا অথবা আনুষঙ্গিক فَالْوَصْفُ اللَّازِمُ অতএব আবশ্যকীয় গুণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَنْ لَا يَنْفَكَّ এমন গুণ যা পৃথক হয় না عَنِ الْاَصْلِ মূল হতে كَالثَّمَنِيَّةِ যেমন মূল্যমান হওয়া عِلَّةً যা ইল্লত لِوُجُوْبِ ওয়াজিব হওয়ার জন্য الزَّكٰوةِ যাকাত فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ স্বর্ণ ও রূপার মধ্যে لَا يَنْفَكُّ عَنْهُمَا মূল্যমান এ দু'টো হতে কখনো পৃথক হয় না لِاَنَّهُمَا কেননা, এরা خُلِقَا فِى الْاَصْلِ সৃষ্টিগতভাবেই عَلٰى مَعْنَى الثَّمَنِيَّةِ মূল্যমানের জন্যই গঠিত وَهِىَ مُشْتَرِكَةٌ আর এ মূল্যমান সমান সমানভাবে পাওয়া যায় بَيْنَ মাঝে مَضْرُوْبِ ঢালাই করা মুদ্রা الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ স্বর্ণ ও রৌপ্যের وَتِبْرِهِمَا এবং অঢালাইকৃত সোনা-রূপার টুকরা وَحُلِيِّهِمَا এবং সোনা-রূপার তৈরি অলংকারাদি প্রভৃতি فَيَكُوْنُ হানাফীগণের মতে ফরজ হবে فِىْ حُلِيِّ النِّسَاءِ মহিলাদের যাকাতের উপর الزَّكٰوةُ যাকাত لِعِلَّةِ ইল্লত পাওয়া যাওয়ার কারণে الثَّمَنِيَّةِ তা হলো মূল্যমান وَالشَّافِعِىُّ (رحـ) আর ইমাম শাফেয়ী (র.) মূল্যমানকে ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন يُعَلِّلُ حُرْمَةَ হারাম হওয়ার জন্য الرِّبٰوا بِهَا সুদ وَهِىَ কাজেই এই حُرْمَةُ الرِّبٰوا হুকুম غَيْرُ مُتَعَدِّيَةٍ সম্প্রসারিত হয় না اِلٰى شَيْءٍ অন্য কোনো শাখার দিকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ جَائِزٌ اَنْ يَكُوْنَ وَصْفًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে وَصْف لَازِم ও وَصْف عَارِض ইল্লত হওয়ার যোগ্য-প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে কোন কোন বস্তু عِلَّة হওয়ার যোগ্য তার আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, وَصْف لَازِم (অবিচ্ছিন্ন وَصْف) এবং وَصْف عَارِض (বিচ্ছিন্ন যোগ্য অবস্থা) উভয়ই عِلَّة হওয়ার উপযুক্ত। وَصْف لَازِم ইল্লত হওয়ার উদাহরণ হলো স্বর্ণ রৌপ্যের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ثَمَنِيَّة (মূল্যবান)-কে عِلَّة হিসেবে সাব্যস্ত করা। কেননা, ثَمَنِيَّة এদের এমন وَصْف বা অবস্থা যা কখনো এদের হতে বিচ্ছিন্ন হয় না। তা ছাড়া এটা ঢালাইকৃত মুদ্রা অঢালাইকৃত এবং অলঙ্কার সর্বত্রই বিদ্যমান। আর এ কারণেই হানাফীগণ মহিলাদের অলঙ্কারের মধ্যে যাকাত ফরজ সাব্যস্ত করেছেন।

আর وَصْف عَارِض -এর উদাহরণ হলো নবী করীম ﷺ -এর বাণী– فَاِنَّهَا دَمُ عِرْقٍ اِنْفَجَرَ -এর মধ্যাস্থিত اِنْفِجَارٌ -কে مُسْتَحَاضَه -এর ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করা অজু ওয়াজিব হওয়ার জন্য। কেননা, اِنْفِجَارٌ তথা প্রবাহিত হওয়া রক্তের জন্য একটি বিচ্ছিন্ন যোগ্য অবস্থা। কারণ, রক্ত অপ্রবাহিতও হতে পারে। কাজেই যে স্থলে রক্তের প্রবাহ পাওয়া যাবে তথায় অজু ওয়াজিব হবে।

وَالْوَصْفُ الْعَارِضُ كَالْاِنْفِجَارِ فِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِنَّهَا دَمُ عِرْقٍ اِنْفَجَرَ عِلَّةً لِوُجُوْبِ الْوُضُوْءِ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ وَهِىَ عَارِضَةٌ لِلدَّمِ اِذْ لَا يَلْزَمُ اَنْ يَكُوْنَ كُلُّ دَمِ الْعِرْقِ مُنْفَجِرًا فَاَيْنَمَا وُجِدَ اِنْفِجَارُ الدَّمِ سَوَاءٌ كَانَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ اَوْ لِغَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ يَجِبُ بِهِ الْوُضُوْءُ وَاِسْمًا عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ وَصْفًا وَمُقَابِلٌ لَهٗ اَىْ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى اِسْمًا كَالدَّمِ فِىْ عَيْنِ هٰذَا الْمِثَالِ وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِنَّهَا دَمُ عِرْقٍ اِنْفَجَرَ فَاِنَّهٗ اِنِ اعْتُبِرَ فِيْهِ لَفْظُ الدَّمِ كَانَ مِثَالًا لِلْاِسْمِ وَاِنِ اعْتُبِرَ فِيْهِ مَعْنَى الْاِنْفِجَارِ كَانَ مِثَالًا لِلْوَصْفِ الْعَارِضِ كَمَا مَرَّ وَجَلِيًّا وَخَفِيًّا اَلظَّاهِرُ اَنَّهٗ تَقْسِيْمٌ لِلْوَصْفِ كَاللَّازِمِ وَالْعَارِضِ فَالْوَصْفُ الْجَلِىُّ هُوَ مَا يَفْهَمُهٗ كُلُّ اَحَدٍ كَالطَّوَافِ لِسُؤْرِ الْهِرَّةِ فِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهٗ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ اَوِ الطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ وَالْوَصْفُ الْخَفِىُّ هُوَ مَا يَفْهَمُ بَعْضٌ دُوْنَ بَعْضٍ كَمَا فِىْ عِلَّةِ الرِّبٰوا عِنْدَنَا الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) اَلطَّعْمُ فِى الْمَطْعُوْمَاتِ وَالثَّمَنِيَّةُ فِى الْاَثْمَانِ وَعِنْدَ مَالِكٍ (رح) اَلْاِقْتِيَاتُ وَالْاِدِّخَارُ ـ

সরল অনুবাদ : আর আনুষঙ্গিক গুণ-এর উদাহরণ, যেমন- নবী করীম ﷺ-এর বাণী- فَاِنَّهَا دَمُ عِرْقٍ اِنْفَجَرَ-এর মধ্যে اِنْفِجَارٌ বা প্রবাহিত হওয়া-এর গুণ। অর্থাৎ মুস্তাহাযা-এর বেলায় প্রবাহিত হয়ে রক্ত বের হওয়াকে অজু ওয়াজিব হওয়ার ইল্লত বর্ণনা করা হয়েছে। আর প্রবাহিত হওয়া এটা রক্তের একটি আনুষঙ্গিক গুণ। কারণ, রগের সকল রক্তই প্রবাহিত হওয়া আবশ্যক নয়। সুতরাং যেখানেই রক্তের প্রবাহিত হওয়র ইল্লত পাওয়া যাবে, চাই তা মুস্তাহাযা-এর রক্ত হোক অথবা গায়রে মুস্তাহাযা-এর, উভয় রাস্তার যে কোনো একটি দিয়ে বহির্গত হোক অথবা অন্য কোনো অঙ্গ হতে- সর্বাবস্থায় অজু ওয়াজিব হবে। **আর তা اِسْم বা বিশেষ্য হওয়াও জায়েজ রয়েছে।** এটা গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য- وَصْفًا-এর উপর আত্ফ হয়েছে এবং এটা তার প্রতিপক্ষও বটে। অর্থাৎ এটা জায়েজ আছে যে, এ ইল্লতটি وَصْف হওয়ার পরিবর্তে اِسْم হবে। যেমন, নবী করীম ﷺ-এর বাণী- فَاِنَّهَا دَمُ عِرْقٍ اِنْفَجَرَ-এর মধ্যস্থিত دَم শব্দটি। কেননা, এ তা'লীলের মধ্যে যদি دَم শব্দটির বিবেচনা করা হয়, তাহলে ইল্লত اِسْم হওয়ার উদাহরণ হয়ে যাবে। আর যদি প্রবাহিত হওয়া-এর وَصْف-এর বিবেচনা করা হয়, তাহলে এটা আনুষঙ্গিক وَصْف-এর উদাহরণ হয়ে যাবে। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। **চাই তা প্রকাশ্য হোক অথবা গুপ্ত।** প্রকাশ্য এই যে, وَصْف لَازِم ও وَصْف عَارِض-এর ন্যায় এ দু'টিও وَصْف-এর প্রকারভুক্ত। সুতরাং وَصْف-এর جَلِىْ বা প্রকাশ্য হওয়ার অর্থ এই যে, এটাকে প্রত্যেক লোকই বুঝতে পারে। যেমন- বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়ার বর্ণনায় طَوَاف-এর উল্লেখ। নবী করীম ﷺ বলেছেন- اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ اَوِ الطَّوَّافَاتِ (নিশ্চয়ই বিড়াল তোমাদের গৃহসমূহে খুব বেশি আনাগোনাকারী। সুতরাং যদি এটার উচ্ছিষ্টকে অপবিত্র সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে অসুবিধা দেখা দিবে।) আর وَصْف-এর خَفِىْ বা গুপ্ত হওয়ার অর্থ এই যে, ইজতিহাদ দ্বারা কোনো কোনো লোক তা বুঝে উঠতে পারে আবার কেউ কেউ তা বুঝে উঠতে পারে না। যেমন- رِبٰوا বা সুদের ইল্লতের ব্যাপারে মতপার্থক্য হওয়া এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, এটা সকলের নিকট সুস্পষ্ট নয়। যথা- আমরা হানাফীগণের নিকট এটার ইল্লত হচ্ছে قَدْر ও جِنْس আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট এটার ইল্লত হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে খাদ্য হওয়ার উপযোগিতা এবং সোনা-রূপার মধ্যে মূল্যমানসম্পন্ন হওয়া। ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট এটার ইল্লত হলো ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত করার উপযোগী হওয়া।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْوَصْفُ الْعَارِضُ আর আনুষঙ্গিক গুণের উদাহরণ كَالْاِنْفِجَارِ প্রবাহিত হওয়ার গুণ فِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর এই কাওলে فَاِنَّهَا নিশ্চয়ই ইস্তিহাযার রক্ত دَمُ عِرْقٍ রগের রক্ত اِنْفَجَرَ যা প্রবাহিত হয় عِلَّةً এটা একটা ইল্লত لِوُجُوْبِ الْوُضُوْءِ অজু ওয়াজিব হওয়ার জন্য فِى الْمُسْتَحَاضَةِ মুস্তাহাযা-এর বেলায় وَهِىَ عَارِضَةٌ আর প্রবাহিত হওয়া এটা একটা আনুষঙ্গিক গুণ لِلدَّمِ রক্তের اِذْ لَا يَلْزَمُ কাজেই আবশ্যক নয় اَنْ يَكُوْنَ হওয়া كُلُّ دَمِ সকল রক্তই الْعِرْقِ রগের مُنْفَجِرًا

প্রবাহিত বা বের হওয়া سَوَاءٌ كَانَ الدَّم রক্তের চাই সেটা হোক فَاِنَّمَا وُجِدَ অতএব যেখানেই পাওয়া যাবে اِنْفِجَارُ প্রবাহিত হওয়া لِلْمُسْتَحَاضَةِ মুস্তাহাযার اَوْ لِغَيْرِهَا অথবা গায়রে মুস্তাহাযার مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ উভয় রাস্তার যে কোনোটি দিয়ে হোক অথবা অন্য কোনো অঙ্গ হতে হোক يَجِبُ بِهِ এর ফলে সর্বাবস্থায় আবশ্যক হবে اَلْوُضُوْءُ অজু وَاِسْمًا আর তা اِسْم বা বিশেষ্য হওয়া জায়েজ রয়েছে عَطْفٌ এটা আতফ হয়েছে عَلٰى قَوْلِهِ وَصْفًا গ্রন্থকারের কাওল وَصْفًا -এর উপর وَمُقَابِلٌ لَهُ আর এটা তার প্রতিপক্ষও বটে اَىْ অর্থাৎ يَجُوْزُ এটা জায়েজ আছে যে اَنْ يَكُوْنَ হওয়া ذٰلِكَ الْمَعْنٰى এ ইল্লতটি اِسْمًا ইসম كَالدَّمِ যেমন دَم শব্দটি فِىْ عَيْنِ هٰذَا الْمِثَالِ এর প্রকৃত উদাহরণ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ আর তা হলো নবী করীম ﷺ -এর কাওল فَاِنَّهَا কেননা, তা হলো دَمُ عِرْقٍ রগের রক্ত اِنْفَجَرَ যা প্রবাহিত হয় فَاِنَّهُ اِنِ اعْتُبِرَ যদি বিবেচনা করা হয় فِيْهِ এ তা'লীলের মধ্যে لَفْظُ الدَّمِ দম শব্দটির كَانَ مِثَالًا তাহলে ইল্লত উদাহরণ হয়ে যাবে لِلْاِسْمِ ইসম হওয়ার وَاِنِ اعْتُبِرَ فِيْهِ আর যদি এতে বিবেচনা করা হয় مَعْنَى الْاِنْفِجَارِ প্রবাহিত হওয়ার وَصْف -এর كَانَ مِثَالًا তাহলে এটা উদাহরণ হয়ে যাবে لِلْوَصْفِ الْعَارِضِ আনুষঙ্গিক وَصْف -এর كَمَا مَرَّ যেমন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে وَجَلِيًّا চাই তা প্রকাশ্য হোক وَخَفِيًّا অথবা গুপ্ত الظَّاهِرُ প্রকাশ্য এই যে اَنَّهُ تَقْسِيْمٌ এটা প্রকারভুক্ত لِلْوَصْفِ ওয়াসফের كَاللَّازِمِ যেমন ওয়াসফে লাযেম وَالْعَارِضِ এবং ওয়াসফে আরেয فَالْوَصْفُ الْجَلِىُّ সুতরাং ওয়াসফে জালীর অর্থ হলো هُوَ مَا يَفْهَمُهُ এটাকে বুঝতে পারে كُلُّ اَحَدٍ প্রত্যেক ব্যক্তিই كَالطَّوَافِ যেমন طَوَاف শব্দটি لِسُؤْرِ الْهِرَّةِ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়ার বর্ণনায় فِىْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ -এর হাদীসে এসেছে যে اَنَّهُ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ اَوِ الطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ নিশ্চয়ই বিড়াল তোমাদের গৃহসমূহে খুব বেশি আনাগোনাকারী وَالْوَصْفُ الْخَفِىُّ আর ওয়াসফ গুপ্ত হওয়ার অর্থ هُوَ مَا يَفْهَمُ যা বুঝিয়ে উঠতে পারে بَعْضٌ কোনো কোনো লোক دُوْنَ بَعْضٍ আবার কেউ কেউ তা বুঝে উঠতে পারে না كَمَا যেমনি মতপার্থক্য রয়েছে فِىْ عِلَّةِ الرِّبٰوا সুদের ইল্লতের ব্যাপারে عِنْدَنَا আমাদের হানাফীদের মতে اَلْقَدْرُ পরিমাণ وَالْجِنْسُ এবং সমজাতীয় وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে اَلطُّعْمُ খাদ্য হওয়ার উপযোগিতা فِى الْمَطْعُوْمَاتِ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে وَالثَّمَنِيَّةُ এবং মূল্যমান সম্পন্ন হওয়া فِى الْاَثْمَانِ মূল্যমান (স্বর্ণ-রৌপ্য) বস্তুর মধ্যে وَعِنْدَ مَالِكٍ (رح) আর ইমাম মালিক (র.)-এর মতে اَلْاِقْتِيَاتُ (ইল্লত হলো) ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা وَالْاِدِّخَارُ এবং পুঞ্জীভূত করার উপযোগী হওয়া।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِسْمًا عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ وَصْفًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اِسْم ، وَصْف جَلِىْ ও وَصْف خَفِىْ ইল্লত হতে পারে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। عِلَّة কখনো اِسْم ও হয়ে থাকে। যেমন– ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হাদীসটি (فَاِنَّهَا دَمُ عِرْقٍ اِنْفَجَرَ)-এর মধ্যে যদি আমরা دَم শব্দের দিকটি বিবেচনা করি, তাহলে عِلَّة ইসম হিসেবে গণ্য হবে।

আবার ইল্লত وَصْف جَلِىْ (স্পষ্ট অবস্থা) এবং وصف خفى (অস্পষ্ট অবস্থা)ও হতে পারে। وَصْف جَلِىْ -এর উদাহরণ হলো, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক হওয়ার عِلَّة হিসেবে طواف (তথা এটা মানুষের আশে পাশে অধিক প্রদক্ষিণকারী হওয়া)-কে চিহ্নিত করা। যা নবী করীম ﷺ -এর বাণী– وَاِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ -এর দ্বারা স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়, যা সকলেই বুঝতে সক্ষম। আর وَصْف خَفِىْ যেমন– ষষ্ঠ বস্তু (স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খোরমা ও লবণ)-এর মধ্যে رِبٰوا (সুদ) হারাম হওয়ার عِلَّة হিসেবে আমরা (আহনাফ) جِنْس ও قَدْر (অর্থাৎ পরিমাপের সাহায্যে লেনদেন যোগ্য হওয়া এবং সমজাতীয় হওয়া)-কে চিহ্নিত করে থাকি। অথচ শাফেয়ীগণ খাদ্যযোগ্য হওয়া ও মুদ্রাযোগ্য হওয়া এবং ইমাম মালিক (র.) খাদ্য ও গুদামজাতযোগ্য হওয়াকে عِلَّة হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন।

وَحُكْمًا هٰذَا مَعْطُوْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ وَصْفًا وَمُقَابِلٌ لَهٗ اَىْ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى حُكْمًا شَرْعِيًّا جَامِعًا بَيْنَ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ كَمَا رُوِىَ اَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اَبِىْ قَدْ اَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَتَجْزِىْ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ (ع) اَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلٰى اَبِيْكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهٗ اَمَا كَانَ يُقْبَلُ مِنْكَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ بِالْقَبُوْلِ فَقَاسَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَجَّ عَلٰى دَيْنِ الْعِبَادِ وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا هُوَ الدَّيْنُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ فِى الذِّمَّةِ وَاجِبِ الْاَدَاءِ وَالْوُجُوْبُ حُكْمٌ شَرْعِىٌّ -

সরল অনুবাদ : আর তা হুকুম হওয়াও জায়েজ রয়েছে। এটা গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য- وَصْفًا-এর উপর আত্ফ হয়েছে এবং এটা তার প্রতিপক্ষও বটে। অর্থাৎ এটা জায়েজ রয়েছে যে, এ ইল্লতটি শরয়ী হুকুম হবে, যা মূল ও শাখা উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে পাওয়া যাবে। যেমন- বর্ণিত আছে যে, জনৈকা স্ত্রীলোক নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে আগমনপূর্বক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতার উপর এ অবস্থায় হজ ফরজ হয়েছে যে, তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তার সফর করার ক্ষমতা নেই এবং তিনি সোজা হয়ে সওয়ারির উপর আরোহণ করতে পারেন না। তাহলে এমতাবস্থায় এটা কি যথেষ্ট হবে যে, আমি তার পক্ষ হতে হজ আদায় করে নিবো? নবী করীম ﷺ উত্তরে বললেন, আচ্ছা বল তো দেখি যে, তোমার পিতার উপর যদি কারো পাওনা থাকে আর তুমি তা পরিশোধ করে দাও, তাহলে পাওনাদার কি তোমার নিকট হতে তা গ্রহণ করবে না? সে বলল, হ্যাঁ, কবুল করবে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাহলে আল্লাহর পাওনা কবুল হওয়ার অধিক উপযোগী। এ ঘটনায় নবী করীম ﷺ হজকে মানুষের পাওনার উপর কিয়াস করেছেন। **আর এখানে মূল ও শাখার মধ্যে মুশতারাক ইল্লত হচ্ছে دَيْن বা ঋণ।** আর دَيْن হচ্ছে একটি শরয়ী হুকুম। কেননা, دَيْن সে হককে বলা হয়, যা কারো দায়িত্বে সাব্যস্ত থাকে এবং এটাকে আদায় করা ওয়াজিব। আর অজূব নিঃসন্দেহে একটি শরয়ী হুকুম। (যাকে নবী করীম ﷺ অন্য শরয়ী হুকুম অর্থাৎ আদায় করাকালে গ্রহণ করা-এর জন্য ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন)।

শাব্দিক অনুবাদ : وَحُكْمًا আর এটা হুকুম হওয়াও জায়েজ هٰذَا مَعْطُوْفٌ এটা আতফ হয়েছে عَلٰى قَوْلِهٖ وَصْفًا গ্রন্থকারের কাওল وَصْفًا-এর উপর وَمُقَابِلٌ لَهٗ আর এটা তার প্রতিপক্ষও বটে اَىْ অর্থাৎ يَجُوْزُ জায়েজ আছে اَنْ يَكُوْنَ হওয়া ذٰلِكَ الْمَعْنٰى এ ইল্লতটি حُكْمًا شَرْعِيًّا শরয়ী হুকুম جَامِعًا যা সমানভাবে পাওয়া যাবে بَيْنَ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ মূল ও শাখা উভয়ের মধ্যে كَمَا رُوِىَ যেমনি বর্ণিত আছে اَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ একজন স্ত্রীলোক এসেছিল اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট فَقَالَتْ এসে বলল اِنَّ اَبِىْ আমার পিতা قَدْ اَدْرَكَهُ الْحَجُّ তার উপর এ অবস্থায় হজ ফরজ হয়েছে وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন لَا يَسْتَمْسِكُ তিনি স্থির হয়ে থাকতে পারেন না عَلَى الرَّاحِلَةِ সওয়ারির উপর اَفَتَجْزِىْ এমতাবস্থায় এটা কি যথেষ্ট হবে যে اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ আমি তার পক্ষ হতে হজ আদায় করে নেবো فَقَالَ (ع) নবী করীম ﷺ উত্তরে বললেন اَرَأَيْتَ আচ্ছা বল তো দেখি لَوْ كَانَ عَلٰى اَبِيْكَ যদি তোমার পিতার উপর থাকে دَيْنٌ কোনো ঋণ فَقَضَيْتَهٗ তা যদি আদায় করে দাও اَمَا كَانَ يُقْبَلُ পাওনাদার কি গ্রহণ করবে না مِنْكَ তোমার নিকট হতে قَالَتْ نَعَمْ সে বলল, হ্যাঁ قَالَ তখন নবী করীম ﷺ বললেন فَدَيْنُ اللّٰهِ তাহলে আল্লাহর পাওনা اَحَقُّ অধিক উপযোগী بِالْقَبُوْلِ কবুল হওয়ার فَقَاسَ النَّبِىُّ ﷺ এখানে নবী করীম ﷺ কিয়াস করেছেন الْحَجَّ হজকে عَلٰى دَيْنِ الْعِبَادِ মানুষের পাওনার উপর وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ আর মুশতারাক ইল্লাত হচ্ছে بَيْنَهُمَا মূল ও শাখার মধ্যে هُوَ الدَّيْنُ দাইন বা ঋণ وَهُوَ আর দাইন হলো عِبَارَةٌ عَنْ حَقٍّ সেই হককে বলা হয় ثَابِتٍ যা সাব্যস্ত থাকে فِى الذِّمَّةِ কারো দায়িত্বে وَاجِبِ الْاَدَاءِ এবং একে আদায় করা ওয়াজিব وَالْوُجُوْبُ আর অজূব حُكْمٌ شَرْعِىٌّ শরয়ী হুকুম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ كَمَا رُوِىَ اَنَّ امْرَأَةً الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে প্রতিনিধিত্বমূলক হজ সম্পর্কে দু'খানা হাদীস প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত হাদীসখানা ইবনে মালিক (র.) শরহে মানার গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসের কিতাবসমূহে শব্দের কিছুটা তারতম্যের সাথে হাদীসখানা বর্ণিত আছে। যেমন- ইমাম বুখারী (র.) ও মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন যে, বনী খাসআমের এক মহিলা নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসল এবং বলল যে, হে আল্লাহর রাসূল! হজের ব্যাপারে আল্লাহর ফরজ আমার পিতার উপর আবশ্যক হয়েছে। অথচ তিনি অতি বৃদ্ধ- সওয়ারির উপর বসতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ করতে পারি? হুযূর ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষে হজ করতে পার।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমার বোন হজ করার মান্নত করেছিলেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। (এবং হজ করতে পারেননি।) নবী করীম ﷺ বললেন, যদি তার উপর কর্জ থাকত তবে কি তুমি তা আদায় করতে? লোকটি বলল, হ্যাঁ আদায় করতাম। নবী করীম ﷺ বললেন, তাহলে আল্লাহর কর্জ আদায় করো। এটা আদায় করা অধিকতর জরুরি।

وَفَرْدًا وَعَدَدًا اَلظَّاهِرُ اَنَّهُ اَيْضًا تَقْسِيْمٌ لِلْوَصْفِ فَالْوَصْفُ الْفَرْدُ كَالْعِلَّةِ بِالْقَدْرِ وَحْدَهُ اَوِ الْجِنْسُ وَحْدَهُ لِحُرْمَةِ النَّسَاءِ وَالْوَصْفُ الْعَدَدُ كَالْقَدْرِ مَعَ الْجِنْسِ عِلَّةٌ لِحُرْمَةِ التَّفَاضُلِ وَالْحَاصِلُ اَنَّ قَوْلَهُ اِسْمًا وَحُكْمًا لاَ شُبْهَةَ فِىْ اَنَّهُ مُقَابِلٌ لِلْوَصْفِ وَاَنَّ قَوْلَهُ لاَزِمًا وَعَارِضًا لاَ شَكَّ فِىْ اَنَّهُ قِسْمٌ لِلْوَصْفِ وَاَمَّا الْجَلِىُّ وَالْخَفِىُّ وَكَذَا الْفَرْدُ وَالْعَدَدُ فَقَدْ اَوْرَدَهُ عَلٰى سَبِيْلِ الْمُقَابَلَةِ وَالتَّدَاخُلِ وَالظَّاهِرُ اَنَّهُ قِسْمٌ لِلْوَصْفِ اِذْ لَمْ نَجِدْ لَهُ مِثَالاً اِلاَّ فِىْ قِسْمِ الْوَصْفِ وَقَدْ يُسَمَّى الْمَعْنَى الْجَامِعُ الْوَصْفَ مُطْلَقًا فِىْ عُرْفِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ وَصْفًا اَوْ اِسْمًا اَوْ حُكْمًا عَلٰى مَا سَيَاْتِىْ وَهٰذَا كُلُّهُ مِنْ تَفَنُّنِ فَخْرِ الْاِسْلَامِ وَالنَّاسُ اَتْبَاعٌ لَهُ وَيَجُوْزُ فِى النَّصِّ وَغَيْرِهِ اِذَا كَانَ ثَابِتًا بِهِ اَىْ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى مَنْصُوْصًا فِى النَّصِّ كَالطَّوَافِ فِىْ سُؤْرِ الْهِرَّةِ وَاَنْ يَكُوْنَ فِىْ غَيْرِ النَّصِّ وَلٰكِنْ ثَابِتًا بِهٖ كَالْاَمْثِلَةِ الَّتِىْ مَرَّتِ الْاٰنَ ـ

সরল অনুবাদ : চাই তা একক হোক অথবা একাধিক। বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, এ দু'টিও وَصْف-এর শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ ইল্লত এমন وَصْف হবে যা একক, اَجْزَاء দ্বারা গঠিত নয়। যেমন- قَدْر অথবা جِنْس একাকী ধারে বিক্রয় হারাম হওয়ার জন্য ইল্লত। অথবা সে وَصْف কতিপয় বস্তু দ্বারা গঠিত হবে। যেমন- قَدْر ও جِنْس উভয়ে একত্রে 'অতিরিক্ত' হারাম হওয়া-এর জন্য ইল্লত। মোটকথা, গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য اِسْمًا وَحُكْمًا এ দু'টি নিঃসন্দেহে وَصْف-এর প্রতিপক্ষ এবং لُزُوْمًا وَعَارِضًا এ দু'টি সন্দেহাতীতভাবে وَصْف-এর প্রকারভুক্ত। আর جَلِيًّا وَخَفِيًّا তদ্রূপ فَرْدًا وَعَدَدًا এ চারটি বাক্যের আনুপূর্বিক অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায় যে, وَصْف-এর প্রতিপক্ষ ও অন্তর্ভুক্ত উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। অবশ্য শক্তিশালী মত এই যে, এ চারটিই وَصْف-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটার প্রকার। কেননা, وَصْف হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এদের অস্তিত্বের কোনো উদাহরণ আমরা পাইনি। মোটকথা, عِلَّة جَامِعَة-এর এ সকল প্রকারকে উসূলীদের পরিভাষায় কখনো সাধারণভাবে وَصْفও বলে ফেলা হয়, চাই এ ইল্লতটি وَصْف হোক অথবা اِسْم অথবা শরয়ী হুকুম। যেমনটি স্বয়ং গ্রন্থকার (র.)-এর কালামে তার আলোচনা শীঘ্রই আসছে। এসব কিছু ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এরই রকমারি উদ্ভাবন। আর অন্যান্য লোকজন তাঁরই অনুসরণকারী। **আর এটাও জায়েজ রয়েছে যে, এ عِلَّة جَامِعَة স্বয়ং নসের মধ্যে উল্লিখিত হবে অথবা উল্লিখিত হবে না; কিন্তু তা দ্বারা আবশ্যই সাব্যস্ত হবে।** অর্থাৎ উল্লিখিত ইল্লতের জন্য এটা জায়েজ রয়েছে যে, তা সুস্পষ্টভাবে নসের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। যেমন- বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কিত হাদীসের মধ্যে طَوَاف ইল্লতটির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর এটাও জায়েজ আছে যে, নসের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে না; কিন্তু نَصّ-এর চাহিদা দ্বারা সাব্যস্ত হবে। যেমনটি এইমাত্র উল্লিখিত উদাহরণসমূহে রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَفَرْدًا চাই তা একক হোক وَعَدَدًا অথবা একাধিক হোক اَلظَّاهِرُ বাহ্যত বুঝা যায় যে اَنَّهُ اَيْضًا এ দু'টিও تَقْسِيْمٌ শ্রেণীভুক্ত لِلْوَصْفِ ওয়াসফের فَالْوَصْفُ কাজেই ইল্লত এমন ওয়াসফ হবে اَلْفَرْدُ যা একক كَالْعِلَّةِ যেমন ইল্লত بِالْقَدْرِ পরিমাণের জন্য وَحْدَهُ একাকী اَوِ الْجِنْسُ সমজাতীয়ের وَحْدَهُ একাকী لِحُرْمَةِ বিক্রয় হারাম হওয়ার জন্য النَّسَاءِ ধারে وَالْوَصْفُ অথবা সেই ওয়াসফ اَلْعَدَدُ যা কতিপয় বস্তু দ্বারা গঠিত হবে كَالْقَدْرِ مَعَ الْجِنْسِ যেমন قَدْر ও جِنْس উভয়েই এক সাথে عِلَّةٌ ইল্লত لِحُرْمَةِ হারাম হওয়ার জন্য اَلتَّفَاضُلِ অতিরিক্ত وَالْحَاصِلُ মোটকথা اَنَّ قَوْلَهُ গ্রন্থকারের কাওল اِسْمًا وَحُكْمًا ইসমান ও হুকমান এ দু'টি لاَ شُبْهَةَ নিঃসন্দেহে فِىْ اَنَّهُ এ দু'টো مُقَابِلٌ প্রতিপক্ষ لِلْوَصْفِ ওয়াসফের وَاَنَّ قَوْلَهُ আর গ্রন্থকারের কাওল لاَزِمًا وَعَارِضًا লাযেমান ও আরেযান لاَ شَكَّ فِىْ اَنَّهُ নিঃসন্দেহে এ দু'টি قِسْمٌ لِلْوَصْفِ ওয়াসফের প্রকারভুক্ত وَاَمَّا الْجَلِىُّ وَالْخَفِىُّ আর জলী ও খফী শব্দদ্বয় وَكَذَا এমনিভাবে اَلْفَرْدُ وَالْعَدَدُ ফারদ ও আদাদ শব্দদ্বয় মোট এ চারটি শব্দ فَقَدْ اَوْرَدَهُ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন عَلٰى سَبِيْلِ পর্যায়ে اَلْمُقَابَلَةِ প্রতিপক্ষ وَالتَّدَاخُلِ এবং অন্তর্ভুক্ত উভয় হওয়ার সম্ভাবনার وَالظَّاهِرُ অবশ্য প্রকাশ্য বা শক্তিশালী

অভিমত হলো إِذْ لَمْ نَجِدْ لَهُ এ চারটি وَصْف -এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটার প্রকার أَنَّهُ قِسْمٌ لِلْوَصْفِ কেননা (وَصْف হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এদের অস্তিত্বের) আমরা পাইনি مِثَالًا কোনো উদাহরণ إِلَّا فِيْ قِسْمِ الْوَصْفِ একমাত্র وصف -এর প্রকার ব্যতীত وَقَدْ يُسَمّٰى আর কখনো বলা হয় الْمَعْنَى الْجَامِعُ ইল্লাতে মুশতারিকার এ সব প্রকারকে الْوَصْفَ ওয়াসফ مُطْلَقًا সাধারণভাবে فِيْ عُرْفِهِمْ উসূলবিদদের পরিভাষায় عَلٰى مَا كَانَ سَوَاءٌ চাই সে ইল্লতটি হোক وَصْفًا ওয়াসফ أَوْ إِسْمًا অথবা ইসম أَوْ حُكْمًا অথবা শরয়ী হুকুম سَيَأْتِيْ যেমনটি এর আলোচনা শীঘ্রই আসছে وَهٰذَا كُلُّهُ এ সব কিছুই مِنْ تَفَنُّنِ উদ্ভাবন فَخْرِ الْإِسْلَامِ ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এর وَالنَّاسُ أَتْبَاعٌ لَهُ আর অন্যান্য লোকজন তাঁরই অনুসরণকারী وَيَجُوْزُ আর এটাও জায়েজ আছে যে فِي النَّصِّ ইল্লাতে জামিআ নসের মধ্যে উল্লিখিত হবে وَغَيْرِهِ অথবা উল্লিখিত হবে না إِذَا كَانَ ثَابِتًا بِهِ কিন্তু তা দ্বারা অবশ্যই সাব্যস্ত হবে أَيْ অর্থাৎ يَجُوْزُ এটা জায়েজ আছে فِي النَّصِّ উল্লিখিত ইল্লতের জন্য এটা أَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى স্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকবে مَنْصُوْصًا নসের মধ্যে كَالطَّوَافِ যেমন হাদীসে উল্লিখিত طَوَافٌ ইল্লতটির সুস্পষ্ট উল্লেখ فِيْ سُؤْرِ الْهِرَّةِ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কিত وَأَنْ يَكُوْنَ আর এটাও জায়েজ আছে وَلٰكِنْ ثَابِتًا بِهِ নসের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে না فِيْ غَيْرِ النَّصِّ কিন্তু নসের দ্বারা সাব্যস্ত হবে كَالْأَمْثِلَةِ যেমন উদাহরণসমূহ الَّتِيْ مَرَّتْ যেগুলো অতিক্রম করে গেছে الْآنَ এখন বা এইমাত্র।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَرْدًا وَعَدَدًا -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে عِلَّةٌ একক ও একাধিক হতে পারে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইল্লত একক (মাত্র একটি)ও হতে পারে, আবার একাধিকও হতে পারে। একাধিক হওয়ার অর্থ হলো, কয়েকটি বস্তু সমষ্টিগতভাবে (যৌথভাবে) علة হওয়া। যেমন– কোনো কোনো সময় পায়খানা, প্রস্রাব, রক্ত ইত্যাদি কয়েকটি মিলে অজু ওয়াজিব হওয়ার عِلَّةٌ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ فِي النَّصِّ وَغَيْرِهِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে عِلَّةٌ টা نَصٌّ -এর মধ্যে উল্লেখ থাকতে পারে এবং অন্যত্রও থাকতে পারে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যে نَصٌّ -এর উপর কিয়াস করত فَرْعٌ -এর মধ্যে حُكْمٌ -কে সাব্যস্ত করা হয়েছে সে نَصٌّ -এর মধ্যেই عِلَّةٌ সরাসরি উল্লেখ থাকতে পারে। যেমন– নবী করীম ﷺ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট হালাল হওয়ার কারণ (عِلَّت) হিসেবে বলেছেন– فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ যেহেতু বিড়াল সদা সর্বদা তোমাদের আশে-পাশে বিচরণ করে থাকে, আর সব সময় খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখা সম্ভবপর হয় না। এ জন্য বিড়ালের উচ্ছিষ্টকে হারাম করলে তা তোমাদের জন্য حَرَجٌ عَظِيْمٌ (মহাবিপদ) হয়ে দেখা দিবে, সেহেতু বিড়ালের উচ্ছিষ্টকে তোমাদের জন্য হালাল ও পাক রাখা হলো। সুতরাং نَصٌّ -এর মধ্যে সরসারি এটা পাক হওয়ার عِلَّةٌ (طَوَافٌ) বর্ণিত হয়েছে। কাজেই অন্য যে জানোয়ারে মধ্যে উপরিউক্ত عِلَّةٌ পাওয়া যাবে তথায় উপরিউক্ত حُكْمٌ কার্যকর হবে।

আর উক্ত عِلَّةٌ সরাসরি نَصٌّ -এর মধ্যে উল্লেখ না থাকলেও চলবে। তবে উক্ত نَصٌّ দ্বারা তা সাব্যস্ত হতে হবে এবং نَصٌّ একে কামনা করতে হবে। যেমন– হাদীস শরীফে এসেছে যে, নবী করীম ﷺ بَيْعِ سَلَمْ -এর অনুমতি দিয়েছেন। আর এটার عِلَّةٌ (কারণ) হলো عَاقِدْ -এর দরিদ্রতা। অথচ نَصٌّ -এর মধ্যে স্পষ্টভাবে দরিদ্রতার উল্লেখ নেই। তবে نَصٌّ টি লাযেমভাবে একে বুঝে থাকে।

ثُمَّ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ مَا يُعْلَمُ بِهٖ اَنَّ هٰذَا الْوَصْفَ وَصْفٌ دُوْنَ غَيْرِهٖ فَقَالَ وَ دَلَالَةُ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً صَلَاحُهٗ وَعَدَالَتُهٗ فَاِنَّ الْوَصْفَ فِى الْقِيَاسِ بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِدِ فِى الدَّعْوٰى فَكَمَا يُشْتَرَطُ فِى الشَّاهِدِ لِلْقَبُوْلِ اَنْ يَكُوْنَ صَالِحًا وَعَادِلًا فَكَذَا فِى الْوَصْفِ وَكَمَا اَنَّ فِى الشَّاهِدِ لَا يَجُوْزُ الْعَمَلُ قَبْلَ الصَّلَاحِ وَلَا يَجِبُ قَبْلَ الْعَدَالَةِ فَكَذَا فِى الْوَصْفِ ثُمَّ بَيَّنَ مَعْنَى الصَّلَاحِ وَالْعَدَالَةِ عَلٰى غَيْرِ تَرْتِيْبِ اللَّفِّ فَبَدَأَ اَوَّلًا بِذِكْرِ الْعَدَالَةِ بِقَوْلِهٖ -

সরল অনুবাদ : ইল্লতের প্রকারসমূহ বর্ণনা করার পর এখন গ্রন্থকার (র.) এ مِعْيَارْ বা মাপকাঠিটির বর্ণনা করছেন, যা দ্বারা গায়রে ইল্লত হতে ইল্লতের পার্থক্য জানা সম্ভব হবে। **সুতরাং তিনি বলেছেন, وَصْف-এর উপযুক্ততা ও ন্যায়পরায়ণতাই তার 'ইল্লত হতে পারা'-এর প্রতি নির্দেশ করে।** কেননা, কিয়াসের জন্য وَصْف দাবি বা অভিযোগ-এর সাক্ষীর ন্যায়। যদ্রূপ সাক্ষীর সাক্ষ্য কবুল হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, তিনি সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত ও ন্যায়পরায়ণ হবেন, তদ্রূপ وَصْف-এর জন্যও উপযুক্ত এবং ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। আর যদ্রূপ উপযুক্ততা সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর আমল করা জায়েজ নয় এবং ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে এটার উপর আমল করা ওয়াজিব নয়, (যদিও জায়েজ) وَصْف-এর অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। (অর্থাৎ উপযুক্ততা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে এটার উপর আমল করা শুদ্ধ নয় এবং ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে আমল জায়েজ আছে, ওয়াজিব নয়।) وَصْف-এর উপযুক্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা-এর অর্থ কি গ্রন্থকার (র.) অধারাবাহিক পদ্ধতিতে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে চাচ্ছেন। সুতরাং তিনি তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা প্রথমে ন্যায়পরায়ণতা-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ شَرَعَ এরপর গ্রন্থকার শুরু করেছেন فِىْ بَيَانِ বর্ণনা مَا يُعْلَمُ بِهٖ যা দ্বারা (গায়রে ইল্লত হতে ইল্লতের পার্থক্য) জানা সম্ভব হবে اَنَّ هٰذَا الْوَصْفَ وَصْفٌ এটাই হলো মূল ওয়াসফ دُوْنَ غَيْرِهٖ অন্যটি নয় فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَ دَلَالَةُ এর প্রতি নির্দেশ করে كَوْنِ الْوَصْفِ ওয়াসফটি হওয়া عِلَّةً ইল্লত صَلَاحُهٗ ওয়াসফ হওয়ার উপযুক্ততা وَعَدَالَتُهٗ এবং তার ন্যায়পরায়ণতা فَاِنَّ الْوَصْفَ কেননা, ওয়াসফের দাবি فِى الْقِيَاسِ কিয়াসের জন্য بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِدِ সাক্ষীর ন্যায় فِى الدَّعْوٰى অভিযোগ বা দাবির ক্ষেত্রে فَكَمَا يُشْتَرَطُ যেমনি শর্ত হলো فِى الشَّاهِدِ সাক্ষীর لِلْقَبُوْلِ তার সাক্ষ্য কবুল হওয়ার জন্য اَنْ يَكُوْنَ صَالِحًا সাক্ষ্য দানের উপযুক্ত হওয়া وَعَادِلًا এবং ন্যায়পরায়ণ হওয়া فَكَذَا তদ্রূপ উপযুক্ত ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত فِى الْوَصْفِ ওয়াসফের জন্যও وَكَمَا এমনিভাবে اَنَّ فِى الشَّاهِدِ সাক্ষীর জন্য لَا يَجُوْزُ তার সাক্ষীর উপর জায়েজ হবে الْعَمَلُ আমল করা قَبْلَ الصَّلَاحِ উপযুক্ততা সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে وَلَا يَجِبُ এবং এটার উপর আমল করা ওয়াজিব নয় قَبْلَ الْعَدَالَةِ ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে فَكَذَا فِى الْوَصْفِ ওয়াসফের অবস্থাও তদ্রূপ ثُمَّ بَيَّنَ অতঃপর গ্রন্থকার বর্ণনা করছেন مَعْنَى অর্থ الصَّلَاحِ উপযুক্ততা وَالْعَدَالَةِ এবং ন্যায়পরায়ণতার عَلٰى غَيْرِ تَرْتِيْبِ اللَّفِّ অধারাবাহিক পদ্ধতিতে فَبَدَأَ اَوَّلًا সুতরাং তিনি প্রথমেই শুরু করেছেন بِذِكْرِ الْعَدَالَةِ আদালতের সংজ্ঞা بِقَوْلِهٖ তাঁর এই কাওল দ্বারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَ دَلَالَةُ كَوْنِ الْوَصْفِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে وَصْف-এর صَلَاحِيَّة ও عَدَالَة প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। وَصْف-এর যোগ্যতা ও এটার عَدَالَة এটা عِلَّة হওয়ার দলিল। মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সাক্ষীর যে ভূমিকা ঠিক কিয়াসের ক্ষেত্রে عِلَّة-এরও সে একই ভূমিকা। যোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণ ব্যতীত যদ্রূপ সাক্ষীর সাক্ষ্য মোকদ্দমার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয় না তদ্রূপ যোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত কিয়াসের ক্ষেত্রে عِلَّة গ্রহণযোগ্য নয়। সাক্ষীর যোগ্যতা ব্যতিরেকে যদ্রূপ তার সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা জায়েজ হয় না, যদ্রূপ عِلَّة-এর যোগ্যতা ব্যতীত কিয়াস অনুসারে আমল করা জায়েজ নয়। অপরপক্ষে عَدَالَة ব্যতীত যেমন সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল ওয়াজিব হয় না, তেমনটি عِلَّة-এর عَدَالَة ব্যতীত তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হয় না।

প্রকাশ থাকে যে, مُعَلَّلْ بِهٖ-এর وَصْف-এর সমজাতীয়ের মধ্যে وَصْف-এর اَثَرْ বা ক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার দ্বারা এটার عَدَالَة প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ অনুরূপ হলেই তা عَادِلْ বলে প্রমাণিত হবে, আর অনুরূপ না হলে তা غَيْر عَادِلْ সাব্যস্ত হবে।

بِظُهُوْرِ اَثَرِهٖ فِىْ جِنْسِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ بِهٖ اَىْ بِاَنْ ظَهَرَ اَثَرُ الْوَصْفِ فِىْ جِنْسِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ بِهٖ مِنْ خَارِجٍ قَبْلَ الْقِيَاسِ وَاِنْ ظَهَرَ اَثَرُهٗ فِىْ عَيْنِ ذٰلِكَ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ بِهٖ مِنْهُ فَبِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى وَجُمْلَتُهٗ تَرْتَقِىْ اِلٰى اَرْبَعَةِ اَنْوَاعٍ اَلْاَوَّلُ اَنْ يَظْهَرَ اَثَرُ عَيْنِ ذٰلِكَ الْوَصْفِ فِىْ عَيْنِ ذٰلِكَ الْحُكْمِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَاَثَرِ عَيْنِ الطَّوَافِ فِىْ عَيْنِ سُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالثَّانِىْ اَنْ يَظْهَرَ اَثَرُ عَيْنِ ذٰلِكَ الْوَصْفِ فِىْ جِنْسِ ذٰلِكَ الْحُكْمِ وَهُوَ الَّذِىْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (رحـ) كَالصِّغَرِ ظَهَرَ تَاْثِيْرُهٗ فِىْ جِنْسِ حُكْمِ النِّكَاحِ وَهُوَ وِلَايَةُ الْمَالِ لِلْوَلِىِّ فَكَذَا فِىْ وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَالثَّالِثُ اَنْ يُؤَثِّرَ جِنْسُهٗ فِىْ عَيْنِ ذٰلِكَ الْحُكْمِ كَاِسْقَاطِ قَضَاءِ الصَّلٰوةِ الْمُتَكَثِّرَةِ بِعُذْرِ الْاِغْمَاءِ فَاِنَّ لِجِنْسِ الْاِغْمَاءِ وَهُوَ الْجُنُوْنُ وَالْحَيْضُ تَاْثِيْرًا فِىْ عَيْنِ اِسْقَاطِ الصَّلٰوةِ وَالرَّابِعُ مَا ظَهَرَ اَثَرُ جِنْسِهٖ فِىْ جِنْسِ ذٰلِكَ الْحُكْمِ كَاِسْقَاطِ الصَّلٰوةِ عَنِ الْحَائِضِ فَاِنَّ لِجِنْسِهٖ وَهُوَ مَشَقَّةُ السَّفَرِ تَاْثِيْرًا فِىْ جِنْسِ سُقُوْطِ الصَّلٰوةِ وَهُوَ سُقُوْطُ الرَّكْعَتَيْنِ وَهٰذِهِ الْاَقْسَامُ كُلُّهَا مَقْبُوْلَةٌ وَقَدْ اَطَالَ الْكَلَامَ فِيْهَا صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ ـ

সরল অনুবাদ : مُعَلَّلْ بِهٖ-এর হুকুমের **সমগোত্রীয় হুকুমের মধ্যে তার লক্ষণ প্রকাশিত হওয়া দ্বারা** অর্থাৎ যে وَصْف-কে কোনো হুকুমের ইল্লত সাব্যস্ত করা হচ্ছে, যদি সে হুকুমের সমগোত্রীয় হুকুম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কিয়াস করার পূর্বেই অন্য কোনো নস দ্বারা এ নসের লক্ষণ প্রকাশ হয়ে পড়ে (তাহলে وَصْف-এর ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হয়ে যাবে।) আর যদি হুবহু সে হুকুমটি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে وَصْف-এর লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে অধিকতর সঙ্গত কারণে وَصْف-এর ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হবে। মোটকথা, কোনো وَصْف-এর ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হওয়ার চারটি অবস্থা হতে পারে– ১. যে وَصْف-কে হুকুমের ইল্লত সাব্যস্ত করা হচ্ছে, যদি সে وَصْف-এর লক্ষণ হুবহু সে হুকুমের মধ্যে (নস-এর সাহায্যে) প্রকাশ পায়, তাহলে এরূপ وَصْف সর্বসম্মতিক্রমেই কার্যকর ইল্লত। যেমন– হুবহু طَوَافْ-এর লক্ষণ হুবহু বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়া-এর হুকুমের মধ্যে (প্রকাশ পেয়েছে)। ২. হুবহু সে وَصْف-এর লক্ষণ مُعَلَّلْ بِهٖ-এর সমগোত্রীয় হুকুমের মধ্যে প্রকাশ পাবে। যার উদাহরণ গ্রন্থকার (র.) পরে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ হুবহু صِغَرْ-এর লক্ষণ وِلَايَتِ نِكَاحْ-এর হুকুম-এর সমগোত্রীয় হুকুম অর্থাৎ وِلَايَتِ مَالْ-এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। (صِغَرْ-এর ইল্লত বলে شَارِعْ-এর হুকুম দ্বারা অভিভাবক অপ্রাপ্ত বয়স্কের মালের উপর تَصَرُّفْ বা লেনদেন করার وِلَايَتْ রাখে।) সুতরাং এটার উপর কিয়াস করে অভিভাবক অপ্রাপ্ত বয়স্কের বিবাহের বেলায়ও وِلَايَتْ-এর অধিকার লাভ করবে। ৩. এ وَصْف-এর সমগোত্রীয় وَصْف-এর লক্ষণ হুবহু مُعَلَّلْ بِهٖ-এর হুকুমের মধ্যে প্রকাশ পাবে। যেমন– সংজ্ঞাহীনতার ওজর-এর ইল্লত বলে বহু সংখ্যক নামাজের কাজা জিম্মা হতে রহিত হয়ে যাওয়ার হুকুম প্রদান করা তার সমগোত্রীয় ইল্লত অর্থাৎ পাগলামী ও হায়েয-এর উপর কিয়াস করে, যাদের লক্ষণ হুবহু নামাজ রহিত হওয়ার হুকুমের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ৪. এ وَصْف-এর সমগোত্রীয় وَصْف-এর লক্ষণ مُعَلَّلْ بِهٖ-এর হুকুমের সমগোত্রীয় হুকুমের মধ্যে প্রকাশ পাবে। যেমন– ঋতুবতী মহিলার উপর হতে নামাজ সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়ে যাওয়া। কেননা, ঋতুবতীর উপর নামাজের কাযা সম্পাদন করা কষ্টের কারণ। এ ভিত্তিতে সফর-এর কষ্ট তারই সমগোত্রীয়। আর সফর-এর কষ্ট নামাজ রহিত হওয়ার হুকুমের মধ্যে প্রভাব রাখে। অর্থাৎ (তার উপর হতে সম্পূর্ণরূপে নামাজ রহিত হয়ে যায় না, যেমন হায়েযের বেলায় হয়ে থাকে; বরং চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজসমূহের মধ্যে) শুধু দু' রাকআতই রহিত হয়। মোটকথা, عَدَالَتْ-وَصْف-এর এ অবস্থা চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিই গ্রহণযোগ্য। 'তাওযীহ' প্রণেতা আল্লামা সদরুশ্ শরীয়াহ (র.) এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : بِظُهُوْرِ প্রকাশিত হওয়া اَثَرِهٖ তার লক্ষণ فِىْ جِنْسِ সমগোত্রীয় الْحُكْمِ হুকুমের الْمُعَلَّلِ بِهٖ মুআল্লাল বিহী-এর اَىْ অর্থাৎ بِاَنْ ظَهَرَ এভাবে যে, প্রকাশিত হবে اَثَرُ الْوَصْفِ ওয়াসফের লক্ষণ فِىْ جِنْسِ الْحُكْمِ সমগোত্রীয় হুকুমের

মধ্যে الْمُعَلَّلُ بِهٖ মুআল্লাল বিহী-এর হুকুমের مِنْ خَارِجٍ অন্য কোনো নস দ্বারা قَبْلَ الْقِيَاسِ কিয়াস করার পূর্বে وَاِنْ ظَهَرَ আর যদি
প্রকাশ পায় اَثَرُهٗ ওয়াসফের লক্ষণ فِىْ عَيْنِ ذٰلِكَ الْحُكْمِ হুবহু সে হুকুমটি الْمُعَلَّلِ بِهٖ মুআল্লাল বিহী-এর مِنْهُ তা হতে فَبِالطَّرِيْقِ
তাহলে অধিকতর সঙ্গত কারণেই وَصْف-এর ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হবে وَجُمْلَتُهٗ মোটকথা হলো تَرْتَقِىْ কোনো وَصْف-এর الْاُوْلٰى
ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অবস্থা হতে পারে اِلٰى اَرْبَعَةِ اَنْوَاعٍ চারটি অবস্থা الْاَوَّلُ প্রথমটি হলো اَنْ يَظْهَرَ যদি প্রকাশ পায় اَثَرُ
লক্ষণ হুবহু عَيْنَ ذٰلِكَ الْوَصْفِ ঐ ওয়াসফের فِىْ عَيْنِ ذٰلِكَ الْحُكْمِ হুবহু সেই হুকুমের মধ্যে وَهُوَ তাহলে এটা مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
সর্বসম্মতভাবে কার্যকর ইল্লত كَاَثَرِ যেমনি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে عَيْنِ الطَّوَافِ হুবহু তাওয়াফের فِىْ عَيْنِ হুবহু سُؤْرِ الْهِرَّةِ বিড়ালের
উচ্ছিষ্ট হওয়ায় وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয়টি হলো اَنْ يَظْهَرَ প্রকাশ পাবে اَثَرُ নিদর্শন عَيْنِ হুবহু ذٰلِكَ الْوَصْفِ সে ওয়াসফের فِىْ جِنْسِ ذٰلِكَ
মুআল্লাল বিহী-এর সমগোত্রীয় الْحُكْمِ হুকুমের মধ্যে وَهُوَ الَّذِىْ আর তা হলো (رحـ) ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ সম্মানিত গ্রন্থকার যা পরে উল্লেখ
করেছেন كَالصِّغَرِ যেমন বয়সের স্বল্পতার লক্ষণ ظَهَرَ تَاْثِيْرُهٗ যার লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে فِىْ جِنْسِ সমগোত্রীয় হুকুম حُكْمِ النِّكَاحِ
বিবাহের وِلَايَةِ-এর হুকুম وَهُوَ আর তা হলো وِلَايَةُ الْمَالِ মালের ওলীত্বের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে لِلْوَلِىِّ অভিভাবকের জন্য فَكَذَا
সুতরাং এটার উপর কিয়াস করবে فِىْ وِلَايَةِ অভিভাবকত্বের النِّكَاحِ বিবাহের وَالثَّالِثُ আর তৃতীয়টি হলো اَنْ يُؤَثِّرَ প্রকাশ পাবে
جِنْسُهٗ ওয়াসফ-এর সমগোত্রীয় وَصْف-এর লক্ষণ فِىْ عَيْنِ হুবহু ذٰلِكَ الْحُكْمِ মুআল্লাল বিহী-এর হুকুমের মধ্যে كَاِسْقَاطِ যেমন
রহিত হয়ে যাওয়া قَضَاءِ الصَّلٰوةِ কাযা নামাজ بِعُذْرِ বহু সংখ্যক الْمُتَكَثِّرِ ওজরের কারণে الْاِغْمَاءِ সংজ্ঞাহীনতার فَاِنَّ কেননা
لِجِنْسِ তার সমগোত্রীয় ইল্লতের উপর কিয়াস করে الْاِغْمَاءِ সংজ্ঞাহীনতাকে وَهُوَ আর তা হলো الْجُنُوْنُ পাগলামী وَالْحَيْضُ ও
হায়েযের উপর কিয়াস করে تَاْثِيْرًا যাদের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে فِىْ عَيْنِ হুবহু اِسْقَاطِ الصَّلٰوةِ নামাজ রহিত হওয়ার হুকুমের মধ্যে
ذٰلِكَ الْحُكْمِ আর চতুর্থ প্রকার হচ্ছে مَا ظَهَرَ যা প্রকাশ পাবে اَثَرُ جِنْسِهٖ সমগোত্রীয় লক্ষণ فِىْ جِنْسِ সমগোত্রীয়ের মধ্যে وَالرَّابِعُ
মুআল্লাল বিহী-এর হুকুমের মধ্যে كَاِسْقَاطِ যেমন রহিত হয়ে যাওয়া الصَّلٰوةِ নামাজ عَنِ الْحَائِضِ ঋতুবতী মহিলার উপর হতে فَاِنَّ
لِجِنْسِهٖ এ ভিত্তিতে তারই সমগোত্রীয় وَهُوَ مَشَقَّةُ আর তা হলো কষ্টকর অবস্থা السَّفَرِ সফরের تَاْثِيْرًا তা প্রভাব রাখে فِىْ جِنْسِ
সমজাতীয়ের মধ্যে سُقُوْطِ الصَّلٰوةِ নামাজ রহিত হওয়ার হুকুমের মধ্যে وَهُوَ আর তা হলো سُقُوْطُ রহিত হওয়া الرَّكْعَتَيْنِ দু'
রাকআত وَهٰذِهِ الْاَقْسَامُ এ প্রকারভেদগুলোর كُلُّهَا সবগুলোই مَقْبُوْلَةٌ গ্রহণযোগ্য وَقَدْ اَطَالَ আর দীর্ঘ বা বিশদ করেছেন الْكَلَامَ
আলোচনা فِيْهَا এ বিষয়ে صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ তাওযীহ প্রণেতা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالثَّانِىْ اَنْ يَظْهَرَ اَثَرُ عَيْنِ ذٰلِكَ الخ -এর আলোচনা : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, مُعَلَّلٌ بِهٖ -এর حُكْم-এর মধ্যে وَصْف-এর اَثَر প্রকাশিত হওয়ার দ্বারা وَصْف-এর عَدَالَةٌ সাব্যস্ত হয়ে থাকে। একে বিশ্লেষণ করে শারেহ আল্লাম (র.) প্রমাণ করেছেন যে, মোট চারভাগে وَصْف-এর عَدَالَةٌ প্রমাণিত হয়ে থাকে।

এক. হুবহু ঐ وَصْف-এর اَثَر হুবহু حُكْم-এর মধ্যে প্রকাশিত হবে। যেমন– হুবহু তাওয়াফের প্রতিক্রিয়া বিড়ালের হুবহু উচ্ছিষ্টের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

দুই. হুবহু উক্ত وَصْف-এর اَثَر উক্ত حُكْم-এর جِنْس-এর মধ্যে প্রকাশিত হবে। যেমন– হুবহু صِغَرْ (শিশুত্ব)-এর اَثَر বিবাহের حُكْم-এর جِنْس অর্থাৎ মালের ولايت-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

তিন. وَصْف-এর جِنْس উক্ত حُكْم-এর عَيْن (মূল)-এর মধ্যে اَثَر করবে। বেহুঁশীর কারণে অধিক নামাজের কাযা পরিত্যক্ত হওয়া।। পাগলামী ও حَيْض-এর উপর কিয়াস করে যার اَثَر মূল নামাজ পরিত্যক্ত হওয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

চার. وَصْف-এর جِنْس-এর اَثَر হুকুম-এর جِنْس-এর মধ্যে প্রকাশিত হবে। যেমন– হায়েযা হতে নামাজ পরিত্যক্ত হওয়া। কেননা, এটার جِنْس অর্থাৎ সফরের কষ্ট এর اَثَر নামাজ পরিত্যক্ত হওয়ার جِنْس-এর মধ্যে রয়েছে। যা হোক উপরিউক্ত চতুষ্টয় প্রকারের সব কয়টিই গ্রহণযোগ্য।

ثُمَّ ذَكَرَ بَيَانَ الصَّلَاحِ فَقَالَ وَنَعْنِىْ بِصَلَاحِ الْوَصْفِ مُلَايَمَتَهُ وَهِىَ اَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى مُوَافَقَةِ الْعِلَلِ الْمَنْقُوْلَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَنِ السَّلَفِ بِاَنْ تَكُوْنَ عِلَّةُ هٰذَا الْمُجْتَهِدِ مُوَافِقَةً لِعِلَّةٍ اِسْتَنْبَطَ بِهَا النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُوْنَ وَلَا تَكُوْنُ نَابِيَةً عَنْهَا كَتَعْلِيْلِنَا بِالصِّغَرِ فِىْ وَلَايَةِ الْمَنَاكِحِ جَمْعُ مَنْكَحٍ بِمَعْنَى النِّكَاحِ وَقِيْلَ جَمْعُ مَنْكُوْحَةٍ وَهُوَ ضَعِيْفٌ وَاخْتُلِفَ فِىْ عِلَّةِ وَلَايَةِ النِّكَاحِ فَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) هِىَ الْبَكَارَةُ وَعِنْدَنَا هِىَ الصِّغَرُ وَبَيْنَهُمَا عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ.

সরল অনুবাদ : عَدَالَةٌ-এর বর্ণনা সমাপ্ত করে গ্রন্থকার (র.) এখন صَلَاحِيَّتْ وَصْف-এর মর্মার্থ বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, **আর صَلَاحْ وَصْف দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, وَصْف হুকুমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। অর্থাৎ وَصْف সে ইল্লতসমূহের অনুরূপ হবে, যা নবী করীম ﷺ ও সালাফে সালেহীন হতে উদ্ধৃত হয়েছে।** এভাবে যে, মুজতাহিদ-এর উদ্ভাবিত ইল্লত নবী করীম ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও তাবেয়ীগণের উদ্ভাবিত ইল্লতের অনুরূপ হবে। তাঁদের উদ্ভাবিত ইল্লত হতে দূরবর্তী ও বিপরীত হবে না। **যেমন, আমরা বিবাহের অভিভাবকত্বের জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্কতাকে ইল্লত সাব্যস্ত করেছি।** গ্রন্থকার (র.)-এর ইবারতে উল্লিখিত مَنَاكِحْ শব্দটি مَنْكَحٌ -এর বহুবচন। এটা একটি মাস্‌দারে মীমী; যা 'বিবাহ' -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা مَنْكُوحَةٌ -এর বহুবচন। কিন্তু এ অভিমতটি দুর্বল। বিবাহ সংক্রান্ত অভিভাবকত্বের ইল্লত-এর ব্যাপারে মুজতাহিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটার ইল্লত 'কুমারিত্ব' এবং আমাদের মতে 'অপ্রাপ্ত বয়স্কতা'। এ ইল্লত দু'টির মধ্যে عُمُوْمْ وَخُصُوْصْ مِنْ وَجْهٍ -এর সম্পর্ক রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ ذَكَرَ অতঃপর গ্রন্থকার শুরু করেছেন بَيَانَ বর্ণনা الصَّلَاحِ ওয়াসফের সালাহিয়্যাত (যোগ্যতা) فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَنَعْنِىْ আর আমার উদ্দেশ্য بِصَلَاحِ الْوَصْفِ সালাহে ওয়াসফ দ্বারা مُلَايَمَتَهُ ওয়াসফের হুকুমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে وَهِىَ আর তা হলো اَنْ يَّكُوْنَ তা হবে عَلٰى مُوَافَقَةِ অনুরূপ الْعِلَلِ ইল্লতসমূহের الْمَنْقُوْلَةِ যা উদ্ধৃত হয়েছে عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে وَعَنِ السَّلَفِ এবং সালাফে সালেহীন হতে بِاَنْ এভাবে যে تَكُوْنَ عِلَّةُ ইল্লতটি হবে هٰذَا الْمُجْتَهِدِ এ মুজতাহিদের مُوَافِقَةً অনুরূপ لِعِلَّةٍ ইল্লতের اِسْتَنْبَطَ بِهَا যা উদ্ভাবন করেছেন النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ وَالصَّحَابَةُ সাহাবায়ে কেরাম وَالتَّابِعُوْنَ এবং তাবেয়ীগণের وَلَا تَكُوْنُ আর তা হবে না نَابِيَةً عَنْهَا তাদের উদ্ভাবিত ইল্লত হতে দূরবর্তী ও বিপরীত كَتَعْلِيْلِنَا যেমনি আমরা তা'লীল সাব্যস্ত করেছি بِالصِّغَرِ অপ্রাপ্ত বয়স্কতাকে فِىْ وَلَايَةِ অভিভাবকত্বের জন্য الْمَنَاكِحِ বিবাহের جَمْعُ مَنْكَحٍ শব্দ الْمَنَاكِحْ টি مَنْكَحٌ- এর বহুবচন بِمَعْنَى النِّكَاحِ নিকাহের অর্থে وَقِيْلَ আর কারো মতে جَمْعُ مَنْكُوْحَةٍ এটা مَنْكُوحَةٌ- এর বহুবচন وَهُوَ ضَعِيْفٌ কিন্তু এ অভিমতটি দুর্বল وَاخْتُلِفَ তবে মতপার্থক্য রয়েছে فِىْ عِلَّةِ ইল্লতের ব্যাপারে وَلَايَةِ النِّكَاحِ বিবাহ সংক্রান্ত অভিভাবকত্বের فَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে هِىَ الْبَكَارَةُ এটার ইল্লত কুমারিত্ব وَعِنْدَنَا আর আমাদের هِىَ الصِّغَرُ তা হলো অপ্রাপ্ত বয়স্কতা وَبَيْنَهُمَا এ ইল্লত দু'টির মধ্যে রয়েছে عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ একদিক হতে আম খাসের সম্পর্ক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَعْنِىْ بِصَلَاحِ الْوَصْفِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে عِلَّةٌ-এর صَلَاحِيَةٌ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, عِلَّةٌ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটার عَدَالَةٌ ও صَلَاحِيَةٌ থাকা জরুরি। عَدَالَةٌ -এর বিস্তারিত আলোচনা শেষ করার পর এ স্থলে صَلَاحِيَةٌ -এর আলোচনা করা হয়েছে।

عِلَّةٌ-এর صَلَاحِيَةٌ হলো এটা حُكْمٌ -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া। আরো খুলে বললে বলতে হয় যে, নবী করীম ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও তাবেয়ীগণ যেসব ইল্লত উদ্ভাবন করেছেন মুজতাহিদদের উদ্ভাবিত عِلَّةٌ যেন সেগুলোর অনুরূপ হয়। এদের সাথে সামঞ্জস্যহীন না হয়। যেমন– বিবাহের وَلَايَةٌ-এর ব্যাপারে আমরা صِغَرٌ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া)-কে عِلَّةٌ হিসেবে গণ্য করে থাকি।

فَالصَّغِيْرَةُ يَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ بِكْرًا وَاَنْ تَكُوْنَ ثَيِّبًا وَكَذَا الْبِكْرُ يَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ صَغِيْرَةً وَاَنْ تَكُوْنَ بَالِغَةً فَالْبِكْرُ الصَّغِيْرَةُ يُوَلّٰى عَلَيْهَا اِتِّفَاقًا وَالثَّيِّبُ الْبَالِغَةُ لَا يُوَلّٰى عَلَيْهَا اِتِّفَاقًا وَالثَّيِّبُ الصَّغِيْرَةُ يُوَلّٰى عَلَيْهَا عِنْدَنَا دُوْنَ الشَّافِعِيِّ (رح) وَالْبِكْرُ الْبَالِغَةُ يُوَلّٰى عَلَيْهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) لَا عِنْدَنَا فَعِنْدَنَا لِلصِّغَرِ تَاثِيْرٌ فِىْ وِلَايَةِ النِّكَاحِ لِمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْعِجْزِ اِذِ الصَّغِيْرَةُ عَاجِزَةٌ عَنِ التَّصَرُّفِ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهَا وَلَا تَهْتَدِىْ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَقَدْ ظَهَرَ تَاثِيْرُهُ فِىْ وِلَايَةِ الْمَالِ بِالْاِتِّفَاقِ فَكَذَا فِىْ وِلَايَةِ النِّكَاحِ فَاِنَّهُ اَىِ الصِّغَرُ مُؤَثِّرٌ فِىْ اِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ مِثْلَ تَاثِيْرِ الطَّوَافِ فِىْ طَهَارَةِ سُوْرِ الْهِرَّةِ لِمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الضَّرُوْرَةِ وَالْحَرَجِ فِىْ كَثْرَةِ الْمُزَاوَلَةِ وَالْمَجِىْءِ فَالْحَاصِلُ اَنَّ وَصْفَ الصِّغَرِ الَّذِىْ نَقُوْلُ بِهِ فِىْ وِلَايَةِ النِّكَاحِ مُوَافِقٌ لِوَصْفِ الطَّوَافِ الَّذِىْ قَالَ بِهِ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ سُوْرِ الْهِرَّةِ فِىْ كَوْنِهِمَا مُفْضِيًا اِلَى الْحَرَجِ وَالضَّرُوْرَةِ فَكَمَا اَنَّ الطَّوَافَ فِى الْهِرَّةِ صَارَ ضَرُوْرَةً لَازِمَةً لِطَهَارَةِ السُّوْرِ فَكَذَا الصِّغَرُ فِى النِّكَاحِ صَارَ ضَرُوْرَةً لَازِمَةً لِوِلَايَةِ النِّكَاحِ دُوْنَ الْاِطِّرَادِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ صَلَاحُهُ وَعَدَالَتُهُ اَىْ دَلِيْلُ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً صَلَاحُهُ وَعَدَالَتُهُ ـ

সরল অনুবাদ : সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্কার ক্ষেত্রে এটা সম্ভব রয়েছে যে, সে 'বাকেরা' অথবা 'ছাইয়িবা' যে কোনোটিই হতে পারে। আর কুমারীর ক্ষেত্রেও এটা সম্ভব রয়েছে যে, সে অপ্রাপ্ত বয়স্কা অথবা প্রাপ্ত বয়স্কা যে কোনোটিই হতে পারে। যদি কুমারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে। আর যদি সাইয়্যেবা ও প্রাপ্ত বয়স্কা হয়, তাহলে তার উপর সর্বসম্মতিক্রমে অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে না। আর যদি ছাইয়িবা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা হয়, তাহলে আমাদের মতে তার উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং আমাদের মতে বিবাহের অভিভাবকত্ব অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে 'অপ্রাপ্ত বয়স্কতা'-এরই প্রভাব রয়েছে। **কেননা, এটার সাথে অক্ষমতা ও অপারগতা সংশ্লিষ্ট রয়েছে।** এ জন্য যে, অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা তার নিজ সত্তা ও সম্পদের ক্ষেত্রেই تَصَرُّفْ-এর ক্ষমতা রাখে না এবং সে জানেই না যে, তা কিভাবে সম্পাদন করতে হয়। আর সম্পদের অভিভাবকত্ব অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত বয়স্কতা-এর প্রভাব সর্বসম্মতিক্রমে প্রকাশ পেয়ে গেছে। সুতরাং এটার উপর কিয়াস করে অভিভাবকের জন্য বিবাহের ক্ষেত্রেও অভিভাবকত্ব-এর হক সাব্যস্ত হওয়া উচিত। **কাজেই** এটা অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্কতা **অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ঠিক তদ্রূপ প্রভাবই রাখে, যদ্রূপ طَوَافْ বা অধিক আনাগোনা প্রভাব রেখে থাকে** বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে। **কেননা, এটার সাথেও প্রয়োজন এবং অক্ষমতা সংশ্লিষ্ট রয়েছে।** বিড়ালের গৃহাভ্যন্তরে বসবাস করার ও বারবার আনাগোনা করার কারণে তা হতে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন। সারকথা এই যে, বিবাহের অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে যে অল্প বয়স্কতা-এর وَصْف টিকে আমরা বিবেচনা করেছি, তা ঠিক সে وَصْف طَوَافْ-এরই অনুরূপ, যাকে নবী করীম ﷺ বিড়ালের উচ্ছিষ্টের হুকুমের ব্যাপারে বিবেচনা করেছেন। এ হিসেবে যে, উভয়ের মধ্যেই অসুবিধা ও প্রয়োজন বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং যদ্রূপ বিড়ালের طَوَافْ বা অধিক আনাগোনার প্রয়োজন তার উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়ার কারণ হয়েছে, তদ্রূপ বিবাহের ব্যাপারে অল্প বয়স্কতা-এর অক্ষমতা অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হবে। **কিন্তু اِطِّرَادْ বা অবিচ্ছেদ্যতা দলিল নয়।** এটা গ্রন্থকার (র.)-এর পূর্ববর্তী কাওল- صَلَاحُهُ وَعَدَالَتُهُ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ وَصْف-এর কিয়াসের ইল্লত হওয়ার জন্য তার উপযুক্ততা ও ন্যায়পরায়ণতাই হচ্ছে দলিল।

শাব্দিক অনুবাদ : فَالصَّغِيْرَةُ অতএব অপ্রাপ্ত বয়স্কার ক্ষেত্রে يَجُوْزُ সম্ভাবনা রয়েছে اَنْ تَكُوْنَ بِكْرًا কুমারী হওয়া اَوْ অথবা اَنْ تَكُوْنَ ثَيِّبًا ছাইয়িবা হওয়া وَكَذَا الْبِكْرُ এমনিভাবে কুমারীর ক্ষেত্রেও يَجُوْزُ সম্ভাবনা রয়েছে اَنْ تَكُوْنَ صَغِيْرَةً অপ্রাপ্ত বয়স্কা হওয়া اَوْ اَنْ تَكُوْنَ بَالِغَةً অথবা প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়া فَالْبِكْرُ الصَّغِيْرَةُ অতএব অতএব কুমারীও অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলে يُوَلّٰى عَلَيْهَا

অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে لَا يُوَلَّى عَلَيْهَا সর্বসম্মতিক্রমে اِتِّفَاقًا আর যদি ছাইয়িবা ও প্রাপ্ত বয়স্কা হয় وَالثَّيِّبُ الْبَالِغَةُ তাহলে তার উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে না اِتِّفَاقًا সর্বসম্মতিক্রমে وَالثَّيِّبُ الصَّغِيْرَةُ আর যদি ছাইয়িবা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা হয় يُوَلَّى عَلَيْهَا তাহলে তার উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে عِنْدَنَا আমাদের মতে (رحـ) دُوْنَ الشَّافِعِيِّ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সাব্যস্ত হবে না وَالْبِكْرُ الْبَالِغَةُ আর যদি কুমারী অপ্রাপ্তা বয়স্কা হয় يُوَلَّى عَلَيْهَا তাহলে তার উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে لَا عِنْدَنَا কিন্তু আমাদের মতে সাব্যস্ত হবে না فَعِنْدَنَا কেননা, আমাদের মতে لِلصِّغَرِ تَاثِيْرٌ অপ্রাপ্ত বয়স্কতার প্রভাব রয়েছে فِى وَلَايَةِ النِّكَاحِ বিবাহের অভিভাবকত্ব অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে لِمَا يَتَّصِلُ بِهٖ কেননা, এটার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে مِنَ الْعِجْزِ সক্ষমতা ও অপারগতা اِذِ الصَّغِيْرَةُ কেননা, অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা عَاجِزَةٌ অক্ষম বা ক্ষমতা রাখে না عَنِ التَّصَرُّفِ পরিচালনার ব্যাপারে فِى نَفْسِهَا তার নিজ সত্তার ক্ষেত্রে وَمَا لِهَا এবং তার সম্পদের ক্ষেত্রে وَلَا تَهْتَدِى اِلَيْهِ سَبِيْلًا এবং সে জানে না যে তা কিভাবে সম্পাদন করবে وَقَدْ ظَهَرَ আর প্রকাশ পেয়েছে تَاثِيْرُهٗ এর প্রভাব فِى وَلَايَةِ الْمَالِ সম্পদের অভিভাবকত্ব অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতিক্রমে فَكَذَا এমনিভাবে সাব্যস্ত হওয়া উচিত فِى وَلَايَةِ النِّكَاحِ বিবাহের ক্ষেত্রেও অভিভাবকত্ব فَاِنَّهٗ কাজেই এটা اَىْ অর্থাৎ اَلصِّغَرُ অপ্রাপ্ত বয়স্কতা مُؤَثِّرٌ প্রভাব রাখে فِى اِثْبَاتِ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে الْوَلَايَةِ অভিভাবকত্ব مِثْلَ যদ্রূপ تَاثِيْرِ প্রভাব রাখে الطَّوَافِ অধিক আনাগোনা فِى طَهَارَةِ পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে سُوْرِ الْهِرَّةِ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট لِمَا يَتَّصِلُ بِهٖ কেননা, এর সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে مِنَ الضَّرُوْرَةِ প্রয়োজন وَالْحَرَجِ এবং অক্ষমতা فِى كَثْرَةِ অধিক হওয়ার কারণে الْمُزَاوَلَةِ বসবাস وَالْمَجِيْئِ এবং বারবার আনাগোনা করার দরুন فَالْحَاصِلُ সারকথা হলো اَنَّ وَصْفَ الصِّغَرِ অল্প বয়স্কতার গুণ الَّذِى نَقُوْلُ بِهٖ যা আমরা সাব্যস্ত করেছি فِى وَلَايَةِ النِّكَاحِ বিবাহের অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে مُوَافِقٌ তা অনুরূপ لِوَصْفِ الطَّوَافِ তাওয়াফের ওয়াসফের الَّذِى قَالَ بِهِ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ যা নবী করীম ﷺ বিবেচনা করেছেন فِى سُوْرِ الْهِرَّةِ বিড়ালের উচ্ছিষ্টের হুকুমের ব্যাপারে فِى كَوْنِهِمَا এ উভয়টির মধ্যে হওয়ার কারণে مُفْضِيًا اِلَى الْحَرَجِ অসুবিধা বিদ্যমান রয়েছে وَالضَّرُوْرَةِ এবং প্রয়োজন فَكَمَا সুতরাং তওয়াফ করা যেভাবে اَنَّ الطَّوَافَ বিড়ালের মাঝে فِى الْهِرَّةِ অপরিহার্য প্রয়োজন صَارَ ضَرُوْرَةً لَازِمَةً উচ্ছিষ্ট لِطَهَارَةِ السُّوْرِ পবিত্র হওয়ার জন্য فَكَذَا الصِّغَرُ তদ্রূপ ছোটত্ব, অপ্রাপ্ত বয়স্ক فِى النِّكَاحِ বিয়েতে صَارَ ضَرُوْرَةً لَازِمَةً আবশ্যকীয় প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে لِوَلَايَةِ النِّكَاحِ বিবাহের অভিভাবকত্ব دُوْنَ الْاِطِّرَادِ কিন্তু অবিচ্ছেদ্যতা দলিল নয় مُتَعَلِّقٌ এটা সংশ্লিষ্ট بِقَوْلِهٖ গ্রন্থকারের পূর্বোক্ত কথা صَلَاحُهٗ عِلَّةٌ এ অংশটির সাথে اَىْ অর্থাৎ دَلِيْلٌ এটাই হচ্ছে দলিল كَوْنِ الْوَصْفِ ওয়াসফটির হওয়া عِلَّةٌ ইল্লত صَلَاحُهٗ وَعَدَالَتُهٗ তার উপযুক্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لِمَا يَتَّصِلُ بِهٖ مِنَ الْعِجْزِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে عِلَّةٌ-এর صَلَاحِيَّةٌ-এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, মুজতাহিদদের عِلَّةٌ নবী করীম ﷺ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীন (র.)-এর উদ্ভাবিত عِلَّةٌ-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় উক্ত عِلَّةٌ-এর صَلَاحِيَّةٌ-এর প্রমাণ বহন করে। যেমন– ওলী বিবাহের وَلَايَةٌ (কর্তৃত্ব)-এর অধিকারী হওয়ার عِلَّةٌ হিসেবে আমরা صِغَرٌ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া)-কে নির্ধারণ করে থাকি। আমাদের এ عِلَّةٌ নবী করীম ﷺ কর্তৃক বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়া সংক্রান্ত عِلَّةٌ তথা طَوَافٌ-এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা, طَوَافٌ তথা যেহেতু বিড়াল ঘরের মধ্যে খুব বেশি ঘোরাফেরা এবং যাতায়াত করে অতএব এটা হতে আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত মুশকিল। যেহেতু নবী করীম ﷺ এটার উচ্ছিষ্টকে পবিত্র সাব্যস্ত করেছেন। তদ্রূপ صِغَرٌ-এর সাথে অক্ষমতা জড়িত। কেননা, সে তার নিজের ও মালের ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম নয়। যদ্দরুন তার মালের উপর সর্বসম্মতভাবে ওলীর কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এ অক্ষমতা জনিত কারণে তার বিবাহের ব্যাপারেও ওলীর وَلَايَةٌ (কর্তৃত্ব) সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং যে প্রেক্ষাপটে طَوَافٌ-এর কারণে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র ধার্য হয়েছে, সে প্রেক্ষাপটে صِغَرٌ-এর কারণে বিবাহের ব্যাপারে ওলীর وَلَايَةٌ সাব্যস্ত হবে।

وَهُوَ الْمُسَمّٰى بِالْمُؤَثِّرِيَّةِ دُوْنَ الْاِطِّرَادِ وَهُوَ الْمُسَمّٰى بِالطَّرْدِيَّةِ وَمَعْنَى الْاِطِّرَادِ دَوَرَانُ الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْفِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا اَوْ وُجُوْدًا فَقَطْ وَاِنَّمَا قَالَ ذٰلِكَ لِاَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا فِىْ مَعْنَاهُ فَقِيْلَ وُجُوْدُ الْحُكْمِ عِنْدَ وُجُوْدِهٖ وَعَدَمِهٖ عِنْدَ عَدَمِهٖ وَقِيْلَ وُجُوْدُهٗ عِنْدَ وُجُوْدِهٖ وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَمُهٗ عِنْدَ عَدَمِهٖ وَعَلٰى كُلِّ تَقْدِيْرٍ لَيْسَ هُوَ بِحُجَّةٍ عِنْدَنَا مَا لَمْ يَظْهَرْ تَاثِيْرُهٗ ـ

সরল অনুবাদ : যা مُؤَثِّرِيَّةٌ নামেও অভিহিত। কিন্তু (لِاَنَّ لَهٗ تَاثِيْرًا فِىْ كَوْنِ الْوَصْفِ مُثْبِتًا لِلْحُكْمِ) طَرْدِيَّةٌ বা অবিচ্ছেদ্যতা দলিল হতে পারে না। এটা اِطِّرَادٌ নামেও অভিহিত হয়। اِطِّرَادٌ -এর অর্থ وَصْفٌ -এর সাথে হুকমটির আবর্তিত হওয়া। (অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে تَلَازُمٌ বিরাজ করবে এবং একটি অন্যটির تَابِعٌ হবে) **অস্তিত্বশীলতা ও অস্তিত্বহীনতা উভয়ের বিবেচনায় অথবা শুধু অস্তিত্বশীলতা-এর বিবেচনায়।** যেহেতু اِطِّرَادٌ -এর অর্থের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে, যেমন– কেউ কেউ বলেছেন যে, اِطِّرَادٌ-এর অর্থ হলো– যখন وَصْفٌ অস্তিত্বশীল হবে, তখন হুকুমও অস্তিত্বশীল হবে এবং যখন وَصْفٌ অস্তিত্বহীন হবে, তখন হুকুমও অস্তিত্বহীন হবে। আর কারো কারো মতে اِطِّرَادٌ -এর জন্য এটাই যথেষ্ট যে, যখন وَصْفٌ অস্তিত্বশীল হবে, তখন হুকুমও অস্তিত্বশীল হবে এবং এরূপ কোনো শর্ত নেই যে, যখন وَصْفٌ অস্তিত্বহীন হবে, তখন হুকুমও অস্তিত্বহীন হবে। এ মতপার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই গ্রন্থকার (র.) কথাটি এভাবে বলেছেন। মোটকথা, اِطِّرَادٌ -এর সংজ্ঞা যাই হোক না কেন আমাদের মতে তা হুজ্জত নয় যতক্ষণ না وَصْفٌ -এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ লাভ করবে। (شَارِعٌ -এর পক্ষ হতে হুকুম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَهُوَ الْمُسَمّٰى আর এটাই অভিহিত بِالْمُؤَثِّرِيَّةِ মুআছ্‌ছিরিয়াত নামে دُوْنَ الْاِطِّرَادِ ইত্তিরাদ নয় وَهُوَ الْمُسَمّٰى এটা অভিহিত হয় بِالطَّرْدِيَّةِ তারদীয়াহ নামে وَمَعْنَى الْاِطِّرَادِ আর اِطِّرَادٌ -এর অর্থ হলো دَوَرَانُ আবর্তিত হওয়া الْحُكْمِ হুকুমটি مَعَ الْوَصْفِ ওয়াসফের সাথে وُجُوْدًا অস্তিত্বশীল অবস্থায় وَعَدَمًا এবং অস্তিত্বহীন অবস্থায় اَوْ অথবা وُجُوْدًا فَقَطْ শুধু অস্তিত্বশীলতার বিবেচনায় وَاِنَّمَا قَالَ ذٰلِكَ গ্রন্থকার এটা এ জন্য বলেছেন যে لِاَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا কেননা, ওলামাগণ মতভেদ করেছেন فِىْ مَعْنَاهُ ইত্তিরাদের অর্থের ব্যাপারে فَقِيْلَ যেমন কেউ বলেছেন وُجُوْدُ الْحُكْمِ হুকুম অস্তিত্বশীল হবে عِنْدَ وُجُوْدِهٖ যখন وَصْفٌ অস্তিত্বশীল হবে وَعَدَمِهٖ এবং হুকুম অস্তিত্বহীন হবে عِنْدَ عَدَمِهٖ ওয়াসফ অস্তিত্বহীন হওয়ার সময় وَقِيْلَ আর কারো কারো মতে وُجُوْدُهٗ হুকুম অস্তিত্বশীল হবে عِنْدَ وُجُوْدِهٖ যখন ওয়াসফ অস্তিত্বশীল হবে وَلَا يُشْتَرَطُ তবে এরূপ কোনো শর্ত নেই عَدَمُهٗ হুকুম অস্তিত্বহীন হবে عِنْدَ عَدَمِهٖ যখন ওয়াসফ অস্তিত্বহীন হবে وَعَلٰى كُلِّ تَقْدِيْرٍ মোটকথা اِطِّرَادٌ -এর সংজ্ঞা যাই হোকনা কেন لَيْسَ هُوَ بِحُجَّةٍ এটা আমাদের নিকট কোনো হুজ্জত নয় عِنْدَنَا যে পর্যন্ত প্রকাশ না পায় مَا لَمْ يَظْهَرْ ওয়াসফের প্রতিক্রিয়া تَاثِيْرُهٗ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَعْنَى الْاِطِّرَادِ دَوَرَانُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে عِلَّةٌ -এর দ্বিবিধ প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। عِلَّةٌ সাধারণত দু'প্রকার। এক. اِطِّرَادِيَّةٌ এবং দুই. مُؤَثِّرَيَّةٌ. ১. اِطِّرَابٌ -এর অর্থ হলো– وَصْفٌ -এর সাথে حُكْمٌ ঘূর্ণায়মান হওয়া। অবশ্য এটার সংজ্ঞার মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, اِطِّرَادٌ হচ্ছে وَصْفٌ পাওয়া গেলে حُكْمٌ পাওয়া যাওয়া এবং وَصْفٌ -এর অনুপস্থিতিতে حُكْمٌ পাওয়া না যাওয়া। আর অন্যরা বলেছেন, শুধু وَصْفٌ -এর উপস্থিতিতে حُكْمٌ পাওয়া যাওয়াকেই اِطِّرَادٌ বলে। আমাদের আহনাফের মতে اِطِّرَادٌ কোনো অবস্থায়ই দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। অবশ্য শাফেয়ীগণ একে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা, কোনো কোনো সময়ে গতানুগতিকভাবেও حُكْمٌ পাওয়া যেতে পারে, যাতে মূলত وَصْفٌ -এর কোনো দখল নেই।

আর ২. عِلَّتْ مُؤَثِّرَهٗ হলো– حُكْمٌ -এর মধ্যে সে عِلَّةٌ -এর تَاثِيْرٌ বা প্রভাব রয়েছে। এটা সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য।

لِاَنَّ الْوُجُوْدَ قَدْ يَكُوْنُ اِتِّفَاقِيًّا كَمَا فِىْ وُجُوْدِ الْحُكْمِ عِنْدَ الشَّرْطِ فَلَا يَدُلُّ عَلٰى كَوْنِهٖ عِلَّةً وَالْعَدَمُ لَا دَخْلَ لَهٗ فِىْ عِلِّيَّةِ شَيْئٍ بِالْبَدَاهَةِ وَلِظُهُوْرِهٖ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهٗ وَمِثْلُهٗ التَّعْلِيْلُ بِالنَّفْىِ اَىْ مِثْلُ الْاِطِّرَادِ فِىْ عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهٖ لِلدَّلِيْلِ التَّعْلِيْلُ بِالنَّفْىِ وَ وَقَعَ فِىْ بَعْضِ النُّسَخِ قَوْلُهٗ وَمِنْ جِنْسِهٖ لِاَنَّ اِسْتِقْصَاءَ الْعَدَمِ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوْدَ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ لِاَنَّ الْحُكْمَ قَدْ يَثْبُتُ بِعِلَلٍ شَتّٰى فَلَا يَلْزَمُ مِنْ اِنْتِفَاءِ عِلَّةٍ مَا اِنْتِفَاءُ جَمِيْعِ الْعِلَلِ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى يَكُوْنَ نَفْىُ الْعِلَّةِ دَالًّا عَلٰى نَفْىِ الْحُكْمِ كَقَوْلِ الشَّافِعِىِّ (رح) فِى النِّكَاحِ اَىْ فِىْ عَدَمِ اِنْعِقَادِ النِّكَاحِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ اَنَّهٗ لَيْسَ بِمَالٍ وَكُلُّ مَا هُوَ لَيْسَ بِمَالٍ لَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فَلَابُدَّ فِىْ اِثْبَاتِهٖ مِنْ اَنْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ دُوْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَعِنْدَنَا لَيْسَ لِعَدَمِ الْمَالِيَّةِ تَاثِيْرٌ فِىْ عَدَمِ صِحَّتِهٖ بِالنِّسَاءِ لِاَنَّ عِلَّةَ صِحَّةِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ هِىَ كَوْنُهٗ مِمَّا لَا يَسْقُطُ بِشُبْهَةٍ لَا كَوْنُهٗ مَالًا بِخِلَافِ الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ مِمَّا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ فَاِنَّهٗ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ قَطُّ وَاَيْضًا هُوَ اَدْنٰى دَرَجَةً مِنَ الْمَالِ ـ

সরল অনুবাদ : কেননা, وَصْف-এর অস্তিত্বশীলতার উপর হুকুমের অস্তিত্বশীলতা কোনো কোনো সময় ঘটনাক্রমেও হয়ে থাকে। (ইল্লত হওয়ার ভিত্তিতে নয়।) যেমন– শর্ত অস্তিত্বশীল হওয়ার সময় হুকুম অস্তিত্বশীল হওয়া (অথচ শর্ত ইল্লত নয়)। সুতরাং উভয়ের অস্তিত্বশীলতার ক্ষেত্রে مُطَّرِدْ হওয়া এটা وَصْف-এর ইল্লত হওয়ার উপর দলিল হতে পারে না। আর এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার যে, কোনো বস্তুর ইল্লত হওয়ার ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীনতার কোনো হাত নেই। কথাটি অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে গ্রন্থকার (র.) তা খণ্ডন করার প্রতি মনোযোগ প্রদান করেননি। আর تَعْلِيْلُ بِالنَّفْى অর্থাৎ نَفْىْ-এর সাহায্যে ইল্লত স্থির করা এটাও اِطِّرَادْ-এরই অনুরূপ। অর্থাৎ اِطِّرَادْ যদ্রূপ وَصْف-এর صَالِحْ لِلْعِلَّةِ হওয়ার জন্য দলিল নয়, তদ্রূপ কোনো বিশেষ ইল্লত অনুপস্থিত থাকা হুকুম অনুপস্থিত হওয়ার ইল্লত হতে পারে না। 'মানার'-এর কোনো কোনো সংস্করণে وَمِثْلُهُ التَّعْلِيْلُ-এর স্থলে وَمِنْ جِنْسِهِ التَّعْلِيْلُ কথাটি বিদ্যমান রয়েছে। (এতে অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।) **কেননা, উদ্দিষ্ট ইল্লতটির অস্তিত্বহীন হওয়া দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, অন্য কোনো ইল্লত দ্বারাও হুকুম অস্তিত্বশীল হতে পারবে না।** এ জন্য যে, কখনো একই হুকুমের বহু সংখ্যাক ইল্লত হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো বিশেষ ইল্লতের অনুপস্থিতির কারণে দুনিয়ার সকল ইল্লতই অনুপস্থিত থাকা আবশ্যক হবে না যে, বলা হবে– 'ইল্লতের অনুপস্থিতি এটা হুকুমের অনুপস্থিতির প্রতি নির্দেশ করে।' **যেমন– বিবাহের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ইস্তিদলাল** অর্থাৎ বিবাহ সংঘটিত না হওয়ার ব্যাপারে **পুরুষের সাথে মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা– এই বলে যে, বিবাহবন্ধন বস্তুটি মাল নয়।** আর যে মুয়ামালাই মালের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, তা পুরুষদের সাথে মহিলাগণের সাক্ষ্য দ্বারা সংঘটিত হবে না। সুতরাং বিবাহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য জরুরি। একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। আর আমাদের মতে মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে عَدَمُ مَالِيَتْ বা 'মাল না হওয়া'-এর কোনো প্রভাব নেই। কেননা, মহিলাদের সাক্ষ্য এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ইল্লত এই নয় যে, এটাও একটি মালসংক্রান্ত মুয়ামালা; বরং ইল্লত হচ্ছে– 'সন্দেহের কারণে বিবাহ ভঙ্গ না হওয়া'। (আর যে বস্তু সন্দেহ দ্বারা ভঙ্গ হয় না তাতে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। সুতরাং বিবাহের ক্ষেত্রেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।) কিন্তু নির্ধারিত দণ্ড ও কেসাস-এর মুয়ামালা এটার বিপরীত। কারণ, এগুলো সন্দেহ দ্বারা রহিত হয়ে যায়। এ জন্য এ সকল ক্ষেত্রে কখনো মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। তদুপরি (বিবাহের ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য হওয়ার এটাও একটি কারণ যে,) বিবাহ মালের চাইতেও নিম্নস্তরের।

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ الْوُجُوْدَ কেননা, وَصْفٌ-এর অস্তিত্বশীলতার উপর হুকুমের অস্তিত্বশীলতা قَدْ يَكُوْنُ اِتِّفَاقِيًّا কখনো কখনো ঘটনাক্রমে হয়ে থাকে كَمَا যেমনিভাবে فِىْ وُجُوْدِ الْحُكْمِ হুকুম অস্তিত্বশীল হওয়া عِنْدَ الشَّرْطِ শর্ত অস্তিত্বশীল হওয়ার সময় فَلَا يَدُلُّ সুতরাং দলিল হতে পারে না عَلٰى كَوْنِهٖ عِلَّةً ওয়াসফের ইল্লত হওয়ার ক্ষেত্রে وَالْعَدَمُ আর অস্তিত্বহীনতার لَا دَخْلَ لَهٗ

কোনো হাত নেই فِىْ عِلِّيَّةِ شَىْءٍ কোনো বস্তুর ইল্লত হওয়ার ক্ষেত্রে بِالْبَدَاهَةِ এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার وَلِظُهُوْرِهٖ এ কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট হওয়ার কারণে لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهٗ গ্রন্থকার তা খণ্ডন করার দিকে মনোযোগ প্রদান করেননি وَمِثْلُهٗ আর اِطِّرَادٌ -এর অনুরূপ التَّعْلِيْلُ بِالنَّفْىِ নফীর সাহায্যে ইল্লত স্থির করা اَىْ অর্থাৎ مِثْلُ الْاِطِّرَادِ ইত্তিরাদ যদ্রূপ فِىْ عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهٖ ওয়াসফের صَالِحٌ لِلْعِلَّةِ হওয়ার জন্য নয় لِلدَّلِيْلِ التَّعْلِيْلُ কোনো বিশেষ ইল্লতের দলিল بِالنَّفْىِ অনুপস্থিত থাকা وَ وَقَعَ আর বিদ্যমান রয়েছে فِىْ بَعْضِ النُّسَخِ কোনো কোনো সংস্করণে لِاَنَّ اِسْتِقْصَاءَ الْعَدَمِ উক্ত কথাটি হলো مِنْ جِنْسِهٖ التَّعْلِيْلُ এ কথাটি قَوْلُهٗ وَمِنْ جِنْسِهٖ কেননা, উদ্দিষ্ট ইল্লতটির অস্তিত্বহীন হওয়া দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে لَا يَمْتَنِعُ হতে পারবে না الْوُجُوْدُ অস্তিত্বশীল مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ অন্য কোনো ইল্লত দ্বারা فَلَا يَلْزَمُ কেননা, একই হুকুম قَدْ يَثْبُتُ কখনো সাব্যস্ত হয়ে থাকে بِعِلَلٍ شَتّٰى বহুসংখ্যক ইল্লত দ্বারা لِاَنَّ الْحُكْمَ সুতরাং আবশ্যক হবে না مِنْ اِنْتِفَاءِ عِلَّةٍ مَا কোনো ইল্লতের অনুপস্থিতির দরুন اِنْتِفَاءُ অনুপস্থিত থাকা جَمِيْعِ الْعِلَلِ সকল ইল্লতই مِنَ الدُّنْيَا দুনিয়ার حَتّٰى يَكُوْنَ এমনকি হবে نَفْىُ الْعِلَّةِ ইল্লতের অনুপস্থিতি دَالًّا নির্দেশসূচক عَلٰى نَفْىِ الْحُكْمِ হুকুমের অনুপস্থিতির প্রতি كَقَوْلِ الشَّافِعِىِّ (رح) যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল فِى النِّكَاحِ বিবাহের ব্যাপারে اَىْ অর্থাৎ فِىْ عَدَمِ না হওয়ায় وَكُلٌّ النِّكَاحِ বিবাহ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা مَعَ الرِّجَالِ পুরুষের সাথে اَنَّهٗ لَيْسَ بِمَالٍ কেননা, বিবাহ বন্ধনটি মাল নয় مَا هُوَ আর এমন সব কার্যক্রম لَيْسَ بِمَالٍ যা মাল নয় لَا يَنْعَقِدُ তা সংঘটিত হবে না بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা مَعَ الرِّجَالِ পুরুষের সাথে فَلَابُدَّ কাজেই আবশ্যক হলো فِىْ اِثْبَاتِهٖ বিবাহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে مِنْ اَنْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ দু'জন পুরুষ সাক্ষী হওয়া دُوْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না وَعِنْدَنَا আর আমাদের হানাফীদের মতে لَيْسَ لِعَدَمِ الْمَالِيَّةِ تَاثِيْرٌ মাল না হওয়ার কোনো প্রভাব নেই فِىْ عَدَمِ صِحَّتِهٖ বিবাহ বিশুদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে بِالنِّسَاءِ মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা لِاَنَّ عِلَّةَ কেননা, এটা এমন ইল্লত নয় صِحَّةِ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য شَهَادَةِ النِّسَاءِ মহিলাদের সাক্ষ্য هِىَ كَوْنُهٗ বরং ইল্লত হচ্ছে مِمَّا لَا يَسْقُطُ بِشُبْهَةٍ সন্দেহের কারণে বিবাহ ভঙ্গ না হওয়া لَا كَوْنُهٗ مَالًا এটা কোনো মাল সংক্রান্ত মুয়ামালা নয় بِخِلَافِ কিন্তু এর বিপরীত হলো الْحُدُوْدِ নির্ধারিত দণ্ড وَالْقِصَاصِ এবং কেসাস مِمَّا يَنْدَرِئُ কেননা, এগুলো রহিত হয়ে যায় بِالشُّبُهَاتِ সন্দেহ দ্বারা فَاِنَّهٗ لَا يَثْبُتُ ফলে গ্রহণযোগ্য হয় না بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ মহিলাদের সাক্ষ্য قَطُّ কখনো وَاَيْضًا هُوَ اَدْنٰى আর নিম্ন পর্যায়েরও دَرَجَةً مِنَ الْمَالِ অর্থসম্পদের স্তর হতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لِاَنَّ اِسْتِقْصَاءَ الْعَدَمِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে আহনাফের মতে عِلَّتْ اِطِّرَادِيَّةْ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে عِلَّتْ اِطِّرَادِيَّةْ সহীহ ও গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং বলা হয়েছে যে, একই حُكْم -এর জন্য একাধিক عِلَّةْ থাকতে পারে। কাজেই একটি عِلَّةْ পাওয়া না গেলে যে, আর কোনো عِلَّةْও পাওয়া যাবে না তা ঠিক নয়; বরং একটির অনুপস্থিতিতে অন্য একটির উপস্থিতির কারণে حُكْم পাওয়া যাওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, পুরুষের সাথে মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা তথা দু'জন মহিলা ও একজন পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না; বরং কমপক্ষে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন হবে। এটার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে, বিবাহ মাল নয়। আর যা মাল নয়, তাতে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। উল্লেখ্য যে, আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে قِصَاص وَحُدُوْد ইত্যাদি যা সন্দেহের দ্বারা রহিত হয়ে যায় তাতে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এটা ছাড়া অন্যত্র নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কাজেই আহনাফের মতে পুরুষের সাথে নারীর সাক্ষ্য যোগে বিবাহ সংঘটিত হবে।

بِدَلِيْلِ ثُبُوْتِهِ بِالْهَزْلِ الَّذِى لَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ فَلَمَّا كَانَ الْمَالُ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ فَبِالْأَوْلٰى اَنْ يَثْبُتَ بِهَا النِّكَاحُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ السَّبَبُ مُعَيَّنًا اِسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ مِنْ قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ التَّعْلِيْلُ بِالنَّفْىِ اَىْ لَا يُقْبَلُ التَّعْلِيْلُ بِالنَّفْىِ فِىْ حَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ اِلَّا فِىْ حَالِ كَوْنِ السَّبَبِ مُعَيَّنًا فَاِنَّ عَدَمَهُ يَمْنَعُ وُجُوْدَ الْحُكْمِ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ اِذْ لَا وَجْهَ لَهُ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ (رحـ) فِىْ وَلَدِ الْغَصَبِ اَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ لِاَنَّهُ لَمْ يَغْصِبْ فَاِنَّ مَنْ غَصَبَ جَارِيَةً حَامِلَةً فَوَلَدَتْ فِىْ يَدِ الْغَاصِبِ ثُمَّ هَلَكَا يَضْمَنُ قِيْمَةَ الْجَارِيَةِ دُوْنَ الْوَلَدِ ـ

সরল অনুবাদ : কেননা, হাসি-ঠাট্টার অবস্থায়ও (ইজাব-কবুল দ্বারা) বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায়। কিন্তু মালসংক্রান্ত মুয়ামালা এটার বিপরীত। হাসি-ঠাট্টা দ্বারা তা সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং যখন মালসংক্রান্ত মুয়ামালা (বিবাহের চাইতে উচ্চস্তরের হওয়া সত্ত্বেও) মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তখন বিবাহ আরো বেশি সঙ্গত কারণে মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হবে। **অবশ্য যদি কোনো হুকুমের সবব নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।** এটা গ্রন্থকার (র.)-এর পূর্ববর্তী বক্তব্য- وَمِثْلُهُ التَّعْلِيْلُ بِالنَّفْىِ হতে اِسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ বা অসংযুক্ত ইস্তিছনা বিশেষ। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই نَفْى দ্বারা তা'লীল গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যখন হুকুমের সবব নির্দিষ্ট হবে, তখন نَفْى দ্বারা তা'লীল গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, যখন এ সববটি ব্যতীত হুকুমের আর অন্য কোনো সববই নেই, তখন অন্য কোনো সবব দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। এ জন্যই নির্দিষ্ট সবব-এর অনুপস্থিতি দ্বারা হুকুমের অনুপস্থিতি আবশ্যক হবে। **যেমন- ইমাম মুহাম্মদ (র.) অপহৃতা ক্রীতদাসীর সন্তান সম্পর্কে বলেছেন যে, অপহরণকারী উক্ত সন্তানের ক্ষতিপূরণ দান করবে না। কেননা, সে উক্ত সন্তানটিকে অপহরণ করেনি।** অর্থাৎ যদি কেউ কোনো গর্ভবতী ক্রীতদাসীকে অপহরণ করে এবং অপহরণকারীর দখলে থাকাবস্থায় উক্ত ক্রীতদাসী সন্তান প্রসব করে আর পরে উভয়ই (ক্রীতদাসী ও তার সন্তান) হালাক হয়ে যায়, তাহলে অপহরণকারী শুধু ক্রীতদাসীর মূল্যই ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রদান করবে, সন্তানের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : بِدَلِيْلِ দলিলের মাধ্যমে ثُبُوْتِهِ বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায় بِالْهَزْلِ হাসিঠাট্টার অবস্থায় الَّذِىْ لَا يَثْبُتُ হাসি-ঠাট্টা দ্বারা সাব্যস্ত হবে না الْمَالُ মাল সংক্রান্ত লেনদেনে فَلَمَّا كَانَ الْمَالُ সুতরাং যখন মাল সংক্রান্ত মুয়ামালা يَثْبُتُ بِهِ সাব্যস্ত হয় بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা فَبِالْاَوْلٰى তখন সঙ্গত কারণে اَنْ يَثْبُتَ بِهَا মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হবে النِّكَاحُ বিবাহ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ তবে যদি কোনো হুকুমের হয় السَّبَبُ সববটি مُعَيَّنًا নির্দিষ্ট اِسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ এটা অসংযুক্ত ইস্তিছনা বিশেষ مِنْ قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ التَّعْلِيْلُ بِالنَّفْىِ গ্রন্থাকারের বাণী وَمِثْلُهُ التَّعْلِيْلُ بِالنَّفْىِ হতে اَىْ অর্থাৎ لَا يُقْبَلُ التَّعْلِيْلُ তালীল গ্রহণযোগ্য নয় بِالنَّفْىِ নফী দ্বারা فِىْ حَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ কোনো অবস্থাতেই اِلَّا فِىْ حَالِ তবে সে অবস্থায় نَفْى দ্বারা তা'লীল গ্রহণযোগ্য হবে كَوْنُ السَّبَبِ হুকুমের সববটি হবে مُعَيَّنًا নির্দিষ্ট فَاِنَّ عَدَمَهُ এ জন্য নির্দিষ্ট সববের অনুপস্থিতিতে يَمْنَعُ وُجُوْدَ الْحُكْمِ হুকুমের অনুপস্থিতি আবশ্যক হবে مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ অন্য কোনো সববের দ্বারা اِذْ لَا وَجْهَ لَهُ কেননা, এর আর অন্য কোনো সববই নেই كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ (رحـ) যেমনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন فِىْ وَلَدِ الْغَصَبِ অপহৃতা ক্রীতদাসীর সন্তান সম্পর্কে اَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ যে অপহরণকারী উক্ত সন্তানের ক্ষতিপূরণ দান করবে না لِاَنَّهُ لَمْ يَغْصِبْ কেননা, সে উক্ত সন্তানটি আপহরণ করেনি فَاِنَّ مَنْ غَصَبَ অর্থাৎ যে অপহরণ করে جَارِيَةً حَامِلَةً গর্ভবতী ক্রীতদাসীকে فَوَلَدَتْ অতঃপর সে প্রসব করে فِىْ يَدِ الْغَاصِبِ অপহরণকারীর হাতে ثُمَّ هَلَكَا অতঃপর উভয়েই ধ্বংস হয়ে যায় يَضْمَنُ তাহলে অপহরণকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে قِيْمَةَ الْجَارِيَةِ শুধু ক্রীতদাসীর মূল্যই دُوْنَ الْوَلَدِ সন্তানের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ السَّبَبُ مُعَيَّنًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে عِلَّةٌ নির্দিষ্ট হলে تَعْلِيْلٌ بِالنَّفْىِ গ্রহণযোগ্য হবে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আহনাফের মতে تَعْلِيْلٌ بِالنَّفْىِ তথা না হওয়াকে عِلَّةٌ নির্ধারণ করা জায়েজ নেই। তবে যদি কোনো حُكْم -এর عِلَّةٌ নির্দিষ্ট থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে تَعْلِيْلٌ بِالنَّفْىِ সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হবে। এটার উদাহরণ হিসেবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, কেউ যদি কোনো দাসীকে অপহরণ করে, আর দাসীটি অপহরণকারীর নিকট থাকাকালীন সন্তান প্রসব করে এবং অতঃপর উভয়েই মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহলে সন্তানের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা, ক্ষতিপূরণের عِلَّةٌ হলো অপহরণ করা। অথচ সে তো সন্তানকে অপহরণ করেনি। সুতরাং যখন عِلَّةٌ তথা অপহরণ পাওয়া যাবে না, তখন حُكْم অর্থাৎ ক্ষতিপূরণও পাওয়া যাবে না। আর এটাকে تَعْلِيْلٌ بِالنَّفْىِ বলে। কেননা, এক্ষেত্রে অন্য কোনো عِلَّةٌ পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

لِاَنَّ الْغَصْبَ اِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْجَارِيَةِ دُوْنَ الْوَلَدِ فَقَدْ عَلَّلَ مُحَمَّدٌ هٰهُنَا بِالنَّفْيِ بِاَنَّ عِلَّةَ الضَّمَانِ فِيْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ لَيْسَتْ اِلَّا الْغَصْبَ فَبِانْتِفَائِهٖ يَنْتَفِى الضَّمَانُ ضَرُوْرَةً وَهٰكَذَا اَقْوَالُهٗ فِى الْمُسْتَخْرَجِ مِنَ الْبَحْرِ كَاللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ اَنَّهٗ لَا خُمُسَ فِيْهِ لِاَنَّهٗ لَمْ يُوْجَفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَاِنَّ عِلَّةَ وُجُوْبِ خُمُسِ الْغَنِيْمَةِ لَيْسَتْ اِلَّا اِيْجَافُ الْمُسْلِمِيْنَ بِالْخَيْلِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هٰهُنَا

وَالْاِحْتِجَاجُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ عَطْفٌ عَلَى التَّعْلِيْلِ بِالنَّفْيِ اَيْ مِثْلُ الْاِطِّرَادِ الْاِحْتِجَاجُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ فِيْ عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهٖ لِلدَّلِيْلِ وَمَعْنَاهُ طَلَبُ صُحْبَةِ الْحَالِ لِلْمَاضِيْ بِاَنْ يَّحْكُمَ عَلَى الْحَالِ بِمِثْلِ مَا حُكِمَ فِى الْمَاضِيْ وَحَاصِلُهٗ اِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلٰى مَا كَانَ بِمُجَرَّدِ اَنَّهٗ لَمْ يُوْجَدْ لَهٗ دَلِيْلٌ مُزِيْلٌ وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) اِسْتِدْلَالًا بِبَقَاءِ الشَّرَائِعِ بَعْدَ وَفَاتِهٖ وَعِنْدَنَا هُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ـ

সরল অনুবাদ : এর কারণ এই যে, অপহরণকারী তো শুধু ক্রীতদাসীকেই অপহরণ করেছে– সন্তানকে অপহরণ করেনি। (সন্তান তো অনুগামী হিসেবে অপহরণের মধ্যে স্থান লাভ করেছে মাত্র। যার উপর মালিকের স্বতন্ত্র ও পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠিত ছিল না– যা অপহরণ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত।) এখানে ইমাম মুহাম্মদ (র.) অপহরণ সাব্যস্ত না হওয়াকে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত না হওয়ার ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, উল্লিখিত অবস্থায় অপহরণ ব্যতীত ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়ার অন্য কোনো সববই থাকতে পারে না। সুতরাং অপহরণের অনুপস্থিতি দ্বারা হুকুমের অনুপস্থিতি আবশ্যক হবে। অনুরূপভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) সমুদ্র হতে উত্তোলিত মণিমুক্তা, আম্বর ইত্যাদি সম্পর্কে বলেছেন যে, তাতে خُمُسْ বা এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না। কারণ, এ সব বস্তু মুসলমানরা যুদ্ধ করে অর্জন করেনি। (এখানেও ইমাম মুহাম্মদ (র.) خُمُسْ-কে نَفِيْ اِيْجَافْ-কে ওয়াজিব না হওয়ার ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন।) কেননা, কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উট ও ঘোড়া দৌড়ানো (অর্থাৎ জিহাদ ও যুদ্ধ) ব্যতীত গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার অন্য কোনো সবব নেই এবং উক্ত সববটি এ সমস্ত বস্তুর মধ্যে অনুপস্থিত রয়েছে। **আর اِسْتِصْحَابْ حَالْ দ্বারা দলিল পেশ করা।** এটা গ্রন্থকার (র.)-এর পূর্ববর্তী বক্তব্য– اَلتَّعْلِيْلُ بِالنَّفْيِ-এর উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ اِسْتِصْحَابُ حَالْ দ্বারা দলিল পেশ করা এটাও اِطِّرَادْ-এর ন্যায় গ্রহণযোগ্য নয় এবং দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। اِسْتِصْحَابُ حَالْ-এর অর্থ– বর্তমানকে অতীতের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা। অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর বর্তমানে সেরূপ হুকুম প্রয়োগ করা, যেরূপ এটার উপর অতীতে প্রযোজ্য ছিল। যার সারসংক্ষেপ এরূপ– যে হুকুমটি প্রথম হতে চলে আসছে, তাকে স্বীয় অবস্থার উপর শুধু এ জন্য ছেড়ে দিতে হবে যে, এ হুকুমটিকে পরিবর্তনকারী অন্য কোনো দলিল পাওয়া যায়নি। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে اِسْتِصْحَابْ حَالْ হুজ্জত। তাঁর দলিল এই যে, নবী করীম ﷺ-এর ইন্তেকালের পর হতে অদ্যাবধি শরিয়তের হুকুমসমূহ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। (আর اِسْتِصْحَابُ حَالْ ব্যতীত শরিয়তের আহকাম অক্ষুণ্ণ থাকার অন্য কোনো দলিল নেই।) আর আমাদের মতে اِسْتِصْحَابْ حَالْ হুজ্জত নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ الْغَصْبَ কেননা, অপহরণ اِنَّمَا وَقَعَ সাব্যস্ত হয়েছে عَلَى الْجَارِيَةِ শুধু দাসীর উপর دُوْنَ الْوَلَدِ সন্তানের উপর নয় فَقَدْ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) বলেন (رحـ) عَلَّلَ مُحَمَّدٌ ইমাম মুহাম্মদ (র.) ক্ষতিপূরণ ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন هٰهُنَا এ স্থানে بِالنَّفْيِ অপহরণ না হওয়াকে بِاَنَّ عِلَّةَ الضَّمَانِ যেহেতু ক্ষতিপূরণের ইল্লত فِيْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ এ অবস্থায় لَيْسَتْ اِلَّا الْغَصْبَ অপহরণ ব্যতীত অন্য কোনো সববই থাকতে পারে না فَبِانْتِفَائِهٖ সুতরাং অপহরণের অনুপস্থিতি দ্বারা يَنْتَفِى الضَّمَانُ ক্ষতিপূরণের অনুপস্থিতি ضَرُوْرَةً আবশ্যকীয় হবে وَهٰكَذَا اَقْوَالُهٗ এমনিভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতামত فِى الْمُسْتَخْرَجِ উত্তোলিত সম্পদ সম্পর্কে مِنَ الْبَحْرِ সমুদ্র হতে كَاللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ যেমন– মণিমুক্তা আম্বর ইত্যাদি اَنَّهٗ لَا خُمُسَ فِيْهِ এতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না لِاَنَّهٗ لَمْ يُوْجَفْ عَلَيْهِ কেননা, এগুলো যুদ্ধ করে অর্জন করেনি الْمُسْلِمُوْنَ মুসলমানগণ فَاِنَّ عِلَّةَ যেহেতু কারণ হলো وُجُوْبُ ওয়াজিব হওয়া خُمُسِ الْغَنِيْمَةِ গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ لَيْسَتْ অন্য কিছু নয় اِلَّا اِيْجَافُ الْمُسْلِمِيْنَ মুসলমানদের দৌড়ানো بِالْخَيْلِ ঘোড়া وَهُوَ অপর এ সববটি مُنْتَفٍ অনুপস্থিত هٰهُنَا এ স্থানে وَالْاِحْتِجَاجُ আর দলিল পেশ করা

مِثْلُ الْاِطِّرَادِ ইস্তিসহাবে হাল দ্বারা عَطْفٌ এটা আতফ হয়েছে عَلَى التَّعْلِيْلِ بِالنَّفْيِ -এর উপরে اَيْ অর্থাৎ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ ইত্তিরাদের ন্যায় لِلدَّلِيْلِ দলিল গ্রহণ করা الْاِحْتِجَاجُ যোগ্যতা صَلَاحِيَّتِهٖ রাখে না فِيْ عَدَمِ ইস্তিসহাবে হাল দ্বারা بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ দলিলের وَمَعْنَاهُ আর এর অর্থ হলো طَلَبُ صُحْبَةِ الْحَالِ বর্তমানকে সম্পর্কযুক্ত করা لِلْمَاضِيْ অতীতের সাথে بِاَنْ يُحْكَمَ এভাবে যে, এরূপ হুকুম প্রদান করবে عَلَى الْحَالِ বর্তমান অবস্থার উপর بِمِثْلِ অনুরূপ مَا حُكِمَ فِي الْمَاضِيْ যেরূপ এটার উপর অতীতে প্রযোজ্য ছিল وَحَاصِلُهٗ যার সার-সংক্ষেপ হলো اِبْقَاءُ ছেড়ে দিতে হবে مَا كَانَ স্বীয় অবস্থার উপর عَلٰى مَا كَانَ যে হুকুমটি প্রথম হতে চলে আসছে بِمُجَرَّدِ শুধু এ জন্য যে اَنَّهٗ لَمْ يُوْجَدْ لَهٗ এর জন্য পাওয়া যায়নি دَلِيْلٌ অন্যকোনো দলিল مُزِيْلٌ যা পরিবর্তনকারী وَهُوَ حُجَّةٌ এটা হুজ্জত (رحـ) عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট اِسْتِدْلَالًا তাঁর দলিল হলো بِبَقَاءِ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে الشَّرَائِعِ শরিয়তে বিধিবিধানসমূহ بَعْدَ وَفَاتِهٖ নবী করীম ﷺ -এর ইহধাম ত্যাগের পর وَعِنْدَنَا আর আমাদের হানাফীদের মতে هُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ইস্তিসহাবে হালটি হুজ্জাত বা দলিল নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهٰكَذَا قَوْلُهٗ فِي الْمُسْتَخْرَجِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে تَعْلِيْلٌ بِالنَّفْيِ -এর একটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। আহনাফের মতে সে ক্ষেত্রে عِلَّةٌ নির্দিষ্ট যে ক্ষেত্রে تَعْلِيْلٌ بِالنَّفْيِ জায়েজ ও গ্রহণযোগ্য। ইতঃপূর্বে এর একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় উদাহরণ-এর উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন যে, সমুদ্র হতে মণি-মুক্তা ইত্যাদি যেসব মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী নির্গত হয়ে মানুষের হস্তগত হয় তাতে خُمُسٌ ($\frac{১}{৫}$) ওয়াজিব হবে না। কেননা, خُمُسٌ ওয়াজিব হওয়ার عِلَّةٌ হলো সাধারণ মুসলিমগণ জিহাদ করা। অথচ এক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত, কাজেই خُمُسٌ ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ عِلَّةٌ তথা জিহাদ না পাওয়া যাওয়ার কারণে حُكْمٌ তথা خُمُسٌ ওয়াজিব হওয়াও পাওয়া যাবে না। আর একেই تَعْلِيْلٌ بِالنَّفْيِ বলে। আর এক্ষেত্রে عِلَّةٌ নির্দিষ্ট হওয়া তথা জিহাদ ব্যতীত خُمُسٌ ওয়াজিব হওয়ার অন্য কোনো عِلَّةٌ না থাকার কারণে এটা আহ্নাফের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَالْاِحْتِجَاجُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত اِسْتِصْحَابُ حَالٍ দলিল হতে পারে কিনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। اِسْتِصْحَابُ حَالٍ বলে কোনো বস্তুকে তার পূর্ববর্তী حُكْمٌ -এর উপর বহাল রাখা– এটাকে পরিবর্তনকারী কোনো দলিল পাওয়া না যাওয়ার কারণে। আমাদের আহনাফের মতে اِسْتِصْحَابُ حَالٍ দলিল হওয়ার অযোগ্য। কিন্তু শাফেয়ীগণ একে দলিল হওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। তাদের দলিল হলো নবী করীম ﷺ -এর ইহধাম ত্যাগের পর অদ্যাবধি শরিয়তের আহকাম অব্যাহত ও বহাল আছে। কেননা, এদেরকে পরিবর্তনকারী কোনো দলিল পাওয়া যায়নি।

لِاَنَّ الْمُثْبِتَ لَيْسَ بِمُبْقٍ فَلَا يَلْزَمُ اَنْ يَّكُوْنَ الدَّلِيْلُ الَّذِىْ اَوْجَبَهُ اِبْتِدَاءً فِى الزَّمَانِ الْمَاضِىْ مُبْقِيًا لَهُ فِىْ زَمَانِ الْحَالِ لِاَنَّ الْبَقَاءَ عَرَضٌ حَادِثٌ غَيْرُ الْوُجُوْدِ وَلَابُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ عَلٰى حِدَةٍ وَاَمَّا بَقَاءُ الشَّرَائِعِ فَلِقِيَامِ الْاَدِلَّةِ عَلٰى كَوْنِهِ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَلَا يُبْعَثُ بَعْدَهُ اَحَدٌ يَنْسَخُهَا لَا بِمُجَرَّدِ اِسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَ ذٰلِكَ الْاِسْتِصْحَابُ بِالْحَالِ يَتَحَقَّقُ فِىْ كُلِّ حُكْمٍ عُرِفَ وُجُوْبُهُ بِدَلِيْلِهٖ ثُمَّ وَقَعَ الشَّكُّ فِىْ زَوَالِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّقُوْمَ دَلِيْلُ بَقَائِهٖ اَوْ عَدَمِهٖ مَعَ التَّاَمُّلِ وَالْاِجْتِهَادِ فِيْهِ ـ

সরল অনুবাদ : কেননা, হুকুম সাব্যস্তকারী **দলিলটি তার জন্য স্থিতিবিধায়ক দলিল নয়।** সুতরাং যে দলিলটি অতীতকালে কোনো হুকুমকে সাব্যস্ত করেছিল, এটা আবশ্যক নয় যে, সে দলিলটিই পরবর্তীকালেও এ হুকুমটিকে অবশিষ্ট রাখার পক্ষে দলিল হবে। কেননা, অবশিষ্ট থাকা, এটা অস্তিত্ব লাভ করা হতে আলাদা একটি নতুন গুণ। এ জন্য তার কারণও আলাদা হওয়া আবশ্যক। আর শরীয়তে মুহাম্মদী-এর অবশিষ্ট থাকা- এটা শুধু اِسْتِصْحَابْ حَالْ দ্বারাই প্রমাণিত নয়; বরং সেসব দালায়েল দ্বারাও প্রমাণিত, যা নবী কারীম ﷺ-এর খাতামুন-নাবিয়্যীন হওয়ার এবং তাঁর পরে অন্য কারো দীনে মুহাম্মদীকে রহিতকারী হয়ে আগমন না করার সমর্থনে বিদ্যমান রয়েছে। **আর এটা অর্থাৎ اِسْتِصْحَابْ حَالْ সাব্যস্ত হয় প্রতিটি এমন হুকুমের ক্ষেত্রে, যার অস্তিত্ব কোনো শরয়ী দলিল দ্বারা জানা গেছে। অতঃপর সে হুকুমটির বিলুপ্তির প্রশ্নে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।** চিন্তা-ভাবনা ও ইজতিহাদ সত্ত্বেও হুকুমটির স্থিতি অথবা বিলুপ্তি-এর উপর কোনো দলিল পাওয়া যায় না।

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ الْمُثْبِتَ কেননা, হুকুম সাব্যস্তকারী দলিলটি لَيْسَ بِمُبْقٍ স্থিতি বিধায়ক দলিল নয় فَلَا يَلْزَمُ কাজেই এটা জরুরি নয় اَنْ يَّكُوْنَ الدَّلِيْلُ দলিলটি হবে اَلَّذِىْ اَوْجَبَهُ اِبْتِدَاءً যা কোনো হুকুমকে সাব্যস্ত করেছে فِى الزَّمَانِ الْمَاضِىْ অতীতকালে مُبْقِيًا لَهُ এ হুকুমটিকে আবশিষ্ট রাখার পক্ষে فِىْ زَمَانِ الْحَالِ বর্তমানকালেও لِاَنَّ الْبَقَاءَ কেননা, অবশিষ্ট থাকা عَرَضٌ حَادِثٌ একটি নতুন গুণ غَيْرُ الْوُجُوْدِ অস্তিত্ব লাভ করা হলে আলাদা وَلَابُدَّ لَهُ আর এর জন্য আবশ্যক হলো مِنْ سَبَبٍ কারণ বা সবব عَلٰى حِدَةٍ আলাদা বা পৃথক হওয়া وَاَمَّا بَقَاءُ আর অবশিষ্ট থাকা الشَّرَائِعِ শরীয়তে মুহাম্মদী فَلِقِيَامِ الْاَدِلَّةِ দলিল বিদ্যমান রয়েছে عَلٰى كَوْنِهٖ নবী করীম ﷺ-এর হওয়া خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ সর্বশেষ নবী وَلَا يُبْعَثُ بَعْدَهُ এবং তাঁর পরে আগমন না করা اَحَدٌ অন্য কেউ يَنْسَخُهَا যিনি দীনে মুহাম্মদীকে রহিতকারী لَا بِمُجَرَّدِ اِسْتِصْحَابِ الْحَالِ এটা শুধুমাত্র اِسْتِصْحَابْ حَالْ দ্বারা প্রমাণিত নয় وَ ذٰلِكَ الْاِسْتِصْحَابُ بِالْحَالِ আর এ اِسْتِصْحَابْ حَالْ টি يَتَحَقَّقُ সাব্যস্ত হয় فِىْ كُلِّ حُكْمٍ প্রতিটি এমন হুকুমের ক্ষেত্রে عُرِفَ জানা গেছে وُجُوْبُهُ এর অস্তিত্ব بِدَلِيْلِهٖ কোনো শরয়ী দলিল দ্বারা ثُمَّ وَقَعَ الشَّكُّ তারপর সন্দেহ দেখা দিয়েছে فِىْ زَوَالِهٖ সে হুকুমটির বিলুপ্তির প্রশ্নে مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّقُوْمَ دَلِيْلُ এর উপর কোনো দলিল পাওয়া যায় না بَقَائِهٖ হুকুমটির স্থিতির ব্যাপারে اَوْ عَدَمِهٖ অথবা বিলুপ্তির উপর مَعَ التَّاَمُّلِ চিন্তাভাবনা وَالْاِجْتِهَادِ فِيْهِ ও তাতে ইজতিহাদ সত্ত্বেও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْمُثْبِتَ لَيْسَ بِمُبْقٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اِسْتِصْحَابْ حَالْ দলিল না হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, আহনাফের মতে اِسْتِصْحَابْ حَالْ (তথা পূর্ববর্তী حُكْم -কে পরবর্তী পর্যায়ে বহাল রাখা) দলিল হিসেবে গণ্য হতে পারে না। এখানে এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বলা হয়েছে যে, অতীতের حُكْم বর্তমানে কার্যকর না থাকার কারণ এই যে, যে দলিলের দ্বারা তখন প্রথম বারের মতো حُكْم ওয়াজিব হয়েছে সে দলিলের দ্বারা حُكْم ভবিষ্যতেও কার্যকর থাকা সাব্যস্ত হয় না; বরং এটার জন্য নতুন স্বতন্ত্র দলিলের প্রয়োজন।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর اِسْتِصْحَابْ حَالْ -এর পক্ষে (সমর্থনে) বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর অদ্যাবধি শত শত বৎসর পর্যন্ত তাঁর আহকাম বহাল থাকা اِسْتِصْحَابْ حَالْ দলিল হওয়ার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এর জবাবে আহনাফের পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, اِسْتِصْحَابْ حَالْ -এর প্রেক্ষাপটে নবী করীম ﷺ -এর শরিয়ত অবশিষ্ট (ও স্থায়ী) থাকেনি; বরং তিনি সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে এ জন্যই তাঁর শরিয়ত অদ্যাবধি বহাল রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা টিকে থাকবে।

উল্লেখ্য যে, আমাদের (আহ্নাফের) মতে যদিও اِسْتِصْحَابْ حَالْ হুকুমকে ওয়াজিবকারী দলিল নয় তথাপি বিরোধীগণকে প্রতিহত করার জন্য আমরা তাকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করে থাকি।

فَكَانَ اِسْتِصْحَابُ حَالِ الْبَقَاءِ عَلٰى ذٰلِكَ الْوُجُوْدِ مُوْجِبًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) اَىْ حُجَّةً مُلْزِمَةً عَلَى الْخَصْمِ وَعِنْدَنَا لَا يَكُوْنُ حُجَّةً مُوْجِبَةً وَلٰكِنَّهَا حُجَّةٌ دَافِعَةٌ لِاِلْزَامِ الْخَصْمِ عَلَيْهِ فَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيْمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ حَتّٰى قُلْنَا فِى الشِّقْصِ اِذَا بِيْعَ مِنَ الدَّارِ وَطَلَبَ الشَّرِيْكُ الشُّفْعَةَ فَاَنْكَرَ الْمُشْتَرِىْ مِلْكَ الطَّالِبِ فِىْ مَا فِىْ يَدِهٖ اَىْ فِى السَّهْمِ الْاٰخَرِ الَّذِىْ فِىْ يَدِهٖ وَيَقُوْلُ اَنَّهٗ بِالْاِعَارَةِ عِنْدَكَ اَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهٗ اَىْ قَوْلُ الْمُشْتَرِىْ وَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ اِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِاَنَّ الشَّفِيْعَ يَتَمَسَّكُ بِالْاَصْلِ وَبِاَنَّ الْيَدَ دَلِيْلُ الْمِلْكِ ظَاهِرًا وَالظَّاهِرُ يَصْلُحُ لِدَفْعِ الْغَيْرِ لَا لِاِلْزَامِ الشُّفْعَةِ عَلَى الْمُشْتَرِىْ فِى الْبَاقِىْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) تَجِبُ بِغَيْرِ الْبَيِّنَةِ لِاَنَّ الظَّاهِرَ عِنْدَهٗ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ وَالْاِلْزَامِ جَمِيْعًا فَيَاْخُذُ الشُّفْعَةَ مِنَ الْمُشْتَرِىْ جَبْرًا وَاِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِى الشِّقْصِ لِيَتَحَقَّقَ فِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) اِذْ هُوَ لَا يَقُوْلُ بِالشُّفْعَةِ فِى الْجِوَارِ ـ

সরল অনুবাদ : তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এ اِسْتِصْحَابُ حَالْ পরবর্তী যুগে পূর্ববর্তী অস্তিত্বের প্রেক্ষিতে হুকুম সাব্যস্তকারী হবে। অর্থাৎ এটা স্বীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ হবে। আর আমাদের মতে এটা حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ وَاجِبَةٌ নয়; বরং তা حُجَّةٌ دَافِعَةٌ বা প্রতিরোধকারী দলিল মাত্র। যা শুধু প্রতিপক্ষের (দলিলবিহীন) অভিযোগকেই প্রতিহত করতে পারে। আর এ মতপার্থক্যের ফলাফল সে ক্ষেত্রে প্রকাশিত হবে, যা গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা উল্লেখ করেছেন। যেমন– আমরা বলেছি যে, যদি কোনো গৃহের দুই অংশীদারের মধ্য হতে একজন তার অংশ কারো নিকট বিক্রয় করে দেয় এবং অপর অংশীদার এর উপর شُفْعَةٌ দাবি করে, তাহলে এমতাবস্থায় যদি ক্রেতা شُفْعَةٌ প্রার্থীর হাতে যে অংশ রয়েছে, তাতে তার মালিকানা অস্বীকার করে। অর্থাৎ গৃহের সে অপর অংশ যা তার দখলে রয়েছে, তাতে তার মালিকানা অস্বীকার করে এবং বলে যে, এ অংশটি তো তোমার নিকট কর্জ হিসেবে রয়েছে (তুমি তার মালিক নও যে, তোমার شُفْعَةٌ-এর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে) তাহলে আমাদের মতে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ ক্রেতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং شُفْعَةٌ প্রার্থী কর্তৃক প্রমাণ পেশ করা ছাড়া شُفْعَةٌ সাব্যস্ত হবে না। কেননা, شُفْعَةٌ প্রার্থী তো শুধু মৌলিক অবস্থা দ্বারা (অর্থাৎ পুরাতন দখল দ্বারা মালিকানার উপর) দলিল পেশ করছে। (এটাই اِسْتِصْحَابُ حَالْ যা আমাদের মতে دَلِيْلٌ مُلْزِمٌ নয়।) আর যেহেতু দখল বাহ্যিক দৃষ্টিতে মালিকানার দলিল এবং বাহ্যিক অবস্থা অন্যের اِلزام তো প্রতিরোধ করতে পারে; কিন্তু ক্রেতার উপর গৃহের অবশিষ্ট অংশের شُفْعَةٌ আবশ্যক করার দলিল হতে পারে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, প্রমাণ ছাড়াই شُفْعَةٌ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, বাহ্যিক দলিল তাঁর মতে প্রতিরোধ ও اِلزام উভয়েরই যোগ্যতা রাখে। সুতরাং شُفْعَةٌ প্রার্থী (প্রমাণ ছাড়াই) ক্রেতার নিকট হতে স্বীয় شُفْعَةٌ-এর হক জোরপূর্বক আদায় করতে পারে। গ্রন্থকার (র.) অংশের মধ্যে শরীকানার মাসআলা এ জন্য উল্লেখ করেছেন যে, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতভেদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। কেননা, তিনি প্রতিবেশীর জন্য شُفْعَةٌ সাব্যস্ত হওয়ার কথা স্বীকারই করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ : فَكَانَ اِسْتِصْحَابُ حَالِ সুতরাং اِسْتِصْحَابُ حَالْ টি اَلْبَقَاءُ অবশিষ্ট থাকা عَلٰى ذٰلِكَ الْوُجُوْدِ পূর্ববর্তী অস্তিত্বের প্রেক্ষিতে مُوْجِبًا হুকুম সাব্যস্তকারী হবে عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে اَىْ অর্থাৎ حُجَّةً مُلْزِمَةً আবশ্যকীয় দলিল হবে عَلَى الْخَصْمِ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে وَعِنْدَنَا আর আমাদের হানাফীদের মতে لَا يَكُوْنُ حُجَّةً مُوْجِبَةً এটা হুজ্জাতে মূজিবাহ হবে না وَلٰكِنَّهَا কিন্তু তা হবে حُجَّةٌ دَافِعَةٌ প্রতিরোধকারী দলিল হবে لِاِلْزَامِ الْخَصْمِ عَلَيْهِ প্রতিপক্ষের অভিযোগকে প্রতিহত করতে فَائِدَةُ الْخِلَافِ আর এ মতপার্থক্যের ফলাফল تَظْهَرُ প্রকাশ পাবে فِيْمَا সে ক্ষেত্রে ذَكَرَهُ যা গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন بِقَوْلِهٖ তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা حَتّٰى قُلْنَا অতএব আমরা বলেছি فِى الشِّقْصِ কোনো গৃহের দুই অংশীদারের মধ্য হতে اِذَا بِيْعَ যখন বিক্রয় করে দেয় مِنَ الدَّارِ ঘরের মধ্য হতে তার অংশ وَطَلَبَ এবং দাবি করে الشَّرِيْكُ অপর অংশীদার الشُّفْعَةَ।

শুফ'আহ فِىْ مَا فِىْ يَدِهٖ এমতাবস্থায় যদি ক্রেতা অস্বীকার করে فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِىْ শুফ'আহ দাবিকারীর মালিকানা مِلْكَ الطَّالِبِ যা তার হাতে রয়েছে اِنَّهٗ وَيَقُوْلُ এবং বলে أَىْ অর্থাৎ فِى السَّهْمِ الْاٰخَرِ গৃহের সেই অপর অংশ اَلَّذِىْ فِىْ يَدِهٖ যা তার দখলে রয়েছে قَوْلُ أَىْ অর্থাৎ بِالْاِعَارَةِ এ অংশটি কার্জ হিসেবে রয়েছে عِنْدَكَ তোমার নিকট اِنَّ الْقَوْلَ قَوْلَهٗ এমতাবস্থায় তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে لِاَنَّ ক্রেতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে وَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ আর শুফ'আহ সাব্যস্ত হবে না اِلَّا بِبَيِّنَةٍ প্রমাণ পেশ করা ব্যতীত اَلْمُشْتَرِىْ দলিল পেশ করছে يَتَمَسَّكُ কেননা, শুফ'আহ প্রার্থী اَلشَّفِيْعُ دَلِيْلُ মৌলিক অবস্থা দ্বারা بِالْاَصْلِ আর যেহেতু দখল وَبِاَنَّ الْيَدَ মালিকানার দলিল اِلْزَامُ অন্যের لِدَفْعِ الْغَيْرِ প্রতিরোধ ظَاهِرًا বাহ্যিক দৃষ্টিতে وَ الظَّاهِرُ আর বাহ্যিক অবস্থা يَصْلُحُ সক্ষম হয় الْمِلْكُ করতে পারে لَا لِاِلْزَامِ الشُّفْعَةِ শুফ'আহকে আবশ্যক করার দলিল হতে পারে না عَلَى الْمُشْتَرِىْ ক্রেতার উপর فِى الْبَاقِىْ গৃহের অবশিষ্ট অংশের (رحـ) وَقَالَ الشَّافِعِىُّ আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন تَجِبُ শুফ'আহ সাব্যস্ত হয়ে যাবে بِغَيْرِ الْبَيِّنَةِ প্রমাণ ব্যতীতই لِاَنَّ الظَّاهِرَ কেননা, বাহ্যিক দলিল عِنْدَهٗ তাঁর নিকট يَصْلُحُ যোগ্যতা রাখে لِلدَّفْعِ প্রতিরোধ করার وَالْاِلْزَامُ এবং ইলযামের جَبْرًا উভয়েরই فَيَأْخُذُ সুতরাং শুফ'আহ প্রার্থী আদায় করতে পারে الشُّفْعَةَ শুফ'আকে مِنَ الْمُشْتَرِىْ ক্রেতার নিকট হতে جَمِيْعًا জোরপূর্বক وَاِنَّمَا وَضَعَ সম্মানিত গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন الْمَسْأَلَةَ মালিকানার মাসআলা فِى الشِّقْصِ অংশের মধ্যে لِيَتَحَقَّقَ فِيْهِ যাতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে (رحـ) خِلَافُ الشَّافِعِىِّ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতভেদ اِذْ هُوَ কেননা, তিনি لَا يَقُوْلُ بِالشُّفْعَةِ শুফ'আর কথা স্বীকারই করেন না فِى الْجِوَارِ প্রতিবেশির জন্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ حَتّٰى قُلْنَا فِى الشِّقْصِ اذا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اِسْتِصْحَابُ حَالٍ-এর উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে اِسْتِصْحَابُ حَالٍ নতুনভাবে কোনো حُكْمٌ-কে সাব্যস্ত করতে পারে না, তবে এর দ্বারা বিরোধীগণকে প্রতিহত করা যায়। এটার উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত মাসআলাটিকে পেশ করা যায়।

কোনো ঘরের মধ্যে দু'ব্যক্তি অংশীদার আছে। তাদের মধ্যে একজন তার অংশ বিক্রি করে ফেলল, তখন অন্য অংশীদার ক্রেতার নিকট শুফ'আর দাবি করল। ক্রেতা বলল যে, তুমি মূলত এর মালিক নও; বরং ধার হিসেবে এটা তোমার কবজায় রয়েছে। কাজেই তুমি শুফ'আর হকদার হতে পার না।

উপরিউক্ত মাসআলায় আমাদের আহনাফের মতে শুফ'আর দাবিদারের উপর দলিল পেশ করা ওয়াজিব হবে। কেননা, তার বাহ্যিক কবজা যদিও তার মালিকানাকে অন্যদের হতে প্রতিরোধ করতে সক্ষম, তথাপি অন্যের সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটা যথেষ্ট নয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিনা দলিলেই অন্য অংশে তার শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। কেননা, তাঁর মতে اِسْتِصْحَابُ حَالٍ যদ্রূপ স্বীয় মালিকানাকে অন্যদের হতে হেফাজত করে তদ্রূপ অন্যের উপর স্বীয় অধিকারকেও প্রতিষ্ঠিত করে।

وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا فِى الْمَفْقُوْدِ اَنَّهٗ حَىٌّ فِىْ مَالِ نَفْسِهٖ فَلَا يُقَسَّمُ مَالُهٗ بَيْنَ وَرَثَتِهٖ وَمَيِّتٌ فِىْ مَالِ غَيْرِهٖ فَلَا يَرِثُ مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهٖ لِاَنَّ حَيَاتَهٗ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَهُوَ يَصْلُحُ دَافِعًا لِوَرَثَتِهٖ لَا مُلْزِمًا عَلٰى مُوَرِّثِهٖ وَمِنْ هٰذَا الْجِنْسِ مَسَائِلُ اُخَرُ كَثِيْرَةٌ مَذْكُوْرَةٌ فِى الْفِقْهِ

وَالْاِحْتِجَاجُ بِتَعَارُضِ الْاَشْبَاهِ عَطْفٌ عَلٰى مَا قَبْلَهٗ اَىْ وَمِثْلُ الْاِطِّرَادِ الْاِحْتِجَاجُ بِتَعَارُضِ الْاَشْبَاهِ فِىْ عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهٖ لِلدَّلِيْلِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَنَافِىْ اَمْرَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا يُمْكِنُ اَنْ يَلْحَقَ بِهِ الْمُتَنَازَعُ فِيْهِ ـ

সরল অনুবাদ : আর এ জন্যই (অর্থাৎ যেহেতু ইস্তিসহাব حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ নয়, শুধু প্রতিরোধকারী দলিলমাত্র) নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা বলি যে, তাকে তার সম্পদের বেলায় জীবিত মনে করা হবে। এ কারণে তার মালকে তার ওয়ারিসগণের মধ্যে বণ্টন করা হবে না এবং অন্যের সম্পদের বেলায় তাকে মৃত কল্পনা করা হবে। এ জন্য তাকে তার مُوَرِّثٌ-এর মালের ওয়ারিস সাব্যস্ত করা হবে না। কারণ, তাকে اِسْتِصْحَابُ حَالٍ-এর দলিল দ্বারা জীবিত গণ্য করা হয়েছে এবং এটা স্বীয় উত্তরাধিকারীদের বেলায় প্রতিরোধকারী তো হতে পারে (অর্থাৎ তাদের অংশকে আটকিয়ে রাখবে) কিন্তু مُوَرِّثٌ-এর উপর مُلْزِمٌ হতে পারে না (যে, জীবিত গণ্য হওয়ার ভিত্তিতে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সেও অংশ পাবে)। এ ধরনের আরো শত শত মতভেদপূর্ণ মাসআলা ফিক্‌হ-এর গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রয়েছে। **আর সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তুসমূহের تَعَارُضْ দ্বারা দলিল পেশ করা।** এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ اِطِّرَادْ যদ্রূপ দলিল হওয়ার যোগ্য নয়, তদ্রূপ কোনো মুয়ামালার সাথে সাদৃশ্যসম্পন্ন দু'টি অনুরূপ বস্তুর পারস্পরিক تَعَارُضْও দলিল হওয়ার যোগ্য নয়। تَعَارُضْ اِشْبَاهٌ-এর অর্থ কোনো এমন দু'টি বিষয়ের চাহিদা পরস্পর বিপরীত হয়ে যাওয়া যে, তাদের প্রত্যেকটির সাথে (সাদৃশ্যের কারণে) বিরোধপূর্ণ বিষয়টির সংযুক্তি সম্ভব।

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا আর এ জন্যই আমরা বলি فِى الْمَفْقُوْدِ নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে اَنَّهٗ حَىٌّ তাকে জীবিত মনে করা হবে فِىْ مَالِ نَفْسِهٖ তার সম্পদের বেলায় فَلَا يُقَسَّمُ কাজেই বণ্টন করা হবে না مَالُهٗ তার সম্পদ بَيْنَ وَرَثَتِهٖ তার ওয়ারিসগণের মধ্যে وَمَيِّتٌ আর তাকে মৃত মনে করা হবে فِىْ مَالِ غَيْرِهٖ অন্যের সম্পদের বেলায় فَلَا يَرِثُ কাজেই তাকে ওয়ারিস সাব্যস্ত করা হবে না مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهٖ তার مُوَرِّثْ-এর সম্পদের لِاَنَّ حَيَاتَهٗ কেননা, তাকে জীবিত গণ্য করা হয়েছে بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ ইস্তিসহাবে হালের দলিল দ্বারা وَهُوَ يَصْلُحُ এটা গণ্য হতে পারে دَافِعًا প্রতিরোধকারী হিসেবে لِوَرَثَتِهٖ উত্তরাধিকারীদের বেলায় لَا مُلْزِمًا কিন্তু مُلْزِمٌ হতে পারে না عَلٰى مُوَرِّثِهٖ মূরিছের উপর وَمِنْ هٰذَا الْجِنْسِ এ জাতীয় مَسَائِلُ اُخَرُ অপর মাসআলাসমূহ كَثِيْرَةٌ অনেক রয়েছে مَذْكُوْرَةٌ উল্লিখিত فِى الْفِقْهِ ফিক্‌হের কিতাবসমূহে وَالْاِحْتِجَاجُ আর দলিল পেশ করা بِتَعَارُضِ তা'আরুয দ্বারা الْاَشْبَاهِ সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তুসমূহের عَطْفٌ এটাও আতফ হয়েছে عَلٰى مَا قَبْلَهٗ পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর اَىْ অর্থাৎ وَمِثْلُ الْاِطِّرَادِ ইত্তিরাদ যেরূপ الْاِحْتِجَاجُ দলিল গ্রহণ করা بِتَعَارُضِ الْاَشْبَاهِ সাদৃশ্যপূর্ণ দু'টি বস্তুর পারস্পরিক বিরোধ فِىْ عَدَمِ না হওয়া صَلَاحِيَّتِهٖ لِلدَّلِيْلِ দলিল হওয়ার যোগ্য وَهُوَ আর تَعَارُضْ اِشْبَاهٌ-এর অর্থ হলো عِبَارَةٌ عَنْ تَنَافِىْ পরস্পর বিপরীতমুখি হওয়া اَمْرَيْنِ দু'টি বিষয়ের كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا এদের উভয়টির সাথে مِمَّا يُمْكِنُ সম্ভব اَنْ يَلْحَقَ بِهٖ তার সাথে মিলিত হওয়া الْمُتَنَازَعُ فِيْهِ বিরোধপূর্ণ বিষয়টির।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا فِى الْمَفْقُوْدِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اِسْتِصْحَابُ حَالٍ দলিল না হওয়ার আরো দু'টি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে اِسْتِصْحَابُ حَالٍ যদিও حُكْمٌ-কে লাযেমকারী নয় তথাপি এটা অন্যকে প্রতিরোধ ও প্রতিহতকারী। এখানে এর দ্বিতীয় উদাহরণ পেশ করা হয়েছে– কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছে। এখন আমাদের হানাফীগণের মতে সে তার সম্পদের মালিক থাকবে। তার সম্পদ তার ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টন করা হবে না। কেননা, পূর্ব হতেই সে এটার মালিক। কিন্তু অন্য কোনো ওয়ারিশ মৃত্যুবরণ করলে সে তার উত্তরাধিকারী হবে না এবং তার সম্পত্তির মালিক হবে না। ফিক্‌হের কিতাবসমূহে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এর আরো একটি উদাহরণ যেমন– মনিব তার দাসকে বলল, اِنْ لَمْ تَدْخُلِ الدَّارَ الْيَوْمَ فَاَنْتَ حُرٌّ – তুমি যদি আজকে ঘরে প্রবেশ না কর তাহলে তুমি আজাদ। অতঃপর সে দিবস অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু সে ঘরে প্রবেশ করল কিনা তা জানা গেল না। অতঃপর মনিব বলল যে, তুমি ঘরে প্রবেশ করেছ। কিন্তু গোলাম বলল, আমি ঘরে প্রবেশ করিনি। সুতরাং আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে মনিবের বক্তব্যই সঠিক বলে বিবেচিত হবে, আর গোলাম আজাদ হবে না। কেননা, গোলাম اِسْتِصْحَابُ حَالٍ-এর দ্বারা দলিল পেশ করেছে। কারণ, প্রবেশ না করাই ছিল মূল। কাজেই এটা অন্যের উপর কোনো حُكْمٌ-কে লাযেম করে দেওয়ার যোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে গোলামের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, তাঁর মতে এটা অন্যের উপর حُكْمٌ-কে লাযেম করে দেওয়ার যোগ্য। কাজেই গোলাম প্রবেশ না করার উপর দলিল পেশ করেছে বলে সাব্যস্ত হবে এবং সে (গোলাম) আজাদ হয়ে যাবে।

كَقَوْلِ زُفَرَ (رحـ) فِىْ عَدَمِ وُجُوْبِ غَسْلِ الْمَرَافِقِ اَنَّ مِنَ الْغَايَاتِ مَا يَدْخُلُ فِى الْمُغْيَا كَقَوْلِهِمْ قَرَأْتُ الْكِتَابَ مِنْ اَوَّلِهِ اِلٰى اٰخِرِهِ وَمِنْهَا مَا لَايَدْخُلُ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ فَلَا تَدْخُلُ الْمَرَافِقُ فِىْ وُجُوْبِ غَسْلِ الْيَدِ بِالشَّكِّ لِاَنَّ الشَّكَّ لَا يُثْبِتُ شَيْئًا اَصْلًا وَهٰذَا عَمَلٌ بِغَيْرِ دَلِيْلٍ اَىْ هٰذَا الْاِحْتِجَاجُ الَّذِىْ اِحْتَجَّ بِهٖ زُفَرُ (رحـ) عَمَلٌ بِغَيْرِ دَلِيْلٍ فَيَكُوْنُ فَاسِدًا لِاَنَّ الشَّكَّ اَمْرٌ حَادِثٌ فَلَابُدَّ لَهٗ مِنْ دَلِيْلِهٖ فَاِنْ قَالَ دَلِيْلُهٗ تَعَارُضُ الْاَشْبَاهِ قُلْنَا هُوَ اَيْضًا حَادِثٌ لَابُدَّ لَهٗ مِنْ دَلِيْلٍ فَاِنْ قَالَ دَلِيْلُهٗ ..... دُخُوْلُ بَعْضِ الْغَايَاتِ مَعَ عَدَمِ دُخُوْلِ بَعْضِهَا قُلْنَا لَهٗ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ الْمُتَنَازَعَ فِيْهِ مِنْ اَىِّ الْقَبِيْلِ فَاِنْ قَالَ اَعْلَمُ فَقَدْ زَالَ الشَّكُّ وَجَاءَ الْعِلْمُ وَاِنْ قَالَ لَا اَعْلَمُ فَقَدْ اَقَرَّ بِجَهْلِهٖ وَعَدَمِ الدَّلِيْلِ مَعَهٗ وَهُوَ لَا يَكُوْنُ حُجَّةً عَلَيْنَا وَالْاِحْتِجَاجُ بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ اِلَّا بِوَصْفٍ يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ عَطْفٌ عَلٰى مَا قَبْلَهٗ اَىْ مِثْلَ الْاِطْرَادِ فِىْ عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهٖ لِلدَّلِيْلِ التَّمَسُّكُ بِالْاَمْرِ الْجَامِعِ الَّذِىْ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهٖ فِىْ اِثْبَاتِ الْحُكْمِ ـ

সরল অনুবাদ : যেমন- ইমাম যুফার (র.) **অজুর মধ্যে কনুই ধৌত করা ওয়াজিব না হওয়ার উপর এটা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, غَايَةٌ বা প্রান্তসীমা দুই ধরনের হয়ে থাকে।** কোনো কোনো غَايَةٌ এমন যে, **তা مُغْيَا বা সীমিত**-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। যেমন, আরবদের কথা- قَرَأْتُ الْكِتَابَ مِنْ اَوَّلِهٖ اِلٰى اٰخِرِهٖ (আমি কিতাবখানা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি। এখানে اٰخِرِهٖ শব্দটি غَايَةٌ যা مُغْيَا -এর হুকুম অর্থাৎ قَرَأْتُ -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।) **আর কোনো কোনো غَايَةٌ এমন যে, তা مُغْيَا -এর মধ্যে প্রবেশ করে না।** যেমন, আল্লাহ তা'আলার কাওল- ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ (তোমরা রাত্রি পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করো।) এখানে لَيْل শব্দটি غَايَةٌ যা مُغْيَا -এর হুকুম অর্থাৎ اِتْمَامِ صِيَامٍ-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। এখন এ ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, অজুর আয়াতে مَرَافِق-এর غَايَةٌ-টি তাদের মধ্য হতে কোনটির সাথে সংযুক্ত?) **সুতরাং সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে হস্ত ধৌত করা ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত হুকুমের মধ্যে কনুই অন্তর্ভুক্ত হবে না।** কেননা, সন্দেহ প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো হুকুমই সাব্যস্ত করে না। **আর এটা প্রকৃতপক্ষে একটি দলিলবিহীন কাজ।** অর্থাৎ ইমাম যুফার (র.)-এর এই ইস্তিদ্‌লাল প্রকৃতপক্ষে একটি দলিলবিহীন আমল বৈ আর কিছুই নয়। সুতরাং তা সম্পূর্ণ ফাসেদ। কেননা, সন্দেহ স্বয়ং একটি حَادِثٌ বা নতুন সৃষ্ট বিষয়। সুতরাং তা প্রমাণের জন্যও দলিল থাকা জরুরি। যদি কেউ বলেন যে, تَعَارُضِ اَشْبَاهٍ হচ্ছে সন্দেহ প্রমাণের জন্য দলিল, তাহলে আমরা বলবো যে, تَعَارُضِ اَشْبَاهٍও একটি নতুন সৃষ্ট বস্তু। তা সাব্যস্ত হওয়ার জন্যও স্বতন্ত্র দলিল থাকা আবশ্যক। এটার উপরও যদি কেউ এ ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, কোনো কোনো غَايَةٌ -এর مُغَيَّا -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং কোনো কোনোটির অন্তর্ভুক্ত না হওয়াই এই تَعَارُضِ اَشْبَاهٍ-এর দলিল। তাহলে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করবো আপনি কি জানেন যে, বিরোধপূর্ণ মাসআলাটি কোন শ্রেণীভুক্ত? তখন যদি তিনি বলেন যে, হ্যাঁ আমি জানি। তাহলে তো সন্দেহই দূরীভূত হয়ে গেল এবং দলিলের ইলম অর্জিত হলো। (এমতাবস্থায় تَعَارُضِ اَشْبَاهٍ -এর কোনো অস্তিত্বই আর থাকে না।) আর যদি তিনি এভাবে বলেন যে, না আমি জানি না, তাহলে তো এটা তাঁর নিজের অজ্ঞতা এবং তাঁর নিকট কোনো দলিল না থাকারই স্বীকারোক্তি হলো। যা অন্যদের উপর হুজ্জত হতে পারে না। **আর এমন وَصْف দ্বারা দলিল পেশ করা, যা স্বয়ং কোনো স্বতন্ত্র ইল্লত হতে পারে না, যতক্ষণ না তার সাথে অপর এমন কোনো وَصْف - কে মিলানো হবে, যা দ্বারা মূল ও শাখার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়।** এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর আত্‌ফ হয়েছে। অর্থাৎ اِطْرَاد যদ্রূপ দলিল হওয়ার যোগ্য নয়, তদ্রূপ এমন ইল্লত দ্বারা দলিল পেশ করাও শুদ্ধ নয়, যা অন্য وَصْف-এর সংযুক্তি ব্যতীত হুকুম সাব্যস্তকরণে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : كَقَوْلِ زُفَرَ (رحـ) যেমন- ইমাম যুফার (র.) -এর উক্তি فِىْ عَدَمِ وُجُوْبِ ওয়াজিব না হওয়ার উপর غَسْلِ الْمَرَافِقِ কনুইসমূহ ধৌত করা اَنَّ مِنَ الْغَايَاتِ যে প্রান্তসীমা দুই ধরনের হয়ে থাকে مَا يَدْخُلُ فِيْهِ الْمُغَيَّا প্রান্তসীমা এমন যা

مِنْ اَوَّلِهِ اِلٰى সীমিত-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে كَقَوْلِهِمْ যেমন তাদের কাওল قَرَأْتُ الْكِتَابَ আমি কিতাবটি অধ্যয়ন করেছি اٰخِرِهٖ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত وَمِنْهَا مَا لَا يَدْخُلُ আর কোনো কোনো প্রান্তসীমা সীমিত-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমন মহান আল্লাহর বাণী ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ অতঃপর তোমরা রোজাকে পূর্ণ করো اِلَى اللَّيْلِ রাত পর্যন্ত فَلَا تَدْخُلُ الْمَرَافِقُ সুতরাং কনুই অন্তর্ভুক্ত হবে না فِىْ وُجُوْبِ غَسْلِ الْيَدِ হাত ধৌত করা ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত হুকুমের মধ্যে لِاَنَّ بِالشَّكِّ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে بِغَيْرِ কেননা, সন্দেহ لَا يُثْبِتُ شَيْئًا اَصْلًا প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো হুকুমই সাব্যস্ত করে না وَهٰذَا عَمَلٌ আর এটা একটি কাজ الشَّكِّ دَلِيْلٍ দলিলবিহীন اَىْ অর্থাৎ هٰذَا الْاِحْتِجَاجُ এ দলিল اَلَّذِىْ اِحْتَجَّ بِهٖ যা দ্বারা তিনি দলিল গ্রহণ করেন (رح) زُفَرُ ইমাম যুফার (র.) عَمَلٌ এটা একটি আমল بِغَيْرِ دَلِيْلٍ দলিলবিহীন فَيَكُوْنُ فَاسِدًا সুতরাং তা সম্পূর্ণ ফাসেদ لِاَنَّ الشَّكَّ কেননা, সন্দেহ স্বয়ং اَمْرٌ حَادِثٌ একটি নতুন সৃষ্ট বিষয় فَلَا بُدَّ لَهٗ সুতরাং তা প্রমাণের জন্য আবশ্যক হলো مِنْ دَلِيْلِهٖ দলিল থাকা فَاِنْ قَالَ যদি কেউ বলেন দলিল হচ্ছে تَعَارُضُ الْاَشْبَاهِ তাআরুযে আশবাহ قُلْنَا তাহলে এর জবাবে আমরা বলবো هُوَ اَيْضًا حَادِثٌ - ও تَعَارُضُ اَشْبَاهٍ একটি নতুন সৃষ্ট لَا بُدَّ لَهٗ তার জন্যও আবশ্যক হলো مِنْ دَلِيْلٍ স্বতন্ত্র দলিল থাকা فَاِنْ قَالَ এর উপর যদি কেউ বলেন دَلِيْلُهٗ এর দলিল হলো دُخُوْلُ অন্তর্ভুক্ত হওয়া بَعْضِ الْغَايَاتِ কোনো কোনো প্রান্তসীমা সীমিতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া مَعَ عَدَمِ دُخُوْلِ بَعْضِهَا কোনো কোনোটির অন্তর্ভুক্ত না হওয়া قُلْنَا لَهٗ তাহলে তাকে আমরা প্রশ্ন করবো هَلْ تَعْلَمُ আপনি কি জানেন اِنَّ الْمُتَنَازَعَ فِيْهِ পরস্পর বিরোধপূর্ণ বিষয়টি مِنْ اَىِّ الْقَبِيْلِ কোন্ শ্রেণীভুক্ত? فَاِنْ قَالَ তখন যদি তিনি বলেন اَعْلَمُ হ্যাঁ আমি জানি فَقَدْ زَالَ الشَّكُّ তাহলে তো সন্দেহই দূরীভূত হয়ে গেল وَجَاءَ الْعِلْمُ এবং দলিলের ইলম অর্জিত হলো وَاِنْ قَالَ আর যদি তিনি বলে لَا اَعْلَمُ আমি জানি না فَقَدْ اَقَرَّ তবে তিনি স্বীকার করলেন بِجَهْلِهٖ তার অজ্ঞতা وَعَدَمِ الدَّلِيْلِ مَعَهٗ এবং এর সাথে দলিল না থাকার وَهُوَ আর এটা لَا يَكُوْنُ হতে পারে না حُجَّةً عَلَيْنَا আমাদের উপর দলিল وَالْاِحْتِجَاجُ আর দলিল পেশ করা بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ যা কোনো স্বতন্ত্র ইল্লত হতে পারে না اِلَّا بِوَصْفٍ যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে এমন وَصْف-কে মিলানো হবে يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ যার দ্বারা মূল ও শাখার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায় عَطْفٌ عَلٰى مَا قَبْلَهٗ এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর আতফ اَىْ অর্থাৎ مِثْلُ الْاِطِّرَادِ ইত্তিরাদ যেরূপ فِىْ عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهٖ যোগ্যতা রাখে না لِلدَّلِيْلِ দলিল হওয়ার اَلتَّمَسُّكُ بِالْاَمْرِ الْجَامِعِ অদ্রূপ এমন ইল্লত দ্বারা দলিল পেশ করাও শুদ্ধ নয় اَلَّذِىْ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهٖ যা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় فِىْ اِثْبَاتِ الْحُكْمِ হুকুম সাব্যস্তকরণে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَلَا تَدْخُلُ الْمَرَافِقُ فِىْ وُجُوْبِ غَسْلِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে تَعَارُضُ اَشْبَاهٍ-এর দ্বারা দলিল পেশ করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, تَعَارُضُ اَشْبَاهٍ-এর দ্বারা দলিল পেশ করা জায়েজ নেই। আর تَعَارُضُ اَشْبَاهٍ বলে এমন দু'টি বিষয়ের চাহিদার মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ হওয়া যাদের যে কোনো একটির সাথে বিতর্কিত বিষয়টিকে জড়ানো সম্ভব। যেমন– ইমাম যুফার (র.) হস্ত ধৌতকরণের মধ্যে (অজুতে) কনুই শামিল না হওয়ার কারণ হিসেবে বলেছেন যে, غَايَةٌ দু' প্রকার। **এক.** এতে غَايَةٌ তার مُغَيَّا-এর মধ্যে শামিল হয়। যেমন– قَرَأْتُ الْكِتَابَ مِنْ اَوَّلِهٖ اِلٰى اٰخِرِهٖ অর্থাৎ আমি সম্পূর্ণ কিতাবটি পড়েছি। **দুই.** এতে غَايَةٌ তার مُغَيَّا-এর মধ্যে শামিল হয় না। যেমন– اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ অর্থাৎ রাত্রির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রোজা রাখো। রাত্রি রোজার মধ্যে শামিল হবে না।

এখানে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ তোমরা কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করো। এখানে কনুই হাত ধোয়ার মধ্যে শামিল হবে কিনা তাতে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এ সংশয়ের কারণে কনুই হাত ধৌত করার মধ্যে শামিল হবে না। অর্থাৎ কনুই ধৌত করতে হবে না। জমহুর আহনাফ ইমাম যুফার (র.)-এর উপরিউক্ত অভিমতকে সমর্থন করেননি; বরং তাঁরা বলেছেন যে, ইমাম যুফার (র.) এ ক্ষেত্রে এমন এক আমল করার প্রয়াস পেয়েছেন যার পক্ষে কোনো দলিল নেই।

إِلَّا بِانْضِمَامِ وَصْفٍ يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ حَيْثُ لَمْ يُوْجَدْ هُوَ فِى الْفَرْعِ كَقَوْلِهِمْ فِىْ مَسِّ الذَّكَرِ اَىْ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ فِىْ جَعْلِ مَسِّ الذَّكَرِ نَاقِضًا لِلْوُضُوْءِ اَنَّهُ مَسُّ الْفَرْجِ فَكَانَ حَدَثًا كَمَا اِذَا مَسَّهُ وَهُوَ يَبُوْلُ فَهٰذَا قِيَاسٌ فَاسِدٌ لِاَنَّهُ اِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ فِى الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ قَيْدُ الْبَوْلِ كَانَ قِيَاسَ الْمَسِّ عَلٰى نَفْسِهِ وَهُوَ خَلْفٌ وَاِنِ اعْتُبِرَ فِيْهِ ذٰلِكَ الْقَيْدُ يَكُوْنُ فَارِقًا بَيْنَ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ اِذْ فِى الْاَصْلِ النَّاقِضُ هُوَ الْبَوْلُ وَلَمْ يُوْجَدْ فِى الْفَرْعِ ـ

সরল অনুবাদ : এবং এ وَصْف-এর সংযুক্তির কারণে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে **মূল ও শাখার মধ্যে।** অর্থাৎ সে وَصْف টি শাখার মধ্যে পাওয়া যায় না (শুধু মূলের মধ্যে বিদ্যমান থাকে)। **যেমন– তাঁদের বক্তব্য** مَسْ ذَكَرْ-এর **প্রসঙ্গে।** অর্থাৎ مَسْ ذَكَرْ-কে অজুভঙ্গকারী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে শাফেয়ীগণের এভাবে দলিল পেশ করা যে, **এটাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা হয়। ফলে তা অজু ভঙ্গকারী হবে। যদ্রূপ প্রস্রাব করার সময় লজ্জাস্থান স্পর্শ করা সর্বসম্মতিক্রমে অজুভঙ্গকারী।** কিন্তু এ কিয়াসটি সম্পূর্ণ ফাসেদ। কেননা, যদি مَقِيْس عَلَيْهِ (অর্থাৎ প্রস্রাব করার সময় লিঙ্গ স্পর্শ করা -এর অজুভঙ্গকারী হওয়া) এর মধ্যে প্রস্রাবের শর্তটি বিবেচ্য না হয়, তাহলে قِيَاسُ الشَّيْئِ عَلٰى نَفْسِهٖ বা বস্তুকে স্বয়ং তার নিজের উপরই কিয়াস করা আবশ্যক হবে। (অর্থাৎ قِيَاسُ مَسِّ الذَّكَرِ عَلٰى مَسِّ الذَّكَرِ আবশ্যক হবে) অথচ তা বাতিল। আর যদি প্রস্রাবের শর্তটিও বিবেচ্য হয় তাহলে মূল ও শাখার মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। কারণ, মূলের মধ্যে (مَسُّ ذَكَرٍ مَعَ الْبَوْلِ বরং মূলত) প্রস্রাব করাই প্রকৃত ইল্লত এবং শাখার মধ্যে প্রস্রাবের বিশেষণটি পাওয়া যায় (এখানে শুধু مَسُّ ذَكَرٍ রয়েছে।)

শাব্দিক অনুবাদ : إِلَّا بِانْضِمَامِ وَصْفٍ ওয়াসফের সংযুক্তি ব্যতীত يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ-এর মাধ্যমে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে بَيْنَ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ মূল ও শাখার মধ্যে حَيْثُ لَمْ يُوْجَدْ هُوَ সেই وَصْف টি পাওয়া যায় না فِى الْفَرْعِ শাখার মধ্যে كَقَوْلِهِمْ যেমন তাদের কাওল فِىْ مَسِّ الذَّكَرِ লিঙ্গ স্পর্শকরণ প্রসঙ্গে اَىْ অর্থাৎ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ শাফেয়ীগণের কাওল فِىْ جَعْلِ সাব্যস্ত করার বিষয়ে مَسِّ الذَّكَرِ লজ্জাস্থান স্পর্শকরণ نَاقِضًا ভঙ্গকারী لِلْوُضُوْءِ অজু اَنَّهُ مَسُّ الْفَرْجِ এতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা হয় فَكَانَ حَدَثًا ফলে তা অজু ভঙ্গকারী হবে كَمَا اِذَا مَسَّهُ যেমনিভাবে লজ্জাস্থানকে স্পর্শ করা وَهُوَ يَبُوْلُ পেশাব করার সময় (সর্বসম্মতিক্রমে অজু ভঙ্গকারী) فَهٰذَا قِيَاسٌ فَاسِدٌ কিন্তু এ কিয়াসটি সম্পূর্ণ ফাসেদ لِاَنَّهُ কেননা اِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ যদি বিবেচ্য না হয় فِى الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ মাকীস আলাইহ-এর মধ্যে قَيْدُ الْبَوْلِ প্রসাবের শর্তটি كَانَ قِيَاسُ الْمَسِّ عَلٰى نَفْسِهٖ তাহলে বস্তুকে স্বয়ং তার নিজের উপরই কিয়াস করা আবশ্যক হবে وَهُوَ خَلْفٌ অথবা তা বাতিল وَاِنِ اعْتُبِرَ فِيْهِ আর যদি বিবেচ্য হয় ذٰلِكَ الْقَيْدُ পেশাবের শর্তটি يَكُوْنُ فَارِقًا তাহলে পারস্পরিক ভিন্নতা সৃষ্টি হবে بَيْنَ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ মূল ও শাখার মধ্যে اِذْ فِى الْاَصْلِ কারণ মূলের মধ্যে النَّاقِضُ অজু ভঙ্গের প্রকৃত হলো هُوَ الْبَوْلُ পেশাব করা وَلَمْ يُوْجَدْ প্রসাবের বিশেষণটি পাওয়া যায়নি فِى الْفَرْعِ শাখার মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَقَوْلِهِمْ فِىْ مَسِّ الذَّكَرِ اَىْ قَوْلُ الخ-এর আলোচনা : অন্য وَصْف-এর সাথে যুক্ত করা ব্যতীত যে وَصْف-এর দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে দলিল পেশ করা যায় না– আমাদের আহ্নাফের মতে তা দলিল হওয়ার যোগ্য নয়। তা দ্বারা দলিল উপস্থাপন করা জায়েজ হবে না। যেমন– কতিপয় শাফেয়ী বলে থাকেন যে, مَسُّ الذَّكَرِ (লজ্জাস্থান স্পর্শ করা) এর দ্বারা অজু বিনষ্ট হয়ে যাবে। যেমন– প্রস্রাবের সময় مَسُّ الذَّكَرِ-এর দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে অজু বিনষ্ট হয়ে যায়। তাদের এ কিয়াস ফাসেদ ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা, প্রস্রাবের সময় প্রস্রাবই অজু ভঙ্গের কারণ, লজ্জাস্থান স্পর্শ করা নয়। সুতরাং প্রস্রাবের প্রতি লক্ষ্য না করে শুধু লজ্জাস্থান স্পর্শ করাকে عِلَّةٌ হিসেবে গণ্য করা এবং তার উপর নির্ভর করে مَسُّ الذَّكَرِ-কে অজু ভঙ্গকারী সাব্যস্ত করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়; বরং এটা قِيَاسُ الشَّيْئِ عَلٰى نَفْسِهٖ (কোনো বস্তুকে তার নিজের উপর কিয়াস করা)-এর শ্রেণীভুক্ত– যা বিলকুল নাজায়েজ।

وَقَدْ عَارَضَ هٰذَا الْقِيَاسَ الْحَنَفِيَّةُ مُعَارَضَةَ الْفَاسِدِ بِالْفَاسِدِ فَقَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مَدَحَ الْمُسْتَنْجِيْنَ بِالْمَاءِ فِىْ قَوْلِهٖ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَلَاشَكَّ اَنَّ فِيْهِ مَسَّ الْفَرْجِ فَلَوْ كَانَ حَدَثًا لِمَا مَدَحَهُمْ بِهٖ وَهٰذَا كَمَا تَرٰى وَالْاِحْتِجَاجُ بِالْوَصْفِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ عَطْفٌ عَلٰى مَا قَبْلَهٗ اَىْ مِثْلُ الْاِطْرَادِ فِىْ عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهٖ لِلدَّلِيْلِ الْاِحْتِجَاجُ بِالْوَصْفِ الَّذِىْ اخْتُلِفَ فِىْ كَوْنِهٖ عِلَّةً فَاِنَّهٗ اَيْضًا فَاسِدٌ كَقَوْلِهِمْ فِى الْكِتَابَةِ الْحَالَّةِ اَىْ اَلشَّافِعِيَّةِ فِىْ عَدَمِ جَوَازِ الْكِتَابَةِ الْحَالَّةِ اَنَّهَا عَقْدٌ لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّكْفِيْرِ اَىْ مِنْ اِعْتَاقِ هٰذَا الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ بِالتَّكْفِيْرِ فَكَانَ فَاسِدًا كَالْكِتَابَةِ بِالْخَمْرِ فَاِنَّ هٰذَا الْقِيَاسَ غَيْرُ تَامٍّ لِاَنَّ فَسَادَ الْكِتَابَةِ بِالْخَمْرِ اِنَّمَا هُوَ لِاَجْلِ الْخَمْرِ لَا لِعَدَمِ مَنْعِهَا مِنَ التَّكْفِيْرِ وَالْكِتَابَةُ عِنْدَنَا لَا تَمْنَعُ مِنَ التَّكْفِيْرِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ حَالَّةً اَوْ مُؤَجَّلَةً فَلَابُدَّ لِلْخَصْمِ مِنْ اِقَامَةِ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ الْكِتَابَةَ الْمُؤَجَّلَةَ تَمْنَعُ مِنَ التَّكْفِيْرِ حَتّٰى تَكُوْنَ الْحَالَّةُ فَاسِدَةً لِاَجْلِ عَدَمِ الْمَنْعِ مِنَ التَّكْفِيْرِ.

সরল অনুবাদ : কোনো কোনো হানাফী আলিম একটি ফাসেদ দলিল দ্বারা مُعَارَضَةُ الْفَاسِدِ بِالْفَاسِدِ-এর পদ্ধতি অনুযায়ী শাফেয়ীগণের এ ফাসেদ কিয়াসের মোকাবিলা করেছেন। যেমন– তারা বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র বাণী– فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا-এর মধ্যে পানি দ্বারা ইস্তিন্জাকারীদের প্রশংসা করেছেন। আর এটাতে সন্দেহ নেই যে, ইস্তিন্জা-এর মধ্যে লিঙ্গ স্পর্শ হয়ে থাকে। যদি লিঙ্গ স্পর্শকরণ অজুভঙ্গকারী হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অজু ভঙ্গকারী কাজের উপর তাদের প্রশংসা করতেন না। অতএব, দলিলটি যে কত অন্তঃসারশূন্য তা তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ। **আর বিরোধপূর্ণ وَصْف দ্বারা দলিল পেশ করা।** এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর আত্ফ হয়েছে। অর্থাৎ اِطْرَادْ যদ্রূপ দলিল হওয়ার যোগ্য নয়, তদ্রূপ এমন وَصْف দ্বারা দলিল পেশ করাও শুদ্ধ নয়, যার ইল্লত হওয়ার প্রশ্নেই মতভেদ রয়েছে। **যেমন– كِتَابَةٌ حَالَّةٌ প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য।** অর্থাৎ كِتَابَةٌ-এর বিনিময়মূল্য নগদ আদায়ের শর্তে গোলামকে مُكَاتَبْ বানানো শাফেয়ীদের নিকট জায়েজ নয় এ দলিলের ভিত্তিতে যে, **তা হচ্ছে এমন একটি চুক্তি, যা কাফ্ফারা হিসেবে আদায় হওয়াকে নিষেধ করে না।** অর্থাৎ শপথের কাফ্ফারা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ مُكَاتَبْ-কে আজাদ করা নিষিদ্ধ নয়। (অথচ বিশুদ্ধ كِتَابَةٌ তাদের মতে গোলামকে কাফ্ফারা স্বরূপ আজাদ করা হতে নিষেধ করে।) **সুতরাং এ নগদ আদায়ের শর্তে مُكَاتَبْ বানানো-এর চুক্তিটি ঠিক তদ্রূপই বাতিল, যদ্রূপ মদের বিনিময়ে مُكَاتَبْ বানানো ফাসেদ।** কিন্তু এ কিয়াসটি আমাদের মতে দু'টি কারণে অসম্পূর্ণ–১. مَقِيْس مُكَاتَبْ عَلَيْهِ অর্থাৎ মদ দ্বারা كِتَابَةٌ ফাসেদ হয়ে এটা এ গোলামকে কাফ্ফারাস্বরূপ আদায় করা নিষিদ্ধ না হওয়ার কারণে নয়; বরং মদকে (যা মুসলমানদের জন্য مَالٌ مُتَقَوَّمٌ) বিনিময়মূল্য সাব্যস্ত করার কারণে كِتَابَةٌ-এর এ চুক্তিটি ফাসেদ। (এ ভিত্তিতে কিয়াসটির বুনিয়াদই বাতিল।) ২. (এ কিয়াসের মধ্যে এমন وَصْف-এর বিবেচনা করা হয়েছে, যার ইল্লত হওয়া আমাদের মতে স্বীকৃত নয়।) কেননা, كِتَابَةٌ চাই তা مُعَجَّلَةٌ হোক অথবা مُؤَجَّلَةٌ এটা সাধারণভাবে আমাদের মতে কাফ্ফারা হিসেবে আজাদ করা হতে নিষেধকারী নয়। (তাহলে কাফ্ফারাস্বরূপে আজাদ করা নিষিদ্ধ না হওয়াকে كِتَابَةٌ ফাসেদ হওয়ার দলিল বানানো কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে?) সুতরাং শাফেয়ীগণের জন্য প্রথমত এ কথার উপর দলিল পেশ করা জরুরি যে, كِتَابَةٌ مُؤَجَّلَةٌ এটা কাফ্ফারা হিসেবে আজাদ করা হতে নিষেধকারী, যাতে كِتَابَةٌ حَالَّةٌ কাফ্ফারা হিসেবে আজাদ করা হতে নিষেধকারী না হওয়ার কারণে বাতিল হতে পারে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ عَارَضَ আর মোকাবিলা করেছেন هٰذَا الْقِيَاسَ এ কিয়াসের الْحَنَفِيَّةُ কোনো কোনো হানাফী مُعَارَضَةَ الْفَاسِدِ بِالْفَاسِدِ এ পদ্ধতিতে তথা ফাসেদ দলিলের বিপরীতে ফাসেদ দলিল দ্বারা فَقَالُوْا যেমন তারা বলেছেন اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى মহান আল্লাহ مَدَحَ প্রশংসা করেছেন الْمُسْتَنْجِيْنَ بِالْمَاءِ পানি দ্বারা ইস্তিনজাকারীদের فِىْ قَوْلِهٖ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ

مَسُّ الْفَرْجِ লিঙ্গ স্পর্শ হয়ে থাকে وَلَاشَكَّ আর এতে সন্দেহ নেই যে اَنَّ فِيْهِ ইস্তিনজার মধ্যে তাঁর বাণী فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا লিঙ্গ স্পর্শ হয়ে থাকে فَلَوْ كَانَ حَدَثًا যদি লিঙ্গ স্পর্শকরণ অজুভঙ্গকারী হতো لَمَا مَدَحَهُمْ بِهٖ তাহলে মহান আল্লাহ এরূপ কাজের উপর তাদের প্রশংসা করতেন না وَهٰذَا كَمَا تَرٰى কাজেই দলিলটি যে কত অযৌক্তিক তা তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ وَالْاِحْتِجَاجُ আর দলিল পেশ করা اَىْ عَطْفٌ عَلٰى مَا قَبْلَهٗ এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর আতফ بِالْوَصْفِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ বিরোধপূর্ণ وَصْف দ্বারা অর্থাৎ اَلْاِحْتِجَاجُ بِالْوَصْفِ ইত্তিরাদের ন্যায় لِلدَّلِيْلِ দলিল পেশ করা فِىْ عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهٖ বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণে مِثْلُ الْاِطِّرَادِ যেমনি فَاِنَّهٗ اَيْضًا فَاسِدٌ এটাও وَصْف দ্বারা দলিল পেশ করা الَّذِىْ اخْتُلِفَ যাতে মতভেদ রয়েছে فِىْ كَوْنِهٖ عِلَّةً ইল্লত হওয়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ নয় اَىْ كَقَوْلِهِمْ যেমন তাদের বক্তব্য فِى الْكِتَابَةِ الْحَالَةِ মুকাতাব গোলামের বিষয়ে নগদ মূল্য আদায় প্রসঙ্গে অর্থাৎ الشَّافِعِيَّةُ শাফেয়ীদের নিকট اَلْكِتَابَةُ الْحَالَةُ কিতাবাতের বিনিময়মূল্য নগদ আদায় প্রসঙ্গে فِىْ عَدَمِ جَوَازِ জায়েজ না হওয়ার বিষয়ে اَىْ اَنَّهَا عَقْدٌ কেননা, এটা হচ্ছে এমন একটি চুক্তি لَا يَمْنَعُ যা নিষেধ করে না مِنَ التَّكْفِيْرِ যা কাফফারা হিসেবে আদায় হওয়াকে অর্থাৎ مِنْ اِعْتَاقِ আজাদ করা هٰذَا الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ এ মুকাতাব গোলামকে بِالتَّكْفِيْرِ কাফফারা স্বরূপ فَكَانَ فَاسِدًا কাজেই এ নগদ আদায়ের শর্তে مُكَاتَبْ বানানোর চুক্তিটি ঠিক তদ্রূপই বাতিল كَالْكِتَابَةِ بِالْخَمْرِ যেমন– মদের বিনিময়ে মুকাতাব বানানো ফাসেদ فَاِنَّ هٰذَا الْقِيَاسَ কেননা, এ কিয়াস غَيْرُ تَامٍّ অসম্পূর্ণ لِاَنَّ فَسَادَ الْكِتَابَةِ بِالْخَمْرِ কেননা, মদের বিনিময়ে কিতাবাত চুক্তি বাতিল হওয়া اِنَّمَا هُوَ কিন্তু এ কিয়াসটি দু'টি কারণে অসম্পূর্ণ لِاَجْلِ الْخَمْرِ মদকে বিনিময়মূল্য সাব্যস্ত করার কারণে لَا لِعَدَمِ مَنْعِهَا আদায় করা নিষিদ্ধ না হওয়ার কারণে নয় مِنَ التَّكْفِيْرِ কাফফারা স্বরূপ আদায় করা وَالْكِتَابَةُ মুকাতাব গোলামকে عِنْدَنَا আমাদের হানাফীদের মতে لَا تَمْنَعُ মুকাতাবকে আজাদ করা নিষেধ নয় مِنَ التَّكْفِيْرِ কাফফারা হিসেবে مُطْلَقًا সাধারণভাবে سَوَاءٌ كَانَتْ حَالَةً চাই তা নগদ হোক اَوْ مُؤَجَّلَةً অথবা বাকি হোক فَلَابُدَّ لِلْخَصْمِ কাজেই বিপক্ষ দলের তথা শাফেয়ীগণের জন্য আবশ্যক হলো مِنْ اِقَامَةِ الدَّلِيْلِ দলিল পেশ করা عَلٰى اَنَّ এ বিষয়ের উপর যে اَلْكِتَابَةُ الْمُؤَجَّلَةُ কিতাবাতে মুআজ্জালাটি تَمْنَعُ নিষেধকারী مِنَ التَّكْفِيْرِ কাফফারা হিসেবে আজাদ করা হতে حَتّٰى تَكُوْنَ الْحَالَةُ যাতে كِنَايَةً حَالَةً টি হতে পারে فَاسِدَةً বাতিল لِاَجْلِ عَدَمِ التَّكْفِيْرِ الْمَنْعِ আজাদ করা হতে নিষেধকারী مِنَ التَّكْفِيْرِ কাফফারা হিসেবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْاِحْتِجَاجُ بِالْوَصْفِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে বিতর্কিত وَصْف দ্বারা দলিল পেশ করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের (আহ্নাফের) মতে বিতর্কিত وَصْف -এর মাধ্যমে দলিল পেশ করা জায়েজ নেই। শাফেয়ীগণ বলেন যে, নগদ বিনিময়ের ভিত্তিতে যে كِتَابَةٌ হয়ে থাকে, তা জায়েজ নেই। কেননা, এটা কসম ইত্যাদির কাফ্ফারা হিসেবে আজাদ করার জন্য مَانِعٌ নয়। কাজেই এটা ফাসেদ হবে। কারণ, كِتَابَةٌ সহীহ হলে তার কারণে কাফ্ফারা হিসেবে মুকাতাব দাসকে আজাদ করা জায়েজ হয় না। যদ্রূপ সুদের বিনিময়ে كِتَابَةٌ করলে তা সহীহ হয় না; বরং ফাসেদ হয়ে থাকে। আমাদের মতে শাফেয়ীগণের উপরিউক্ত কিয়াস অপূর্ণাঙ্গ। কেননা, মদের বিনিময়ে كِتَابَةٌ মদের কারণেই শুধু ফাসেদ হয়। এটা কাফ্ফারার জন্য مَانِعٌ না হওয়ার কারণে নয়। তা ছাড়া আমাদের (আহ্নাফের) মতে كِتَابَةٌ চাই নগদ বিনিময়ে হোক অথবা বাকিতে হোক সর্বাবস্থায় মুকাতাব দাসকে কাফফারা হিসেবে আজাদ করা জায়েজ। কাজেই মূল وَصْف -ই বিতর্কিত প্রমাণিত হলো।

وَالْاِحْتِجَاجُ بِمَا لَا شَكَّ فِىْ فَسَادِهٖ عَطْفٌ عَلٰى مَا قَبْلَهٗ اَىْ مِثْلُ الْاِطْرَادِ فِى الْبُطْلَانِ الْاِحْتِجَاجُ بِوَصْفٍ لَا يُشَكُّ فِىْ فَسَادِهٖ بَلْ هُوَ بَدِيْهِىٌّ كَقَوْلِهِمْ اَىِ الشَّافِعِيَّةِ فِىْ وُجُوْبِ الْفَاتِحَةِ وَعَدَمِ جَوَازِ الصَّلٰوةِ بِثَلٰثِ اٰيَاتٍ اَلثَّلٰثُ نَاقِصُ الْعَدَدِ عَنِ السَّبْعَةِ اَىْ عَنْ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ فَلَا يَتَاَدّٰى بِهِ الصَّلٰوةُ كَمَا دُوْنَ الْاٰيَةِ لَا يَتَاَدّٰى بِهِ الصَّلٰوةُ لِاَجْلِ ذٰلِكَ فَاِنَّ هٰذَا الْقِيَاسَ بَدِيْهِىُّ الْفَسَادِ ـ

সরল অনুবাদ : আর এমন وَصْف দ্বারা দলিল পেশ করা, যা ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর আত্ফ হয়েছে। অর্থাৎ اِطْرَادْ যদ্রূপ দলিল হওয়ার যোগ্য নয়, তদ্রূপ এমন وَصْف দ্বারা দলিল পেশ করাও শুদ্ধ নয়, যাকে ইল্লত সাব্যস্ত করা নিঃসন্দেহে ফাসেদ; বরং তার ফাসেদ হওয়া একটি জাজ্বল্যমান বাস্তব। **যেমন– তাঁদের বক্তব্য** অর্থাৎ শাফেয়ীগণ যেমন নামাজের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব হওয়া ও শুধু তিন আয়াতের কেরাত দ্বারা নামাজ শুদ্ধ না হওয়ার উপর দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, **তিন সংখ্যাটি সাত হতে অনেক কম** অর্থাৎ সূরা ফাতিহা অপেক্ষা কম (যা সাতটি আয়াতের সমন্বয়ে গঠিত।) **এ জন্য তিন আয়াত পাঠ দ্বারা (যা হানাফীগণের নিকট ফরজ কেরাতের নিম্নতম পরিমাণ) নামাজ আদায় হবে না, যদ্রূপ এক আয়াত অপেক্ষা কম পাঠ করা দ্বারা নামাজ শুদ্ধ হয় না** সাত আয়াত হতে কম হওয়ার কারণে। সুতরাং এ কিয়াসটির ফাসেদ হওয়া একটি জাজ্বল্যমান বাস্তব।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْاِحْتِجَاجُ بِمَا আর এমন وَصْف দ্বারা দলিল পেশ করা لَا شَكَّ فِىْ فَسَادِهٖ যা ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই عَطْفٌ عَلٰى مَا قَبْلَهٗ এটাও পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আত্ফ হয়েছে اَىْ অর্থাৎ مِثْلُ الْاِطْرَادِ ইত্তিরাদের মতো فِى الْبُطْلَانِ দলিল না হওয়ার বিষয়ে الْاِحْتِجَاجُ بِوَصْفٍ তেমনি وَصْف দ্বারা দলিল পেশ করাও শুদ্ধ নয় لَا يُشَكُّ فِىْ فَسَادِهٖ যাকে ইল্লত সাব্যস্ত করা নিঃসন্দেহে ফাসেদ بَلْ هُوَ بَدِيْهِىٌّ বরং তার ফাসেদ হওয়া একটি জাজ্বল্যমান বাস্তব كَقَوْلِهِمْ যেমন তাঁদের বক্তব্য اَىِ الشَّافِعِيَّةِ অর্থাৎ শাফেয়ীগণের فِىْ وُجُوْبِ নামাজের মধ্যে ওয়াজিব হওয়া الْفَاتِحَةِ সূরা ফাতিহা পাঠ করা وَعَدَمِ جَوَازِ এবং জায়েজ না হওয়া الصَّلٰوةِ নামাজ بِثَلٰثِ اٰيَاتٍ শুধু তিন আয়াতের কেরাত দ্বারা اَلثَّلٰثُ তিন সংখ্যাটি نَاقِصُ الْعَدَدِ عَنِ السَّبْعَةِ সাত হতে অনেক কম اَىْ অর্থাৎ عَنْ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ সূরা ফাতিহা অপেক্ষা কম فَلَا يَتَاَدّٰى بِهِ কাজেই এর দ্বারা আদায় হবে না الصَّلٰوةُ নামাজ كَمَا دُوْنَ الْاٰيَةِ যেমনি এক আয়াত অপেক্ষা কম পাঠ করা لَا يَتَاَدّٰى بِهِ الصَّلٰوةُ যার দ্বারা নামাজ শুদ্ধ হয় না لِاَجْلِ ذٰلِكَ এ কারণে তথা সাত আয়াত হতে কম হওয়ার কারণে فَاِنَّ هٰذَا الْقِيَاسَ কেননা, এ কিয়াসটির بَدِيْهِىُّ الْفَسَادِ ফাসেদ হওয়া একটি প্রকাশ্য বিষয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْاِحْتِجَاجُ بِمَا لَاشَكَّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে যে وَصْف নিঃসন্দেহে ফাসেদ তা দলিল হওয়ার অযোগ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এমন وَصْف দ্বারা দলিল পেশ করা জায়েজ নেই যার বাতিল হওয়া সন্দেহাতীত। যেমন– শাফেয়ীগণ বলেন যে, নামাজের মধ্যে সূরায়ে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। কেননা, সূরায়ে ফাতিহা সাত আয়াত। আর সাত আয়াতের কম তথা তিন আয়াতের দ্বারা নামাজ জায়েজ হবে না। যদ্রূপ সর্বসম্মতভাবে সাত আয়াতের কম হওয়ার কারণে এক আয়াতের দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় না।

আমাদের (আহ্নাফের) মতে সাত আয়াতের কম হওয়াকে নামাজ ফাসেদ হওয়ার عِلَّةٌ হিসেবে নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা, নামাজের ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে এটার কোনো ভূমিকা নেই। যা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কারণ, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সূরায়ে ফাতেহা ফরজ। সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোনো সাত আয়াত পড়লে তাঁর মতে নামাজ জায়েজ হবে না। বুঝা গেল সাতের কমবেশ হওয়া মূলত কোনো ব্যাপার নয়। আর আমরা যে, এক আয়াত কমে নামাজ জায়েজ না হওয়ার কথা বলি তা এ জন্য যে, পরিভাষায় একে কুরআন বলে না। আর কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ কুরআন হতে যা সম্ভব পড়ো অর্থাৎ পরিভাষায় যতটুকুকে কুরআন বলে অন্তত ততটুকু পড়তে হবে। এটার কম পড়লে নামাজ সহীহ হবে না।

إِذْ لَا أَثَرَ لِلنُّقْصَانِ عَنِ السَّبْعَةِ فِيْ فَسَادِ الصَّلٰوةِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجُزْ بِمَا دُوْنَ الْاٰيَةِ لِأَنَّهٗ لَا يُسَمّٰى قُرْاٰنًا فِي الْعُرْفِ وَإِنْ سُمِّيَ بِهٖ فِي اللُّغَةِ وَالْاِحْتِجَاجُ بِلَا دَلِيْلٍ عَطْفٌ عَلٰى مَا قَبْلَهٗ أَيْ مِثْلُ الْاِطِّرَادِ فِي الْبُطْلَانِ الْاِحْتِجَاجُ بِلَا دَلِيْلٍ لِأَجْلِ النَّفْيِ بِأَنْ يَّقُوْلَ هٰذَا الْحُكْمُ غَيْرُ ثَابِتٍ لِأَنَّهٗ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ فَإِنِ ادَّعٰى أَنَّهٗ غَيْرُ ثَابِتٍ فِيْ ذِهْنِ الْمُسْتَدِلِّ فَلَا شَكَّ فِيْ جَوَازِهٖ لِأَنَّ عَدَمَ وِجْدَانِهِ الدَّلِيْلَ يَقْتَضِيْ عَدَمَ وِجْدَانِهِ الْحُكْمَ فِيْ عِلْمِهٖ وَإِنِ ادَّعٰى أَنَّهٗ غَيْرُ ثَابِتٍ فِيْ نَفْسِ الْأَمْرِ لِعَدَمِ وِجْدَانِ الدَّلِيْلِ عَلَيْهِ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَقِيْلَ هُوَ جَائِزٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى قُلْ لَّا أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الْاٰيَةَ فَإِنَّهٗ تَعَالٰى عَلَّمَ نَبِيَّهُ الْاِحْتِجَاجَ بِلَا أَجِدُ دَلِيْلًا عَلٰى عَدَمِ حُرْمَتِهٖ وَقِيْلَ جَائِزٌ فِي الشَّرْعِيَّاتِ دُوْنَ الْعَقْلِيَّاتِ لِأَنَّ مُدَّعِيَ النَّفْيِ وَالْاِثْبَاتِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ مُدَّعِيْ حَقِيْقَةَ الْوُجُوْدِ وَالْعَدَمِ فَلَابُدَّ لَهٗ مِنْ دَلِيْلٍ وَلَا يَكْفِيْ عَدَمُ الدَّلِيْلِ بِخِلَافِ الشَّرْعِيَّاتِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَذٰلِكَ ـ

সরল অনুবাদ : কারণ, নামাজ ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে সাত অপেক্ষা কম সংখ্যা হওয়া এর কোনো প্রভাব নেই। তবে হানাফীগণের নিকট এক আয়াত হতে কম-এর মধ্যে নামাজ শুদ্ধ না হওয়ার কারণ এই নয় যে, সাত-এর সংখ্যা পূর্ণ হয়নি; বরং এ জন্য যে, এক আয়াতের কমকে আভিধানিক অর্থে কুরআন বলা হলেও পরিভাষায় এ পরিমাণকে কুরআন বলা হয় না। (অথচ কিতাবুল্লাহর নস্ দ্বারা নামাজের মধ্যে কুরআন পাঠ করা ফরজ। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ) **আর দলিল না থাকা দ্বারা দলিল পেশ করা।** এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর আত্ফ হয়েছে। অর্থাৎ اِطِّرَادٌ যদ্রূপ দলিল হওয়ার যোগ্য নয়, তদ্রূপ দলিল না থাকা দ্বারা نَفْيِ حُكْمٍ-এর উপর দলিল পেশ করাও শুদ্ধ নয়। এটার প্রক্রিয়া নিম্নরূপ– যেমন কোনো মুজতাহিদ কোনো হুকুম সম্পর্কে দাবি করলেন যে, "এ হুকুমটি সাব্যস্ত নয়– এ কারণে যে, এটার উপর কোনো দলিল পাওয়া যায় না" (এ দাবির অভিপ্রায় বিভিন্ন হতে পারে।) ১. যদি দাবিদার-এর অভিপ্রায় এই হয় যে, স্বয়ং তার অন্তরে হুকুমটি সাব্যস্ত নয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এ দাবিটি সঠিক ও যথার্থ। কেননা, দলিল না পাওয়া যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল এই যে, তার জ্ঞানের মধ্যে সেই হুকুমটি সাব্যস্ত নয়। ২. আর যদি মুজতাহিদ এ দাবি করেন যে, বাস্তবেও সে হুকুমটি সাব্যস্ত নয়। এ জন্য যে, এটার উপর তিনি কোনো দলিল পাননি, তাহলে এ اِسْتِدْلَالٌ-এর (শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার) ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, মুজতাহিদ-এর এরূপ দলিল পেশ করা শুদ্ধ। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– قُلْ لَّا أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الْاٰيَةَ (আপনি বলে দিন আমার নিকট যা প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, তাতে আমি কোনো কিছুই হারাম পাইনি।) লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে কোনো বস্তু হারাম না হওয়ার উপর দলিল না পাওয়ার দ্বারা দলিল পেশ করার শিক্ষা প্রদান করেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, দলিল না থাকা দ্বারা দলিল পেশ করা এটা শরয়ী হুকুমসমূহের ক্ষেত্রে তো জায়েজ বটে, কিন্তু যুক্তিনির্ভর বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে জায়েজ নয়। কেননা, যুক্তিনির্ভর বিষয়সমূহে কোনো বস্তু না অথবা হ্যাঁ-বোধক দাবি প্রকৃতপক্ষে তার অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতারই দাবি। (আর বাস্তবেও বস্তুসমূহের অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বহীনতা উভয়ই দলিলের মুখাপেক্ষী।) সুতরাং হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য প্রথমত দলিল পেশ করা জরুরি। দলিল পাওয়া না যাওয়া نَفْيٌ-এর হুকুমের জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু শরয়ী আহ্কাম এটার বিপরীত। কেননা, (সেগুলো বিবেচনা সাপেক্ষ বিষয়। এদের সাব্যস্ত হওয়া ও না হওয়ার ভিত্তি نَقْلٌ-এর উপর নির্ভরশীল। এ জন্য যুক্তিনির্ভর বিষয়সমূহের ন্যায়) হুকুমের نَفْيٌ-এর জন্য দলিল পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : إِذْ لَا أَثَرَ যেহেতু এর কোনো প্রভাব নেই لِلنُّقْصَانِ কম সংখ্যা হওয়া عَنِ السَّبْعَةِ সাত অপেক্ষা فِيْ فَسَادِ الصَّلٰوةِ নামাজ ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে وَإِنَّمَا لَمْ تَجُزْ আর নামাজ শুদ্ধ না হওয়া بِمَا دُوْنَ الْاٰيَةِ এক আয়াত হতে

কমের মধ্যে وَاِنْ سُمِّىَ بِهٖ فِى الْعُرْفِ لِاَنَّهٗ لَا يُسَمّٰى قُرْاٰنًا কেননা, এক আয়াতকে কুরআন বলা হয় না পরিভাষায় যদিও এক আয়াতকে কুরআন বলা হয় فِى اللُّغَةِ আভিধানিক অর্থে وَالْاِحْتِجَاجُ আর দলিল গ্রহণ করা بِلَا دَلِيْلٍ দলিল ব্যতীত عَطْفٌ عَلٰى مَا এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর আতফ হয়েছে اَىْ অর্থাৎ مِثْلُ الْاِطْرَادِ ইত্তিরাদ যদ্রূপ দলিল হওয়ার যোগ্য নয় فِى الْبُطْلَانِ শুদ্ধ নয় قَبْلَهٗ الْاِحْتِجَاجُ بِلَا دَلِيْلٍ দলিল না থাকা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা لِاَجْلِ النَّفْىِ নফীর হুকুমের উপর بِاَنْ يَّقُوْلَ কোনো মুজতাহিদের এরূপ দাবি করা هٰذَا الْحُكْمُ এ হুকুমটি غَيْرُ ثَابِتٍ সাব্যস্ত নয় لِاَنَّهٗ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ কেননা, এটার উপর কোনো দলিল পাওয়া যায় না فَاِنِ ادَّعٰى যদি দাবিদার এরকম দাবি করে যে اَنَّهٗ غَيْرُ ثَابِتٍ এ হুকুমটি সাব্যস্ত নয় فِىْ ذِهْنِ الْمُسْتَدِلِّ দলিল গ্রহণকারীর অন্তরে فَلَا شَكَّ তাহলে নিঃসন্দেহে فِىْ جَوَازِهٖ এ দলিলটি সঠিক ও যথার্থ لِاَنَّ عَدَمَ وِجْدَانِهٖ কেননা, পাওয়া না যাওয়া الدَّلِيْلُ দলিলটি يَقْتَضِىْ এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হলো عَدَمَ وِجْدَانِهٖ পাওয়া না যাওয়া الْحُكْمُ হুকুমটি فِىْ عِلْمِهٖ তার অন্তরে وَاِنِ ادَّعٰى আর যদি সে দাবি করে যে اَنَّهٗ غَيْرُ ثَابِتٍ এটা সাব্যস্ত নয় فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ বাস্তবে সে হুকুমটি لِعَدَمِ وِجْدَانِ না পাওয়া যাওয়ার কারণে الدَّلِيْلِ عَلَيْهِ এর উপর কোনো দলিল فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ তাহলে এর উপরে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে فَقِيْلَ সুতরাং কেউ বললেন هُوَ جَائِزٌ এর উপর দলিল পেশ করা শুদ্ধ فِيْمَا لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন قُلْ হে রাসূল! আপনি বলে দিন لَآ اَجِدُ আমি পাইনি اُوْحِىَ اِلَىَّ আমার নিকট যা প্রত্যাদেশ করা হয়েছে مُحَرَّمًا হারাম فَاِنَّهٗ تَعَالٰى এখানে মহান আল্লাহ عَلَّمَ শিক্ষা প্রদান করেছেন نَبِيَّهٗ তাঁর নবীকে الْاِحْتِجَاجَ দলিল পেশ করা بِلَا اَجِدُ دَلِيْلًا দলিল না পাওয়ার عَلٰى عَدَمِ حُرْمَتِهٖ কোনো বস্তু হারাম না হওয়ার وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন جَائِزٌ দলিল না থাকা দ্বারা দলিল পেশ জায়েজ فِى الشَّرْعِيَّاتِ শরয়ী হুকুমসমূহের ক্ষেত্রে دُوْنَ الْعَقْلِيَّاتِ কিন্তু যুক্তিনির্ভর বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে জায়েজ নয় لِاَنَّ مُدَّعِى কেননা, দাবি النَّفْىِ না-সূচক وَالْاِثْبَاتِ অথবা হ্যাঁ-সূচক فِى الْعَقْلِيَّاتِ যুক্তিনির্ভর বিষয়সমূহ مُدَّعٰى حَقِيْقَةً প্রকৃত দাবি الْوُجُوْدِ অস্তিত্ব وَالْعَدَمِ অস্তিত্বহীনতার فَلَابُدَّ لَهٗ সুতরাং হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য আবশ্যক হলো مِنْ دَلِيْلٍ প্রথমত দলিল পেশ করা وَلَا يَكْفِىْ আর যথেষ্ট নয় عَدَمُ الدَّلِيْلِ নফীর হুকুমের জন্য দলিল পাওয়া না যাওয়া بِخِلَافِ الشَّرْعِيَّاتِ কিন্তু শরয়ী আহকাম এর বিপরীত فَاِنَّهَا لَيْسَتْ كَذٰلِكَ কেননা, হুকুমের نَفْىٌ -এর জন্য দলিল পাওয়া জরুরি নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بِاَنْ يَّقُوْلَ هٰذَا الْحُكْمُ غَيْرُ ثَابِتٍ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে দলিল পাওয়া না যাওয়াকে দলিল হিসেবে গণ্য করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের (আহ্নাফের) মতে দলিল পাওয়া না যাওয়াকে দলিল হিসেবে পেশ করা জায়েজ নেই। যেমন– মুজতাহিদ বলবে যে, এ হুকুমটি সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এটার উপর কোনো দলিল নেই।

মুজতাহিদের উপরিউক্ত বক্তব্য দু'ভাবে বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে।

এক. মুজতাহিদের জানামতে এটার কোনো দলিল নেই। কাজেই তাঁর নিকট এটার হুকুম সাব্যস্ত হবে না। এটাতে কারো দ্বিমতের অবকাশ নেই। কারণ, যার দলিল মুজতাহিদের নিকট নেই তা তিনি সাব্যস্ত করবেন কিভাবে?

দুই. তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ হলো, যেহেতু আমি এর কোনো দলিল খুঁজে পাইনি। সেহেতু মূলতই (কারো নিকটই) এর حُكْم সাব্যস্ত হবে না। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম (রা.)-এর মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং এক দল ফুকাহার মতে এটা সর্বক্ষেত্রে জায়েজ। কেননা, অনুরূপভাবে দলিল উপস্থাপন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তদীয় রাসূল ﷺ -কে তালীম দিয়েছেন। সুতরাং কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলেন, "হে নবী! আপনি লোকদেরকে বলে দিন, আমার নিকট যে ওহী এসেছে তাতে আমি কোনো বস্তুকে হারাম দেখি না। তবে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের গোশ্ত এবং গায়রুল্লাহর নামে জবাইকৃত জানোয়ার।" কাজেই অনুরূপভাবে দলিল পেশ করা জায়েজ হবে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, শুধু শরিয়তের আহ্কামের বেলায় উপরিউক্তভাবে দলিল পেশ করা জায়েজ হবে। আকলী বিষয়াবলিতে অনুরূপভাবে দলিল পেশ করা জায়েজ হবে না। কেননা, আকলী বিষয়ে কোনো হুকুম হওয়া না হওয়া উভয়ের জন্যই দলিলের প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর শরয়ী আহকাম যেহেতু ধরে নেওয়া হয়ে থাকে এবং তা نَقْل (বর্ণনা)-এর উপর নির্ভরশীল সেহেতু তথায় حُكْم -কে نَفْى করার জন্য দলিলের প্রয়োজন নেই।

وَعِنْدَ الْجُمْهُوْرِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ اَصْلًا لَا فِى النَّفْيِ وَلَا فِى الْاِثْبَاتِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارٰى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اَمَرَ النَّبِىَّ ﷺ بِطَلَبِ الْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ عَلَى النَّفْيِ وَالْاِثْبَاتِ جَمِيْعًا هٰذَا مَا عِنْدِىْ فِىْ حَلِّ هٰذَا الْمَقَامِ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ التَّعْلِيْلَاتِ الصَّحِيْحَةِ وَالْفَاسِدَةِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ مَا يُؤْتَى التَّعْلِيْلُ لِاَجْلِهٖ صَحِيْحًا وَفَاسِدًا فَقَالَ وَجُمْلَةُ مَا يُعَلَّلُ لَهٗ اَرْبَعَةٌ اِلَّا اَنَّ الصَّحِيْحَ عِنْدَنَا هُوَ الرَّابِعُ عَلٰى مَا سَيَاْتِىْ وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِيْنَ اِنَّهٗ بَيَانٌ لِحُكْمِ الْقِيَاسِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ شَرْطِهٖ وَرُكْنِهٖ وَهُوَ خَطَأٌ فَاحِشٌ بَلْ بَيَانُ حُكْمِهِ الَّذِىْ سَيَجِئُ فِيْمَا بَعْدُ فِىْ قَوْلِهٖ وَحُكْمُهُ الْاِصَابَةُ بِغَالِبِ الرَّأْىِ وَهٰذَا بَيَانُ مَا ثَبَتَ بِالتَّعْلِيْلِ -

সরল অনুবাদ : কিন্তু জমহুরের নিকট দলিলহীনতা দ্বারা দলিল পেশ করা আদৌ শুদ্ধ নয়। হুকুমের নিষেধকরণে অথবা সাব্যস্তকরণে কোনো ক্ষেত্রে-ই নয়। জমহুরের পক্ষে দলিল যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارٰى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ (আর তারা বলে যে, ইহুদি অথবা নাসারা ব্যতীত কেউ বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না। এটা তাদের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আপনি বলে দিন, তোমরা তোমাদের দাবির সমর্থনে দলিল পেশ করো, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক।) লক্ষণীয় যে, এখানে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে হুকুম প্রদান করেছেন যে, اِثْبَاتٌ ও نَفْىٌ উভয় হুকুমের উপরই তাদের নিকট হতে দলিল দাবি করুন! ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, এ নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের যে ব্যাখ্যা আমার দ্বারা সম্ভব ছিল, তা আমি তোমাদের সম্মুখে পেশ করে দিয়েছি। (সুতরাং এটাকেই গনিমত মনে করবে।) গ্রন্থকার (র.) বিশুদ্ধ ও ফাসেদ ইল্লতের বর্ণনা সমাপ্ত করে এখন সেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনার ইচ্ছা পোষণ করছেন, যা সাব্যস্ত করার জন্য কিয়াস (তথা ইল্লত উদ্ভাবন) করা হয়ে থাকে। চাই কিয়াসের উপর তাদের বিন্যাস শুদ্ধ হোক অথবা ফাসেদ। সুতরাং তিনি বলেছেন, **যে সকল উদ্দেশ্যের জন্য ইল্লতের উদ্ভাবন হয়ে থাকে, তা সর্বমোট চারটি।** অবশ্য পরবর্তী বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যাবে যে, তাদের মধ্যে হতে শুধু চতুর্থ ইল্লতের জন্যই তা'লীল আমাদের নিকট শুদ্ধ এবং অবশিষ্ট সবই বাতিল। 'মানার'-এর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার লিখেছেন যে, গ্রন্থকার (র.) কিয়াসের শর্ত ও রুকন বর্ণনা করার পর এখান হতে কিয়াসের হুকুম বর্ণনা শুরু করেছেন। কিন্তু (মোল্লা জিউন (র.)-এর মতানুসারে) এটা তাদের মারাত্মক ভুল। কেননা, শীঘ্রই কিয়াসের হুকুম গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে এই শব্দসমূহ দ্বারা আগমন করছে- وَحُكْمُهُ الْاِصَابَةُ بِغَالِبِ الرَّأْىِ সুতরাং এখানে (গ্রন্থকার (র.) কিয়াসের হুকুমকে নয়; বরং) শুধু مَا ثَبَتَ بِالتَّعْلِيْلِ-কেই বর্ণনা করতে যাচ্ছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَعِنْدَ الْجُمْهُوْرِ আর জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে لَيْسَ بِحُجَّةٍ اَصْلًا দলিলহীনতা দ্বারা দলিল পেশ করা আদৌ শুদ্ধ নয় لَا فِى النَّفْىِ না নিষেধকরণে وَلَا فِى الْاِثْبَاتِ না সাব্যস্তকরণে কোনো ক্ষেত্রেই নয় لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমনি আল্লাহ তা'আলার এরশাদ وَقَالُوْا আর তারা বলে لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ কেউই বেহেশতে প্রবেশ করবে না اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارٰى ইহুদি ও নাসারা ব্যতীত تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ এটা তাদের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নয় قُلْ আপনি বলে দিন هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ তোমরা তোমাদের দাবির সমর্থনে দলিল পেশ করো اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও اَمَرَ النَّبِىَّ ﷺ এখানে মহান আল্লাহ নবী করীম ﷺ-কে আদেশ প্রদান করেছেন بِطَلَبِ الْحُجَّةِ দলিল দাবি করার জন্য وَالْبُرْهَانِ এবং দলিল পেশ করতে عَلَى النَّفْىِ وَالْاِثْبَاتِ جَمِيْعًا নফী ও ইছবাত উভয় হুকুমের ক্ষেত্রে هٰذَا مَا عِنْدِىْ গ্রন্থকার বলেন আমার নিকট যা সম্ভব হয়েছে তা পেশ করেছি فِىْ حَلِّ ব্যাখ্যায় هٰذَا الْمَقَامِ এ কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের وَلَمَّا فَرَغَ অতঃপর গ্রন্থকার যখন সমাপ্ত করলেন عَنْ بَيَانِ বর্ণনা التَّعْلِيْلَاتِ ইল্লতসমূহের الصَّحِيْحَةِ وَالْفَاسِدَةِ বিশুদ্ধ ও ফাসেদের شَرَعَ তখন তিনি শুরু করেছেন فِىْ بَيَانِ বর্ণনা مَا يُؤْتَى التَّعْلِيْلُ لِاَجْلِهٖ যা সাব্যস্ত করার জন্য কিয়াস করা হয়ে থাকে صَحِيْحًا وَفَاسِدًا চাই কিয়াসের উপর তাদের বিন্যাস শুদ্ধ হোক অথবা ফাসেদ فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَجُمْلَةُ এগুলো সর্বমোট مَا يُعَلَّلُ لَهٗ যে সকল উদ্দেশ্যের জন্য ইল্লত সাব্যস্ত করা হয় اَرْبَعَةٌ চারটি اِلَّا اَنَّ الصَّحِيْحَ তবে এগুলোর মধ্যে বিশুদ্ধ হলো عِنْدَنَا আমাদের মতে هُوَ الرَّابِعُ চতুর্থটি عَلٰى مَا سَيَاْتِىْ যার বিশ্লেষণ

পরবর্তীতে আসছে وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِيْنَ আর কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যাকার বলেছেন اَنَّهُ بَيَانٌ গ্রন্থকার এখানে বর্ণনা শুরু করেছেন لِحُكْمِ الْقِيَاسِ কিয়াসের হুকুম بَعْدَ الْفَرَاغِ অবসর হওয়ার পর مِنْ شَرْطِهِ وَرُكْنِهِ কিয়াসের শর্ত ও রুকনের وَهُوَ خَطَأٌ فَاحِشٌ আর এটা মারাত্মক ভুল بَلْ بَيَانُ حُكْمِهِ বরং কিয়াসের হুকুমের বর্ণনা الَّذِىْ سَيَجِئُ যা অচিরেই আসছে فِيْمَا بَعْدُ পরবর্তীতে فِىْ قَوْلِهِ وَحُكْمُهُ الْاِصَابَةُ بِغَالِبِ الرَّأْىِ গ্রন্থকারের এ বক্তব্যের وَهٰذَا بَيَانٌ সুতরাং এখানে বর্ণনা হচ্ছে শুধুমাত্র مَا ثَبَتَ بِالتَّعْلِيْلِ যা তা'লীল দ্বারা সাব্যস্ত হয় এরই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الْجُمْهُوْرِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে দলিল না পাওয়া যাওয়াকে দলিল হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে জমহুরের মত আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছিল যে, মুজতাহিদ যদি দাবি করে, যেহেতু এটার দলিল আমার জানা নেই। সেহেতু মূলতই (কারো নিকটই) এর حُكْمٌ সাব্যস্ত হবে না। তবে এর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এটা সর্বাবস্থায় গ্রহণযোগ্য। আবার অপর একদলের মতে এটা শুধু শরয়ী আহ্কামে গ্রহণযোগ্য।

আর জমহুরের মতে এটা কোনো অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলেছেন–

قَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارٰى قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -

আর তারা বলে যে, ইহুদি আর খ্রিস্টান ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হে নবী! আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা যদি তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো। এখানে আল্লাহ্ اِثْبَاتٌ ও نَفْىٌ উভয়ের দলিল চেয়েছেন। কাজেই حُكْمٌ -কে نَفْىٌ করার জন্যও দলিলের প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া দলিল পাওয়া না যাওয়া বাস্তবে দলিল না থাকাকে ওয়াজিব করে না এবং না পাওয়া যাওয়াকে ওয়াজিব করে না। সুতরাং চরম প্রচেষ্টার পরও মুজতাহিদ যখন حُكْمٌ -এর উপর কোনো দলিল লাভে ব্যর্থ হন, তখন তিনি বলেন যে, এ ব্যাপারে শরিয়ত প্রণেতার পক্ষ হতে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো حُكْمٌ পাওয়া যায়নি। এটা বলেন না যে, শরিয়ত প্রণেতার পক্ষ হতে এ حُكْمٌ -কে نَفْىٌ করা হয়েছে। কেননা, এটার উপর কোনো দলিল নেই। উল্লেখ্য যে, এখানে জমহুর দ্বারা জমহুরে আহ্নাফ ও শাফেয়ীগণকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِيْنَ الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে একটি বিভ্রান্তির নিরসন করা হয়েছে। আমাদের শারিহ মোল্লা জিউন (র.) বলেছেন যে, গ্রন্থকার (র.) এখানে কিয়াসের عِلَّةٌ নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহের পর এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। অথচ কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার (র.)-এর মতে গ্রন্থকার (র.) কিয়াসের رُكْنٌ ও شَرْطٌ -এর পর এটার حُكْمٌ -এর আলোচনা করেছেন। তা সম্পূর্ণ ভুল ও বিভ্রান্তি। নূরুল আন্ওয়ারের উর্দু অনুবাদক ও হাসিয়াকার ওবায়দুল হক জালালাবাদী (মা. আ.) বলেছেন যে, মোল্লা জিউন (র.) অন্যান্য ব্যাখ্যাকারকে যে বিভ্রান্তি বলেছেন তা চিন্তা করে দেখার বিষয়। কেননা, খোদ মুসান্নিফ (র.) স্বীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থে فَصْلٌ فِىْ حُكْمِ الْعِلَّةِ শিরোনামের সাথে এ অধ্যায়ের আলোচনার সূত্রপাত করেছেন।

اَلْاَوَّلُ اِثْبَاتُ الْمُوْجِبِ اَوْ وَصْفِهٖ اَىْ اِثْبَاتُ اَنَّ الْمُوْجِبَ لِلْحُرْمَةِ اَوْ وَصْفَهٗ هٰذَا وَالثَّانِىْ اِثْبَاتُ الشَّرْطِ اَوْ وَصْفِهٖ اَىْ اِثْبَاتُ اَنَّ شَرْطَ الْحُكْمِ اَوْ وَصْفَهٗ هٰذَا وَالثَّالِثُ اِثْبَاتُ الْحُكْمِ اَوْ وَصْفِهٖ اَىْ اِثْبَاتُ اَنَّ هٰذَا حُكْمٌ مَشْرُوْعٌ اَوْ وَصْفُهٗ فَلَابُدَّ هٰهُنَا مِنْ اَمْثِلَةٍ سِتَّةٍ وَقَدْ بَيَّنَهَا بِالتَّرْتِيْبِ فَقَالَ كَالْجِنْسِيَّةِ لِحُرْمَةِ النَّسَاءِ مِثَالٌ لِاِثْبَاتِ الْمُوْجِبِ فَاِثْبَاتُ اَنَّ الْجِنْسِيَّةَ وَحْدَهَا مُوْجِبَةٌ لِحُرْمَةِ النَّسَاءِ مِمَّا لَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَثْبُتَ بِالرَّأْىِ وَالتَّعْلِيْلِ وَاِنَّمَا اَثْبَتْنَاهُ بِاِشَارَةِ النَّصِّ لِاَنَّ رِبَوا الْفَضْلِ لَمَّا حُرِّمَ بِمَجْمُوْعِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ فَشُبْهَةُ الْفَضْلِ وَهِىَ النَّسِيْئَةُ يَنْبَغِىْ اَنْ تُحَرَّمَ بِشُبْهَةِ الْعِلَّةِ اَعْنِىْ الْجِنْسَ وَحْدَهٗ اَوِ الْقَدْرَ وَحْدَهٗ ـ

সরল অনুবাদ : ইল্লত উদ্ভাবন করার প্রথম উদ্দেশ্য হলো হুকুম সাব্যস্তকারীকে অথবা তার وَصْف-কে সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ এটা সাব্যস্ত করা যে, এ বস্তুটিই হচ্ছে হুরমতের হুকুম সাব্যস্তকারী অথবা তার ওয়াস্ফ। **দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো হুকুমের শর্ত অথবা শর্তের وَصْف-কে সাব্যস্ত করা।** অর্থাৎ এটা সাব্যস্ত করা যে, এ বস্তুটিই হচ্ছে হুকুমের শর্ত অথবা শর্তের ওয়াস্ফ। **তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো হুকুম অথবা হুকুমের وَصْف-কে সাব্যস্ত করা।** অর্থাৎ এটা সাব্যস্ত করা যে, এ বস্তুটি হচ্ছে শরিয়তের দৃষ্টিতে এ মাসআলার হুকুম অথবা হুকুমের ওয়াস্ফ। এ তিনটি অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রত্যেক অবস্থার দু'টি অংশের আলোকে ছয়টি উদাহরণের প্রয়োজন। যেগুলোকে গ্রন্থকার (র.) ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন **যেমন, جِنْسِيَّةٌ ধারে বিক্রয় হারাম হওয়ার জন্য।** এটা হুকুম সাব্যস্তকারীকে সাব্যস্ত করার উদাহরণ, অর্থাৎ এ কথা সাব্যস্ত করা যে, শুধু সমগোত্রীয় হওয়া ধারে বিক্রয় হারাম হওয়ার জন্য হুকুম সাব্যস্তকারী ইল্লত, যা শুধু ব্যক্তিগত মত ও কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। এ কারণেই আমরা এ হুকুম সাব্যস্তকারীকে اِشَارَةُ النَّصِّ দ্বারা সাব্যস্ত করি। অর্থাৎ যখন উভয় ইল্লত قَدْر وَجِنْس পাওয়া যাওয়া দ্বারা প্রকৃত অতিরিক্ত-এর সুদ হারাম হয়ে যায়, তখন ইল্লতের সাদৃশ্য অর্থাৎ শুধু جِنْس অথবা শুধু قَدْر পাওয়া যাওয়া-এর দাবি এই যে, অতিরিক্তি-এর সাদৃশ্য অর্থাৎ ধারে বিক্রয় হারাম হবে। (কেননা, শরিয়তে সুদের সাদৃশ্যও হাকীকতের হুকুম রাখে। (فَاَثْبَتْنَا شُبْهَةَ الرِّبَوا بِشُبْهَةِ الْعِلَّةِ اِحْتِيَاطًا)

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْاَوَّلُ ইল্লত উদ্ভাবনের প্রথম উদ্দেশ্য হলো اِثْبَاتُ সাব্যস্ত করা الْمُوْجِبِ হুকুম সাব্যস্তকারীকে اَوْ وَصْفِهٖ অথবা এর ওয়াস্ফকে اَىْ অর্থাৎ اِثْبَاتُ এটা সাব্যস্ত করা اَنَّ الْمُوْجِبَ যে সাব্যস্তকারী বস্তুটি لِلْحُرْمَةِ হুরমতের اَوْ وَصْفَهٗ هٰذَا অথবা তার ওয়াস্ফ وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য اِثْبَاتُ সাব্যস্ত করা الشَّرْطِ হুকুমের শর্ত اَوْ وَصْفِهٖ অথবা শর্তের وَصْف-কে সাব্যস্ত করা اَىْ অর্থাৎ اِثْبَاتُ সাব্যস্ত করা اَنَّ شَرْطَ الْحُكْمِ হুকুমের শর্ত اَوْ وَصْفَهٗ অথবা শর্তের ওয়াস্ফ هٰذَا এ বস্তুটি وَالثَّالِثُ আর তৃতীয়টি হলো اِثْبَاتُ الْحُكْمِ হুকুম সাব্যস্ত করা اَوْ وَصْفِهٖ অথবা হুকুমের ওয়াস্ফকে সাব্যস্ত করা اَىْ অর্থাৎ اِثْبَاتُ সাব্যস্ত করা اَنَّ هٰذَا এ বস্তুটি হচ্ছে حُكْمٌ مَشْرُوْعٌ শরিয়তের দৃষ্টিতে মাসআলার হুকুম اَوْ وَصْفُهٗ অথবা হুকুমের ওয়াস্ফ فَلَابُدَّ هٰهُنَا এখানে এ তিনটি অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য আবশ্যক হলো مِنْ اَمْثِلَةٍ سِتَّةٍ ছয়টি উদাহরণের وَقَدْ بَيَّنَهَا যেগুলো গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন بِالتَّرْتِيْبِ ধারাবাহিকভাবে فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন كَالْجِنْسِيَّةِ যেমন জিনসিয়্যাত لِحُرْمَةِ النَّسَاءِ বাকি দেওয়া হারাম হওয়ার কারণ مِثَالٌ لِاِثْبَاتِ الْمُوْجِبِ তা আবশ্যককারী সাব্যস্ত করার উদাহরণ فَاِثْبَاتُ সুতরাং সাব্যস্ত করা اَنَّ الْجِنْسِيَّةَ وَحْدَهَا জিনস এককভাবে مُوْجِبَةٌ لِحُرْمَةِ হারাম সাব্যস্তকারী النَّسَاءِ বাকিতে مِمَّا لَا يَنْبَغِىْ যা ঠিক নয় اَنْ يَثْبُتَ সাব্যস্ত করা بِالرَّأْىِ وَالتَّعْلِيْلِ কিয়াস ও তা'লীল দ্বারা وَاِنَّمَا اَثْبَتْنَاهُ এ কারণে আমরা সাব্যস্ত করেছি بِاِشَارَةِ النَّصِّ ইশারাতুন নস দ্বারা لِاَنَّ رِبَوا কেননা, সুদ الْفَضْلِ যা প্রকৃত অতিরিক্ত لَمَّا حُرِّمَ যখন হারাম হয়ে যায় بِمَجْمُوْعِ উভয় ইল্লত পাওয়া যাওয়ার কারণে الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ কদর, জিনস, পরিমাপ ও সমজাতীয় فَشُبْهَةُ الْفَضْلِ আর অতিরিক্তের সাদৃশ্য وَهِىَ النَّسِيْئَةُ ধারে বিক্রয় করা يَنْبَغِىْ আবশ্যক হলো اَنْ تُحَرَّمَ হারাম হওয়া بِشُبْهَةِ الْعِلَّةِ তখন ইল্লতের সাদৃশ্য اَعْنِىْ অর্থ الْجِنْسَ وَحْدَهٗ শুধুমাত্র জিনস اَوْ অথবা الْقَدْرَ وَحْدَهٗ শুধু কদর পাওয়া যাওয়া।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْاَوَّلُ اِثْبَاتُ الْمُوْجِبِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে যে চতুষ্টয় উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করত تَعْلِيْل হয়ে থাকে, সেগুলোর প্রথম প্রকার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, যেসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে عِلَّةٌ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এগুলো মোট চারটি। এখানে তাদের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এক. مُوْجِبٌ (ওয়াজিবকারী)-কে সাব্যস্ত করা। অথবা ওয়াজিবকারীর وَصْف-কে সাব্যস্ত করা। مُوْجِبٌ-কে সাব্যস্ত করার উদাহরণ এই যে, জাতীয়তাকে বাকিতে হারাম হওয়ার عِلَّةٌ (কারণ) হিসেবে গণ্য করা। قَدْرٌ ও جِنْس-এর কারণে পারস্পারিক বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ নাজায়েজ ও সুদ হওয়া জানা কথা। বাকি হলো অতিরিক্ত-এর شُبْهٌ বা সাদৃশ্য এবং শুধু جِنْس (অথবা শুধু قَدْر) হলো جِنْس ও قَدْر উভয়ের সমষ্টির সাদৃশ্য। সুতরাং শুধু قَدْر অথবা শুধু جِنْس পাওয়া যাওয়ার কারণে বাকি হারাম হবে। আর আমরা (হানাফীরা) এটাকে اِشَارَةُ النَّصِّ তথা রিবা সম্পর্কিত হাদীসের ইঙ্গিতজ্ঞাপক অর্থের দ্বারা উপরিউক্ত মাসআলাকে সাব্যস্ত করেছি। আর نَصّ-এর اِشَارَةٌ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ে থাকে তা نَصّ দ্বারা সরাসরি সাব্যস্ত হওয়ার ন্যায় হবে।

وَصِفَةُ السَّوْمِ فِىْ زَكٰوةِ الْاَنْعَامِ مِثَالُ لِاثْبَاتِ وَصْفِ الْمُوْجِبِ فَاِنَّ الْاَنْعَامَ مُوْجِبَةٌ لِلزَّكٰوةِ وَ وَصْفُهَا وَهُوَ السَّوْمُ مِمَّا لَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَتَكَلَّمَ فِيْهِ وَيَثْبُتَ بِالتَّعْلِيْلِ وَاِنَّمَا اَثْبَتْنَاهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ وَعِنْدَ مَالِكٍ (رحـ) لَا تُشْتَرَطُ الْاِسَامَةُ لِاِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالٰى خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَالشُّهُوْدُ فِى النِّكَاحِ مِثَالُ الشَّرْطِ فَاِنَّ الشُّهُوْدَ شَرْطٌ فِى النِّكَاحِ وَلَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَتَكَلَّمَ فِيْهِ بِالرَّاْىِ وَالْعِلَّةِ وَاِنَّمَا نُثْبِتُهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا نِكَاحَ اِلَّا بِشُهُوْدٍ وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْاِشْهَادُ بَلِ الْاِعْلَانُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ بِالدُّفِّ ـ

সরল অনুবাদ : **আর বিচরণশীলতার গুণ চতুষ্পদ জন্তুসমূহের যাকাতের মধ্যে।** এটা হুকুম সাব্যস্তকারী-এর وَصْف-কে সাব্যস্ত করার উদাহরণ। কেননা, চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মালিক হওয়াই মূলত যাকাত সাব্যস্তকারী এবং বিচরণশীলতা (অর্থাৎ বিনা তত্ত্বাবধানে চারণভূমিতে ঘুরেফিরে ঘাস-পানি খাওয়া) হচ্ছে তাদের গুণ, যা শুধু যুক্তি ও কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। এ জন্য আমরা হাদীস- فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ (স্বাধীনভাবে চরে খাদ্য গ্রহণকারী পাঁচটি উটের মধ্যে একটি বকরি ওয়াজিব।) দ্বারা এ وَصْف-কে সাব্যস্ত করি। কিন্তু ইমাম মালিক (র.)-এর মতে سَائِمَةٌ হওয়া শর্ত নয়। কেননা, কুরআন মাজীদের আয়াত- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً الْاٰيَةَ-এর মধ্যে اَمْوَالٌ শব্দটি مُطْلَقٌ হিসেবে আগমন করেছে। (سَائِمَةٌ-এর শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত করা হয়নি।) **আর সাক্ষী বর্তমান থাকা বিবাহের মধ্যে।** এটা হুকুমের শর্তকে সাব্যস্ত করার উদাহরণ। কেননা, বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য সাক্ষী বর্তমান থাকা শর্ত, যা শুধু ব্যক্তিগত মত ও কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত করা সম্ভবপর নয়। এ জন্য আমরা হাদীস- لَا نِكَاحَ اِلَّا بِشُهُوْدٍ দ্বারা এ শর্তটি সাব্যস্ত করি। অবশ্য ইমাম মালিক (র.) বলেন যে, বিবাহের মধ্যে সাক্ষী উপস্থিত থাকা শর্ত নয়; বরং শুধু বিবাহের ঘোষণা ও প্রচারই শর্ত। কারণ, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, اَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ بِالدُّفِّ (তোমরা বিবাহের ঘোষণা প্রচার করবে, চাই তা দফ্ বাজিয়ে হোক না কেন।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَصِفَةُ السَّوْمِ আর বিচরণশীলতার গুণ فِىْ زَكٰوةِ الْاَنْعَامِ চতুষ্পদ জন্তুসমূহের যাকাতের মধ্যে مِثَالُ এটা উদাহরণ لِاثْبَاتِ সাব্যস্ত করার وَصْفِ الْمُوْجِبِ হুকুম সাব্যস্তকারীর وَصْف- কে- فَاِنَّ الْاَنْعَامَ কেননা, চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মালিক হওয়া مُوْجِبَةٌ সাব্যস্তকারী لِلزَّكٰوةِ যাকাত وَ وَصْفُهَا আর এর ওয়াসফ বা গুণ হলো وَهُوَ السَّوْمُ বিচরণশীলতা مِمَّا لَا يَنْبَغِىْ যা করা ঠিক নয় اَنْ يَتَكَلَّمَ فِيْهِ এ বিষয়ে যুক্তি পেশ করে وَيَثْبُتَ بِالتَّعْلِيْلِ এবং কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত করা وَاِنَّمَا اَثْبَتْنَاهُ এ জন্য আমরা এ وَصْف-কে সাব্যস্ত করেছি بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর এ হাদীস দ্বারা فِىْ خَمْسٍ পাঁচটিতে مِنَ الْاِبِلِ السَّائِمَةِ বিচরণশীল উটের شَاةٌ একটি বকরি ওয়াজিব وَعِنْدَ مَالِكٍ (رحـ) আর ইমাম মালিক (র.)-এর মতে لَا تُشْتَرَطُ শর্ত নয় الْاِسَامَةُ সায়েমা হওয়া لِاِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالٰى কেননা, মহান আল্লাহর কাওলটি মুতলাক হিসাবে আগমন করেছে خُذْ আপনি গ্রহণ করুন مِنْ اَمْوَالِهِمْ তাদের সম্পদ হতে صَدَقَةً যাকাত স্বরূপ تُطَهِّرُهُمْ তাদেরকে পবিত্রকরণ লক্ষ্যে وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا এবং এর মাধ্যমে শুদ্ধ করবেন وَالشُّهُوْدُ আর সাক্ষী বর্তমান থাকা فِى النِّكَاحِ বিবাহের মধ্যে مِثَالُ الشَّرْطِ এটা হুকুমের শর্তকে সাব্যস্ত করার উদাহরণ فَاِنَّ الشُّهُوْدَ কেননা, সাক্ষ্য প্রদান করা شَرْطٌ শর্ত فِى النِّكَاحِ বিবাহের মধ্যে وَلَا يَنْبَغِىْ সাব্যস্ত করা সম্ভব নয় اَنْ يَتَكَلَّمَ فِيْهِ بِالرَّاْىِ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত কিয়াস দ্বারা وَالْعِلَّةِ এবং মত দ্বারা وَاِنَّمَا نُثْبِتُهُ কেননা, আমরা এ শর্তটি সাব্যস্ত করেছি بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর এ হাদীস দ্বারা لَا نِكَاحَ বিবাহ বিশুদ্ধ হয় না اِلَّا بِشُهُوْدٍ সাক্ষী ব্যতীত وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) অবশ্য ইমাম মালিক (র.) বলেন لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْاِشْهَادُ বিবাহের মধ্যে সাক্ষীর উপস্থিত থাকা শর্ত নয় بَلِ الْاِعْلَانُ বরং বিবাহের ঘোষণা ও প্রচারই শর্ত لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ কেননা, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন اَعْلِنُوا النِّكَاحَ তোমরা বিবাহের ঘোষণা প্রদান করো وَلَوْ بِالدُّفِّ চাই তা দফ্ বাজিয়েই হোক না কেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَصِفَةُ السَّوْمِ فِىْ زَكٰوةِ الخ- এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُوْجِبْ-এর وَصْف সাব্যস্ত করার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। যেমন- আমরা যাকাতের পশু سَائِمَةٌ হওয়ার কথা বলে থাকি। তবে তা আমরা কিয়াস বা ইজতিহাদের মাধ্যমেই সাব্যস্ত করিনি, আর তা কিয়াসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়ার মতো বিষয়ও নয়; বরং একটি হাদীস দ্বারা আমরা তা সাব্যস্ত করেছি। হাদীসখানা হলো- فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ অর্থাৎ যেসব উট মাঠে চরিয়ে খাবার সংগ্রহ করে, মালিক এদেরকে খাওয়াতে হয় না। এদের সংখ্যা পাঁচ হলে তার জন্য যাকাত হিসেবে একটি বকরি আদায় করতে হবে। আর سَائِمَةٌ বা বিচরণশীল হওয়া উটের একটি বিশেষ وَصْف (গুণ) বিশেষ।

وَشُرِطَتِ الْعَدَالَةُ وَالذُّكُوْرَةُ فِيْهَا اَىْ فِىْ شُهُوْدِ النِّكَاحِ مِثَالٌ لِاِثْبَاتِ وَصْفِ الشَّرْطِ فَاِنَّ الشُّهُوْدَ شَرْطٌ وَالْعَدَالَةُ وَالذُّكُوْرَةُ وَصْفُهٗ وَلَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَتَكَلَّمَ فِيْهِ بِالتَّعْلِيْلِ بَلْ نَقُوْلُ اَنَّ اِطْلَاقَ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا نِكَاحَ اِلَّا بِشُهُوْدٍ يَدُلُّ عَلٰى عَدَمِ اِشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ وَالذُّكُوْرَةِ وَالشَّافِعِىُّ (رح) يَشْتَرِطُهٗ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ وَلِكَوْنِهٖ لَيْسَ بِمَالٍ كَمَا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا وَالْبُتَيْرَاءُ تَصْغِيْرُ بَتْرَاءَ الَّتِىْ تَانِيْثُ الْاَبْتَرِ وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّلٰوةُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مِثَالٌ لِلْحُكْمِ اَىْ اِثْبَاتُ اَنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ مَشْرُوْعَةٌ اَمْ لَا وَلَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَتَكَلَّمَ فِيْهِ بِالرَّأْىِ وَالْعِلَّةِ ـ

সরল অনুবাদ : আর বিবাহের সাক্ষীদের জন্য ন্যায়পরায়ণ ও পুরুষ হওয়ার শর্ত। এটা শর্তের وَصْف সাব্যস্ত করার উদাহরণ। কেননা, সাক্ষী উপস্থিত থাকা হচ্ছে বিবাহের শর্ত এবং ন্যায়পরায়ণ ও পুরুষ হওয়া এ দু'টি হচ্ছে সাক্ষীর গুণ, যাকে শুধু ব্যক্তিগত মত ও কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। এ জন্য আমরা বলি যে, হাদীস- لَا نِكَاحَ اِلَّا بِشُهُوْدٍ-এর মধ্যে شُهُوْد শব্দটির প্রয়োগ এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, বিবাহের সাক্ষীর জন্য ন্যায়পরায়ণ হওয়া ও পুরুষ হওয়া এগুলো শর্ত নয়। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা ন্যায়পরায়ণ ও পুরুষ হওয়ার শর্ত আরোপ করেন- لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ আর তাঁর দ্বিতীয় দলিল এই যে, বিবাহ মাল নয়। (আর যা মাল নয়, তাতে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।) যেমন- আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে (অর্থাৎ تَعْلِيْلَات فَاسِدَة-এর অধ্যায়ে) বিস্তারিত আলোচনা করেছি। **আর এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজ** بُتَيْرَاءُ শব্দটি بَتْرَاءُ-এর তাসগীর যা اَبْتَرُ-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (এটার অর্থ লেজকাটা বা অসম্পূর্ণ) এখানে এটা দ্বারা এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজই উদ্দেশ্য। এটা হুকুমকে সাব্যস্ত করার উদাহরণ। অর্থাৎ এ কথাটি সাব্যস্ত করা যে, এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজ শরিয়তে জায়েজ আছে কিনা? যে ব্যাপারে ব্যক্তিগত মত ও কিয়াস দ্বারা কথা বলা ঠিক নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَشُرِطَت আর সাক্ষীদের জন্য শর্ত হলো الْعَدَالَةُ ন্যায়পরায়ণতা وَالذُّكُوْرَةُ পুরুষ হওয়া فِيْهَا বিবাহের মধ্যে اَىْ অর্থাৎ فِىْ شُهُوْدِ النِّكَاحِ বিবাহের সাক্ষীদের ব্যাপারে مِثَالٌ এটা উদাহরণ لِاِثْبَاتِ সাব্যস্তকরণের وَصْفِ الشَّرْطِ শর্তের ওয়াসফ فَاِنَّ الشُّهُوْدَ কেননা, সাক্ষী উপস্থিত থাকা হচ্ছে شَرْطٌ বিবাহের শর্ত وَالْعَدَالَةُ وَالذُّكُوْرَةُ আর ন্যায়পরায়ণতা ও পুরুষ হওয়া وَصْفُهٗ সাক্ষীর গুণ وَلَا يَنْبَغِىْ কাজেই ঠিক নয় اَنْ يَتَكَلَّمَ فِيْهِ একে সাব্যস্ত করা بِالتَّعْلِيْلِ ব্যক্তিগত মত ও কিয়াস দ্বারা بَلْ نَقُوْلُ এ জন্য আমরা বলি اَنَّ اِطْلَاقَ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর মুতলাক বাণী لَا نِكَاحَ اِلَّا بِشُهُوْدٍ এর মধ্যস্থিত شُهُوْدٌ শব্দটি يَدُلُّ عَلٰى এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে عَدَمِ اِشْتِرَاطِ শর্ত না হওয়া الْعَدَالَةِ وَالذُّكُوْرَةِ ন্যায়পরায়ণতা ও পুরুষ হওয়া وَالشَّافِعِىُّ (رح) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট يَشْتَرِطُهٗ ন্যায়পরায়ণ ও পুরুষ হওয়া শর্ত لِقَوْلِهٖ এর দ্বারা- عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর বাণী لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ- وَلِكَوْنِهٖ আর তাঁর দ্বিতীয় দলিল হলো لَيْسَ بِمَالٍ বিবাহ মাল নয় كَمَا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا যেমনি আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি وَالْبُتَيْرَاءُ আর الْبُتَيْرَاءُ শব্দটি تَصْغِيْرُ بَتْرَاءَ-এর তাসগীর الَّتِىْ تَانِيْثُ الْاَبْتَرِ যা اَبْتَرُ-এর স্ত্রীলিঙ্গ وَالْمُرَادُ بِهٖ আর এটা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য الصَّلٰوةُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজ وَهُوَ مِثَالٌ এটা উদাহরণ لِلْحُكْمِ হুকুমকে সাব্যস্ত করার اَىْ অর্থাৎ اِثْبَاتُ এ কথাটি সাব্যস্ত করা اَنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ এ নামাজটি مَشْرُوْعَةٌ اَمْ لَا শরিয়তে জায়েজ কিনা وَلَا يَنْبَغِىْ এটা ঠিক নয় اَنْ يَتَكَلَّمَ فيه এ কথা বলা بالرأى والعلة ব্যক্তিগত মত ও কিয়াস দ্বারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَشُرِطَتِ الْعَدَالَةُ وَالذُّكُوْرَةُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে شَرْط-এর وَصْف সাব্যস্তকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে شَرْط-এর وَصْف-কে সাব্যস্ত করার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিবাহের সাক্ষী পুরুষ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্তারোপ করা হয়েছে। সুতরাং বিবাহের মধ্যে সাক্ষী হওয়া শর্ত। আর পুরুষ হওয়া ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া উক্ত شَرْط-এর জন্য وَصْف হিসেবে গণ্য। অবশ্য আমরা (হানাফীরা) নবী করীম ﷺ-এর বাণী- لَا نِكَاحَ اِلَّا بِشُهُوْدٍ মুতলাক হওয়ার কারণে ذُكُوْرَة ও عَدَالَة-এর শর্তারোপ করি না।

قَوْلُهٗ وَالْبُتَيْرَاءُ الخ -এর আলোচনা : এটা حُكْم সাব্যস্ত করার উদাহরণ। অর্থাৎ এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজ জায়েজ কিনা এ حُكْم সাব্যস্ত করবার ব্যাপারে। আমাদের মতে তা জায়েজ নয়। তবে আমরা কিয়াস ও রায়ের মাধ্যমে এটা সাব্যস্ত করিনি; বরং নবী করীম ﷺ-এর একটি হাদীস দ্বারা এটা সাব্যস্ত করেছি। হাদীসখানা হলো- اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজ হতে নিষেধ করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজকে জায়েজ রেখেছেন। তাঁর দলিল, নবী করীম ﷺ-এর বাণী- اِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوْتِرْ بِرَكْعَةٍ (অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ ফজর উদয় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে, তখন যেন এক রাকআতের দ্বারা وِتْر পড়ে নেয়।) আমাদের মতে এ এক রাকআত পৃথক ও স্বতন্ত্র নামাজ নয়।

وَاِنَّمَا اَثْبَتْنَا عَدَمَ مَشْرُوْعِيَّتِهَا بِمَا رُوِىَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ وَالشَّافِعِىُّ يُجَوِّزُهَا عَمَلًا لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوْتِرْ بِرَكْعَةٍ وَصِفَةُ الْوِتْرِ مِثَالٌ لِاِثْبَاتِ صِفَةِ الْحُكْمِ فَاِنَّ الْوِتْرَ حُكْمٌ مَشْرُوْعٌ وَصِفَتُهٗ كَوْنُهٗ وَاجِبًا اَوْ سُنَّةً وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيْهِ بِالرَّاْىِ فَاَثْبَتْنَا وُجُوْبَهٗ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى زَادَكُمْ صَلٰوةً اَلَا وَهِىَ الْوِتْرُ وَالشَّافِعِىُّ يَقُوْلُ اِنَّهَا سُنَّةٌ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ حِيْنَ سَاَلَهُ الْاَعْرَابِىُّ بِقَوْلِهٖ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ وَالرَّابِعُ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُعَلَّلُ لَهٗ تَعْدِيَةُ حُكْمِ النَّصِّ اِلٰى مَا لَا نَصَّ فِيْهِ لِيَثْبُتَ فِيْهِ اَىِ الْحُكْمُ فِىْ مَا لَا نَصَّ فِيْهِ بِغَالِبِ الرَّاْىِ دُوْنَ الْقَطْعِ وَالْيَقِيْنِ فَالتَّعْدِيَةُ حُكْمٌ لَازِمٌ عِنْدَنَا لَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ بِدُوْنِهٖ وَالتَّعْلِيْلُ يُسَاوِيْهِ فِى الْوُجُوْدِ ـ

সরল অনুবাদ : এ জন্য আমরা হাদীস- اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ দ্বারা এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজ -এর শরিয়তসম্মত না হওয়া সাব্যস্ত করি; কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজকেও জায়েজ মনে করেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- اِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوْتِرْ بِرَكْعَةٍ (যখন তোমাদের কেউ সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার আশঙ্কা করবে, তখন সে যেন বিতর-এর নামাজ এক রাকআতই পড়ে নেয়।) **আর বিতর নামাজ-এর সিফাত।** এটা হুকুমের সিফাতকে সাব্যস্ত করার উদাহরণ। অর্থাৎ বিতর-এর নামাজ-এর হুকুম তো সর্বসম্মতিক্রমে শরিয়ত সাব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু এ হুকুমের সিফাত অর্থাৎ এটার সুন্নত অথবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে, যা ব্যক্তিগত মত এবং কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত করা সম্ভবপর নয়। এ জন্য আমরা এটার অজূবকে হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত করি যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى زَادَكُمْ صَلٰوةً اَلَا وَهِىَ الْوِتْرُ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নামাজের মধ্যে আরো একটি নামাজকে বৃদ্ধি করেছেন। শুনে রাখো এটা হচ্ছে বিতর-এর নামাজ।' (পাঁচ ফরজ-এর মধ্যে বৃদ্ধি করার কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, এটাও ফরজ। নতুবা সুন্নত দ্বারা ফরজসমূহের মধ্যে বৃদ্ধিসাধন করা যায় না;) কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, বিতর-এর নামাজ সুন্নত। কারণ, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ (আর কোনো নামাজ ফরজ নয়। তবে হ্যাঁ, নফল পড়তে পার।) এ কথাটি তিনি সেই সময় ইরশাদ করেছিলেন, যখন একজন বেদুঈন (দিবারাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার কথা জ্ঞাত হওয়ার পর) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আমার উপর এ নামাজসমূহ ব্যতীত আর কোনো নামাজ ফরজ আছে কিনা? **আর চতুর্থ উদ্দেশ্য-** সেই উদ্দেশ্যসমূহের মধ্য হতে, যেগুলোর জন্য কিয়াস করা হয়ে থাকে **নস-এর হুকুমকে এমন শাখা-এর দিকে স্থানান্তরিত করা, যন্মধ্যে নস বিদ্যমান নেই। যেন তার মধ্যেও হুকুম সাব্যস্ত করা সম্ভবপর হয়।** অর্থাৎ যে শাখার মধ্যে নস বিদ্যমান নেই তন্মধ্যে শুধু প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হুকুম সাব্যস্ত করা, অকাট্যতা ও দৃঢ়তার ভিত্তিতে নয়। **সুতরাং হুকুমকে স্থানান্তরিত করা আমাদের নিকট একটি জরুরি বিষয়** কিয়াসের জন্য। কারণ, এটা ছাড়া কিয়াস শুদ্ধ হতে পারে না। আর (নস-এর তা'লীল করার উদ্দেশ্যই যেহেতু কিয়াস করা, এ জন্য) তা'লীল স্বীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে কিয়াসের সমান সমান হওয়া আবশ্যক। (সুতরাং যখন কিয়াস শুদ্ধ হবে না, তখন তা'লীলও শুদ্ধ হবে না।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنَّمَا اَثْبَتْنَا আর আমরা সাব্যস্ত করেছি عَدَمَ مَشْرُوْعِيَّتِهَا এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজ শরিয়তসম্মত না হওয়া بِمَا رُوِىَ যেমনি হাদীসে এসেছে اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন عَنِ الْبُتَيْرَاءِ এক রাকআত নামাজ হতে وَالشَّافِعِىُّ আর ইমাম শাফেয়ী (র.) يُجَوِّزُهَا এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজকে জায়েজ মনে করেন عَمَلًا নিম্নোক্ত হাদীসের উপর আমল করে لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ কেননা, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন اِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمْ যখন তোমাদের কেউ ভয় করবে الصُّبْحَ সুবহে সাদিক উদিত হওয়াকে فَلْيُوْتِرْ সে যেন ফিতরের নামাজ পড়ে بِرَكْعَةٍ এক রাকআতই وَصِفَةُ الْوِتْرِ

আর বিতর নামাজের সিফাত مِثَالٌ এটা উদাহরণ لِاِثْبَاتِ সাব্যস্ত করার صِفَةِ الْحُكْمِ হুকুমের সিফাতকে فَاِنَّ الْوِتْرَ কেননা, বিতরের নামাজ حُكْمٌ مَشْرُوْعٌ সর্বসম্মতক্রমে শরিয়ত সম্মত وَصِفَتُهٗ কিন্তু এটার সিফাত তথা হুকুম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে كَوْنُهٗ وَاجِبًا এটা ওয়াজিব হওয়া اَوْ سُنَّةً অথবা সুন্নত وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيْهِ কাজেই তা সাব্যস্ত করা যাবে না بِالرَّأْيِ ব্যক্তিগত মত ও কিয়াস দ্বারা فَاَثْبَتْنَا আর আমরা সাব্যস্ত করেছি وُجُوْبَهٗ এটার অজুবকে بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ -এর এ হাদীস দ্বারা اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা زَادَكُمْ صَلٰوةً তোমাদের নামাজের মধ্যে আরো একটি নামাজ বৃদ্ধি করেছেন اَلَا وَهِيَ الْوِتْرُ আর তা হলো বিতর নামাজ وَالشَّافِعِيُّ يَقُوْلُ আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন اِنَّهَا سُنَّةٌ বিতর নামাজ সুন্নত لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ কেননা, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন حِيْنَ سَأَلَهُ الْاَعْرَابِيُّ যখন একজন বেদুঈন জিজ্ঞাসা করেছিল بِقَوْلِهٖ তাঁর এ কথা দ্বারা هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ আমার উপর এ নামাজসমূহ ব্যতীত আর কোনো নামাজ ফরজ আছে কিনা? لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ আর কোনো নামাজ ফরজ নয় তবে নফল পড়তে পার وَالرَّابِعُ আর চতুর্থ উদ্দেশ্য হলো تَعْدِيَةُ স্থানান্তরিত করা হয় مِنْ جُمْلَةِ مَا يُعَلَّلُ لَهٗ সেই উদ্দেশ্যসমূহের মধ্য হতে حُكْمِ النَّصِّ নসের হুকুমকে اِلٰى مَا لَا نَصَّ فِيْهِ যার মধ্যে নস বিদ্যমান নেই اَيْ অর্থাৎ لِيُثْبِتَ فِيْهِ যেন তার মধ্যে হুকুম সাব্যস্ত করা হয় الْحُكْمُ হুকুম সাব্যস্ত করা হয় فِيْ مَا لَا نَصَّ فِيْهِ যে শাখার মধ্যে নস বিদ্যমান নেই بِغَالِبِ الرَّأْيِ শুধু প্রবল ধারণার ভিত্তিতে دُوْنَ الْقَطْعِ وَالْيَقِيْنِ অকাট্যতা ও দৃঢ়তার ভিত্তিতে নয় فَالتَّعْدِيَةُ حُكْمٌ সুতরাং হুকুমকে স্থানান্তরিত করা لَازِمٌ عِنْدَنَا যা আমাদের নিকট একটি জরুরি বিষয় কিয়াসের জন্য لَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ কিয়াস বিশুদ্ধ নয় بِدُوْنِهٖ তা ব্যতীত وَالتَّعْلِيْلُ আর তা'লীল يُسَاوِيْهِ কিয়াসের সমান সমান فِي الْوُجُوْدِ স্বীয় অস্তিত্বের ক্ষেত্রে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَصِفَةُ الْوِتْرِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে حُكْم-এর صِفَة সাব্যস্ত করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এটা حُكْم-এর صِفَة সাব্যস্ত করার উদাহরণ। وِتْر-এর নামাজ শরিয়তসম্মত এবং জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তবে এটা ওয়াজিব না সুন্নত এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। সুতরাং আমাদের হানাফীগণের মতে এটা ওয়াজিব। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন- اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى زَادَكُمْ صَلٰوةً اَلَا وَهِيَ الْوِتْرُ

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের জন্য এক ওয়াক্ত নামাজ বৃদ্ধি করেছেন। জেনে রাখো এটা হলো বিতরের নামাজ।

ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত হারেছা ইবনে হোযায়ফা (রা.) হতে এতদ্ সম্পর্কীয় অন্য একটি বর্ণনায় নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন-

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلٰوةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ .

"নবী করীম ﷺ আমাদের নিকট তাশ্‌রীফ আনলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলা এক ওয়াক্ত নামাজ দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন। এটা লাল উট তথা অতি মূল্যবান বস্তু হতেও তোমাদের জন্য উত্তম। এটা হলো বিতরের নামাজ।" যা হোক এ সব হাদীসের আলোকে আমরা এটাকে ওয়াজিব বলে থাকি।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বিতরের নামাজকে সুন্নত বলে থাকেন। তাঁর দলিল হলো ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস। যাতে রয়েছে- 'একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে ইসলামের ফারায়েয (অবশ্য পালনীয়) বিষয়াবলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন, প্রতি দিবারাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। এটা শুনে লোকটি বলল, উপরিউক্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ আমার উপর আবশ্যক কিনা? নবী করীম ﷺ বললেন, না, তবে যদি নফল হিসেবে অন্য কোনো নামাজ পড়তে চাও তাহলে পড়তে পারো।' এটার দ্বারা পাঞ্জেগানা নামাজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ নফল সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

আমরা উপরিউক্ত হাদীসের জবাবে বলতে পারি যে, وِتْر আক্ষরিক অর্থে নফল তথা পাঞ্জেগানার উপর অতিরিক্ত হওয়া যথার্থ। তবে বিভিন্ন হাদীসে এটার উপর এত বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, আমরা এটাকে ওয়াজিব বলতে বাধ্য হয়েছি।

جَائِزٌ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) لِأَنَّهُ يَجُوْزُ التَّعْلِيْلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ كَالتَّعْلِيْلِ بِالثَّمَنِيَّةِ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِحُرْمَةِ الرِّبٰوا فَإِنَّهَا لَا تَتَعَدّٰى مِنْهُمَا فَالتَّعْلِيْلُ عِنْدَهُ لِبَيَانِ لِمِّيَّةِ الْحُكْمِ فَقَطْ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلٰى التَّعْدِيَةِ لِأَنَّ صِحَّةَ التَّعْدِيَةِ مَوْقُوْفَةٌ عَلٰى صِحَّتِهَا فِىْ نَفْسِهَا فَلَوْ تَوَقَّفَتْ صِحَّتُهَا فِىْ نَفْسِهَا عَلٰى صِحَّةِ تَعْدِيَتِهَا لَزِمَ الدَّوْرُ وَالْجَوَابُ أَنَّ صِحَّتَهَا فِىْ نَفْسِهَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلٰى صِحَّةِ تَعْدِيَتِهَا بَلْ عَلٰى وُجُوْدِهَا فِى الْفَرْعِ فَلَا دَوْرَ وَالدَّلِيْلُ لَنَا أَنَّ دَلِيْلَ الشَّرْعِ لَابُدَّ أَنْ يَكُوْنَ مُوْجِبًا لِلْعِلْمِ أَوِ الْعَمَلِ وَالتَّعْلِيْلُ لَا يُفِيْدُ الْعِلْمَ قَطْعًا وَلَا يُفِيْدُ الْعَمَلَ أَيْضًا فِى الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ فَلَا فَائِدَةَ لَهُ إِلَّا ثُبُوْتَ الْحُكْمِ فِى الْفَرْعِ وَهُوَ مَعْنَى التَّعْدِيَةِ وَالتَّعْلِيْلُ لِلْأَقْسَامِ الثَّلٰثَةِ الْأَوَّلِ وَنَفْيِهَا بَاطِلٌ يَعْنِىْ أَنَّ إِثْبَاتَ سَبَبٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ حُكْمٍ اِبْتِدَاءً بِالرَّأْىِ وَكَذَا نَفْيُهَا بَاطِلٌ إِذْ لَا اِخْتِيَارَ وَلَا وِلَايَةَ لِلْعَبْدِ فِيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ إِلَى الشَّارِعِ -

সরল অনুবাদ : কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে স্থানান্তরণ ছাড়াও তা'লীল জায়েজ আছে। এ কারণেই তাঁর মতে অসম্পূর্ণ ইল্লত দ্বারা হুকুমের তা'লীল জায়েজ রয়েছে। যেমন– তিনি মূল্যবিশিষ্ট হওয়াকে ইল্লত সাব্যস্ত করা জায়েজ মনে করে থাকেন সোনা-রূপার মধ্যে সুদ হারাম হওয়ার জন্য। কারণ, এ ইল্লত অত্র দু'টি বস্তু ব্যতীত অন্য কোনো শাখার মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁর মতে হুকুমের ভিত্তি ও কারণ বর্ণনা করাই তা'লীল-এর উদ্দেশ্য। تَعْدِيَةٌ বা স্থানান্তরণ শুদ্ধ হওয়ার উপর তা'লীল-এর শুদ্ধ হওয়া নির্ভরশীল নয়। কেননা, تَعْدِيَةٌ শুদ্ধ হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে ইল্লত শুদ্ধ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। এখন যদি ইল্লত শুদ্ধ হওয়াও تَعْدِيَةٌ শুদ্ধ হওয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়, তাহলে দ্বিরুক্তি আবশ্যক হবে। আমাদের পক্ষ হতে উক্ত সন্দেহের উত্তর এই যে, تَعْدِيَةٌ-এর শুদ্ধতা যদিও ইল্লতের শুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ইল্লতের শুদ্ধতা تَعْدِيَةٌ-এর শুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং তা'লীলের শুদ্ধতা শাখার মধ্যে ইল্লত পাওয়া যাওয়ার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং দ্বিরুক্তি আবশ্যিক হবে না। আর কিয়াসের জন্য تَعْدِيَةٌ আবশ্যক হওয়ার উপর হানাফীগণের দলিল এই যে, শরয়ী দলিলের পক্ষে অবশ্যই ইলম অথবা আমল-এর জন্য উপকারী হওয়া আবশ্যক। (নতুবা অর্থহীন হওয়া আবশ্যক হবে।) আর এটা অকাট্য কথা যে, ইজতিহাদী তা'লীল দ্বারা প্রত্যয়ী জ্ঞান অর্জিত হয় না এবং তা مَنْصُوْصٌ عَلَيْهِ-এর মধ্যে আমল-এরও কোনো উপকারিতা প্রদান করে না। কেননা, তাতে নসের মাধ্যমেই আমল সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তা'লীলের শুধু এ একটি উপকারিতাই বাকি থাকে যে, তা দ্বারা নস-এর হুকুম فَرْعٌ-এর মধ্যে সাব্যস্ত হবে। আর تَعْدِيَةٌ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্যও এটাই। (মোটকথা, তা'লীলের উল্লিখিত প্রকার চতুষ্টয়ের মধ্য হতে।) **প্রথমোক্ত তিন প্রকারকে সাব্যস্ত অথবা نَفْىٌ করার জন্য তা'লীল বাতিল।** অর্থাৎ শুধু ব্যক্তিগত মত অথবা কিয়াস দ্বারা প্রাথমিকভাবে কোনো সবব অথবা শর্ত অথবা হুকুমকে সাব্যস্ত করা অথবা অনুরূপভাবে নিষেধ করা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা, এ বস্তুসমূহকে সাব্যস্ত অথবা নিষেধ করার ব্যাপারে বান্দার কোনো এখতিয়ার নেই। এটা শুধু শরিয়ত প্রবর্তকেরই কাজ।

শাব্দিক অনুবাদ : جَائِزٌ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে স্থানান্তর ছাড়াও তা'লীল জায়েজ لِأَنَّهُ يَجُوْزُ التَّعْلِيْلُ এ জন্য তাঁর নিকট তা'লীল জায়েজ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ অসম্পূর্ণ ইল্লত দ্বারা كَالتَّعْلِيْلِ যেমন তিনি ইল্লত সাব্যস্ত করা জায়েজ মনে করেন بِالثَّمَنِيَّةِ মূল্য বিশিষ্ট হওয়াকে فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে لِحُرْمَةِ الرِّبٰوا সুদ হারাম হওয়ার জন্য فَإِنَّهَا لَا تَتَعَدّٰى مِنْهُمَا কেননা, এ ইল্লত অত্র দু'টি বস্তু ব্যতীত অন্য কোনো শাখার মধ্যে পাওয়া যায় না فَالتَّعْلِيْلُ عِنْدَهُ সুতরাং তাঁর মতে তা'লীলের উদ্দেশ্য হলো لِبَيَانِ বর্ণনা করা لِمِّيَّةِ الْحُكْمِ فَقَطْ শুধু হুকুমের ভিত্তি ও কারণ وَلَا يَتَوَقَّفُ

مَوْقُوْفَةٌ তা'লীলের শুদ্ধ হওয়া নির্ভরশীল নয় عَلَى التَّعْدِيَةِ স্থানান্তর শুদ্ধ হওয়া لِاَنَّ صِحَّةَ التَّعْدِيَةِ কেননা تَعْدِيَةٌ শুদ্ধ হওয়া নির্ভরশীল صِحَّتُهَا فِىْ نَفْسِهَا ইল্লত শুদ্ধ হওয়ার উপর فَلَوْ تَوَقَّفَتْ এখন যদি নির্ভরশীল হয় عَلٰى صِحَّتِهَا فِىْ نَفْسِهَا ইল্লত শুদ্ধ হওয়া وَالْجَوَابُ আমাদের পক্ষ হতে تَعْدِيَةٌ শুদ্ধ হওয়ার উপর لَزِمَ الدَّوْرُ তাহলে দ্বিরুক্তি আবশ্যক হবে عَلٰى صِحَّةِ تَعْدِيَتِهَا ـ এর জবাব হলো اِنَّ صِحَّتَهَا فِىْ نَفْسِهَا তাদীয়া-এর শুদ্ধতা لَا تَتَوَقَّفُ নির্ভরশীল নয় عَلٰى صِحَّةِ تَعْدِيَتِهَا তাদীয়ার বিশুদ্ধতার উপর بَلْ বরং عَلٰى وُجُوْدِهَا তা'লীলের শুদ্ধতা ইল্লত পাওয়া যাওয়ার উপর নির্ভরশীল فِى الْفَرْعِ শাখার মধ্যে فَلَا دَوْرَ সুতরাং দ্বিরুক্তি আবশ্যক হবে না وَالدَّلِيْلُ لَنَا আর কিয়াসের জন্য تَعْدِيَةٌ আবশ্যক হওয়ার উপর আমাদের হানাফীগণের দলিল হলো اَنَّ دَلِيْلَ الشَّرْعِ শরিয়তের দলিলের জন্য لَابُدَّ অবশ্যম্ভাবী اَنْ يَّكُوْنَ হওয়া مُوْجِبًا আবশ্যক لِلْعِلْمِ اَوِ الْعَمَلِ ইলম অথবা আমালের জন্য উপকারী হওয়া وَالتَّعْلِيْلُ আর এটা জানা কথা যে ইজতিহাদী তা'লীল لَا يُفِيْدُ উপকার প্রদান করে না الْعِلْمَ قَطْعًا অকাট্য জ্ঞান وَلَا يُفِيْدُ الْعَمَلَ اَيْضًا এবং আমলের উপকারিতা দেয় না فِى الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ মানসূস আলাইহের মধ্যে لِاَنَّهٗ ثَابِتٌ কেননা, তাতে আমল সাব্যস্ত হয়েছে بِالنَّصِّ নস দ্বারা فَلَا فَائِدَةَ لَهٗ কাজেই তা'লীলের মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই اِلَّا ثُبُوْتَ الْحُكْمِ একমাত্র হুকুম সাব্যস্ত করা ব্যতীত فِى الْفَرْعِ শাখার মধ্যে وَهُوَ مَعْنَى التَّعْدِيَةِ এটাই হলো تَعْدِيَةٌ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য وَالتَّعْلِيْلُ আর তা'লীল لِلْاَقْسَامِ প্রকারভেদসমূহের الثَّلٰثَةِ الْاُوَلِ প্রথম তিন প্রকারকে সাব্যস্ত করা وَ نَفْيِهَا অথবা নফী করার জন্য بَاطِلٌ বাতিল يَعْنِىْ অর্থাৎ اَنَّ اِثْبَاتَ সাব্যস্ত করা سَبَبٍ কোনো সবব اَوْ شَرْطٍ অথবা শর্ত اَوْ حُكْمٍ অথবা হুকুমকে اِبْتِدَاءً প্রাথমিকভাবে بِالرَّاْىِ ব্যক্তিগত মত অথবা কিয়াস দ্বারা وَكَذَا نَفْيُهَا এমনিভাবে নিষেধ করা بَاطِلٌ সম্পূর্ণ বাতেল اِذْ لَا اِخْتِيَارَ কেননা, এ বস্তুসমূহকে সাব্যস্ত অথবা নিষেধ করার ব্যাপারে কোনো সুযোগ নেই وَلَا وِلَايَةَ এবং কোনো ক্ষমতাও নেই لِلْعَبْدِ فِيْهِ বান্দার وَاِنَّمَا هُوَ اِلَى الشَّارِعِ এটা শুধু শরিয়ত প্রবর্তকের কাজ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ جَائِزٌ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) لِاَنَّهٗ يَجُوْزُ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে تَعْدِيَةٌ তা'লীলের জন্য লাযেম কিনা? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, যেসব উদ্দেশ্যে কিয়াস করা হয়ে থাকে তা মোট চার প্রকার। তন্মধ্যে একমাত্র চতুর্থ প্রকারই আহ্নাফের মতে গ্রহণযোগ্য। আর চতুর্থ প্রকার হলো نَصّ-এর حُكْم-কে যেখানে نَصّ নেই সেখানে স্থানান্তরিত করা। কাজেই আমাদের (আহনাফের) মতে تَعْدِيَةٌ কিয়াসের জন্য অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং تَعْدِيَةٌ ব্যতীত কিয়াস পাওয়া যায় না, আর কিয়াস ব্যতীতও تَعْدِيَةٌ পাওয়া যায় না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে تَعْدِيَةٌ ব্যতীতও تَعْلِيْل হতে পারে। আর এ জন্যই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর عِلَّتْ قَاصِرَةٌ (অর্থাৎ যে عِلَّةٌ শুধু اَصْل-এর মধ্যে পাওয়া যায় এবং فَرْع-এর মধ্যে পাওয়া যায় না তার) দ্বারা تَعْلِيْل জায়েজ আছে। যেমন– তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে ثَمَنِيَّةٌ-কে عِلَّةٌ সাব্যস্ত করে থাকেন, যা এমকাত্র স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

কিয়াসের জন্য تَعْدِيَةٌ লাযেম হওয়ার স্বপক্ষে আহ্নাফের দলিল এই যে, শরয়ী দলিলের জন্য ইলম অথবা আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়া অপরিহার্য। আর تَعْلِيْل নিঃসন্দেহে ইলমকে ওয়াজিব করে না। আর مَنْصُوْص عَلَيْهِ (অর্থাৎ نَصّ আরোপিত হয়েছে) তথায় আমলকেও ওয়াজিব করে না। কেননা, এটা তো نَصّ-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত। সুতরাং فَرْع-এর মধ্যে حُكْم-কে সাব্যস্ত করা তথা تَعْدِيَةٌ ব্যতীত এটার অন্য কোনো ফায়েদাই নেই।

উল্লেখ্য যে, আহ্নাফ ও শাফেয়ীগণের মধ্যকার উপরিউক্ত মতপার্থক্য ঐ عِلَّةٌ-এর ব্যাপারে রয়েছে যা حُكْم ও عِلَّةٌ-এর মধ্যকার সামঞ্জস্য-এর কারণে উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে যে عِلَّةٌ নস-এর দ্বারা সাব্যস্ত অথবা ইজমার দ্বারা প্রমাণিত তা সর্বসম্মতভাবে عِلَّتْ قَاصِرَةٌ অর্থাৎ اَصْل-এর সাথে খাস হওয়া জায়েজ আছে। এতে কোনো দ্বিমত নেই। আর এতে ফায়েদা এই যে, আমরা শরিয়ত প্রণেতার মাধ্যমে এটার মধ্যে ক্রিয়াশীল عِلَّةٌ সম্পর্কে অবহিত হলাম। এটা হতে বড় ফায়েদা আর কি হতে পারে?

قَوْلُهٗ وَالتَّعْلِيْلُ لِلْاَقْسَامِ الثَّلٰثَةِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে سَبَبْ ، شَرْط ও حُكْم সাব্যস্ত করা প্রসঙ্গে অলোচনা করা হয়েছে। রায় ও কিয়াসের মাধ্যমে سَبَبْ ,شَرْط বা حُكْم স্বতন্ত্রভাবে (প্রথমবারের মতো) সাব্যস্ত করা বা এদের প্রত্যাখ্যান করা জায়েজ নেই। তবে ইজমা বা نَصّ-এর মাধ্যমে যদি একবার حُكْم সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে একে সামঞ্জস্যের কারণে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা (تَعْدِيَة) জায়েজ। কিন্তু জমহুরের মতে سَبَبْ ও شَرْط-এর تَعْدِيَةٌ নাজায়েজ। শুধু ইমাম ফখরুল ইসলাম (র.)-এর মতে তাও জায়েজ। যেমন– জেনা ও পুরুষ সঙ্গমের মধ্যে وَصْف مُشْتَرَكٌ (যুগ্ম ওয়াসফ) রয়েছে। আর তা হলো কামপূর্ণ স্থানে অসৎ উপায়ে বীর্য স্খলন করা। এ কারণে জেনার মতো পুরুষ সঙ্গমের মধ্যেও حَدّ তথা অবিবাহিতের ক্ষেত্রে একশত বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতের ক্ষেত্রে রজমকে সাব্যস্ত করা। এটা ইমাম ফখরুল ইসলামের মতে জায়েজ; কিন্তু জমহুরের মতে নাজায়েজ।

وَأَمَّا لَوْ ثَبَتَ سَبَبٌ أَوْ شَرْطٌ أَوْ حُكْمٌ مِنْ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ وَأَرَدْنَا أَنْ نُعَدِّيَهُ إِلَى مَحَلٍّ اٰخَرَ فَلَا شَكَّ أَنَّ ذٰلِكَ فِي الْحُكْمِ جَائِزٌ بِالْاِتِّفَاقِ إِذْ لَهُ وَضْعُ الْقِيَاسِ وَأَمَّا فِي السَّبَبِ وَالشَّرْطِ فَلَا يَجُوْزُ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَيَجُوْزُ عِنْدَ فَخْرِ الْإِسْلَامِ مَثَلًا إِذَا قِسْنَا اللِّوَاطَةَ عَلَى الزِّنَا فِي كَوْنِهِ سَبَبًا لِلْحَدِّ بِوَصْفٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللِّوَاطَةِ لِيُمْكِنَ جَعْلُ اللِّوَاطَةِ أَيْضًا سَبَبًا لِلْحَدِّ يَجُوْزُ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمْ فَإِنْ كَانَ الْمُصَنِّفُ تَابِعًا لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَمَعْنَى كَوْنِهِ بَاطِلًا أَنَّهُ بَاطِلٌ اِبْتِدَاءً لَا تَعْدِيَةً وَإِلَّا فَالْمُرَادُ بِهِ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا اِبْتِدَاءً وَتَعْدِيَةً ـ

সরল অনুবাদ : অবশ্য যদি নস অথবা ইজমার সাহায্যে কোনো সবব অথবা শর্ত অথবা হুকুম প্রাথমিকভাবে সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং আমরা এগুলোকে অন্যান্য স্থানের দিকে স্থানান্তরিত করতে চাই, তাহলে হুকুমের ব্যাপারে তো এটা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ রয়েছে। কেননা, কিয়াস এ تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ -এর জন্যই প্রণীত হয়েছে। কিন্তু সবব এবং শর্তের تعدية জমহুর উসূলীগণের মতে জায়েজ নেই, শুধু ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.) -এর মতেই জায়েজ। উদাহরণস্বরূপ যেমন- زِنَا ও لِوَاطَةٌ -এর মধ্যে মুশতারাক وَصْف বর্তমান থাকার কারণে যদি কোনো ব্যক্তি زِنَا -এর নির্ধারিত দণ্ডের সবব হওয়ার বিবেচনা করে لِوَاطَةٌ -কে এটার উপর কিয়াস করে, যেন لِوَاطَةٌ -কেও নির্ধারিত দণ্ডের সবব সাব্যস্ত করতে পারে, তাহলে ফখরুল ইসলাম (র.)-এর মতে এ কিয়াস জায়েজ হবে; কিন্তু জমহুরের মতে জায়েজ হবে না। অতএব, গ্রন্থকার (র.) যদি এ মাসআলায় ফখরুল ইসলাম (র.)-এর মতানুসারী হন এবং বাহ্যত এরূপই মনে হয়, তাহলে তাঁর বাতিল বলার অর্থ এই হবে যে, প্রাথমিকভাবে এ সমস্ত বিষয়ের সাব্যস্তকরণ বাতিল, কিন্তু تَعْدِيَةٌ বাতিল নয়। আর যদি তিনি জমহুরের মতানুসারী হন, তাহলে بُطْلَانٌ দ্বারা মুতলাক بُطْلَانٌ -ই উদ্দেশ্য হবে প্রাথমিকভাবে এবং تَعْدِيَةٌ -এর বিবেচনায় উভয়ভাবেই।

শাব্দিক অনুবাদ : وَأَمَّا لَوْ ثَبَتَ অবশ্য যদি সাব্যস্ত হয় سَبَبٌ أَوْ شَرْطٌ সবব অথবা শর্ত وَحُكْمٌ অথবা হুকুম مِنْ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ নস অথবা ইজমার সাহায্যে وَأَرَدْنَا আর আমরা চাই أَنْ نُعَدِّيَهُ এগুলোকে স্থানান্তর করতে إِلَى مَحَلٍّ اٰخَرَ অন্যান্য স্থানের দিকে فَلَا شَكَّ তবে আবশ্যকীয়ভাবে بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতিক্রমে أَنَّ ذٰلِكَ فِي الْحُكْمِ جَائِزٌ তাহলে এ হুকুমটি জায়েজ আছে إِذْ لَهُ وَضْعُ الْقِيَاسِ কেননা, কিয়াস এই تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ -এর জন্যই প্রণীত হয়েছে وَأَمَّا فِي السَّبَبِ وَالشَّرْطِ কিন্তু সবব ও শর্তের তাদিয়া فَلَا يَجُوْزُ জায়েজ নেই عِنْدَ الْعَامَّةِ জমহুর উসূলবীদগণের মতে وَيَجُوْزُ তবে জায়েজ আছে عِنْدَ فَخْرِ الْإِسْلَامِ ফখরুল ইসলাম বাযদুভীর মতে مَثَلًا উদাহরণ স্বরূপ إِذَا قِسْنَا যখন আমরা বিবেচনা করি اللِّوَاطَةَ সমকামিতাকে عَلَى الزِّنَا জেনার উপর فِي كَوْنِهِ سَبَبًا হওয়ার বা বর্তমান থাকার কারণে لِلْحَدِّ নির্ধারিত দণ্ডের بِوَصْفٍ مُشْتَرَكٍ মুশতারাক ওয়াসফ بَيْنَهُ জেনার মাঝে وَبَيْنَ اللِّوَاطَةِ এবং সমকামিতার মাঝে لِيُمْكِنَ جَعْلُ যাতে সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয় اللِّوَاطَةِ أَيْضًا সমকামিতাকেও سَبَبًا لِلْحَدِّ নির্ধারিত দণ্ডের সবব يَجُوْزُ عِنْدَهُ তাহলে ফখরুল ইসলাম (র.)-এর মতে এ কিয়াস জায়েজ হবে لَا عِنْدَهُمْ কিন্তু জমহুরের মতে জায়েজ হবে না فَإِنْ كَانَ الْمُصَنِّفُ অতএব যদি সম্মানিত গ্রন্থকার تَابِعًا لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ ফখরুল ইসলাম (র.)-এর অনুসারী হন এই মাসআলায় كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ এবং বাহ্যত এরূপই মনে হয় فَمَعْنَى তাহলে অর্থ হবে كَوْنِهِ بَاطِلًا বাতিল বলার أَنَّهُ بَاطِلٌ اِبْتِدَاءً প্রাথমিকভাবে এ সমস্ত বিষয়ের সাব্যস্তকরণ বাতিল لَا تَعْدِيَةً কিন্তু তাদিয়া বাতিল নয় وَإِلَّا فَالْمُرَادُ بِهِ আর যদি তিনি জমহুরের মতানুসারী হন তাহলে بُطْلَانٌ দ্বারা উদ্দেশ্য الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا মুতলাক বাতিল اِبْتِدَاءً প্রাথমিকভাবে وَتَعْدِيَةً এবং তাদিয়ার বিবেচনায় উভয়ভাবেই।

مَبْحَثُ الْاِسْتِحْسَانِ

اِسْتِحْسَانْ-এর আলোচনা

فَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ الرَّابِعُ يَعْنِىْ لَمْ يَبْقَ مِنْ فَوَائِدِ التَّعْلِيْلِ اِلاَّ التَّعْدِيَةَ اِلٰى مَا لَا نَصَّ فِيْهِ وَلَمَّا كَانَ هٰذَا تَارَةً عَلٰى سَبِيْلِ الْقِيَاسِ الْجَلِىِّ وَتَارَةً عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِحْسَانِ وَهُوَ الدَّلِيْلُ الَّذِىْ يُعَارِضُ الْقِيَاسَ الْجَلِىَّ اَشَارَ اِلٰى بَيَانِهِ بِقَوْلِهِ وَالْاِسْتِحْسَانُ يَكُوْنُ بِالْاَثَرِ وَالْاِجْمَاعِ وَالضَّرُوْرَةِ وَالْقِيَاسِ الْخَفِىِّ يَعْنِىْ اَنَّ الْقِيَاسَ الْجَلِىَّ يَقْتَضِىْ شَيْئًا وَالْاَثَرُ وَالْاِجْمَاعُ وَالضَّرُوْرَةُ وَالْقِيَاسُ الْخَفِىُّ يَقْتَضِىْ مَا يُضَادُّهُ فَيُتْرَكُ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ وَيُصَارُ اِلَى الْاِسْتِحْسَانِ فَيُبَيِّنُ نَظِيْرَ كُلِّ وَاحِدٍ وَيَقُوْلُ كَالسَّلَمِ مِثَالٌ لِلْاِسْتِحْسَانِ بِالْاَثَرِ فَاِنَّ الْقِيَاسَ يَاْبٰى جَوَازَهُ لِاَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُوْمِ وَلٰكِنَّا جَوَّزْنَاهُ بِالْاَثَرِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَسْلَمَ مِنْكُمْ فَلْيُسْلِمْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ وَالْاِسْتِصْنَاعُ مِثَالٌ لِلْاِسْتِحْسَانِ بِالْاِجْمَاعِ وَهُوَ اَنْ يَّاْمُرَ اِنْسَانًا مَثَلًا بِاَنْ يَخْرُزَ لَهُ خُفًّا بِكَذَا وَيُبَيِّنَ صِفَتَهُ وَمِقْدَارَهُ ـ

সরল অনুবাদ : **সুতরাং এখন শুধু চতুর্থ প্রকারই অবশিষ্ট রইল।** অর্থাৎ তা'লীলের উপকারিতা শুধু এটাই অবশিষ্ট রইল যে, তার সাহায্যে এমন ক্ষেত্রে হুকুমকে স্থানান্তরিত করা হবে, যেখানে নস অবতীর্ণ হয়নি। যেহেতু হুকুমের এ تَعْدِيَة কখনো সুস্পষ্ট কিয়াস দ্বারা হয়ে থাকে এবং কখনো কখনো اِسْتِحْسَانْ-এর মাধ্যমে হয়ে থাকে আর اِسْتِحْسَانْ হলো প্রকাশ্য কিয়াসের বিপরীত দলিলের নাম- সুতরাং গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা এ اِسْتِحْسَانْ-এর হাকীকত বর্ণনা করছেন- **اِسْتِحْسَانْ : আর اِسْتِحْسَانْ হাদীস, ইজমা, প্রয়োজন ও গোপন কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে।** অর্থাৎ কোনো কোনো সময় এমন হয় যে, প্রকাশ্য কিয়াস একটি হুকুম কামনা করে আর হাদীস বা ইজমা বা প্রয়োজন অথবা গোপন কিয়াস এ কথার বিপরীত বস্তু কামনা করে। এরূপ অবস্থায় প্রকাশ্য কিয়াসের উপর আমল পরিত্যাগ করে এটার বিপরীতের উপর আমল করাকে اِسْتِحْسَانْ বলা হয়। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) এখন (এ চার অবস্থার মধ্য হতে) প্রত্যেকটিরই উদাহরণ পেশ করছেন- **১. যেমন- بَيْعِ سَلَمْ বা ধারে বিক্রয়।** এটা হাদীসের সাহায্যে اِسْتِحْسَانْ -এর উদাহরণ। অর্থাৎ بَيْعِ سَلَمْ কিয়াসের দৃষ্টিতে জায়েজ না হওয়াই উচিত ছিল। কেননা, এটা অস্তিত্বহীন বস্তুর বিক্রয়। কিন্তু হাদীসের কারণে আমরা এ বিক্রয়কে জায়েজ রেখেছি। হাদীসটি হলো এই যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি بَيْعِ سَلَمْ করতে চাইবে, (অর্থাৎ মূল্য নগদ উসুল করে বিক্রিত বস্তুকে নিজের দায়িত্বে বাকি রেখে দিতে চাইবে) তাহলে এরূপ করবে যে, বিক্রিত বস্তুর পরিমাণ অথবা ওজন ও আদায়-এর সময়সীমা অবশ্যই নির্দিষ্ট করে নিবে। **২. আর যেমন اِسْتِصْنَاعْ বা কোনো বস্তু তৈরি করার ফরমায়েশ দান করা।** এটা ইজমা-এর মাধ্যমে اِسْتِحْسَانْ -এর উদাহরণ। اِسْتِصْنَاعْ বলা হয় (খরিদ করার শর্তে) কাউকেও ফরমায়েশ দান করে কোনো দ্রব্য তৈরি করানো। যেমন- কেউ কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে একজোড়া চামড়ার মোজা তৈরি করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করল এবং মোজার নমুনা, মাপ ইত্যাদিও জানিয়ে দিল।

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَمْ يَبْقَ সুতরাং এখন অবশিষ্ট নেই اِلاَّ الرَّابِعُ শুধুমাত্র চতুর্থ প্রকার يَعْنِىْ অর্থাৎ لَمْ يَبْقَ অবশিষ্ট থাকল না مِنْ فَوَائِدِ التَّعْلِيْلِ তা'লীলের উপকারিতা اِلاَّ التَّعْدِيَةَ একমাত্র স্থানান্তর করা اِلٰى مَا এমন স্থানের দিকে لَا نَصَّ فِيْهِ যেখানে নস অবতীর্ণ হয়নি وَلَمَّا كَانَ هٰذَا تَارَةً যেহেতু হুকুমের এ তাদিয়া কখনো হয় عَلٰى سَبِيْلِ الْقِيَاسِ الْجَلِىِّ সুস্পষ্ট কিয়াস দ্বারা وَتَارَةً আর কখনো হয় عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِحْسَانِ ইস্তিহসানের ভিত্তিতে وَهُوَ الدَّلِيْلُ আর ইস্তিহসান হলো এমন দলিল الَّذِىْ يُعَارِضُ যা বিপরীত الْقِيَاسَ الْجَلِىَّ প্রকাশ্য কিয়াসের اَشَارَ اِلٰى بَيَانِهِ সুতরাং গ্রন্থকার ইস্তিহসানের হাকীকত বর্ণনা করেছেন

بِقَوْلِهٖ তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা وَالْاِسْتِحْسَانُ আর ইস্তিহসান يَكُوْنُ সাব্যস্ত হয়ে থাকে بِالْاَثَرِ হাদীস দ্বারা وَالْاِجْمَاعِ ইজমা দ্বারা وَالضَّرُوْرَةِ প্রয়োজন দ্বারা وَالْقِيَاسِ الْخَفِيِّ এবং গোপন কিয়াস দ্বারা يَعْنِىْ অর্থাৎ اَنَّ الْقِيَاسَ الْجَلِىَّ কখনো প্রকাশ্য কিয়াস يَقْتَضِىْ شَيْئًا একটি হুকুম কামনা করে وَالْاَثَرُ وَالْاِجْمَاعُ আর হাদীস বা ইজমা وَالضَّرُوْرَةُ وَالْقِيَاسُ الْخَفِىُّ বা প্রয়োজন বা গোপন কিয়াস يَقْتَضِىْ কামনা করে مَا يُضَادُّهٗ এর বিপরীত বস্তু فَيُتْرَكُ الْعَمَلُ এমতাবস্থায় আমল পরিত্যাগ করা হবে بِالْقِيَاسِ কিয়াসের উপর وَيُصَارُ এবং প্রত্যাবর্তন করা হবে اِلَى الْاِسْتِحْسَانِ ইস্তিহসানের দিকে فَيُبَيِّنُ সুতরাং গ্রন্থকার পেশ করেছেন نَظِيْرٌ উদাহরণ لِكُلِّ وَاحِدٍ এ চার অবস্থার মধ্য হতে প্রত্যেকটিরই كَالسَّلَمِ যেমন ধারে বিক্রয় করা مِثَالٌ এটা উদাহরণ لِلْاِسْتِحْسَانِ بِالْاَثَرِ হাদীসের সাহায্যে ইস্তিহসানের فَاِنَّ الْقِيَاسَ কেননা, কিয়াসের দৃষ্টিতে يَاْبٰى অস্বীকার করে جَوَازَهٗ ধারে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ হওয়াকে لِاَنَّهٗ কেননা, এটা بَيْعُ الْمَعْدُوْمِ অস্তিত্বহীন বস্তুর বিক্রয় وَلٰكِنَّا جَوَّزْنَاهُ কিন্তু আমরা এ বিক্রয়কে জায়েজ রেখেছি بِالْاَثَرِ হাদীসের কারণে وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ আর হাদীসটি হলো নবী করীম ﷺ-এর বাণী مَنْ اَسْلَمَ مِنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ بَيْعُ السَّلَمِ করতে চাইবে فَلْيُسْلِمْ তখন তার উপর আবশ্যক হচ্ছে فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ বিক্রিত বস্তুর নির্দিষ্ট পরিমাণ وَ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ এবং নির্দিষ্ট ওজন اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ এবং আদায়ের নির্দিষ্ট সময়সীমা وَالْاِسْتِصْنَاعُ এবং কোনো বস্তুর তৈরি করার ফরমায়েশ দান করা مِثَالٌ উদাহরণ لِلْاِسْتِحْسَانِ بِالْاِجْمَاعِ ইজমার মাধ্যমে ইস্তিহসানের وَهُوَ আর তা হলো اَنْ يَاْمُرَ আদেশ করা اِنْسَانًا কোনো মানুষকে مَثَلًا যেমন بِاَنْ يَخْرِزَ لَهٗ কাউকে তৈরি করতে আদেশ প্রদান করা خُفًّا এক জোড়া মোজা بِكَذَا নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে وَيُبَيِّنَ এবং বর্ণনা করে দিন صِفَتَهٗ মোজার নমুনা وَمِقْدَارَهٗ এবং পরিমাপ ইত্যাদি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْاِسْتِحْسَانُ يَكُوْنُ بِالْاَثَرِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اِسْتِحْسَانٌ-এর সংজ্ঞা ও নামকরণের কারণ আলোচনা করা হয়েছে। হাদীস, ইজমা, প্রয়োজন ও قِيَاسٌ خَفِىٌّ (অপ্রকাশ্য কিয়াস) যখন প্রকাশ্য কিয়াসের বিরোধী হয় তখন প্রকাশ্য কিয়াসকে পরিত্যাগ করে সেগুলো অনুযায়ী আমল করাকে পরিভাষায় اِسْتِحْسَانٌ বলে। আর যেহেতু ফুকাহায়ে কেরাম উক্ত অবস্থায় প্রকাশ্য কিয়াসকে পরিত্যাগ করে হাদীস, ইজমা, প্রয়োজন অথবা কিয়াসে খফী অনুযায়ী আমল করাকে উত্তম বলেছেন, সেহেতু একে اِسْتِحْسَانٌ বলা হয়ে থাকে। তবে ফুকাহায়ে কেরামের সাধারণ পরিভাষায় قِيَاسٌ خَفِىٌّ-কে اِسْتِحْسَانٌ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ كَالسَّلَمِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে হাদীসের মাধ্যমে اِسْتِحْسَانٌ-এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রকাশ্য কিয়াসকে পরিহার করে হাদীসকে গ্রহণ করা তথা হাদীস মোতাবেক আমল করার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, بَيْعِ سَلَمْ বলে নগদ টাকার মাধ্যমে বাকিতে কোনো বস্তু ক্রয় করা। অর্থাৎ টাকা নগদ প্রদান করবে আর দ্রব্য পরে হস্তান্তর করবে, যা ফসলী জমি বা অন্য উপায়ে আমদানীর সম্ভাবনা রয়েছে। বিক্রিত দ্রব্য হাজির না থাকার কারণে উপরিউক্ত প্রকাশ্য কিয়াস মোতাবেক এটা নাজায়েজ। কিন্তু হাদীস দ্বারা এটা জায়েজ হওয়া সাব্যস্ত হওয়ায় আমরা তাকে জায়েজ রেখেছি। এতদ্ সম্পর্কীয় একটি হাদীস নিম্নরূপ- قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَسْلَمَ مِنْكُمْ فَلْيُسْلِمْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ সলম বেচাকেনা করতে চাইলে সে যেন নির্ধারিত পরিমাণে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা করে।

وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ اَجَلًا فَاِنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِىْ اَنْ لَّا يَجُوْزَ لِاَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُوْمِ وَلٰكِنَّا تَرَكْنَاهُ وَاسْتَحْسَنَّا جَوَازَهُ بِالْاِجْمَاعِ لِتَعَامُلِ النَّاسِ فِيْهِ وَاِنْ ذَكَرَ لَهُ اَجَلًا يَكُوْنُ سَلَمًا وَتَطْهِيْرُ الْاَوَانِىْ مِثَالٌ لِلْاِسْتِحْسَانِ بِالضَّرُوْرَةِ فَاِنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِىْ عَدَمَ تَطَهُّرِهَا اِذَا تَنَجَّسَتْ لِاَنَّهُ لَا يُمْكِنُ عَصْرُهَا حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْهَا النَّجَاسَةُ لٰكِنَّا اسْتَحْسَنَّا فِىْ تَطْهِيْرِهَا لِضَرُوْرَةِ الْاِبْتِلَاءِ بِهَا وَالْحَرَجُ فِىْ تَنَجُّسِهَا وَطَهَارَةُ سُؤْرِ سِبَاعِ الطَّيْرِ مِثَالٌ لِلْاِسْتِحْسَانِ بِالْقِيَاسِ الْخَفِىِّ ـ

সরল অনুবাদ : কিন্তু কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করল না। (কোনো কোনো সময় মূল্যের একটি অংশ অগ্রিম আদায় করা হয়ে থাকে, যা বায়না নামে পরিচিত।) প্রকাশ্য কিয়াসের দাবি এই যে, এরূপ মুয়ামালা জায়েজ হবে না। কেননা, এটা অস্তিত্বহীন বস্তুর বিক্রয়। (আর অস্তিত্বহীন বস্তুর বিক্রয় জায়েজ নয়;) কিন্তু আমরা ব্যাপক প্রচলন ও ইজমার ভিত্তিতে এ কিয়াসকে বর্জন করেছি এবং اِسْتِحْسَانْ স্বরূপ এটাকে জায়েজ সাব্যস্ত করেছি। প্রকাশ থাকে যে, এরূপ মুয়ামালায় যদি সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে এটা بَيْعِ سَلَمْ-এর মধ্যে গণ্য হবে। (اِسْتِصْنَاعْ থাকবে না।) ৩. **আর যেমন পাত্রসমূহের পবিত্রকরণ**। এটা প্রয়োজনের মাধ্যমে اِسْتِحْسَانْ-এর উদাহরণ। প্রকাশ্য কিয়াসের দাবি এই যে, পাত্র (প্রভৃতি কঠিন বস্তুসমূহ) নাপাক হয়ে যাওয়ার পর আর কখনো পবিত্র হবে না। কেননা, (কাপড় প্রভৃতি নরম বস্তুসমূহের ন্যায়) নিংড়ে তা হতে নাজাসাত দূরীভূত করা সম্ভব নয়। কিন্তু اِبْتِلَاءْ عَامْ-এর প্রয়োজন এবং নাপাক গণ্য করার কারণে অসুবিধা ও সংকট অনিবার্য হওয়ার ভিত্তিতে আমরা اِسْتِحْسَانْ স্বরূপ (কয়েকবার পানি ঢেলে দেওয়া দ্বারা) পবিত্র হওয়ার হুকুম প্রদান করেছি। **৪. আর যেমন হিংস্র পাখিসমূহের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়া**। এটা গোপন কিয়াস দ্বারা اِسْتِحْسَانْ-এর উদাহরণ।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ কিন্তু উল্লেখ বা নির্দিষ্ট করল না اَجَلًا কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা فَاِنَّ الْقِيَاسَ কেননা, প্রকাশ্য কিয়াস يَقْتَضِىْ কামনা করে اَنْ لَا يَجُوْزَ এরূপ লেনদেন জায়েজ না হওয়া لِاَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُوْمِ কেননা, এটা অস্তিত্বহীন বস্তুর বিক্রয় وَلٰكِنَّا تَرَكْنَاهُ কিন্তু আমরা একে পরিত্যাগ করেছি وَاسْتَحْسَنَّا جَوَازَهُ এবং ইস্তিহসান স্বরূপ একে জায়েজ সাব্যস্ত করেছি بِالْاِجْمَاعِ ইজমার ভিত্তিতে لِتَعَامُلِ النَّاسِ فِيْهِ মানুষের ব্যাপক প্রচলনের কারণে وَاِنْ ذَكَرَ لَهُ আর যদি এরূপ লেনদেনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় اَجَلًا নির্দিষ্ট সময়সীমা يَكُوْنُ سَلَمًا তাহলে এটা بَيْعِ سَلَمْ হিসেবে গণ্য হবে وَ تَطْهِيْرُ এবং পবিত্রকরণ الْاَوَانِىْ পাত্রসমূহ مِثَالٌ এটা উদাহরণ لِلْاِسْتِحْسَانِ بِالضَّرُوْرَةِ প্রয়োজনের মাধ্যমে ইস্তিহসানের فَاِنَّ الْقِيَاسَ কেননা, প্রকাশ্য কিয়াস يَقْتَضِىْ কামনা করে عَدَمَ تَطَهُّرِهَا পাত্র পবিত্র না হওয়া اِذَا تَنَجَّسَتْ যখন তা অপবিত্র হয়ে যায় لِاَنَّهُ لَا يُمْكِنُ কেননা, সম্ভব নয় عَصْرُهَا পাত্রকে নিংড়ানো حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْهَا যাতে এর থেকে বের হয়ে যায় النَّجَاسَةُ অপবিত্রতা لٰكِنَّا اسْتَحْسَنَّا কিন্তু আমরা ইস্তিহসান স্বরূপ فِىْ تَطْهِيْرِهَا একে পবিত্র সাব্যস্ত করেছি لِضَرُوْرَةِ প্রয়োজনের কারণে الْاِبْتِلَاءِ بِهَا ব্যাপক জনগণের সংকটের ফলে وَالْحَرَجُ এবং অসুবিধার কারণে فِىْ تَنَجُّسِهَا একে নাপাক গণ্য করার وَطَهَارَةُ আর পবিত্র হওয়া سُؤْرِ উচ্ছিষ্ট سِبَاعِ الطَّيْرِ হিংস্র পাখির مِثَالٌ উদাহরণ لِلْاِسْتِحْسَانِ ইস্তিহসানের بِالْقِيَاسِ الْخَفِىِّ গোপন কেরাতের।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَطْهِيْرُ الْاَوَانِىْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে প্রয়োজনের তাকিদে اِسْتِحْسَانْ করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ্য কিয়াসের দাবি হলো পাত্রসমূহ একবার অপবিত্র হলে আর পবিত্র না হওয়া। কেননা, এদেরকে চিবিয়ে পবিত্র করা অসম্ভব; কিন্তু প্রয়োজনের তাকিদে এটাকে জায়েজ করা হয়েছে। কেননা, সাধারণ জনগণ এটাতে লিপ্ত রয়েছে। আর এগুলোকে অপবিত্র সাব্যস্ত করা হলে মানুষ মহাবিপদে পড়ে যাবে। যাকে শরিয়ত সমর্থন করে না। এ জন্য একে জায়েজ রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَطَهَارَةُ سُؤْرِ سِبَاعِ الطَّيْرِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে قِيَاسْ خَفِىْ-এর মাধ্যমে اِسْتِحْسَانْ-এর উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। প্রকাশ্য কিয়াসের দাবি হলো, চতুষ্পদ হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্টের ন্যায় হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্টও হারাম হওয়া। কেননা, এর গোশ্‌ত হারাম। আর উচ্ছিষ্টের সাথে মিশ্রিত (মুখ নিঃসৃত) লালা গোশ্‌ত হতে উৎপাদিত বিধায় এটাও হারাম হবে। কিন্তু قِيَاسْ خَفِىْ -এর কারণে আমরা এটাকে পবিত্র সাব্যস্ত করেছি। কেননা, এরা জিহ্বা দিয়ে আহার করে না; বরং ঠোঁট দিয়ে আহার করে থাকে। আর তা পবিত্র। কাজেই এটার দ্বারা খাদ্যের সাথে হারাম ও অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। অপরদিকে হিংস্র চতুষ্পদ জন্তু জিহ্বা দিয়ে আহার করার কারণে জিহ্বা হতে নির্গত অপবিত্র লালার সংমিশ্রণে উচ্ছিষ্টও অপবিত্র হয়ে যায়।

فَإِنَّ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ يَقْتَضِيْ نَجَاسَتَهُ لِأَنَّ لَحْمَهُ حَرَامٌ وَالسُّؤْرُ مُتَوَلِّدٌ مِنْهُ كَسُؤْرِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ لٰكِنَّا اِسْتَحْسَنَّا لِطَهَارَتِهِ بِالْقِيَاسِ الْخَفِيِّ وَهُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَأْكُلُ بِالْمِنْقَارِ وَهُوَ عَظْمٌ طَاهِرٌ مِنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ بِخِلَافِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ لِأَنَّهَا تَأْكُلُ بِلِسَانِهَا فَيَخْتَلِطُ لُعَابُهَا النَّجِسُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لَا خِفَاءَ أَنَّ الْأَقْسَامَ الثَّلٰثَةَ الْأُوَلَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ وَإِنَّمَا الْاِشْتِبَاهُ فِيْ تَقْدِيْمِ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ عَلَى الْخَفِيِّ وَبِالْعَكْسِ فَأَرَادَ أَنْ يُّبَيِّنَ ضَابِطَةً لِيُعْلَمَ بِهَا تَقْدِيْمُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَالَ وَلَمَّا صَارَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَنَا عِلَّةً بِأَثَرِهَا لَا بِدَوْرَانِهَا كَمَا تَقُوْلُهُ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ أَهْلِ الطَّرْدِ قَدَّمْنَا عَلَى الْقِيَاسِ الْاِسْتِحْسَانَ الَّذِيْ هُوَ الْقِيَاسُ الْخَفِيُّ إِذَا قَوِيَ أَثَرُهُ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلٰى قُوَّةِ التَّاثِيْرِ وَضُعْفِهِ لَا عَلَى الظُّهُوْرِ وَالْخَفَاءِ فَإِنَّ الدُّنْيَا ظَاهِرَةٌ وَالْعُقْبٰى بَاطِنَةٌ لٰكِنَّهَا تَرَجَّحَتْ عَلَى الدُّنْيَا بِقُوَّةِ أَثَرِهَا مِنْ حَيْثُ الدَّوَامِ وَالصَّفَاءِ وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا سُؤْرُ سِبَاعِ الطَّيْرِ الْمَذْكُوْرُ اٰنِفًا فَإِنَّ الْاِسْتِحْسَانَ فِيْهِ قَوِيُّ الْأَثَرِ وَلِذَا يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ كَمَا حَرَّرْتُ ـ

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ প্রকাশ্য কিয়াসের চাহিদা এই যে, শিকারি পাখিসমূহের উচ্ছিষ্ট নাপাক হবে। কেননা, এদের গোশত নাপাক। আর লালা (যা উচ্ছিষ্টের সাথে মিশে) তা গোশত হতে তৈরি হয়ে থাকে। এ কারণেই চতুষ্পদ হিংস্র প্রাণীসমূহের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র; কিন্তু গোপন কিয়াসের কারণে اِسْتِحْسَانْ স্বরূপ আমরা শিকারি পাখিসমূহের উচ্ছিষ্টকে পবিত্র সাব্যস্ত করেছি। এ মাসআলায় গোপন কিয়াস এই যে, পাখিরা ঠোঁট দ্বারা পানাহার করে থাকে, যা একটি শুক্না হাড় বৈ আর কিছু নয়। আর জীবিত অথবা মৃত সকল প্রাণীর হাড় পবিত্র। কিন্তু চতুষ্পদ হিংস্র প্রাণীরা এটার বিপরীত। কারণ, এরা জিহ্বা দ্বারা পানাহার করে থাকে। এ জন্য পানাহারের সময় অপবিত্র লালা পানির সাথে মিশে যায়। (এ গোপন পার্থক্যের কারণে উভয়ের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।) اِسْتِحْسَانْ-এর এ প্রকার চতুষ্টয়ের মধ্য হতে প্রথম তিন প্রকারের (অর্থাৎ ১. হাদীস, ২. ইজমা ও ৩. প্রয়োজন-এর মাধ্যমে اِسْتِحْسَانْ) قِيَاسْ جَلِيْ-এর উপর অগ্রগণ্য হওয়া অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অবশ্য (চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ) গোপন কিয়াস-এর প্রকাশ্য কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য হওয়া অথবা এটার বিপরীত হওয়া-এর ক্ষেত্রে সংশয় রয়েছে। এ জন্য গ্রন্থকার (র.) একটি নীতিমালা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন, যা দ্বারা এতদুভয়ের পারস্পরিক অগ্রগণ্যতার স্থান ও ক্ষেত্র সম্পর্কে অবগতি অর্জিত হবে। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর যেহেতু আমাদের হানাফীগণের মতে ইল্লত (হুকুম সাব্যস্তকরণ-এর ব্যাপারে) তার প্রতিক্রিয়ার কারণেই ইল্লত হয়ে থাকে।** নিছক হুকুম ও ইল্লত উভয়ের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার বিবেচনায় পারস্পরিক আবশ্যকতা ও সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে নয়। যেমনটি তরদপন্থি শাফেয়ীগণের মত। **এ জন্যই আমরা اِسْتِحْسَانْ-কে প্রকাশ্য কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য করেছি। যার (اِسْتِحْسَانْ-এর) অপর নাম গোপন কিয়াস, যখন তার প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হয়।** এ জন্য যে, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী এবং দুর্বল হওয়ার উপরই ইল্লতের যোগ্যতা নির্ভরশীল, শুধু তার প্রকাশ্য অথবা গুপ্ত হওয়ার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। যেমন– দুনিয়া সম্পূর্ণ প্রকাশ্য (দৃষ্টিগোচর) এবং আখিরাত সম্পূর্ণ গুপ্ত (এবং দৃষ্টির অন্তরালে) তথাপি আখিরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দান করা হয়। কেননা, আখিরাতের প্রভাব অর্থাৎ জীবনের চিরস্থায়িত্ব ও দুঃখ-বেদনা হতে পবিত্র জীবন (দুনিয়ার তুলনায়) অধিক শক্তিশালী। মোটকথা, যাহের-এর উপর বাতেন-এর প্রাধান্য লাভের উদাহরণ অনেক রয়েছে। যন্মধ্যে শিকারি পাখিসমূহের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কিত উল্লিখিত মাসআলাটিও অন্তর্ভুক্ত, যা একমাত্র অতিবাহিত হয়েছে, যন্মধ্যে اِسْتِحْسَانْ-এর প্রভাব শক্তিশালী হওয়ার কারণে প্রকাশ্য কিয়াসের উপর তাকে অগ্রগণ্য করা হয়। যেমনটি আমরা বিস্তারিতভাবে উপরে আলোচনা করেছি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنَّ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ কেননা, প্রকাশ্য কিয়াসের يَقْتَضِيْ চাহিদা نَجَاسَتَهُ তা নাপাক হওয়া لِأَنَّ لَحْمَهُ حَرَامٌ কেননা, এদের মাংস নাপাক وَالسُّؤْرُ আর লালা مُتَوَلِّدٌ مِنْهُ মাংস হতে সৃষ্ট كَسُؤْرِ যেমনি উচ্ছিষ্ট অপবিত্র سِبَاعِ الْبَهَائِمِ

চতুষ্পদ হিংস্র প্রাণীসমূহের لٰكِنَّا اسْتَحْسَنَّا কিন্তু আমরা ইস্তিহসান স্বরূপ لِطَهَارَتِهِ শিকারি পাখিসমূহের উচ্ছিষ্টকে পবিত্র সাব্যস্ত করেছি بِالْقِيَاسِ الْخَفِيِّ গোপন কিয়াসের কারণে وَهُوَ اَنَّهُ আর গোপন কিয়াস হলো اِنَّمَا تَاْكُلُ পাখিরা পানাহার করে بِالْمِنْقَارِ ঠোঁট দ্বারা وَهُوَ عَظْمٌ যা একটি শুকনা হাড় বৈ আর কিছু নয় طَاهِرٌ مِنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ আর জীবিত অথবা মৃত সকল প্রাণীর হাড় পবিত্র بِخِلَافِ কিন্তু এটা বিপরীত سِبَاعِ الْبَهَائِمِ চতুষ্পদ হিংস্র প্রাণীসমূহের لِاَنَّهَا تَاْكُلُ কেননা, এরা পানাহার করে بِلِسَانِهَا জিহ্বা দ্বারা فَيَخْتَلِطُ ফলে মিশে যায় لُعَابُهَا তার লালা অপবিত্র بِالْمَاءِ পানির সাথে ثُمَّ لَا خِفَاءَ অতঃপর অত্যন্ত সুস্পষ্ট اَنَّ الْاَقْسَامَ الثَّلٰثَةَ এ প্রকার চতুষ্টয়ের মধ্য হতে প্রথম তিন প্রকারের مُقَدَّمَةٌ অগ্রগণ্য হওয়া عَلَى الْقِيَاسِ কিয়াসে জলীর উপর وَاِنَّمَا الْاِشْتِبَاهُ فِي الْاَوَّلِ তবে সংশয় রয়েছে فِيْ تَقْدِيْمِ অগ্রগণ্য হওয়া الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ প্রকাশ্য কিয়াস عَلَى الْخَفِيِّ কিয়াসে খফীর উপর وَبِالْعَكْسِ এবং এর বিপরীত হওয়া ও এর ক্ষেত্রে সংশয় রয়েছে فَاَرَادَ এ জন্যে গ্রন্থকার চেয়েছেন اَنْ يُبَيِّنَ বর্ণনা করতে ضَابِطَةً একটি নীতিমালা لِيُعْلَمَ بِهَا যা দ্বারা জানা যাবে تَقْدِيْمَ অগ্রগণ্যতার স্থান اَحَدِهِمَا এতদুভয়ের عَلَى الْاٰخَرِ অপরটির উপর فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَلَمَّا صَارَتِ الْعِلَّةُ আর যখন ইল্লত হয়ে থাকে عِنْدَنَا আমাদের হানাফীদের মতে عِلَّةً بِاَثَرِهَا তার প্রতিক্রিয়ার কারণেই ইল্লত হয়ে থাকে لَا بِدَوَرَانِهَا নিছক হুকুম ও ইল্লত উভয়ের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার পারস্পরিক আবশ্যকতা ও সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে নয় كَمَا যেমনটি বলে থাকে الشَّافِعِيَّةُ مِنْ اَهْلِ الطَّرْدِ তরদপন্থি শাফেয়ীগণ قَدَّمْنَا এ জন্য আমরা অগ্রগণ্য করেছি تَقُوْلُهُ عَلَى الْقِيَاسِ কিয়াসের উপর الْاِسْتِحْسَانَ الَّذِيْ সেই ইস্তিহসানকে هُوَ الْقِيَاسُ الْخَفِيُّ যা হলো কিয়াসে খফী اِذَا قَوِيَ যখন শক্তিশালী হয় اَثَرُهُ এর প্রভাব لِاَنَّ الْمَدَارَ কেননা, ইল্লতের যোগ্যতা নির্ভরশীল عَلٰى قُوَّةِ التَّاْثِيْرِ প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হওয়ার উপর وَضُعْفِهِ এবং দূষণ হওয়ার উপর لَا عَلَى الظُّهُوْرِ শুধু তার প্রকাশ্য হওয়ার উপর গ্রহণযোগ্যতা নেই وَالْخَفَاءِ এবং গুপ্ত হওয়ার فَاِنَّ الدُّنْيَا কেননা, এ দুনিয়া ظَاهِرَةٌ সম্পূর্ণ প্রকাশ্য وَالْعُقْبٰى بَاطِنَةٌ এবং পরকাল সম্পূর্ণ গুপ্ত لٰكِنَّهَا تَرَجَّحَتْ তথাপি পরকালকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় عَلَى الدُّنْيَا দুনিয়ার উপর بِقُوَّةِ اَثَرِهَا কেননা, আখিরাতের প্রভাব অধিক শক্তিশালী مِنْ حَيْثُ الدَّوَامِ জীবনের চিরস্থায়ীত্বের দিক থেকে وَالصَّفَاءِ এবং দুঃখ-বেদনা হতে পবিত্র وَاَمْثِلَتُهُ كَثِيْرَةٌ মোটকথা যাহেরের উপর বাতেনের প্রাধান্য লাভের উদাহরণ অনেক রয়েছে مِنْهَا তন্মধ্য হতে سُؤْرُ উচ্ছিষ্ট سِبَاعِ الطَّيْرِ হিংস্রপাখির الْمَذْكُوْرِ উল্লিখিত اٰنِفًا ইতঃপূর্বে فَاِنَّ الْاِسْتِحْسَانَ فِيْهِ কেননা, এতে ইস্তিহসানের قَوِيُّ الْاَثَرِ প্রভাব শক্তিশালী হওয়ার ফলে وَلِذَا আর এ কারণেই يُقَدَّمُ অগ্রগণ্য করা হয় عَلَى الْقِيَاسِ কিয়াসের উপর كَمَا حَرَّرْتُ যেমনটি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمَّا صَارَتِ الْعِلَّةُ الخ-এর আলোচনা : যে اِسْتِحْسَانْ হাদীস, ইজমা অথবা প্রয়োজনের তাকিদের কারণে হয়েছে, তা প্রকাশ্য কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার পাওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। তবে অপ্রকাশ্য কিয়াসকে প্রকাশ্য কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিনা এতে দ্বিমতের অবকাশ রয়েছে।

এখানে এটার উপর গ্রন্থকার (র.) একটি মূলনীতি প্রদানের চেষ্টা করেছেন। তার সারকথা হলো, আমাদের আহ্নাফের মতে যেহেতু عِلَّةٌ-এর মধ্যে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হওয়ার তেমন কোনো ভূমিকা নেই; বরং اَثَرْ বা প্রভাব এর ভূমিকাই মুখ্য, সেহেতু যখন অপ্রকাশ্য কিয়াসের اَثَرْ (প্রভাব) প্রবলতর হবে তখন একে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কাজেই اِسْتِحْسَانْও কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শরিয়তের দলিল চতুষ্টয়ের শ্রেণীভুক্ত হবে।

وَفِىْ هٰذَا اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ الْعَمَلَ بِالْاِسْتِحْسَانِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْحُجَجِ الْاَرْبَعَةِ بَلْ هُوَ نَوْعٌ اَقْوٰى لِلْقِيَاسِ فَلَا طَعْنَ عَلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) فِىْ اَنَّهٗ يَعْمَلُ بِمَا سِوَى الْاَدِلَّةِ الْاَرْبَعَةِ وَقَدَّمْنَا الْقِيَاسَ لِصِحَّةِ اَثَرِهِ الْبَاطِنِ عَلَى الْاِسْتِحْسَانِ الَّذِىْ ظَهَرَ اَثَرُهٗ وَخَفِىَ فَسَادُهٗ كَمَا اِذَا تَلٰى اٰيَةَ السَّجْدَةِ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَاِنَّهٗ يَرْكَعُ بِهَا قِيَاسًا وَفِى الْاِسْتِحْسَانِ لَا يُجْزِئُهٗ الْاَصْلُ فِىْ هٰذَا اَنَّهٗ اِنْ قَرَأَ اٰيَةَ السَّجْدَةِ يَسْجُدُ لَهَا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَقْرَأُ مَا بَقِىَ وَيَرْكَعُ اِذَا جَاءَ اَوَانُ الرُّكُوْعِ ـ

সরল অনুবাদ : আর اِسْتِحْسَانْ-কে গোপন কিয়াস বলার মধ্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِسْتِحْسَانْ-এর উপর আমল করা দ্বারা শরিয়তের দলিল চতুষ্টয়-এর বাইরে কোনো দলিলের উপর আমল করা আবশ্যক হয় না; বরং এটাও কিয়াসেরই একটি শক্তিশালী প্রকার। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি এ অপবাদ আরোপ করা বৃথা যে, তিনি শরিয়তের প্রকার চতুষ্টয়কে পরিত্যাগ করে পঞ্চম একটি দলিলের উপর আমল করে থাকেন। **আর (এভাবে কখনো কখনো) আমরা প্রকাশ্য কিয়াসকে তার বাতেনী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া শুদ্ধ হওয়ার কারণে সেই** اِسْتِحْسَانْ-**এর উপর অগ্রগণ্য করি, যা প্রকাশ্যত সঠিক বলে মনে হয়; কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে ফাসেদ। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ নামাজের মধ্যে সিজ্দার আয়াত তেলাওয়াত করে, তখন কিয়াস কামনা করে যে, (ওয়াজিবের দায়িত্ব হতে মুক্ত হওয়ার জন্য সিজ্দার পরিবর্তে) রুকু করতে পারবে, আর** اِسْتِحْسَانْ **কামনা করে যে, তার জন্য রুকু যথেষ্ট নয় (বরং সিজদা করা জরুরি হবে)।** এ মাসআলার আসল হুকুম তো এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের মধ্যে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সিজদায় গমন করবে, অতঃপর দণ্ডায়মান হয়ে অবশিষ্ট কেরাত পাঠ করবে এবং রুকুর সময় হলে তবেই রুকু করবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَفِىْ هٰذَا আর ইস্তিহসানকে গোপন কিয়াস বলার মধ্যে اِشَارَةٌ اِلٰى এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে اَنَّ الْعَمَلَ بِالْاِسْتِحْسَانِ ইস্তিহসানের উপর আমল করা لَيْسَ بِخَارِجٍ বাহির হয় না مِنَ الْحُجَجِ الْاَرْبَعَةِ দলিল চতুষ্টয়ের بَلْ هُوَ বরং এটাও نَوْعٌ একটি প্রকার اَقْوٰى শক্তিশালী لِلْقِيَاسِ কিয়াসের فَلَا طَعْنَ সুতরাং অপবাদ আরোপ করা ঠিক নয় عَلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উপর فِىْ اَنَّهٗ يَعْمَلُ যে তিনি আমল করে থাকেন بِمَا سِوٰى ব্যতীত الْاَدِلَّةِ الْاَرْبَعَةِ দলিল চতুষ্টয় وَقَدَّمْنَا আর কখনো আমরা অগ্রগণ্য করি الْقِيَاسَ প্রকাশ্য কিয়াসকে لِصِحَّةِ বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে اَثَرِهٖ তার প্রভাব الْبَاطِنِ বাতেনী عَلَى الْاِسْتِحْسَانِ ইস্তিহসানের উপর الَّذِىْ ظَهَرَ اَثَرُهٗ যার প্রভাব প্রকাশ্যত সঠিক বলে মনে হয় وَخَفِىَ فَسَادُهٗ কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে ফাসেদ كَمَا যেমনি اِذَا تَلٰى যখন কেউ তেলাওয়াত করে اٰيَةَ السَّجْدَةِ সিজদার আয়াত فِىْ صَلٰوتِهٖ নামাজের মধ্যে فَاِنَّهٗ يَرْكَعُ بِهَا তখন সে রুকু করতে পারবে قِيَاسًا কিয়াসের চাহিদা অনুযায়ী وَفِى الْاِسْتِحْسَانِ অথচ اِسْتِحْسَانْ কামনা করে لَا يُجْزِئُهٗ তার জন্য রুকু যথেষ্ট নয় الْاَصْلُ فِىْ هٰذَا এ মাসআলার আসল হুকুম হলো اَنَّهٗ اِنْ قَرَأَ যদি কোনো ব্যক্তি পাঠ করে اٰيَةَ السَّجْدَةِ সিজদার আয়াত يَسْجُدُ لَهَا তাহলে তৎক্ষণাৎ সিজদায় গমন করবে ثُمَّ يَقُوْمُ অতঃপর দণ্ডায়মান হবে فَيَقْرَأُ অতঃপর কেরাত পাঠ করবে مَا بَقِىَ অবশিষ্ট وَيَرْكَعُ এবং রুকু করবে اِذَا جَاءَ যখন রুকুর সময় اَوَانُ الرُّكُوْعِ অথবা রুকুর মধ্যে নিয়ত করে নেয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقَدَّمْنَا الْقِيَاسَ لِصِحَّةِ الخ -এর আলোচনা : যেখানে আমরা প্রকাশ্য কিয়াসের অন্তর্নিহিত اَثَرْ-কে সহীহ পেয়েছি এবং اِسْتِحْسَانْ-এর মধ্যে বাহ্যিক اثر থাকা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ ফাসাদ পেয়েছি সেখানে اِسْتِحْسَانْ-এর উপর প্রকাশ্য খাসকে প্রাধান্য দিয়েছি। যেমন- কেউ যদি নামাজের মধ্যে সিজদার আয়াত পড়ে এবং রুকুর মধ্যে গিয়ে তাতে রুকু ও আয়াতের সিজদার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নিয়ত করে, তাহলে প্রকাশ্য কিয়াস অনুযায়ী এটা সহীহ হবে; কিন্তু اِسْتِحْسَانْ অনুযায়ী সহীহ হবে না। প্রকাশ্য কিয়াসের ইল্লত হলো নম্রতা ও প্রকাশের দিক দিয়ে রুকু সিজদার সাদৃশ্য। তবে বাহ্যত উপরিউক্ত প্রকাশ্য কিয়াস ফাসেদ। কেননা, বাহ্যিক সাদৃশ্যতার কারণে শরয়ী হুকুম সাব্যস্ত হয় না।

উল্লেখ্য যে, অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া (اَثَرْ)-এর প্রবলতার কারণে যেসব প্রকাশ্য কিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে এদের সংখ্যা নিতান্ত কম। তাহ্কীক নামক গ্রন্থে আছে যে, এরূপ মাত্র সাতটি মাসআলার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু اِسْتِحْسَانْ-কে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ ভূরিভূরি।

وَاِنْ رَكَعَ فِىْ مَوْضَعِ اٰيَةِ السَّجْدَةِ وَيَنْوِىْ التَّدَاخُلَ بَيْنَ رُكُوْعِ الصَّلٰوةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوْفُ بَيْنَ الْحُفَّاظِ يَجُوْزُ قِيَاسًا لَا اِسْتِحْسَانًا وَجْهُ الْقِيَاسِ اَنَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ مُتَشَابِهَانِ فِى الْخُضُوْعِ وَلِهٰذَا اُطْلِقَ الرُّكُوْعُ عَلَى السُّجُوْدِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ وَ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اِنَّا اُمِرْنَا بِالسُّجُوْدِ وَهُوَ غَايَةُ التَّعْظِيْمِ وَالرُّكُوْعُ دُوْنَهٗ وَلِهٰذَا لَا يَنُوْبُ عَنْهُ فِى الصَّلٰوةِ فَكَذَا فِىْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فَهٰذَا الْاِسْتِحْسَانُ ظَاهِرٌ اَثَرُهٗ وَلٰكِنْ خَفِىَ فَسَادُهٗ وَهُوَ اَنَّ السُّجُوْدَ فِى التِّلَاوَةِ لَمْ يُشْرَعْ قُرْبَةً مَقْصُوْدَةً بِنَفْسِهَا وَاِنَّمَا الْمَقْصُوْدُ التَّوَاضُعُ وَالرُّكُوْعُ فِى الصَّلٰوةِ يَعْمَلُ هٰذَا الْعَمَلَ لَا خَارِجَهَا فَلِهٰذَا لَمْ نَعْمَلْ بِهٖ بَلْ عَمِلْنَا بِالْقِيَاسِ الْمُسْتَتِرَةِ صِحَّتُهٗ وَقُلْنَا يَجُوْزُ اِقَامَةُ الرُّكُوْعِ مَقَامَ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ بِخِلَافِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ الرُّكُوْعَ فِيْهَا مَقْصُوْدٌ عَلٰى حِدَةٍ وَالسُّجُوْدُ عَلٰى حِدَةٍ فَلَا يَنُوْبُ اَحَدُهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ ثُمَّ الْمُسْتَحْسَنُ بِالْقِيَاسِ الْخَفِىِّ تَصِحُّ تَعْدِيَتُهٗ اِلٰى غَيْرِهٖ لِاَنَّهٗ اَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ غَايَتُهٗ اَنَّهٗ خَفِىٌّ يُقَابِلُ الْجَلِىَّ بِخِلَافِ الْاَقْسَامِ الْاُخَرِ يَعْنِىْ مَا يَكُوْنُ بِالْاَثَرِ اَوِ الْاِجْمَاعِ اَوِ الضَّرُوْرَةِ لِاَنَّهَا مَعْدُوْلَةٌ عَنِ الْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ـ

সরল অনুবাদ : কিন্তু যদি কেউ সিজদার আয়াতের সময় (সিজদার পরিবর্তে) রুকু করে নেয় এবং একই সময়ে সজ্দায়ে তেলাওয়াত ও নামাজের রুকু উভয়ই আদায় করার নিয়ত করে– যেমনটি সাধারণভাবে হাফেজগণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, তাহলে প্রকাশ্য কিয়াসের আলোকে এটাও জায়েজ হবে। কিন্তু اِسْتِحْسَانٌ-এর দৃষ্টিতে এটা জায়েজ নয়। কিয়াসের ভিত্তি এই যে, বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে রুকু ও সিজদা বাহ্যত পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আয়াত وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ (আর হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে সিজদাবনত হলেন এবং তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করলেন)-এর মধ্যে সিজদার উপরে রুকুর প্রয়োগ করেছেন। আর اِسْتِحْسَانٌ-এর দলিল এই যে, আমাদেরকে তো সিজদার আদেশই প্রদান করা হয়েছে এবং সিজদার মধ্যে রুকু অপেক্ষা অধিক সম্মান প্রদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। যার কারণে এ রুকু নামাজের সিজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। সুতরাং এ اِسْتِحْسَانٌ বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বলে মনে হয়, কিন্তু বাতেনীভাবে এটার মধ্যে ফাসাদ নিহিত রয়েছে। আর তা এই যে, (নামাজের সিজদার উপর সজ্দায়ে তেলাওয়াতকে কিয়াস করা ঠিক নয়। কারণ,) সজ্দায়ে তেলাওয়াত স্বয়ং ইবাদতে মাক্সূদা হিসেবে বিধানকৃত হয়নি; বরং তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। আর নামাজের রুকুও যেহেতু এ উদ্দেশ্যের জন্যই গঠিত হয়েছে, এ জন্য তার সাহায্যে ইপ্সিত সজ্দায়ে তেলাওয়াত অর্জিত হতে পারে। অবশ্য নামাজের বাইরের রুকুর মধ্যে এ কথাটি পাওয়া যায় না। মোটকথা, এ কারণেই উক্ত মাসআলায় আমরা اِسْتِحْسَانٌ-এর উপর আমল না করে প্রকাশ্য কিয়াস যার বিশুদ্ধতা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অপ্রকাশ্য-এর উপর আমল করেছি এবং বলেছি যে, নামাজের রুকু সজ্দায়ে তেলাওয়াতের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। কিন্তু নামাজের সিজদা-এর হুকুম এটার বিপরীত। কেননা, নামাজের রুকু ও সিজ্দা উভয়ই স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে ইবাদতে মাক্সূদাবিশেষ। এ জন্য তাদের একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। **অতঃপর গোপন কিয়াসের সাহায্যে اِسْتِحْسَانٌ জাতীয় যে হুকুমটি সাব্যস্ত হয়েছে, তাকে শাখার প্রতি স্থানান্তরিত করা শুদ্ধ হবে।** এ জন্য যে, اِسْتِحْسَانٌ-ও তো এক প্রকার কিয়াস। এদের মধ্যে বড়জোর যদি কোনো পার্থক্য থাকে, তাহলে তা যে তাদের একটি গোপন এবং অন্যটি প্রকাশ্য। (বাকি উভয়ই কিয়াস। যার বুনিয়াদি বৈশিষ্ট্য হলো শাখার দিকে হুকুম স্থানান্তরিত হওয়া;) **কিন্তু اِسْتِحْسَانٌ-এর অন্যান্য প্রকারসমূহ এটার বিপরীত।** অর্থাৎ হাদীস অথবা ইজমা অথবা প্রয়োজন -এর ভিত্তিতে যে اِسْتِحْسَانِىْ হুকুম সাব্যস্ত হবে, তার স্থানান্তরণ ঠিক নয়। কেননা, তা সর্বদিক দিয়েই কিয়াসের বিপরীত হয়ে থাকে। (আর যা কিয়াসের বিপরীত সাব্যস্ত হয়, তা স্থানান্তরিত হয় না।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ رَكَعَ যদি সে রুকু করে নেয় فِىْ مَوْضَعِ স্থানে اٰيَةِ السَّجْدَةِ তেলাওয়াতে সিজদার সময় وَيَنْوِىْ এবং সে নিয়ত করে নেয় التَّدَاخُلَ উভয়ের بَيْنَ رُكُوْعِ الصَّلٰوةِ নামাজের রুকু وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ সাজদায়ে তেলাওয়াত كَمَا

هُوَ الْمَعْرُوْفُ যেমনি প্রচলিত রয়েছে بَيْنَ الْحُفَّاظِ হাফেজগণের মধ্যে يَجُوْزُ قِيَاسًا তাহলে প্রকাশ্য কিয়াসের ভিত্তিতে এটা জায়েজ হবে لَا اِسْتِحْسَانًا কিন্তু اِسْتِحْسَان-এর দৃষ্টিতে এটা জায়েজ নয় وَجْهُ الْقِيَاسِ কিয়াসের কারণ বা ভিত্তি হলো اَنَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ রুকু ও সিজদা مُتَشَابِهَانِ বাহ্যত পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ فِى الْخُضُوْعِ একাগ্রতা অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে وَلِهٰذَا আর এ কারণেই اَطْلَقَ মহান আল্লাহ প্রয়োগ করেছেন الرُّكُوْعَ রুকুকে عَلَى السُّجُوْدِ সিজদার উপর فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى মহান আল্লাহর এ বাণীতে وَخَرَّ رَاكِعًا আর হযরত দাউদ (আ.) তাঁর প্রভুর দরবারে সিজদাবনত হলেন وَاَنَابَ এবং তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করলেন وَ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ আর اِسْتِحْسَانْ-এর দলিল হলো اِنَّا اُمِرْنَا আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে بِالسُّجُوْدِ সিজদার وَهُوَ আর তাতে غَايَةُ التَّعْظِيْمِ অধিক সম্মান প্রদর্শন বিদ্যমান রয়েছে وَالرُّكُوْعُ دُوْنَهٗ রুকুতে রয়েছে তার থেকে কম وَلِهٰذَا আর এ কারণেই لَا يَنُوْبُ عَنْهُ রুকু সিজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না فِى الصَّلٰوةِ নামাজের মধ্যে فَكَذَا এমনিভাবে فِىْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ তা সাজদায়ে তেলাওয়াতেরও স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না فَهٰذَا الْاِسْتِحْسَانُ সুতরাং এ ইস্তিহসান ظَاهِرٌ اَثَرُهٗ বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বলে মনে হয় وَلٰكِنْ خَفِىَ কিন্তু বাতেনীভাবে এটার মধ্যে ফাসাদ নিহিত রয়েছে وَهُوَ আর তা হলো اَنَّ السُّجُوْدَ فِى التِّلَاوَةِ সাজদায়ে তেলাওয়াত فَسَادُهٗ لَمْ বিধানকৃত করা হয়নি قُرْبَةً مَقْصُوْدَةً بِنَفْسِهَا স্বয়ং ইবাদাতে মাকসূদা হিসেবে وَاِنَّمَا الْمَقْصُوْدُ বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো يُشْرَعْ التَّوَاضُعُ আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করা وَالرُّكُوْعُ فِى الصَّلٰوةِ আর নামাজের মধ্যে রুকুও যেহেতু এ উদ্দেশ্যের জন্য গঠিত হয়েছে يَعْمَلُ هٰذَا الْعَمَلَ এ জন্য ইপ্সিত সাজদায়ে তেলাওয়াত অর্জিত হতে পারে لَا خَارِجَهَا অবশ্য নামাজের বাইরের রুকুর মধ্যে এ কথাটি পাওয়া যায় না فَلِهٰذَا আর এ কারণেই لَمْ نَعْمَلْ بِهٖ এর উপর আমল করিনি بَلْ عَمِلْنَا বরং আমরা আমল করেছি بِالْقِيَاسِ প্রকাশ্য কিয়াসের উপর الْمُسْتَتِرَةِ অপ্রকাশ্য صِحَّتَهٗ যার বিশুদ্ধতা وَقُلْنَا এবং আমরা বলেছি يَجُوْزُ সিদ্ধ হতে পারে اِقَامَةُ স্থলাভিষিক্ত করা الرُّكُوْعِ রুকুকে مَقَامَ স্থলে سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ তেলাওয়াতে সিজদার بِخِلَافِ الصَّلٰوةِ কিন্তু নামাজের সিজদার হুকুম এর বিপরীত فَاِنَّ الرُّكُوْعَ فِيْهَا কেননা, নামাজের রুকু مَقْصُوْدٌ ইবাদাতে মাকসূদা عَلٰى حِدَةٍ স্বতন্ত্রভাবে وَالسُّجُوْدُ এবং সিজদাও ইবাদাতে মাকসূদা عَلٰى حِدَةٍ স্বতন্ত্রভাবে فَلَا يَنُوْبُ কাজেই স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না اَحَدُهُمَا এদের একটি عَنِ الْاٰخَرِ অপরটির ثُمَّ الْمُسْتَحْسَنُ সুতরাং মুস্তাহসান জাতীয় যে হুকুমটি সাব্যস্ত হয়েছে بِالْقِيَاسِ الْخَفِىِّ গোপন কিয়াসের সাহায্যে تَصِحُّ শুদ্ধ হবে تَعْدِيَتُهٗ একে স্থানান্তর করা اِلٰى غَيْرِهٖ শাখার প্রতি لِاَنَّهٗ اَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ কেননা, اِسْتِحْسَانْও তো এক প্রকার কিয়াস غَايَتُهٗ এদের মধ্যে বড়জোর যদি কোনো পার্থক্য থাকে اَنَّهٗ خَفِىٌّ এদের একটি গোপন يُقَابِلُ বিপরীতটি হবে الْجَلِىَّ প্রকাশ্য بِخِلَافِ কিন্তু এর বিপরীত الْاَقْسَامِ الْاُخَرِ ইস্তিহসানের অন্যান্য প্রকারসমূহ يَعْنِىْ مَا يَكُوْنُ তথা যে ইস্তিহসান সাব্যস্ত হবে بِالْاَثَرِ হাদীস দ্বারা اَوِ الْاِجْمَاعِ অথবা ইজমা দ্বারা اَوِ الضَّرُوْرَةِ অথবা প্রয়োজনের ভিত্তিতে لِاَنَّهَا مَعْدُوْلَةٌ কেননা, এগুলো বিপরীত হয়ে থাকে عَنِ الْقِيَاسِ কিয়াসের مِنْ كُلِّ وَجْهٍ সর্বদিক থেকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ الْمُسْتَحْسَنُ بِالْقِيَاسِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ইস্তিহসানী حُكْم-এর تَعْدِيَة প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। قِيَاسْ جَلِىّ তথা প্রকাশ্য কিয়াস-এর মধ্যে اَصَل حُكْم-কে যেরূপ فَرْع-এর মধ্যে স্থানান্তর (تَعْدِيَة) করা হয়ে থাকে, তদ্রূপ اِسْتِحْسَانْ হুকুমকেও فَرْع-এর দিকে স্থানান্তর (تعديه) করা জায়েজ আছে। কেননা, اِسْتِحْسَانْও কিয়াসের একটি প্রকার বিশেষ।

তবে কিয়াস جَلِىّ বা প্রকাশ্য, আর اِسْتِحْسَانْ খফী বা অপ্রকাশ্য।

তবে হাদীস, ইজমা ও প্রয়োজনের মাধ্যমে যে সমস্ত ইস্তিহসানী মাসআলার حُكْم সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাদেরকে فَرْع-এর দিকে স্থানান্তর জায়েজ নেই। কেননা, মূল কিয়াস এদের মধ্যে অনুপস্থিত।

اَلَا تَرٰى اَنَّ الْاِخْتِلَافَ فِى الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيْعِ لَا يُوْجِبُ يَمِيْنَ الْبَائِعِ قِيَاسًا وَيُوْجِبُهٗ اِسْتِحْسَانًا فَاِنَّهٗ اِذَا اخْتَلَفَا فِى الثَّمَنِ بِدُوْنِ قَبْضِ الْمَبِيْعِ بِاَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُهَا بِاَلْفَيْنِ وَقَالَ الْمُشْتَرِىْ اِشْتَرَيْتُهَا بِاَلْفٍ فَالْقِيَاسُ اَنْ لَّا يَحْلِفَ الْبَائِعُ لِاَنَّ الْمُشْتَرِىَ لَا يَدَّعِىْ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ مُنْكِرًا فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُّسَلِّمَ الْمَبِيْعَ اِلَى الْمُشْتَرِىْ وَيَحْلِفَهٗ عَلٰى اِنْكَارِ الزِّيَادَةِ وَلٰكِنَّ الْاِسْتِحْسَانَ اَنْ يَتَحَالَفَا لِاَنَّ الْمُشْتَرِىَ يَدَّعِىْ عَلَيْهِ وُجُوْبَ تَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ عِنْدَ نَقْدِ الْاَقَلِّ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُهٗ وَالْبَائِعُ يَدَّعِىْ عَلَيْهِ زِيَادَةَ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِىْ يُنْكِرُهٗ فَيَكُوْنَانِ مُدَّعِيَيْنِ مِنْ وَجْهٍ وَمُنْكِرَيْنِ مِنْ وَجْهٍ فَيَجِبُ الْحَلْفُ عَلَيْهِمَا فَاِذَا تَحَالَفَا فَسَخَ الْقَاضِىْ الْبَيْعَ ـ

সরল অনুবাদ : তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, যদি বিক্রিত বস্তু হস্তগত করার পূর্বেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে প্রকাশ্য কিয়াসের দৃষ্টিতে বিক্রেতার উপর শপথ করা ওয়াজিব নয়, কিন্তু اِسْتِحْسَانْ-এর আলোকে বিক্রেতার উপরও শপথ ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যখন বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতার হস্তগত হওয়ার পূর্বে মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, যেমন বিক্রেতা দাবি করে যে, আমি এ দ্রব্যটি তোমার কাছে দু' হাজার টাকায় বিক্রয় করেছি আর ক্রেতা বলে যে, (দু' হাজার নয়; বরং) এক হাজার টাকায় আমি এ দ্রব্যটি তোমার নিকট হতে ক্রয় করেছি। এমতাবস্থায় (মশহুর হাদীস اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ-এর আলোকে) বাহ্যিক কিয়াস তো এটাই কামনা করে যে, বিক্রেতা শপথ করবে না। কেননা, ক্রেতা বিক্রেতার উপর কোনো বস্তু আবশ্যক হওয়ার দাবিই করছে না, যদ্দরুন তাকে অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করা হবে। সুতরাং ফয়সালা এভাবে হওয়া উচিত যে, বিক্রেতা বিক্রিত দ্রব্যকে ক্রেতার হাওয়ালা করে দিবে, আর মূল্যের অতিরিক্ত পরিমাণের অস্বীকৃতির উপর ক্রেতার নিকট হতে শপথ গ্রহণ করা হবে। (যেন ক্রেতাই অস্বীকারকারী, বিক্রেতা নয়।) কিন্তু এ মাসআলায় গোপন কিয়াসের ভিত্তিতে اِسْتِحْسَانْ-এর দাবি এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই শপথ করতে হবে। কারণ, (চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মূল্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে অস্বীকার করা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে) ক্রেতা ও বিক্রেতার উপর এই দাবি করছে যে, তার বর্ণনাকৃত কম মূল্য (এক হাজার টাকা) আদায় করার সাথে সাথে বিক্রিত দ্রব্য হাওয়ালা করে দেওয়া বিক্রেতার উপর ওয়াজিব, আর বিক্রেতা এ দামে বিক্রিত দ্রব্যের হাওয়ালা ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করছে। এরূপভাবে বিক্রেতা ক্রেতার উপর অতিরিক্ত মূল্য (দু' হাজার টাকা) দাবি করছে, আর ক্রেতা এ অতিরিক্ত মূল্য আদায় আবশ্যক হওয়াকে অস্বীকার করছে। সুতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই যেন এক বিবেচনায় দাবিদার এবং অন্য বিবেচনায় অস্বীকারকারী। (আর অস্বীকারকারীর উপর শপথ ওয়াজিব) এ জন্য উভয়ের উপর শপথ করা ওয়াজিব। সুতরাং যদি উভয়েই শপথ করে ফেলে, তাহলে বিচারক এই ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করে দিবেন।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلَا تَرٰى তুমি কি লক্ষ্য কর না اَنَّ الْاِخْتِلَافَ যে, যদি মতভেদ দেখা দেয় فِى الثَّمَنِ মূল্যের ব্যাপারে قَبْلَ قَبْضِ হস্তগত করার পূর্বে الْمَبِيْعِ বিক্রিত বস্তুর মধ্যে لَا يُوْجِبُ তখন ওয়াজিব হবে না يَمِيْنَ শপথ করানো الْبَائِعِ বিক্রেতার উপর قِيَاسًا প্রকাশ্য কিয়াসের দৃষ্টিতে وَيُوْجِبُهٗ কিন্তু বিক্রেতার উপরও শপথ ওয়াজিব হবে اِسْتِحْسَانًا ইস্তিহসানের আলোকে فَاِنَّهٗ اِذَا اخْتَلَفَا কেননা, যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় فِى الثَّمَنِ মূল্যের পরিমাপ সম্পর্কে بِدُوْنِ قَبْضِ হস্তগত করার পূর্বে الْمَبِيْعِ বিক্রিত বস্তু بِاَنْ এভাবে যে قَالَ الْبَائِعُ বিক্রেতা দাবি করে যে بِعْتُهَا আমি এ বস্তুটি বিক্রয় করেছি بِاَلْفَيْنِ দু' হাজার টাকায় وَقَالَ الْمُشْتَرِىْ আর ক্রেতা বলে اِشْتَرَيْتُهَا এ বস্তুটি আমি ক্রয় করেছি بِاَلْفٍ এক হাজার টাকায় فَالْقِيَاسُ এমতাবস্থায় বাহ্যিক কিয়াস এটা কামনা করে যে اَنْ لَّا يَحْلِفَ শপথ করবে না الْبَائِعُ বিক্রেতা لِاَنَّ الْمُشْتَرِىَ কেননা, ক্রেতা لَا يَدَّعِىْ عَلَيْهِ বিক্রেতার উপর দাবি করছে না شَيْئًا কোনো কিছু حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ مُنْكِرًا যার ফলে তাকে অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করা হবে فَيَنْبَغِىْ সুতরাং ফয়সালা এভাবে হওয়া আবশ্যক যে اَنْ يُّسَلِّمَ বিক্রেতা দিয়ে দিবে الْمَبِيْعَ বিক্রিত বস্তুকে اِلَى الْمُشْتَرِىْ ক্রেতাকে وَيَحْلِفَهٗ আর ক্রেতার উপর শপথ নেওয়া হবে عَلٰى اِنْكَارِ অস্বীকৃতির উপর الزِّيَادَةِ মূল্যের অতিরিক্ত পরিমাণের

وَلٰكِنَّ الْاِسْتِحْسَانَ কিন্তু গোপন কিয়াসের ভিত্তিতে اِسْتِحْسَانْ-এর দাবি হলো اَنْ يَتَحَالَفَا ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় শপথ করবে لِاَنَّ الْمُشْتَرِىْ কেননা, বিক্রেতা يَدَّعِىْ عَلَيْهِ ক্রেতার উপর দাবি করছে যে وُجُوْبَ আবশ্যক হলো تَسْلِيْمِ সমর্পণ করা الْمَبِيْعِ বিক্রিত বস্তু عِنْدَ نَقْدِ الْاَقَلِّ তার বর্ণনাকৃত কম মূল্যে আদায় করার সাথে সাথে وَالْبَائِعُ আর বিক্রেতা يُنْكِرُهُ এ দামে বিক্রিত দ্রব্যের হাওয়ালা ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করছে وَالْبَائِعُ আর বিক্রেতা يَدَّعِىْ عَلَيْهِ ক্রেতার উপর দাবি করছে زِيَادَةَ الثَّمَنِ অতিরিক্ত মূল্য وَالْمُشْتَرِىْ আর ক্রেতা يُنْكِرُهُ এ অতিরিক্ত মূল্য আদায় আবশ্যিক হওয়াকে অস্বীকার করছে فَيَكُوْنَانِ مُدَّعِيَيْنِ সুতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই দাবিদার مِنْ وَجْهٍ এক বিবেচনায় وَمُنْكِرَيْنِ এবং অস্বীকারকারী مِنْ وَجْهٍ অন্য বিবেচনায় فَيَجِبُ সুতরাং ওয়াজিব হলো الْحَلْفُ শপথ করা عَلَيْهِمَا ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের উপর فَاِذَا تَحَالَفَا সুতরাং যদি তারা উভয়েই শপথ করে ফেলে فَسَخَ তাহলে ভঙ্গ করে দিবে الْقَاضِىْ বিচারক الْبَيْعَ ক্রয়-বিক্রয়কে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَا تَرٰى اَنَّ الْاِخْتِلَافَ فِى الثَّمَنِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اِسْتِحْسَانْ-এর حُكْم স্থানান্তর হওয়ার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এখানে قِيَاسْ خَفِىْ-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত اِسْتِحْسَانْ-এর حُكْم স্থানান্তর হওয়ার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণটির সারকথা এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বেচাকেনা পাকাপাকি হওয়ার পর مَبِيْع-এর উপর ক্রেতা কবজা করার পূর্বেই মূল্যের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হয়ে গেছে। যেমন– ক্রেতা বলল যে, আমি এটা এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছি। পক্ষান্তরে বিক্রেতা বলল যে, আমি দু' হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করেছি। এখন মশহুর হাদীস–

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ

(দাবিকারীর উপর দলিল পেশ করা ওয়াজিব এবং অস্বীকারকারীর উপর শপথ করা জরুরি।) মোতাবেক বাহ্যিক কিয়াসের দাবিদার হলো ক্রেতা হলফ (শপথ) করতে হবে। কেননা, সে মূল্যের মধ্যে এক হাজার টাকাকে অস্বীকার করছে। সুতরাং ক্রেতাই অস্বীকারকারী বিক্রেতা নয়। কিন্তু قِيَاسْ خَفِىْ-এর দাবি হলো বিক্রেতাকেও শপথ করতে হবে। কারণ, ক্রেতা এক হাজার টাকার বিনিময়ে مَبِيْع হস্তান্তর করা বিক্রেতার উপর অত্যাবশ্যক হওয়ার দাবি করছে। কিন্তু বিক্রেতা তা অস্বীকার করছে। এ দিক দিয়ে বিক্রেতাও অস্বীকারকারী। কাজেই উভয় শপথ করার পর কাজী (বিচারক) بَيْع-কে فَسْخ করে দিবে। আর এটা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। উপরিউক্ত হুকুম তাদের মৃত্যুর পর তাদের ওয়ারিশদের মধ্যেও কার্যকর হবে এবং اِجَارَةْ-এর মধ্যেও এটা مُتَعَدِّىْ (স্থানান্তর) হবে।

وَهٰذَا حُكْمٌ اَىْ تَحَالُفُهُمَا جَمِيْعًا مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسِ الْخَفِىِّ حُكْمٌ مَعْقُوْلٌ يَتَعَدّٰى اِلَى الْوَارِثِيْنَ بِاَنْ مَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِىْ جَمِيْعًا وَاخْتَلَفَ وَارِثَاهُمَا فِى الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيْعِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِىْ قُلْنَا يَتَحَالَفَانِ وَيَفْسَخُ الْقَاضِىْ الْبَيْعَ كَمَا كَانَ هٰذَا فِى الْمُوْرِثِيْنَ اَوِ الْاِجَارَةِ اَىْ يَتَعَدّٰى حُكْمُ الْبَيْعِ اِلَى الْاِجَارَةِ بِاَنْ اِخْتَلَفَ الْمُوْجِرُ وَالْمُسْتَاجِرُ فِىْ مِقْدَارِ الْاُجْرَةِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُسْتَاجِرِ الدَّارَ يَتَحَالَفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَتَفْسَخُ الْاِجَارَةُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَعَقْدُ الْاِجَارَةِ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ـ

সরল অনুবাদ : আর এ **হুকুম** অর্থাৎ গোপন কিয়াসের ভিত্তিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে শপথ করার হুকুম প্রদান করা যুক্তি ও কিয়াসের সম্পূর্ণ অনুকূল। সুতরাং **এটা উত্তরাধিকারীদের বেলায়ও স্থানান্তরিত হবে।** অর্থাৎ যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই মরে যায় এবং বিক্রিত দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বেই মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে উভয়ের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উল্লিখিত অবস্থার ন্যায় মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে উভয় مُوْرِثْ-এর হুকুমের উপর কিয়াস করে উত্তরাধিকারীদের বেলায়ও আমরা এটাই বলি যে, উভয়ের উত্তরাধিকারীগণকে শপথ করতে হবে এবং এটার পর কাজী বিক্রয়কে বাতিল করে দিবেন। **আর এ হুকুমটি ইজারার মুয়ামালায়ও স্থানান্তরিত হবে।** অর্থাৎ বিক্রয়ের হুকুম ইজারার মুয়ামালায়ও স্থানান্তরিত হবে। এভাবে যে, যদি ইজারাদানকারী ও ইজারা গ্রহণকারীর মধ্যে ভাড়া করা বাসার দখল নেওয়ার পূর্বেই ভাড়ার পরিমাণের ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে উভয়কেই শপথ করতে হবে এবং ক্ষতির আশঙ্কা হতে রক্ষা করার জন্য ইজারা বাতিল করে দেওয়া হবে। কারণ, ইজারার চুক্তি বিক্রয়ের চুক্তির ন্যায় বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰذَا حُكْمٌ আর এ হুকুম اَىْ অর্থাৎ تَحَالُفُهُمَا جَمِيْعًا উভয়কে শপথ করার হুকুম প্রদান করা مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسِ الْخَفِىِّ গোপন কিয়াসের ভিত্তিতে حُكْمٌ مَعْقُوْلٌ যুক্তি ও কিয়াসের সম্পূর্ণ অনুকূল يَتَعَدّٰى সুতরাং এটা স্থানান্তরিত হবে اِلَى الْوَارِثِيْنَ উত্তরাধিকারীদের বেলায়ও بِاَنْ এভাবে যে مَاتَ মৃত্যুবরণ করল الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِىْ جَمِيْعًا ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই وَاخْتَلَفَ এবং মতভেদ দেখা দেয় وَارِثَاهُمَا উভয়ের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে فِى الثَّمَنِ মূল্যের পরিমাপ সম্পর্কে قَبْلَ পূর্বে قَبْضِ হস্তগত করার الْمَبِيْعِ বিক্রিত বস্তু عَلَى الْوَجْهِ সে অবস্থার ন্যায় الَّذِىْ قُلْنَا যা আমরা বলেছি يَتَحَالَفَانِ তাহলে উভয়ের উত্তরাধিকারীদেরকে শপথ করতে হবে وَيَفْسَخُ الْقَاضِىْ এবং বিচারক বাতিল করে দিবে الْبَيْعَ ক্রয়-বিক্রয়কে كَمَا كَانَ هٰذَا উভয় مُوْرِثْ-এর উপর কিয়াস করে فِى الْمُوْرِثِيْنَ اَوِ الْاِجَارَةِ আর এ হুকুমটি ইজারার ক্ষেত্রে اَىْ অর্থাৎ يَتَعَدّٰى স্থানান্তরিত হবে حُكْمُ الْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম اِلَى الْاِجَارَةِ ইজারার লেনদেনে بِاَنْ এভাবে যে اِخْتَلَفَ মতভেদ দেখা দেয় الْمُوْجِرُ ভাড়া দানকারীর وَالْمُسْتَاجِرُ এবং ভাড়া গ্রহণকারীর মধ্যে فِىْ مِقْدَارِ পরিমাণ নিয়ে الْاُجْرَةِ ভাড়ার قَبْلَ পূর্বে قَبْضِ হস্তগত করার الْمُسْتَاجِرِ ভাড়া গ্রহিতার الدَّارَ বাসার يَتَحَالَفُ তাহলে শপথ করানো হবে كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا উভয়কে وَتَفْسَخُ তখন বাতিল করে দেওয়া হবে الْاِجَارَةُ ইজারা لِدَفْعِ রক্ষার জন্য الضَّرَرِ ক্ষতি وَعَقْدُ الْاِجَارَةِ আর ইজারার চুক্তি يَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখে الْفَسْخَ বাতিল হওয়ার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَتَحَالَفَانِ وَيَفْسَخُ الْقَاضِىْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে বিক্রিত বস্তুর মূল্যে মতপার্থক্য হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের ওয়ারিশকে শপথ দেওয়া হবে। কেননা, ওয়ারিশ مُوْرِثْ-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং ক্রেতার ওয়ারিশ বিক্রেতার ওয়ারিশের নিকট দাবি করে যে, অল্প মূল্যে তার নিকট مَبِيْع হস্তান্তর করা বিক্রেতার উপর ওয়াজিব। আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করে। অপরদিকে বিক্রেতার ওয়ারিশ ক্রেতার ওয়ারিশের নিকট অতিরিক্ত মূল্য দাবি করে এবং সে তা অস্বীকার করে।

فَاَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَمْ يَجِبْ يَمِيْنُ الْبَائِعِ اِلَّا بِالْاَثَرِ فَلَمْ تَصِحَّ تَعْدِيَتُهٗ يَعْنِىْ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِىْ فِىْ مِقْدَارِ الثَّمَنِ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِىْ الْمَبِيْعَ فَحِيْنَئِذٍ كَانَ الْقِيَاسُ مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ اَنْ يَّحْلِفَ الْمُشْتَرِىْ فَقَطْ لِاَنَّهٗ يُنْكِرُ زِيَادَةَ الثَّمَنِ الَّذِىْ يَدَّعِيْهِ الْبَائِعُ وَلَا يَدَّعِىْ عَلَى الْبَائِعِ شَيْئًا لِاَنَّ الْمَبِيْعَ سَالِمٌ فِىْ يَدِهٖ وَلٰكِنَّ الْاَثَرَ وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا تَحَالَفَا وَتَرَادَّا يَقْتَضِىْ وُجُوْبَ التَّحَالُفِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ لِاَنَّهٗ مُطْلَقٌ عَنْ قَبْضِ الْمَبِيْعِ وَعَدَمِهٖ فَلَمَّا كَانَ هٰذَا غَيْرَ مَعْقُوْلِ الْمَعْنٰى فَلَا يَتَعَدّٰى اِلَى الْوَارِثِيْنَ اِذَا اخْتَلَفَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْرِثِيْنَ اِلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَلَا اِلَى الْمُؤْجِرِ وَالْمُسْتَاْجِرِ اِذَا اخْتَلَفَا بَعْدَ اِسْتِيْفَاءِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ عَلٰى مَا عُرِفَ فِى الْفِقْهِ مُفَصَّلًا ـ

সরল অনুবাদ : অবশ্য বিক্রিত দ্রব্য হস্তগত করার পর বিক্রেতার উপর শপথ ওয়াজিব হওয়া শুধু হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এ হুকুমের স্থানান্তরণ শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতার হস্তগত হওয়ার পর যদি মূল্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে প্রকাশ্য ও গোপন উভয় কিয়াসেরই দাবি এই যে, শুধু ক্রেতাকেই শপথ করতে হবে। কারণ, সে বিক্রেতা কর্তৃক দাবিকৃত মূল্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে অস্বীকার করছে এবং বিক্রিত বস্তু তার দখলে এসে গেছে। এ জন্য এখন বিক্রেতার উপর (বিক্রিত দ্রব্য সোপর্দ করা ইত্যাদিরও) কোনো দাবি করা যাবে না। কিন্তু এ হাদীস- اِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا تَحَالَفَا وَتَرَادَّا (যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা মূল্য প্রসঙ্গে মতভেদ করবে আর বিক্রিত দ্রব্য হুবহু মওজুদ থাকবে, তখন উভয়কেই শপথ করতে হবে এবং তারা নিজ নিজ মূল্য ও বিক্রিত দ্রব্য ফেরত নিয়ে নিবে। এটাই কামনা করে যে, প্রত্যেক অবস্থায়ই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের উপর শপথ করা ওয়াজিব। কেননা, اَلسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ-এর শর্তটি মুত্লাক, যা দ্বারা বিক্রিত দ্রব্য হস্তগত হওয়া ও না হওয়া উভয় অবস্থায়ই শপথ করার হুকুম সাব্যস্ত হয়। যেহেতু এ হুকুমটি কিয়াস ও যুক্তির বিপরীত, এ জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মৃত্যুর পর যদি তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ব্যতীত অন্যান্য হানাফী ইমামগণের মতে, শপথের হুকুম তাদের প্রতি স্থানান্তরিত হবে না। এরূপভাবে ভাড়া করা গৃহে দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যদি ভাড়াটিয়া ও মালিকের মধ্যে ভাড়ার পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে তাদের উভয় পক্ষের উপর শপথের হুকুম স্থানান্তরিত হবে না, যার বিশদ বিবরণ ফিক্‌হ-এর গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَاَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ অবশ্য বিক্রিত দ্রব্য হস্তগত করার পর فَلَمْ يَجِبْ ওয়াজিব নয় يَمِيْنُ الْبَائِعِ বিক্রেতার উপর শপথ اِلَّا بِالْاَثَرِ তবে হাদীস দ্বারা তা সাব্যস্ত فَلَمْ تَصِحَّ সুতরাং বিশুদ্ধ হবে না تَعْدِيَتُهٗ এ হুকুমের স্থানান্তরকরণ يَعْنِىْ অর্থাৎ اِذَا اخْتَلَفَ যদি মতভেদ সৃষ্টি হয় الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِىْ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে فِىْ مِقْدَارِ পরিমাণ সম্পর্কে الثَّمَنِ মূল্যের بَعْدَ قَبْضِ হস্তগত করার পর الْمُشْتَرِىْ ক্রেতা الْمَبِيْعَ বিক্রিত বস্তু فَحِيْنَئِذٍ তখন كَانَ الْقِيَاسُ কিয়াসের দাবি مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ উভয় দিকের اَنْ يَّحْلِفَ শপথ করতে হবে الْمُشْتَرِىْ ক্রেতাকে فَقَطْ শুধুমাত্র لِاَنَّهٗ يُنْكِرُ কেননা, ক্রেতা অস্বীকার করছে زِيَادَةَ الثَّمَنِ মূল্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে الَّذِىْ يَدَّعِيْهِ যা দাবি করছে الْبَائِعُ বিক্রেতা وَلَا يَدَّعِىْ এ জন্য দাবি করা যাবে না عَلَى الْبَائِعِ বিক্রেতার উপর شَيْئًا কোনো কিছু لِاَنَّ الْمَبِيْعَ কেননা, বিক্রিত বস্তু سَالِمٌ فِىْ يَدِهٖ তার হাতে এসে গেছে وَلٰكِنَّ الْاَثَرَ কিন্তু হাদীস وَهُوَ আর তা হলো قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ -এর বাণী اِذَا اخْتَلَفَ যখন মতভেদ করে الْمُتَبَايِعَانِ ক্রেতা-বিক্রেতা وَالسِّلْعَةُ আর বিক্রিত দ্রব্য قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا হুবহু বিদ্যমান تَحَالَفَا তখন উভয়কেই শপথ করতে হবে وَتَرَادَّا এবং উভয়ে বিক্রিত দ্রব্য ও মূল্য ফেরত নিবে يَقْتَضِىْ এটাই কামনা করে যে وُجُوْبَ ওয়াজিব হওয়া التَّحَالُفِ শপথ عَلٰى كُلِّ حَالٍ সকল অবস্থায় لِاَنَّهٗ مُطْلَقٌ কেননা, শর্তটি মুতলাক, যা দ্বারা সাব্যস্ত হয় عَنْ قَبْضِ হস্তগত হওয়া الْمَبِيْعِ বিক্রিত বস্তুটি وَعَدَمِهٖ এবং হস্তগত না হওয়া فَلَمَّا كَانَ هٰذَا যেহেতু এ হুকুমটি غَيْرَ مَعْقُوْلِ الْمَعْنٰى কিয়াস ও যুক্তির বিপরীত فَلَا يَتَعَدّٰى ফলে শপথের হুকুম স্থানান্তরিত হবে না اِلَى الْوَارِثِيْنَ উত্তরাধিকারীদের দিকে اِذَا اخْتَلَفَا যখন তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় بَعْدَ مَوْتِ মৃত্যুর পরে الْمُوْرِثِيْنَ ক্রেতা বিক্রেতার اِلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) একমাত্র ইমাম মুহাম্মদ (র.) ব্যতীত وَلَا اِلَى الْمُؤْجِرِ وَ

الْمُسْتَاجِرْ এভাবে ভাড়াটিয়া মালিকের দিকে শপথের হুকুম স্থানান্তরিত হবে না إِذَا اخْتَلَفَا যখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় بَعْدَ اسْتِيفَاءِ দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ ভাড়াকৃত বাড়ি عَلٰى مَا عُرِفَ যা জানা যাবে فِى الْفِقْهِ ফিক্‌হের কিতাবসমূহে مُفَصَّلًا বিস্তারিত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اخْتَلَفَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কিয়াস বিরোধী حُكْمٌ মুতায়াদ্দী (স্থানান্তর) হয় না প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি مَبِيْعٌ -এর মূল্যের ব্যাপারে মতবিরোধ করে আর مَبِيْعٌ হাজির থাকে– চাই ক্রেতার নিকট থাকুক, অথবা বিক্রেতার নিকট থাকুক, তাহলে উভয়কে শপথ দেওয়া হবে এবং উভয় স্ব-স্ব مَبِيْعٌ ও টাকা ফেরত নিবে। এ হাদীসের আলোকে ক্রেতা مَبِيْعٌ হস্তগত করার পরও মতানৈক্যের কারণে উভয়কে শপথ দেওয়া হবে। কিন্তু তা যুক্তিতে ধরে না। কেননা, مَبِيْعٌ তো ক্রেতার হাতেই রয়েছে। সুতরাং সে এমন কি দাবি করতে পারে যা অস্বীকার করার কারণে তার (বিক্রেতার) উপর শপথ ওয়াজিব হবে। সুতরাং কিয়াস বিরোধী হওয়ার কারণে যেখানে نَصٌّ টি আরোপিত হয়েছে সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যেই حُكْمٌ টি সীমিত থাকবে। তাদের ওয়ারিশ বা ইজারা অথবা অন্যত্র এ حُكْمٌ স্থানান্তর হবে না।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١- مَا مَعْنَى الْقِيَاسِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ هَلْ هُوَ حُجَّةٌ؟ بَيِّنُوْا مَعَ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ -

٢- مَا هُوَ شَرْطُ الْقِيَاسِ وَحُكْمُهُ وَ رُكْنُهُ وَ دَفْعُهُ؟ بَيِّنُوْا اِيْجَازًا -

٣- هَلْ يُشْتَرَطُ الْاِيْمَانُ فِىْ رَقَبَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ وَالظِّهَارِ؟ بَيِّنُوْا مَعَ الْاِخْتِلَافِ -

٤- كَمْ قِسْمًا لِلْعِلَّةِ الَّتِىْ هِىَ رُكْنُ الْقِيَاسِ؟ بَيِّنُوْا بِالْاَدِلَّةِ وَالْاَمْثِلَةِ -

٥- هَلِ الْاِحْتِجَاجُ بِتَعَارُضِ الْاَشْبَاهِ يَصْلُحُ الدَّلِيْلُ اَمْ لَا؟ اَوْضِحُوْا اِيْضَاحًا -

٦- مَا مَعْنَى الْاِسْتِحْسَانِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ هَلْ هُوَ حُجَّةٌ اَمْ لَا؟ هَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِى الْاَدِلَّةِ الْاَرْبَعَةِ الْمَشْهُوْرَةِ اَمْ لَا؟ بَيِّنُوْا مُوْضِحًا -

٧- اِلَامَ اَشَارَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ كَمَا اِذَا تَلَى اٰيَةَ السَّجْدَةِ فِىْ صَلٰوتِهِ فَاِنَّهُ يَرْكَعُ بِهَا قِيَاسًا وَفِى الْاِسْتِحْسَانِ لَا يُجْزِئُهُ اَوْضِحُوْا حَقَّ التَّوْضِيْحِ -

---

মাসআলার সমাধান

١- مَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِىْ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ فِى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْاِجْمَاعِ فَمَا يَصْنَعُ؟

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ কেউ মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করার জন্য যদি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মধ্যে সমাধান খুঁজে না পায়, তাহলে কি করবে?

উত্তর ॥ উক্ত প্রশ্নের উত্তর কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে দেওয়া হলো–

কুরআন : আল্লাহ তা'আলা ইহুদি গোত্র বনূ নযীরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাদের উপর যে শাস্তি নেমে এসেছিল তার বর্ণনান্তে বিজ্ঞজনদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الْاَبْصَارِ 'হে জ্ঞানবানগণ! তোমরা উক্ত ঘটনা হতে শিক্ষা নাও।' অর্থাৎ কুফরির عِلَّتْ পাওয়া যাওয়ার কারণে তাদের উপর শাস্তি নেমে এসেছে। সেই كُفْرٌ ও خِيَانَتْ যদি তোমাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে তোমাদের উপরও অনুরূপ শাস্তি নেমে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই আল্লাহ তা'আলা বনূ নযীরের ইহুদিদের অবস্থার উপর জ্ঞানবানদেরকে তাদের অবস্থাকে কিয়াস করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এর দ্বারা دَلَالَةُ النَّصِّ -এর দৃষ্টিকোণ হতে বুঝা যায় যে, শরিয়তের অন্যান্য মাসআলাকেও একটির উপর অপরটিকে কিয়াস করা আবশ্যক। কাজেই আমরা যদি কুরআন, হাদীস ও ইজমার মধ্যে শরিয়তের কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে না পাই, তাহলে কিয়াসের শরণাপন্ন হয়ে এটার সমাধান করে নিতে চেষ্টা করবো।

হাদীস : হযরত মুআয (রা.) সম্পর্কিত একটি হাদীস এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। নবী করীম ﷺ তাকে ইয়ামেনে প্রেরণ করার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হে মুআয! তুমি তথায় লোকদের মধ্যে কিভাবে ফয়সালা করবে? জবাবে হযরত মুআয (রা.) বললেন, আমি কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে ফয়সালা করবো। নবী করীম ﷺ বললেন, যদি কিতাবুল্লাহর মধ্যে এর সমাধান খুঁজে না পাও তাহলে কি

করবে? হযরত মুআয (রা.) বললেন, তাহলে আমি সুন্নতে রাসূল ﷺ -এর আশ্রয় নিবো এবং তা হতে সমাধান পেশ করবো। নবী করীম ﷺ বললেন, যদি হাদীসে রাসূল ﷺ -এর মধ্যেও এটার সমাধান খুঁজে না পাও তবে কি করবে? হযরত মুআয (রা.) বললেন, তবে আমি উক্ত বিষয়ে ইজতিহাদ ও কিয়াস করবো এবং তার মাধ্যমে সমাধান পেশ করবো। নবী করীম ﷺ এটা শ্রবণে অতীব খুশি হলেন এবং বললেন, সেই আল্লাহ তা'আলার জন্য অশেষ শুকরিয়া যিনি তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতিনিধিকে এমন বিষয়ের তৌফিক দান করেছেন যা রাসূল পছন্দ করেন। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধান পেশ করা শরয়ী দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তখনো ইজমা সম্পর্কে সাহাবীগণের ধারণা ছিল না বিধায় হযরত মুআয (রা.)-এর উল্লেখ করেননি। তা ছাড়া ইজমাও মূলত কিয়াস। কেননা, কিয়াসী (ইজতিহাদী) মাসআলায় সকলে একমত হলে তা-ই ইজমা হিসেবে গণ্য হয়।

ইজমা : পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণের এর উপর ঐকমত্য রয়েছে যে, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার অনুপস্থিতিতে কিয়াস অনুযায়ী আমল করা হবে।

অতএব, আমরা এখন এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, মানুষের মধ্যে কেউ ফয়সালা করার জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মধ্যে সমাধান খুঁজে না পেলে সে ব্যক্তি ইজতিহাদ (কিয়াস)-এর মাধ্যমে সমাধান পেশ করবে। অবশ্য তার মধ্যে এ জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও যোগ্যতাও থাকতে হবে। ইজতিহাদ অধ্যায়ে যার উল্লেখ রয়েছে।

٢- مَنْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فِىْ حَالَةِ الصَّوْمِ فَمَا حُكْمُهُ؟

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ রোজা অবস্থায় যে বিস্মৃতিবশত পানাহার করে তার حُكْم কি?

উত্তর ॥ কেউ যদি রোজার অবস্থায় বিস্মৃতিবশত পানাহার করে (অর্থাৎ রোজার কথা তার স্মরণে না থাকার কারণে পানাহার করে) তাহলে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। হাদীস শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি বিস্মৃতিবশত পানাহার করায় নবীজীর নিকট জিজ্ঞাসা করলে নবীজী ﷺ বললেন- **تِمَّ عَلٰى صَوْمِكَ فَاِنَّهُ اَطْعَمَكَ اللّٰهُ ۔** অর্থাৎ তুমি রোজা পূর্ণ করো। আল্লাহই তোমাকে ভক্ষণ করিয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।

তবে এটার উপর কিয়াস করত যে ব্যক্তি অসতর্কতাবশত পানাহার করেছে অথবা যাকে জোরপূর্বক পানাহার করানো হয়েছে তাদের রোজা সহীহ হওয়ার ফতোয়া দেওয়া যাবে না। কেননা, তাদের তো রোজার কথা স্মরণে ছিল। আর তাদের অসতর্কতার কারণেই বলতে গেলে তারা উক্ত বিপাকে পড়েছে। তা ছাড়া তাদের কার্যকে তাদের দিকেই সম্পর্কিত করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তথা এটা যার অধিকার তার দিকে করা হয় না। পক্ষান্তরে نَاسِىْ -এর فِعْل (কার্য)-কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার দিকে নিসবত করা হয়েছে, যা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই نَاسِىْ -এর মধ্যকার عِلَّةٌ অপেক্ষা مُكْرَهْ ও خَاطِئْ -এর মধ্যকার عِلَّةٌ লঘু। আর নিয়ম হলো فَرْعٌ -এর نَاسِىْ ,عِلَّةٌ তার اَصْل -এর عِلَّةٌ -এর সমকক্ষ হওয়া। অন্যথায় কিয়াস সহীহ হবে না। সুতরাং এখানেও خَاطِئْ ও مُكْرَهْ -এর عِلَّةٌ اَصْل عِلَّةٌ -এর عِلَّةٌ -এর সমকক্ষ না হওয়ায় نَاسِىْ -এর উপর কিয়াস করত خَاطِئْ ও مُكْرَهْ -এর জন্য রোজা সহীহ হওয়ার حُكْمْ সাব্যস্ত করা যাবে না।

তা ছাড়া কিয়াস অনুযায়ী نَاسِىْ -এর রোজাও সহীহ না হওয়ার কথা। কেননা, রোজাতো বলে পানাহার ও (স্ত্রী সহবাস) হতে বিরত থাকা। অথচ সে পানাহার করেছে। কাজেই তার রোজা কি করে সহীহ হতে পারে? কিন্তু যেহেতু نَصّ তথা হাদীসের দ্বারা তার রোজা সহীহ হওয়া সাব্যস্ত রয়েছে সেহেতু خِلَافْ قِيَاسْ এটাকে আমরা জায়েজ রেখেছি। আর خِلَافْ قِيَاسْ মাসআলার উপর অন্য মাসআলাকে কিয়াস করা জায়েজ নেই। সুতরাং نَاسِىْ -এর উপর خَاطِئْ ও مُكْرَهْ -কে কিয়াস করা নাজায়েজ।

مَبْحَثُ الْاِجْتِهَادِ

اِجْتِهَادٌ-এর আলোচনা

ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْقِيَاسُ وَالْاِسْتِحْسَانُ لَا يَحْصُلَانِ اِلَّا بِالْاِجْتِهَادِ ذَكَرَ بَعْدَهُمَا شَرْطَ الْاِجْتِهَادِ وَحُكْمَهُ لِيُعْلَمَ اَنَّ اَهْلِيَّةَ الْقِيَاسِ وَالْاِسْتِحْسَانِ تَكُوْنُ حِيْنَئِذٍ فَقَالَ وَشَرْطُ الْاِجْتِهَادِ اَنْ يَّحْوِىَ عِلْمَ الْكِتَابِ بِمَعَانِيْهِ اللُّغَوِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ وَ وُجُوْهَهُ الَّتِىْ قُلْنَا مِنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَالْاَمْرِ وَالنَّهْىِ وَسَائِرِ الْاَقْسَامِ السَّابِقَةِ وَلٰكِنْ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ جَمِيْعِ مَا فِى الْكِتَابِ بَلْ قَدْرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْاَحْكَامُ وَتُسْتَنْبَطُ هِىَ مِنْهُ وَ ذٰلِكَ قَدْرُ خَمْسِ مِائَةِ اٰيَةِ الَّتِىْ اَلَّفْتُهَا وَجَمَعْتُهَا اَنَا فِى التَّفْسِيْرَاتِ الْاَحْمَدِيَّةِ وَعِلْمُ السُّنَّةِ بِطُرُقِهَا الْمَذْكُوْرَةِ فِىْ اَقْسَامِهَا مَعَ اَقْسَامِ الْكِتَابِ وَ ذٰلِكَ اَيْضًا قَدْرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْاَحْكَامُ اَعْنِىْ ثَلٰثُ الْاٰفٍ دُوْنَ سَائِرِهَا وَاَنْ يَعْرِفَ وُجُوْهَ الْقِيَاسِ بِطُرُقِهَا وَشَرَائِطِهَا الْمَذْكُوْرَةِ اٰنِفًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْاِجْمَاعَ اِقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ وَلِاَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَائِدَةُ الْاِخْتِلَافِ بِالْاِسْتِنْبَاطِ وَاِنَّمَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ لِاَنْ يُعْلَمَ الْمَسَائِلُ الْاِجْمَاعِيَّةُ فَلَا يَجْتَهِدُ فِيْهَا بِنَفْسِهِ ـ

সরল অনুবাদ : যেহেতু কিয়াস ও ইস্তিহসান উভয়ই ইজতিহাদ-এর উপর নির্ভরশীল, এ জন্য এদের বিস্তারিত আলোচনার পর গ্রন্থকার (র.) এখন ইজতিহাদের শর্ত ও হুকুমসমূহ বর্ণনার ইচ্ছা করছেন। যাতে এটা অবগত হওয়া যায় যে, ইস্তিহসান ও কিয়াস-এর যোগ্যতা কখন অর্জিত হয়। সুতরাং তিনি বলেছেন, **ইজতিহাদের শর্তসমূহ : আর ইজতিহাদের শর্ত এই যে, ১. মুজতাহিদকে কিতাবুল্লাহর পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে– তার অর্থসহ।** অর্থাৎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থসহ **এবং পূর্বে উল্লিখিত যাবতীয় ব্যবহারপদ্ধতি সহকারে।** অর্থাৎ খাস, আম, আমর, নহী ইত্যাদি যাবতীয় প্রকারসমূহের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। অবশ্য সম্পূর্ণ কুরআনের সকল হাকীকত ও যাবতীয় জ্ঞান-এর উপর দখল থাকা শর্ত নয়; বরং যেসব আয়াতে আহকামের বর্ণনা রয়েছে এবং যা হতে আহ্কাম উদ্ভাবিত হতে পারে, তা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট। আর (ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন, কুরআনে হাকীমে) সেসব আহকাম সম্পর্কিত আয়াতের সংখ্যা প্রায় পাঁচশত, যেগুলো আমি তাফসীরে আহমদীতে সংকলিত ও একত্র করেছি। **আর ২. হাদীসশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হবে–** তার সকল প্রকার ও শ্রেণীভেদসহ। যার বিস্তারিত বর্ণনা কিতাবুল্লাহর শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রেও শুধু সে সকল হাদীসের জ্ঞানই শর্ত, যা আহকামের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ মাত্র তিন হাজার হাদীস। সমস্ত হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি নয়। **আর ৩. কিয়াসের যাবতীয় প্রকারভেদ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত থাকা** এবং তার সদ্য বর্ণিত যাবতীয় শর্ত সম্পর্কেও জ্ঞান রাখা। গ্রন্থকার (র.) পূর্ববর্তী আলিমদের অনুসরণ করতে গিয়ে ইজতিহাদের শর্তসমূহ প্রসঙ্গে এখানে ইজমার কথা উল্লেখ করেননি। আর এ জন্যও যে, ইজতিহাদী মাসআলা উদ্ভাবনে ইজমার তেমন কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই। ইজমার হুকুমের মাত্র এতটুকুই প্রয়োজন যে, শুধু ইজমায়ী মাসআলা সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে, যেন ইজমায়ী মাসআলাসমূহে দ্বিতীয়বার নিজের পক্ষ হতে ইজতিহাদ করতে লেগে না যায়।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لَمَّا অতঃপর যখন كَانَ الْقِيَاسُ وَالْاِسْتِحْسَانُ কিয়াস ও ইস্তিহসান لَا يَحْصُلَانِ অর্জিত হয় না اِلَّا بِالْاِجْتِهَادِ ইজতিহাদ ব্যতীত ذَكَرَ গ্রন্থকার আলোচনা শুরু করেছেন بَعْدَهُمَا এ দু'টির বিস্তারিত আলোচনার পর شَرْطَ الْاِجْتِهَادِ ইজতিহাদের শর্ত وَحُكْمَهُ এবং এর হুকুম لِيُعْلَمَ যাতে এটা অবগত হওয়া যায় اَنَّ اَهْلِيَّةَ যে যোগ্যতা الْقِيَاسِ وَالْاِسْتِحْسَانِ কিয়াস ও ইস্তিহসানের تَكُوْنُ অর্জিত হয় حِيْنَئِذٍ কখন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَشَرْطُ الْاِجْتِهَادِ ইজতিহাদের শর্তাবলি اَنْ يَّحْوِىَ মুজতাহিদকে অধিকারী হতে হবে عِلْمَ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর পরিপূর্ণ গুণের بِمَعَانِيْهِ এর অর্থ اللُّغَوِيَّةِ আভিধানিক وَالشَّرْعِيَّةِ এর পারিভাষিক وَ وُجُوْهَهُ এবং যাবতীয় পদ্ধতি الَّتِىْ قُلْنَا যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি مِنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ

كِنْ لَا يُشْتَرَطُ কিন্তু وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ অর্থাৎ খাস, আম, আমর, নাহী ইত্যাদি وَسَائِرِ এবং সকল الْأَقْسَامِ السَّابِقَةِ পূর্ববর্তী প্রকার এটা শর্ত নয় عِلْمُ জ্ঞান থাকা جَمِيْعِ সকল বিষয়ের مَا فِي الْكِتَابِ কিতাবে যা কিছু আছে بَلْ قَدْرُ বরং সে পরিমাণ জ্ঞান থাকাই উত্তম مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ যেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে الْأَحْكَامُ বিধি-বিধানসমূহ وَتُسْتَنْبَطُ هِيَ مِنْهُ এবং যেগুলো হতে বিধি-বিধান উদ্ভাবিত হতে পারে وَ ذٰلِكَ قَدْرُ আর এ পরিমাণ হলো خَمْسِ مِائَةِ آيَةٍ পাঁচশত আয়াত الَّتِي أَلَّفْتُهَا যা আমি সংকলিত করেছি السُّنَّةِ এবং একত্রিত করেছি فِي التَّفْسِيْرَاتِ الْأَحْمَدِيَّةِ তাফসীরে আহমাদীতে وَعِلْمُ এবং গভীর জ্ঞান অর্জন করা وَجَمَعْتُهَا أَنَا হাদীসশাস্ত্রে بِطُرُقِهَا الْمَذْكُوْرَةِ উল্লিখিত নিয়ম-পদ্ধতিতে فِي أَقْسَامِهَا তার সকল শ্রেণীসহ مَعَ أَقْسَامِ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে أَعْنِيْ অর্থাৎ الْأَحْكَامُ আহকামের সাথে مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ যা সংশ্লিষ্ট قَدْرُ নির্দিষ্ট পরিমাণ وَ ذٰلِكَ أَيْضًا আর এগুলোও وُجُوْهُ الْقِيَاسِ তিন হাজার دُوْنَ سَائِرِهَا সকল হাদীস সম্পর্কে وَأَنْ يَعْرِفَ অবগত হওয়া আবশ্যক নয় আর অবগত হওয়া ثَلَاثَ الْآفٍ কিয়াসের যাবতীয় প্রকার بِطُرُقِهَا ও পদ্ধতিসহ وَشَرَائِطِهَا এবং ইজতিহাদের শর্তাবলি الْمَذْكُوْرَةِ آنِفًا সদ্য উল্লিখিত وَلَمْ يَذْكُرْ গ্রন্থকার এখানে উল্লেখ করেননি الْإِجْمَاعَ ইজমার কথা اِقْتِدَاءً অনুসরণে بِالسَّلَفِ পূর্ববর্তী আলিমদের وَلِأَنَّهُ আর এ কারণেও উল্লেখ করেননি যে لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ এর সাথে সম্পর্ক রাখে না فَائِدَةُ الْاِخْتِلَافِ মতভেদের কোনো উপকারিতা بِالْاِسْتِنْبَاطِ উদ্ভাবনে وَإِنَّمَا বরং ইজমার হুকুমের মাত্র এতটুকু প্রয়োজন لِأَنْ يَعْلَمَ যে জানা যাবে الْمَسَائِلَ الْإِجْمَاعِيَّةَ ইজমায়ী মাসআলাসমূহ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ কাজেই এ বিষয়ে দ্বিতীয়বার ইজতিহাদ করতে লেগে না যায় بِنَفْسِهِ নিজের পক্ষ হতে। فَلَا يَجْتَهِدُ فِيْهَا

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْقِيَاسُ وَالْاِسْتِحْسَانُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে قِيَاسٌ ও اِسْتِحْسَانٌ-এর পর اِجْتِهَادٌ-এর আলোচনার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার (র.) ইতঃপূর্বে কিয়াস ও اِسْتِحْسَانٌ-এর উপর বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন। যেহেতু اِسْتِحْسَانٌ কিয়াসের সম্পূরক এ জন্য এটাকে কিয়াসের পর পরই উল্লেখ করেছেন। আর قِيَاسٌ ও اِسْتِحْسَانٌ যেহেতু اِجْتِهَادٌ তথা গবেষণা ব্যতীত হাসিল হয় না; বরং এরা ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল সেহেতু এতদুভয়ের পর اِسْتِحْسَانٌ ও قِيَاسٌ-এর আলোচনা শুরু করেছেন। মূলত যাঁদের মধ্যে ইজতিহাদ করার মতো উদ্ভাবনী শক্তি রয়েছে তাঁরাই اِجْتِهَادٌ করতে পারেন। আর সে জন্যই গ্রন্থকার (র.) قِيَاسٌ ও اِسْتِحْسَانٌ-এর পরিপূরক হিসেবে اِجْتِهَادٌ-এর আলোচনার অবতারণা করেছেন।

قَوْلُهُ وَشَرْطُ الْاِجْتِهَادِ اَنْ يَحْوِيَ عِلْمَ الْكِتَابِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে اِجْتِهَادٌ-এর শর্তাবলি বর্ণিত হয়েছে। এখানে মুসান্নিফ (র.) ইজতিহাদের শর্তাবলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ একজন লোক মুজতাহিদ হওয়ার জন্য তার মধ্যে কি কি শর্ত পাওয়া যাওয়া দরকার– তার উপর আলোকপাত করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, মুজতাহিদ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি পাওয়া যাওয়া একান্ত জরুরি।

এক. কিতাবুল্লাহর জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ জানা থাকতে হবে। এটার যেসব শ্রেণীবিভাগ ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে– যেমন, عَام، خَاص، أَمْر، نَهْي ইত্যাদির জ্ঞান থাকতে হবে। তবে উল্লেখ্য যে, এ স্থলে কিতাবুল্লাহর দ্বারা সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদে উদ্দেশ্য নয়; বরং শুধু সেই পাঁচশত আয়াতই উদ্দেশ্য যার সাথে আহকামের সম্পর্ক বিদ্যমান।

দুই. সুন্নত তথা ইলমে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইলমে হাদীসের সেসব শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান হাসিল করতে হবে যার আলোচনা কিতাবুল্লাহর প্রসঙ্গে করা হয়েছে। তবে ইলমে হাদীস দ্বারাও সেই তিন হাজার হাদীসকে বুঝানো হয়েছে যাদের সাথে আহকাম সংশ্লিষ্ট রয়েছে, সমস্ত হাদীস উদ্দেশ্য নয়।

তিন. কিয়াসের যে শ্রেণীবিভাগ ও শর্তাবলি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা সহ কিয়াসকে সম্যক উপলব্ধি করতে হবে। যেন সহীহ কিয়াস যা অনুসারে আমল করা ওয়াজিব তাকে অশুদ্ধ কিয়াস যা পরিত্যাজ্য তা হতে পৃথক করতে পারে। এটা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুজতাহিদের أُصُوْل তথা মূলনীতি সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা বাঞ্ছনীয়। আর মুজতাহিদের قَوْل গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তার মধ্যে عَدَالَةٌ (ন্যায়পরায়ণতা) থাকা অত্যাবশ্যক। ফাসিকের ইজতিহাদ মুলতবি থাকবে।

আবার কেউ কেউ আরো একটি অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেছেন, আর তা এই যে, মুজতাহিদের উদ্দেশ্য হতে হবে আহকামের পরিচিতি লাভ করা এবং আহকাম শিক্ষা দেওয়া। স্বজনপ্রীতি অথবা যশ-খ্যাতি অর্জন করা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই। তা ছাড়া পরহেজগার হওয়া চাই। ইজতিহাদ করার সময় তার মধ্যে আল্লাহভীতি থাকা অতীব জরুরি। কেননা, তিনি শরিয়তের আমীন (আমানতদার)।

উল্লেখ্য যে, মুজতাহিদ হওয়ার জন্য ইজমার জ্ঞান অর্জন জরুরি নয়। তবে শুধু এ জন্য ইজমার জ্ঞান অর্জন করবে যে, যেন তিনি যে ব্যাপারে ইজমা হয়ে গেছে সে ব্যাপারে নতুনভাবে ইজতিহাদে হাত না দেন এবং মতবিরোধে জড়িয়ে না পড়েন।

بِخِلَافِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَاِنَّ لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ تَاوِيلًا عَلٰى حِدَةٍ فِى الْمُشْتَرَكِ وَالْمُجْمَلِ وَامْثَالِهٖ وَبِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَاِنَّهٗ عَيْنُ الْاِجْتِهَادِ وَعَلَيْهِ مَدَارُ الْفِقْهِ وَلِهٰذَا بَيَّنَ حُكْمَهٗ عَلٰى وَجْهٍ يَتَضَمَّنُ بَيَانَ حُكْمِ الْقِيَاسِ الْمَوْعُوْدِ فِيْمَا سَبَقَ فَقَالَ وَحُكْمُهُ الْاِصَابَةُ بِغَالِبِ الرَّأْىِ اَىْ حُكْمُ الْاِجْتِهَادِ لِذِكْرِهٖ قَرِيْبًا اَوْ حُكْمُ الْقِيَاسِ لِذِكْرِهٖ فِى الْاِجْمَالِ اِصَابَةُ الْحَقِّ بِغَالِبِ الرَّأْىِ دُوْنَ الْيَقِيْنِ حَتّٰى قُلْنَا اِنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ وَالْحَقُّ فِىْ مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَاحِدٌ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُ ذٰلِكَ الْوَاحِدُ بِالْيَقِيْنِ فَلِهٰذَا قُلْنَا بِحَقِّيَّةِ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ وَهٰذَا مِمَّا عُلِمَ بِاَثَرِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) فِى الْمُفَوَّضَةِ وَهِىَ الَّتِىْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا فَسُئِلَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنْهَا فَقَالَ اَجْتَهِدُ فِيْهَا بِرَأْيِىْ اِنْ اَصَبْتُ فَمِنَ اللّٰهِ وَاِنْ اَخْطَأْتُ فَمِنِّىْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ اَرٰى لَهَا مَهْرَ مِثْلِ نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَكَانَ ذٰلِكَ بِمَحْضَرٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ اَحَدٌ مِنْهُمْ فَكَانَ اِجْمَاعًا عَلٰى اَنَّ الْاِجْتِهَادَ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ ـ

সরল অনুবাদ : কিতাবুল্লাহ ও সুন্নত-এর কথা কিন্তু এটার বিপরীত (ইজতিহাদ-এর বেলায় এতদুভয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবগতি আবশ্যক।) কেননা, মুশতারাক, মুজমাল ও বিবিধ নসসমূহের বেলায় প্রত্যেক মুজ্তাহিদেরই ভিন্ন ভিন্ন তা'বীল ও ব্যাখ্যা রয়েছে। (যে সম্পর্কে পরিপূর্ণ দক্ষতা ব্যতীত বিশুদ্ধ পন্থায় ইজতিহাদ করা সম্ভবপর নয়।) আর কিয়াসও এটার বিপরীত। কেননা, কিয়াসেরই অপর নাম ইজতিহাদ এবং এ কিয়াসের উপরই ফিক্হী মাসআলাসমূহ বহুলাংশে নির্ভরশীল। এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) ইজতিহাদের হুকুমকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তা হুক্মে কিয়াসের সেই বর্ণনাকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যার ওয়াদা পূর্বে করা হয়েছিল। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর এটার হুকুম এই যে 'হক'-এর অনুরূপ হওয়ার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায়।** এখানে حُكْمُهٗ দ্বারা ইজতিহাদের হুকুমই উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, এটাই নিকটবর্তী উল্লিখিত শব্দ। অথবা তা দ্বারা কিয়াসের হুকুমও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, (কিয়াস অধ্যায়ের শুরুতে) যে সকল বিষয় বর্ণনা করার اِجْمَالًا ওয়াদা প্রদান করা হয়েছিল, তাতে হুক্মে কিয়াসের বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। (মোটকথা, ইজতিহাদ অথবা কিয়াস দ্বারা যে ফলাফল অর্জিত হয়, তা এই যে,) তা দ্বারা উদ্ভাবিত হুকুম শরিয়তের প্রকৃত হুকুম হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়, প্রত্যয় অর্জিত হয় না। **এ জন্যই আমরা বলে থাকি যে, মুজতাহিদ তাঁর সিদ্ধান্তে কখনো ভুল করে বসেন এবং কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন। অবশ্য বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে 'হক' মাত্র একটিই হয়ে থাকে।** কিন্তু সেই 'হক' কোন্টি তা প্রত্যয়ের সাথে জানা যায় না। এ জন্যই আমরা (হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও) চার মাযহাবকেই 'হক' বলে জ্ঞান করি। **আর এ কথাটি (অর্থাৎ মুজতাহিদ কর্তৃক ভুলও সংঘটিত হতে পারে) সমর্পিতা মহিলার বেলায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা জানা যায়।** অর্থাৎ জনৈকা মহিলার বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর রুখ্সাতী তথা সহবাসের পূর্বেই তার স্বামী মরে যায় আর বিবাহে তার কোনো মোহরও ধার্য ছিল না এরূপ অবস্থায় তার সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, (যেহেতু কুরআন ও হাদীসে এটার কোনো স্পষ্ট হুকুম বিদ্যমান নেই, তাই) আমি তার বেলায় স্বীয় মত ও কিয়াস দ্বারা ইজতিহাদ করে হুকুম নির্দেশ করবো। যদি আমার রায় সঠিক হয়, তাহলে এটাকে আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহ বলে মনে করবো, আর যদি আমার ইজতিহাদ ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে এ ভুল আমার ও শয়তানের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হবে। অতএব, আমার ইজতিহাদ প্রসূত রায় এই যে, উক্ত মহিলা মাহরে মিছিল (তার বংশের অপরাপর মহিলাগণের সমান মোহর)-এর অধিকারী হবে। তা হতে কমও করা হবে না এবং বেশিও দেওয়া যাবে না। এ কথাটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সাহাবীদের এক বিরাট জামাতের সম্মুখে বলেছিলেন; কিন্তু কেউ এর বিরোধিতা করেননি। সুতরাং এটা দ্বারা এ ব্যাপারে সাহাবীদের ইজমা পাওয়া গেল যে, ইজতিহাদের মধ্যে ভুলেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : بِخِلَافِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতের কথা এটার বিপরীত فَاِنَّ لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ কেননা, প্রত্যেক মুজতাহিদের تَاوِيلًا ব্যাখ্যা বা তাবীল রয়েছে عَلٰى حِدَةٍ ভিন্ন ভিন্ন فِى الْمُشْتَرَكِ মুশতারাক وَالْمُجْمَلِ এবং মুজমাল

وَعَلَيْهِ مَدَارُ عَيْنُ الْاِجْتِهَادِ মূল ইজতিহাদ فَاِنَّهُ এটা بِخِلَافِ الْقِيَاسِ আর কিয়াসও এর বিপরীত وَاَمْثَالُهُ এবং বিভিন্ন নসসমূহের আর এর উপরই নির্ভরশীল الْفِقْهِ ফিকহী মাসআলাসমূহ وَلِهٰذَا এ কারণেই بَيَّنَ বর্ণনা করেছেন حُكْمَهُ ইজতিহাদের হুকুমকে عَلٰى وَجْهٍ এমনভাবে يَتَضَمَّنُ যা অন্তর্ভুক্ত করে بَيَانَ সে বর্ণনাকে حُكْمِ الْقِيَاسِ হুকমে কিয়াসের الْمَوْعُوْدِ যার ওয়াদা করা হয়েছে فِيْمَا سَبَقَ পূর্বে فَقَالَ অতঃপর গ্রন্থকার বলেন وَحُكْمُهُ এর হুকুম হলো الْاِصَابَةُ হক বা বিশুদ্ধ হওয়া بِغَالِبِ الرَّأْيِ প্রবল ধারণা সৃষ্টি হওয়া اَيْ অর্থাৎ حُكْمُ الْاِجْتِهَادِ এখানে হুকুম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইজতিহাদের হুকুম لِذِكْرِهٖ قَرِيْبًا এটাই নিকটবর্তী উল্লিখিত শব্দ اَوْ حُكْمُ الْقِيَاسِ অথবা কিয়াসের হুকুম ও উদ্দেশ্য হতে পারে لِذِكْرِهٖ فِى الْاِجْمَالِ যা ইজমালিভাবে উল্লেখ করার ওয়াদা করেছেন اِصَابَةُ الْحَقِّ প্রকৃত হুকুম হওয়ার ব্যাপারে بِغَالِبِ الرَّأْيِ প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয় دُوْنَ الْيَقِيْنِ প্রত্যয় অর্জিত হয় না حَتّٰى قُلْنَا এ জন্য আমরা বলি اِنَّ الْمُجْتَهِدَ মুজতাহিদ ব্যক্তি يُخْطِئُ তার সিদ্ধান্তে কখনো ভুল করেন وَيُصِيْبُ এবং কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন وَالْحَقُّ আর হক বা সঠিক فِىْ مَوْضِعِ الْخِلَافِ বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে وَاحِدٌ একটি হয় وَلٰكِنْ لَا يُعْلَمُ কিন্তু জানা যায় না بِالْيَقِيْنِ সে হকটি প্রত্যয়ের সাথে فَلِهٰذَا قُلْنَا এ জন্য আমরা হানাফীরা বলে থাকি ذٰلِكَ الْوَاحِدُ بِحَقِّيَّةِ হক হিসেবে الْمَذَاهِبِ فِى الْاَرْبَعَةِ চার মাযহাবকে وَهٰذَا مِمَّا عُلِمَ আর এ কথাটি জানা যায় بِاَثَرِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) ইবনে মাসউদের হাদীস দ্বারা الْمُفَوَّضَةِ সমর্পিত মহিলার বেলায় وَهِىَ আর তিনি হলেন الَّتِىْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا যার স্বামী মারা গেছে قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا তার সাথে সহবাসের পূর্বে وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا অথচ তার জন্য নির্ধারণ করা হয়নি مَهْرٌ মোহর فَسُئِلَ এ অবস্থায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنْهَا এর সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-কে فَقَالَ তখন তিনি বললেন اَجْتَهِدُ فِيْهَا আমি তার ব্যাপারে ইজতিহাদ করবো بِرَأْيِىْ স্বীয় মত ও কিয়াস দ্বারা اِنْ اَصَبْتُ যদি আমি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছি فَمِنَ اللّٰهِ তবে একে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মনে করবে وَاِنْ اَخْطَأْتُ আর যদি ভুল করি فَمِنِّىْ তবে মনে করবে যে তা আমার পক্ষ হতে হয়েছে وَمِنَ الشَّيْطَانِ এবং শয়তানের দিক থেকে হয়েছে اَرٰى لَهَا উক্ত মহিলা সম্পর্কে আমার মত হলো مَهْرَ مِثْلِ نِسَائِهَا অনুরূপ মহিলার মোহরের সমান মোহর প্রাপ্ত হবে لَا وَكَسَ তা হতে কমও করা হবে না وَلَا شَطَطَ এবং বেশিও দেওয়া যাবে না وَكَانَ ذٰلِكَ তিনি এ কথাটি বলেছেন بِمَحْضَرٍ উপস্থিতিতে مِنَ الصَّحَابَةِ অনেক সাহাবীর وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ অথচ বিরোধিতা করেনি اَحَدٌ مِّنْهُمْ সাহাবীদের কেউই فَكَانَ اِجْمَاعًا ফলে এর দ্বারা এ ব্যাপারে সাহাবীদের ইজমা পাওয়া গেল যে, عَلٰى اَنَّ الْاِجْتِهَادَ নিশ্চয়ই ইজতিহাদ يَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখে الْخَطَأَ ভুলের।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ الْاِصَابَةُ بِغَالِبِ الرَّأْيِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ইজতিহাদের حُكْم বর্ণিত হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) এ স্থলে اِجْتِهَادْ -এর حُكْمْ -এর উপর আলোকপাত করেছেন। তবে এটা قِيَاسْ -এর حُكْم হিসেবেও গণ্য হতে পারে। যা হোক, কিয়াসের حُكْمْ যা ইজতিহাদের حُكْم ও তা-ই। আর তা হচ্ছে اِصَابَةُ الْحَقِّ بِغَالِبِ الرَّأْيِ دُوْنَ الْيَقِيْنِ অর্থাৎ এটার দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, এটাই শরিয়তের মূল সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ সাধারণত এটা অকাট্যতাকে সাব্যস্ত করে না; বরং এটার মধ্যে সন্দেহ থেকে যায়, তবে কিয়াস (ও ইজতিহাদ)-এর ইল্লত (عِلَّتْ) যদি কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তাহলে সে কিয়াস قَطْعِىْ বা অকাট্য (সন্দেহাতীত) হবে।

قَوْلُهُ حَتّٰى قُلْنَا اِنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তও নিতে পারে আবার ভুলও করতে পারে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। জমহুর আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত সঠিকও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। আর যে স্থলে বিরোধ পরিলক্ষিত হবে সে স্থলে শুধু একটি অভিমতই সঠিক হবে। তবে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না যে, কোন অভিমতটি সঠিক আর কোন অভিমতটি ভুল।

আমরা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি হাদীস হতে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, যা তিনি مُفَوَّضَةٌ -এর ব্যাপারে বলেছেন। مُفَوَّضَةٌ বলে সেই মহিলাকে যে নিজে নিজেকে বিনা মোহরে স্বামীর নিকট সমর্পণ করে দিয়েছে। অথবা তার অভিভাবক (পিতা বা পিতামহ) তাকে মোহর ব্যতিরেকে তার স্বামীর নিকট সোপর্দ করেছে। যা হোক, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, مُفَوَّضَةٌ -এর জন্য মোহর ধার্য করার পূর্বেই তার সাথে তার স্বামী সহবাস করা ব্যতীত যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে মোহর পাবে কিনা? এটার জবাবে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন যে, আমি এ মাসআলায় ইজতিহাদ তথা গবেষণা করবো। আর ইজতিহাদ করে যদি আমি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি, তাহলে এটা আল্লাহর পক্ষ হতে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি আমি ইজতিহাদে ভুল করি, তাহলে এটা আমার এবং শয়তানের পক্ষ হতে বিবেচিত হবে। এটার পর তিনি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তারপর তিনি বলেন যে, আমার মতে উক্ত মহিলা মাহরে মিছিল (مَهْرِ مِثْل) পাবে। অর্থাৎ তার বংশের তার ন্যায় সুন্দরী ও ধনবতী মহিলারা যে পরিমাণ মোহর পেয়ে থাকে সেও সে পরিমাণ মোহর পাবে। এটা অপেক্ষা কমও পাবে না, আবার অধিকও পাবে না।

উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর একটি বিরাট জমায়েতের সম্মুখে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) উপরিউক্ত মন্তব্য করেছিলেন, অথচ কোনো সাহাবীই এর প্রতিবাদ করেননি। কাজেই মুজতাহিদ যে সঠিক এবং ভুল উভয়ই করতে পারে এ ব্যাপারে সাহাবীগণ (রা.)-এর ইজমা সাব্যস্ত হলো।

وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيْبٌ وَالْحَقُّ فِىْ مَوْضَعِ الْخِلَافِ مُتَعَدِّدٌ اَىْ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهٰذَا بَاطِلٌ لِاَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَّعْتَقِدُ حُرْمَةَ شَئٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّعْتَقِدُ حِلَّهُ وَكَيْفَ يَجْتَمِعَانِ فِى الْوَاقِعِ وَفِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا اَىْ كَوْنُ كُلِّ مُجْتَهِدٍ مُصِيْبًا عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَيْضًا وَلِذَا نَسَبَهُ جَمَاعَةٌ اِلَى الْاِعْتِزَالِ وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ وَاِنَّمَا غَرْضُهُ اَنَّ كُلَّهُمْ مُصِيْبٌ فِى الْعَمَلِ دُوْنَ الْوَاقِعِ عَلٰى مَا عُرِفَ فِىْ مُقَدَّمَةِ الْبَزْدَوِىْ مُفَصَّلًا وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ فِى النَّقْلِيَّاتِ دُوْنَ الْعَقْلِيَّاتِ اَىْ فِى الْاَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ دُوْنَ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ فَاِنَّ الْمُخْطِئَ فِيْهَا كَافِرٌ كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اَوْ مُضَلِّلٌ كَالرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ ـ

সরল অনুবাদ : আর মু'তাযিলীদের মাযহাব **এই যে, প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন এবং বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে 'হক' বিভিন্ন হয়ে থাকে।** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যে। (আর বাস্তবেও মুজতাহিদগণের বিভিন্ন মত সবই নিজ নিজ জায়গায় সত্য ও সঠিক।) কিন্তু মু'তাযেলীদের এ মাযহাবটি সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা, কোনো কোনো মুজতাহিদ যেমন উদাহরণস্বরূপ– কোনো একটি বস্তুকে হারাম বলে মত পোষণ করেন এবং কোনো কোনো মুজতাহিদ ঠিক সেই বস্তুটিকেই হালাল বলে মনে করেন। তাহলে বাস্তবে এ দুই পরস্পর বিরোধী মত কিভাবে একত্র হতে পারে? অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দিকেও এ কথাটি সম্বন্ধযুক্ত আছে যে, প্রত্যেক মুজতাহিদই 'হক'-এর উপর রয়েছেন। যদ্দরুন এক শ্রেণীর লোক তাঁর প্রতি মু'তাযিলী হওয়ার অভিযোগ আনয়ন করে থাকে। অথচ তিনি এ অভিযোগ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর উক্ত বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মুজতাহিদই তার আপন ইজতিহাদী রায়ের উপর আমল করার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন। কদাচ এ কথা উদ্দেশ্য নয় যে, প্রত্যেক মুজতাহিদেরই সিদ্ধান্ত বাস্তবেও সঠিক। উসূলে বাযদুভীর ভূমিকায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। **আর এ মতপার্থক্য শুধু বর্ণনাগত বিষয়ে, যুক্তিগত বিষয়ে নয়।** অর্থাৎ (বিরোধপূর্ণ স্থানে 'হক' এক না একাধিক এ বিষয়ে মু'তাযিলী ও আমাদের মধ্যকার মতপার্থক্য) শুধু ফিক্হী আমলী আহকাম সম্পর্কে; দীনি আকাইদ-এর ব্যাপারে নয়। কেননা, এক্ষেত্রে সকলের মতেই 'হক' একটি। সুতরাং আকাইদ বা ধর্মীয় মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভুল পথ অনুসরণকারী হয়তো কাফির। যথা– ইহুদি, খ্রিস্টান ও জিম্মি অথবা পথভ্রষ্ট ও ফাসিক। যথা– রাফিযী, খারিজী ও মু'তাযিলী প্রভৃতি সম্প্রদায়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ আর মু'তাযিলাগণ বলেন كُلُّ مُجْتَهِدٍ প্রত্যেক মুজতাহিদই مُصِيْبٌ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন وَالْحَقُّ আর হক فِىْ مَوْضَعِ الْخِلَافِ বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে مُتَعَدِّدٌ বিভিন্ন হয়ে থাকে اَىْ অর্থাৎ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যে وَهٰذَا بَاطِلٌ কিন্তু মু'তাযিলাদের এ মতটি সম্পূর্ণ বাতিল لِاَنَّ مِنْهُمْ কেননা, মুজতাহিদের মধ্য হতে مَنْ يَّعْتَقِدُ কোনো কোনো মুজতাহিদ মত পোষণ করেন حُرْمَةَ شَئٍ কোনো বস্তুকে হারাম وَمِنْهُمْ مَنْ يَّعْتَقِدُ আর কোনো কোনো মুজতাহিদ মনে করেন حِلَّهُ ঠিক ঐ বস্তুকেই হালাল وَكَيْفَ يَجْتَمِعَانِ আর কিভাবে একত্রিত হতে পারে فِى الْوَاقِعِ বাস্তবে وَفِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ এ পরস্পর বিরোধী মত وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا আর এ কথাটি বর্ণিত আছে اَىْ অর্থাৎ كَوْنُ كُلِّ مُجْتَهِدٍ প্রত্যেক মুজতাহিদ রয়েছেন مُصِيْبًا হকের উপর عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর পক্ষ হতে ও اَيْضًا وَلِذَا আর এ কারণে نَسَبَهُ তার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেন جَمَاعَةٌ একদল اِلَى الْاِعْتِزَالِ মু'তাযিলা হওয়ার وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ অথচ তিনি এটা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র وَاِنَّمَا غَرْضُهُ মূলত তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো اَنَّ كُلَّهُمْ প্রত্যেক মুজতাহিদই مُصِيْبٌ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন فِى الْعَمَلِ তার ইজতিহাদী রায়ের উপর আমল করার ব্যাপারে دُوْنَ الْوَاقِعِ উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মুজতাহিদেরই সিদ্ধান্ত বাস্তবে সঠিক عَلٰى مَا عُرِفَ যার ব্যাখ্যা রয়েছে فِىْ مُقَدَّمَةِ الْبَزْدَوِىْ উসূলে বাযদুভীর ভূমিকায় مُفَصَّلًا বিস্তারিত وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ আর এ মতপার্থক্য فِى النَّقْلِيَّاتِ শুধু বর্ণনাগত বিষয়ে دُوْنَ الْعَقْلِيَّاتِ যুক্তিগত বিষয়ে নয় اَىْ অর্থাৎ فِى الْاَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ শুধু ফিকহী আমলী আহকাম সম্পর্কে دُوْنَ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ দীনি আকাইদের ব্যাপারে নয় فَاِنَّ الْمُخْطِئَ فِيْهَا কেননা, আকাইদ বিষয়ে ভুলপথ অনুসরণকারী كَافِرٌ হয়তোবা কাফির كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى যেমন– ইহুদি ও নাসারা اَوْ مُضَلِّلٌ অথবা পথভ্রষ্ট كَالرَّوَافِضِ যেমন– রাফিযী وَالْخَوَارِجِ খারিজী وَالْمُعْتَزِلَةِ ও মু'তাযিলী وَنَحْوِهِمْ এবং অন্যান্য অনুরূপ সম্প্রদায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيْبٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ইজতিহাদের ব্যাপারে মু'তাযিলীগণের বাতিল চিন্তাধারা ও তার খণ্ডন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ আল্লাম (র.) এ স্থলে ইজতিহাদের ব্যাপারে মু'তাযিলীগণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের পূর্বোক্ত অভিমতের পরিপন্থি। সুতরাং মু'তাযিলীগণের মতে প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং মতবিরোধের স্থলে হক বা সত্য একাধিক। অর্থাৎ একাধিক অভিমত (তথা পরস্পর বিরোধী সকল অভিমতই) সঠিক বলে বিবেচিত হবে।

মু'তাযিলীগণের উপরিউক্ত মাযহাব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বাতিল। কেননা, এমনও দেখা যায় যে, একদল মুজতাহিদ একটি বস্তুকে হারাম বলেছেন, আর অপর একদল মুজতাহিদ হুবহু সেই বস্তুটিকেই হালাল বলেছেন। সুতরাং একই বস্তু কিভাবে হারাম এবং হালাল উভয়ই হতে পারে? বরং এদের একটি ভুল হওয়া অনিবার্য।

অবশ্য মু'তাযিলীগণের পক্ষ হতে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ প্রত্যেক মাসআলায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা-ই حُكْم হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ তাঁর এবং তাঁর অনুসারীগণের বেলায় এটাই সেই মাসআলার (সঠিক) حُكْم হিসেবে বিবেচিত হবে। ইজতিহাদের পূর্বে উক্ত মাসআলায় আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো নির্ধারিত সিদ্ধান্ত (حُكْم) নেই। সুতরাং সাঠিক সিদ্ধান্ত একাধিক হতে পারে। আর এটাতে দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুর একত্রে সমাবেশ অনিবার্য হয় না। কাজেই প্রত্যেক মুজতাহিদ ও তার অনুসারীর জন্য তার قَوْل অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হবে। সুতরাং প্রত্যেক মুজতাহিদের নিসবতে حُكْم বিভিন্ন সাব্যস্ত হলো। এখানে একাধিক ব্যক্তির দিকে নিসবত করার কারণে দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুর একত্রে সমাবেশ লাযেম হয়নি।

আহ্লুস্ সুন্নত ওয়াল জামাতের পক্ষ হতে আমরা মু'তাযিলাগণের উপরিউক্ত সাফাইয়ের জবাবে বলতে পারি যে, আমাদের রাসূলে কারীম ﷺ -এর শরিয়তে একাধিক ব্যক্তির নিসবতেও দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুর একত্রে সমাবেশ জায়েজ নেই। কেননা, মানুষের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য সৃষ্টি না করে স্বীয় শরিয়তের আহ্বান সহকারে সমগ্র মানবজাতির নিকট নবী করীম ﷺ প্রেরিত হয়েছেন। তা ছাড়া যখন কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদে পরিবর্তন সূচিত হবে, তখন যদি পূর্বেকার ইজতিহাদ অবশিষ্ট থেকে যায় তাহলে একই ব্যক্তির নিসবতে দুই বিপরীতমুখি বস্তুর একত্রে সমাবেশ অনিবার্য হয়ে পড়বে। অথবা ইজতিহাদের মাধ্যমে রহিতকরণ লাযেম হবে। আর তা জায়েজ নেই। যা হোক মু'তাযিলাগণ যে এ ব্যাপারে গোমরাহী ও ভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে তাতে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

قَوْلُهُ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا اَىْ كَوْنُ كُلِّ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ও তার খণ্ডন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)ও মু'তাযিলাগণের ন্যায় বলতেন যে, كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيْبٌ অর্থাৎ প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। আর এ অজুহাতে কেউ কেউ তাঁকে মু'তাযিলা বলতেও সাহস পেয়েছেন। অথচ এটা দিবালোকের মতোই পরিষ্কার যে, মু'তাযিলাগণের আকাইদের সাথে তার আদৌ কোনো সম্পর্ক ছিল না; বরং তার আকীদা ছিল যে, প্রত্যেক মুজতাহিদই আমলের ক্ষেত্রে সত্যপন্থি ও সঠিক হিসেবে গণ্য হবে, বাস্তবতার নিরিখে নয়। উসূলে বাযদুভীর ভূমিকায় এ ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ فِى النَّقْلِيَّاتِ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) একটি দ্বন্দ্বের নিরসন করেছেন। আর তা এই যে, উপরে ইজতিহাদ সম্পর্কীয় যে মতবিরোধের কথা বলা হয়েছে তা আমভাবে উল্লেখ করার কারণে ধারণা হতে পারে যে, এটা আহকাম ও আকায়েদ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়; বরং উপরিউক্ত ধরনের (ইজতিহাদী) মতবিরোধ শুধুমাত্র আহকামে ফিকহিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য– আকায়েদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়। কেননা, আকায়েদের ক্ষেত্রে যারা মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েছে তারা হয়তো কাফির হয়ে গেছে, যেমন– ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ অথবা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হিসেবে চিহ্নিত হবে, যেমন– খাওয়ারিয, রাওয়াফিয, মু'তাযিলা ইত্যাকার ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত দল-উপদলসমূহ।

وَلَا يُشْكِلُ بِاَنَّ الْاَشْعَرِيَّةَ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةَ اِخْتَلَفُوْا فِىْ بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَلَا يَقُوْلُ اَحَدٌ مِنْهُمَا بِتَضْلِيْلِ الْاٰخَرِ لِاَنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ فِىْ اُمَّهَاتِ الْمَسَائِلِ الَّتِىْ عَلَيْهَا مَدَارُ الدِّيْنِ وَاَيْضًا لَمْ يَقُلْ اَحَدٌ مِنْهُمَا بِالتَّعَصُّبِ وَالْعَدَاوَةِ وَ ذُكِرَ فِىْ بَعْضِ الْكُتُبِ اَنَّ هٰذَا الْاِخْتِلَافَ اِنَّمَا هُوَ فِى الْمَسَائِلِ الْاِجْتِهَادِيَّةِ دُوْنَ تَاوِيْلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَاِنَّ الْحَقَّ فِيْهِمَا وَاحِدٌ بِالْاِجْمَاعِ وَالْمُخْطِئُ فِيْهِ مُعَاتَبٌ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ثُمَّ الْمُجْتَهِدُ اِذَا اَخْطَاَ كَانَ مُخْطِئًا اِبْتِدَاءً وَانْتِهَاءً عِنْدَ الْبَعْضِ يَعْنِىْ فِىْ تَرْتِيْبِ الْمُقَدَّمَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ النَّتِيْجَةِ جَمِيْعًا وَاِلَيْهِ مَالَ الشَّيْخُ اَبُوْ مَنْصُوْرٍ وَجَمَاعَةٌ اُخْرٰى وَالْمُخْتَارُ اَنَّهُ مُصِيْبٌ اِبْتِدَاءً وَمُخْطِئٌ اِنْتِهَاءً لِاَنَّهُ اَتٰى بِمَا كُلِّفَ بِهٖ فِىْ تَرْتِيْبِ الْمُقَدَّمَاتِ وَبَذَلَ جُهْدَهٗ فِيْهَا فَكَانَ مُصِيْبًا فِيْهِ وَاِنْ اَخْطَاَ فِىْ اٰخِرِ الْاَمْرِ وَعَاقِبَةِ الْحَالِ فَكَانَ مَعْذُوْرًا بَلْ مَاجُوْرًا لِاَنَّ الْمُخْطِئَ لَهٗ اَجْرٌ وَالْمُصِيْبُ لَهٗ اَجْرَانِ ـ

সরল অনুবাদ : এখানে এ আপত্তি উত্থাপন করা ঠিক নয় যে, 'আশআরী' ও 'মাতুরীদী'দের মধ্যেও তো আকাইদের কোনো কোনো মাসআলায় মতপার্থক্য রয়েছে। অথচ তাঁদের মধ্য হতে কোনো সম্প্রদায়কেই পথভ্রষ্ট বলা হয় না। কেননা, তাঁদের শুধু প্রশাখামূলক মাসআলা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। আকাইদের সেসব বুনিয়াদি মাসআলা যেগুলোর উপর দীনের ভিত্তি নির্ভরশীল তাতে তাদের কোনো মতপার্থক্য নেই। অধিকন্তু তাঁদের এ মতবিরোধ গোঁড়ামি ও শত্রুতার কারণে নয় (যেমন– অন্যান্য পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে)। কোনো কোনো কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মু'তাযিলীদের সাথে আমাদের মতবিরোধ শুধু ইজতিহাদী মাসআলাসমূহেই সীমাবদ্ধ, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল ﷺ -এর তা'বীল ও তাশরীহ-এর মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। কেননা, এ দু'টির মধ্যে মতভেদ-এর ক্ষেত্রে 'হক' একটি হওয়ার ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়ে গেছে এবং এ দু'টির ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সর্বসম্মতিক্রমেই তিরস্কারের উপযুক্ত। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। **আর মুজতাহিদ যখন কোনো মাসআলায় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন কারো মতে তিনি ইজতিহাদের শুরু ও শেষ উভয় ক্ষেত্রেই ভুলকারীরূপে গণ্য হয়ে থাকেন।** অর্থাৎ মকদ্দমাসমূহের বিন্যাস ও হুকুম উদ্ভাবন উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ভুলের উপর থাকেন। শেখ আবূ মনসূর মাতুরীদী (র.) ও অপর এক জামাতের অভিমত এটাই। **কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য অভিমত এই যে, মুজতাহিদ তাঁর ইজতিহাদের শুরুতে সঠিক এবং শেষে ভুলকারী বলে গণ্য হবেন।** কেননা, মুজতাহিদ মুকদ্দমাসমূহ বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালনের জন্য বাধ্য ছিলেন, তা তিনি যথার্থই পালন করেছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এ পর্যন্ত তো তিনি সত্যের উপর বহাল আছেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর ফয়সালা সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হওয়ার কারণে পরিণামে তিনি ভুলকারীরূপে গণ্য হবেন। যদ্দরুন তাঁকে অপারগ বিবেচনা করা হবে; বরং তিনি ছওয়াবেরও অধিকারী হবেন। কারণ, ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত মুজতাহিদ একটি ছওয়াব এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত মুজতাহিদ দু'টি ছওয়াব লাভ করবেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا يُشْكِلُ এখানে এ আপত্তি করা ঠিক নয় بِاَنَّ الْاَشْعَرِيَّةَ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةَ আশআরী ও মাতুরীদীগণ اِخْتَلَفُوْا মতভেদ করেছেন فِىْ بَعْضِ الْمَسَائِلِ আকাইদের কোনো কোনো মাসআলায় وَلَا يَقُوْلُ اَحَدٌ مِنْهُمَا অথচ তাদের কাউকেই বলা হয়নি بِتَضْلِيْلِ الْاٰخَرِ অপর সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট لِاَنَّ ذٰلِكَ কেননা, তাদের এ মতভেদ لَيْسَ নয় فِىْ اُمَّهَاتِ الْمَسَائِلِ মূল মাসআলায় الَّتِىْ عَلَيْهَا যার উপর নির্ভরশীল مَدَارُ الدِّيْنِ দীনের মূল وَاَيْضًا لَمْ يَقُلْ অধিকন্তু এটাও বলেনি اَحَدٌ مِنْهُمَا দু' দলের কেউই بِالتَّعَصُّبِ গোঁড়ামি وَالْعَدَاوَةِ ও শত্রুতার কারণে وَ ذُكِرَ আর উল্লেখ করা হয়েছে فِىْ بَعْضِ الْكُتُبِ কোনো কোনো কিতাবে اَنَّ هٰذَا الْاِخْتِلَافَ এ মতভেদ اِنَّمَا هُوَ শুধু সীমিত فِى الْمَسَائِلِ الْاِجْتِهَادِيَّةِ ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে دُوْنَ কোনো মতভেদ নয় تَاوِيْلِ ব্যাখ্যায় الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলের فَاِنَّ الْحَقَّ فِيْهِمَا এ দু' দলের মধ্যে সত্য হলো وَاحِدٌ একটি بِالْاِجْمَاعِ সর্বসম্মতিক্রমে وَالْمُخْطِئُ فِيْهِ আর এ দু' ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী مُعَاتَبٌ সর্বসম্মতিক্রমে তিরস্কারের যোগ্য وَاللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন ثُمَّ الْمُجْتَهِدُ অতঃপর মুজতাহিদ اِذَا اَخْطَاَ যখন ভুল করে كَانَ مُخْطِئًا তবে তিনি ভুলকারীরূপে গণ্য হবেন اِبْتِدَاءً وَانْتِهَاءً প্রথম ও শেষ উভয় ক্ষেত্রেই عِنْدَ الْبَعْضِ কিছু সংখ্যকের মতে يَعْنِىْ

অর্থাৎ جَمِيْعًا فِىْ تَرْتِيْبِ বিন্যাসে الْمُقَدِّمَاتِ মকদ্দমাসমূহের وَاسْتِخْرَاجِ এবং উদ্ভাবনে النَّتِيْجَةِ ফলাফল বা হুকুম উভয় ক্ষেত্রেই وَإِلَيْهِ আর এ দিকেই مَالَ ধাবিত হয়েছেন তথা অভিমত الشَّيْخُ أَبُوْ مَنْصُوْرٍ শায়খ আবূ মানসূর মাতুরীদী وَجَمَاعَةٌ أُخْرٰى এবং অপর এক জামাতের وَالْمُخْتَارُ কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো أَنَّهُ مُصِيْبٌ মুজতাহিদ সঠিক বলে গণ্য হবেন ابْتِدَاءً শুরুতে وَمُخْطِئٌ আর ভুলকারী রূপে গণ্য হবেন انْتِهَاءً শেষে لِأَنَّهُ أَتٰى কেননা, মুজতাহিদ পালন করেছেন بِمَا كُلِّفَ بِهِ যাতে তিনি বাধ্য ছিলেন فِىْ تَرْتِيْبِ বিন্যাসের ক্ষেত্রে الْمُقَدِّمَاتِ মুকাদ্দামাসমূহ وَبَذَلَ جُهْدَهُ এবং পরিপূর্ণ চেষ্টা চালিয়েছেন فِيْهَا সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য فَكَانَ مُصِيْبًا فِيْهِ সুতরাং এ পর্যন্ত তো তিনি সত্যের উপর বহাল আছেন وَإِنْ أَخْطَأَ আর যদি তিনি ভুল করেন فِىْ اٰخِرِ الْأَمْرِ শেষ পর্যন্ত وَعَاقِبَةُ الْحَالِ পরিণামে فَكَانَ مَعْذُوْرًا ফলে তাঁকে অপারগ বিবেচনা করা হবে بَلْ مَاجُوْرًا বরং তিনি ছওয়াবেরও অধিকারী হবেন لِأَنَّ الْمُخْطِئَ কেননা, ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত মুজতাহিদ لَهُ أَجْرٌ সে একটি ছওয়াব লাভ করবে وَالْمُصِيْبُ আর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত মুজতাহিদ لَهُ أَجْرَانِ দু'টি ছওয়াব লাভ করবেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যে, ইহুদি, খ্রিস্টান ও বিভিন্ন বাতিলপন্থি যেমন– রাফিযী, খারিজী প্রমুখ যদি দীনি মুয়ামালায় মতবিরোধ করার কারণে গোমরাহ হয়ে থাকে, তাহলে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা আশআরী এবং মাতুরীদীগণ পারস্পরিক মতবিরোধের কারণে গোমরাহ সাব্যস্ত হবে না কেন? এর জবাবে আমাদের শারেহ আল্লাম মোল্লা জিয়ন (র.) বলেছেন যে, পূর্বোক্ত বাতিলপন্থিগণের মতবিরোধ আর আশআরী ও মাতুরীদীগণের মতবিরোধের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। বাতিলপন্থিগণ দীনের মূলনীতি তথা আকায়েদ বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন। পক্ষান্তরে আশআরী ও মাতুরীদীগণের মতবিরোধ দীনের প্রশাখামূলক মাসআলা তথা খুঁটিনাটি বিষয়ে সীমিত। তা ছাড়া আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাতের কেউ স্বজনপ্রীতি অথবা ব্যক্তিগত আক্রোশবশত মতবিরোধে জড়াননি।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُجْتَهِدُ إِذَا أَخْطَأَ كَانَ مُخْطِئًا الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে মুজতাহিদ ভুল করলে তার حُكْم সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেসব মাসআলায় মুজতাহিদ ভুল করে থাকেন সেসব মাসআলায় তিনি সূচনা ও পরিণতি উভয় দিকের বিচারেই ভুল করে থাকেন, না কেবল পরিণতির দিক বিবেচনায় ভুল করে থাকেন– এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। একদলের মতে, মুজতাহিদ যেসব মাসআলায় ভুল করেন সেসব মাসআলায় তিনি সূচনা ও পরিণতি উভয় দিকের বিবেচনায়ই ভুল করেন। আর অপর দলের মতে মুজতাহিদ যেসব মাসআলায় ভুল করে থাকেন সেসব মাসআলায় তিনি শুধু পরিণতির বিচারেই ভুল করেন– সূচনার বিচারে ভুল করেন না। এ দ্বিতীয় অভিমতটিকে গ্রন্থকার (র.) পছন্দনীয় ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এখানে সূচনার দ্বারা ভূমিকাকে বুঝানো হয়েছে, আর পরিণতির দ্বারা ফলাফলকে বুঝানো হয়েছে। যা হোক মুজতাহিদ ভুল করলেও গুনাহগার হবেন না; বরং অপারগ হিসেবে গণ্য হবেন এবং একটি ছওয়াবের অধিকারী হবেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন, তাহলে দু'টি ছওয়াবের অধিকারী হবেন।

وَقَدْ وَقَعَتْ فِىْ زَمَانِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ حَادِثَةٌ رَاعِى الْغَنَمِ حَرْثَ قَوْمٍ فَحَكَمَ دَاوُدُ (ع) بِشَيْءٍ وَاَخْطَأَ فِيْهِ وَسُلَيْمَانُ (ع) بِشَيْءٍ اٰخَرَ وَاَصَابَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى حِكَايَةً عَنْهُمَا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا اَىْ فَفَهَّمْنَا تِلْكَ الْفَتْوٰى سُلَيْمَانَ (ع) اٰخِرَ الْاَمْرِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا فِىْ اِبْتِدَاءِ الْمُقَدَّمَاتِ فَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهٖ فَفَهَّمْنَاهَا اَنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ وَمِنْ قَوْلِهٖ وَكُلًّا اٰتَيْنَاهُ اَنَّهُمَا مُصِيْبَانِ فِىْ اِبْتِدَاءِ الْمُقَدَّمَاتِ وَاِنْ اَخْطَأَ دَاوُدُ فِىْ اٰخِرِ الْاَمْرِ وَالْقِصَّةُ مَعَ الْاِسْتِدْلَالِ مَذْكُوْرَةٌ فِى الْكُتُبِ فَطَالِعْهَا اِنْ شِئْتَ وَلِهٰذَا اَىْ وَلِاَجْلِ اَنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ قُلْنَا لَا يَجُوْزُ تَخْصِيْصُ الْعِلَّةِ وَهُوَ اَنْ يَّقُوْلَ كَانَتْ عِلَّتِىْ حَقَّةً مُؤَثِّرَةً لٰكِنْ تَخَلَّفَ الْحُكْمُ عَنْهَا لِمَانِعٍ لِاَنَّهٗ يُؤَدِّىْ اِلٰى تَصْوِيْبِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ اِذْ لَا يَعْجِزُ مُجْتَهِدٌ مَا عَنْ هٰذَا الْقَوْلِ فَيَكُوْنُ كُلٌّ مِنْهُمْ مُصِيْبًا فِىْ اِسْتِنْبَاطِ الْعِلَّةِ ـ

সরল অনুবাদ : হযরত দাঊদ (আ.) ও সুলায়মান (আ.)-এর জমানায় এরূপ একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যে, জনৈক ব্যক্তির ছাগল-পাল অপর ব্যক্তির শস্যক্ষেতের ক্ষতিসাধন করেছিল। হযরত দাঊদ (আ.) এটার ফয়সালা একভাবে প্রদান করেন (যে, ক্ষতিপূরণস্বরূপ ছাগলগুলো শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দেওয়া হোক) এবং এটাতে তিনি ভুল করে বসেন। আর হযরত সুলায়মান (আ.) অন্যভাবে ফয়সালা প্রদান করেন (যে, শস্যক্ষেতের মালিক ছাগলগুলো দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে আর ছাগলের মালিক শস্যক্ষেতের পরিচর্যা করতে থাকবে। যখন শস্যক্ষেত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে, তখন সে তার ছাগলগুলো ফেরত নিয়ে যাবে এবং শস্যক্ষেত তার মালিককে বুঝিয়ে দিবে) আর তা সঠিক ফয়সালা ছিল। যেমন– আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উভয়ের ফয়সালা সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন– فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আমি হযরত সুলায়মান (আ.)-কে উক্ত মাসআলাটির সঠিক ফতোয়া উপলব্ধি করিয়েছি। অবশ্য দাঊদ ও সুলায়মান উভয়কেই আমি মকদ্দমাসমূহ বিন্যাস করার ক্ষমতা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছি, যার আলোকে তাঁরা ফয়সালা প্রদানের পূর্বে মোকদ্দমা ইত্যাদির বিন্যাস সাধন করেছিলেন। সুতরাং فَفَهَّمْنَاهَا শব্দটি দ্বারা জানা গেল যে, মুজতাহিদ কর্তৃক ভুলও সংঘটিত হতে পারে (যেমন– হযরত দাঊদ (আ.) ভুল করেছিলেন) এবং সঠিক সিদ্ধান্তও সংঘটিত হতে পারে (যেমন– হযরত সুলায়মান (আ.) সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন) আর كُلًّا اٰتَيْنَاهُ দ্বারা জানা গেল যে, মকদ্দমাসমূহের বিন্যাস ইত্যাদি প্রাথমিক পর্যায়ে উভয়েই সঠিক ছিলেন। (لِاَنَّهُمَا اَتَيَا بِمَا كُلِّفَا عَلَيْهِ وَصَوَّبَ فِعْلَهُمَا بِاِظْهَارِ مَزِيَّتِهِمَا بِالْحُكْمِ وَالْعِلْمِ) যদিও শেষ পর্যন্ত হযরত দাঊদ (আ.) দ্বারা ভুল সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ দালায়েলসহ তাফসীরের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। তুমি ইচ্ছা করলে তা পাঠ করে দেখতে পার। **আর এ কারণেই** অর্থাৎ যেহেতু মুজতাহিদ কখনো ভুল করেন আবার কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন– **আমরা বলি যে, ইল্লত-এর নির্দিষ্টকরণ জায়েজ নেই।** অর্থাৎ মুজতাহিদের এরূপ বলা যে, আমার ইল্লত তো সঠিক ও কার্যকর ছিল; কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে এটার হুকুম তা হতে مُتَخَلِّفٌ হয়ে গেছে। **কেননা, এটা দ্বারা আবশ্যক হয় যে, প্রত্যেক মুজতাহিদের ইজতিহাদই সঠিক হবে। এ জন্য যে, এরূপ দাবিতো প্রত্যেক মুজতাহিদই করতে পারেন,** এর ভিত্তিতে ইল্লত উদ্ভাবনের ব্যাপারে প্রত্যেক মুতাহিদকেই সঠিক বলতে হবে। (অথচ এ কথাটি পূর্বেই সাব্যস্ত করা হয়ে গেছে যে, বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে 'হক' শুধু একটিই। এ জন্য একজন সঠিক হলে অপরজন নিঃসন্দেহে ভুলকারী হবেন।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ وَقَعَتْ আর সংঘটিত হয়েছিল فِىْ زَمَانِ জামানায় دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ হযরত দাউদ (আ.) ও সুলায়মান (আ.)-এর حَادِثَةٌ একটি ঘটনা رَاعِى الْغَنَمِ জনৈক ব্যক্তির ছাগল-পাল حَرْثَ قَوْمٍ অপর ব্যক্তির শস্যক্ষেত্র ক্ষতি সাধন করেছিল فَحَكَمَ دَاوُدُ (ع) অতঃপর হযরত দাউদ (আ.) ফয়সালা প্রদান করলেন بِشَيْءٍ একভাবে وَاَخْطَأَ فِيْهِ এবং এতে তিনি ভুল করে বসেন وَسُلَيْمَانُ (ع) بِشَيْءٍ اٰخَرَ আর সুলাইমান (আ.) ফয়সালা দিলেন অন্যভাবে وَاَصَابَ فِيْهِ এবং এতে তিনি সঠিক

সিদ্ধান্তে উপনীত হন فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন حِكَايَةً عَنْهُمَا তাদের উভয়ের ফয়সালা সম্পর্কে فَفَهَّمْنَاهَا শেষ পর্যন্ত উক্ত মাসআলাটির সঠিক ফতোয়া উপলব্ধি করিয়েছি (ع) سُلَيْمَانَ সুলাইমানকে وَكُلًّا اٰتَيْنَاهُ অথচ আমি উভয়কে দান করেছি حُكْمًا وَعِلْمًا প্রজ্ঞা ও জ্ঞান اَىْ অর্থাৎ فَفَهَّمْنَا অতঃপর আমি উপলব্ধি করিয়েছি تِلْكَ الْفَتْوٰى উক্ত ফতোয়াটি (ع) سُلَيْمَانَ সুলাইমান (আ.)-কে اٰخِرَ الْاَمْرِ শেষ পর্যন্ত وَكُلٌّ وَاحِدٍ আর প্রত্যেককে مِنْ دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ হযরত দাউদ ও সুলাইমান (আ.)-এর اٰتَيْنَاهُ আমি দান করেছি حُكْمًا وَعِلْمًا প্রজ্ঞা ও জ্ঞান فِىْ اِبْتِدَاءِ শুরুতে الْمُقَدَّمَاتِ মকদ্দমাসমূহ বিন্যাসের فَعُلِمَ অতঃপর জানা গেল مِنْ قَوْلِهٖ فَفَهَّمْنَاهَا মহান আল্লাহর কথা فَفَهَّمْنَاهَا দ্বারা اَنَّ الْمُجْتَهِدَ মুজতাহিদ ব্যক্তি يُخْطِئُ ভুল করেন وَيُصِيْبُ এবং সঠিক সিদ্ধান্তেও উপনীত হন وَمِنْ قَوْلِهٖ وَكُلًّا اٰتَيْنَاهُ আর আল্লাহর বাণী وَكُلًّا اٰتَيْنَاهُ দ্বারা জানা গেল যে اَنَّهُمَا مُصِيْبَانِ তারা উভয়ে সঠিক ছিল فِىْ اِبْتِدَاءِ প্রাথমিক পর্যায়ে الْمُقَدَّمَاتِ মকদ্দমাসমূহের বিন্যাসে وَاِنْ اَخْطَاَ دَاوٗدُ যদিও হযরত দাউদ (আ.) হতে ভুল সংঘটিত হয়েছে فِىْ اٰخِرِ الْاَمْرِ শেষ পর্যন্ত وَالْقِصَّةُ আর এ ঘটনাটি مَعَ الْاِسْتِدْلَالِ দলিলসহ مَذْكُوْرَةٌ উল্লেখ রয়েছে فِى الْكُتُبِ তাফসীরের কিতাবসমূহে فَطَالِعْهَا তুমি তা পাঠ করে দেখতে পার اِنْ شِئْتَ যদি তুমি চাও وَلِهٰذَا আর এ কারণেই اَىْ অর্থাৎ وَلِاَجْلِ এ কারণে যেহেতু اَنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِئُ মুজতাহিদ ব্যক্তি ভুল করেন وَيُصِيْبُ এবং কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন قُلْنَا আমরা বলি لَا يَجُوْزُ জায়েজ নেই تَخْصِيْصُ নির্দিষ্টকরণ الْعِلَّةِ ইল্লতের وَهُوَ আর তা হলো اَنْ يَّقُوْلَ মুজতাহিদের এ কথা বলা كَانَتْ عِلَّتِىْ আমার ইল্লত حَقَّةً সঠিক مُؤَثِّرَةً ও কার্যকর ছিল لٰكِنْ تَخَلَّفَ কিন্তু বিপরীত হয়ে গেছে الْحُكْمُ হুকুমটি عَنْهَا এর থেকে لِمَانِعٍ কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে لِاَنَّهٗ يُؤَدِّىْ কেননা, এর দ্বারা বলা আবশ্যক হয় اِلٰى تَصْوِيْبِ সঠিক বলতে كُلِّ مُجْتَهِدٍ প্রত্যেক মুজতাহিদকেই اِذْ لَا يَعْجِزُ مُجْتَهِدٌ مَا কারণ, কোনো মুজতাহিদ অক্ষম নন عَنْ هٰذَا الْقَوْلِ এ কথার ভিত্তিতে فَيَكُوْنُ كُلٌّ مِنْهُمْ প্রত্যেক মুজতাহিদই হবেন مُصِيْبًا সঠিক فِىْ اِسْتِنْبَاطِ উদ্ভাবনে الْعِلَّةِ ইল্লত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقَدْ وَقَعَتْ فِىْ زَمَانِ دَاوٗدَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ভুলকারী মুজতাহিদ শুধু ফলাফল নির্ধারণে ভুল করে থাকেন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক ভূমিকা বিন্যাসের ব্যাপারে প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, তবে পরিণতি তথা ফলাফলে গিয়ে কেউ সঠিক থাকে আবার কেউ কেউ ভুল করে বসে। এটার উপর দলিল পেশ করার জন্য শারেহ আল্লাম মোল্লা জিয়ন (র.) হযরত দাউদ (আ.) ও সুলায়মান (আ.)-এর যুগের একটি ঘটনার উদ্ধৃতি সম্বলিত কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। সে যুগে কোনো এক ব্যক্তির কতিপয় ছাগল অপর ব্যক্তির ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট করে ফেলে। মকদ্দমা হযরত দাউদ (আ.)-এর আদালতে আসে। তিনি উভয় পক্ষের আরযী শ্রবণ করার পর রায় দেন যে, জমির মালিককে ছাগলগুলো দিয়ে দিতে হবে। তারপর এ একই মকদ্দমা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিকট পেশ করা হয়। তিনি রায় দেন যে, ছাগলগুলো আপাতত জমির মালিকের নিকট থাকবে। সে এদের দুধ পান করবে এবং এদের তত্ত্বাবধান করবে। আর এ দিকে ছাগলের মালিক জমির তালাফী (তদারক) করতে থাকবে। যখন জমির ফসল পূর্বের ন্যায় তরতাজা হয়ে যাবে তখন সে তার ছাগলগুলো ফেরত পাবে। এতে জমির মালিক ও ক্ষেতের মালিক উভয়ই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল।

কুরআন মাজীদে উপরিউক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করত আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ অর্থাৎ আমি সুলায়মান (আ.)-কে উপরিউক্ত ফয়সালাটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা দান করেছি। কাজেই সে তার ভূমিকা বিন্যাস ও ফলাফল উদ্ভাবনে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَكُلًّا اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا অর্থাৎ আমি দাউদ (আ.) ও সুলায়মান (আ.) উভয়কেই হিকমত (কৌশল) ও ইলম দান করেছি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত রায় প্রদানে যদিও হযরত দাউদ (আ.)-এর ইজতিহাদগত ভুল হয়েছিল, তাই বলে তিনি যে নিরেট নির্বোধ ছিলেন তা নয়; বরং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ন্যায় তাঁকেও হিকমত ও ইলম দান করা হয়েছে। কাজেই উপরিউক্ত মাসআলায় পরিণতিতে তথা ফলাফল উদ্ভাবনে যদিও তিনি ভুল করেছেন তথাপি এর ভূমিকা বিন্যাসকরণে তিনি সঠিক ছিলেন। এটার দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, যেসব মাসআলায় মুজতাহিদ ভুল করেন সেসব মাসআলায় শুধু ফলাফল নির্ধারণেই তিনি ভুল করেন, ভূমিকা বিন্যাসকরণে ভুল করেন না।

قَوْلُهٗ قُلْنَا لَا يَجُوْزُ تَخْصِيْصُ الْعِلَّةِ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে জমহুরের মতে عِلَّةٌ-এর تَخْصِيْصُ জায়েজ নেই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল্ জামাতের মতে, মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তও নিতে পারে আবার ভুলও করতে পারে। এ জন্যই আমরা বলে থাকি যে, عِلَّةٌ-কে খাস (নির্দিষ্ট) করা জায়েজ নেই। অর্থাৎ মুজতাহিদ তা দাবি করতে পারবে না যে, আমার عِلَّةٌ সঠিক ও ক্রিয়াশীল ছিল। তবে কোনো প্রতিবন্ধকতার দরুন حُكْمٌ এটা হতে পশ্চাতে পড়ে গেছে। কেননা, তাহলে প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সাব্যস্ত হবে। কারণ, কোনো মুজতাহিদই তো অনুরূপ বক্তব্য পেশ করতে অপারগ নন। সুতরাং যখন কোনো মুজতাহিদকে তার উদ্ভাবিত عِلَّةٌ-এর ব্যাপারে দোষারোপ করা হবে তখন সে বলবে যে, خَصَّصْتُ عِلَّتِىْ بِدَلِيْلٍ مَانِعٍ (একটি বিপরীত দলিলের সাথে আমি আমার عِلَّةٌ-কে খাস করেছি)। কাজেই তার ইজতিহাদ ভুল হতে নিরাপদ হয়ে যাবে। আর এভাবে সকল মুজতাহিদের ইজতিহাদই ভুলের উর্ধ্বে প্রমাণিত হবে। তারা প্রত্যেকেই عِلَّةٌ উদ্ভাবনে সঠিক সাব্যস্ত হবে। সুতরাং علة-এর নির্দিষ্টকরণ জায়েজ হতে পারে না।

خِلَافًا لِلْبَعْضِ كَمَشَائِخِ الْعِرَاقِ وَالْكَرْخِيِّ فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوْا تَخْصِيْصَ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ لِاَنَّ الْعِلَّةَ إِمَارَةٌ عَلَى الْحُكْمِ فَجَازَ اَنْ يَجْعَلَ إِمَارَةً فِىْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ دُوْنَ الْبَعْضِ وَاِنَّمَا قُيِّدَتِ الْعِلَّةُ بِالْمُسْتَنْبَطَةِ لِاَنَّ الْعِلَّةَ الْمَنْصُوْصَةَ ذَهَبَ اِلٰى تَخْصِيْصِهَا كَثِيْرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ لِاَنَّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةَ عِلَّةٌ لِلْجَلْدِ وَالْقَطْعِ وَمَعَ ذٰلِكَ لَا يُجْلَدُ وَلَا يُقْطَعُ فِىْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ لِمَانِعٍ وَذٰلِكَ اَىْ بَيَانُ تَخْصِيْصِ الْعِلَّةِ اَنْ يَقُوْلَ كَانَتْ عِلَّتِىْ تُوْجِبُ ذٰلِكَ لٰكِنَّهٗ لَمْ يَجِبْ مَعَ قِيَامِهَا لِمَانِعٍ فَصَارَ الْمَحَلُّ الَّذِىْ لَمْ يَثْبُتِ الْحُكْمُ فِيْهِ مَخْصُوْصًا مِنَ الْعِلَّةِ بِهٰذَا الدَّلِيْلِ وَعِنْدَنَا عَدَمُ الْحُكْمِ بِنَاءً عَلٰى عَدَمِ الْعِلَّةِ بِاَنْ يَقُوْلَ لَمْ تُوْجَدْ فِىْ مَحَلِّ الْخِلَافِ الْعِلَّةُ لِاَنَّهَا لَمْ تَصْلُحْ كَوْنُهَا عِلَّةً مَعَ قِيَامِ الْمَانِعِ فَاِنْ قِيْلَ عَلٰى هٰذَا اَيْضًا يَلْزَمُ تَصْوِيْبُ كُلِّ مُجْتَهِدٍ اِذْ لَا يَعْجِزُ اَحَدٌ عَنْ اَنْ يَقُوْلَ لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ مَوْجُوْدَةً هٰهُنَا اُجِيْبَ بِاَنَّ فِىْ بَيَانِ الْمَانِعِ يَلْزَمُ التَّنَاقُضُ اِذَا ادَّعٰى اَوَّلًا صِحَّةَ الْعِلَّةِ ثُمَّ بَعْدَ وُرُوْدِ النَّقْضِ ادَّعَى الْمَانِعَ فَلَا يُقْبَلُ اَصْلًا بِخِلَافِ بَيَانِ عَدَمِ وُجُوْدِ الدَّلِيْلِ اِذْ لَا يَلْزَمُ فِيْهِ التَّنَاقُضُ فَلِهٰذَا يُقْبَلُ ـ

সরল অনুবাদ : কোনো কোনো আলিম এর বিপরীত মত পোষণ করেন। যেমন– ইরাকী মাশায়েখ ও ইমাম কারখী (র.) উদ্ভাবিত ইল্লতের নির্দিষ্টকরণকে জায়েজ মনে করেন। তাঁদের দলিল এই যে, ইল্লত তো শুধু হুকুমের একটি আলামত মাত্র। এ জন্য জায়েজ হবে যে, এ আলামত কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুকুম সাব্যস্তকারী হবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুকুম সাব্যস্তকারী হবে না। প্রকাশ থাকে যে, কারো কারো মতানুযায়ী ইল্লতের নির্দিষ্টকরণ জায়েজ হওয়া প্রসঙ্গে ইল্লতের সাথে مُسْتَنْبَطَةٌ বা উদ্ভাবিত হওয়া-এর শর্ত আরোপ করার কারণ এই যে, عِلَّةٌ مَنْصُوْصَةٌ-এর নির্দিষ্টকরণ তো অধিকাংশ ফকীহ-এর নিকটও জায়েজ রয়েছে। যেমন– জেনা একশত বেত্রাঘাতের ইল্লত এবং চুরি হস্ত কর্তনের ইল্লত; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতার জন্য ইল্লত পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও বেত্রাঘাত অথবা হস্তকর্তনের হুকুম সাব্যস্ত হয় না। **আর এর অর্থাৎ ইল্লত নির্দিষ্টকরণের বিবরণ এই যে, মুজতাহিদ এরূপ বলবেন, আমার ইল্লতটি হুকুম সাব্যস্তকারী ছিল। কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে (অমুক ক্ষেত্রে) ইল্লত হওয়া সত্ত্বেও হুকুম সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং সেই ক্ষেত্রটি, যন্মধ্যে এ হুকুম সাব্যস্ত হয়নি প্রতিবন্ধকতা পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে ইল্লতের হুকুম হতে নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়েছে। আর আমাদের মতে (যেহেতু ইল্লতের নির্দিষ্টকরণ জায়েজ নয়, এ জন্য সে ক্ষেত্রে) আদৌ ইল্লত বর্তমান না থাকার ভিত্তিতে হুকুম সাব্যস্ত হয়নি।** অর্থাৎ মুজতাহিদ এরূপ বলবেন যে, বিরোধের ক্ষেত্রে ইল্লতই পাওয়া যায়নি। কেননা, প্রতিবন্ধকতা থাকার ভিত্তিতে ইল্লত ইল্লত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এটার উপর যদি কেউ আপত্তি উত্থাপন করে যে, এমতাবস্থায়ও তো প্রত্যেক মুজতাহিদের সঠিক হওয়া আবশ্যক হয়। কেননা, প্রত্যেক মুজতাহিদই এ দাবি করতে পারেন যে, (আমার ইল্লতটি সঠিক। অবশ্য) বিরোধের ক্ষেত্রে (প্রতিবন্ধকতার কারণে) ইল্লত পাওয়া যায়নি (এ জন্য হুকুমও সাব্যস্ত হয়নি।) তাহলে এটার উত্তর এই যে, প্রতিবন্ধক-এর ওজর পেশ করে ইল্লত নির্দিষ্টকরণের দাবি করার মধ্যে تَنَاقُضٌ বা সম্পূর্ণ পারস্পরিক বিরোধিতা আবশ্যক হয়। কারণ, মুজতাহিদ কর্তৃক প্রথমত তাঁর ইল্লতটি সম্পূর্ণ কার্যকর ও সঠিক হওয়ার দাবি করা এবং অতঃপর نَقْض আগমন করার পর مَانِعٌ বা প্রতিবন্ধকতার দাবি করা এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু দলিলের অস্তিত্ব না থাকার দাবি করা এটা তার বিপরীত। এতে কোনো প্রকার স্ববিরোধিতা আবশ্যক হয় না। সুতরাং এরূপ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : خِلَافًا এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন لِلْبَعْضِ কোনো কোনো আলিম كَمَشَائِخِ الْعِرَاقِ وَالْكَرْخِيِّ যেমন– ইরাকী মাশায়েখ ও ইমাম কারখী (র.) فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوْا কেননা, তারা জায়েজ মনে করেন تَخْصِيْصَ নির্দিষ্টকরণকে الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ উদ্ভাবিত ইল্লতে لِاَنَّ الْعِلَّةَ কেননা, ইল্লত তো إِمَارَةٌ একটি আলামত মাত্র عَلَى الْحُكْمِ হুকুমের উপর فَجَازَ এ জন্য জায়েজ হবে اَنْ يَجْعَلَ সাব্যস্তকারী হবে إِمَارَةً এ আলামত فِىْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ কোনো কোনো ক্ষেত্রে دُوْنَ الْبَعْضِ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুকুম সাব্যস্তকারী হবে না وَاِنَّمَا قُيِّدَتْ আর শর্তারোপ করা হয়েছে الْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ উদ্ভাবিত ইল্লত হওয়া শর্ত لِاَنَّ الْعِلَّةَ الْمَنْصُوْصَةَ যেহেতু এ নির্দিষ্টকরণ ইল্লত ذَهَبَ জায়েজ মনে করেন اِلٰى تَخْصِيْصِهَا এর নির্দিষ্টকরণ كَثِيْرٌ مِنَ

وَالْقَطْعِ অধিকাংশ ফিকহবিদ لِاَنَّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةَ যেমন জেনা করা এবং চুরি করা عِلَّةٌ কারণ বা ইল্লত لِلْجَلْدِ বেত্রাঘাতের الْفُقَهَاءِ এবং হাত কর্তনের وَمَعَ ذٰلِكَ আর এ ইল্লত পাওয়া যাওয়া শর্তেও لَا يُجْلَدُ বেত্রাঘাত করা হয় না وَلَا يُقْطَعُ এবং হাত কাটা হয় না فِىْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ কোনো কোনো অবস্থায় لِمَانِعٍ প্রতিবন্ধকতার কারণে وَذٰلِكَ আর এর اَىْ অর্থাৎ بَيَانُ বর্ণনা تَخْصِيْصِ নির্দিষ্টকরণের الْعِلَّةِ اَنْ يَقُوْلَ লَكِنَّهٗ لَمْ يَجِبْ ইল্লত মুজতাহিদ এরূপ বলবেন كَانَتْ عِلَّتِىْ আমার ইল্লতটি ছিল تُوْجِبُ ذٰلِكَ হুকুম সাব্যস্তকারী لٰكِنَّهٗ لَمْ يُجِبْ কিন্তু হুকুম সাব্যস্তকারী হয়নি مَعَ قِيَامِهَا ইল্লত হওয়া সত্ত্বেও لِمَانِعٍ কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে فَصَارَ الْمَحَلُّ সুতরাং সে ক্ষেত্রটি হলো الَّذِىْ لَمْ يَثْبُتْ যাতে সাব্যস্ত হয়নি الْحُكْمُ فِيْهِ হুকুম مَخْصُوْصًا নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়েছে مِنَ الْعِلَّةِ ইল্লতের হুকুম হতে عَلٰى عَدَمِ الْعِلَّةِ এ দলিলের মাধ্যমে وَعِنْدَنَا আর আমাদের মতে عَدَمُ الْحُكْمِ হুকুম সাব্যস্ত হয়নি بِنَاءً ভিত্তিতে بِهٰذَا الدَّلِيْلِ الْعِلَّةُ ইল্লত বর্তমান না থাকার بِاَنْ يَقُوْلَ অর্থাৎ মুজতাহিদ এরূপ বলবেন لَمْ تُوْجَدْ পাওয়া যায়নি فِىْ مَحَلِّ الْخِلَافِ বিরোধের ক্ষেত্রে فَاِنْ ইল্লত لِاَنَّهَا لَمْ تَصْلُحْ কেননা, ইল্লত যোগ্যতা রাখে না عِلَّةً كَوْنُهَا ইল্লত হওয়ার مَعَ قِيَامِ الْمَانِعِ প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে كُلِّ যদি কেউ আপত্তি উত্থাপন করেন عَلٰى هٰذَا এটার উপর اَيْضًا يَلْزَمُ এমতাবস্থায়ও আবশ্যক হয় تَصْوِيْبُ সঠিক হওয়া قِيْلَ لَمْ تَكُنْ প্রত্যেক মুজতাহিদের اِذْ لَا يَعْجِزُ اَحَدٌ তাহলে প্রত্যেক মুজতাহিদই عَنْ اَنْ يَقُوْلَ এ দাবি করতে পারেন যে مُجْتَهِدٍ الْعِلْمُ مَوْجُوْدَةٌ প্রতিবন্ধকতার কারণে ইল্লত পাওয়া যায়নি هٰهُنَا এ স্থানে তথা বিরোধের ক্ষেত্রে اُجِيْبَ তাহলে এটার উত্তর بِاَنَّ এভাবে যে فِىْ بَيَانِ الْمَانِعِ প্রতিবন্ধকের ওজর পেশ করে ইল্লত নির্দিষ্টকরণের দাবি করার মধ্যে يَلْزَمُ আবশ্যক হয় التَّنَاقُضُ সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধিতা اِذَا ادَّعٰى কেনননা, মুজতাহিদ দাবি করেন اَوَّلًا প্রথমত صِحَّةَ الْعِلَّةِ তাঁর ইল্লতটি সম্পূণ কার্যকর ও সঠিক ثُمَّ بَعْدَ এরপর وُرُوْدِ النَّقْضِ নকয আগমন করার পর اِدَّعٰى দাবি করা الْمَانِعَ প্রতিবন্ধকাতার فَلَا يُقْبَلُ এটা গ্রহণযোগ্য হবে না اَصْلًا মোটেই بِخِلَافِ কিন্তু এটা তার বিপরীত بَيَانِ عَدَمِ না থাকা وُجُوْدِ অস্তিত্ব الدَّلِيْلِ দলিলের اِذْ لَا يَلْزَمُ فِيْهِ কেননা, এতে আবশ্যক হয় না التَّنَاقُضُ কোনো প্রকার স্ববিরোধিতা فَلِهٰذَا يُقْبَلُ সুতরাং এরূপ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ خِلَافًا لِلْبَعْضِ كَمَشَائِخِ الْعِرَاقِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে عِلَّةٌ-এর تَخْصِيْص জায়েজ হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কতিপয় ইরাকী মনীষী এবং ইমাম কারখী (র.)-এর মতে عِلَّةٌ-এর تَخْصِيْص জায়েজ। অর্থাৎ যে عِلَّةٌ-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি; বরং মুজতাহিদ স্বীয় ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করেছেন এরূপ عِلَّةٌ-এর تَخْصِيْص স্বল্প সংখ্যক ফকীহের মতে জায়েজ আছে। কেননা, عِلَّةٌ (ইল্লত) حُكْم-এর জন্য আলামত বিশেষ। কাজেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ আলামত প্রয়োগ করা যেতে পারে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ নাও করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে যে نَصّ عِلَّةٌ, তথা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তার تَخْصِيْص অধিকাংশ ফকীহের মতেই জায়েজ আছে। যেমন– জেনা ও চুরিকে বেত্রাঘাত ও হাত কর্তনের عِلَّةٌ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকার দরুন জেনার কারণে বেত্রাঘাত করা হয়নি এবং চুরির কারণে হাত কর্তন করা হয় না।

قَوْلُهٗ وَ ذٰلِكَ اَىْ بَيَانُ تَخْصِيْصِ الْعِلَّةِ الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে عِلَّةٌ-কে تَخْصِيْص করার পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। عِلَّةٌ-কে تَخْصِيْص-এর পদ্ধতি এই যে, মুজতাহিদ বলবে, كَانَتْ عِلَّتِىْ تُوْجِبُ ذٰلِكَ لٰكِنَّهٗ لَمْ يُوْجِبْ مَعَ قِيَامِهَا الْمَانِعُ অর্থাৎ আমার عِلَّةٌ হুকুমকে ওয়াজিবকারী ছিল; কিন্তু কোনো مَانِعٌ (প্রতিবন্ধকতা) থাকার দরুন অমুক স্থানে عِلَّةٌ মওজুদ থাকা সত্ত্বেও حُكْم কার্যকরী হতে পারেনি। সুতরাং সে ক্ষেত্রে حُكْم কার্যকরী হয়নি– مَانِعٌ (প্রতিবন্ধকতা) থাকার কারণে তাকে عِلَّةٌ-এর حُكْم হতে خَاصّ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে আমাদের জমহুরের মতে যেহেতু عِلَّةٌ-এর تَخْصِيْص জায়েজ নেই সেহেতু আমি বলবো যে, তথায় মূলতই عِلَّةٌ না পাওয়া যাওয়ার কারণে عِلَّةٌ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ আমাদের জমহুরের মতে উপরিউক্ত ক্ষেত্রে মুজতাহিদ বলবে যে, মূলতই عِلَّةٌ পাওয়া যায়নি। কেননা, مَانِعٌ (প্রতিবন্ধকতা) থাকা অবস্থায় عِلَّةٌ ـ عِلَّةٌ হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না।

وَبَيَانُ ذٰلِكَ فِى الصَّائِمِ اِذَا صُبَّ الْمَاءُ فِىْ حَلْقِهِ بِالْاِكْرَاهِ اَوْ فِى النَّوْمِ اَنَّهُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ لِفَوَاتِ رُكْنِهِ وَهُوَ الْاِمْسَاكُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ النَّاسِى فَاِنَّهُ لَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ مَعَ فَوَاتِ رُكْنِهِ حَقِيْقَةً فَيُجِيْبُ عَنْ هٰذَا النَّقْضِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَمِمَّنْ جَوَّزَ تَخْصِيْصَ الْعِلَّةِ عَلٰى طَبْقِ رَأْيِهِ فَمَنْ اَجَازَ خُصُوْصَ الْعِلَلِ قَالَ اِمْتَنَعَ حُكْمُ هٰذَا التَّعْلِيْلِ ثَمَّهُ لِمَانِعٍ وَهُوَ الْاَثَرُ يَعْنِىْ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمَّ عَلٰى صَوْمِكَ فَاِنَّمَا اَطْعَمَكَ اللّٰهُ وَسَقَاكَ مَعَ بَقَاءِ الْعِلَّةِ ـ

সরল অনুবাদ : আর এটার বিশদ বিবরণ এই যে, উদাহরণস্বরূপ যেমন– রোজাদার ব্যক্তির গলদেশে যদি কেউ পানি ঢেলে দেয়– জোরপূর্বক অথবা ঘুমের অবস্থায় তাহলে রোজার রুকন ছুটে যাওয়ার কারণে তার রোজা ফাসেদ হয়ে যায়। অর্থাৎ اِمْسَاكٌ বা পানাহার হতে বিরত থাকা যা রোজার রুকন, তা অবশিষ্ট থাকেনি। এটার উপর বিস্মৃত ব্যক্তির মাসআলা দ্বারা আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, ভুলক্রমে পানাহার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না। অথচ এ অবস্থায়ও রোজার রুকন প্রকৃতপক্ষে ছুটে যায়। তখন ইল্লতের নির্দিষ্টকরণকে জায়েজ প্রতিপন্নকারী ও তা অস্বীকারকারীগণ নিজ নিজ মত অনুযায়ী এ আপত্তির উত্তর প্রদান করে থাকেন। সুতরাং যেসব লোক ইল্লতের নির্দিষ্টকরণকে জায়েজ মনে করেন, তারা বলেন যে, এ ইল্লতটির হুকুম এখানে প্রতিবন্ধক-এর কারণে সাব্যস্ত হয়নি– আর তা হলো নবী করীম ﷺ-এর হাদীস অর্থাৎ বিস্মৃতির শিকার ব্যক্তির ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর এ এরশাদ দ্বারা যে, 'তুমি তোমার রোজা পূর্ণ করো। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই তোমাকে পানাহার করাচ্ছেন।' (এ জন্য তোমার রোজা নষ্ট হয়নি।) অথচ ইল্লতটি আপন জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَبَيَانُ ذٰلِكَ আর এটার বিশদ বিবরণ হলো فِى الصَّائِمِ রোজাদার ব্যক্তির اِذَا صُبَّ যখন কেউ ঢেলে দেয় الْمَاءُ পানি فِىْ حَلْقِهِ গলদেশে بِالْاِكْرَاهِ জোরপূর্বক اَوْ অথবা فِى النَّوْمِ ঘুমের অবস্থায় اَنَّهُ يُفْسِدُ তাহলে ফাসেদ হয়ে যাবে الصَّوْمَ রোজা لِفَوَاتِ ছুটে যাওয়ার কারণে رُكْنِهِ রোজার রুকন وَهُوَ আর রুকন হলো الْاِمْسَاكُ পানাহার হতে বিরত থাকা وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ এর উপর আপত্তি আবশ্যক হয় النَّاسِى বিস্মৃত ব্যক্তির মাসআলা فَاِنَّهُ لَا يُفْسِدُ এরূপ ব্যক্তির ভঙ্গ হয় না صَوْمَهُ তার রোজা مَعَ فَوَاتِ অথচ এ অবস্থায়ও ছুটে যায় رُكْنِهِ রোজার রুকন حَقِيْقَةً প্রকৃতপক্ষে فَيُجِيْبُ অতঃপর উত্তর প্রদান করেন عَنْ هٰذَا النَّقْضِ এ নকযের উপর كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا প্রত্যেকেই وَمِمَّنْ جَوَّزَ জায়েজ প্রতিপন্নকারীগণ تَخْصِيْصَ নির্দিষ্টকরণকে الْعِلَّةِ ইল্লতের عَلٰى طَبْقِ رَأْيِهِ তাদের নিজ নিজ মতানুযায়ী فَمَنْ اَجَازَ সুতরাং যারা জায়েজ মনে করেন خُصُوْصَ الْعِلَلِ ইল্লতের নির্দিষ্টকরণকে قَالَ তারা বলেন اِمْتَنَعَ সাব্যস্ত হয়নি حُكْمُ হুকুমটি هٰذَا التَّعْلِيْلِ এ তা'লীলের ثَمَّهُ এখানে لِمَانِعٍ প্রতিবন্ধকের কারণে وَهُوَ الْاَثَرُ আর তা হলো নবী করীম ﷺ-এর হাদীস يَعْنِىْ অর্থাৎ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর বাণী تَمَّ তুমি পূর্ণ করো عَلٰى صَوْمِكَ তোমার রোজা فَاِنَّمَا اَطْعَمَكَ اللّٰهُ কেননা, মহান আল্লাহ তোমাকে খাইয়েছেন وَسَقَاكَ এবং তোমাকে পান করিয়েছেন مَعَ بَقَاءِ অথচ অবশিষ্ট রয়েছে الْعِلَّةِ ইল্লতটি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَبَيَانُ ذٰلِكَ فِى الصَّائِمِ الخ -এর আলোচনা : উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, একদল ফুকাহা عِلَّةٌ-এর تَخْصِيْص-কে জায়েজ রেখেছেন এবং অপর একদল ফুকাহা এটাকে জায়েজ রাখেননি। যারা জায়েজ রেখেছেন তারা দাবি করেছেন যে, বিশেষ ক্ষেত্রে مَانِعٌ (প্রতিবন্ধক) থাকার কারণে عِلَّةٌ-এর উপস্থিত সত্ত্বেও حُكْم কার্যকর হয় না। আর দ্বিতীয় দল বলেন যে, আদপে তথায় عِلَّة-ই পাওয়া যায় না। এটার উদাহরণ যেমন– কোনো রোজাদারের হলকে জোরপূর্বক পানি ঢেলে দেওয়ার কারণে তার রোজা ফাসেদ হয়ে যায়। কেননা, রোজার রুকন অর্থাৎ পানাহার ও সহবাস হতে বিরত থাকা এতে লোপ পেয়ে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি রোজার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করে থাকে, তার মাসআলার দ্বারা উপরিউক্ত মূলনীতি (অর্থাৎ রুকন বিলোপ পাওয়ার কারণে রোজা ফাসেদ হয়ে যাওয়া) বিঘ্নিত হয়ে থাকে। কেননা, ভুলক্রমে পানাহার করলেও রোজা নষ্ট হয় না।

সুতরাং উভয় দল স্ব-স্ব দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে এটার জবাব প্রদান করেছেন। যারা تَخْصِيْص-কে বৈধ বলেন তারা বলেন যে, এখানে عِلَّةٌ পাওয়া গেছে। কিন্তু একটি বিশেষ বাধা তথা নবী করীম ﷺ -এর একটি হাদীস "তুমি তোমার রোজা পূর্ণ করো। কেননা, আল্লাহই তোমাকে পানাহার করিয়েছেন" এর কারণে حُكْم কার্যকর হতে পারেনি। অপরদিকে যারা عِلَّةٌ-এর تَخْصِيْص-কে জায়েজ রাখেন না তাঁরা বলেন যে, বিস্মৃতিকারীর ক্ষেত্রে মূলত عِلَّةٌ পাওয়াই যায়নি। কেননা, নবী করীম ﷺ পানাহারের নিসবত রোজাদারের দিকে না করে সরাসরি আল্লাহ তা'আলার দিকে করেছেন। সুতরাং সে যেন নিজে পানাহার করেইনি।

وَقُلْنَا اِمْتَنَعَ الْحُكْمُ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ فَكَاَنَّهٗ لَمْ يُفْطِرْ لِاَنَّ فِعْلَ النَّاسِىْ مَنْسُوْبٌ اِلٰى صَاحِبِ الشَّرْعِ فَسَقَطَ عَنْهُ مَعْنَى الْجِنَايَةِ وَبَقِىَ الصَّوْمُ لِبَقَاءِ رُكْنِهٖ لَا لِمَانِعٍ مَعَ فَوَاتِ رُكْنِهٖ كَمَا زَعَمَ مُجَوِّزُ تَخْصِيْصِ الْعِلَّةِ فَجَعَلْنَا مَا جَعَلَهُ الْخَصْمُ مَانِعًا لِلْحُكْمِ دَلِيْلًا عَلٰى عَدَمِ الْعِلَّةِ وَيُبْنٰى عَلٰى هٰذَا اَىْ عَلٰى بَحْثِ تَخْصِيْصِ الْعِلَّةِ بِالْمَانِعِ تَقْسِيْمُ الْمَوَانِعِ وَهِىَ خَمْسَةٌ مَانِعٌ يَمْنَعُ اِنْعِقَادَ الْعِلَّةِ كَبَيْعِ الْحُرِّ فَاِنَّهٗ اِذَا بَاعَ الْحُرُّ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ شَرْعًا وَاِنْ وُجِدَ صُوْرَةً وَمَانِعٌ يَمْنَعُ تَمَامَ الْعِلَّةِ كَبَيْعِ عَبْدِ الْغَيْرِ بِلَا اِذْنِهٖ فَاِنَّهٗ يَنْعَقِدُ شَرْعًا لِوُجُوْدِ الْمَحَلِّ وَلٰكِنَّهٗ لَا يَتِمُّ مَا لَمْ يُوْجَدْ رِضَاءُ الْمَالِكِ وَعَدُّ هٰذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ مِنْ قُبَيْلِ تَخْصِيْصِ الْعِلَّةِ مُسَامَحَةٌ نَشَأَتْ مِنْ فَخْرِ الْاِسْلَامِ لِاَنَّ التَّخْصِيْصَ هُوَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ مَعَ وُجُوْدِ الْعِلَّةِ وَهٰهُنَا لَمْ تُوْجَدِ الْعِلَّةُ اِلَّا اَنْ يُّقَالَ اِنَّهَا وُجِدَتْ صُوْرَةً وَاِنْ لَمْ تُعْتَبَرْ شَرْعًا وَلِهٰذَا عَدَلَ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ اِلٰى اَنَّ جُمْلَةَ مَا يُوْجِبُ عَدَمَ الْحُكْمِ خَمْسَةٌ لِئَلَّا يَرِدَ عَلَيْهِ هٰذَا الْاِعْتِرَاضُ وَمَانِعٌ يَمْنَعُ اِبْتِدَاءَ الْحُكْمِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهٗ وُجِدَتِ الْعِلَّةُ بِتَمَامِهَا وَلٰكِنْ لَمْ يَبْتَدِأِ الْحُكْمُ وَهُوَ الْمِلْكُ لِلْخِيَارِ -

সরল অনুবাদ : আর আমরা (যারা ইল্লতের নির্দিষ্টকরণকে অস্বীকার করি) বলি যে, এখানে 'ফাসাদ'-এর হুকুম এ জন্য সাব্যস্ত হয়নি যে, 'ফাসাদ'-এর ইল্লতই পাওয়া যায়নি। যেন বিস্মৃতিগ্রস্ত ব্যক্তিটি তার রোজা ভঙ্গই করেনি। কেননা, তার এ কাজটি صَاحِبُ شَرِيْعَتْ-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এ কারণেই রোজা ভঙ্গ করার অপরাধ বিস্মৃতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুপস্থিত **এবং এ রোজা স্ব-অবস্থায় বহাল রয়েছে– রোজার রুকন অবশিষ্ট থাকার কারণে। এ জন্য নয় যে, রুকন তো ছুটে গেছে; কিন্তু প্রতিবন্ধক পাওয়া যাওয়ার কারণে রোজা নষ্ট হয়নি।** যেমনটি ইল্লতের নির্দিষ্টকরণকে জায়েজ বলে মত পোষণকারীরা ধারণা করেছেন। মোটকথা, প্রতিপক্ষরা যে হাদীসটিকে ইল্লতের হুকুমের জন্য প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত করেছেন আমরা তাকে ইল্লত না পাওয়া যাওয়ার দলিল সাব্যস্ত করেছি। আর **এটার উপরই ভিত্তিকৃত** অর্থাৎ প্রতিবন্ধকের কারণে ইল্লত নির্দিষ্টকরণ-এর আলোচনার উপরই ভিত্তিকৃত **প্রতিবন্ধক-এর প্রকারভেদসমূহ। আর তা পাঁচ প্রকার। যথা– ১. এমন প্রতিবন্ধক, যা ইল্লত-এর সংঘটিত হওয়াকে বাধা প্রদান করে। যেমন– স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করা।** কেননা, যদি কেউ কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে ফেলে, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে এই বিক্রয় (অর্থাৎ মালিকানার ইল্লত) সংঘটিত হবে না। যদিও তা বাহ্যত বিক্রয় বলেই মনে হয়। **২. এমন প্রতিবন্ধক, যা ইল্লতের পূর্ণত্বকে বাধা দান করে। যেমন– বিনা অনুমতিতে অন্যের ক্রীতদাসকে বিক্রয় করা।** এমতাবস্থায় বিক্রয়ের ক্ষেত্র (অর্থাৎ মূল্যমানসম্পন্ন হওয়া) পাওয়া যাওয়ার কারণে শরিয়তের দৃষ্টিতে বিক্রয় তো সংঘটিত হয়ে যাবে; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মালিকের সম্মতি পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ বিক্রয় সম্পূর্ণ (এবং কার্যকর) হবে না। প্রকাশ থাকে যে, উপরিউক্ত প্রকারদ্বয়কে ইল্লত নির্দিষ্টকরণের শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করা ভুল। যার সূচনা ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.) হতে হয়েছে। কেননা, ইল্লত নির্দিষ্টকরণের অর্থ এই যে, ইল্লত তো বর্তমান রয়েছে; কিন্তু (কোনো প্রতিবন্ধকের কারণে) এটার উপর হুকুম সাব্যস্ত হবে না। আর এ প্রকারদ্বয়ের মধ্যে তো ইল্লতই পাওয়া যায়নি। অবশ্য এটার একটি ব্যাখ্যা এই করা যেতে পারে যে, যদিও এ ইল্লতটি শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়; কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো ইল্লত পাওয়া গেছে। (আর ইল্লত নির্দিষ্টকরণ প্রযোজ্য হওয়ার জন্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইল্লত পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট। কারণ, ইল্লত নির্দিষ্টকরণের বিষয়টি মুতলাক।) এ আপত্তি হতে রেহাই পাওয়ার জন্য 'তাওযীহ' গ্রন্থকার (র.) উক্ত ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে এরূপ বলেছেন যে, 'যে সকল বস্তু হুকুম সাব্যস্ত না হওয়াকে ওয়াজিব করে, তা পাঁচ প্রকার।' (অর্থাৎ এ প্রতিবন্ধকসমূহ হুকুম সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ ও উপকরণবিশেষ। চাই ইল্লত পাওয়া যাক এবং হুকুম সাব্যস্ত না হোক অথবা আদৌ ইল্লতই পাওয়া না যাক– সবই এ শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত।) **৩. এমন প্রতিবন্ধক, যা নতুন করে হুকুম সাব্যস্ত হওয়াকে বাধা দান করে। যেমন– বিক্রয়ের মধ্যে خِيَارْ شَرْط বর্তমান থাকা।** এমতাবস্থায় ইল্লত অর্থাৎ বিক্রয় তো সম্পূর্ণভাবে সংঘটিত হয়ে গেছে; কিন্তু خِيَارْ بَائِعْ-এর কারণে ক্রেতার জন্য নতুনভাবে বিক্রয়ের হুকুম অর্থাৎ মালিকানা সাব্যস্ত হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقُلْنَا আর আমরা বলি اِمْتَنَعَ الْحُكْمُ এখানে আমাদের হুকুম এ জন্য সাব্যস্ত হয়নি যে لِعَدَمِ পাওয়া না যাওয়ার কারণে الْعِلَّةِ ফাসাদের ইল্লত فَكَاَنَّهٗ যেন বিস্মৃত ব্যক্তি لَمْ يُفْطِرْ তার রোজা ভঙ্গ করেনি لِاَنَّ কেননা فِعْلَ النَّاسِىْ

ভুল বা বিস্মৃতকারীর কাজ مَنْسُوْبٌ সম্বন্ধযুক্ত إِلَى صَاحِبِ الشَّرْعِ শরিয়ত প্রণেতার দিকে فَسَقَطَ عَنْهُ এ কারণেই বিস্মৃতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুপস্থিত مَعْنَى الْجِنَايَةِ রোজা ভঙ্গের অপরাধ وَبَقِيَ الصَّوْمُ এবং রোজা স্ব-অবস্থায় বহাল রয়েছে لِبَقَاءِ অবশিষ্ট থাকার কারণে رُكْنِهِ রোজার রুকন لَا لِمَانِعٍ কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে রোজা নষ্ট হয়নি مَعَ فَوَاتِ যে ছুটে গেছে رُكْنِهِ রোজার রুকন كَمَا مَا যেমনটি ধারণা করেছেন مُجَوِّزٌ জায়েজকারীগণ تَخْصِيْصَ নির্দিষ্টকরণকে الْعِلَّةِ ইল্লত فَجَعَلْنَا আমরা সাব্যস্ত করেছি زَعَمَ جَعْلَهُ যাকে সাব্যস্ত করেছেন الْخَصْمُ প্রতিপক্ষরা مَانِعًا প্রতিবন্ধক لِلْحُكْمِ হুকুমের জন্য دَلِيْلًا দলিল হিসেবে عَلَى عَدَمِ না পাওয়া যাওয়ার الْعِلَّةِ ইল্লত وَيُبْنَى আর ভিত্তিকৃত عَلَى هٰذَا এটার উপর اَىْ অর্থাৎ عَلَى بَحْثِ আলোচনার উপরই تَخْصِيْصِ নির্দিষ্টকরণ الْعِلَّةِ ইল্লত بِالْمَانِعِ প্রতিবন্ধকের কারণে تَقْسِيْمُ প্রকারভেদসমূহ الْمَوَانِعِ প্রতিবন্ধকের وَهِىَ خَمْسَةٌ আর এটা পাঁচ প্রকার مَانِعٌ ১. এমন প্রতিবন্ধক يَمْنَعُ যা বাধা প্রদান করে اِنْعِقَادَ সংঘটিত হওয়াকে الْعِلَّةِ ইল্লতের كَبَيْعِ যেমন বিক্রয় করা الْحُرِّ স্বাধীন ব্যক্তিকে فَاِنَّهُ اِذَا بَاعَ কেননা, যখন কেউ বিক্রয় করে الْحُرَّ কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে لَا يَنْعَقِدُ তাহলে সংঘটিত হবে না الْبَيْعُ এ বিক্রয় شَرْعًا শরিয়তের দৃষ্টিতে وَاِنْ وُجِدَ صُوْرَةً যদিও তা বাহ্যত বিক্রয় বলে মনে হয় وَمَانِعٌ ২. আর এমন প্রতিবন্ধক يَمْنَعُ যা বাধা প্রদান করে تَمَامَ الْعِلَّةِ ইল্লতের পূর্ণত্বকে كَبَيْعِ যেমন– বিক্রয় করা عَبْدِ الْغَيْرِ অন্যের ক্রীতদাসকে بِلَا اِذْنِهِ তার অনুমতি ব্যতীত فَاِنَّهُ يَنْعَقِدُ কেননা, এটা সংঘটিত হবে شَرْعًا শরিয়তের দৃষ্টিতে لِوُجُوْدِ পাওয়া যাওয়ার কারণে الْمَحَلِّ স্থান তথা মূল্যমান সম্পন্ন হওয়া وَلٰكِنَّهُ لَا يَتِمُّ কিন্তু এ বিক্রয় সম্পূর্ণ কার্যকর হবে না مَا لَمْ يُوْجَدْ যতক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া না যায় رِضَاءَ সম্মতি الْمَالِكِ এর মালিকের وَعَدَّ আর গণ্য করা هٰذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ এ দু' প্রকারকে مِنْ قَبِيْلِ শ্রেণীভুক্ত تَخْصِيْصِ নির্দিষ্টকরণের الْعِلَّةِ ইল্লত مُسَامَحَةٌ ভুল نَشَأَتْ যার সূচনা হয়েছে مِنْ فَخْرِ الْاِسْلَامِ ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.) হতে لِاَنَّ التَّخْصِيْصَ কেননা, ইল্লত নির্দিষ্টকরণের অর্থ হচ্ছে هُوَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ এর হুকুম সাব্যস্ত হবে না مَعَ وُجُوْدِ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও الْعِلَّةِ ইল্লত وَهٰهُنَا আর এ স্থানে তথা এ প্রকারদ্বয়ের মধ্যে لَمْ تُوْجَدْ পাওয়া যায়নি الْعِلَّةُ ইল্লত اِلَّا اَنْ يُقَالَ অবশ্য এর ব্যাখ্যা হিসেবে এটা বলা যেতে পারে যে اِنَّهَا وُجِدَتْ যদিও ইল্লত তাতে পাওয়া গেছে صُوْرَةً বাহ্যিক দৃষ্টিতে وَاِنْ لَمْ تُعْتَبَرْ কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয় شَرْعًا শরিয়তের দৃষ্টিতে وَلِهٰذَا عَدَلَ এ জন্যই এ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করেছেন صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ তাওযীহ গ্রন্থকার اِلَى اَنَّ جُمْلَةَ এবং বলেছেন যে সকল বস্তু مَا يُوْجِبُ যা ওয়াজিব করে عَدَمَ الْحُكْمِ হুকুম সাব্যস্ত না হওয়া خَمْسَةٌ তা পাঁচ প্রকার لِئَلَّا يَرِدَ عَلَيْهِ যাতে তাঁর উপর আপতিত হতে না পারে هٰذَا الْاِعْتِرَاضُ এ আপত্তি وَمَانِعٌ ৩. এমন প্রতিবন্ধক يَمْنَعُ যা বাধা প্রদান করে اِبْتِدَاءَ নতুন করে সাব্যস্ত হওয়াকে الْحُكْمِ হুকুম كَخِيَارِ الشَّرْطِ যেমন সুযোগ থাকার শর্ত فِى الْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে فَاِنَّهُ وُجِدَتِ الْعِلَّةُ কেননা, এমতাবস্থায় ইল্লত তো সংঘটিত হয়ে গেছে بِتَمَامِهَا সম্পূর্ণভাবে وَلٰكِنْ لَمْ يَبْتَدِاِ الْحُكْمُ কিন্তু নতুনভাবে বিক্রয়ের হুকুম সাব্যস্ত হবে না وَهُوَ الْمِلْكُ আর তা হলো মালিকানা لِلْخِيَارِ বিক্রেতার সুযোগ থাকার কারণে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهِىَ خَمْسَةٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مَانِعٌ -এর আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এখানে مَانِعٌ -এর শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করেছেন। যারা عِلَّةٌ -এর تَخْصِيْص -এর বৈধতাকে সমর্থন করেন তাঁদের মতে مَانِعٌ পাঁচটি।

১. এমন مَانِعٌ যা عِلَّةٌ সংঘটিত হওয়াকে বারণ করে। যেমন– কোনো আজাদ ব্যক্তিকে বিক্রয় করা। কেউ যদি আজাদ ব্যক্তিকে বিক্রয় করে, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে উক্ত بَيْعٌ সংঘটিত হবে না। সুতরাং আজাদী বারণকারী সাব্যস্ত হলো, যা بَيْعٌ -কে সংঘটিত হওয়া হতে বারণ করল। যে بَيْعٌ মালিকানার عِلَّةٌ (কারণ)। কারণে আজাদ মাল নয়। আর بَيْعٌ বলে مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِىْ (অর্থাৎ সন্তুষ্টচিত্তে মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করাকে)।

২. এমন مَانِعٌ যা عِلَّةٌ -এর পূর্ণতা লাভকে বারণ করে। যেমন– অন্যের ক্রীতদাসকে তার অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করা। এমতাবস্থায় مَحَلٌّ (তথা মাল) পাওয়া যাওয়ার কারণে بَيْعٌ সংঘটিত হবে, কিন্তু بَيْعٌ মালিকের রেজামন্দি ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হবে না; বরং মালিকের অনুমতির উপর بَيْعٌ -এর কার্যকারিতা নির্ভর করবে।

৩. এমন مَانِعٌ যা حُكْمٌ -কে মূলেই বারণ করে। যেমন– بَيْعٌ -এর মধ্যে خِيَارُ شَرْطٍ আরোপ করা। এমতাবস্থায় অর্থাৎ عِلَّةٌ পুরোপুরি সংঘটিত হয়ে গেছে; কিন্তু خِيَارُ شَرْطٍ -এর কারণে ক্রেতার জন্য নতুনভাবে بَيْعٌ -এর حُكْمٌ অর্থাৎ মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। অবশিষ্ট দু' প্রকারের আলোচনা পরবর্তী টীকায় আসছে।

وَمَانِعٌ يَمْنَعُ تَمَامَ الْحُكْمِ كَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ ثُبُوْتَ الْمِلْكِ وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ مَعَهُ وَلِهٰذَا يَتَمَكَّنُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ مِنْ فَسْخِ الْعَقْدِ بِدُوْنِ قَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ وَمَانِعٌ يَمْنَعُ لُزُوْمَ الْحُكْمِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ ثُبُوْتَ الْمِلْكِ وَلَا تَمَامَهُ حَتّٰى يَتَمَكَّنَ الْمُشْتَرِيْ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيْعِ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْفَسْخِ بِدُوْنِ قَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ وَلٰكِنَّهُ يَمْنَعُ لُزُوْمَهُ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الرَّدِّ وَالْفَسْخِ فَلَا يَكُوْنُ لَازِمًا ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رح) عَنْ بَيَانِ شَرْطِ الْقِيَاسِ وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ دَفْعِهِ فَقَالَ ثُمَّ الْعِلَلُ نَوْعَانِ طَرْدِيَّةٌ وَمُؤَثِّرَةٌ وَعَلٰى كُلِّ قِسْمٍ ضُرُوْبٌ مِنَ الدَّفْعِ فَإِنَّ الطَّرْدِيَّةَ لِلشَّافِعِيَّةِ وَنَحْنُ نَدْفَعُهَا عَلٰى وَجْهٍ يُلْجِئُهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِالتَّأْثِيْرِ وَالْمُؤَثِّرَةُ لَنَا وَتَدْفَعُهَا الشَّافِعِيَّةُ ثُمَّ نُجِيْبُهُمْ عَنِ الدَّفْعِ وَهٰذَا الْبَحْثُ هُوَ أَسَاسُ الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُحَاوَرَةِ وَقَدْ اُقْتُبِسَ عِلْمُ الْمُنَاظَرَةِ مِنْ هٰذَا الْبَحْثِ لِلْأُصُوْلِ وَجُعِلَ عِلْمًا اٰخَرَ وَتُصُرِّفَ فِيْهِ بِتَغْيِيْرِ بَعْضِ الْقَوَاعِدِ وَازْدِيَادِهَا عَلٰى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

সরল অনুবাদ : ৪. **এমন প্রতিবন্ধক, যা হুকুমের পরিপূর্ণতাকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন– বিক্রয়ের মধ্যে** خِيَارْ رُؤْيَتْ **অর্জিত হওয়া।** এ خِيَارْ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে বাধা দান করে না; কিন্তু এটা বর্তমান থাকাবস্থায় পরিপূর্ণ মালিকানা অর্জিত হয় না। এ কারণেই যে ব্যক্তি خِيَارْ رُؤْيَتْ লাভ করবে, সে কাজীর ফয়সালা অথবা দ্বিতীয় পক্ষের সম্মতি ব্যতীত বিক্রয়-চুক্তিকে ভঙ্গ করে দিতে পারে। ৫. **এমন প্রতিবন্ধক, যা হুকুম আবশ্যক হওয়াকে বাধা দান করে। যেমন–** خِيَارْ عَيْبْ এ خِيَارْ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া ও মালিকানার পূর্ণত্ব লাভ করাকে বাধা দান করে না। এমনকি ক্রেতা বিক্রিত বস্তুর মধ্যে যেমন ইচ্ছা তেমন অধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং কাজীর ফয়সালা অথবা দ্বিতীয় পক্ষের সম্মতি ব্যতীত বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিক্রয়ের হুকুম আবশ্যক হয় না। কেননা, (ত্রুটি প্রকাশিত হওয়ার পর) ক্রেতা বিক্রিত দ্রব্য ফিরিয়ে দেওয়া ও বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সুতরাং خِيَارْ عَيْبْ বিদ্যমান থাকাবস্থায় বিক্রয়ের হুকুম আবশ্যক হতে পারে না।

কিয়াস প্রতিরোধকরণ : গ্রন্থকার (র.) কিয়াসের শর্ত, রুকন ও এর হুকুম বর্ণনা সমাপ্ত করে কিয়াস প্রতিরোধ করার পদ্ধতিসমূহের বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **ইল্লতসমূহ আবার দু' প্রকার। যথা– ১.** طَرْدِيَّةْ **বা সঙ্গতিমূলক ও ২.** مُؤَثِّرَةْ **বা প্রতিক্রিয়ামূলক। আর প্রত্যেক প্রকারের উপর কয়েক ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে** (যা খণ্ডন করা ব্যতীত স্বীয় কিয়াসের হেফাজত সম্ভব নয়)। যেমন– শাফেয়ীগণ عِلَّةْ طَرْدِيَّةْ দ্বারা (অর্থাৎ সেই وَصْف দ্বারা যার অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার সাথে হুকুমটি আবর্তনশীল) দলিল পেশ করেন। আর আমরা তাকে এমন পদ্ধতিতে খণ্ডন করি যে, তারা আমাদের ইল্লতকে প্রতিক্রিয়াশীলরূপে মেনে নিতে বাধ্য হন। আর আমরা হানাফীগণ প্রতিক্রিয়াশীল ইল্লত দ্বারা দলিল পেশ করে থাকি, যার উপর শাফেয়ীগণ আপত্তি উত্থাপন করেন। অতঃপর আমরা এ আপত্তিসমূহের উত্তর প্রদান করি। এ আলোচনাই পারস্পরিক বিতর্ক ও ইলমী বিবাদের মূল ভিত্তি। যেমন– উসূলুল ফিক্‌হ-এর এ আলোচনাভুক্ত কোনো কোনো নীতিমালায় সামান্য পরিবর্তন সাধন করে তর্কশাস্ত্রের উদ্ভাবন করত তাকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যার কিছু কিছু বর্ণনা আমরা ইনশাআল্লাহ পরে প্রদান করবো।

শাব্দিক অনুবাদ : ৪. وَمَانِعٌ আর এমন প্রতিবন্ধক يَمْنَعُ যা বাধাগ্রস্ত করে تَمَامَ الْحُكْمِ হুকুমের পরিপূর্ণতাকে كَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ দেখার সুযোগ থাকা فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ কেননা, এ খেয়ার বাধা দান করে না ثُبُوْتَ الْمِلْكِ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ কিন্তু পরিপূর্ণ মালিকানা অর্জিত হয় না مَعَهُ এটা থাকাবস্থায় وَلِهٰذَا আর এ কারণেই يَتَمَكَّنُ সক্ষম হবে مَنْ لَهُ যে خِيَارُ رُؤْيَةِ الْخِيَارُ লাভ করবে সে مِنْ فَسْخِ ভঙ্গ করে ফেলা الْعَقْدِ ক্রয়-বিক্রয়কে بِدُوْنِ ব্যতীত قَضَاءٍ কাজীর ফয়সালা أَوْ অথবা رِضَاءٍ দ্বিতীয় পক্ষের সম্মতি ৫. وَمَانِعٌ আর এমন প্রতিবন্ধক يَمْنَعُ যা বাধা দান করে لُزُوْمَ আবশ্যক হওয়াকে الْحُكْمِ হুকুম كَخِيَارِ الْعَيْبِ যেমন খেয়ারে আইব فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ কেননা, এ খেয়ার বাধা দান করে না ثُبُوْتَ الْمِلْكِ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে وَلَا تَمَامَهُ এবং মালিকানার পূর্ণত্বকে حَتّٰى يَتَمَكَّنَ এমনকি সক্ষম হয় الْمُشْتَرِيْ ক্রেতা مِنَ التَّصَرُّفِ যেমন ইচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগের

قَضَاءٍ বিক্রিত বস্তুর মধ্যে بِدُوْنِ ব্যতীত وَلَا يَتَمَكَّنُ কিন্তু কোনো ক্ষমতা রাখে না مِنَ الْفَسْخِ বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করতে فِى الْمَبِيْعِ কাজীর ফয়সালা أَوْ رِضَاءٍ অথবা দ্বিতীয় পক্ষের সম্মতি وَلٰكِنَّهُ কিন্তু এতদসত্ত্বেও يَمْنَعُ নিষেধ করে لُزُوْمَهُ বিক্রয়ে হুকুম আবশ্যক হওয়াকে لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةُ কেননা, ক্রেতা ক্ষমতা রাখে الرَّدِّ বিক্রিত দ্রব্য ফিরিয়ে দেওয়া وَالْفَسْخِ অথবা বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করার فَلَا يَكُوْنُ খিয়ারে আয়েব বিদ্যমান থাকাবস্থায় বিক্রয়ের হুকুম আবশ্যক হতে পারে না ثُمَّ অতঃপর لَمَّا فَرَغَ যখন সমাপ্ত করলেন لَازِمًا সুতরাং خِيَارُ عَيْبٍ বিদ্যমান থাকাবস্থায় বিক্রয়ের হুকুম আবশ্যক হতে পারে না
شَرَعَ সম্মানিত গ্রন্থকার الْمُصَنِّفُ (رحـ) বর্ণনা عَنْ بَيَانِ কিয়াসের শর্ত شَرْطِ الْقِيَاسِ তার রুকন وَرُكْنِهِ এবং এর হুকুম وَحُكْمِهِ তখন তিনি শুরু করলেন فِىْ بَيَانِ বর্ণনা دَفْعِهِ কিয়াস প্রতিরোধ করার পদ্ধতি فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন ثُمَّ الْعِلَلُ ইল্লতসমূহ نَوْعَانِ দু' প্রকার طَرْدِيَّةٌ সঙ্গতিমূলক مُؤَثِّرَةٌ প্রতিক্রিয়ামূলক وَعَلٰى كُلِّ قِسْمٍ আর প্রত্যেক প্রকারের উপর ضُرُوْبٌ مِنَ الدَّفْعِ কয়েক ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে فَإِنَّ الطَّرْدِيَّةَ যেহেতু طَرْدِيَّةٌ দ্বারা দলিল পেশ করেন لِلشَّافِعِيَّةِ শাফেয়ীগণ وَنَحْنُ نَدْفَعُهَا আর আমরা একে খণ্ডন করি عَلٰى وَجْهٍ এমন পদ্ধতিতে يُلْجِئُهُمْ তারা বাধ্য হয় إِلَى الْقَوْلِ এ কথা বলতে بِالتَّأْثِيْرِ প্রতিক্রিয়াশীলরূপে وَالْمُؤَثِّرَةُ لَنَا আর আমরা হানাফীরা প্রতিক্রিয়াশীল দ্বারা দলিল পেশ করে থাকি وَتَدْفَعُهَا আর এতে আপত্তি উত্থাপন করেন الشَّافِعِيَّةُ শাফেয়ীগণ ثُمَّ نُجِيْبُهُمْ অতঃপর আমরা তাদের জবাব দেই عَنِ الدَّفْعِ এ আপত্তিসমূহের وَهٰذَا الْبَحْثُ আর এ আলোচনাই هُوَ أَسَاسٌ মূলভিত্তি عِلْمِ الْمُنَاظَرَةِ পারস্পরিক বিতর্ক الْمُنَاظَرَةُ এবং ইলমী বিবাদের وَالْمُحَاوَرَةُ আর উদ্ভাবন করা হয়েছে وَقَدْ اقْتُبِسَ তর্কশাস্ত্রের عِلْمًا آخَرَ এ আলোচনাভুক্ত مِنْ هٰذَا الْبَحْثِ উসূলুল ফিক্হের لِلْأُصُوْلِ আর একে সাব্যস্ত করা হয়েছে وَجُعِلَ স্বতন্ত্র শাস্ত্র وَازْدِيَادِهَا এবং তাতে পরিবর্তন করা হয়েছে وَتَصَرَّفَ فِيْهِ কোনো পরিবর্তন بِتَغْيِيْرِ কোনো কোনো নীতিমালার بَعْضِ الْقَوَاعِدِ এবং কোনো পরিবর্ধন عَلٰى مَا نُبَيِّنُ যার কিছু কিছু বর্ণনা আমরা করবো إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَانِعٌ يَمْنَعُ تَمَامَ الْحُكْمِ كَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مَانِعٌ -এর অবশিষ্ট দু' প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) مَانِعٌ -এর অবশিষ্ট দু' প্রকারের উল্লেখ করেছেন।

৪. এটা এমন مَانِعٌ যা حُكْم -এর পূর্ণতাকে প্রতিহত করে। যেমন– خِيَارُ رُؤْيَتْ অর্থাৎ ক্রেতা যদি কোনো বস্তু না দেখে ক্রয় করে থাকে, তাহলে দেখার পর তার এখতিয়ার থাকবে– ইচ্ছা করলে সে তা গ্রহণ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে বর্জনও করতে পারে। যা হোক خِيَارُ رُؤْيَتْ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে প্রতিবন্ধক নয়। তবে خِيَارُ رُؤْيَتْ -এর বর্তমানে মালিকানা পূর্ণ হয় না। আর এ জন্যেই যার জন্য خِيَارُ থাকে ইচ্ছা করলে সে বিচারকের ফয়সালা এবং অপর পক্ষের রেজামন্দি ব্যতীতই بَيْع -কে فَسْخ করে দিতে পারে। যদি মালিকানা পূর্ণ হতো তাহলে তার এ অধিকার থাকত না।

৫. এটা এমন مَانِعٌ যা حُكْم লাযেম হওয়াকে বারণ করে। যেমন– خِيَارُ عَيْب অর্থাৎ কোনো বস্তু ক্রয় করার পর এটার যদি এমন কোনো عَيْب বা দোষ দেখা যায় যা মালিকের বিক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায় ছিল, তাহলে ক্রেতা তা ফেরত দিয়ে মূল্য আদায় করার অধিকার রাখে। এটা মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে প্রতিহত করে না এবং মালিকানার পূর্ণতাকেও বারণ করে না। এমনকি ক্রেতা مَبِيْع -এর মধ্যে স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে এবং বিচারকের ফয়সালা অথবা বিক্রেতার রেজামন্দি ব্যতীত সে بَيْع -কে فَسْخ ও করতে পারবে না। তবে এটার কারণে بَيْع লাযেম হবে না। কারণ, ক্রেতা নিয়মতান্ত্রিকভাবে তথা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করত مَبِيْع ফেরত দান ও بَيْع -কে فَسْخ করার অধিকার রাখে।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْعِلَلُ نَوْعَانِ طَرْدِيَّةٌ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে عِلَّةٌ -এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, عِلَّةٌ সমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। ১. عِلَّةٌ طَرْدِيَّةٌ শাফেয়ীগণ এটার দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। ২. عِلَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ আমরা (হানাফীগণ) তার দ্বারা দলিল পেশ করে থাকি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে উভয়ই পরস্পরের প্রতি অভিযোগ উত্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছে।

أَمَّا الطَّرْدِيَّةُ فَوُجُوهُ دَفْعِهَا أَرْبَعَةٌ اَلْقَوْلُ بِمُوْجَبِ الْعِلَّةِ أَيْ قَوْلُ الْمُعْتَرِضِ بِمُوْجَبِ عِلَّةِ الْمُسْتَدِلِّ وَهُوَ الْتِزَامُ مَا يَلْزَمُهُ الْمُعَلِّلُ بِتَعْلِيْلِهِ مَعَ بَقَاءِ الْخِلَافِ فِي الْحُكْمِ الْمُتَنَازَعِ فِيْهِ كَقَوْلِهِمْ أَيْ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ أَنَّهُ صَوْمُ فَرْضٍ فَلَا يَتَأَدَّى إِلَّا بِتَعْيِيْنِ النِّيَّةِ بِأَنْ يَقُوْلَ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِفَرْضِ رَمَضَانَ فَأَوْرَدُوا الْعِلَّةَ الطَّرْدِيَّةَ وَهِيَ الْفَرْضِيَّةُ لِلتَّعْيِيْنِ إِذْ أَيْنَمَا تُوْجَدُ الْفَرْضِيَّةُ يُوْجَدُ التَّعْيِيْنُ كَصَوْمِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَنَحْنُ نَدْفَعُهُ بِمُوْجَبِ عِلَّتِهِ ـ

সরল অনুবাদ : মোটকথা, عِلَّة طَرْدِيَّة-কে প্রতিরোধ করার পন্থা চারটি। যথা- **১. ইল্লতের চাহিদা মোতাবেক কথা বলা।** অর্থাৎ বিপরীত দলিল পেশকারী প্রতিপক্ষের ইল্লত দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়, তাকে বাহ্যত মেনে নেওয়া। অথবা এরূপ বলা যায় যে, **ইল্লত পেশকারী তার ইল্লত দ্বারা যা আবশ্যক করতে চায়, তা মেনে নেওয়া।** এতদসত্ত্বেও আসল বিতর্কিত হুকুমকে ইল্লত পেশকারীর বিপরীত সাব্যস্ত করা। **যেমন- তাঁদের কাওল** অর্থাৎ শাফেয়ীগণের কাওল- **রমজানের রোজা প্রসঙ্গে যে, এটা ফরজ রোজা। সুতরাং নির্দিষ্টভাবে নিয়ত না করা ব্যতীত রোজা আদায় হবে না।** অর্থাৎ এভাবে নিয়ত করা উচিত- بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِفَرْضِ رَمَضَانَ লক্ষণীয় যে, এ মাসআলায় শাফেয়ীগণ নিয়ত নির্দিষ্টকরণের জন্য عِلَّة طَرْدِيَّة অর্থাৎ فَرْضِيَّة দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। কেননা, যেখানে فَرْضِيَّة পাওয়া যায়, সেখানে নিয়ত নির্দিষ্টকরণের হুকুমও অবশ্যই পাওয়া যায়। যেমন- কাজা ও কাফফারার রোজা এবং পাচ গানা নামাজ। (এ সবের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা জরুরি, মুতলাক নিয়ত যথেষ্ট নয়।) আমরা হানাফীগণও এ ইল্লত দ্বারা সাব্যস্তকৃত হুকুম অর্থাৎ تَعْيِيْن نِيَّت শর্ত হওয়াকে মেনে নেওয়া প্রতিপক্ষের اِسْتِدْلَال-কে প্রতিরোধ করি।

শাব্দিক অনুবাদ : أَمَّا الطَّرْدِيَّةُ অতএব ইল্লতে তারদিয়া فَوُجُوهُ পন্থা دَفْعِهَا এর প্রতিরোধের أَرْبَعَةٌ চারটি اَلْقَوْلُ ১. কথা বলা بِمُوْجَبِ চাহিদা মোতাবেক الْعِلَّةِ ইল্লতের أَيْ অর্থাৎ قَوْلُ الْمُعْتَرِضِ বিপরীত দলিল পেশকারী بِمُوْجَبِ যা সাব্যস্ত হয় عِلَّةِ ইল্লত দ্বারা الْمُسْتَدِلِّ দলিল পেশকারী তা মেনে নেওয়া وَهُوَ الْتِزَامُ অথবা আবশ্যক করা مَا يَلْزَمُهُ যা আবশ্যক করতে চায় الْمُعَلِّلُ ইল্লত পেশকারী بِتَعْلِيْلِهِ তার ইল্লত দ্বারা مَعَ بَقَاءِ الْخِلَافِ ইল্লত পেশকারীর বিপরীত সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও فِي الْحُكْمِ হুকুমকে الْمُتَنَازَعِ فِيْهِ যাতে বিতর্ক বিদ্যমান রয়েছে كَقَوْلِهِمْ যেমন তাদের কাওল أَيْ অর্থাৎ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ শাফেয়ীগণের কাওল فِي صَوْمِ رَمَضَانَ রমজানের রোজা প্রসঙ্গে أَنَّهُ صَوْمُ فَرْضٍ যে এটা ফরজ রোজা فَلَا يَتَأَدَّى সুতরাং তা আদায় হবে না إِلَّا بِتَعْيِيْنِ নির্দিষ্টভাবে নিয়ত না করা ব্যতীত النِّيَّةِ بِأَنْ يَقُوْلَ এভাবে নিয়ত করা যে بِصَوْمِ غَدٍ আগামী কালের রোজার نَوَيْتُ আমি নিয়ত করলাম لِفَرْضِ رَمَضَانَ রমজানের ফরজ রোজার فَأَوْرَدُوا অতঃপর শাফেয়ীগণ পেশ করেছেন الْعِلَّةَ الطَّرْدِيَّةَ ইল্লতে তারদিয়া দ্বারা وَهِيَ الْفَرْضِيَّةُ আর তা হলো ফরযিয়্যাত لِلتَّعْيِيْنِ নিয়ত নির্দিষ্টকরণের জন্য إِذْ أَيْنَمَا تُوْجَدُ কেননা, যেখানে পাওয়া যায় الْفَرْضِيَّةُ ফরযিয়্যাত يُوْجَدُ সেখানে পাওয়া যায় التَّعْيِيْنُ নিয়ত নির্দিষ্টকরণের হুকুম كَصَوْمِ الْقَضَاءِ যেমন- কাজার রোজা وَالْكَفَّارَةِ এবং কাফফারার রোজা وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ وَنَحْنُ نَدْفَعُهُ আর আমরা হানাফীগণ প্রতিরোধ করি بِمُوْجَبِ সব্যস্তকৃত عِلَّتِهِ এ ইল্লত দ্বারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا الطَّرْدِيَّةُ فَوُجُوهُ دَفْعِهَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে عِلَّة طَرْدِيَّة-কে প্রতিহত করার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে শাফেয়ীগণ عِلَّة طَرْدِيَّة-এর দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। আমরা হানাফীরা عِلَّة مُؤَثِّرَة-এর দ্বারা দলিল পেশ করে থাকি। আর হানাফীগণ عِلَّة طَرْدِيَّة-এর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। যদ্রূপ শাফেয়ীগণ عِلَّة مُؤَثِّرَة-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেছেন।

যা হোক হানাফীগণ চার পদ্ধতিতে عِلَّة طَرْدِيَّة-কে খণ্ডন করার সফল প্রয়াস পেয়েছেন। ১. اَلْقَوْلُ بِمُوْجَبِ الْعِلَّةِ অর্থাৎ বিরোধী দলিল পেশকারীর عِلَّة-এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তাকে মেনে নেওয়া এবং তা সত্ত্বেও মূল বিতর্কিত حُكْم-কে عِلَّة পেশকারীর বিরুদ্ধে সাব্যস্ত করা আর তা এই দ্বিবিধ অবস্থা হতে খালি নয়। হয়তো عِلَّة উদ্ভাবনকারী বিরোধীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত নয়। অথবা বিরোধীরা عِلَّة উদ্ভাবনকারীর অভিপ্রায়ের ব্যাপারে জ্ঞাত নয়। আর তখন عِلَّة পেশকারীর জন্য জরুরি হয়ে পড়বে তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা, তাহলে বিরোধীরা তার অভিমতের প্রতি ধাবিত হতে বাধ্য হবে।

যা হোক এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, শাফেয়ীগণ রমজানের রোজার ব্যাপারে বলে থাকেন, 'এটা ফরজ রোজা হওয়ার কারণে নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা ব্যতীত আদায় হবে না।' এ মাসআলায় শাফেয়ীগণ عِلَّة طَرْدِيَّة তথা فَرْضِيَّة-এর দ্বারা নিয়ত নির্দিষ্টকরণের পক্ষে দলিল পেশ করেছেন। কেননা, যেখানে فَرْضِيَّة পাওয়া যায় সেখানে নিয়তের নির্দিষ্টকরণ ও অবশ্যম্ভাবী রূপে পাওয়া যায়। যথা- কাজা কাফফারার রোজা এবং পাঁচ বেলা নামাজ। এ সব বিষয়ে নিয়ত নির্দিষ্টকরণ জরুরি। সাধারণভাবে নিয়ত করা যথেষ্ট নয়।

এক্ষেত্রে আমরাও তাদের সাব্যস্তকৃত حُكْم তথা নিয়তের নির্দিষ্টকরণ শর্ত হওয়াকে মেনে নিয়ে তাদের দলিলকে খণ্ডন করে থাকি। সুতরাং আমরাও বলে যে, রমজানের রোজা নিয়ত নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত জায়েজ নেই। আর সাধারণ নিয়তের দ্বারা আমরা এ জন্য রোজাকে জায়েজ বলি থাকি যে, এতেও নিয়তের নির্দিষ্টকরণ পাওয়া যায়। আর تَعْيِيْن (নির্দিষ্টকরণ) দু'ভাবে হতে পারে। **এক.** বান্দার পক্ষ হতে **দুই.** আল্লাহর পক্ষ হতে। এখানে আল্লাহর পক্ষ হতে تَعْيِيْن পাওয়া গেছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা রমজান মাসে রমজানের রোজা ব্যতীত অন্য কোনো রোজাকে জায়েজ রাখেননি।

فَنَقُوْلُ عِنْدَنَا لَا يَصِحُّ اِلَّا بِتَعْيِيْنِ النِّيَّةِ

اِنَّمَا نُجَوِّزُهٗ بِاِطْلَاقِ النِّيَّةِ عَلٰى اَنَّهٗ تَعْيِيْنٌ اَىْ سَلَّمْنَا اَنَّ التَّعْيِيْنَ ضَرُوْرِىٌّ لِلْفَرْضِ وَلٰكِنَّ التَّعْيِيْنَ نَوْعَانِ تَعْيِيْنٌ مِنْ جَانِبِ الْعِبَادِ قَصْدًا وَتَعْيِيْنٌ مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ وَهٰذَا الْاِطْلَاقُ فِىْ حُكْمِ التَّعْيِيْنِ مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ فَاِنَّهٗ قَالَ اِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ اِلَّا عَنْ رَمَضَانَ فَاِنْ قَالَ الْخَصْمُ اِنَّ التَّعْيِيْنَ الْقَصْدِىْ هُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَنَا كَمَا فِى الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ دُوْنَ التَّعْيِيْنِ مُطْلَقًا فَنَقُوْلُ لَا نُسَلِّمُ اَنَّ التَّعْيِيْنَ الْقَصْدِىَّ مُعْتَبَرٌ وَلَا نُسَلِّمُ اَنَّ عِلَّةَ التَّعْيِيْنِ الْقَصْدِىْ فِى الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ هِىَ مُجَرَّدُ الْفَرْضِيَّةِ بَلْ كَوْنُ وَقْتِهٖ صَالِحًا لِاَنْوَاعِ الصِّيَامَاتِ بِخِلَافِ رَمَضَانَ فَاِنَّهٗ مُتَعَيِّنٌ كَالْمُتَوَحِّدِ فِى الْمَكَانِ يُصَابُ بِمُطْلَقِ اِسْمِهٖ وَلَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْاِعْتِرَاضَ اَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ لِاَنَّهٗ سَطْحِىٌّ لَا يَبْقٰى بَعْدَ الدِّقَّةِ وَتَعْيِيْنِ الْمَبْحَثِ فَاِنَّ اسْتِفْسَارَ الْمُدَّعٰى عِنْدَهُمْ وَبَيَانَهٗ بَعْدَ الطَّلَبِ وَاجِبٌ فَلَا يُقْبَلُهٗ قَطُّ ـ

সরল অনুবাদ : সুতরাং আমরা এরূপ বলি যে, রমজানের রোজা আমাদের নিকটও নিয়ত নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত শুদ্ধ নয়। অবশ্য আমরা মুতলাক নিয়ত দ্বারা যে শুদ্ধ হওয়ার কথা বলি, তা শুধু এ ভিত্তিতে যে, তাতেও নির্দিষ্টকরণ বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ আমরা স্বীকার করি যে, ফরজ রোজার জন্য নিয়ত নির্দিষ্ট করা জরুরি। কিন্তু এ নির্দিষ্টকরণ দু'ভাবে হতে পারে। এক নির্দিষ্টকরণ এই যে, তা বান্দার পক্ষ হতে ইচ্ছা ও অভিপ্রায়-এর সাথে হবে। আর দ্বিতীয় নির্দিষ্টকরণ এই যে, তা স্বয়ং শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে হবে। সুতরাং এখানে মুতলাক নিয়ত শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে নির্দিষ্টকরণ-এর হুকুমভুক্ত। কেননা, শরিয়ত প্রবর্তনকারী বলেছেন, اِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ اِلَّا عَنْ رَمَضَانَ (যখন শাবান মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, তখন রমজানের রোজা ব্যতীত অন্য কোনো রোজা হতে পারে না।) এটার উপর যদি প্রতিপক্ষ এরূপ বলেন যে, মুতলাকভাবে নির্দিষ্টকরণ যথেষ্ট নয়; বরং যে ইচ্ছাকৃত নির্দিষ্টকরণ বান্দার পক্ষ হতে হয়ে থাকে, তাই গ্রহণযোগ্য। যেমন– কাজা ও কাফ্ফারার রোজায় ইচ্ছাকৃত নির্দিষ্টকরণ গ্রহণযোগ্য। সুতরাং আমরা হানাফীগণ এটার উত্তরে বলবো, প্রথমত আমরা এটা স্বীকারই করি না যে, শুধু تَعْيِيْن قَصْدِىْ-ই গ্রহণযোগ্য, অন্য প্রকার নির্দিষ্টকরণ গ্রহণযোগ্য নয়। অধিকন্তু আমরা এটাও স্বীকার করি না যে, فَرْضِيَّت-ই হচ্ছে কাজা ও কাফ্ফারার মধ্যে تَعْيِيْن قَصْدِىْ আবশ্যক হওয়ার একমাত্র ইল্লত। বরং এটার সাথে কাজা অথবা কাফ্ফারার রোজা আদায়ের সময়কালটি অন্যবিধ রোজা যেমন– নফল, মান্নত প্রভৃতি আদায়ের যোগ্য হওয়াও আরেকটি ইল্লত। কিন্তু রমজানের রোজা এটার বিপরীত। কেননা, এ সময়কালটি তো শুধু ফরজ রোজা আদায়ের জন্য শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে নির্ধারিত। এ জন্য তা নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই নির্দিষ্ট বলে গণ্য হবে। যেমন– কোনো গৃহে একাকী একটি লোক রয়েছে, তার تَشْخِيْص-এর জন্য মুতলাক নামই যথেষ্ট– অপর কোনো সম্পর্ক ইত্যাদির দ্বারা নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন নেই। প্রকাশ থাকে যে, তর্ক-বিশারদগণ قَوْلٌ بِمُوْجَبِ الْعِلَّةِ দ্বারা উত্থাপিত আপত্তিকে প্রতিরোধের প্রক্রিয়াসমূহের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেননি। এ জন্য যে, এ প্রক্রিয়াটি নিছক বাহ্যিক ও ভাসা-ভাসা ধরনের, সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত ও আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত করে নেওয়ার পর এ আপত্তি নিজে নিজেই তিরোহিত হয়ে যায়। কেননা, তর্কবিদদের নীতিমালা অনুযায়ী প্রথমত অভিযোগকারীর দাবির উৎস জিজ্ঞাসা করা এবং জিজ্ঞাসা করার পর তা জানিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। তারপর এ অবকাশই আর অবশিষ্ট থাকে না যে, প্রতিপক্ষের اِلْزَام-কে গ্রহণ করে নিবে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَنَقُوْلُ সুতরাং আমরা বলি عِنْدَنَا আমাদের নিকট لَا يَصِحُّ রমজানের রোজা শুদ্ধ নয় اِلَّا بِتَعْيِيْنِ النِّيَّةِ নিয়ত নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত اِنَّمَا نُجَوِّزُهٗ অবশ্য আমরা শুদ্ধ হওয়ার কথা বলি بِاِطْلَاقِ النِّيَّةِ মুতলাক নিয়ত দ্বারা عَلٰى اَنَّهٗ تَعْيِيْنٌ শুধু এ ভিত্তিতে যে, এতেও নির্দিষ্টকরণ বিদ্যমান রয়েছে اَىْ অর্থাৎ سَلَّمْنَا আমরা স্বীকার করি যে اَنَّ التَّعْيِيْنَ নিয়ত নির্দিষ্ট করা ضَرُوْرِىٌّ আবশ্যক لِلْفَرْضِ ফরজ রোজার জন্য وَلٰكِنَّ التَّعْيِيْنَ কিন্তু এ নির্দিষ্টকরণ نَوْعَانِ দু'ভাবে হতে পারে تَعْيِيْنٌ

এক নির্দিষ্টকরণ مِنْ جَانِبِ পক্ষ হতে الْعِبَادِ বান্দার قَصْدًا ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের সাথে وَتَعْيِيْنٌ আর দ্বিতীয় নির্দষ্টকরণ এই যে جَانِبِ الشَّارِعِ স্বয়ং শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে হবে وَهٰذَا الْإِطْلَاقُ আর এ মুতলাক নিয়ত فِىْ حُكْمِ التَّعْيِيْنِ নির্দিষ্টকরণের হুকুমভুক্ত مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে فَإِنَّهُ قَالَ কেননা, শরিয়ত প্রবর্তনকারী বলেছেন إِذَا انْسَلَخَ যখন অতিক্রান্ত হয়ে যা شَعْبَانُ শাবান মাস فَلَا صَوْمَ তখন আর কোনো রোজা হতে পারে না إِلَّا عَنْ رَمَضَانَ রমজানের রোজা ব্যতীত قَالَ الْخَصْمُ এটার উপর যদি প্রতিপক্ষ এরূপ বলেন যে, মুতলাকভাবে নির্দিষ্টকরণ যথেষ্ট নয় إِنَّ التَّعْيِيْنَ বরং নির্দিষ্টকরণ الْقَصْدِىَّ ইচ্ছকৃতভাবে هُوَ الْمُعْتَبَرُ গ্রহণযোগ্য عِنْدَنَا যা বান্দার পক্ষ হতে হয়ে থাকে كَمَا فِى الْقَضَاءِ যেমন কাজা وَالْكَفَّارَةِ এবং কাফফারার রোজার ইচ্ছাকৃত নির্দিষ্টকরণ গ্রহণযোগ্য دُوْنَ التَّعْيِيْنِ مُطْلَقًا মুতলাকভাবে নির্দিষ্টকরণ গ্রহণযোগ্য নয় فَنَقُوْلُ সুতরাং আমরা হানাফীরা এর জাবাবে বলবো لَا نُسَلِّمُ প্রথমত আমরা এটা স্বীকারই করি না أَنَّ التَّعْيِيْنَ الْقَصْدِىَّ ইচ্ছাকৃত নির্দিষ্টকরণ مُعْتَبَرٌ গ্রহণযোগ্য وَلَا نُسَلِّمُ আর আমরা এটাও স্বীকার করি না যে أَنَّ عِلَّةَ নিশ্চয়ই ইল্লত হলো التَّعْيِيْنِ الْقَصْدِىِّ ইচ্ছকৃত নির্দিষ্টকরণ فِى الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ কাজা ও কাফফারার মধ্যে هِىَ مُجَرَّدُ তা শুধুমাত্র الْفَرْضِيَّةِ ফরযিয়্যাত হওয়া بَلْ كَوْنُ وَقْتِهِ বরং এর সাথে সময়কালটি صَالِحًا যোগ্য হওয়া لِأَنْوَاعِ الصِّيَامَاتِ অন্যান্য রোজাসমূহ যেমন নফল মান্নত প্রভৃতি بِخِلَافِ কিন্তু বিপরীত হলো رَمَضَانَ রমজানের রোজা فَإِنَّهُ مُتَعَيَّنٌ কেননা, এ সময়কালটি শুধু ফরজ রোজা আদায়ের জন্য নির্ধারিত كَالْمُتَوَحِّدِ যেমন- কোনো ব্যক্তি একাকি বসবাস করে فِى الْمَكَانِ কোনো গৃহে يُصَابُ بِمُطْلَقِ اِسْمِهِ তাকে নিদৃিষ্টকরণের জন্য মুতলাক নামই যথেষ্ট وَلَمْ يَذْكُرْ উল্লেখ করেননি أَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ তর্ক বিশারদগণ هٰذَا الْاِعْتِرَاضَ এ আপত্তিকে প্রতিরোধের জন্য لِأَنَّهُ سَطْحِىٌّ কেননা, এটা নিছক বাহ্যিক ও ভাসা-ভাসা ধরনের لَا يَبْقٰى এ আপত্তি অবশিষ্ট থাকবে না بَعْدَ الدِّقَّةِ সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করার পর وَتَعْيِيْنِ এবং নির্দিষ্ট করে নিলে الْمَبْحَثِ আলোচ্য বিষয় فَإِنَّ اسْتِفْسَارَ কেননা, প্রথমত উৎস জিজ্ঞাসা الْمُدَّعٰى অভিযোগকারীর দাবির عِنْدَهُمْ তর্কবিদদের নীতিমালা অনুযায়ী وَاجِبٌ আবশ্যক وَبَيَانُهُ এবং তা জানিয়ে দেওয়া بَعْدَ الطَّلَبِ জিজ্ঞাসা করার পর فَلَا يُقْبَلُهُ قَطُّ তারপর আর এ অবকাশই অবশিষ্ট থাকে না যে প্রতিপক্ষের الزام -কে গ্রহণ করে নিবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি اِعْتِرَاضٌ ও তার উত্তর প্রদান করা হয়েছে। শাফেয়ীগণ বলেছেন যে, যেহেতু রমজানের রোজা ফরজ সেহেতু এটার নিয়ত নির্দিষ্টকরণ অত্যাবশ্যক। আমরা বলি যে, আমরাও তা মানি। তবে আমাদের কথা হলো যা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তা সাধারণ নিয়তের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে, তার জন্য বান্দার পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে নির্দিষ্ট করা জরুরি নয়। যেমন- রমজান শরীফের রোজা। এখানে শাফেয়ীগণ বলতে পারে যে কাজা ও কাফফারার রোজার ন্যায় রমজানের রোজার জন্য আমাদের মতে বান্দার পক্ষ হতে ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়তের নির্দিষ্টকরণ জরুরি হবে। এটার জবাবে আমরা বলবো যে, কাজা ও কাফফারার স্থানে অন্য কোনো রোজা যেমন- নফল ও মান্নতের রোজা রাখলে তা জায়েজ হবে। এ জন্য সেখানে বান্দার পক্ষ হতে নিয়তের تَعْيِيْن আবশ্যক। কিন্তু রমজানের রোজার স্থলে অন্য কোনো রোজা রাখলে তা জায়েজ হবে না। কাজেই মুতলাক নিয়তের মাধ্যমেই তা تَعْيِيْن হয়ে যাবে- বান্দার পক্ষ হতে ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়তের تَعْيِيْن আবশ্যক নয়।

وَالْمُمَانَعَةُ وَهِىَ عَدَمُ قَبُوْلِ السَّائِلِ مُقَدَّمَاتِ دَلِيْلِ الْمُعَلِّلِ كُلِّهَا اَوْ بَعْضِهَا بِالتَّعْيِيْنِ وَالتَّفْصِيْلِ وَهِىَ اَرْبَعَةٌ بِالْاِسْتِقْرَاءِ لِاَنَّهَا اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ فِىْ نَفْسِ الْوَصْفِ اَىْ لَا نُسَلِّمُ اَنَّ هٰذَا الْوَصْفَ الَّذِىْ تَدَّعِيْهِ وَصْفًا عِلَّةٌ بَلِ الْعِلَّةُ شَيْئٌ اٰخَرُ كَقَوْلِ الشَّافِعِىِّ (رحـ) فِىْ كَفَّارَةِ الْاِفْطَارِ هٰذَا اِنَّهَا عُقُوْبَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجِمَاعِ فَلَا تَكُوْنُ وَاجِبَةً فِى الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ فَنَقُوْلُ لَا نُسَلِّمُ اَنَّ الْعِلَّةَ فِى الْاَصْلِ هِىَ الْجِمَاعُ بَلِ الْاِفْطَارُ عَمْدًا وَهُوَ حَاصِلٌ فِى الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ اَيْضًا بِدَلِيْلِ اَنَّهُ لَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِعَدَمِ الْاِفْطَارِ اَوْ فِىْ صَلَاحِيَّتِهِ لِلْحُكْمِ مَعَ وُجُوْدِهِ اَىْ لَا نُسَلِّمُ اَنَّ هٰذَا الْوَصْفَ صَالِحٌ لِلْحُكْمِ مَعَ كَوْنِهِ مَوْجُوْدًا كَقَوْلِ الشَّافِعِىِّ (رحـ) فِىْ اِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ عَلَى الْبِكْرِ اِنَّهَا بَاكِرَةٌ جَاهِلَةٌ بِاَمْرِ النِّكَاحِ لِعَدَمِ الْمُمَارَسَةِ بِالرِّجَالِ فَيُوَلّٰى عَلَيْهَا فَنَقُوْلُ لَا نُسَلِّمُ اَنَّ وَصْفَ الْبَكَارَةِ صَالِحٌ لِهٰذَا الْحُكْمِ لِاَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ تَاثِيْرٌ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ بَلِ الصَّالِحُ لَهُ هُوَ الصِّغَرُ -

সরল অনুবাদ : ২. আর (প্রতিরোধের প্রক্রিয়াসমূহের মধ্য হতে দ্বিতীয় প্রক্রিয়া হচ্ছে) **নিষেধকরণ**। আর তা এই যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী– ইল্লত পেশকারী এর দলিলের সকল মকদ্দমা অথবা কোনো নির্দিষ্ট অংশকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে। **বহু খোঁজ-খবর ও অন্বেষণের পর এই নিষেধকরণ-এর চার অবস্থাই পরিদৃষ্ট হয়। এক. স্বয়ং وَصْف-কে স্বীকার করা হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা**। অর্থাৎ আপত্তিকারী এরূপ বলবে যে, যে وَصْف টিকে তোমরা ইল্লত সাব্যস্ত করছ, আমরা তাকে ইল্লত বলে স্বীকার করি না; বরং ইল্লত অন্য বস্তু। যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.) রমজানের রোজা ভঙ্গের কাফ্ফারার ইল্লত প্রসঙ্গে বলেন যে, এটা এমন একটি শাস্তি যা যৌন-সম্ভোগের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ যৌনসম্ভোগের ঘটনায় বিধানকৃত হয়েছে। সুতরাং পানাহার দ্বারা রোজা ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে এ কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। আমরা তার উত্তরে বলি, আমরা এটা স্বীকার করি না যে, যৌনসম্ভোগই আসল অর্থাৎ مَقِيْس عَلَيْه-এর মধ্যে কাফ্ফারা مَشْرُوْع হওয়ার ইল্লত। বরং ইচ্ছাকৃতভাবে ইফ্তার পাওয়া যাওয়াই হলো ইল্লত এবং এ ইল্লত পানাহারের মধ্যেও পাওয়া যায়। (আর ইচ্ছাকৃতভাবে ইফ্তার রোজা ভঙ্গের ইল্লত হওয়ার) দলিল এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি ভুলক্রমে যৌনসম্ভোগ করে ফেলে, তাহলে তার রোজা ভঙ্গ হয় না। কেননা, ইফ্তার পাওয়া যায়নি। (যা দ্বারা জানা গেল যে, রোজা নষ্ট হওয়া যৌনসম্ভোগের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং ইফ্তার পাওয়া যাওয়ার উপর নির্ভরশীল, যা পানাহার দ্বারাও হয়ে থাকে। সুতরাং কাফ্ফারাও শুধু যৌনসম্ভোগের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না; বরং ইফ্তারের সাথে সম্পর্কিত হবে। চাই তা যে মাধ্যমেই হোক না কেন।) **দুই. وَصْف -এর অস্তিত্ব স্বীকার করে তার হুকুমের উপযোগী হওয়াকে অস্বীকার করা**। অর্থাৎ আপত্তিকারী মূল وَصْف -এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে এরূপ বলবে, আমরা এটা স্বীকার করি না যে, এ وَصْف টি হুকুমের জন্য উপযোগী। যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.) কুমারী নারীর উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য بَكَارَت বা কুমারীত্বকে ইল্লতরূপে পেশ করেন। কেননা, কুমারী নারী পুরুষের সাথে জীবন যাপনে অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে বিবাহ বিষয়ক কল্যাণসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞাত। এ কারণেই তার উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে। কিন্তু আমরা বলি যে, কুমারীত্ব-এর وَصْف টি অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করার হুকুমের জন্য ইল্লত হওয়ার উপযোগী নয়। কেননা, অন্য কোনো ক্ষেত্রে কুমারীত্ব وَصْف টির এ প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়নি; বরং বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের জন্য ইল্লত হওয়ার উপযোগী وَصْف হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স্কতার وَصْف (যার প্রতিক্রিয়া মাল সম্পর্কিত অভিভাবকত্বের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে)।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْمُمَانَعَةُ ২. আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে নিষেধকরণ وَهِىَ আর তা হচ্ছে عَدَمُ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা قَبُوْلِ গ্রহণ করতে السَّائِلِ অভিযোগ উত্থাপনকারী مُقَدَّمَاتِ সকল মকদ্দমা دَلِيْلِ الْمُعَلِّلِ ইল্লত পেশকারীর দলিল كُلِّهَا সবগুলোর

وَهِيَ اَرْبَعَةٌ এটা চার অথবা কোনো অংশকে اَوْ بَعْضِهَا নির্দিষ্টভাবে بِالتَّعْيِيْنِ বহু খোঁজখবরের পর জানা গেল যে وَالتَّفْصِيْلِ প্রকার بِالْاِسْتِقْرَاءِ এবং অন্বেষণের মাধ্যমে لِاَنَّهَا اِمَّا কেননা, এক. এটা হয়তো বা اَنْ تَكُوْنَ হবে فِيْ نَفْسِ الْوَصْفِ স্বয়ং وَصْف -কে وَصْفًا عِلَّةً অর্থাৎ لَا نُسَلِّمُ আমরা স্বীকার করি না اَنَّ هٰذَا الْوَصْفَ এ وَصْف টিকে الَّذِيْ تَدَّعِيْهِ যাকে তোমরা দাবি করছ اَيْ সে -কে ইল্লত হিসেবে بَلِ الْعِلَّةُ বরং ইল্লত হলো شَيْءٌ اٰخَرُ অন্য বস্তু كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) যেমন- ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন وَصْف بِالْجِمَاعِ কাফফারা প্রসঙ্গে مُتَعَلِّقَةٌ রোজা ভঙ্গের الْاِفْطَارِ এটা এমন একটি শাস্তি اِنَّهَا عُقُوْبَةٌ যা সম্পর্কযুক্ত فِيْ كَفَّارَةِ যৌনসম্ভোগের সাথে فَلَا تَكُوْنُ وَاجِبَةً সুতরাং কাফফারা ওয়াজিব হবে না فِي الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ পানাহারের মাধ্যমে রোজা ভঙ্গের মধ্যে هِيَ الْجِمَاعُ এর জবাবে আমরা বলি لَا نُسَلِّمُ আমরা এটা স্বীকার করি না اَنَّ الْعِلَّةَ ইল্লতটি فِي الْاَصْلِ আসল হলো فَنَقُوْلُ যৌন সম্ভোগই فِي الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ বরং ইফতার পাওয়া যাওয়া بَلِ الْاِفْطَارُ ইচ্ছাকৃতভাবে عَمْدًا আর এ ইল্লত পাওয়া যায় وَهُوَ حَاصِلٌ পানাহারের মধ্যে لَا يَفْسُدُ ও اَيْضًا দলিল এই যে بِدَلِيْلِ যদি কেউ যৌনসম্ভোগ করে اَنَّهُ لَوْ جَامَعَ ভুলক্রমে نَاسِيًا তাহলে ভঙ্গ হবে না صَوْمُهُ তার রোজা لِعَدَمِ الْاِفْطَارِ কেননা, ইফতার পাওয়া যায়নি **দুই.** اَوْ فِيْ صَلَاحِيَّتِهِ অথবা উপযোগী হওয়াকে অস্বীকার করা لِلْحُكْمِ এর হুকুমের مَعَ وُجُوْدِهِ এর অস্তিত্বকে স্বীকার করে اَيْ অর্থাৎ لَا نُسَلِّمُ আমরা স্বীকার করি না যে اَنَّ هٰذَا الْوَصْفَ এ ওয়াসফটি صَالِحٌ উপযোগী لِلْحُكْمِ হুকুমের জন্য مَعَ كَوْنِهِ مَوْجُوْدًا ওয়াসফের মূল অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) যেমন ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কথা اِنَّهَا بَاكِرَةٌ কেননা, فِيْ اِثْبَاتِ সাব্যস্তকরণে الْوِلَايَةِ অভিভাবকত্ব عَلَى الْبِكْرِ কুমারী নারীর উপর কুমারী নারী جَاهِلَةٌ অজ্ঞাত بِاَمْرِ النِّكَاحِ বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়াবলিতে لِعَدَمِ الْمُمَارَسَةِ জীবন যাপনে অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে بِالرِّجَالِ পুরুষের সাথে فَيُوَلّٰى عَلَيْهَا এ কারণে তার উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে فَنَقُوْلُ কিন্তু আমরা বলি لَا نُسَلِّمُ আমরা স্বীকার করি না যে لِاَنَّهُ কেননা, اَنَّ وَصْفَ الْبَكَارَةِ কুমারীত্বের ওয়াসফটি صَالِحٌ উপযোগী لِهٰذَا الْحُكْمِ অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করার হুকুমের জন্য কুমারীত্বের وَصْف টি لَمْ يَظْهَرْ لَهُ প্রকাশিত হয় না تَاْثِيْرٌ এ প্রতিক্রিয়া فِيْ مَوْضَعٍ اٰخَرَ অন্য কোনো স্থানে بَلِ الصَّالِحُ لَهُ বরং বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের জন্য ইল্লত হওয়ার উপযোগী وَصْف হচ্ছে هُوَ الصِّغَرُ অপ্রাপ্ত বয়স্কতার ওয়াসফ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُمَانَعَةُ وَهِيَ عَدَمُ قَبُوْلِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে وُجُوْهُ دَفْعٍ -এর দ্বিতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। عِلَّةٌ طَرْدِيَّةٌ -কে প্রতিহত করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো مُمَانَعَةٌ আর তা হলো বিরোধীদের উদ্ভাবিত عِلَّةٌ -কে অযোগ্য করা। তারা যে পদ্ধতিতে عِلَّةٌ উদ্ভাবন করেছে ও দলিল পেশ করেছে সেই সম্পূর্ণ পদ্ধতি অথবা এটার অংশ বিশেষকে নাকচ করে দেওয়া। এটা আবার চার প্রকারের হতে পারে।

ক. হয়তো মূল وَصْف -কেই অস্বীকার করা হবে। যেমন- ইমাম শাফেয়ী (র.) বলে থাকেন যে, রমজানের রোজার কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার عِلَّةٌ হলো সহবাস করা। সুতরাং পানাহারের মাধ্যমে রোজা বিনষ্ট করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু আমরা হানাফীগণ তাদের উক্ত وَصْف (عِلَّةٌ)-কে সমর্থন করি না; বরং আমাদের মতে ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা বিনষ্ট করাই হলো কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার عِلَّةٌ কাজেই ইচ্ছাকৃত পানাহারের মাধ্যমে রোজা বিনষ্ট করলেও কাফফারা ওয়াজিব হবে।

খ. عِلَّةٌ -এর অস্তিত্বকে স্বীকার করা, কিন্তু এটা حُكْم -এর জন্য উপযোগী হওয়াকে অস্বীকার করা। যেমন- কুমারীর উপর وِلَايَةٌ (কর্তৃত্ব) করার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) عِلَّةٌ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, কুমারীত্বই এটার عِلَّةٌ কেননা, কুমারী হওয়ার কারণে পুরুষের সাথে তার দাম্পত্য জীবন যাপনের সুযোগ হয়নি। কাজেই বিবাহের মুয়ামালা সম্পর্কে সে অনভিজ্ঞ। সুতরাং তার উপর অভিভাবকের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত করা জরুরি। আর আমরা হানাফীগণ তার কুমারীত্বকে অস্বীকার করি না। কিন্তু এটাকে وِلَايَةٌ সাব্যস্তকরণের عِلَّةٌ হওয়ার উপযোগী মনে করি না। কেননা, عِلَّةٌ হওয়ার জন্য تَاْثِيْر থাকা জরুরি। আর بَكَارَةٌ -এর বিশেষ কোনো تَاْثِيْر নেই। সুতরাং صِغَر (অল্পবয়স্ক হওয়া)-ই وِلَايَةٌ -এর জন্য عِلَّةٌ হবে।

اَوْ فِىْ نَفْسِ الْحُكْمِ اَىْ لَا نُسَلِّمُ اَنَّ هٰذَا الْحُكْمَ حُكْمٌ بَلِ الْحُكْمُ شَىْءٌ اٰخَرُ كَقَوْلِ الشَّافِعِىِّ (رحـ) فِىْ مَسْحِ الرَّأْسِ اِنَّهٗ رُكْنٌ فِى الْوُضُوْءِ فَيُسَنُّ تَثْلِيْثُهٗ كَغَسْلِ الْوَجْهِ فَنَقُوْلُ لَا نُسَلِّمُ اَنَّ الْمَسْنُوْنَ فِى الْوُضُوْءِ التَّثْلِيْثُ بَلِ الْاِكْمَالُ بَعْدَ تَمَامِ الْفَرْضِ فَفِى الْوَجْهِ لَمَّا اسْتَوْعَبَ الْفَرْضُ صَيَّرَ اِلَى التَّثْلِيْثِ وَفِى الرَّأْسِ لَمَّا لَمْ يَسْتَوْعِبِ الْفَرْضُ الرَّأْسَ صَيَّرَ اِلَى الْاِكْمَالِ فَيَكُوْنُ هُوَ السُّنَّةُ دُوْنَ التَّثْلِيْثِ اَوْ فِىْ نِسْبَتِهٖ اِلَى الْوَصْفِ اَىْ لَا نُسَلِّمُ اَنَّ هٰذَا الْحُكْمَ مَنْسُوْبٌ اِلٰى هٰذَا الْوَصْفِ بَلْ اِلٰى وَصْفٍ اٰخَرَ مِثْلُ اَنْ تَقُوْلَ فِى الْمَسْاَلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ لَا نُسَلِّمُ اَنَّ التَّثْلِيْثَ فِى الْغَسْلِ مُضَافٌ اِلَى الرُّكْنِيَّةِ بِدَلِيْلِ الْاِنْتِقَاضِ بِالْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ فَاِنَّهُمَا رُكْنَانِ فِى الصَّلٰوةِ وَلَا يُسَنُّ تَثْلِيْثُهُمَا اَوْ بِالْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ حَيْثُ يُسَنُّ تَثْلِيْثُهُمَا بِلَا رُكْنِيَّةٍ ـ

সরল অনুবাদ : **অথবা তিন. স্বয়ং হুকুমটিকেই অস্বীকার করা।** অর্থাৎ আপত্তিকারী এরূপ বলবে, আমরা এটা স্বীকার করি না যে, এ মাসআলাটির হুকুম এটাই (যা তোমরা বর্ণনা করছে); বরং এটার হুকুম অন্যটি। যেমন– মাথা মাসাহ করা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, মাসাহও অজুর একটি রুকন। সুতরাং এটা তিনবার আদায় করা সুন্নত যদ্রূপ মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করা সুন্নত। কিন্তু আমরা অজুর মধ্যে তিনবার ধৌত করা সুন্নত হওয়ার হুকুমকেই স্বীকার করি না; বরং বলি, আসল সুন্নত এই যে, ফরজ আদায় হওয়ার পর (ফরজ-এর ক্ষেত্রটির মধ্যে নিজের পক্ষ হতে আরো অতিরিক্ত করে) ফরজকে সন্দেহাতীতভাবে পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ করা। যেহেতু অজুর মধ্যে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা এমনিতেই ফরজ, এ জন্য পরিপূর্ণতার সুন্নত অর্জিত হওয়ার জন্য তিনবার ধৌত করার হুকুম প্রদান করা হয়েছে। আর মাথা মাসাহ করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরজ নয়। এ কারণেই মাসাহ-এর ফরজের পূর্ণত্বের জন্য সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করাই যথেষ্ট হবে। এ জন্য এতে তিনবার মাসাহ করার পরিবর্তে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা সুন্নত হবে। **অথবা, চার. ইল্লত পেশকারী কর্তৃক وَصْف -এর প্রতি হুকুমের সম্বন্ধকে অস্বীকার করা।** অর্থাৎ আপত্তিকারী এরূপ বলবে, আমরা এটা স্বীকার করি না যে, অত্র হুকুমটি এ وَصْف -এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। বরং এটা অন্য কোনো وَصْف-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ : উল্লিখিত মাসআলার ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যে, অজুর মধ্যে যেসব অঙ্গকে ধৌত করতে হয়, তাতে তিনবার ধৌত করার হুকুম رُكْنِيَّة -এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হওয়াকে আমরা স্বীকার করি না। কেননা, رُكْنِيَّة-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার দাবি নামাজের কিয়াম ও কেরাত দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যায়। কারণ, এ দু'টিও নামাজের মধ্যে রুকন। অথচ তা তিনবার করে আদায় করা কারো নিকট সুন্নত নয়। এভাবে কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া দ্বারাও সে দাবিটি খণ্ডিত হয়ে যায়। কারণ, এ দু'টি অজুর মধ্যে রুকন নয়। তা সত্ত্বেও সকল ইমামের নিকটই তাদের মধ্যে তিনবার করা সুন্নত। (সুতরাং জানা গেল যে, رُكْنِيَّة-এর সাথে تَثْلِيْث সুন্নত হওয়ার হুকুম-এর কোনো সম্পর্ক নেই।)

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ তিন. অথবা فِىْ نَفْسِ الْحُكْمِ স্বয়ং হুকুমটিকেই অস্বীকার করা اَىْ অর্থাৎ لَا نُسَلِّمُ আপত্তিকারী বলবে যে আমরা এটা স্বীকার করি না যে اَنَّ هٰذَا الْحُكْمَ এ মাসআলাটির হুকুম حُكْمٌ এ হুকুমই যা তোমরা বর্ণনা করছ بَلِ الْحُكْمُ বরং এটার হুকুম شَىْءٌ اٰخَرُ অন্য একটি كَقَوْلِ الشَّافِعِىِّ (رحـ) যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য فِىْ مَسْحِ الرَّأْسِ মাথা মাসাহ সম্পর্কে اِنَّهٗ رُكْنٌ মাথা মাসাহ একটি রুকন فِى الْوُضُوْءِ অজুর মধ্যে فَيُسَنُّ সুতরাং সুন্নত হলো تَثْلِيْثُهٗ তিনবার আদায় করা كَغَسْلِ الْوَجْهِ যেমন মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করা সুন্নত فَنَقُوْلُ এর জবাবে আমরা হানাফীগণ বলি لَا نُسَلِّمُ আমরা স্বীকার করি না اَنَّ الْمَسْنُوْنَ যে সুন্নত فِى الْوُضُوْءِ অজুর মধ্যে التَّثْلِيْثُ তিনবার ধৌত করা بَلِ الْاِكْمَالُ বরং আসল সুন্নত হলো ফরজকে পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ করা بَعْدَ পরে تَمَامِ الْفَرْضِ ফরজ আদায়ের فَفِى الْوَجْهِ যেহেতু অজুর মধ্যে মুখমণ্ডল لَمَّا اسْتَوْعَبَ সম্পূর্ণটি ধৌত করা الْفَرْضُ ফরজ صَيَّرَ اِلَى التَّثْلِيْثِ এ জন্য পরিপূর্ণতার সুন্নত অর্জিত হওয়ার জন্য তিনবার ধৌত করার হুকুম প্রদান করা হয়েছে وَفِى الرَّأْسِ আর মাথা মাসাহ করার ক্ষেত্রে لَمَّا لَمْ يَسْتَوْعِبِ الْفَرْضُ সম্পূর্ণ মাসাহ করা ফরজ নয় الرَّأْسَ পুরো মাথাকে صَيَّرَ اِلَى الْاِكْمَالِ এ কারণেই মাসাহের ফরজের পূর্ণতার জন্য সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করাই যথেষ্ট হবে فَيَكُوْنُ هُوَ السُّنَّةُ এ জন্য সম্পূর্ণ মাথা

মাসাহ করা সুন্নত دُوْنَ التَّثْلِيْثِ তিনবার মাসাহ করার পরিবর্তে أَوْ চার. অথবা فِى نِسْبَتِهِ হুকুমের সম্বন্ধকে অস্বীকার করা اِلَى هٰذَا ওয়াসফের দিকে أَىْ অর্থাৎ لَا نُسَلِّمُ আমরা এটা স্বীকার করি না أَنَّ هٰذَا الْحُكْمَ যে এ হুকুমটি مَنْسُوْبٌ সম্বন্ধযুক্ত اَلْوَصْفِ এ ওয়াসফের দিকে بَلْ বরং সম্বন্ধযুক্ত اِلَى وَصْفٍ اٰخَرَ অন্য কোনো ওয়াসফের দিকে مِثْلُ উদাহরণত أَنْ تَقُوْلَ আমরা বলতে পারি فِى الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ উল্লিখিত মাসআলায় لَا نُسَلِّمُ আমরা স্বীকার করি না أَنَّ التَّثْلِيْثَ ধৌত করার অঙ্গসমূহকে তিনবার করে فِى الْغَسْلِ ধৌত করা مُضَافٌ সম্বন্ধযুক্ত হওয়া اِلَى الرُّكْنِيَّةِ রুকন হওয়ার প্রতি بِدَلِيْلِ الْاِنْتِقَاضِ তাদের এ দাবি দলিল দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যায় فِى الصَّلٰوةِ رُكْنَانِ بِالْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ নামাজের কিয়াম ও কেরাত দ্বারা فَإِنَّهُمَا কেননা, এ উভয়টি رُكْنَانِ দু'টি রুকন নামাজের وَلَا يُسَنُّ আর এগুলো সুন্নত নয় تَثْلِيْثُهُمَا তিনবার আদায় করা أَوْ অথবা بِالْمَضْمَضَةِ কুলি করা وَالْاِسْتِنْشَاقِ নাকে পানি দেওয়া দ্বারা তাদের দাবি খণ্ডিত হয়ে যায় حَيْثُ يُسَنُّ এগুলো সুন্নত تَثْلِيْثُهُمَا তিনবার করা بِلَا رُكْنِيَّةٍ অথচ এগুলো অজুর রুকন নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَوْ فِى نَفْسِ الْحُكْمِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে বিরোধীগণের মূল حُكْم -কে অস্বীকার করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। عِلَّة طَرْدِيَّة -এর প্রতিহতকরণের চতুষ্টয় পদ্ধতি হতে দ্বিতীয়টি হলো مُمَانَعَة এটা আবার চারভাবে হয়ে থাকে। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো মূল حُكْم -কে অস্বীকার করা। আমরা مُعَلِّلْ -এর পক্ষ হতে কথিত حُكْم -কে حُكْم হিসেবে মেনে নিতে রাজি নই; বরং আমাদের মতে এটার حُكْم অন্য কিছু। যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, যেহেতু মাথা মাসাহ করা অজুর রুকন, সেহেতু এটাতে تَثْلِيْث অর্থাৎ তিনবার করা সুন্নত হবে। যেমন– মুখমণ্ডল ধৌত করা অজুর রুকন হওয়ার কারণে এটাতে تَثْلِيْث সুন্নত। এ মাসআলায় আমাদের (হানাফীগণের) বক্তব্য হলো, অজুর মধ্যে تَثْلِيْث -কে আমরা সুন্নত হিসেবে গণ্য করি না; বরং আমরা এটার পরিবর্তে ফরজ আদায় করার পর পূর্ণাঙ্গ করাকে সুন্নত হিসেবে গণ্য করে থাকি। আর মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় যেহেতু সমস্ত মুখমণ্ডল ফরজের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়, সেহেতু তিনবার ধৌত করাকে পূর্ণতার স্থলাভিষিক্ত করত সুন্নত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু অপরদিকে মাথার সম্পূর্ণটা যেহেতু ফরজ দ্বারা বেষ্টিত নয়, সেহেতু এটাকে إِكْمَالْ তথা সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করাকে সুন্নত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ أَوْ فِى نِسْبَتِهِ اِلَى الْوَصْفِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে বিরোধীগণের حُكْم -কে عِلَّة -এর দিকে সম্পর্কিত করাকে অস্বীকার করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এটা مُمَانَعَة -এর চতুর্থ পদ্ধতি। অর্থাৎ বিরোধীগণ حُكْم -কে যে وَصْف বা عِلَّة -এর দিকে নিসবত করেছেন তাকে অস্বীকার করা। উক্ত وَصْف -এর দিকে এ حُكْم -এর مَنْسُوْب (সম্পর্কিত) হওয়াকে আমরা স্বীকার করি না। যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.) অজুর ধৌতকরণের تَثْلِيْث -কে রুকন হওয়ার দিকে নিসবত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে রুকন হওয়ার কারণে (عِلَّة) এটাতে تَثْلِيْث সুন্নত হয়েছে। কিন্তু তা আমরা সমর্থন করি না। কেননা, নামাজের মধ্যে তো قِيَام ও قِرَاءَة রুকন। অথচ এদের মধ্যে تَثْلِيْث সুন্নত নয়। আবার অজুর মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া রুকন নয় অথচ এতদুভয়ের মধ্যে সুন্নত। কাজেই রুকন হলেই تَثْلِيْث সুন্নত হবে আর রুকন না হলে تَثْلِيْث হবে না, এটা ঠিক নয়। অর্থাৎ সোজা কথায় تَثْلِيْث -এর জন্য রুকন হওয়া عِلَّة নয়।

وَفَسَادُ الْوَضْعِ هُوَ كَوْنُ الْوَصْفِ فِىْ نَفْسِهٖ
بِحَيْثُ يَكُوْنُ اٰبِيًا عَنِ الْحُكْمِ وَمُقْتَضِيًا
لِضِدِّهٖ وَلَمْ يَذْكُرْهُ اَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ وَيُمْكِنُ دَرْجُهٗ
فِيْمَا قَالُوْا اِنَّهٗ لَا يَتِمُّ التَّقْرِيْبُ كَتَعْلِيْلِهِمْ
اَىْ تَعْلِيْلُ الشَّافِعِيَّةِ لِاِيْجَابِ الْفُرْقَةِ بِاِسْلَامِ
اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَاِنَّهُمْ قَالُوْا اِذَا اَسْلَمَ اَحَدُ
الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا
بِمُجَرَّدِ الْاِسْلَامِ اِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ بِهَا
وَبَعْدَ مَضِىِّ ثَلٰثِ حِيَضٍ اِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا
وَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى اَنْ يُعْرَضَ الْاِسْلَامُ عَلَى الْاٰخَرِ ـ

সরল অনুবাদ : ইল্লতে তারদিয়া প্রতিরোধ-এর তৃতীয় প্রক্রিয়া : ৩. **ইল্লতের মূল ভিত্তি-এর ফাসেদ হওয়া।** অর্থাৎ এমন وَصْف-কে হুকুমের ইল্লত সাব্যস্ত করা, যা এ হুকুমের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না; বরং তার বিপরীতেরই কামনা করে। তর্কবিশারদগণ এই মূল ভিত্তি-এর ফাসেদ হওয়াকে প্রতিরোধ-এর প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে বর্ণনা করেননি। অবশ্য যে ইস্তিদ্‌লাল পদ্ধতির উপর তারা لَا يَتِمُّ التَّقْرِيْبُ (অর্থাৎ দাবিকৃত বিষয় সাব্যস্ত করার জন্য এ দলিলটি অসম্পূর্ণ)-এর হুকুম আরোপ করেন, তাতে এই "মূল ভিত্তি-এর ফাসেদ হওয়া"-কেও অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর। **যেমন– শাফেয়ীগণ কর্তৃক স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে যে কোনো একজনের ইসলাম গ্রহণকে বিচ্ছেদ ওয়াজিব হওয়ার জন্য ইল্লত সাব্যস্ত করা।** অর্থাৎ শাফেয়ীগণ বলেন যে, যখন কাফির স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে কোনো একজন মুসলমান হয়ে যায়, তখন শুধু ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে, স্ত্রী যেন সঙ্গমকৃতা না হয়। আর যদি স্ত্রী যদি সঙ্গমকৃতা হয়, তাহলে তিন হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার পরই বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে। বিচ্ছেদ সাব্যস্ত করার জন্য এটার কোনো প্রয়োজন নেই যে, দ্বিতীয়জনের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَفَسَادُ الْوَضْعِ আর ইল্লাতে তারদিয়া প্রতিরোধের তৃতীয় প্রক্রিয়া ইল্লাতের মূল ভিত্তির ফাসেদ হওয়া هُوَ كَوْنُ الْوَصْفِ অর্থাৎ এমন وَصْف-কে হুকুমের ইল্লাত সাব্যস্ত করা فِىْ نَفْسِهٖ স্বয়ং بِحَيْثُ এভাবে যে يَكُوْنُ اٰبِيًا যা কোনো সম্পর্ক রাখে না عَنِ الْحُكْمِ হুকুমের সাথে وَمُقْتَضِيًا বরং কামনা করে لِضِدِّهٖ এর বিপরীত وَلَمْ يَذْكُرْهُ কিন্তু এর বর্ণনা করেনি اَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ তর্কবিশারদগণ وَيُمْكِنُ আর সম্ভব دَرْجُهٗ একে অন্তর্ভুক্ত করা فِيْمَا قَالُوْا اِنَّهٗ لَا يَتِمُّ التَّقْرِيْبُ তারা لَا يَتِمُّ التَّقْرِيْبُ-এর হুকুম আরোপ করেন كَتَعْلِيْلِهِمْ যেমন ইল্লাত সাব্যস্ত করা اَىْ অর্থাৎ تَعْلِيْلُ الشَّافِعِيَّةِ শাফেয়ীগণের তা'লীল لِاِيْجَابِ ওয়াজিব হওয়ার জন্য الْفُرْقَةِ বিচ্ছেদ بِاِسْلَامِ ইসলাম গ্রহণের ফলে اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজনের فَاِنَّهُمْ قَالُوْا কেননা, শাফেয়ীগণ বলেন اِذَا اَسْلَمَ ইসলাম গ্রহণ করেন اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন الْكَافِرَيْنِ যারা উভয়ে কাফের تَقَعُ তখন সংঘটিত হবে بَيْنَهُمَا তাদের উভয়ের মধ্যে الْفُرْقَةُ বিচ্ছেদ بِمُجَرَّدِ الْاِسْلَامِ শুধু ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে اِنْ كَانَتْ তবে শর্ত হলো غَيْرَ مَدْخُوْلٍ بِهَا স্ত্রী সঙ্গমকৃতা না হয় وَبَعْدَ مَضِىِّ আর অতিক্রম করার পর ثَلٰثِ حِيَضٍ তিনি হায়েজ اِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا যদি স্ত্রী সঙ্গমকৃতা হয় وَلَا يَحْتَاجُ বিচ্ছেদ সাব্যস্ত করার জন্য এটার প্রয়োজন নেই اِلٰى اَنْ يُعْرَضَ পেশ করা الْاِسْلَامُ ইসলাম عَلَى الْاٰخَرِ দ্বিতীয়জনের নিকট।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَفَسَادُ الْوَضْعِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে عِلَّةٌ طَرْدِيَّةٌ প্রতিরোধের তৃতীয় পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে عِلَّةٌ طَرْدِيَّةٌ প্রতিহত করার তৃতীয় পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে عِلَّةٌ-এর বুনিয়াদ ফাসেদ হওয়া। যাকে তারা عِلَّةٌ নির্ধারণ করেছে তা عِلَّةٌ হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না। উক্ত حُكْم-এর সাথে সেই عِلَّةٌ-এর কোনোরূপ সম্পর্কই নেই; বরং তার বিপরীত বস্তুর সাথেই حُكْم-এর সম্পর্ক রয়েছে।

এদের উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত মাসআলাটিকে পেশ করা যায়। শাফেয়ীগণ বলেছেন যে, যদি কাফির স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কোনো একজন মুসলমান হয়, তাহলে এমতাবস্থায় স্ত্রী সহবাসকৃতা না হয় তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা না হয়, তাহলে তিন হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে– অপরজনের নিকট ইসলাম পেশ করার প্রয়োজন হবে না। অথচ এ মাসআলায় আমাদের মতে শাফেয়ীরা যে عِلَّةٌ বের করেছেন তার মূলেই ফাসেদ (অনিয়মতান্ত্রিকতা এবং অযৌক্তিকতা) বিদ্যমান। কেননা, এতে অন্যের হক (অধিকার) বিনষ্টকারী হিসেবে ইসলামকে চিহ্নিত করা হবে। অথচ ইসলাম মানুষের অধিকার সাব্যস্ত করার জন্যই আবির্ভূত হয়েছে। কাজেই একে অন্যের অধিকার হরণকারী হিসেবে চিহ্নিত করা গলদ হবে; বরং অপরজনের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে। যদি সে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। অন্যথায় অপরজনের ইসলাম গ্রহণ না করাকে তাদের মধ্যকার কারণ (عِلَّتْ) হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। আর এটাই যুক্তিযুক্ত।

وَنَحْنُ نَقُوْلُ هٰذَا فِىْ وَضْعِهٖ فَاسِدٌ لِاَنَّ الْاِسْلَامَ عُرِفَ عَاصِمًا لِلْحُقُوْقِ لَا رَافِعًا لَهَا فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُعْرَضَ الْاِسْلَامُ عَلَى الْاٰخَرِ فَاِنْ اَسْلَمَ بَقِىَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَاِلَّا تُضَافُ الْفُرْقَةُ اِلٰى اِبَاءِ الْاٰخَرِ وَهُوَ مَعْنًى مَعْقُوْلٌ صَحِيْحٌ وَهٰذَا اَىْ فَسَادُ الْوَضْعِ مِنْ اَقْوَى الْاِعْتِرَاضَاتِ اِذْ لَا يَسْتَطِيْعُ الْمُعَلِّلُ فِيْهَا مِنَ الْجَوَابِ بِخِلَافِ الْمُنَاقَضَةِ فَاِنَّهٗ يَلْجَأُ فِيْهَا اِلَى الْقَوْلِ بِالتَّاثِيْرِ وَبَيَانُ الْفَرْقِ وَلِهٰذَا قَدَّمَ عَلَيْهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ فَسَادِ الْاَدَاءِ فِى الشَّهَادَةِ فَاِنَّهٗ اِذَا اَفْسَدَ الْاَدَاءَ فِى الشَّهَادَةِ بِنَوْعِ مُخَالَفَةٍ لِلدَّعْوٰى لَا يَحْتَاجُ بَعْدَ ذٰلِكَ اِلٰى اَنْ يَتَفَحَّصَ عَنْ عَدَالَةِ الشَّاهِدِ وَصَلَاحِهٖ وَالْمُنَاقَضَةُ وَهِىَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْوَصْفِ الَّذِىْ اِدَّعٰى كَوْنَهٗ عِلَّةً وَيُعَبَّرُ عَنْ هٰذَا فِىْ عِلْمِ الْمُنَاظَرَةِ بِالنَّقْضِ وَاَمَّا الْمُنَاقَضَةُ فَهِىَ مُرَادِفَةٌ عِنْدَهُمْ لِلْمَنْعِ

كَقَوْلِ الشَّافِعِىِّ (رحـ) فِى الْوُضُوْءِ وَالتَّيَمُّمِ

اِنَّهُمَا طَهَارَتَانِ فَكَيْفَ اِفْتَرَقَا فِى النِّيَّةِ اَىْ لَا يَفْتَرِقَانِ فِى النِّيَّةِ فَاِذَا كَانَتِ النِّيَّةُ فَرْضًا فِى التَّيَمُّمِ بِالْاِتِّفَاقِ فَتَكُوْنُ فِى الْوُضُوْءِ كَذٰلِكَ ـ

সরল অনুবাদ : কিন্তু আমরা বলি যে, এ তা'লীলটি তার প্রণয়ন ও মূলগতভাবেই ফাসেদ। কেননা, মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে, মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন করার জন্য নয়। (তাহলে কিরূপে ইসলামকে অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ ও ইল্লত সাব্যস্ত করা যেতে পারে?) এ কারণে বিচ্ছেদের হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য সমীচীন এই যে, (একজনের ইসলাম গ্রহণের পর) দ্বিতীয়জনের সম্মুখে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। যদি দ্বিতীয়জনও ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে, তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ যথারীতি বহাল থাকবে। নতুবা (তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ কার্যকর করা হবে এবং) দ্বিতীয়জনের ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি-এর প্রতি এ বিচ্ছেদকে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। আর এ অস্বীকৃতির وَصْف-কে বিচ্ছেদের ইল্লত করা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার। ইল্লত প্রতিরোধের ক্ষেত্রে فَسَادُ الْوَضْعِ বা 'মূল ভিত্তি ফাসেদ হওয়া'-এর আপত্তিই সর্বাধিক শক্তিশালী আপত্তি। কেননা, তা প্রকাশিত হওয়ার পর ইল্লত পেশকারীর জন্য উত্তর প্রদান করার কোনো সুযোগই আর অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু مُنَاقَضَة এর বিপরীত। (যার আলোচনা পরে আসছে।) কেননা, ইল্লত পেশকারী তাতে এমন সব ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে যে, তা দ্বারা তার ইল্লতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং মূল ও বিরোধক্ষেত্র-এর পার্থক্যের কারণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) এটাকে مُنَاقَضَة -এর উপর অগ্রবর্তী করেছেন। ইল্লতের মূল ভিত্তি ফাসেদ হওয়ার উদাহরণ যেমন– সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে ফাসাদ পাওয়া যাওয়া। অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতা যদি সাক্ষ্য প্রদানের সময় দাবির বিপরীত কোনো কথা বলে সাক্ষ্যকে নষ্ট করে দেয়, তাহলে এটার পর সাক্ষ্যদাতার ন্যায়পরায়ণ অথবা সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে অনুসন্ধান করার কোনো আবশ্যকতা থাকে না। (দাবি নিজ হতেই অর্থহীন হয়ে পড়ে।)

৪. চতুর্থ প্রক্রিয়া হলো مُنَاقَضَة অর্থাৎ এ কথা প্রমাণ করা যে, যে وَصْف-কে ইল্লত পেশকারী ইল্লত সাব্যস্ত করেছে, তা ইল্লত হয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুকুম বিপরীত হয়ে থাকে। তর্কশাস্ত্রে এ مُنَاقَضَة-কে نَقْض নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর مُنَاقَضَة শব্দটি তর্কশাস্ত্রের পরিভাষায় مَنْع বা 'অস্বীকার করা'-এর সমার্থক (যা দাবির কোনো মকদ্দমার উপর দলিল তলব করাকে বলা হয়ে থাকে।) **যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এই বক্তব্য যে, অজু ও তায়াম্মুম উভয়টিই যখন** طَهَارَت **বা পবিত্রতা অর্জনের বেলায় মুশতারাক, তখন নিয়ত আবশ্যক হওয়ার বেলায় উভয়ে কিরূপে পৃথক হতে পারে?** অর্থাৎ নিয়তের ক্ষেত্রে উভয়ের হুকুম পৃথক পৃথক হতে পারে না। সুতরাং যদ্রূপ তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে নিয়ত ফরজ, তদ্রূপ অজুর মধ্যেও নিয়ত ফরজ হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَنَحْنُ نَقُوْلُ কিন্তু আমরা বলি هٰذَا এ তা'লীলটি فِىْ وَضْعِهٖ এর প্রণয়ন ও মূলগতভাবেই فَاسِدٌ ফাসেদ لِاَنَّ الْاِسْلَامَ কেননা, ইসলামের عُرِفَ আবির্ভাব ঘটেছে عَاصِمًا সংরক্ষণ করার জন্য لِلْحُقُوْقِ মানুষের অধিকার لَا رَافِعًا لَهَا

মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন করার জন্য নয় فَيَنْبَغِي এ জন্য বিবেদদের হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য সমীচীন হলো أَنْ يُعْرَضَ الْإِسْلَامُ ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে عَلَى الْآخَرِ দ্বিতীয়জনের নিকট فَإِنْ أَسْلَمَ যদি ইসলাম গ্রহণ করে بَقِيَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا তাহলে উভয়ের মাঝে বিবাহ যথারীতি বহাল থাকবে وَإِلَّا অন্যথায় تُضَافُ সম্বন্ধযুক্ত করা হবে الْفُرْقَةُ বিবাহ বিচ্ছেদকে إِلَى إِبَاءِ الْآخَرِ দ্বিতীয়জনের অস্বীকৃতির দিকে وَهُوَ مَعْنًى আর এ অস্বীকৃতির وَصْفٌ-কে বিচ্ছেদের ইল্লাত সাব্যস্ত করা مَعْقُولٌ সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য صَحِيحٌ এবং বিশুদ্ধ وَهٰذَا আর এটা أَيْ অর্থাৎ فَسَادُ الْوَضْعِ মূল ভিত্তি ফাসেদ হওয়ার এ আপত্তি مِنْ أَقْوَى الْإِعْتِرَاضَاتِ সবচেয়ে শক্তিশালী আপত্তি إِذْ لَا يَسْتَطِيعُ কেননা, এতে কোনো সুযোগই থাকে না الْمُعَلِّلُ فِيهَا তা প্রকাশিত হওয়ার পর ইল্লাত পেশকারীর مِنَ الْجَوَابِ কোনো উত্তর প্রদানের بِخِلَافِ الْمُنَاقَضَةِ কিন্তু مُنَاقَضَة এর বিপরীত فَإِنَّهُ يَلْجَأُ فِيهَا কেননা, ইল্লাত পেশকারী তাতে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে إِلَى الْقَوْلِ بِالتَّأْثِيرِ এমন সব ব্যাখ্যার যার ফলে ইল্লতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া وَبَيَانُ الْفَرْقِ এবং মূল বিরোধের ক্ষেত্র এর পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে وَلِهٰذَا قَدَّمَ عَلَيْهَا এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) একে مُنَاقَضَة-এর উপর অগ্রবর্তী করেছেন فَإِنَّهُ إِذَا أَفْسَدَ কেননা, وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ আর এটা স্থলাভিষিক্ত فَسَادِ ফাসেদ হওয়া الْأَدَاءِ فِي الشَّهَادَةِ সাক্ষ্য আদায়ের ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা যখন নষ্ট করে ফেলে بِنَوْعٍ কোনো কথা বলে الْأَدَاءَ فِي الشَّهَادَةِ সাক্ষ্য দেওয়ার সময় مُخَالَفَةٍ বিপরীত لِلدَّعْوَى দাবির لَا يَحْتَاجُ আর কোনো আবশ্যকতা থাকে না بَعْدَ ذٰلِكَ এর পরে إِلَى أَنْ يَتَفَحَّصَ অনুসন্ধান করার ব্যাপারে عَنْ عَدَالَةِ ন্যায়পরায়ণতা الشَّاهِدِ সাক্ষীর وَصَلَاحِهِ এবং সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত হওয়া وَالْمُنَاقَضَةُ আর চতুর্থ প্রকার হলো মুনাকাযা وَهِيَ আর তা হলো تَخَلُّفُ الْحُكْمِ হুকুম বিপরীত হওয়া عَنِ الْوَصْفِ সে وصف হতে الَّذِي ادَّعَى যাকে দাবি করা হয়েছে كَوْنَهُ عِلَّةً ইল্লত পেশকারী وَيُعَبَّرُ عَنْ هٰذَا আর এ مُنَاقَضَة-কে আখ্যায়িত করা হয়ে فِي عِلْمِ الْمُنَاظَرَةِ তর্কশাস্ত্রের পরিভাষায় بِالنَّقْضِ নকয নামে وَأَمَّا الْمُنَاقَضَةُ আর مُنَاقَضَة শব্দটি فَهِيَ مُرَادِفَةٌ সমার্থক عِنْدَهُمْ তর্কশাস্ত্রবিদদের মতে لِلْمَنْعِ - مَنْع-এর كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ (رح) যেমন- ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য إِنَّهُمَا طَهَارَتَانِ যে উভয়টি পবিত্রতা অর্জনের فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ অজু ও তায়াম্মুম উভয়টি মুশতারাক فَكَيْفَ افْتَرَقَا তখন কিভাবে উভয়ে পৃথক হতে পারে فِي النِّيَّةِ নিয়ত আবশ্যক হওয়ার বেলায় أَيْ অর্থাৎ لَا يَفْتَرِقَانِ উভয়ে পৃথক হতে পারে না فِي النِّيَّةِ নিয়তের ক্ষেত্রে فَإِذَا كَانَتِ النِّيَّةُ অতএব নিয়ত যখন فَرْضًا ফরজ হচ্ছে فِي التَّيَمُّمِ তায়াম্মুমের মধ্যে بِالْإِتِّفَاقِ সর্বসম্মতিক্রমে فَتَكُونُ তখন নিয়ত হবে فِي الْوُضُوءِ অজুর মধ্যেও كَذٰلِكَ অনুরূপ তথা ফরজ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُنَاقَضَةُ وَهِيَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُنَاقَضَة-এর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। عِلَّة طَرْدِيَّة প্রতিরোধের তৃতীয় পদ্ধতি হলো مُنَاقَضَة আর তা হলো عِلَّة-এর উপস্থিতি সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে حُكْم না পাওয়া যাওয়া। مُنَاظَرَه শাস্ত্র বিশারদগণের পরিভাষায় এটা مَنْع (বারণ করা) শব্দের সমার্থক। যেমন- ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, অজু এবং তায়াম্মুম উভয় পবিত্রতার ব্যাপারে মুশতারিক বা যুগ্ম। এতদসত্ত্বেও এদের মধ্যে নিয়তের বেলায় পার্থক্য করা হবে কেন? অর্থাৎ তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত জরুরি আর অজুর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় হওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে। বরং যদ্রূপ তায়াম্মুমের মধ্যে সর্বসম্মতভাবে নিয়ত ফরজ তদ্রূপ অজুর মধ্যেও নিয়ত ফরজ হবে।

فَانَّهُ يَنْتَقِضُ بِغَسْلِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ فَانَّهُ اَيْضًا طَهَارَةٌ لِلصَّلٰوةِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ تَفْرِضَ النِّيَّةُ فِيْهِ فَلَابُدَّ حِيْنَئِذٍ اَنْ يَلْجِئَ الْخَصْمُ اِلٰى بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَالْقَوْلُ بِالتَّاثِيْرِ بِاَنَّ غَسْلَ الثَّوْبِ طَهَارَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ وَاِزَالَةُ النَّجَسِ حَقِيْقِىٌّ وَهُوَ مَعْقُوْلٌ لَا يَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ بِخِلَافِ الْوُضُوْءِ فَاِنَّهُ طَهَارَةٌ لِنَجَسٍ حُكْمِىٍّ وَهُوَ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ فَيَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ كَالتَّيَمُّمِ فَنَقُوْلُ فِىْ جَوَابِهِ اِنَّ زَوَالَ الطَّهَارَةِ بَعْدَ خُرُوْجِ النَّجَسِ اَمْرٌ مَعْقُوْلٌ لِاَنَّ الْبَدَنَ كُلَّهُ يَتَنَجَّسُ بِخُرُوْجِ الْبَوْلِ وَالْمَنِىِّ بِسَوَاءٍ ـ

সরল অনুবাদ : কিন্তু তাঁদের এ দাবি কাপড় **ধৌতকরণ ও শরীর ধৌতকরণ-এর মাসআলা দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যায়।** কেননা, এ দু'টির পবিত্রতাও নামাজের জন্য আবশ্যক। এ জন্য (ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর তা'লীল অনুযায়ী) তাদের মধ্যেও নিয়ত ফরজ হওয়া উচিত। (অথচ কোনো ইমামের নিকটই এ দু'টির পবিত্রকরণে নিয়ত শর্ত নয়।) এ مُنَاقَضَة হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য শাফেয়ীগণ অজু এবং কাপড় ও শরীর ধৌতকরণ-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে বাধ্য হবেন এবং ইল্লতের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট করতে সচেষ্ট হবেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা এটা বলতে পারেন যে, কাপড় ধৌতকরণের মধ্যে নাজাসাতে হাকীকী দূরীভূত করে হাকীকী পবিত্রতা অর্জন করা যায়, আর এটা সাক্ষাৎ যুক্তি ও বিবেকসম্মত। এ জন্য নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু অজু এটার বিপরীত। তাতে নাজাসাতে হুকমী হতে পবিত্রতা অর্জন করা হয় এবং এভাবে নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহের ধৌতকরণ দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হওয়া এটা কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার নয়; (বরং শুধুমাত্র ইবাদত সংক্রান্ত ব্যাপার)। এ জন্য তন্মধ্যে নিয়তের প্রয়োজন হবে। যদ্রূপ তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে (এটার পবিত্রতা যৌক্তিক না হওয়ার কারণে)। কিন্তু আমরা হানাফীগণের পক্ষ হতে এটার উত্তর এই যে, নাজাসাত বহির্গত হওয়া দ্বারা শরীরের পবিত্রতা দূরীভূত হয়ে যাওয়া– এটা একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়। কেননা, শুক্র নির্গমন দ্বারা যদ্রূপ সারা দেহ নাপাক হয়ে যায়, তদ্রূপ প্রস্রাব ইত্যাদি নাজাসাত বহির্গত হওয়া দ্বারাও সারাটা দেহ অপবিত্র হয়ে যায়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَانَّهُ يَنْتَقِضُ কিন্তু তাদের এ দাবি খণ্ডিত হয়ে যায় بِغَسْلِ ধৌতকরণের মাসআলা দ্বারা الثَّوْبِ কাপড় وَالْبَدَنِ এবং শরীর فَانَّهُ اَيْضًا طَهَارَةٌ কেননা, এ দু'টির পবিত্রতাও لِلصَّلٰوةِ নামাজের জন্য আবশ্যক فَيَنْبَغِىْ কাজেই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কথা অনুযায়ী আবশ্যক হবে اَنْ تَفْرِضَ ফরজ হওয়া النِّيَّةُ فِيْهِ এদের মধ্যেও নিয়ত فَلَابُدَّ حِيْنَئِذٍ কাজেই এমতাবস্থায় বাধ্য হবেন مُنَاقَضَة হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য الْخَصْمُ শাফেয়ীগণ اِلٰى بَيَانِ বর্ণনা করতে এ اَنْ يَلْجِئَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا অজু এবং কাপড় ও শরীর ধৌতকরণের মধ্যে পার্থক্য وَالْقَوْلُ بِالتَّاثِيْرِ এবং ইল্লতের প্রভাব প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট করতে সচেষ্ট হবেন بِاَنَّ উদাহরণ স্বরূপ ধৌতকরণ الثَّوْبِ কাপড় طَهَارَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ প্রকৃত পবিত্রতা অর্জন করা যায় وَاِزَالَةُ দূরীভূত করা হয় النَّجَسِ غَسْلَ নাজাসাতে হাকীকী وَهُوَ مَعْقُوْلٌ আর এটা সাক্ষাৎ যুক্তি ও বিবেকসম্মত لَا يَحْتَاجُ যার ফলে প্রয়োজন হয় না حَقِيْقِىٌّ اِلَى النِّيَّةِ নিয়তের بِخِلَافِ الْوُضُوْءِ কিন্তু অজু এর বিপরীত فَاِنَّهُ طَهَارَةٌ কেননা, এতে পবিত্রতা অর্জন করা যায় لِنَجَسٍ حُكْمِىٍّ নাজাসাতে হুকমীর وَهُوَ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ এটা কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার নয় فَيَحْتَاجُ ফলে প্রয়োজন হবে اِلَى النِّيَّةِ নিয়তের كَالتَّيَمُّمِ এ কারণে তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়তের প্রয়োজন হবে فَنَقُوْلُ অতঃপর আমরা বলবো فِىْ جَوَابِهِ এর জবাবে اِنَّ زَوَالَ দূরীভূত হয়ে যাওয়া الطَّهَارَةِ শরীরের পবিত্রতা بَعْدَ خُرُوْجِ বাহির হওয়ার পর النَّجَسِ নাজাসাত اَمْرٌ مَعْقُوْلٌ এটা একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিষয় لِاَنَّ الْبَدَنَ كُلَّهُ কেননা, পুরো শরীর يَتَنَجَّسُ অপবিত্র হয়ে যায় بِخُرُوْجِ বের হওয়ার দ্বারা الْبَوْلِ পেশাব وَالْمَنِىِّ এবং বীর্য بِسَوَاءٍ একই সমান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَانَّهُ يَنْتَقِضُ بِغَسْلِ الثَّوْبِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُنَاقَضَة-এর উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, যেহেতু তায়াম্মুমের ন্যায় অজুও পবিত্রতার মাধ্যম, সেহেতু তায়াম্মুমের মতো অজুর মধ্যেও নিয়ত শর্ত ও ফরজ হবে। এটার ব্যাপারে আমরা হানাফীরা বলি যে, তাহলে কাপড় ও শরীরের পবিত্রকরণ তো নামাজের জন্য শর্ত কাজেই এদের মধ্যেও নিয়ত ফরজ হওয়া আবশ্যক। অথচ কেউ (এমনকি তোমরা শাফেয়ীরাও) এতদুভয়ের মধ্যে নিয়তকে শর্ত (ফরজ) বল না।

অবশ্য এর জবাবে শাফেয়ীগণ বলতে পারেন যে, কাপড় ও শরীর পবিত্রকরণের জন্য ধৌত করার মধ্যে হাকীকী নাজাসাত দূর করে হাকীকী পবিত্রতা অর্জন হয়ে থাকে। আর এটা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। এটার জন্য নিয়তের প্রয়োজন হয় না। অথচ অজুর ব্যাপারটি এটার বিপরীত। কেননা, এটার দ্বারা হুকমী নাজাসাত হতে পবিত্রতা অর্জন হয়ে থাকে। আর তার রহস্য আকলের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না। কাজেই তাতে নিয়তের একান্ত প্রয়োজন যেমন তায়াম্মুমের মধ্যে হয়ে থাকে।

আমাদের হানাফীগণের মতে অজুর বিষয়টি যুক্তিমুক্ত। কেননা, নাজাসাত বের হওয়ার কারণে শরীর অপবিত্র হওয়া আকল দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। এ জন্যই বীর্য বের হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ শরীর (পবিত্র করার জন্য) ধৌত করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর তা সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে এতে গোসল করা অসুবিধাজনক ও নেহায়েত কষ্টকরও নয়। পক্ষান্তরে প্রস্রাব ইত্যাদির দ্বারাও সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা গোসল করা ফরজ হলে তাতে লোকজন অসুবিধার সম্মুখীন হবে। কেননা, তা অধিক মাত্রায় সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং এ অসুবিধা হতে পরিত্রাণের জন্য অঙ্গ চতুষ্টয়, তথা হাতদ্বয় পা ও মাথা ধৌতকরণের حُكْم দেওয়া হয়েছে। যদিও এদের ধৌতকরণের উপর ক্ষান্ত হওয়া অযৌক্তিক, অথচ শরীর নাপাক হওয়া এবং পানির মাধ্যমে নাজাসাত দূর করা যুক্তিসঙ্গত বিষয়। কাজেই এর মধ্যে নিয়তের প্রয়োজন নেই। এটা মাটির বিপরীত। কেননা, মূলত এটা সন্দেহযুক্ত এবং মজ্জাগতভাবে অপবিত্র। কাজেই এতে নিয়তের প্রয়োজন হবে।

وَلٰكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَنِىُّ اَقَلَّ اِخْرَاجًا وَجَبَ الْغُسْلُ فِيْهِ لِتَمَامِ الْبَدَنِ بِلَا حَرَجٍ بِخِلَافِ الْبَوْلِ فَاِنَّهُ لَمَّا كَانَ اَكْثَرَ خُرُوْجًا وَفِىْ غَسْلِ كُلِّ الْبَدَنِ بِكُلِّ مَرَّةٍ حَرَجٌ عَظِيْمٌ لَا جَرَمَ يُقْتَصَرُ عَلَى الْاَعْضَاءِ الْاَرْبَعَةِ الَّتِىْ هِىَ اُصُوْلُ الْبَدَنِ فِى الْحُدُوْدِ وَ وُقُوْعُ الْاٰثَامِ مِنْهُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ فَالْاِقْتِصَارُ عَلَى الْاَعْضَاءِ الْاَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ وَاَمَّا نَجَاسَةُ الْبَدَنِ وَاِزَالَةُ الْمَاءِ لَهَا فَاَمْرٌ مَعْقُوْلٌ فَلَا يَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ بِخِلَافِ التُّرَابِ لِاَنَّهُ مُلَوِّثٌ فِىْ نَفْسِهٖ غَيْرُ مُطَهِّرٍ بِطَبْعِهٖ فَلِذَا يَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ وَاَمَّا الْمُؤَثِّرَةُ فَلَيْسَ لِلسَّائِلِ فِيْهَا بَعْدَ الْمُمَانَعَةِ اِلَّا الْمُعَارَضَةُ فِيْهِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّهُ تَجْرِىْ فِيْهَا الْمُمَانَعَةُ وَمَا قَبْلَهَا اَعْنِى الْقَوْلُ بِمُوْجَبِ الْعِلَّةِ وَلَا يَجْرِىْ فِيْهَا مَا بَعْدَهَا لِاَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الْمُنَاقَضَةَ وَفَسَادُ الْوَضْعِ بَعْدَ مَا ظَهَرَ اَثَرُهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْاِجْمَاعِ لِاَنَّ هٰؤُلَاءِ الثَّلٰثَةَ لَا تَحْتَمِلُ الْمُنَاقَضَةَ وَفَسَادَ الْوَضْعِ فَكَذَا التَّاْثِيْرُ الثَّابِتُ بِهَا اَمَّا مِثَالُ مَا ظَهَرَ اَثَرُهُ بِالْكِتَابِ مَا قُلْنَا فِى الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ اِنَّهُ نَجَسٌ خَارِجٌ فَكَانَ حَدَثًا فَاِنْ طُوْلِبْنَا بِبَيَانِ الْاَثَرِ قُلْنَا ظَهَرَ تَاْثِيْرُهُ مَرَّةً فِى السَّبِيْلَيْنِ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ -

সরল অনুবাদ : কিন্তু যেহেতু বীর্য বহির্গত হওয়ার ঘটনা খুব কমই সংঘটিত হয়, এ জন্য তদ্দরুন সমগ্র দেহ ধৌত করা ওয়াজিব হয়েছে। কারণ, তাতে কোনো অসুবিধা ও বিড়ম্বনা দেখা দেয় না। কিন্তু প্রস্রাব এটার বিপরীত। কারণ, তা বারবার বহির্গত হয়। সুতরাং তজ্জন্য প্রতিবারই সমগ্র দেহ ধৌত করার মধ্যে বিরাট অসুবিধা দেখা দিত। এ জন্য অসুবিধা পরিহারকল্পে এটার পবিত্রতার জন্য শুধু সেই অঙ্গ চতুষ্টয়কে ধৌত করাই যথেষ্ট বিবেচনা করা হয়েছে, যা দেহের চৌহদ্দী এবং যা দ্বারা পাপ সংঘটিত হওয়ার বিবেচনায় দেহের মৌল অঙ্গবিশেষ। অতএব, (সমগ্র দেহকে পবিত্র করার জন্য যদিও) অঙ্গ চতুষ্টয়ের উপর যথেষ্ট করা– এটা কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু (নাজাসাত বহির্গত হওয়ার কারণে) দেহ নাপাক হওয়া এবং পানি ব্যবহার করা দ্বারা নাজাসাত দূরীভূত হয়ে যাওয়া এটা একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়। সুতরাং এটার জন্য নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু মাটি এটার বিপরীত। কেননা, তা বাহ্যত দেহকে ধূলিমলিন করে এবং এটা তার মূলগঠন ও প্রকৃতির বিবেচনায় পবিত্রতার জন্য সৃষ্ট নয়। এ জন্য (পবিত্রতা অর্জনের জন্য তা ব্যবহার করার সময়) নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে। আর **عِلَّة مُؤَثِّرَة-এর প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় مُمَانَعَة-এর পর مُعَارَضَة ছাড়া আপত্তিকারী অন্য কোনো প্রক্রিয়া পেশ করতে পারে না।** এখানে بَعْدَ الْمُمَانَعَةِ দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, عِلَّة مُؤَثِّرَة-এর মধ্যে عِلَّة طَرْدِيَّة-এর উল্লিখিত প্রতিরোধ প্রক্রিয়াসমূহের মধ্য হতে শুধু مُمَانَعَة এবং এটার পূর্বে উল্লিখিত প্রকার قَوْلٌ بِمُوْجَبِ الْعِلَّة এ দু'টিই পাওয়া যেতে পারে। এদের পর আরো যে দু'টি প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে, তা عِلَّة مُؤَثِّرَة-এর মধ্যে কার্যকর হতে পারে না। **কেননা, কুরআন, হাদীস ও ইজমার মাধ্যমে ইল্লতের প্রভাব প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার পর এটা আর فَسَاد وَضْع ও مُنَاقَضَة-এর কোনো সম্ভাবনা রাখে না।** এ জন্য যে, স্বয়ং তাতে مُنَاقَضَة অথবা فَسَاد وَضْع-এর দাবি কার্যকর হবে না। কিতাবুল্লাহ দ্বারা ইল্লতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার উদাহরণে আমাদের বক্তব্য এই যে, গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গ দ্বারা ব্যতীত অন্যস্থান হতে নির্গমনকারী বস্তু (রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি) যেহেতু অপবিত্র ও দেহ হতে নির্গমনকারী, এ জন্য তা অজু ভঙ্গকারী হবে। এখন যদি কেউ আমাদের নিকট এ ইল্লত (নাজাসাত বহির্গত হওয়া)-এর প্রতিক্রিয়া বর্ণনার দাবি করে, তাহলে আমরা বলবো যে, কুরআনের নস اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ দ্বারা مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ-এর মধ্যে এটার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়ে গেছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلٰكِنْ لَمَّا কিন্তু যখন كَانَ الْمَنِىُّ বীর্য اَقَلَّ খুব কম সময়েই اِخْرَاجًا বের হয় وَجَبَ ফলে ওয়াজিব হবে الْغُسْلُ فِيْهِ এ কারণে ধৌত করা لِتَمَامِ الْبَدَنِ পুরো শরীর بِلَا حَرَجٍ কেননা, এতে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না بِخِلَافِ الْبَوْلِ কিন্তু পেশাব এর বিপরীত فَاِنَّهُ لَمَّا كَانَ اَكْثَرَ خُرُوْجًا কেননা, এটা বারবার নির্গত হয় وَفِىْ غَسْلِ এ জন্য ধৌত করা كُلِّ الْبَدَنِ পুরো শরীর بِكُلِّ مَرَّةٍ প্রত্যেকবার حَرَجٌ عَظِيْمٌ বিরাট অসুবিধা لَا جَرَمَ নিঃসন্দেহে يُقْتَصَرُ এ কারণে এ অসুবিধা পরিহারের

জন্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে তথা যথেষ্ট মনে করা হয়েছে عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ অঙ্গ চতুষ্টয়ের ধৌতকরণই الَّتِى هِىَ যে অঙ্গগুলো হলো أُصُوْلُ الْبَدَنِ শরীরের মূল فِى الْحُدُوْدِ চৌহদ্দী وَ وُقُوْعُ এবং এগুলো দ্বারা সংঘটিত হয় الْآثَامِ مِنْهُ পাপসমূহ دَفْعًا পরিহার কল্পে وَأَمَّا অসুবিধা لِلْحَرَجِ فَالْاِقْتِصَارُ অতএব যথেষ্ট করা عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ অঙ্গ চতুষ্টয়ের উপর غَيْرُ مَعْقُوْلٍ যুক্তিযুক্ত ব্যাপার নয় نَجَاسَةٌ কিন্তু অপবিত্র হওয়া وَإِزَالَةُ الْبَدَنِ শরীর الْمَاءِ لَهَا পানি দ্বারা وَإِزَالَةُ এবং তা দূরীভূত হওয়া فَأَمْرٌ مَعْقُوْلٌ এটা একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিষয় لِأَنَّهُ مُلَوِّثٌ فِىْ نَفْسِهِ সুতরাং এর জন্য প্রয়োজন নেই إِلَى النِّيَّةِ নিয়তের بِخِلَافِ التُّرَابِ কিন্তু মাটি এর বিপরীত فَلَا يَحْتَاجُ কেননা, তা বাহ্যত দেহকে ধূলিমলিন করে দেয় غَيْرُ مُطَهِّرٍ এটা পবিত্রতার জন্য সৃষ্ট নয় بِطَبْعِهِ মূল গঠনগত فَلِذَا يَحْتَاجُ এ জন্য প্রয়োজন রয়েছে إِلَى النِّيَّةِ নিয়তের وَأَمَّا الْمُؤَثِّرَةُ আর ইল্লতে মুআছ্ছিরাহ فَلَيْسَ لِلسَّائِلِ فِيْهَا আপত্তিকারী কোনো প্রক্রিয়া পেশ করতে পারে না بَعْدَ الْمُمَانَعَةِ মুমানাআতের পর إِلَّا الْمُعَارَضَةُ মু'আরাযা ব্যতীত فِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى এখানে بَعْدَ الْمُمَانَعَةِ দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে أَنَّهُ تَجْرِىْ فِيْهَا যে এটার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে الْمُمَانَعَةُ মুমানাআত وَمَا قَبْلَهَا এবং এর পূর্বে উল্লিখিত প্রকার وَلَا يَجْرِىْ فِيْهَا الْقَوْلُ بِمُوْجَبِ الْعِلَّةِ এটি أَعْنِى الْقَوْلُ بِمُوْجَبِ الْعِلَّةِ অর্থাৎ আর এর মধ্যে কার্যকর হতে পারে না مَا بَعْدَهَا এদের পরে (আরো যে দু'টি প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে) لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ কেননা, এটা কোনো সম্ভাবনা রাখে না الْمُنَاقَضَةَ وَفَسَادَ الْوَضْعِ মুনাকাযা ও ফাসাদে ওয়াযয়ের بَعْدَ مَا ظَهَرَ প্রকাশিত হওয়ার পর أَثَرُهَا ইল্লতের প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ কুরআন, হাদীস ও ইজমার মাধ্যমে لِأَنَّ هٰؤُلَاءِ الثَّلٰثَةَ কেননা, এ তিনটির প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার পর لَا تَحْتَمِلُ الْمُنَاقَضَةَ وَفَسَادَ الْوَضْعِ মুনাকাযা ও ফাসাদে ওয়াযয়ের সম্ভাবনা রাখে না فَكَذَا التَّأْثِيْرُ সুতরাং যে ইল্লতের প্রভাব مَا ظَهَرَ তাদের মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে তাতেও نَقْض ও فَسَاد وَضْع -এর দাবি কার্যকর হবে না أَمَّا مِثَالُ অতএব উদাহরণ الثَّابِتِ بِهَا ইল্লতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার بِالْكِتَابِ কিতাবুল্লাহ দ্বারা مَا قُلْنَا আমাদের বক্তব্য এই যে فِى الْخَارِجِ অন্য স্থান হতে أَثَرُهُ নির্গমনকারী বস্তু مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ গুহ্যদ্বার ও লজ্জাস্থান ব্যতীত إِنَّهُ نَجَسٌ এগুলো অপবিত্র خَارِجٌ ও দেহ হতে নির্গমনকারী فَكَانَ حَدَثًا এ জন্য এগুলো অজু ভঙ্গকারী হবে فَإِنْ طُوْلِبْنَا এখন যদি কেউ আমাদের থেকে দাবি করে بِبَيَانِ বর্ণনা الْأَثَرِ ইল্লতের প্রতিক্রিয়া فِى السَّبِيْلَيْنِ তাহলে আমরা বলবো ظَهَرَ تَأْثِيْرُهُ এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়ে গেছে مَرَّةً একবার قُلْنَا উভয় রাস্তা সম্পর্কে أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ মহান আল্লাহর بِقَوْلِهِ تَعَالٰى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ এ বাণী দ্বারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمُؤَثِّرَةُ فَلَيْسَ لِلسَّائِلِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে عِلَّة مُؤَثِّرَة -এর প্রতিরোধ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, চারভাবে عِلَّة طَرْدِيَّة-কে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এখানে عِلَّة مُؤَثِّرَة-কে প্রতিরোধ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, عِلَّة طَرْدِيَّة-কে প্রতিরোধকারী চতুষ্টয় পদ্ধতির মধ্য হতে কেবল প্রথমোক্ত দু'টি পদ্ধতি তথা مُمَانَعَة ও الْقَوْلُ بِمُوْجَبِ الْعِلَّة -এর মাধ্যমে عِلَّة مُؤَثِّرَة -কে প্রতিরোধ করা সম্ভব। অবশিষ্ট শেষোক্ত দু'টি তথা مُنَاقَضَة ও فَسَاد وَضْع -এর মাধ্যমে عِلَّة -এর প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নয়। কেননা, عِلَّة مُؤَثِّرَة বলে যে عِلَّة -এর মধ্যে কুরআন, হাদীস ও ইজমার تَأْثِيْر প্রতিক্রিয়া সাব্যস্ত হয়েছে। আর এটার দ্বারা সাব্যস্তকৃত تَأْثِيْر -এর মধ্যে فَسَاد وَضْع থাকতে পারে না। কিংবা অন্য কিছুর মাধ্যমে এটার نَقْض -ও সম্ভব নয়।

আর কিতাবুল্লাহর দ্বারা যার تَأْثِيْر ব্যক্ত হয়েছে তার উদাহরণ হিসেবে আমরা বলি যে, পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তা ব্যতীত অন্য স্থলে যা রক্ত পুঁজ ইত্যাদি নির্গত হবে তা অপবিত্র এবং নির্গত হওয়ার কারণে অজু ভঙ্গকারী হবে। আল্লাহর বাণী- أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ (অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা-প্রস্রাবখানা হতে আগমন করে)-এর দ্বারা পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তায় এটার (প্রতিক্রিয়া) ব্যক্ত হয়েছে। কাজেই অন্যত্র (নাজাসাত হওয়ার কারণে) এটার প্রতিক্রিয়া সাব্যস্ত হবে।

وَمِثَالُ مَا ظَهَرَ اَثَرُهُ بِالسُّنَّةِ مَا قُلْنَا فِىْ سُؤْرِ سَوَاكِنِ الْبُيُوْتِ اِنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ قِيَاسًا عَلٰى سُؤْرِ الْهِرَّةِ بِعِلَّةِ الطَّوَافِ فَاِنْ طُوْلِبْنَا بِبَيَانِ تَاْثِيْرِهٖ قُلْنَا ثَبَتَ تَاْثِيْرُهُ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ وَمِثَالُ مَا ظَهَرَ اَثَرُهُ بِالْاِجْمَاعِ مَا قُلْنَا بِاَنَّهُ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِى الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ لِاَنَّ فِيْهِ تَفْوِيْتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْكَمَالِ فَاِنْ طُوْلِبْنَا بِبَيَانِ تَاْثِيْرِهٖ قُلْنَا اِنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ شُرِعَ زَاجِرًا لَا مُتْلِفًا بِالْاِجْمَاعِ وَفِىْ تَفْوِيْتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ اِتْلَافٌ ـ

সরল অনুবাদ : আর সুন্নাত দ্বারা ইল্লতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার উদাহরণে আমরা বলি যে, গৃহে অবস্থানকারী প্রাণীসমূহের উচ্ছিষ্ট নাপাক না হওয়ার যে দাবি করি, তা গৃহে চলাফেরা করার ইল্লত দ্বারা বিড়ালের উচ্ছিষ্টের উপর কিয়াস করে বলে থাকি। এক্ষেত্রে যদি আমাদের নিকট হতে عِلَّتِ طَوَافْ-এর প্রতিক্রিয়া বর্ণনার দাবি করা হয়, তাহলে আমরা বলবো যে, হাদীস– اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَ الطَّوَّافَاتِ দ্বারা এটার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়ে গেছে। আর ইজমা দ্বারা ইল্লতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার উদাহরণে আমরা বলি যে, যদি চোর তৃতীয়বার চুরি করে, তাহলে (পূর্ববর্তী দু'টি চুরির মধ্যে একটি হাত ও একটি পা কর্তিত হওয়ার পর এখন দ্বিতীয়) হাত কর্তন করা হবে না। কেননা, এমনটি করলে হাতের উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাবে। এখন যদি আমাদের নিকট এ ইল্লতের প্রতিক্রিয়া বর্ণনার দাবি করা হয়, তাহলে এটার উত্তরে বলবো, এটা সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত যে, চুরির নির্ধারিত দণ্ড مَشْرُوْع হওয়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করা, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে নষ্ট ও সম্পূর্ণ বেকার করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। আর তৃতীয়বার হস্তকর্তন দ্বারা হাতের উপকারিতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে চোরকে পরিপূর্ণরূপে বেকার করে ফেলা অনিবার্য হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثَالُ আর উদাহরণ مَا ظَهَرَ اَثَرُهُ ইল্লতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার بِالسُّنَّةِ সুন্নত দ্বারা مَا قُلْنَا যা আমরা বলি فِىْ سُؤْرِ উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে سَوَاكِنِ অবস্থানকারী প্রাণীসমূহ الْبُيُوْتِ গৃহে اِنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ এদের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয় قِيَاسًا কিয়াস করে عَلٰى سُؤْرِ الْهِرَّةِ বিড়ালের উচ্ছিষ্টের উপর بِعِلَّةِ ইল্লতের কারণে الطَّوَافِ গৃহে চলাফেরা করার فَاِنْ طُوْلِبْنَا এক্ষেত্রে যদি দাবি করা হয় بِبَيَانِ تَاْثِيْرِهٖ তওয়াফের ইল্লতের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা قُلْنَا তাহলে আমরা বলবো ثَبَتَ تَاْثِيْرُهُ এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ নবী করীম ﷺ-এর اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ এ বাণী দ্বারা وَمِثَالُ আর উদাহরণ مَا ظَهَرَ اَثَرُهُ ইল্লতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার بِالْاِجْمَاعِ ইজমা দ্বারা مَا قُلْنَا যা আমরা বলি بِاَنَّهُ لَا تُقْطَعُ হাত কর্তন করা হবে না يَدُ السَّارِقِ চোরের হাত فِى الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ তৃতীয়বার لِاَنَّ فِيْهِ تَفْوِيْتُ কেননা, এতে বিনষ্ট হয়ে যায় جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ হাতের উপকারিতা عَلَى الْكَمَالِ সম্পূর্ণরূপে فَاِنْ طُوْلِبْنَا এখন যদি আমাদের নিকট দাবি করা হয় بِبَيَانِ বর্ণনা تَاْثِيْرِهٖ এ ইল্লতের প্রতিক্রিয়া قُلْنَا তখন এর জবাবে আমরা বলবো اِنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ চুরির দণ্ড شُرِعَ প্রচলন করার মূল উদ্দেশ্য হলো زَاجِرًا শুধু ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করা لَا مُتْلِفًا মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনষ্ট করা নয় بِالْاِجْمَاعِ সর্বসম্মতিক্রমে وَفِىْ تَفْوِيْتِ আর তৃতীয়বার হাত কাটা দ্বারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ হাতের উপকারিতা اِتْلَافٌ চোরকে পরিপূর্ণরূপে বেকার করে ফেলা অনিবার্য হয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِثَالُ مَا ظَهَرَ اَثَرُهُ بِالسُّنَّةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে عِلَّةْ مُؤَثِّرَةْ-এর সাব্যস্ত হওয়ার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে عِلَّةْ مُؤَثِّرَةْ -এর تَاْثِيْر ব্যক্ত হতে পারে। কিতাবুল্লাহর দ্বারা এটার تَاْثِيْر সাব্যস্ত হওয়ার উদাহরণ এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সুন্নতের মাধ্যমে عِلَّةْ مُؤَثِّرَةْ-এর ব্যক্ত হওয়ার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, আমরা হানাফীরা বলি যে, যে গৃহপালিত জন্তুর উচ্ছিষ্ট পবিত্র, طَوَافْ-এর عِلَّةْ-এর মাধ্যমে তাকে আমরা বিড়ালের উচ্ছিষ্টের উপর কিয়াস করে থাকি, যা নবী করীম ﷺ-এর বাণী– اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ (অর্থাৎ 'বিড়াল তোমাদের আশেপাশে অধিক প্রদক্ষিণকারী'; কাজেই এটার উচ্ছিষ্ট হারাম করলে অসুবিধা হবে। এ জন্য এটার উচ্ছিষ্ট পবিত্র।) সুতরাং আমরা বলি যে, অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু যারা আমাদের আশেপাশে খাদ্যদ্রব্যের নিকট অধিক ঘোরাফেরা করে এদের উচ্ছিষ্টও এই একই কারণে পবিত্র হবে।

ইজমার দ্বারা যার تَاْثِيْر ব্যক্ত হয়েছে তার উদাহরণ হিসেবে আমাদের হানাফীগণের নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আমরা বলি যে, প্রথম ও দ্বিতীয়বার চুরির কারণে এক হাত ও এক পা কর্তন করার পর তৃতীয়বারের সময় তার অন্য হাতটি কর্তন করা হবে না। কেননা, ইজমার দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, শরিয়তে চুরির শাস্তির বিধান দমনার্থে করা হয়েছে। মানুষের কল্যাণকর অঙ্গুলি ধ্বংস করত তাদেরকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য এটার প্রবর্তন করা হয়নি। অথচ তৃতীয়বারে হাত কর্তন করে দেওয়ার মাধ্যমে তাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়।

ثُمَّ اَنَّ فَسَادَ الْوَضْعِ لَا يَتَّجِهُ عَلَى الْعِلَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ وَاَمَّا الْمُنَاقَضَةُ فَاِنَّهَا تَتَّجِهُ عَلَيْهِ صُوْرَةً وَاِنْ لَمْ تَتَّجِهْ عَلَيْهَا حَقِيْقَةً وَاِلَيْهِ اَشَارَ بِقَوْلِهِ لٰكِنَّهُ اِذَا تُصُوِّرَ مُنَاقَضَةً يَجِبُ دَفْعُهَا بِطُرُقٍ اَرْبَعَةٍ وَهِيَ الدَّفْعُ بِالْوَصْفِ ثُمَّ بِالْمَعْنَى الثَّابِتِ بِالْوَصْفِ ثُمَّ بِالْحُكْمِ ثُمَّ بِالْغَرْضِ عَلَى مَا يَأْتِيْ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ اَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ كُلِّ نَقْضٍ بِطُرُقٍ اَرْبَعَةٍ بَلْ يَجِبُ دَفْعُ بَعْضِ النُّقُوْضِ بِبَعْضِ الطُّرُقِ وَبَعْضُهَا بِبَعْضٍ اٰخَرَ مِنْهَا وَالْمَجْمُوْعُ يَبْلُغُ اَرْبَعَةً فَالتَّعْلِيْلُ بِالْعِلَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ وَاِيْرَادُ النَّقْضِ الصُّوْرِيِّ عَلَيْهَا وَ دَفْعُهُ كَمَا تَقُوْلُ فِي الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ اِنَّهُ نَجِسٌ خَارِجٌ فَكَانَ حَدَثًا كَالْبَوْلِ فَيُوْرَدُ عَلَيْهِ اَيْ عَلَى هٰذَا التَّعْلِيْلِ بِالنَّقْضِ مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِيِّ (رح) مَا اِذَا لَمْ يَسِلْ فَاِنَّهُ نَجِسٌ خَارِجٌ وَلَيْسَ بِحَدَثٍ فَنَدْفَعُهُ اَوَّلًا بِالْوَصْفِ اَيْ نَدْفَعُ هٰذَا النَّقْضَ بِالطَّرِيْقَيْنِ الْاَوَّلُ بِعَدَمِ الْوَصْفِ وَهُوَ اَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ بَلْ بَادٍ لِاَنَّ تَحْتَ كُلِّ جِلْدَةٍ دَمًا فَاِذَا زَالَتِ الْجِلْدَةُ ظَهَرَ الدَّمُ فِيْ مَكَانِهِ وَلَمْ يَخْرُجْ وَلَمْ يَنْتَقِلْ مِنْ مَوْضِعٍ اِلَى مَوْضِعٍ بِخِلَافِ الدَّمِ السَّائِلِ فَاِنَّهُ كَانَ فِي الْعُرُوْقِ وَانْتَقَلَ اِلَى فَوْقِ الْجِلْدِ وَخَرَجَ عَنْ مَوْضِعِهِ -

সরল অনুবাদ : মোটকথা, عِلَّة مُؤَثِّرَة-এর উপর فَسَاد وَضع-এর আপত্তি তো মোটেই উত্থাপিত হতে পারে না। তদ্রূপ প্রকৃতভাবে مُنَاقَضَة-এর আপত্তিও উত্থাপিত হতে পারে না। অবশ্য বাহ্যত কখনো কখনো এটার উপর مُنَاقَضَة-এর আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। যার প্রতি গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কওল দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন; **কিন্তু যখন** عِلَّة مُؤَثِّرَة-**এর উপর** مُنَاقَضَة-**এর অবস্থা দেখা দিবে, তখন দলিল পেশকারীর পক্ষ হতে তাকে এ প্রক্রিয়া চতুষ্টয় দ্বারা প্রতিরোধ করা আবশ্যক হবে।** আর সেই প্রক্রিয়া চতুষ্টয় হলো– ১. وَصْف-এর মাধ্যমে প্রতিরোধ, ২. وَصْف দ্বারা সাব্যস্ত অর্থের মাধ্যমে প্রতিরোধ, ৩. হুকুমের মাধ্যমে প্রতিরোধ ও ৪. غَرض-এর মাধ্যমে প্রতিরোধ, যার বিবরণ পরে আসছে। গ্রন্থকার (র.)-এর উল্লিখিত ইবারতের অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক আপত্তিকেই এই প্রক্রিয়া চতুষ্টয় দ্বারা প্রতিরোধ করা আবশ্যক; বরং কোনো আপত্তিকে কোনো একটি প্রক্রিয়া দ্বারা এবং অপর আপত্তিকে অন্য একটি প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিরোধ করা ওয়াজিব। অবশ্য প্রতিরোধের এই প্রকার চতুষ্টয়ের সমষ্টিগত সংখ্যা চার পর্যন্ত পৌঁছায়। সুতরাং عِلَّة مُؤَثِّرَة দ্বারা দলিল পেশ করা ও এটার উপর বাহ্যত আপত্তি উত্থাপিত হওয়া এবং এই আপত্তি খণ্ডন করার বিস্তারিত উদাহরণ হলো– **যেমন, তোমার এরূপ বলা যে, গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গদ্বার ভিন্ন অন্যস্থান হতে নির্গত নাজাসাতের মধ্যে যেহেতু নাজাসাত বহির্গত হওয়ার ইল্লত পাওয়া যাচ্ছে, এ জন্য তা অজু ভঙ্গকারী হবে। যদ্রূপ প্রস্রাব বহির্গত হওয়া অজু ভঙ্গকারী। সুতরাং এটার উপর আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে।** অর্থাৎ, শাফেয়ীগণের পক্ষ হতে এই তা'লীলের উপর আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। সেই অবস্থায় যে, যখন নাজাসাত বহির্গত হয়ে শরীরে প্রবাহিত না হয়। এটা কারো নিকট অজু ভঙ্গকারী নয়। অথচ তাতে নাজাসাত বহির্গত হওয়ার ইল্লত পাওয়া গেছে। **তখন আমরা তাকে ১. প্রথমত** وَصْف-**এর মাধ্যমে প্রতিরোধ করব।** অর্থাৎ এই আপত্তিকে আমরা দু' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিরোধ করবো। ১. عَدَم وَصْف-এর মাধ্যমে অর্থাৎ প্রবাহিত না হওয়ার অবস্থায় নাজাসাত বহির্গত হওয়া, যা অজু ভঙ্গের ইল্লত তাই পাওয়া যায়নি; বরং এটা তো শুধু নাজাসাত প্রকাশিত হওয়া, বহির্গত হওয়া নয়। কেননা, দেহের প্রত্যেক জায়গায় চামড়ার নীচে রক্ত রয়েছে। যখন চামড়ার আবরণ অপসারিত হয়েছে, তখন রক্ত আপন জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। রক্ত স্বীয় জায়গা হতে বহির্গত হয়নি এবং এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়নি। কিন্তু প্রবাহিত রক্ত এটার বিপরীত, তাকে 'বহির্গত হয়েছে' বলা শুদ্ধ হবে। কেননা, তা রগের মধ্যে ছিল। আঘাত ইত্যাদির ফলে নিজ স্থান হতে বের হয়ে দেহের উপরিভাগে এসে গেছে।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ اَنَّ فَسَادَ الْوَضْعِ অতঃপর فَسَاد وَضع- এর আপত্তি لَا يَتَّجِهُ উত্থাপিত হতে পারে না عَلَى الْعِلَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ ইল্লতে مُؤَثِّرَة- এর উপর وَاَمَّا الْمُنَاقَضَةُ অবশ্য مُنَاقَضَة -এর উপর فَاِنَّهَا تَتَّجِهُ عَلَيْهِ এর উপর আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে صُوْرَةً বাহ্যিকভাবে وَاِنْ لَمْ تَتَّجِهْ عَلَيْهَا যদিও এর উপর আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না حَقِيْقَةً প্রকৃতভাবে

مُنَاقَضَةً যার প্রতি গ্রন্থকার ইঙ্গিত করেন بِقَوْلِهٖ গ্রন্থকারের নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা لٰكِنَّهٗ إِذَا تُصُوِّرَ কিন্তু যখন দেখা দিবে وَإِلَيْهِ أَشَارَ ইল্লতে وَهِىَ مُؤَثِّرَةٌ-এর উপর মুনাকাযার يَجِبُ তখন আবশ্যক হবে دَفْعُهَا একে প্রতিরোধ করা بِطُرُقٍ أَرْبَعَةٍ এ প্রক্রিয়া চতুষ্টয় দ্বারা আর সে প্রক্রিয়া চতুষ্টয় হলো اَلدَّفْعُ بِالْوَصْفِ ১. ওয়াসফের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা ثُمَّ بِالْمَعْنٰى ২. অতঃপর অর্থের মাধ্যমে প্রতিরোধ الثَّابِتِ بِالْوَصْفِ যা وصف দ্বারা সাব্যস্ত ثُمَّ بِالْحُكْمِ ৩. তারপর হুকুমের মাধ্যমে প্রতিরোধ ثُمَّ بِالْغَرَضِ ৪. তারপর উদ্দেশ্যের মাধ্যমে প্রতিরোধ عَلٰى مَا يَأْتِىْ যার বিবরণ পরে আসছে وَلَيْسَ مَعْنَاهُ গ্রন্থকারের উল্লিখিত ইবারতের অর্থ এই নয় যে أَنَّهٗ يَجِبُ আবশ্যক دَفْعُ প্রতিরোধ করা كُلِّ نَقْضٍ প্রত্যেক আপত্তিকে بِطُرُقٍ أَرْبَعَةٍ এ প্রক্রিয়া চতুষ্টয় দ্বারা بَلْ يَجِبُ বরং ওয়াজিব হবে دَفْعُ প্রতিরোধ করা بَعْضِ النُّقُوْضِ কোনো আপত্তিকে بِبَعْضِ الطُّرُقِ কোনো একটি প্রক্রিয়া وَبَعْضُهَا এবং অপর আপত্তিকে بِبَعْضٍ أُخَرَ مِنْهَا অন্য একটি প্রক্রিয়া দ্বারা وَالْمَجْمُوْعُ অতএব এ প্রকার চতুষ্টয়ের সমষ্টিগত সংখ্যা يَبْلُغُ পৌঁছায় أَرْبَعَةً চার পর্যন্ত فَالتَّعْلِيْلُ অতএব দলিল পেশ করা بِالْعِلَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ ইল্লতে মুআছছিরা দ্বারা وَإِيْرَادُ এবং এটার উপর উত্থাপন করা النَّقْضِ আপত্তি الصُّوْرِىِّ বাহ্যিক عَلَيْهَا এর উপর وَدَفْعُهٗ এবং এ আপত্তি খণ্ডন করার বিস্তারিত উদাহরণ হলো كَمَا تَقُوْلُ যেমনি তোমরা বলে থাক فِى الْخَارِجِ নির্গত বস্তুর ব্যাপারে مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনো স্থান হতে إِنَّهٗ نَجَسٌ যে এগুলো নাজাসাত خَارِجٌ যা বহির্গত فَكَانَ حَدَثًا এগুলো অজু ভঙ্গকারী হবে كَالْبَوْلِ যেমনি পেশাব বহির্গত হওয়া অজু ভঙ্গকারী فَيُوْرَدُ عَلَيْهِ সুতরাং এর উপর আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে أَىْ অর্থাৎ عَلٰى هٰذَا التَّعْلِيْلِ এ তা'লীলের উপর بِالنَّقْضِ আপত্তি مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِىِّ (رح) শাফেয়ীগণের পক্ষ হতে إِذَا مَا সে অবস্থায় যখন لَمْ يَسِلْ নাজাসাত বহির্গত হয়ে শরীরে প্রবাহিত না হয় فَإِنَّهٗ نَجَسٌ خَارِجٌ এতেও নাজাসাত বহির্গত হওয়ার ইল্লত পাওয়া গেছে وَلَيْسَ بِحَدَثٍ কিন্তু এটা কারো নিকট অজু ভঙ্গকারী নয় فَنَدْفَعُهٗ তখন আমরা একে প্রতিরোধ করবো أَوَّلًا প্রথমত بِالْوَصْفِ ওয়াসফের মাধ্যমে أَىْ অর্থাৎ نَدْفَعُ আমরা প্রতিরোধ করবো هٰذَا النَّقْضَ এ আপত্তিকে بِالطَّرِيْقَيْنِ দুই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে اَلْأَوَّلُ প্রথমত بِعَدَمِ الْوَصْفِ ওয়াসফ না পাওয়া যাওয়ার মাধ্যমে وَهُوَ আর তা হলো أَنَّهٗ لَيْسَ بِخَارِجٍ প্রবাহিত না হওয়ার অবস্থায় নাজাসাত বহির্গত হওয়া যা অজু ভঙ্গের কারণ তা পাওয়া যায়নি بَلْ بَادٍ বরং এটা শুধু নাজাসাত প্রকাশিত হওয়া বহির্গত হওয়া নয় لِأَنَّ تَحْتَ كُلِّ جِلْدَةٍ কেননা, দেহের প্রত্যেক জায়গায় চামড়ার নিচে রয়েছে دَمًا রক্ত فَإِذَا زَالَتْ যখন অপসারিত হয়ে যায় الْجِلْدَةُ চামড়ার আবরণ ظَهَرَ তখন প্রকাশিত হয় الدَّمُ রক্ত فِىْ مَكَانِهٖ তার নিজ স্থানে وَلَمْ يَخْرُجْ অথচ রক্ত আপন জায়গা হতে বহির্গত হয়নি وَلَمْ يَنْتَقِلْ এবং স্থানান্তরিত হয়নি مِنْ مَوْضِعٍ এক জায়গা হয়ে إِلٰى مَوْضِعٍ অন্য জায়গায় بِخِلَافِ কিন্তু এটার বিপরীত الدَّمِ السَّائِلِ প্রবাহিত রক্ত একে বহির্গত হয়েছে বলা শুদ্ধ হবে فَإِنَّهٗ كَانَ কেননা, এটা ছিল فِى الْعُرُوْقِ রগের মধ্যে وَانْتَقَلَ এবং স্থানান্তরিত হয়েছে إِلٰى فَوْقِ الْجِلْدِ দেহের তথা চামড়ার উপরিভাগে وَخَرَجَ এবং বের হয়ে পড়েছে عَنْ مَوْضِعِهٖ তার নিজ স্থান হতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهِىَ الدَّفْعُ بِالْوَصْفِ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে عِلَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ-এর উপর نَقْضٌ-এর খণ্ডন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, عِلَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ-এর উপর যদি مُنَاقَضَةٌ আরোপিত হয়, তাহলে নিম্নবর্ণিত চার পদ্ধতিতে একে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। ১. اَلدَّفْعُ بِالْوَصْفِ ২. اَلدَّفْعُ بِالْمَعْنٰى الثَّابِتِ بِالْوَصْفِ ৩. اَلدَّفْعُ بِالْحُكْمِ ৪. اَلدَّفْعُ بِالْغَرَضِ নিম্নে একটি উদাহরণের মাধ্যমে এর বিশদ বিবরণ দেওয়া হলো।

আমাদের হানাফীগণ বলেন যে, পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তা ব্যতীত অন্য স্থান দিয়ে যা রক্ত ও পুঁজ ইত্যাদি নির্গত হয় তা যেহেতু অপবিত্র সেহেতু এদের কারণে অজু বিনষ্ট হয়ে যাবে। পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত হওয়ার ব্যাপারে এটার تَأْثِيْر কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি পায়খানা বা প্রস্রাবখানা হতে আগমন করে আর পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পানি না পায়, তাহলে যেন পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নেয়। সুতরাং পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত অপবিত্র বস্তুও অপবিত্র ও নির্গত হওয়ার কারণে অজু ভঙ্গকারী হবে।

শাফেয়ীগণ نَقْض-এর মাধ্যমে এ تَعْلِيْل-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। সুতরাং তারা বলেছেন যে, রক্ত নির্গত হওয়ার পর প্রবাহিত না হলে তোমাদের মতেও অজু ভঙ্গ হয় না। অথচ এতেও অপবিত্রতা ও নির্গত হওয়া পাওয়া যায়। কাজেই তোমরা যে অপবিত্র ও নির্গত হওয়াকে অজু ভঙ্গের عِلَّة হিসেবে সাব্যস্ত করেছ তা সঠিক নয়। আমরা প্রথমত وَصْف (عِلَّة)-এর অনুপস্থিতির মাধ্যমে তাদের উপরিউক্ত اِعْتِرَاض-এর জবাব দিয়ে থাকি। অর্থাৎ আমরা বলি যে, উপরিউক্ত অবস্থায় রক্ত নির্গত হওয়া তথা عِلَّة পাওয়া যায়নি; বরং রক্ত প্রকাশিত হওয়া পাওয়া গেছে। কেননা, চামড়ার নিচে সর্বত্রই রক্ত রয়েছে। চামড়া সরে যাওয়ার পর তা পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। তবে এটা নির্গত এবং প্রবাহিত হয় না। আর প্রবাহিত রক্তের অবস্থা এটার বিপরীত। তা রগের মধ্যে থাকে এবং বের হয়ে চামড়ার উপর দৃষ্টিগোচর হয়।

ثُمَّ بِالْمَعْنَى الثَّابِتِ بِالْوَصْفِ دَلَالَةً اَىْ ثُمَّ نَدْفَعُهُ ثَانِيًا بِعَدَمِ الْمَعْنَى الثَّابِتِ بِالْوَصْفِ وَنَقُوْلُ لَوْ سُلِّمَ اَنَّهُ وُجِدَ وَصْفُ الْخُرُوْجِ لٰكِنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ الْمَعْنَى الثَّابِتُ بِالْخُرُوْجِ دَلَالَةً وَهُوَ وُجُوْبُ غَسْلِ ذٰلِكَ الْمَوْضَعِ فَاِنَّهُ يَجِبُ اَوَّلًا غَسْلُ ذٰلِكَ الْمَوْضَعِ ثُمَّ يَجِبُ غَسْلُ الْبَدَنِ كُلِّهِ وَلٰكِنْ نَقْتَصِرُ عَلَى الْاَرْبَعَةِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ فِيْهِ اَىْ بِسَبَبِ وُجُوْبِ غَسْلِ ذٰلِكَ الْمَوْضَعِ صَارَ الْوَصْفُ حُجَّةً مِنْ حَيْثُ اَنَّ وُجُوْبَ التَّطْهِيْرِ فِى الْبَدَنِ بِاعْتِبَارِ مَا يَكُوْنُ مِنْهُ لَا يَتَجَزَّأُ فَلَمَّا وَجَبَ غَسْلُ ذٰلِكَ الْمَوْضَعِ وَجَبَ غَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ اَلْبَتَّةَ ـ

সরল অনুবাদ : ২. অতঃপর وَصْف-এর **নির্দেশনা দ্বারা সাব্যস্ত অর্থের মাধ্যমে প্রতিরোধ করবো।** অর্থাৎ অতঃপর উক্ত আপত্তিকে আমরা এ দ্বিতীয় প্রক্রিয়া দ্বারাও প্রতিরোধ করবো যে, وَصْف-এর ইল্লত হওয়ার ব্যাপারে যে বাস্তবতাটুকু কাজ করে, তা-ই উল্লিখিত অবস্থায় অনুপস্থিত রয়েছে। সুতরাং আমরা যদি এটা স্বীকারও করে নেই যে, বহির্গত হওয়ার ইল্লত পাওয়া গেছে; কিন্তু বহির্গত হওয়া দ্বারা যে অর্থটি নির্দেশনাগতভাবে সাব্যস্ত, তা এখানে পাওয়া যায়নি। **আর সেই অর্থটি এই যে, প্রথমে নাজাসাত বহির্গত হওয়ার স্থানকে ধৌত করা ওয়াজিব হবে।** কেননা, مَقِيْس عَلَيْه-এর মধ্যে প্রথমত নাজাসাত বহির্গত হওয়ার স্থানকে ধৌত করা ওয়াজিব হয়। অতঃপর সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করার হুকুম আরোপিত হয়। কিন্তু সব সময় সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করার মধ্যে যেহেতু অসুবিধা ও বিড়ম্বনা আবশ্যক হয়, এ জন্য শুধু অঙ্গ চতুষ্টয়ের উপর যথেষ্ট করি। সুতরাং এ কারণেই অর্থাৎ নাজাসাত বহির্গত হওয়ার স্থানকে ধৌত করা ওয়াজিব হওয়ার কারণে **বহির্গত হওয়া-এর وَصْف-টি অজু ভঙ্গ হওয়ার ইল্লত সাব্যস্ত হয়েছে। এ বিবেচনায় যে, নাজাসাত বহির্গত হওয়ার কারণে শরীর পবিত্র করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে বিভক্তিকরণ হয় না।** যখন নাজাসাত বহির্গত হওয়ার স্থানকে ধৌত করা ওয়াজিব হয়েছে তখন সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করাও অবশ্যই ওয়াজিব হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ بِالْمَعْنَى অতঃপর অর্থের মাধ্যমে প্রতিরোধ করবো اَلثَّابِتِ যা সাব্যস্ত হয়েছে بِالْوَصْفِ ওয়াসফের মাধ্যমে دَلَالَةً নির্দেশনা দ্বারা اَىْ অর্থাৎ ثُمَّ نَدْفَعُهُ অতঃপর আমরা উক্ত আপত্তিকে প্রতিরোধ করবো ثَانِيًا দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় بِعَدَمِ الْمَعْنَى বাস্তবতা না পাওয়ার কারণে اَلثَّابِتِ যা সাব্যস্ত হয়েছে بِالْوَصْفِ ওয়াসফের ইল্লত হওয়ার ব্যাপারে وَنَقُوْلُ এবং আমরা বলবো لَوْ سُلِّمَ যদি এটা স্বীকার করে নেই اَنَّهُ وُجِدَ যে ইল্লত পাওয়া গেছে وَصْفُ الْخُرُوْجِ বহির্গত হওয়ার ইল্লত لٰكِنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ কিন্তু পাওয়া যায়নি الْمَعْنَى অর্থটি اَلثَّابِتُ সাব্যস্ত হয়েছে بِالْخُرُوْجِ বহির্গত হওয়া দ্বারা دَلَالَةً নির্দেশনাগতভাবে وَهُوَ আর তা হলো وُجُوْبُ প্রথমত ওয়াজিব হলো غَسْلِ ধৌত করা ذٰلِكَ الْمَوْضَعِ ঐ স্থান তথা বহির্গত হওয়ার স্থান فَاِنَّهُ يَجِبُ কেননা, مَقِيْس عَلَيْه-এর মধ্যে ওয়াজিব হয় اَوَّلًا প্রথমত غَسْلُ ধৌত করা ذٰلِكَ الْمَوْضَعِ ঐ স্থানটি ثُمَّ يَجِبُ তারপর আবশ্যক হবে غَسْلُ শরীর ধৌত করা الْبَدَنِ كُلِّهِ পুরো শরীর وَلٰكِنْ نَقْتَصِرُ আমরা সংক্ষিপ্ত করি তথা যথেষ্ট মনে করি عَلَى الْاَرْبَعَةِ শুধু অঙ্গ চতুষ্টয়ের উপর دَفْعًا দূর করতে لِلْحَرَجِ فِيْهِ পুরো শরীর ধৌতকরণের অসুবিধা اَىْ অর্থাৎ بِسَبَبِ কারণেই وُجُوْبِ غَسْلِ ধৌত করা ওয়াজিব হওয়ার ذٰلِكَ الْمَوْضَعِ নাজাসাত বের হওয়ার স্থানকে صَارَ الْوَصْفُ বহির্গত হওয়ার ওয়াসফটি সাব্যস্ত হয়েছে حُجَّةً অজু ভঙ্গ হওয়ার ইল্লত مِنْ حَيْثُ এ বিবেচনায় اَنَّ وُجُوْبَ নাজাসাত বের হওয়ার কারণে ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপাশে التَّطْهِيْرِ পবিত্র করা فِى الْبَدَنِ শরীর এর بِاعْتِبَارِ এ হিসেবে مَا يَكُوْنُ مِنْهُ لَا يَتَجَزَّأُ বিভক্তিকরণ হয় না فَلَمَّا وَجَبَ অতঃপর যখন ওয়াজিব হলো غَسْلُ ধৌত করা ذٰلِكَ الْمَوْضَعِ নাজাসাত বের হওয়ার স্থানকে وَجَبَ তখন আবশ্যক হলো غَسْلُ ধৌত করা سَائِرِ الْبَدَنِ পুরো শরীরকে اَلْبَتَّةَ আবশ্যকীয়ভাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ بِالْمَعْنَى الثَّابِتِ بِالْوَصْفِ الخ -এর আলোচনা : আমরা বলে থাকি- غَيْر سَبِيْلَيْن হতে নির্গত রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি নাজাসাত এবং এগুলো নির্গত হওয়ার কারণে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটার উপর نَقْض আরোপ করে শাফেয়ীগণ বলেছেন যে, রক্ত নির্গত হয়ে প্রবাহিত না হলে আমাদের আহনাফের মতেও অজু ভঙ্গ হয় না। অথচ এতেও তো নির্গত হওয়া ও নাজাসাত হওয়া দু'টিই বিদ্যমান। এটার এক জবাব ইতঃপূর্বে আমরা দিয়েছি যে, মূলত ঐ অবস্থায় خُرُوْج সাব্যস্ত হয় না, এ জন্য অজু ভঙ্গ হয় না।

এখানে আমরা তাদের نَقْض -এর দ্বিতীয় জবাব দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি। আর তা এই যে, যদি আমরা মেনে নিলাম যে, وَصْف পাওয়া গেছে, তথাপি وَصْف (তথা خُرُوْج) -এর দ্বারা নির্দেশনাগত (পরোক্ষ) ভাবে যা সাব্যস্ত হয় তথা উক্ত স্থান ধৌত করা ওয়াজিব হওয়া পাওয়া যায়নি। এ জন্য حُكْم সাব্যস্ত হবে না।

وَهُنَاكَ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ ذٰلِكَ الْمَوْضِعِ فَانْعَدَمَ الْحُكْمُ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ كَاَنَّهٗ لَمْ يُوْجَدِ الْخُرُوْجُ وَيُوْرَدُ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْجُرْحِ السَّائِلِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ فَيُوْرَدُ عَلَيْهِ مَا اِذَا لَمْ يَسِلْ يَعْنِىْ يُوْرَدُ عَلَيْنَا مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِىِّ (رح) فِى الْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِ بِطَرِيْقِ النَّقْضِ اِيْرَادَانِ اَلْاَوَّلُ دَفَعْنَاهُ بِطَرِيْقَيْنِ وَالثَّانِىْ هُوَ صَاحِبُ الْجُرْحِ السَّائِلِ فَاِنَّهٗ نَجَسٌ خَارِجٌ مِنَ الْبَدَنِ وَلَيْسَ بِحَدَثٍ يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ مَادَامَ الْوَقْتُ بَاقِيًا فَنَدْفَعُ بِالْحُكْمِ اَىْ نَدْفَعُهٗ بِطَرِيْقَيْنِ اَلْاَوَّلُ بِوُجُوْدِ الْحُكْمِ وَعَدَمِ تَخَلُّفِهٖ بِبَيَانِ اَنَّهٗ حَدَثٌ مُوْجِبٌ لِلتَّطْهِيْرِ بَعْدَ خُرُوْجِ الْوَقْتِ يَعْنِىْ لَا نُسَلِّمُ اَنَّهٗ لَيْسَ بِحَدَثٍ بَلْ هُوَ حَدَثٌ لٰكِنْ تَاَخَّرَ حُكْمُهٗ اِلٰى مَا بَعْدَ خُرُوْجِ الْوَقْتِ وَبِالْغَرْضِ اَىْ نَدْفَعُهٗ ثَانِيًا بِوُجُوْدِ الْغَرْضِ مِنَ الْعِلَّةِ وَحُصُوْلِهٖ فَاِنَّ غَرْضَنَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الدَّمِ وَالْبَوْلِ وَ ذٰلِكَ حَاصِلٌ فَاِنَّ الْبَوْلَ حَدَثٌ فَاِذَا لَزِمَ صَارَ عَفْوًا لِقِيَامِ الْوَقْتِ فِىْ صُوْرَةِ سَلَسِ الْبَوْلِ فَكَذَا هٰذَا يَعْنِى الدَّمَ كَانَ حَدَثًا فَاِذَا لَزِمَ صَارَ عَفْوًا لِيُسَاوِىَ الْبَوْلَ الْمَقِيْسَ عَلَيْهِ فَصَارَ مَجْمُوْعُ دُفُوْعِ النَّقْضِ اَرْبَعَةً ـ

সরল অনুবাদ : আর রক্ত প্রবাহিত না হওয়ার অবস্থায় যেহেতু বহির্গত হওয়ার স্থানই ধৌত করা ওয়াজিব নয়, এ জন্য ইল্লত না পাওয়া যাওয়ার কারণে অজু ভঙ্গের হুকুমও পাওয়া যাবে না। যেন উল্লিখিত অবস্থায় বহির্গত হওয়াই পাওয়া যায়নি। (خُرُوْج -এর যে অর্থ নির্দেশনাগতভাবে সাব্যস্ত হয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে।) **উপরিউক্ত তা'লীলের উপর নিঃসরমান ক্ষতযুক্ত ব্যক্তির হুকুম দ্বারাও আপত্তি উত্থাপন করা যায়।** এটা গ্রন্থকার (র.)-এর পূর্ববর্তী কওল– فَيُوْرَدُ عَلَيْهِ مَا اِذَا لَمْ يَسِلْ-এর উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গদ্বার ব্যতীত অন্যস্থান হতে বহির্গত নাজাসাতের উপর শাফেয়ীগণের পক্ষ হতে مُنَاقَضَة স্বরূপ দু'টি আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। যন্মধ্য হতে প্রথমটির উত্তর দুই প্রক্রিয়ায় প্রদান করেছি। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যে ব্যক্তির ক্ষত হতে সর্বদা রক্ত অথবা পুঁজ নিঃসরিত হয়, তার বেলায় শরীর হতে নাজাসাত বহির্গত হওয়ার وَصْف (উল্লিখিত অর্থসহ) পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও যতক্ষণ নামাজের সময় অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ তার অজু ভঙ্গ হয় না। (সুতরাং হুকুমটি ইল্লত হতে বিচ্যুত হয়ে গেল।) **আমরা তাকে হুকুম সাব্যস্তকরণের মাধ্যমে প্রতিরোধ করি।** অর্থাৎ এ আপত্তিকেও আমরা দু'টি প্রক্রিয়ায় প্রতিরোধ করে থাকি। প্রথমত এটা সাব্যস্ত করে যে, উল্লিখিত অবস্থায়ও হুকুম বিদ্যমান রয়েছে, হুকুমের বিচ্যুতি সংঘটিত হয়নি– **এ কথাটি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনার মাধ্যমে যে, নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ক্ষতস্থানের নিঃসরিত রক্তও অজু ভঙ্গকারী এবং পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিবকারী।** অর্থাৎ আমরা এটা স্বীকার করি না যে, ক্ষতযুক্ত ব্যক্তির রক্ত নিঃসরণ অজু ভঙ্গকারী নয়; বরং এটাও অজু ভঙ্গকারী। অবশ্য ওজর-এর কারণে নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তার বেলায় অজু ভঙ্গের হুকুমটি বিলম্বিত হয়েছে **এবং তা'লীলের উদ্দেশ্যের মাধ্যমেও প্রতিরোধ করি।** অর্থাৎ এ আপত্তিটি খণ্ডন করার জন্য আমাদের পক্ষ হতে দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার উত্তর এই যে, উল্লিখিত অবস্থায় ইল্লতের উদ্দেশ্য পাওয়া যাচ্ছে (যা তা'লীল বিশুদ্ধ হওয়ার নিদর্শন)। **কেননা, রক্ত বহির্গত হওয়াও প্রস্রাবকে বে-অজু হওয়ার হুকুমের ব্যাপারে সমান সাব্যস্ত করাই আমাদের তা'লীলের উদ্দেশ্য।** আর এটা উল্লিখিত অবস্থায় অর্জিত রয়েছে। কেননা, প্রস্রাব সর্বসম্মতিক্রমে অজু ভঙ্গকারী। **সুতরাং যখন প্রস্রাব সার্বক্ষণিক হয়ে যায়, তখন তা নামাজের সময় অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত ক্ষমাযোগ্য।** অবিরাম প্রস্রাব নির্গমন রোগের ক্ষেত্রে। **সুতরাং এটার হুকুমও তদ্রূপ।** অর্থাৎ রক্ত বহির্গত হওয়া স্বয়ং তো অজু ভঙ্গকারী; কিন্তু যখন তা সার্বক্ষণিক হয়ে যায়, তখন ক্ষমাযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়। যেন مَقِيْس عَلَيْه প্রস্রাবের হুকুমের সম্পূর্ণ সমান হয়ে যায়। এভাবে আপত্তি প্রতিরোধের মোট প্রক্রিয়া সংখ্যা চারটি হলো।

শাব্দিক অনুবাদ : وَهُنَاكَ আর রক্ত প্রবাহিত না হওয়ার অবস্থায় لَمْ يَجِبْ আবশ্যক নয় غَسْلُ ধৌত করা ذٰلِكَ الْمَوْضِعِ বহির্গত হওয়ার স্থান فَانْعَدَمَ পাওয়া যাবে না اَلْحُكْمُ অজু ভঙ্গের হুকুম لِعَدَمِ الْعِلَّةِ ইল্লত না পাওয়া যাওয়ার কারণে كَاَنَّهٗ

যেন উল্লিখিত অবস্থায় صَاحِبُ পাওয়া যায়নি لَمْ يُوْجَدِ বহির্গত হওয়া الْخُرُوْجُ আর এর উপর আপত্তি উত্থাপন করা যায় وَيُوْرَدُ عَلَيْهِ ক্ষতযুক্ত ব্যক্তির হুকুম عَلٰى قَوْلِهٖ فَيُوْرَدُ عَلَيْهِ مَا اِذَا لَمْ يَسِلْ যার ক্ষত নিঃসরমান السَّائِلِ এ কথাটি আতফ عَطْفٌ الْجُرْحِ مِنْ গ্রন্থকারের কাওল فَيُوْرَدُ عَلَيْهِ مَا اِذَا لَمْ يَسِلْ -এর উপর يَعْنِىْ অর্থাৎ يُوْرَدُ عَلَيْنَا আমাদের উপর আপত্তি উত্থাপিত হয় جَانِبِ الشَّافِعِىِّ (رحـ) শাফেয়ীগণের পক্ষ হতে فِى الْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِ উল্লিখিত দৃষ্টান্তে তথা গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গদ্বার ব্যতীত অন্যস্থান হতে নির্গত নাজাসাতের উপর بِطَرِيْقِ النَّقْضِ মুনাকাযার পদ্ধতিতে اِيْرَادَانِ দু'টি আপত্তি اَلْاَوَّلُ دَفَعْنَاهُ এর মধ্য হতে প্রথমটির উত্তর প্রদান করেছি بِطَرِيْقَيْنِ দু' প্রক্রিয়ায় وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয়টি হলো هُوَ صَاحِبُ الْجُرْحِ সে আঘাতযুক্ত ব্যক্তি السَّائِلِ যার ক্ষত হতে সর্বদা রক্ত বা পুঁজ নির্গত হয় فَاِنَّهٗ نَجَسٌ যেহেতু এটা নাজাসাত خَارِجٌ مِنَ الْبَدَنِ যা শরীর হতে বের হওয়ার ওয়াসফ পাওয়া যাওয়ার কারণে وَلَيْسَ بِحَدَثٍ হদছ হিসেবে সাব্যস্ত হবে না يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ ফলে অজু ভঙ্গ হয় না مَادَامَ الْوَقْتُ بَاقِيًا যে পর্যন্ত নামাজের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে فَنَدْفَعُهٗ আর আমরা একে প্রতিরোধ করি بِالْحُكْمِ হুকুম সাব্যস্তকরণের মাধ্যমে اَىْ অর্থাৎ نَدْفَعُهٗ এ আপত্তিকেও আমরা প্রতিরোধ করি بِطَرِيْقَيْنِ দু'টি প্রক্রিয়ার اَلْاَوَّلُ প্রথমত এটা সাব্যস্ত করে যে الْحُكْمِ بِوُجُوْدِ বিদ্যমান রয়েছে উল্লিখিত অবস্থায়ও হুকুম اَنَّهٗ حَدَثٌ ক্ষতস্থান হতে নিঃসরিত বর্ণনার মাধ্যমে এ কথাটি সুস্পষ্টরূপে بِبَيَانِ হুকুমের বিচ্যুতি সংঘটিত হয়নি وَعَدَمُ تَخَلُّفِهٖ রক্তও অজু ভঙ্গকারী مُوْجِبٌ এবং ওয়াজিবকারী لِلتَّطْهِيْرِ পবিত্রতা بَعْدَ خُرُوْجِ الْوَقْتِ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অর্থাৎ يَعْنِىْ لَا نُسَلِّمُ আমরা স্বীকার করি না اَنَّهٗ لَيْسَ بِحَدَثٍ ক্ষতযুক্ত ব্যক্তির রক্ত নিঃসরণ অজু ভঙ্গকারী নয় بَلْ هُوَ حَدَثٌ বরং এটাও অজু ভঙ্গকারী وَلٰكِنْ تَاَخَّرَ অবশ্য ওজরের কারণে বিলম্বিত হয়েছে حُكْمُهٗ অজু ভঙ্গের হুকুমটি اِلٰى مَا بَعْدَ خُرُوْجِ الْوَقْتِ নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত وَبِالْغَرْضِ এবং তা'লীলের উদ্দেশ্যের মাধ্যমেও প্রতিরোধ করি اَىْ অর্থাৎ نَدْفَعُهٗ এ আপত্তিটি আমরা খণ্ডন করি ثَانِيًا দ্বিতীয় পর্যায়ে بِوُجُوْدِ الْغَرْضِ উদ্দেশ্য পাওয়া যাচ্ছে مِنَ الْعِلَّةِ ইল্লতের وَحُصُوْلِهٖ এবং তা অর্জিত হয় فَاِنَّ غَرْضَنَا কেননা, আমাদের তা'লীলের উদ্দেশ্য التَّسْوِيَةُ সমান সাব্যস্ত করা بَيْنَ الدَّمِ وَالْبَوْلِ রক্ত বহির্গত হওয়া ও পেশাবকে বে-অজু হওয়ার হুকুমের ব্যাপারে وَ ذٰلِكَ حَاصِلٌ আর এটা উল্লিখিত অবস্থায় অর্জিত হয়েছে فَاِنَّ الْبَوْلَ কেননা, পেশাব সর্বসম্মতিক্রমে حَدَثٌ অজু ভঙ্গকারী فَاِذَا لَزِمَ সুতরাং যখন পেশাব সর্বক্ষণিক হয়ে যায় صَارَ عَفْوًا তখন তা ক্ষমাযোগ্য সাব্যস্ত হয় لِقِيَامِ الْوَقْتِ নামাজের সময় অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত فِىْ صُوْرَةِ অবস্থায় বা ক্ষেত্রে سَلَسِ الْبَوْلِ অবিরাম পেশাব নির্গমন রোগের فَكَذَا هٰذَا সুতরাং এটার হুকুমও তদ্রূপ يَعْنِىْ অর্থাৎ الدَّمِ রক্ত বের হওয়া كَانَ حَدَثًا স্বয়ং অজু ভঙ্গকারী فَاِذَا لَزِمَ যখন তা সার্বক্ষণিক হয়ে যায় صَارَ عَفْوًا তখন তা ক্ষমাযোগ্য সাব্যস্ত করা হয় لِيُسَاوِىَ الْبَوْلُ الْمَقِيْسُ عَلَيْهِ পেশাবের হুকুমের সম্পূর্ণ সমান হয়ে যায় اَلْمَقِيْسُ عَلَيْهِ যেমন فَصَارَ مَجْمُوْعُ ফলে সর্বমোট প্রক্রিয়া হলো دُفُوْعِ প্রতিরোধের النَّقْضِ আপত্তি اَرْبَعَةً চারটি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيُوْرَدُ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْجُرْحِ السَّائِلِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে একটি اِعْتِرَاضْ ও তার জওয়াব প্রদান করা হয়েছে। আমরা হানাফীগণ বলেছি যে, পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তা ব্যতীত অন্য স্থান দিয়ে যে নাজাসাত বের হয় যেমন রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি– এদের কারণে অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। এটার উপর اِعْتِرَاضْ করতে গিয়ে শাফেয়ীগণ বলেছেন যে, যে ব্যক্তির ক্ষত স্থান হতে অবিরাম রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, তোমাদের মতে নামাজের ওয়াক্ত শেষ পর্যন্ত তার অজু ভঙ্গ হবে না। অথচ তোমরা বলে থাক যে, রক্ত প্রবাহিত হলে অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। এর জবাবে আমরা বলি যে, এতে حُكْم ঠিকই আছে তবে বিশেষ ওজরের কারণে নামাজের ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত حُكْم -টিকে বিলম্ব করা হয়েছে মাত্র। সুতরাং নামাজের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর তার অজু বিনষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া এতে আমাদের تَعْلِيْل -এর উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা, আমাদের تَعْلِيْل -এর উদ্দেশ্য হলো রক্ত নির্গত হওয়াকে অজু ভঙ্গের ব্যাপারে প্রস্রাবের সমতুল্য সাব্যস্ত করা। কেননা, যার লাগাতর প্রস্রাব নির্গত হয় তার জন্যও নামাজের ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত অজু ভঙ্গ না হওয়ার حُكْم রয়েছে।

ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ دَفْعِ النَّقْضِ شَرَعَ فِي الْمُعَارَضَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْعِلَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ فَقَالَ

وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَنَوْعَانِ وَهِيَ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَا أَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ فَإِنْ كَانَ هُوَ ذٰلِكَ الدَّلِيلُ الْأَوَّلُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ النَّوْعُ الْأَوَّلُ وَإِلَّا فَهُوَ النَّوْعُ الثَّانِي فَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ مُعَارَضَةٌ فِيهَا مُنَاقَضَةٌ وَهِيَ الْقَلْبُ فِي اِصْطِلَاحِ الْأُصُولِ وَالْمُنَاظَرَةِ مَعًا فَهُوَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى نَقِيضِ مُدَّعَى الْمُعَلِّلِ يُسَمَّى مُعَارَضَةً وَمِنْ حَيْثُ أَنَّ دَلِيلَهُ لَمْ يَصْلُحْ دَلِيلًا لَهُ بَلْ صَارَ دَلِيلًا لِلْخَصْمِ يُسَمَّى مُنَاقَضَةً لِخَلَلٍ فِي الدَّلِيلِ وَلٰكِنَّ الْمُعَارَضَةَ أَصْلٌ فِيهِ وَالنَّقْضَ ضِمْنِيٌّ لِأَنَّ النَّقْضَ الْقَصْدِيَّ لَا يَرِدُ عَلَى الدَّلِيلِ الْمُؤَثِّرِ وَلِذٰلِكَ سُمِّيَ مُعَارَضَةً فِيهَا الْمُنَاقَضَةُ لَمْ يُسَمَّ مُنَاقَضَةً فِيهَا الْمُعَارَضَةُ -

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) আপত্তি প্রতিরোধের আলোচনা সমাপ্ত করে عِلَّة مُؤَثِّرَة-এর উপর আরোপিত مُعَارَضَة সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর مُعَارَضَة দু' প্রকার।** مُعَارَضَة বলা হয় প্রতিপক্ষ যে দাবির উপর দলিল পেশ করেছে, তার বিপরীতে দলিল পেশ করা। এটার দু'টি অবস্থা হতে পারে। যদি দাবি পেশকারীর পেশকৃত দলিলই হুবহু مُعَارِض-এর দলিল হয়ে যায়, তাহলে এটা প্রথম প্রকার। নতুবা তা দ্বিতীয় প্রকার। **সুতরাং প্রথম প্রকার হচ্ছে এমন مُعَارَضَة যা مُنَاقَضَة- কেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং এটাই قَلْب নামে অভিহিত।** উসূলী ও তর্কবিদ উভয় সম্প্রদায়েরই পরিভাষায়। সুতরাং এ বিবেচনায় যে, এটা ইল্লত পেশকারীর দাবির বিপরীত বস্তুর প্রতি নির্দেশ করে, তাকে مُعَارَضَة নামে অভিহিত করা হয়। আর এ বিবেচনায় যে, ইল্লত পেশকারীর দলিলের মধ্যে ত্রুটি হওয়ার কারণে স্বয়ং তার ব্যাপারে দলিল হওয়ার উপযুক্ত থাকেনি; বরং এটা তার প্রতিপক্ষের দলিল হয়ে গেছে। তাকে مُنَاقَضَة নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য তাতে مُعَارَضَة-ই মূল লক্ষ্য, نَقْض বা আপত্তি শুধু আনুষঙ্গিকভাবে পাওয়া যায়। কারণ, عِلَّة مُؤَثِّرَة-এর মধ্যে মৌলিক ও উদ্দেশ্যগতভাবে আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না। এ জন্য গ্রন্থকার (র.)-এর নাম –مُعَارَضَةٌ فِيهَا الْمُنَاقَضَةُ রেখেছেন এবং এটার নাম مُنَاقَضَةٌ فِيهَا الْمُعَارَضَةُ রাখেননি।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ অতঃপর গ্রন্থকার সমাপ্ত করে مِنْ دَفْعِ النَّقْضِ আপত্তি প্রতিরোধের আলোচনা شَرَعَ আলোচনা শুরু করেছেন فِي الْمُعَارَضَةِ সে مُعَارَضَة সম্পর্কে الْوَارِدَةِ যা আরোপিত عَلَى الْعِلَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ ইল্লতে মুআছ্‌ছিরার উপর فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ আর মুআরাযা فَنَوْعَانِ দু' প্রকার وَهِيَ আর مُعَارَضَة বলা হয় إِقَامَةُ পেশ করা الدَّلِيلِ দলিল عَلَى خِلَافِ বিপরীতে مَا أَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ যে দাবির উপর দলিল পেশ করবে الْخَصْمُ প্রতিপক্ষ فَإِنْ كَانَ هُوَ যদি দাবি পেশকারীর দলিল হয় ذٰلِكَ الدَّلِيلُ الْأَوَّلُ بِعَيْنِهِ হুবহু مُعَارِض-এর দলিল فَهُوَ النَّوْعُ الْأَوَّلُ তাহলে এটা হবে প্রথম প্রকার وَإِلَّا অন্যথায় فَهُوَ النَّوْعُ الثَّانِي তা দ্বিতীয় প্রকার فَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ সুতরাং প্রথম প্রকার হচ্ছে مُعَارَضَةٌ এমন মুআরাযা فِيهَا مُنَاقَضَةٌ যা مُنَاقَضَة-কে অন্তর্ভুক্ত করে وَهِيَ الْقَلْبُ এটাই قَلْب নামে অভিহিত فِي اِصْطِلَاحِ পরিভাষায় الْأُصُولِ وَالْمُنَاظَرَةِ مَعًا উসূল ও তর্কবিদ উভয় সম্প্রদায়ের فَهُوَ مِنْ حَيْثُ এটা এ বিবেচনায় أَنَّهُ يَدُلُّ যে এটা নির্দেশ করে عَلَى نَقِيضِ বিপরীত مُدَّعَى الْمُعَلِّلِ ইল্লত পেশকারীর দাবির يُسَمَّى مُعَارَضَةً একে مُعَارَضَة নামে অভিহিত করা হয় وَمِنْ حَيْثُ আর এ বিবেচনায় যে أَنَّ دَلِيلَهُ ইল্লত পেশকারীর দলিল لَمْ يَصْلُحْ دَلِيلًا لَهُ ইল্লত পেশকারীর দলিলের মধ্যে ত্রুটি থাকার কারণে স্বয়ং তার ব্যাপারে দলিল হওয়ার উপযুক্ত থাকেনি بَلْ صَارَ دَلِيلًا বরং এটা দলিল হয়ে গেছে لِلْخَصْمِ প্রতিপক্ষের يُسَمَّى مُنَاقَضَةً একে مُنَاقَضَة নামে অভিহিত করা হয় لِخَلَلٍ فِي الدَّلِيلِ যেহেতু দলিলের মধ্যে খলল রয়েছে وَلٰكِنَّ الْمُعَارَضَةَ কিন্তু এর মধ্যে مُعَارَضَة হলো أَصْلٌ فِيهِ মূল লক্ষ্য وَالنَّقْضَ আর نَقْض বা আপত্তি ضِمْنِيٌّ আনুষঙ্গিক لِأَنَّ النَّقْضَ الْقَصْدِيَّ কেননা, উদ্দেশ্যগত আপত্তি لَا يَرِدُ উত্থাপিত হতে পারে না عَلَى الدَّلِيلِ الْمُؤَثِّرِ ইল্লতে মুআছ্‌ছিরার মধ্যে وَلِذٰلِكَ এ কারণে سُمِّيَ مُعَارَضَةً فِيهَا الْمُنَاقَضَةُ গ্রন্থকার مُعَارَضَةٌ فِيهَا الْمُنَاقَضَةُ নাম রেখেছেন لَمْ يُسَمَّ مُنَاقَضَةً فِيهَا الْمُعَارَضَةُ একে مُنَاقَضَةٌ فِيهَا الْمُعَارَضَةُ এই নাম রাখেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ دَفْعِ النَّقْضِ الخ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) ইতঃপূর্বে نَقْض-কে খণ্ডন করেছেন। এখানে مُعَارَضَه-এর আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। সুতরাং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, عِلَّت مُؤَثِّرَه-এর উপর আরোপিত مُعَارَضَه-কে দু'ভাবে খণ্ডন করা যায়। উল্লেখ্য যে, مُعَارَضَه বলে বিরোধীগণ যে দাবির উপর দলিল পেশ করেছেন তার বিরুদ্ধে দলিল প্রতিষ্ঠা করা। **এক.** উসূলবিদগণ ও مُنَاظَره বিশারদগণের পরিভাষায় প্রথম مُعَارَضَه হলো যাতে আনুষঙ্গিকভাবে مُنَاقَضَه- ও শামিল রয়েছে। একদিকের বিচারে তাকে مُعَارَضَه বলে। আর তা হলো এটা مُعَلِّل-এর দাবির বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। আর অন্য দিকের বিবেচনায় এটাকে مُنَاقَضَه বলে। আর তা হলো مُعَلِّل-এর দলিলে ত্রুটি থাকার কারণে খোদ তার জন্যই এটা দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না; বরং এটা তার বিরোধীর দলিল হয়ে গেছে। তবে এটাতে مُعَارَضَه মুখ্য ও مُنَاقَضَه গৌণ হওয়ার কারণে গ্রন্থকার (র.) এটাকে اَلْمُعَارَضَةُ فِيهَا الْمُنَاقَضَةُ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

وَهِيَ نَوْعَانِ اَحَدُهُمَا قَلْبُ الْعِلَّةِ حُكْمًا وَالْحُكْمِ عِلَّةً وَهُوَ مَاخُوْذٌ مِنْ قَلْبِ الْقَصْعَةِ اَىْ جَعْلُ اَعْلَاهَا اَسْفَلَهَا وَاَسْفَلِهَا اَعْلَاهَا فَالْعِلَّةُ اَعْلَى وَالْحُكْمُ اَسْفَلُ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ اِلَّا اِذَا جُعِلَ الْوَصْفُ فِى الْقِيَاسِ حُكْمًا شَرْعِيًّا يَقْبَلُ الْاِنْقِلَابَ لَا الْوَصْفُ الْمَحْضُ الَّذِىْ لَا يَقْبَلُهُ كَقَوْلِهِمْ اَىِ الشَّافِعِيَّةُ اِنَّ الْكُفَّارَ جِنْسٌ يُجْلَدُ بِكْرُهُمْ مِائَةً فَيُرْجَمُ ثَيِّبُهُمْ كَالْمُسْلِمِيْنَ يَعْنِىْ اَنَّ الْاِسْلَامَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْاِحْصَانِ فَكَمَا اَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ يُرْجَمُ بَعْضُهُمْ وَيُجْلَدُ بَعْضُهُمْ فَكَذَا الْكُفَّارُ ـ

সরল অনুবাদ : আর এ প্রথম প্রকারটি আবার দু' প্রকারে বিভক্ত- **১. ইল্লতকে উল্টিয়ে হুকুমে পরিণত করা এবং ২. হুকুমকে উল্টিয়ে ইল্লতে পরিণত করা।** গ্রন্থকার (র.)-এর কাওল- قَلْبُ الْعِلَّةِ-এর মধ্যে قَلْبٌ শব্দটি قَلْبُ الْقَصْعَةِ হতে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ পেয়ালার উপরের অংশকে নিচে এবং নিচের অংশকে উপরে করে দেওয়া। এখানে উপরের অংশ দ্বারা ইল্লত এবং নিচের অংশ দ্বারা হুকুমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। قَلْب-এর এ প্রকারটি শুধু তখনই পাওয়া যেতে পারে, যখন কোনো শরয়ী হুকুমকে কিয়াসের ইল্লত সাব্যস্ত করা হবে। এমনভাবে যে, তাকে উল্টিয়ে পুনরায় হুকুম সাব্যস্ত করারও যোগ্যতা রাখে। কিন্তু যদি وَصْف خَالِص ইল্লত হয়, যা হুকুম হওয়ার উপযুক্ত নয় তাহলে তাতে قَلْب সাব্যস্ত হতে পারে না। যেমন, **তাদের কাওল-** অর্থাৎ শাফেয়ীগণের এ বক্তব্য যে, **কাফিররা হচ্ছে একটি সম্প্রদায়। তাদের অবিবাহিতদের জেনার অপরাধে একশত বেত্রাঘাত প্রদান করা হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের বিবাহিতগণকেও এই অপরাধে মুসলমানদের ন্যায় رَجْم বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা-এর শাস্তি প্রদান করা হবে।** অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট مُحْصَنْ হওয়ার জন্য ইসলাম শর্ত নয়। এ জন্য যদ্রূপ মুসলমানদের মধ্যে হতে কিছু লোককে রজম করা হয় এবং কিছু লোককে বেত্রাঘাত করা হয়, কাফিরদের বেলায়ও এই একই আচরণ করা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَهِيَ نَوْعَانِ আর এ প্রথম প্রকার আবার দু' শ্রেণীতে বিভক্ত اَحَدُهُمَا এদের প্রথমটি হলো قَلْبُ الْعِلَّةِ ইল্লতকে উল্টিয়ে حُكْمًا হুকুমে পরিণত করা وَالْحُكْمِ عِلَّةً আর দ্বিতীয়টি হলো হুকুমকে উল্টিয়ে ইল্লতে পরিণত করা وَهُوَ مَاخُوْذٌ مِنْ قَلْبِ الْقَصْعَةِ আর قَلْب শব্দটি গৃহীত হয়েছে قَلْبُ الْقَصْعَةِ হতে اَىْ অর্থাৎ جَعْلُ করা হয়েছে اَعْلَاهَا পেয়ালার উপর অংশকে اَسْفَلَهَا নিচে وَاَسْفَلِهَا এবং নিচের অংশকে اَعْلَاهَا উপরে فَالْعِلَّةُ اَعْلَى এখানে উপরের অংশ দ্বারা ইল্লত وَالْحُكْمُ اَسْفَلُ আর নিচের অংশ দ্বারা হুকুমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ আর একে কিয়াসের ইল্লত সাব্যস্ত করা হয় اِلَّا اِذَا جُعِلَ الْوَصْفُ তবে যখন ইল্লতকে করা হবে فِى الْقِيَاسِ কিয়াসের حُكْمًا شَرْعِيًّا শরয়ী হুকুম يَقْبَلُ الْاِنْقِلَابَ এমনভাবে যে তাকে উল্টিয়ে পুনরায় হুকুম সাব্যস্ত করারও যোগ্যতা রাখে لَا الْوَصْفُ الْمَحْضُ কিন্তু যদি وَصْف خَالِص ইল্লত হয় যা হুকুম হওয়ার উপযুক্ত নয় الَّذِىْ لَا يَقْبَلُهُ তাহলে তাতে قَلْب সাব্যস্ত হতে পারে না كَقَوْلِهِمْ যেমন তাদের কাওল اَىْ অর্থাৎ الشَّافِعِيَّةُ শাফেয়ীগণের اِنَّ الْكُفَّارَ কাফিরগণ جِنْسٌ একটি সম্প্রদায় يُجْلَدُ বেত্রাঘাত করা بِكْرُهُمْ তাদের অবিবাহিতদেরকে مِائَةً জেনার অপরাধে একশতটি দিতে হবে فَيُرْجَمُ আর প্রস্তারাঘাত করা হবে ثَيِّبُهُمْ তাদের বিবাহিতগণকে كَالْمُسْلِمِيْنَ মুসলমানদের ন্যায় يَعْنِىْ অর্থাৎ اَنَّ الْاِسْلَامَ নিশ্চয়ই ইসলাম لَيْسَ بِشَرْطٍ শর্ত নয় لِلْاِحْصَانِ মুহসিনের জন্য فَكَمَا اَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ কেননা, যেরূপ মুসলমানদের মধ্যে يُرْجَمُ بَعْضُهُمْ কাউকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে وَيُجْلَدُ بَعْضُهُمْ আর কাউকে বেত্রাঘাত করা হবে فَكَذَا الْكُفَّارُ কাফিরদের বেলায়ও এ একই আচরণ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ نَوْعَانِ اَحَدُهُمَا قَلْبُ الْعِلَّةِ حُكْمًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُعَارَضَة-এর প্রথম প্রকার قَلْب-এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, مُعَارَضَه প্রথমত দু' প্রকার। এক. এমন مُعَارَضَه যার মধ্যে আনুষঙ্গিকভাবে مُنَاقَضَه-এর অর্থ রয়েছে। এটাকে قَلْب বলে। এটা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। (عِلَّة-কে حُكْم-এ পরিবর্তিত করা এবং حُكْم-কে عِلَّة-এ পরিবর্তন করা।

যেমন- শাফেয়ীগণ বলেছেন যে, কাফিরদের অবিবাহিতদেরকে জেনার কারণে একশত বেত্রাঘাত করা হয়। সুতরাং তাদের বিবাহিত মহিলাদেরকে জেনার কারণে রজম করা হবে, যদ্রূপ মুসলমানদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তারা এক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর কিয়াস করে বিবাহিত কাফির মহিলার রজমের জন্য একশত বেত্রাঘাতকে عِلَّت হিসেবে গণ্য করেছেন। কেননা, একশত বেত্রাঘাত কুমারীর চূড়ান্ত শাস্তি, যদ্রূপ রজম বিবাহিত মহিলার চূড়ান্ত শাস্তি। সুতরাং যখন কুমারীর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শাস্তি ওয়াজিব করা হলো তখন বিবাহিতার ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত শাস্তি ওয়াজিব হবে। কেননা, নিয়ামত যত বড় হয় এটার নাশুকরীর কারণে শাস্তিও তত বড় হয়ে থাকে। সুতরাং কুমারীর ক্ষেত্রে যখন একশত বেত্রাঘাত ওয়াজিব হলো তখন বিবাহিতার ক্ষেত্রে অবশ্যই তদপেক্ষা অধিক ওয়াজিব হবে। আর তা রজম অন্য কিছু হতে পারে না। কেননা, শরিয়ত একশত বেত্রাঘাতের উপর রজম ব্যতীত অন্য কিছুকে ওয়াজিব করেনি। (ইবনে মালিক অনুরূপ বলেছেন।)

فَجَعَلَ جِلْدَ الْمِائَةِ عِلَّةً لِرَجْمِ الثَّيِّبِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ فِى الْوَاقِعِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَعِنْدَنَا لَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ شَرْطًا لِلْاِحْصَانِ وَالْكُفَّارُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ اِلَّا الْجِلْدُ بِكْرًا كَانَ اَوْ ثَيِّبًا عَارَضْنَاهُمْ بِالْقَلْبِ فَنَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ اِنَّمَا يُجْلَدُ بِكْرُهُمْ مِائَةً لِاَنَّهُ يُرْجَمُ ثَيِّبُهُمْ اَىْ لَا نُسَلِّمُ اَنَّ الْجِلْدَ عِلَّةٌ لِلرَّجْمِ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَلِ الرَّجْمُ عِلَّةٌ لِلْجِلْدِ فِيْهِمْ فَهٰذِهٖ مُعَارَضَةٌ لِاَنَّهَا تَدُلُّ عَلٰى خِلَافِ مُدَّعَى الْمُعَلِّلِ الَّذِىْ هُوَ رَجْمُ ثَيِّبِهِمْ وَفِيْهَا مُنَاقَضَةٌ لِدَلِيْلِهِمْ بِاَنَّهٗ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً وَالْمُخْلِصُ مِنْهُ يَعْنِىْ اَنَّ مَنْ اَرَادَ اَنْ لَا يَرِدَ عَلٰى عِلَّتِهِ الْقَلْبُ فِى الْمَالِ فَطَرِيْقُهٗ مِنَ الْاِبْتِدَاءِ اَنْ يُخْرِجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْاِسْتِدْلَالِ فَاِنَّهٗ يُمْكِنُ اَنْ يَكُوْنَ الشَّئُ دَلِيْلًا عَلٰى شَئٍ وَذٰلِكَ الشَّئُ يَكُوْنُ دَلِيْلًا عَلَيْهِ كَالنَّارِ مَعَ الدُّخَانِ بِخِلَافِ الْعِلِّيَّةِ فَاِنَّهٗ يَتَعَيَّنُ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدُهُمَا عِلَّةً وَالْاٰخَرُ مَعْلُوْلًا فَالْقَلْبُ يَضُرُّهٗ وَلٰكِنَّ هٰذَا الْمُخْلِصَ لَا يَنْفَعُ هٰهُنَا لِلشَّافِعِىِّ (رحـ) اِذْ لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا لِاَنَّ الرَّجْمَ عُقُوْبَةٌ غَلِيْظَةٌ وَلَهٗ شُرُوْطٌ وَالْجِلْدُ لَيْسَ كَذٰلِكَ ـ

সরল অনুবাদ : এখানে শাফেয়ীগণ মুসলমানদের উপর কিয়াস করে কাফিরদের বেলায় একশত বেত্রাঘাতকে رَجْمِ ثَيِّبْ বা বিবাহিতকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন। অথচ এ ইল্লতটি (একশত বেত্রাঘাত) মূলত শরিয়তের একটি হুকুম। আর আমাদের মতে যেহেতু مُحْصَنْ হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত, আর কাফিরগণকে চাই তারা বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত উভয় অবস্থায় শুধু একশত বেত্রাঘাত প্রদানের হুকুমই রয়েছে, এ জন্য আমরা শাফেয়ীগণের এই তা'লীলকে قَلْب -এর মাধ্যমে مُعَارَضَة করে থাকে। **আর এরূপ বলি– মুসলমানদের অবিবাহিতগণকে এ জন্য একশত বেত্রাঘাত প্রদান করা হয় যে, তাদের বিবাহিতগণকে রজম করা হয়ে থাকে।** অর্থাৎ আমরা এটা স্বীকার করি না যে, মুসলমানদের বেলায় বেত্রাঘাত রজমের জন্য ইল্লত; বরং রজমই বেত্রাঘাতের জন্য ইল্লত। লক্ষণীয় যে, অত্র قَلْب এ বিবেচনায় তো مُعَارَضَة বটে যে, ইল্লত পেশকারীর উদ্দেশ্য অর্থাৎ বিবাহিত কাফিরদের বেলায় রজম সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে নির্দেশ করে। আবার একই সঙ্গে তাতে তাদের দলিলের উপর مُنَاقَضَةও রয়েছে যে, যে হুকুমকে ইল্লত সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা ইল্লত হওয়ার যোগ্য নয়। **আর এটা হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় এই যে,** অর্থাৎ যদি কেউ তার ইল্লতের উপর قَلْب-এর মাধ্যমে مُعَارَضَة-এর আপত্তি উত্থাপিত না হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে এটার পদ্ধতি এই যে, সে প্রথম হতেই **তার বক্তব্যকে (তা'লীলের পরিবর্তে) দলিল পেশ করার আকারে উপস্থাপিত করবে। কেননা, এটা সম্ভব যে, একটি বস্তু অপর বস্তুর জন্য দলিল হবে এবং হুবহু ঐ অপর বস্তুটি প্রথম বস্তুটির দলিল হবে।** যেমন– আগুন ধোঁয়ার দলিল হতে পারে এবং ধোঁয়াও আগুনের দলিল হতে পারে। কিন্তু তা'লীল এটার বিপরীত। কেননা, সে ক্ষেত্রে একটি বস্তুর ইল্লত হওয়া এবং অপর বস্তুর হুকুম হওয়া সুনির্দিষ্ট আর قَلْب এটার জন্য ক্ষতিকর। (কিন্তু قَلْب-এর মাধ্যমে مُعَارَضَة হতে নিষ্কৃতি লাভের এই পদ্ধতিটি কার্যকর হওয়া শুধু তখনই সম্ভবপর, যখন উভয় বস্তু পরস্পর সমান ও একে অন্যের সমকক্ষ হবে। সুতরাং) উল্লিখিত মাসআলায় এ নিষ্কৃতি শাফেয়ীগণের বেলায় উপকারী সাব্যস্ত হবে না। কেননা, তাঁদের ইল্লত ও হুকুমের মধ্যে সমতা নেই। কারণ, রজমের শাস্তি কঠোর এবং তার জন্য বিশেষ বিশেষ শর্ত রয়েছে। আর বেত্রাঘাতের ক্ষেত্রে এ সব বিষয় পাওয়া যায় না।

শাব্দিক অনুবাদ : فَجَعَلَ অতএব সাব্যস্ত করেছেন جِلْدَ الْمِائَةِ একশত বেত্রাঘাতকে عِلَّةً ইল্লত لِرَجْمِ الثَّيِّبِ বিবাহিতকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার بِالْقِيَاسِ কিয়াস করে عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ মুসলমানদের উপর وَهُوَ فِى الْوَاقِعِ অথচ এ ইল্লতটিই মূলত حُكْمٌ شَرْعِيٌّ শরিয়তের একটি হুকুম وَعِنْدَنَا আর আমাদের মতে لَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ যখন মুসলমান হওয়া شَرْطًا শর্ত لِلْاِحْصَانِ মুহসিন হওয়ার জন্য وَالْكُفَّارُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ আর কাফিরগণের উপর অন্য কোনো বিধান নেই اِلَّا الْجِلْدُ একমাত্র বেত্রাঘাত ব্যতীত بِكْرًا كَانَ চাই অবিবাহিত হোক اَوْ ثَيِّبًا অথবা বিবাহিত হোক عَارَضْنَاهُمْ এ জন্য আমরা শাফেয়ীগণের এ তা'লীলকে مُعَارَضَة করে থাকি بِالْقَلْبِ কলবের মাধ্যমে فَنَقُوْلُ অতঃপর আমরা বলি اَلْمُسْلِمُوْنَ মুসলমানগণ اِنَّمَا يُجْلَدُ بِكْرُهُمْ তাদের অবিবাহিতদেরকে

বেত্রাঘাত করা হয় مِائَةً একশতটি لِأَنَّهُ يُرْجَمُ কেননা, প্রস্তরাঘাত করা হয় ثَيِّبُهُمْ তাদের বিবাহিতগণকে أَيْ অর্থাৎ لَا نُسَلِّمُ আমরা এটা স্বীকার করি না যে أَنَّ الْجَلْدَ বেত্রাঘাত عِلَّةٌ ইল্লত لِلرَّجْمِ রজমের জন্য فِى الْمُسْلِمِيْنَ মুসলমানদের বেলায় بَلِ الرَّجْمُ বরং রজমই عِلَّةٌ لِلْجَلْدِ বেত্রাঘাতের জন্য ইল্লত فِيْهِمْ তাদের জন্য فَهٰذِهِ مُعَارَضَةٌ লক্ষণীয় যে অত্র قَلْبٌ এই বিবেচনায় তো مُعَارَضَةٌ বটে لِأَنَّهَا تَدُلُّ কেননা, এটা নির্দেশ করে عَلٰى خِلَافِ রজম সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে مُدَّعَى الْمُعَلِّلِ ইল্লত পেশকারীর উদ্দেশ্য الَّذِىْ যা রজম ثَيِّبِهِمْ বিবাহিত কাফিরদের বেলায় وَفِيْهَا مُنَاقَضَةٌ আবার একই সাথে مُنَاقَضَه ও রয়েছে لِدَلِيْلِهِمْ তাদের দলিলের উপর وَالْمُخَلِّصُ مِنْهُ যে হুকুমকে ইল্লত সাব্যস্ত করা হয়েছে তা যোগ্য নয় عِلَّةً ইল্লত হওয়ার بِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ আর এটা হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় يَعْنِىْ অর্থাৎ أَنْ مَنْ أَرَادَ যদি কেউ ইচ্ছা পোষণ করে أَنْ لَا يَرِدَ মুআরাযার আপত্তি উত্থাপন না করতে عَلٰى عِلَّتِهِ তার ইল্লতের উপর أَنْ يُخْرِجَ الْكَلَامَ প্রথম হতেই مِنَ الْاِبْتِدَاءِ তাহলে এর পদ্ধতি হলো فَطَرِيْقُهُ কলবের মাধ্যমে الْقَلْبُ فِى الْمَآلِ তার বক্তব্যকে পেশ করবে مَخْرَجَ الْاِسْتِدْلَالِ দলিল পেশ করার আকারে فَإِنَّهُ يُمْكِنُ কেননা, এটা সম্ভব যে أَنْ يَكُوْنَ الشَّيْءُ একটা বস্তু হবে دَلِيْلًا দলিল عَلٰى شَيْءٍ অপর বস্তুর জন্য وَ ذٰلِكَ الشَّيْءُ কেননা, এটা সম্ভব যে, একটি বস্তু অপর বস্তুর জন্য يَكُوْنُ دَلِيْلًا দলিল হবে এবং হুবহু ঐ অপর বস্তুটি প্রথম বস্তুটির দলিল হবে كَالنَّارِ مَعَ الدُّخَانِ যেমন আগুন ধোঁয়ার দলিল হতে পারে এবং عَلَيْهِ ধোঁয়াও আগুনের দলিল হতে পারে بِخِلَافِ الْعِلِّيَّةِ কিন্তু তা'লীল এটার বিপরীত فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ কেননা, সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট أَنْ يَكُوْنَ أَحَدُهُمَا একটি বস্তুর হওয়া عِلَّةً ইল্লত وَالْاٰخَرُ مَعْلُوْلًا এবং অপরটি হুকুম وَلٰكِنَّ আর কলব এটার জন্য ক্ষতিকর فَالْقَلْبُ يَضُرُّهُ এ স্থানে উপকারী সাব্যস্ত হবে না لَا يَنْفَعُ هٰهُنَا কিন্তু উল্লিখিত মাসআলায় এ নিষ্কৃতি هٰذَا الْمُخَلِّصُ লিশ্শাফিয়ী (রহ.) শাফেয়ীগণের বেলায় لِلشَّافِعِىِّ (رح) ... কেননা, তাঁদের ইল্লত ও হুকুমের মধ্যে কোনো সমতা নেই إِذْ لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا কেননা, রজম لِأَنَّ الرَّجْمَ عُقُوْبَةٌ غَلِيْظَةٌ কঠোর শাস্তি وَلَهُ شُرُوْطٌ এর জন্য বিশেষ বিশেষ শর্তও রয়েছে وَالْجَلْدُ অথচ বেত্রাঘাতের বেলায় لَيْسَ كَذٰلِكَ এসব কিছুই পাওয়া যায় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَنَقُوْلُ إِنَّمَا الْمُسْلِمُوْنَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে শাফেয়ীগণের যুক্তি খণ্ডন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। শাফেয়ীগণ বলেছেন যে, বেত্রাঘাত করা রজমের জন্য عِلَّةٌ আমরা হানাফীরা তা মেনে নিতে রাজি নই; বরং আমাদের মতে রজম হলো বেত্রাঘাতের عِلَّةٌ একে مُعَارَضَةٌ فِيْهَا الْمُنَاقَضَةُ বলার যথার্থতা এই যে, এটা তাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থকে সাব্যস্ত করে। কেননা, তারা বিবাহিত কাফিরের জন্য রজমকে সাব্যস্ত করেছে। অথচ এটার দ্বারা তার বিপরীত সাব্যস্ত হয়েছে। এ দিকের বিবেচনায় একে مُعَارَضَة বলে। আবার তাঁরা যাকে عِلَّةٌ হিসেবে ধার্য করেছেন আমাদের দৃষ্টিতে তা عِلَّت হওয়ার যোগ্য নয়। সুতরাং এ দিকের বিবেচনায় একে مُنَاقَضَه বলে।

অবশ্য مُعَارَضَةٌ بِالْقَلْبِ -এর অভিযোগ হতে আত্মরক্ষা করার একটি উপায় আছে। আর তা হলো تَعْلِيْل -এর পদ্ধতি অবলম্বন না করে اِسْتِدْلَال -এর পদ্ধতি অনুসরণ করা। কেননা, দু'টি বস্তুর মধ্যে একটি عِلَّت ও অপরটি مَعْلُوْل হওয়া নির্ধারিত। কিন্তু দলিলের ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য নয়। বরং দু'টি বস্তুর মধ্যে প্রত্যেকেই একে অপরের জন্য দলিল হওয়ার অবকাশ রাখে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) اِسْتِدْلَال -এর পদ্ধতি অনুসরণ করে এ স্থলে রেহাই পাবেন না। কেননা, রজম ও বেত্রাঘাতের মধ্যে সমতা নেই।

وَيَنْفَعُنَا لَوْ قُلْنَا الصَّوْمُ عِبَادَةٌ تَلْزَمُ بِالنَّذْرِ فَتَلْزَمُ بِالشُّرُوْعِ إِذْ لَوْ قَلَّبَ الْخَصْمُ فَيَقُوْلُ إِنَّمَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ بِالشُّرُوْعِ قُلْنَا بَيْنَهُمَا مُسَاوَاةٌ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِحَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَا ضَيْرَ فِيْهِ وَالثَّانِىْ قَلْبُ الْوَصْفِ شَاهِدًا عَلَى الْخَصْمِ بَعْدَ أَنْ كَانَ شَاهِدًا لَهُ أَىْ لِلْخَصْمِ فَهُوَ كَقَلْبِ الْجِرَابِ بِجَعْلِ ظَهْرِهِ بَطْنًا وَبَطْنَهُ ظَهْرًا فَإِنَّ ظَهْرَ الْوَصْفِ كَانَ إِلَيْكَ وَالْوَجْهَ إِلَى الْخَصْمِ فَإِنْ قُلِّبَ بَعْدَهُ فَصَارَ ظَهْرُهُ إِلَيْهِ وَ وَجْهُهُ إِلَيْكَ ـ

সরল অনুবাদ : অবশ্য আমাদের বেলায় উপকারী বটে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন আমরা এরূপ বলবো যে, রোজা একটি ইবাদত যা মান্নতকরণ দ্বারা আবশ্যক হয়ে যায়, এ জন্য শুরু করা দ্বারাও আবশ্যক হয়ে যাবে। এখন যদি প্রতিপক্ষ এটাকে قَلْب করে এরূপ বলেন যে, রোজা শুরু করা দ্বারা আবশ্যক হওয়ার কারণে মান্নতকরণ দ্বারাও আবশ্যক হয়ে যায়, তাহলে এটা আমাদের বেলায় ক্ষতিকর নয়। কেননা, এতদুভয়ের মধ্যে সমতা রয়েছে। এ জন্য এদের প্রত্যেকটি দ্বারা অন্যটির উপর দলিল পেশ করা সম্ভবপর। قَلْب -এর **দ্বিতীয় প্রকার হলো– ইল্লতকে এমনভাবে উল্টিয়ে দিতে হবে যে, তা দলিল পেশকারীর দাবির পক্ষে দলিল হওয়ার পরিবর্তে তার বিপরীত বস্তুর প্রতি নির্দেশকারী** قَلْب **হয়ে যাবে।** অর্থাৎ প্রতিপক্ষের জন্য। আর এ (অনুভবযোগ্য ব্যাপারে) চামড়ার থলে উল্টানো-এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। অর্থাৎ পাথেয়-সামগ্রী রাখার থলের অভ্যন্তর ভাগকে বাহির এবং বাহিরের অংশকে ভিতরের দিকে করে দেওয়া। যেন ইল্লতের পিঠ তোমার দিকে ছিল এবং মুখ দলিল পেশকারীর দিকে। আর قَلْب করার পর পিঠ দলিল পেশকারীর দিকে হয়ে গেছে এবং মুখ তোমার দিকে ফিরে গেছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَنْفَعُنَا অথচ আমাদের বেলায় উপকারী বটে لَوْ قُلْنَا যেমনি আমরা বলবো الصَّوْمُ عِبَادَةٌ রোজা একটি ইবাদত تَلْزَمُ যা আবশ্যক হয়ে যায় بِالنَّذْرِ মান্নতকরণ দ্বারা فَتَلْزَمُ এ জন্য আবশ্যক হয়ে যায় بِالشُّرُوْعِ শুরুকরণ দ্বারাও إِذْ لَوْ قَلَّبَ এখন যদি এটাকে কলব করে الْخَصْمُ প্রতিপক্ষ فَيَقُوْلُ এবং বলে إِنَّمَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ রোজা মান্নতকরণ দ্বারা আবশ্যক হয়ে যায় لِأَنَّهُ يَلْزَمُ بِالشُّرُوْعِ রোজা শুরু করা দ্বারা তা আবশ্যক হওয়ার কারণে (তাহলে এটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়) قُلْنَا তাহলে আমরা বলবো بَيْنَهُمَا مُسَاوَاةٌ এ উভয়ের মধ্যে সমতা রয়েছে يُمْكِنُ এ জন্য সম্ভব হবে أَنْ يَسْتَدِلَّ দলিল পেশ করতে بِحَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا এদের প্রত্যেকটি দ্বারা عَلَى الْآخَرِ অন্যটির উপর وَلَا ضَيْرَ এতে কোনো ক্ষতি নেই وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয় প্রকার হলো قَلْبُ الْوَصْفِ ইল্লতকে এমনভাবে উল্টিয়ে দিতে হবে যে شَاهِدًا তা নির্দেশকারী হবে عَلَى الْخَصْمِ দলিল পেশকারীর বিরুদ্ধে بَعْدَ أَنْ كَانَ হওয়ার পরে شَاهِدًا لَهُ তার পক্ষের দলিল أَىْ অর্থাৎ لِلْخَصْمِ প্রতিপক্ষের জন্য فَهُوَ আর এটা كَقَلْبِ উল্টানোর মতো الْجِرَابِ চামড়ার থলে যা পাত্র بِجَعْلِ অর্থাৎ করে দেওয়া ظَهْرِهِ পাথেয় সামগ্রী রাখার পাত্রের বাহির ভাগকে بَطْنًا অভ্যন্তর ভাগে وَبَطْنَهُ আর অভ্যন্তর ভাগকে ظَهْرًا বাহিরের দিকে করে দেওয়া فَإِنَّ ظَهْرَ الْوَصْفِ কেননা, যেন ইল্লতের পিঠ ছিল كَانَ إِلَيْكَ তোমার দিকে ছিল وَالْوَجْهَ এবং মুখ ছিল إِلَى الْخَصْمِ দলিল পেশকারীর দিকে فَإِنْ قُلِّبَ بَعْدَهُ আর قَلْب করার পর فَصَارَ ظَهْرُهُ إِلَيْهِ পিঠ দলিলকারীর দিকে হয়ে গেছে وَ وَجْهُهُ إِلَيْكَ এবং মুখ তোমার দিকে ফিরে গেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالثَّانِىْ قَلْبُ الْوَصْفِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে قَلْب -এর দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা আলোচিত হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, مُعَارَضَة -এর প্রথম প্রকার مُعَارَضَةٌ فِيْهَا الْمُنَاقَضَةُ -কে قَلْب নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। একে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম প্রকারের আলোচনা ইতঃপূর্বে করা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে।

قَلْب -এর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে عِلَّت -কে এমনভাবে ওলট-পালট করে দেওয়া যাতে এটা مُسْتَدِل -এর জন্য দলিল না হয়; বরং তার দাবির বিপরীত অর্থকে সাব্যস্ত করে। এ قَلْب -কে قَلْب جِرَابْ (পাথেয় পাত্র পাল্টানো)-এর সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ পাথেয় পাত্রের ভিতরের দিককে বাইরের দিকে করে দেওয়া এবং বাইরের দিককে ভিতরের দিকে করে দেওয়া যেন عِلَّت -এর পশ্চাৎদিক খণ্ডনকারীর দিকে ছিল, আর সম্মুখ ভাগ খণ্ডনকারীর দিকে ফিরে গেছে– قَلْب -এর পর مُسْتَدِل -এর দলিল তার দাবির বিপরীতে সাব্যস্ত হয় এ দিকের বিবেচনায় একে مُعَارَضَه বলা হয়ে থাকে। অপরদিকে এখন যেহেতু আর দলিলের দ্বারা তার দাবি প্রমাণিত হয় না এ দিকের বিচারে একে مُنَاقَضَه নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

فَهُوَ مُعَارَضَةٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلٰى خِلَافِ مُدَّعَى الْخَصْمِ وَفِيهِ مُنَاقَضَةٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّ دَلِيلَهُ لَمْ يَدُلَّ عَلٰى مُدَّعَاهُ وَهٰذَا هُوَ الَّذِىْ يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ بِالْمُعَارَضَةِ بِالْقَلْبِ وَيَجْرِىْ فِىْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ فِى الْمُغَالَطَةِ الْعَامَّةِ الْوُرُوْدِ كَمَا بَيَّنُوهُ فِىْ كُتُبِهِمْ كَقَوْلِهِمْ فِىْ صَوْمِ رَمَضَانَ إِنَّهُ صَوْمُ فَرْضٍ فَلَا يَتَأَدّٰى إِلَّا بِتَعْيِيْنِ النِّيَّةِ كَصَوْمِ الْقَضَاءِ فَجُعِلَتِ الْفَرْضِيَّةُ عِلَّةً لِلتَّعَيُّنِ فَعَارَضْنَاهُ بِالْقَلْبِ وَجَعَلْنَا الْفَرْضِيَّةَ دَلِيلًا عَلٰى عَدَمِ التَّعَيُّنِ فَقُلْنَا لَمَّا كَانَ صَوْمًا فَرْضًا اِسْتَغْنٰى عَنْ تَعْيِيْنِ النِّيَّةِ بَعْدَ تَعَيُّنِهِ كَصَوْمِ الْقَضَاءِ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلٰى تَعْيِيْنٍ وَاحِدٍ فَقَطْ لَا زَائِدَ فِيهِ فَهٰذَا كَذٰلِكَ لٰكِنَّهُ إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوْعِ وَهٰذَا تَعَيَّنَ قَبْلَهُ مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ حَيْثُ قَالَ إِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ إِلَّا عَنْ رَمَضَانَ فَصَوْمُ رَمَضَانَ وَصَوْمُ الْقَضَاءِ سَوَاءٌ فِىْ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إِلٰى تَعْيِيْنٍ بَعْدَ تَعَيُّنٍ لٰكِنَّ الرَّمَضَانَ لَمَّا كَانَ مُعَيَّنًا قَبْلَ الشُّرُوْعِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلٰى تَعْيِيْنِ الْعَبْدِ وَصَوْمُ الْقَضَاءِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا قَبْلَ الشُّرُوْعِ اِحْتَاجَ إِلٰى تَعْيِيْنِ الْعَبْدِ مَرَّةً ـ

সরল অনুবাদ : একে এই বিবেচনায় مُعَارَضَة বলা হয় যে, এমন দলিল পেশকারীর দলিল তার দাবির বিপরীত বস্তুর প্রতি নির্দেশ করে। আর مُنَاقَضَة এই বিবেচনায় বলা হয় যে, এই দলিল দ্বারা এখন তার দাবি সাব্যস্ত হয় না (فَقَدِ انْتَقَضَ دَلِيْلُهُ)। তর্কবিদগণ قَلْب-এর এই প্রকারকেই مُعَارَضَةٌ بِالْقَلْبِ নামে আখ্যায়িত করেন। আর সচরাচর সংঘটিত ভ্রান্তি (অর্থাৎ কিয়াসে ফাসেদ)-কে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে সাধারণভাবে এই مُعَارَضَةٌ بِالْقَلْبِ-এরই সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যার বিশদ বিবরণ তর্কশাস্ত্রের কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। **যেমন– রমজানের রোজা সম্পর্কে শাফেয়ীগণ বলেন যে, যেহেতু এটা ফরজ রোজা, এ জন্য নিয়ত নির্দিষ্ট করা ব্যতীত আদায় হবে না। যদ্রূপ কাজা রোজা নিয়ত নির্দিষ্ট করা ব্যতীত আদায় হয় না।** এ মাসআলায় ফরজ হওয়াকে নিয়ত নির্দিষ্ট করার ইল্লত সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমরা مُعَارَضَةٌ بِالْقَلْبِ-এর সাহায্যে এটার উত্তর প্রদান করি এবং ফরজ হওয়াকে নিয়ত নির্দিষ্ট না করার দলিল সাব্যস্ত করি। **সুতরাং আমরা এরূপ বলি যে, রমজানের রোজা যেহেতু ফরজ, এ জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পর নিজের পক্ষ হতে নিয়ত নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন– কাজা রোজা।** অর্থাৎ যদ্রূপ কাজা রোজা একবার নির্দিষ্ট করে নেওয়ার পর পুনরায় তা নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজন থাকে না, তদ্রূপ রমজানের রোজাও পুনরায় নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। **অবশ্য কাজা রোজা নির্দিষ্ট হয় (নিয়তের সাথে) শুরু করা দ্বারা আর রমজানের রোজা পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট** শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে। যেমন– নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যখন শাবান মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, তখন রমজানের রোজা ব্যতীত অন্য কোনো রোজা নেই।' মোটকথা, রমজানের রোজা এবং কাজা রোজা উভয়ই এ ব্যাপারে সমান যে, একবার নির্দিষ্ট করার পর পুনরায় নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু রমজানের রোজা যেহেতু শুরু করার পূর্ব হতেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দিষ্ট, এ জন্য বান্দার পক্ষ হতে পুনরায় নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। আর কাজা রোজা যেহেতু শুরু করার পূর্বে নির্দিষ্ট নয়, এ জন্য বান্দার পক্ষ হতে একবার নির্দিষ্ট করা আবশ্যক।

শাব্দিক অনুবাদ : فَهُوَ مُعَارَضَةٌ ফলে একে مُعَارَضَة বলা হয় مِنْ حَيْثُ এ বিবেচনায় যে أَنَّهُ يَدُلُّ যে দলিল নির্দেশ করে عَلٰى خِلَافِ বিপরীত বস্তুর প্রতি مُدَّعَى الْخَصْمِ দলিল পেশকারীর দাবির وَفِيهِ مُنَاقَضَةٌ আর একে مُنَاقَضَه বলা হয় مِنْ حَيْثُ এ বিবেচনায় যে أَنَّ دَلِيْلَهُ তার দলিল لَمْ يَدُلَّ সাব্যস্ত হয় না عَلٰى مُدَّعَاهُ তার দাবি وَهٰذَا هُوَ আর এটাই হলো তা الَّذِىْ যার নামকরণ করেছেন أَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ তর্কবিদগণ بِالْمُعَارَضَةِ بِالْقَلْبِ মুআরাযা বিল-কলব নামে وَيَجْرِىْ আর এর সাহায্য يُسَمِّيهِ গ্রহণ করা হয় فِىْ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ অনেক ক্ষেত্রে فِى الْمُغَالَطَةِ ভ্রান্তিতে الْعَامَّةِ সচরাচর الْوُرُوْدِ সংঘটিত كَمَا بَيَّنُوْهُ যার বিশদ বর্ণনা তর্কবিদগণ করেছেন فِىْ كُتُبِهِمْ তাদের কিতাবসমূহে كَقَوْلِهِمْ যেমন শাফেয়ীগণের কাওল فِىْ صَوْمِ رَمَضَانَ রমজানের

রোজা সম্পর্কে إِلَّا بِتَعْيِيْنِ النِّيَّةِ নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা ব্যতীত فَلَا يَتَأَدّٰى যে এটা ফরজ রোজা إِنَّهُ صَوْمٌ فَرْضٌ কাজেই এটা আদায় হবে না كَصَوْمِ الْقَضَاءِ যেমন কাজা রোজা নিয়ত নির্দিষ্ট করা ব্যতীত আদায় হয় না فَجُعِلَتِ এ মাসআলায় সাব্যস্ত করা হয়েছে الْفَرْضِيَّةُ ফরজ হওয়াকে عِلَّةً ইল্লত لِلتَّعْيِيْنِ নিয়ত নির্দিষ্ট করার فَعَارَضْنَاهُ কিন্তু আমরা এর উত্তর প্রদান কারি بِالْقَلْبِ মুআরাযা বিল-কলবের সাহায্যে فَقُلْنَا وَجَعَلْنَا الْفَرْضِيَّةَ ফরজ হওয়াকে সাব্যস্ত করি دَلِيْلًا দলিল عَلٰى عَدَمِ না করার التَّعْيِيْنِ। নিয়ত নির্দিষ্ট সুতরাং আমরা এরূপ বলি لَمَّا كَانَ صَوْمًا فَرْضًا যখন রমজানের রোজা যেহেতু ফরজ اِسْتَغْنٰى তখন প্রয়োজন নেই عَنْ تَعْيِيْنِ النِّيَّةِ নিয়ত নির্দিষ্টকরণ بَعْدَ تَعْيِيْنِهٖ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পর كَصَوْمِ الْقَضَاءِ যেমন কাজা রোজা إِنَّمَا يَحْتَاجُ কাজা রোজা প্রয়োজন إِلٰى تَعْيِيْنِ নির্দিষ্ট করে নেওয়া وَاحِدٍ فَقَطْ শুধু একবার মাত্র لَا زَائِدَ فِيْهِ এরপর আর নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হয় না فَهٰذَا كَذٰلِكَ। তদ্রূপ রমজানের রোজাও পূর্ণ নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই لٰكِنَّهُ কিন্তু إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ কাজা রোজা নির্দিষ্ট হয় بِالشُّرُوْعِ শুরু করা দ্বারা وَهٰذَا। আর রমজানের রোজা تَعَيَّنَ নির্দিষ্ট قَبْلَهُ পূর্ব হতেই مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে حَيْثُ قَالَ যেমনি নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন إِذَا انْسَلَخَ। যখন অতিক্রান্ত হয়ে যায় شَعْبَانُ শাবান মাস فَلَا صَوْمَ তখন অন্য কোনো রোজা নেই إِلَّا عَنْ رَمَضَانَ রমজানের রোজা ব্যতীত فَصَوْمُ رَمَضَانَ অতএব রমজানের রোজা وَصَوْمُ الْقَضَاءِ এবং কাজার রোজা سَوَاءٌ فِيْ এ ব্যাপারে এক বরাবর أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ যে এটার প্রয়োজন নেই إِلٰى تَعْيِيْنٍ পুনরায় নির্দিষ্টকরণের بَعْدَ تَعْيِيْنٍ একবার নির্দিষ্ট করার পর لٰكِنَّ الرَّمَضَانَ কিন্তু রমজানের রোজা لَمَّا كَانَ مُعَيَّنًا যেহেতু আল্লাহর তা'আলার পক্ষ হতে নির্দিষ্ট قَبْلَ الشُّرُوْعِ শুরু করার পূর্ব হতেই فَلَا يُحْتَاجُ এ জন্য প্রয়োজন নেই إِلٰى تَعْيِيْنِ الْعَبْدِ বান্দার পক্ষ হতে পুনরায় নির্দিষ্ট করার قَبْلَ الشُّرُوْعِ শুরু করার পূর্বে وَصَوْمُ الْقَضَاءِ আর কাজা রোজা لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا যখন নির্দিষ্ট নেই اِحْتَاجَ এ জন্য আবশ্যক إِلٰى تَعْيِيْنِ الْعَبْدِ বান্দার নির্দিষ্ট করা مَرَّةً একবার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَقَوْلِهِمْ فِيْ صَوْمِ رَمَضَانَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে قَلْب-এর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ আলোচিত হয়েছে। এখানে قَلْب-এর দ্বিতীয় প্রকার যাতে قَلْب-কে এমনভাবে পাল্টিয়ে দেওয়া হয় যদ্দরুন اِسْتِدْلَال-এর দলিল হওয়ার পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, তার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। সুতরাং শাফেয়ীগণ বলে থাকেন যে, রোজা যেহেতু ফরজ সেহেতু নিয়ত নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত এটা আদায় হবে না। যদ্রূপ কাজা রোজা নিয়তের নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত আদায় হয় না। লক্ষণীয় যে, আলোচ্য মাস্‌আলায় শাফেয়ীগণ রোজা ফরজ হওয়াকে নিয়ত নির্দিষ্টকরণের عِلَّةً হিসেবে গণ্য করেছেন। অথচ আমরা مُعَارَضَةً بِالْقَلْبِ-এর মাধ্যমে ফরজ হওয়াকে নিয়ত নির্দিষ্ট না করার দলিল হিসেবে গণ্য করে থাকি। অর্থাৎ আমরা বলি যে, আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পর বান্দা নিজের পক্ষ হতে রমজানের রোজার নিয়ত নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। যদ্রূপ কাজা রোজা একবার (বান্দা কর্তৃক) নির্দিষ্ট হওয়ার পর পুনরায় নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন থাকে না। মোটকথা, ফরজ রোজা একবার নির্দিষ্ট হওয়ার পর-চাই বান্দা কর্তৃক হোক অথবা আল্লাহ কর্তৃক হোক পুনরায় নির্দিষ্ট করবার প্রয়োজন নেই। যা হোক, শাফেয়ীগণ যে فَرْضِيَّتْ ফরজ হওয়াকে নিয়ত নির্দিষ্টকরণের عِلَّةً হিসেবে বর্ণনা করেছেন, আমরা তাকেই নিয়ত নির্দিষ্ট না করার عِلَّةً হিসেবে সাব্যস্ত করে তাদের বিপরীত দাবি প্রমাণ করেছি।

وَقَدْ تُقْلَبُ الْعِلَّةُ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ غَيْرِ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ وَهُوَ ضَعِيْفٌ كَقَوْلِهِمْ اَيِ الشَّافِعِيَّةُ فِىْ حَقِّ النَّوَافِلِ حَيْثُ لَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوْعِ وَلَا تُقْضٰى بِالْاِفْسَادِ عِنْدَهُمْ هٰذِهٖ عِبَادَةٌ لَا يَمْضِىْ فِىْ فَاسِدِهَا اَىْ اِذَا فَسَدَتْ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ اِفْسَادٍ بِظُهُوْرِ الْحَدَثِ مِنَ الْمُصَلِّىْ لَا يَجِبُ اِتْمَامُهَا وَهٰذَا بِخِلَافِ الْحَجِّ فَاِنَّهٗ اِذَا فَسَدَ يَجِبُ فِيْهِ الْمَضِىُّ وَالْقَضَاءُ بَعْدَهٗ فَلَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوْعِ كَالْوُضُوْءِ فَاِنَّهٗ لَمَّا لَمْ يَمْضِ فِىْ فَاسِدِهٖ لَمْ يَلْزَمْ بِالشُّرُوْعِ ـ

সরল অনুবাদ : আর কোনো কোনো সময় অন্য আরেক পন্থায় قَلْب عِلَّت হয়ে থাকে উল্লিখিত উভয় পন্থা ব্যতীত। কিন্তু এ পন্থাটি দুর্বল। যেমন– তাঁরা বলেন যে, অর্থাৎ শাফেয়ীগণ নফল সম্পর্কে বলেন যে, শুরু করার কারণে পূর্ণ করা আবশ্যক নয়। আর শুরু করার পর ফাসেদ করা দ্বারা কাজা ওয়াজিব নয়। যার স্বপক্ষে দলিল পেশ করতে গিয়ে তাঁরা বলেন, **এই নফলসমূহ এমন ইবাদত যে, তা ফাসেদ হয়ে গেলে পূর্ণ করার হুকুম আরোপিত হয় না।** অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ– যেমন নামাজ। তা حَدَث প্রভৃতিজনিত কারণে নামাজির ইচ্ছা ব্যতীতই নিজে নিজে ফাসেদ হয়ে গেলে পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু হজ এটার বিপরীত। কেননা, তা ফাসেদ হওয়ার পর পূর্ণ করা এবং পরে কাজা করা ওয়াজিব। **সুতরাং শুরু করা দ্বারাও আবশ্যক হবে না। যেমন– অজু।** কেননা, ফাসাদ দেখা দেওয়ার কারণে যদ্রূপ অজু পূর্ণ করা জরুরি নয়, তদ্রূপ শুরু করা দ্বারাও এটা আবশ্যক হয় না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ تُقْلَبُ আর কখনো কখনো পরিবর্তিত হয় الْعِلَّةُ ইল্লতটি مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ অন্য আরেক পন্থায় غَيْرِ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ উল্লিখিত উভয় পন্থা ব্যতীত وَهُوَ ضَعِيْفٌ কিন্তু এ পন্থাটি অতি দুর্বল كَقَوْلِهِمْ যেমন তাঁরা বলেন اَيِ الشَّافِعِيَّةُ অর্থাৎ শাফেয়ীগণ فِىْ حَقِّ النَّوَافِلِ নফল সম্পর্কে حَيْثُ لَا تَلْزَمُ পূর্ণ করা আবশ্যক নয় بِالشُّرُوْعِ শুরু করার কারণে وَلَا تُقْضٰى আর কাজাও ওয়াজিব নয় بِالْاِفْسَادِ শুরু করার পর ফাসেদ করা দ্বারা عِنْدَهُمْ তারা এর স্বপক্ষে দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন هٰذِهٖ عِبَادَةٌ এগুলো এমন ইবাদত لَا يَمْضِىْ পূর্ণ করার হুকুম আরোপিত হয় না فِىْ فَاسِدِهَا তা ফাসেদ হয়ে গেলে اَىْ অর্থাৎ اِذَا فَسَدَتْ بِنَفْسِهَا যদি এগুলো নিজে নিজে ফাসেদ হয়ে যায় مِنْ غَيْرِ اِفْسَادٍ ফাসাদের ইচ্ছা ব্যতীত بِظُهُوْرِ প্রকাশ পাওয়া দ্বারা الْحَدَثِ হদছ ইত্যাদি مِنَ الْمُصَلِّىْ নামাজির পক্ষ হতে لَا يَجِبُ তাহলে ওয়াজিব নয় اِتْمَامُهَا তা পূর্ণ করা এবং পরে কাজা করা وَهٰذَا بِخِلَافِ الْحَجِّ কিন্তু এটা হজের বিপরীত فَاِنَّهٗ اِذَا فَسَدَ কেননা, এটা ফাসেদ হয়ে গেলে يَجِبُ فِيْهِ ওয়াজিব হবে الْمَضِىُّ পূর্ণ করা وَالْقَضَاءُ এবং কাজা করা بَعْدَهٗ এর পরে فَلَا تَلْزَمُ সুতরাং আবশ্যক হবে بِالشُّرُوْعِ শুরু করা দ্বারাও كَالْوُضُوْءِ যেমন– অজু فَاِنَّهٗ কেননা لَمَّا لَمْ يَمْضِ যেমন অজু পূর্ণ করা ওয়াজিব নয় فِىْ فَاسِدِهٖ ফাসাদ দেখা দেওয়ার কারণে لَمْ يَلْزَمْ بِالشُّرُوْعِ এমনিভাবে শুরু করা দ্বারাও এটা আবশ্যক হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقَدْ تُقْلَبُ الْعِلَّةُ مِنْ وَجْهٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُعَارَضَةٌ بِالْقَلْبِ-এর তৃতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উপরে مُعَارَضَةٌ بِالْقَلْبِ-এর দু'টি পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) এটার তৃতীয় আরো একটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। অবশ্য পূর্বোক্ত দু'টির তুলনায় তা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। উদাহরণত নফলের ব্যাপারে শাফেয়ীগণ বলে থাকেন যে, তা আরম্ভ করার দ্বারা লাযেম হয়ে যায় না এবং বিনষ্ট হয়ে গেলে এটাকে পূর্ণ করা এবং পরে কাজা করা ওয়াজিব নয়। শাফেয়ীগণ এটাকে অজুর সাথে তুলনা করেছেন। কেননা, অজু যদ্রূপ ফাসাদ হওয়ার কারণে অজুকে পূর্ণ করা জরুরি নয়, তদ্রূপ নফলও ফাসেদ হওয়ার কারণে পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। কাজেই যেমনটি অজু আরম্ভ করবার দ্বারা পূর্ণ করা লাযেম হয় না, তেমনটি নফলও আরম্ভ করবার দ্বারা পূর্ণ করা লাযেম হবে না।

আমরা (হানাফীগণ) বলি যে, অজু এবং নফল সমান নয়। কেননা, অজু তো আরম্ভ করলেও পূর্ণ করা ওয়াজিব হয় না, আবার মান্নত করলেও ওয়াজিব হয় না। কিন্তু নফল তো সর্বসম্মতভাবে মান্নতের দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায় কাজেই উভয়ের حُكْم সমান হতে পারে না; বরং মান্নতের ন্যায় শুরু করবার দ্বারাও লাযেম হবে। আর অজু যদ্রূপ মান্নতের দ্বারা লাযেম হয় না, তদ্রূপ আরম্ভ করবার দ্বারাও লাযেম হবে না।

فَيُقَالُ لَهُمْ لَمَّا كَانَ كَذٰلِكَ وَجَبَ اَنْ يَسْتَوِىَ فِيْهِ اَىْ فِى النَّفْلِ عَمَلُ النَّذْرِ وَالشُّرُوْعِ بِاللُّزُوْمِ كَمَا اسْتَوٰى عَمَلُهُمَا فِى الْوُضُوْءِ بِعَدَمِ اللُّزُوْمِ فَالْوَصْفُ الَّذِىْ جَعَلَهُ الشَّافِعِىُّ (رحـ) دَلِيْلًا عَلٰى عَدَمِ اللُّزُوْمِ بِالشُّرُوْعِ فِى النَّفْلِ وَهُوَ عَدَمُ الْاِمْضَاءِ فِى الْفَسَادِ جَعَلْنَاهُ عِلَّةً لِاِسْتِوَاءِ النَّذْرِ وَالشُّرُوْعِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ اللُّزُوْمُ بِالشُّرُوْعِ فَكَانَ قَلْبًا مِنْ هٰذِهِ الْحَيْثِيَّةِ وَاِنَّمَا كَانَ هٰذَا الْقَلْبُ ضَعِيْفًا لِاَنَّهُ مَا اَتٰى بِصَرِيْحِ نَقِيْضِ الْخَصْمِ اَعْنِى اللُّزُوْمَ بِالشُّرُوْعِ بَلْ اَتٰى بِالْاِسْتِوَاءِ الْمَلْزُوْمِ لَهُ وَلِاَنَّ الْاِسْتِوَاءَ مُخْتَلِفٌ ثُبُوْتًا وَ زَوَالًا فَفِى الْوُضُوْءِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهٖ غَيْرَ لَازِمٍ بِالشُّرُوْعِ وَالنَّذْرِ وَفِى النَّفْلِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهٖ لَازِمًا بِهِمَا وَيُسَمّٰى هٰذَا عَكْسًا اَىْ شَبِيْهًا بِالْعَكْسِ لَا عَكْسًا حَقِيْقِيًّا لِاَنَّ الْعَكْسَ الْحَقِيْقِىَّ هُوَ رَدُّ الشَّىْءِ عَلٰى سُنَنِهِ الْاَوَّلِ كَمَا يُقَالُ فِىْ قَوْلِنَا مَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ يَلْزَمُ بِالشُّرُوْعِ كَالْحَجِّ وَمَا لَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوْعِ كَالْوُضُوْءِ وَهُوَ يَصْلُحُ لِلتَّرْجِيْحِ عَلٰى مَا سَيَاْتِىْ لِاَنَّ مَا يَطَّرِدُ وَ يَنْعَكِسُ اَوْلٰى مِمَّا يَطَّرِدُ وَلَا يَنْعَكِسُ وَهٰذَا لَمَّا كَانَ رَدُّ الشَّىْءِ عَلٰى خِلَافِ سُنَنِهِ الْاَوَّلِ كَانَ دَاخِلًا فِى الْقَلْبِ شَبِيْهًا بِالْعَكْسِ وَاِنَّمَا جَعَلَهُ عَكْسًا اِتِّبَاعًا لِفَخْرِ الْاِسْلَامِ (رحـ) ـ

সরল অনুবাদ : সুতরাং শাফেয়ীগণের উত্তরে **আমাদের পক্ষ হতে এটা বলা হয় যে, (তোমরা যখন ফাসেদ অজুকে পূর্ণ করা ওয়াজিব না হওয়ার উপর কিয়াস করে শুরু করা দ্বারা আবশ্যক না হওয়ার হুকুমের উপর দলিল পেশ করেছ, তখন) এটা দ্বারা এ কথাটিও আবশ্যক হয় যে, নফলের মধ্যে মান্নত ও শুরু করার হুকুম একই রকম হবে।** অর্থাৎ এ দু'টি দ্বারা নফল আবশ্যক হয়ে যাবে। **যদ্রূপ অজুর ক্ষেত্রে এ দু'টির হুকুম একই রকম।** অর্থাৎ তাদের কোনোটি দ্বারাই অজু পূর্ণ করা ওয়াজিব হয় না। **সুতরাং** যে وَصْف (ফাসাদের ক্ষেত্রে পূর্ণ না করা)-কে ইমাম শাফেয়ী (র.) নফল শুরু করা দ্বারা আবশ্যক না হওয়া-এর দলিল সাব্যস্ত করেছিলেন, আমরা সেই وَصْف -কেই মান্নত ও শুরু-এর পরস্পর সমান হওয়ার ইল্লত সাব্যস্ত করেছি। আর এ দু'টির পরস্পর সমান হওয়ার দাবি এই যে, নফল শুরু করা দ্বারা আবশ্যক হয়ে যাবে, যদ্রূপ মান্নত দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে আবশ্যক হয়ে যায়। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে এটা مُعَارَضَةٌ بِالْقَلْبِ হয়ে গেছে। **কিন্তু অত্র** قَلْب **টি এ কারণে দুর্বল যে,** مُعَارِضْ প্রতিপক্ষের দাবির প্রকাশ্য বিপরীত বস্তু অর্থাৎ শুরু করা দ্বারা আবশ্যক হওয়াকে সাব্যস্ত করেননি; বরং পরস্পর সমান হওয়াকে সাব্যস্ত করেছেন। যা দ্বারা শুরু করা আবশ্যক হওয়া প্রয়োজন হিসেবে সাব্যস্ত হয় **অনুরূপভাবে দুর্বলতার এটাও একটি কারণ যে, সমান হওয়া** দ্বারা مُعَارِضْ দলিল পেশ করছে, **স্বয়ং তার প্রতিক্রিয়া মূল ও শাখার মধ্যে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের বিবেচনায় বিভিন্ন।** অজুর ক্ষেত্রে মান্নত ও শুরু-এর মধ্যে আবশ্যক না হওয়ার প্রশ্নে সমতা রয়েছে এবং নফলের ক্ষেত্রে আবশ্যক হওয়ার প্রশ্নে সমতা রয়েছে। **আর এ** قَلْب **-কে** عَكْس **নামে আখ্যায়িত করা হয়।** অর্থাৎ এটা عَكْس -এর সাথে সাদৃশ্য রাখে, প্রকৃত عَكْس নয়। কেননা, প্রকৃত عَكْس বলা হয় কোনো বস্তুকে তার প্রথম তরীকার উপর ফিরিয়ে দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ যেমন– আমাদের কাওল এই যে, যে ইবাদত মান্নত দ্বারা আবশ্যক হয়, তা শুরু করা দ্বারাও আবশ্যক হয়ে যায়। যেমন– হজ। আর যা মান্নত দ্বারা আবশ্যক হয় না, তা শুরু করা দ্বারাও আবশ্যক হবে না। যেমন– অজু। এ عَكْس দ্বারা কোনো وَصْف -এর ইল্লত হওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার অর্জিত হয়। যেমন– তার বিশদ বিবরণ শীঘ্রই আসছে। কেননা, যে وَصْف -এর প্রতিক্রিয়া অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতা– উভয় হিসেবেই প্রকাশিত হয়, তা অবশ্যই সেই وَصْف -এর উপর অগ্রগণ্যতা লাভ করবে, যার প্রতিক্রিয়া শুধু অস্তিত্বের বিবেচনায় প্রকাশিত হয়, অস্তিত্বহীনতার বিবেচনায় প্রকাশিত হয় না। মোটকথা, قَلْب -এর এ তৃতীয় অবস্থায় যেহেতু প্রতিপক্ষের দলিল পেশ করাকে তার প্রথম পদ্ধতির বিপরীতে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ জন্য (এটার উপর প্রকৃত عَكْس-এর সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয় না। তবে) এটা প্রকৃতপক্ষে مُعَارَضَةٌ بِالْقَلْبِ -এরই অন্তর্ভুক্ত। عَكْس-এর সাথে শুধু সাদৃশ্যই পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু গ্রন্থকার (র.) ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এর অনুকরণে একেও عَكْس-এর মধ্যে গণ্য করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَيُقَالُ لَهُمْ সুতরাং শাফেয়ীগণের ভিতরে আমাদের পক্ষ হতে এটা বলা যায় যে لَمَّا كَانَ كَذٰلِكَ এটা দ্বারাও এ কথাটি আবশ্যক হয় যে أَنْ يَّسْتَوِىَ فِيْهِ নফলের মধ্যেও একই রকম হবে اَىْ অর্থাৎ فِى النَّفْلِ নফলের মধ্যে وَجَبَ মান্নত ও শুরু করার হুকুম হবে بِاللُّزُوْمِ আবশ্যকীয়ভাবে كَمَا اسْتَوٰى عَمَلُهُمَا যেমনি এ দু'টির হুকুম একই عَمَلُ النَّذْرِ وَالشُّرُوْعِ রকম হয় فِى الْوُضُوْءِ অজুর মধ্যে بِعَدَمِ اللُّزُوْمِ তথা তাদের কোনোটি দ্বারাই অজু পূর্ণ করা ওয়াজিব হয় না فَالْوَصْفُ সুতরাং যে ওয়াসফ (رحـ) الَّذِىْ جَعَلَهُ الشَّافِعِىُّ যাকে ইমাম শাফেয়ী (র.) সাব্যস্ত করেছেন دَلِيْلًا দলিল عَلٰى عَدَمِ اللُّزُوْمِ আবশ্যক না হওয়া فِى الْفَسَادِ শুরু করা দ্বারা وَهُوَ عَدَمُ الْاِمْضَاءِ আর তা হলো পূর্ণ না করা فِى النَّفْلِ নফলের ব্যাপারে بِالشُّرُوْعِ শুরু করে ভঙ্গ হওয়ার মধ্যে جَعَلْنَاهُ আমরা সেই وَصْفٌ -কে সাব্যস্ত করেছি عِلَّةً ইল্লত لِاِسْتِوَاءِ পরস্পর সমান হওয়ার النَّذْرِ মান্নত وَالشُّرُوْعِ এবং শুরু-এর وَيَلْزَمُ مِنْهُ اللُّزُوْمُ আর এ দু'টি পরস্পর সমান হওয়ার দাবি এই যে, আবশ্যক হয়ে যাবে بِالشُّرُوْعِ শুরু করা দ্বারা যদ্রূপ মান্নত দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে আবশ্যক হয়ে যায় مِنْ هٰذِهِ الْحَيْثِيَّةِ এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে فَكَانَ قَلْبًا আর এটাই مُعَارَضَةً بِالْقَلْبِ হয়ে গেছে نَقِيْضِ بِصَرِيْحِ প্রকাশ্য لِاَنَّهُ مَا اَتٰى কেননা, প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করে নি قَلْبٌ টি ضَعِيْفًا দুর্বল যে وَاِنَّمَا كَانَ هٰذَا الْقَلْبُ কিন্তু অত্র বিপরীত বস্তু الْخَصْمِ প্রতিপক্ষের দাবির اَعْنِى অর্থাৎ اللُّزُوْمَ আবশ্যক হওয়াকে সাব্যস্ত করেনি بِالشُّرُوْعِ শুরু করা দ্বারা بَلْ اَتٰى বরং সাব্যস্ত করেছেন بِالْاِسْتِوَاءِ পরস্পর সমান হওয়াকে الْمَلْزُوْمِ لَهُ যা দ্বারা শুরু করা আবশ্যক হওয়া প্রয়োজন হিসেবে সাব্যস্ত হয় وَلِاَنَّ الْاِسْتِوَاءَ অনুরূপভাবে দুর্বলতার এটাও একটি কারণ যে, সমান সমান হওয়া দ্বারা مُعَارِضٌ দলিল পেশ করছে مُخْتَلِفٌ স্বয়ং তার প্রতিক্রিয়া মূল ও শাখার মধ্যে বিভিন্ন ثُبُوْتًا অস্তিত্বের বিবেচনায় وَ زَوَالًا এবং অনস্তিত্বের বিবেচনায় فَفِى الْوُضُوْءِ অতএব অজুর মধ্যে وَفِى بِالشُّرُوْعِ وَالنَّذْرِ শুরু ও মান্নতের মধ্যে كَوْنِهٖ غَيْرَ لَازِمٍ আবশ্যক না হওয়ার প্রশ্নে مِنْ حَيْثُ এ দিক থেকে সমতা রয়েছে وَيُسَمّٰى هٰذَا আর নফলের ক্ষেত্রেও সমতা রয়েছে مِنْ حَيْثُ كَوْنِهٖ لَازِمًا بِهِمَا উভয়টি আবশ্যক হওয়ার দিক থেকে النَّفْلِ আর এই لَا عَكْسًا حَقِيْقِيًّا -কে বলা হয় عَكْسًا আকস নামে اَىْ অর্থাৎ شَبِيْهًا بِالْعَكْسِ এই عَكْسٌ -এর সাথে সাদৃশ্য রাখে قَلْبٌ প্রকৃত عَلٰى سُنَنِهِ الْاَوَّلِ নয় لِاَنَّ الْعَكْسَ الْحَقِيْقِىَّ কেননা, প্রকৃত আকস হচ্ছে هُوَ رَدُّ ফিরিয়ে দেওয়া الشَّىْءِ কোনো বস্তুকে عَكْسٌ তার প্রথম তরীকার উপর كَمَا يُقَالُ উদাহরণস্বরূপ যেমন বলা হয় فِىْ قَوْلِنَا আমাদের কাওল مَا يَلْزَمُ যা আবশ্যক হয় بِالنَّذْرِ মান্নত দ্বারা لَا يَلْزَمُ তা শুরু করা দ্বারাও আবশ্যক হয় كَالْحَجِّ যেমন- হজ وَمَا لَا يَلْزَمُ আর যা আবশ্যক হয় না بِالنَّذْرِ মান্নত দ্বারা يَلْزَمُ بِالشُّرُوْعِ তা শুরু করা দ্বারাও আবশ্যক হয় না كَالْوُضُوْءِ যেমন- অজু وَهُوَ يَصْلُحُ এই عَكْسٌ দ্বারা কোনো ওয়াসফের ইল্লত হওয়ার بِالشُّرُوْعِ ব্যাপারে অর্জিত হয় لِلتَّرْجِيْحِ অগ্রাধিকার عَلٰى مَا سَيَاْتِىْ যার বিশদ বিবরণ পরে আসছে لِاَنَّ مَا يَطَّرِدُ وَيَنْعَكِسُ কেননা, যে -এর প্রতিক্রিয়া অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতা উভয় হিসেবেই প্রকাশিত হয় اَوْلٰى তা অবশ্যই সে وَصْفٌ -এর উপর অগ্রগণ্যতা লাভ وَصْفٌ করবে مِمَّا يَطَّرِدُ যার প্রতিক্রিয়া শুধু অস্তিত্বের বিবেচনায় وَلَا يَنْعَكِسُ অস্তিত্বহীনতার বিবেচনায় প্রকাশিত হয় না وَهٰذَا আর قَلْبٌ -এর এ তৃতীয় অবস্থায় لَمَّا كَانَ رَدُّ الشَّىْءِ যখন প্রতিপক্ষের দলিল পেশ করাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়ে عَلٰى خِلَافِ বিপরীত দিকে سُنَنِهِ الْاَوَّلِ প্রথম পদ্ধতির كَانَ دَاخِلًا এ জন্য এটা অন্তর্ভুক্ত হবে فِى الْقَلْبِ মুআরাযায়ে قَلْبٌ -এর অন্তর্ভুক্ত عَكْسٌ যা شَبِيْهًا بِالْعَكْسِ -এর সাথে শুধু সাদৃশ্যই পাওয়া যায় মাত্র وَاِنَّمَا جَعَلَهُ عَكْسًا আর সম্মানিত গ্রন্থকার একে عَكْسٌ -এর মধ্যে গণ্য করেছেন اِتِّبَاعًا অনুকরণে لِفَخْرِ الْاِسْلَامِ ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُسَمّٰى هٰذَا عَكْسًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُعَارَضَة -এর তৃতীয় প্রকার عَكْس -এর সাদৃশ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, مُعَارَضَةٌ بِالْقَلْبِ-এর পূর্বোক্ত তৃতীয় প্রকারকে عَكْسও বলা হয়ে থাকে। তবে স্মরণযোগ্য এটা প্রকৃত عَكْس নয়; বরং عَكْس -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মাত্র। কেননা, প্রকৃত عَكْس -এর সেই সংজ্ঞা তা এ স্থলে অনুপস্থিত। কারণ, প্রকৃত عَكْس বলে কোনো বস্তুকে তার প্রথমোক্ত পদ্ধতির বিপরীত দিকে পাল্টিয়ে দেওয়া। অথচ এ স্থলে তা পাওয়া যায়নি। عَكْس -এর উদাহরণ যেমন- যে ইবাদত মান্নতের কারণে লাযেম হয়ে থাকে তা শুরু করবার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যথা- হজ। পক্ষান্তরে যা মান্নতের মাধ্যমে লাযেম হয় না তা শুরু করবার মাধ্যমেও লাযেম হয় না। যথা- অজু। মোটকথা, مُعَارَضَةٌ بِالْقَلْبِ -এর আলোচ্য (তৃতীয়) প্রকারে যেহেতু বিরোধীগণের দলিল উপস্থাপনকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেহেতু এটা عَكْس -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে। তবে এটা প্রকৃত عَكْس নয়।

وَالثَّانِى اَلْمُعَارَضَةُ الْخَالِصَةُ عَنْ مَعْنَى الْمُنَاقَضَةِ وَيُسَمّٰى هٰذَا فِىْ عُرْفِ الْمُنَاظَرَةِ مُعَارَضَةً بِالْغَيْرِ وَهِىَ نَوْعَانِ اَحَدُهُمَا الْمُعَارَضَةُ فِىْ حُكْمِ الْفَرْعِ بِاَنْ يَقُوْلَ الْمُعْتَرِضُ لَنَا دَلِيْلٌ يَدُلُّ عَلٰى خِلَافِ حُكْمِكَ فِى الْمَقِيْسِ وَلَهٗ خَمْسَةُ اَقْسَامٍ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ فِىْ عِلْمِ الْاُصُوْلِ عَلٰى مَا قَالَ وَهُوَ صَحِيْحٌ سَوَاءٌ عَارَضَهٗ بِضِدِّ ذٰلِكَ الْحُكْمِ بِلَا زِيَادَةٍ وَهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الْاَوَّلُ مِنْهَا وَ ذٰلِكَ بِاَنْ يَذْكُرَ عِلَّةً دَالَّةً عَلٰى نَقِيْضِ حُكْمِ الْمُعَلِّلِ صَرِيْحًا بِلَا زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ نَظِيْرُهٗ مَا اِذَا قَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) اَلْمَسْحُ رُكْنٌ فِى الْوُضُوْءِ فَيُسَنُّ تَثْلِيْثُهٗ كَالْغَسْلِ فَنَقُوْلُ الْمَسْحُ فِى الرَّأْسِ مَسْحٌ فَلَا يُسَنُّ تَثْلِيْثُهٗ كَمَسْحِ الْخُفِّ اَوْ بِزِيَادَةٍ هِىَ تَفْسِيْرٌ وَهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِىْ مِنْهَا وَنَظِيْرُهٗ اَنْ نَقُوْلَ فِى الْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِ وَقْتَ الْمُعَارَضَةِ اِنَّ الْمَسْحَ رُكْنٌ فِى الْوُضُوْءِ فَلَا يُسَنُّ تَثْلِيْثُهٗ بَعْدَ اِكْمَالِهٖ فَقَوْلُنَا بَعْدَ اِكْمَالِهٖ زِيَادَةٌ عَلٰى قَدْرِ الْمُعَارَضَةِ وَلٰكِنَّهٗ تَفْسِيْرٌ لِلْمَقْصُوْدِ وَلٰكِنْ يُشْكِلُ اَنَّ هٰذَا الْمِثَالَ لَيْسَ لِلْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةِ بَلْ لِلْقِسْمِ الثَّانِىْ مِنَ الْقَلْبِ عَلٰى قِيَاسِ مَا قُلْنَا فِىْ مَسْأَلَةِ صَوْمِ رَمَضَانَ بَعْدَ تَعَيُّنِهٖ وَلَمْ اَرَ مِثَالًا لِهٰذَا الْقِسْمِ مِنَ الْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةِ۔

সরল অনুবাদ : ২. مُعَارَضَة-এর দ্বিতীয় প্রকার হলো مُعَارَضَة خَالِصَة বা নির্ভেজাল مُعَارَضَة অর্থাৎ তাতে مُنَاقَضَة-এর অর্থ নেই। مُنَاظَرَة শাস্ত্রের পরিভাষায় একে مُعَارَضَةٌ بِالْغَيْرِ বলা হয়। **আর এটাও দু' প্রকার। প্রথম প্রকার হলো– সেই مُعَارَضَة যা প্রশাখার হুকুমের সাথে সম্পর্কিত।** অর্থাৎ مُعَارَضَة পেশকারী এরূপ দাবি পেশ করবে যে, আমার নিকট এমন দলিল বিদ্যমান রয়েছে, যা প্রশাখার মধ্যে তোমাদের সাব্যস্তকৃত হুকুমের বিপরীত হুকুমের প্রতি নির্দেশ করে। এ مُعَارَضَةٌ فِى الْحُكْمِ-এর আবার পাঁচটি অবস্থা রয়েছে। এ সকল অবস্থা দ্বারা مُعَارَضَة পেশ করা শুদ্ধ এবং উসূল শাস্ত্রে সুপ্রচলিত। **যেমন– গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, আর এই مُعَارَضَة বিশুদ্ধ। চাই কোনো অতিরিক্তি ছাড়াই দলিল পেশকারীর হুকুমের বিপরীত দ্বারাই হোক।** এটা مُعَارَضَةٌ فِى الْحُكْمِ-এর প্রথম অবস্থা। অর্থাৎ مُعَارِض এমন ইল্লত পেশ করবে, যা কমবেশ হওয়া ছাড়াই ইল্লত পেশকারীর হুকুমের প্রকাশ্য বিপরীত হুকুমের প্রতি নির্দেশ করবে। এটার উদাহরণ যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এই ইস্তিদলাল যে, মাথা মাসাহ করা অজুর একটি রুকন। এ জন্য অন্যান্য ধৌতযোগ্য অঙ্গের ন্যায় তাতেও تَثْلِيْث বা তিনবার করা সুন্নত হবে না। **অথবা হুকুমের মধ্যে অতিরিক্তসহ যা ব্যাখ্যাস্বরূপ হবে।** এটা مُعَارَضَةٌ فِى الْحُكْمِ-এর দ্বিতীয় অবস্থা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ– উল্লিখিত উদাহরণে এরূপভাবে مُعَارَضَة পেশ করবে যে, মাসাহ হচ্ছে অজুর রুকন। এ জন্য তা সম্পূর্ণ করার পর আবার তিনবার করা সুন্নত হবে না। সুতরাং এ কাওলের মধ্যে আমরা مُعَارَضَة-এর পরিমাণের উপর শুধু بَعْدَ اِكْمَالِهٖ-এর শর্তটি বৃদ্ধি করেছি, যা প্রকৃত প্রস্তাবে مَقْصُوْد-এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মাত্র। (অর্থাৎ, অজুর মধ্যে আসল সুন্নত তিনবার করা নয়; বরং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে ফরজ আদায় করাই হলো সুন্নত। আর মাসাহ-এর মধ্যে পরিপূর্ণ মস্তক মাসাহ দ্বারা সুন্নতের পরিপূর্ণতা আদায় হয়ে যায়। এ জন্য তিনবার করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ধৌতযোগ্য অঙ্গসমূহ এটার বিপরীত। কেননা, সেখানে পূর্ণ অঙ্গ ধৌত করা স্বয়ং ফরজ-এর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। অতএব, ফরজ-এর ক্ষেত্রে তাকরারে গোসল অর্থাৎ তিনবার ধৌত করা ছাড়া পরিপূর্ণতা লাভের আর কোনো উপায়ই নেই।) অবশ্য এই উদাহরণের উপর এই আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এটা مُعَارَضَة خَالِصَة-এর উদাহরণ নয়; বরং এটা قَلْب-এর দ্বিতীয় প্রকারেরই উদাহরণ (যার মধ্যে দলিল পেশকারীর ইল্লত তার দলিল হওয়ার পরিবর্তে مُعَارِض-এর দলিল হয়ে যায়)। যেমন, রমজানের রোজা নির্দিষ্ট হওয়ার মাসআলায় আমরা যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছি, এ মাসআলটিও তারই অনুরূপ। (ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে,) مُعَارَضَة خَالِصَة-এর এ অবস্থার কোনো উদাহরণ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّانِيْ আর مُعَارَضَة-এর দ্বিতীয় প্রকার হলো اَلْمُعَارَضَةُ الْخَالِصَةُ নির্ভেজাল মুআরাযা عَنْ مَعْنَى الْمُنَاقَضَةِ অর্থাৎ তাতে مُنَاقَضَه-এর অর্থ নেই وَيُسَمَّى هٰذَا আর একে বলা হয় مُعَارَضَةً بِالْغَيْرِ فِيْ عُرْفِ الْمُنَاظَرَةِ তর্কশাস্ত্রবিগণের পরিভাষায় وَهِيَ نَوْعَانِ আর এটা দু'প্রকার اَحَدُهُمَا প্রথম প্রকার হলো اَلْمُعَارَضَةُ সেই মুআরাযা فِيْ حُكْمِ الْفَرْعِ যা শাখার হুকুমের সাথে সম্পর্কিত بِاَنْ এভাবে যে يَقُوْلَ الْمُعْتَرِضُ আপত্তি পেশকারী বলবে لَنَا دَلِيْلٌ আমাদের নিকট এমন দলিল আছে يدل যা নির্দেশ করে عَلٰى خِلَافِ حُكْمِكَ যা তোমাদের হুকুমের বিপরীত فِي الْمَقِيْسِ সাব্যস্তকৃত وَلَهٗ خَمْسَةُ اَقْسَامٍ এর আবার পাঁচটি অবস্থা রয়েছে كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ এ সকল অবস্থা দ্বারা مُعَارَضَة পেশ করা বিশুদ্ধ مُسْتَعْمَلَةٌ যা সুপ্রচলিত فِيْ عِلْمِ الْاُصُوْلِ উসূল শাস্ত্রে عَلٰى مَا قَالَ যেমনি গ্রন্থকার বলেছেন وَهُوَ صَحِيْحٌ আর এ مُعَارَضَة বিশুদ্ধ سَوَاءٌ চাই عَارَضَهٗ بِضِدِّ দলিল পেশকারীর বিপরীত দ্বারাই হোক ذٰلِكَ الْحُكْمِ ঐ হুকুমের بِلَا زِيَادَةٍ অতিরিক্ত ছাড়াই وَهٰذَا هُوَ আর এটা হলো اَلْقِسْمُ الْاَوَّلُ مِنْهَا প্রথম অবস্থা مُعَارَضَةٌ فِي الْحُكْمِ -এর وَذٰلِكَ আর مُعَارِضٌ ব্যক্তি بِاَنْ يَذْكُرَ উল্লেখ করবে عِلَّةً এমন ইল্লত دَالَّةً যা নির্দেশ করবে عَلٰى نَقِيْضِ বিপরীত حُكْمِ الْمُعَلِّلِ দলিল পেশকারীর صَرِيْحًا প্রকাশ্য بِلَا زِيَادَةٍ বেশি হওয়া ব্যতীত وَنُقْصَانٍ এবং কম نَظِيْرُهٗ এর উদাহরণ مَا اِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল যা তিনি বলেছেন اَلْمَسْحُ মাসাহ করা رُكْنٌ فِي الْوُضُوْءِ অজুর একটি রুকন فَيُسَنُّ تَثْلِيْثُهٗ এ জন্য তাতে তিনবার করা সুন্নত হবে كَالْغَسْلِ অন্যান্য ধৌতযোগ্য অঙ্গের ন্যায় فَنَقُوْلُ এর জবাবে আমরা বলি اَلْمَسْحُ فِي الرَّأْسِ মাথা মাসাহ করা مَسْحٌ অন্যান্য মাসাহের মতো فَلَا يُسَنُّ কাজেই তাতে সুন্নত হবে না تَثْلِيْثُهٗ তিনবার করা كَمَسْحِ الْخُفِّ যেমন মোজার উপর মাসাহ করা اَوْ بِزِيَادَةٍ অথবা হুকুমের অতিরিক্তসহ هِيَ تَفْسِيْرٌ এটা ব্যাখ্যাস্বরূপ হবে وَنَظِيْرُهٗ এর উদাহরণ وَهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِيْ مِنْهَا এটা مُعَارَضَةٌ فِي الْحُكْمِ -এর দ্বিতীয় অবস্থা اَنْ نَقُوْلَ স্বরূপ আমরা বলবো فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُوْرِ উল্লিখিত উদাহরণে وَقْتَ الْمُعَارَضَةِ এরূপভাবে مُعَارَضَة পেশ করবো اِنَّ الْمَسْحَ যেমন মাসাহ হচ্ছে رُكْنٌ فِي الْوُضُوْءِ অজুর রুকন فَلَا يُسَنُّ تَثْلِيْثُهٗ কাজেই তিনবার করা সুন্নত হবে না بَعْدَ اِكْمَالِهٖ পরিপূর্ণ করার পর فَقَوْلُنَا অতএব আমাদের কাওল بَعْدَ اِكْمَالِهٖ এ অংশটি زِيَادَةٌ বৃদ্ধি করেছি عَلٰى قَدْرِ الْمُعَارَضَةِ মুআরাযার পরিমাণের উপর وَلٰكِنَّهٗ تَفْسِيْرٌ যা প্রকৃতপক্ষে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ لِلْمَقْصُوْدِ মাকসূদের وَلٰكِنْ يُشْكِلُ কিন্তু এ উদাহরণের উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে اَنَّ هٰذَا الْمِثَالَ এ উদাহরণটি لَيْسَ لِلْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةِ প্রকৃতপক্ষে مُعَارَضَة خَالِصَة-এর উদাহরণ নয় بَلْ لِلْقِسْمِ الثَّانِيْ বরং দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ مِنَ الْقَلْبِ কলবের عَلٰى قِيَاسِ مَا قُلْنَا যেমন আমরা ব্যাখ্যা প্রদান করেছি এটা তারই অনুরূপ وَلَمْ اَرَ আর আমি দেখেনি مِثَالًا فِيْ مَسْأَلَةِ মাসআলায় صَوْمِ رَمَضَانَ রমজানের রোজার بَعْدَ تَعْيِيْنِهٖ নির্দিষ্ট হওয়ার পর কোনো উদাহরণ لِهٰذَا الْقِسْمِ এ অবস্থার مِنَ الْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةِ মুআরাযায়ে খালিসার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالثَّانِيْ اَلْمُعَارَضَةُ الْخَالِصَةُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُعَارَضَه-এর দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এখানে مُعَارَضَه-এর দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা করেছেন। এটা এমন مُعَارَضَه যা مُنَاقَضَه হতে মুক্ত। এটা আবার দু' প্রকার।

এক- اَلْمُعَارَضَةُ فِيْ حُكْمِ الْفَرْعِ অর্থাৎ এমন مُعَارَضَه যা فَرْع-এর حُكْم-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ مُعَارَضَة দাবি করবে যে, আপনারা مَقِيْس-এর মধ্যে যে حُكْم সাব্যস্ত করেছেন তার বিপরীত حكم সাব্যস্ত করে এমন দলিল আমার নিকট রয়েছে। এ প্রকারের মধ্যে আবার পাঁচ পদ্ধতি রয়েছে।

ক. কোনোরূপ প্রবৃদ্ধি ছাড়াই এমন مُعَارَضَه পেশ করা যা مُسْتَدِلْ-এর বিপরীত حُكْم-কে সাব্যস্ত করে। যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.) দলিল উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন, মাথা মাসেহ করা অজুর একটি রুকন। কাজেই অন্যান্য ধৌতশীল অংসমূহের ন্যায় এতে تَثْلِيْث অর্থাৎ তিনবার মাসাহ করা সুন্নত হবে। এটার বিরুদ্ধে مُعَارَضَه প্রয়োগ করে আমরা বলে থাকি যে, যেহেতু মাথা মাসাহ করা হয় তাই এর حُكْم ও অন্যান্য মাসাহ-এর ন্যায় হবে। সুতরাং যেভাবে মোজা একবার মাসাহ করা হয়, অনুরূপ মাথাও একবার মাসাহ করা হবে।

খ. কিছুটা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে مُسْتَدِلْ-এর حُكْم-এর বিপরীত حُكْم সাব্যস্ত করা হবে। আর উক্ত প্রবৃদ্ধি তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন– উপরিউক্ত উদাহরণ প্রসঙ্গে আমরা বলবো যে, যেহেতু مَسْح অজুর মধ্যে করুন, সেহেতু এটা পূর্ণাঙ্গ করার পর পুনরায় تَثْلِيْث অর্থাৎ তিনবার করা সুন্নাত হবে না। এ স্থলে আমরা بَعْدَ اِكْمَالِهٖ শব্দ বৃদ্ধি করেছি। তবে এটা তার ব্যাখ্যা বিশেষ। অবশ্য এ উদাহরণকে প্রকৃতপক্ষে খালেস مُعَارَضَه-এর উদাহরণ বলা যায় না। মূলত খালেস مُعَارَضَه-এর উদাহরণ পাওয়াই যায় না।

اَوْ تَغْيِيْرٌ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ تَفْسِيْرٌ اَىْ زِيَادَةٌ هِىَ تَغْيِيْرٌ وَقَدْ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهٖ وَفِيْهِ نَفْىٌ لِمَا لَمْ يُثْبِتْهُ الْاَوَّلُ اَوْ اِثْبَاتٌ لَمْ يَنْفِهِ الْاَوَّلُ لٰكِنَّ تَحْتَهُ مُعَارَضَةٌ لِلْاَوَّلِ فَهُوَ حَالٌ عَنْ قَوْلِهٖ تَغْيِيْرٌ وَقَيْدٌ لَهُ فَيَكُوْنُ مُشْتَمِلاً عَلَى الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَهٰذَا هُوَ الْحَقُّ وَقَدْ فَهِمَ بَعْضُ الشَّارِحِيْنَ اَنَّ قَوْلَهُ اَوْ تَغْيِيْرٌ قِسْمٌ ثَالِثٌ وَقَوْلَهُ اَوْ فِيْهِ نَفْىٌ لِمَا لَمْ يُثْبِتْهُ الْاَوَّلُ اَوْ اِثْبَاتٌ لِمَا لَمْ يَنْفِهِ الْاَوَّلُ بِكَلِمَةِ اَوْ دُوْنَ الْوَاوِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا قِسْمٌ رَابِعٌ وَهٰذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ نَشَأَ مِنْ تَحْرِيْفِ الْوَاوِ اِلٰى اَوْ ـ

সরল অনুবাদ : অথবা এ অতিরিক্ততা تَغْيِيْر **স্বরূপ হবে।** এটা গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য, "تَفْسِيْر"-এর উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ হুকুমের মধ্যে مُعَارَضَة এমন অতিরিক্ততার সাথে হবে যে, তা উদ্দেশ্যকে পরিবর্তন করে দিবে। যাকে গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা বর্ণনা করেছেন **এমতাবস্থায় যে, ৩. তাতে ঐ কথার** نَفْى **হবে, যা দলিলদাতা দাবি করেননি। অথবা, ৪. এমন কথার** اِثْبَات **হবে, যা দলিল দাতা** نَفْى **করেননি। কিন্তু এরই অধীনে দলিল তার হুকুমের** مُعَارَضَة ও পাওয়া যায়। গ্রন্থকার (র.)-এর উপরিউক্ত বাক্যে وَفِيْهِ তাঁর কাওল تَغْيِيْر হতে حَال হয়েছে এবং তজ্জন্য শর্তবিশেষও বটে। সুতরাং এই ইবারতটি مُعَارَضَة-এর তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর এটাই এক্ষেত্রের সঠিক ব্যাখ্যা। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার গ্রন্থকার (র.)-এর কাওল– اَوْتَغْيِيْرٌ-কে مُعَارَضَة-এর তৃতীয় অবস্থা এবং اَوْ فِيْهِ نَفْىٌ-কে وَاو-এর পরিবর্তে اَوْ দ্বারা পাঠ করে চতুর্থ অবস্থা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এটা তাদের মারাত্মক ভুল, যা وَاو-কে اَوْ দ্বারা পরিবর্তন করার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ تَغْيِيْرٌ অথবা এ অতিরিক্ত تَغْيِيْر স্বরূপ হবে عَطْفٌ এটা আতফ হয়েছে عَلٰى قَوْلِهٖ تَفْسِيْرٌ গ্রন্থকারের কাওল تَفْسِيْر-এর উপর اَىْ زِيَادَةٌ অর্থাৎ হুকুমের মধ্যে مُعَارَضَة এমন অতিরিক্তের সাথে হবে যে هِىَ تَغْيِيْرٌ তা উদ্দেশ্যকে পরিবর্তন করে দেবে وَقَدْ بَيَّنَهُ যাকে গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন بِقَوْلِهٖ তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা وَفِيْهِ نَفْىٌ তাতে ঐ কথার نَفْى হবে لِمَا لَمْ يُثْبِتْهُ الْاَوَّلُ যার দাবি করেননি الْاَوَّلُ দলিলদাতা اَوْ اِثْبَاتٌ অথবা এমন কথার ইছবাত হবে لَمْ يَنْفِهِ الْاَوَّلُ দলিলদাতা نَفْى করেননি لٰكِنَّ تَحْتَهُ مُعَارَضَةٌ কিন্তু এর অধীনে হুকুমের مُعَارَضَة ও পাওয়া যায় لِلْاَوَّلِ দলিলদাতার فَهُوَ حَالٌ গ্রন্থকারের উপরিউক্ত বাক্যে وَفِيْهِ হাল হয়েছে عَنْ قَوْلِهٖ تَغْيِيْرٌ তাঁর কাওল تَغْيِيْر হতে وَقَيْدٌ لَهُ এবং এর জন্য শর্ত বিশেষও বটে فَيَكُوْنُ مُشْتَمِلاً সুতরাং এ ইবারতটি অন্তর্ভুক্ত করছে عَلَى الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ মুআরাযার তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থাকে وَهٰذَا هُوَ الْحَقُّ আর এটাই এক্ষেত্রে সঠিক ব্যাখ্যা وَقَدْ فَهِمَ আর সাব্যস্ত করেছেন بَعْضُ الشَّارِحِيْنَ কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার اَنَّ قَوْلَهُ اَوْ تَغْيِيْرٌ গ্রন্থকারের কাওল اَوْ تَغْيِيْرٌ-কে قِسْمٌ ثَالِثٌ মুআরাযার তৃতীয় অবস্থা وَقَوْلَهُ اَوْ فِيْهِ نَفْىٌ এবং গ্রন্থকারের কাওল اَوْ فِيْهِ نَفْىٌ لِمَا لَمْ يُثْبِتْهُ الْاَوَّلُ-এর نَفْى অথবা সাব্যস্ত করেছেন اَوْ اِثْبَاتٌ لِمَا لَمْ يَنْفِهِ الْاَوَّلُ কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার সাব্যস্ত করেননি بِكَلِمَةِ اَوْ دُوْنَ الْوَاوِ (ওয়াও) وَاو-এর পরিবর্তে اَوْ নিষেধ করেননি وَكُلٌّ مِنْهُمَا আর এ উভয় অবস্থায় قِسْمٌ رَابِعٌ চতুর্থ প্রকার সাব্যস্ত হয় وَهٰذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ এটা তাদের মারাত্মক ভুল نَشَأَ যা সৃষ্টি হয়েছে مِنْ تَحْرِيْفِ الْوَاوِ اِلٰى اَوْ যা وَاو-কে اَوْ দ্বারা পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْ تَغْيِيْرٌ ..... وَفِيْهِ نَفْىٌ لِمَا لَمْ يُثْبِتْهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে খালেস مُعَارَضَة-এর প্রথম প্রকারের ৩য় ও ৪র্থ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে খালেস مُعَارَضَه এর দ্বিতীয় প্রকারের তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থার আলোচনা করেছেন।

গ. مُعَارِض এমন দলিল উপস্থাপন করবেন যা مُسْتَدِلّ-এর حُكْم-এর বিপরীত حُكْم-কে সাব্যস্ত করবে। অবশ্য এ জন্য مُعَارِض কিছুটা পরিবর্তনের আশ্রয় গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ مُسْتَدِلّ যাকে সাব্যস্ত করেননি এতে তার نَفْى (প্রত্যাখ্যান) করা হবে। অথচ এর মাধ্যমে আনুষঙ্গিকভাবে مُعَارَضَه ও হয়ে যাবে।

ঘ. কিছুটা পরিবর্তনের মাধ্যমে مُعَارِض দলিল পেশকারীর حُكْم-এর বিপরীত حُكْم সাব্যস্ত করবেন। অর্থাৎ তিনি তা সাব্যস্ত করবেন مُسْتَدِلّ যার نَفْى করেননি। অথচ এর মাধ্যমে আনুষঙ্গিকভাবে مُعَارَضَه ও হয়ে যাবে।

فَنَظِيْرُ الْقِسْمِ الثَّالِثِ قَوْلُنَا فِى الْيَتِيْمَةِ إِنَّهَا صَغِيْرَةٌ يُوَلَّى عَلَيْهَا بِوِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ كَالَّتِى لَهَا أَبٌ فَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) هٰذِهِ صَغِيْرَةٌ فَلَا يُوَلَّى عَلَيْهَا بِوِلَايَةِ الْأُخُوَّةِ قِيَاسًا عَلَى الْمَالِ إِذْ لَا وِلَايَةَ لِلْأَخِ عَلَى مَالِ الصَّغِيْرَةِ بِالْإِتِّفَاقِ فَهٰذِهِ مُعَارَضَةٌ بِزِيَادَةٍ هِىَ تَغْيِيْرٌ وَهِىَ قَوْلُنَا بِوِلَايَةِ الْأُخُوَّةِ وَفِيْهِ نَفْىٌ لِمَا لَمْ يُثْبِتْهُ الْأَوَّلُ لِأَنَّا مَا أَثْبَتْنَا فِى التَّعْلِيْلِ وِلَايَةَ الْأُخُوَّةِ بَلْ مُطْلَقُ الْوِلَايَةِ حَتّٰى يَنْفِىَ الْمُعَارِضُ إِيَّاهَا وَلٰكِنْ تَحْتَهُ مُعَارَضَةٌ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَفَتْ وِلَايَةُ الْأُخُوَّةِ انْتَفٰى سَائِرُهَا إِذْ لَا قَائِلَ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الْأَخِ وَغَيْرِهِ ـ

সরল অনুবাদ : মোটকথা, এতিম বালিকার বিবাহ সম্পর্কিত অভিভাবকত্ব-এর মাসআলাটি হচ্ছে مُعَارَضَة-এর তৃতীয় অবস্থার উদাহরণ। আমাদের মতে যেমনিভাবে পিতা জীবিত থাকলে তিনি অল্পবয়স্কার উপর অভিভাবকত্ব লাভ করতেন, তদ্রূপ এর উপর কিয়াস করে পিতার অবর্তমানে অল্পবয়স্কার উপর অন্যান্য অভিভাবকগণও আত্মীয়তার ক্রমানুযায়ী বিবাহ সম্পর্কিত অভিভাবকত্ব অর্জন করবে। আমাদের এ মতের বিপক্ষে শাফেয়ীগণ مُعَارَضَة স্বরূপ বলেন যে, এ এতিম বালিকাটি অল্পবয়স্কা। আর ভাই অল্পবয়স্কার মালের উপর সর্বসম্মতিক্রমেই অভিভাবক নয়। সুতরাং উপরে কিয়াস করে ভাই অল্পবয়স্কার বিবাহ সম্পর্কিত ব্যাপারেও অভিভাবক হতে পারবে না। এখানে অভিভাবকত্বের হুকুমের উপর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক-এর অতিরিক্তিসহ مُعَارَضَة পেশ করা হয়েছে। যার কারণে প্রথম হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং তা দ্বারা এমন কথাকে نَفْى করা হয়েছে, যাকে দলিল পেশকারী সাব্যস্ত করেননি। কেননা, আমরা ভাই-এর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করিনি যে, مُعَارِض তা অস্বীকার করবে; বরং আমরা মুতলাক অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করেছি। কিন্তু এতে প্রথম হুকুমের مُعَارَضَة বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, ভাই-এর অভিভাবকত্ব نَفْى করা দ্বারা আত্মীয়গণের সাধারণ অভিভাবকত্বকেও نَفْى করা আবশ্যক হয়ে যায়। কারণ, কোনো ইমামই ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়গণের মধ্যে পার্থক্যের প্রবক্তা নন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَنَظِيْرُ আর উদাহরণ হলো الْقِسْمِ الثَّالِثِ তৃতীয় অবস্থার قَوْلُنَا আমাদের মাসআলাটি فِى الْيَتِيْمَةِ এতিম বালিকার (বিবাহ সম্পর্কিত অভিভাবকত্বের) মাসআলাটি إِنَّهَا صَغِيْرَةٌ যেহেতু বালিকাটি অপ্রাপ্তবয়স্কা يُوَلَّى عَلَيْهَا তার উপর অভিভাবকত্ব লাভ করবে بِوِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ বিবাহ সম্পর্কিত অভিভাবকত্ব كَالَّتِى لَهَا أَبٌ যেমনি তার পিতা জীবিত থাকলে তার উপর অভিভাবকত্ব লাভ করতেন فَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) এ মতের বিপক্ষে ইমাম শাফেয়ী (র.) مُعَارَضَة স্বরূপ বলেন هٰذِهِ صَغِيْرَةٌ এ এতিম বালিকাটি অল্পবয়স্কা فَلَا يُوَلَّى عَلَيْهَا কাজেই বিবাহ সম্পর্কিত বিষয় অভিভাবক হবে না بِوِلَايَةِ الْأُخُوَّةِ যেমন ভাইয়ের আভিভাবকত্ব قِيَاسًا عَلَى الْمَالِ এতিম বালিকার সম্পদের উপর কিয়াস করে إِذْ لَا وِلَايَةَ لِلْأَخِ কেননা, ভাই অভিভাবক হতে পারে না عَلَى مَالِ الصَّغِيْرَةِ অল্পবয়স্কার সম্পদের উপর بِالْإِتِّفَاقِ সর্বসম্মতিক্রমে فَهٰذِهِ مُعَارَضَةٌ بِزِيَادَةٍ এখানে অভিভাবকত্বের হুকুমের উপর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের অতিরিক্ত সহ مُعَارَضَة পেশ করা হয়েছে هِىَ تَغْيِيْرٌ যার কারণে প্রথম হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে وَهِىَ قَوْلُنَا তা আমাদের বক্তব্য بِوِلَايَةِ الْأُخُوَّةِ ভাইয়ের অভিভাবকত্ব সম্পর্কে وَفِيْهِ نَفْىٌ আর এর দ্বারা এমন হুকুমকে نَفْى করা হয়েছে لِمَا لَمْ يُثْبِتْهُ الْأَوَّلُ যাকে দলিল পেশকারী সাব্যস্ত করেনি لِأَنَّا مَا أَثْبَتْنَا কেননা, আমরা فِى التَّعْلِيْلِ তা'লীল স্বরূপ وِلَايَةَ الْأُخُوَّةِ ভাইয়ের অভিভাবকত্ব بَلْ مُطْلَقُ الْوِلَايَةِ বরং আমরা মুতলাক অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করেছি حَتّٰى يَنْفِىَ الْمُعَارِضُ إِيَّاهَا যে مُعَارِض তা অস্বীকার করবে وَلٰكِنْ تَحْتَهُ কিন্তু এতে রয়েছে مُعَارَضَةٌ لِلْأَوَّلِ প্রথম হুকুমের মুআরাযা لِأَنَّهُ إِذَا انْتَفَتْ কেননা, نَفْى করার দ্বারা وِلَايَةُ الْأُخُوَّةِ ভাইয়ের অভিভাবকত্ব انْتَفٰى سَائِرُهَا আত্মীয়গণের অভিভাবকত্বকেও نَفْى করা আবশ্যক হয়ে যায় إِذْ لَا قَائِلَ কেননা, কোনো ইমামই প্রবক্তা নন بِالْفَصْلِ পার্থক্যের بَيْنَ الْأَخِ وَغَيْرِهِ ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়গণের মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَنَظِيْرُ الْقِسْمِ الثَّالِثِ قَوْلُنَا الخ -এর আলোচনা : এ স্থলে খালেস مُعَارَضَة-এর প্রথম প্রকারের তৃতীয় অবস্থার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আমরা হানাফীরা বলে থাকি যে, যে ছোট মেয়ের পিতা রয়েছে তার পিতা তাকে বিবাহ দানের ব্যাপারে যেমন ওলী হয়ে থাকে, তেমন এতিম (অল্পবয়স্কা) মেয়ের অভিভাবক (যে কেউ হোক না কেন) তাকে বিবাহ দানের কর্তৃত্ব (অভিভাবকত্ব) লাভ করবে। এটার বিরুদ্ধে ইমাম শাফেয়ী (র.) অভিযোগ করে বলেছেন যে, এতিম মেয়েকে বিবাহ দানের وِلَايَة তার ভাই লাভ করবে না। যদ্রূপ অল্পবয়স্কা (এতিম) বোনের মালের উপর সর্বসম্মতভাবে তার ভাই وِلَايَة লাভ করবে না। তদ্রূপ তার ভাইয়ের জন্য বিবাহের ব্যাপারে কর্তৃত্ব লাভ হবে না। লক্ষণীয় যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) আমাদের বক্তব্যের সাথে وَلَايَةُ الْأُخُوَّةِ শব্দটি বাড়িয়ে কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। তা ছাড়া তিনি ভাইয়ের وِلَايَة-এর نَفْى করেছেন। অথচ আমরাতো সাধারণ وِلَايَة-এর نَفْى করেছি। তথাপি এর মধ্যে আনুষঙ্গিকভাবে সাধারণ وِلَايَة ও نَفْى নিহিত রয়েছে। কেননা, ভাইয়ের وِلَايَة-এর যে حُكْم অন্যান্য وِلَايَة-এরও সেই একই حُكْم।

وَنَظِيْرُ الْقِسْمِ الرَّابِعِ قَوْلُنَا اِنَّ الْكَافِرَ يَمْلِكُ شِرَاءَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِاَنَّهُ يَمْلِكُ بَيْعَهُ فَيَمْلِكُ شِرَاءَهُ كَالْمُسْلِمِ فَعَارَضَهُ اَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) وَقَالُوْا اِنَّ الْكَافِرَ لَمَّا مَلَكَ بَيْعَهُ وَجَبَ اَنْ يَسْتَوِىَ فِيْهِ اِبْتِدَاءُ الْمِلْكِ وَبَقَائُهُ كَالْمُسْلِمِ لٰكِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْقَرَارَ عَلَيْهِ شَرْعًا بَلْ يُجْبَرُ عَلٰى اِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ فَكَذٰلِكَ لَا يَمْلِكُ اِبْتِدَاءَ مِلْكِهِ فَفِىْ هٰذِهِ الْمُعَارَضَةِ زِيَادَةٌ هِىَ تَغْيِيْرٌ وَهُوَ قَوْلُهُ وَجَبَ اَنْ يَسْتَوِىَ وَفِيْهِ اِثْبَاتٌ لِمَا لَمْ يَنْفِهِ الْاَوَّلُ لِاَنَّا مَا نَفَيْنَا الْاِسْتِوَاءَ بَيْنَ الْاِبْتِدَاءِ وَالْبَقَاءِ فِى التَّعْلِيْلِ حَتّٰى يُثْبِتَهُ الْخَصْمُ فِى الْمُعَارَضَةِ وَاِنَّمَا اَثْبَتْنَا الْاِسْتِوَاءَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلٰكِنَّ تَحْتَهُ مُعَارَضَةٌ لِلْاَوَّلِ لِاَنَّهُ اِذَا اَثْبَتَ الْاِسْتِوَاءَ بَيْنَ الْاِبْتِدَاءِ وَالْبَقَاءِ ظَهَرَتِ الْمُفَارَقَةُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ دُوْنَ الشِّرَاءِ لِاَنَّهُ يُوْجِبُ الْمِلْكَ اِبْتِدَاءً فَيَتَّصِلُ بِمَوْضِعِ النِّزَاعِ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ـ

সরল অনুবাদ : আর কাফির কর্তৃক মুসলমান গোলাম ক্রয় করা সম্পর্কিত মাসআলাটি হচ্ছে مُعَارَضَة-এর চতুর্থ অবস্থার উদাহরণ। আমাদের মতে কাফির মুসলমান গোলাম ক্রয় করার যোগ্যতা রাখে। কেননা, সে যখন সর্বসম্মতিক্রমে মুসলমান গোলাম বিক্রয় করার যোগ্যতা রাখে তখন ক্রয় করার যোগ্যতাও রাখে যদ্রূপ একজন মুসলমান (মুসলমান গোলামকে ক্রয়-বিক্রয় করার অধিকার রাখে)। কিন্তু শাফেয়ীগণ এটার مُعَارَضَة স্বরূপ বলেন যে, কাফির যখন বিক্রয় করার অধিকার রাখে, তখন এটা আবশ্যক যে, মালিকানার প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ ক্রয় ও মালিকানার স্থায়িত্ব এ দু'টিও কাফির-এর বেলায় সমান হবে। যেমন, একজন মুসলমানের বেলায় সমান হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, কাফির মুসলমান গোলামের মালিকানার উপর স্থায়ী থাকার শরিয়তগতভাবে অধিকারী নয়; বরং তাকে শরিয়তের আদেশক্রমে বাধ্য করা হয় যে, সে যেন মুসলমান গোলামকে তার মালিকানা হতে বের করে দেয়। সুতরাং সে মালিকানার প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ ক্রয় করারও মালিক হবে না। সুতরাং এ مُعَارَضَة-এর মধ্যে প্রথম হুকুমের পরিবর্তনসহ অতিরিক্ততা রয়েছে। আর তা হলো গ্রন্থকার (র.)-এর কওল- وَجَبَ اَنْ يَسْتَوِىَ الخ এটাতে এমন কথা সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, তা দলিল পেশকারী نَفِى করেননি। কেননা, আমরা আমাদের তা'লীলের মধ্যে প্রারম্ভ ও স্থায়িত্বের মধ্যে সমতাকে نَفِى করিনি যে, আপত্তিকারী তার مُعَارَضَة-এর মধ্যে তাকে সাব্যস্ত করতে সচেষ্ট হবে। আমরা তো শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সমান হওয়াকে সাব্যস্ত করেছি। কিন্তু এটার অধীনে আমাদের হুকুমের উপরও مُعَارَضَة হয়ে যায়। কেননা, আপত্তিকারী যখন প্রারম্ভ ও স্থায়িত্বের মধ্যে সমতা সাব্যস্ত করেছেন, তখন ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশিত হয়ে গেছে। যার ফলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে, ক্রয় শুদ্ধ হবে না। কেননা, এটা মালিকানার প্রারম্ভকে ওয়াজিব করে। সুতরাং এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্ত مُعَارَضَة টি বিতর্কের ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَنَظِيْرُ الْقِسْمِ الرَّابِعِ আর مُعَارَضَة-এর চতুর্থ অবস্থার উদাহরণ হচ্ছে কাফির কর্তৃক মুসলমান গোলাম ক্রয় করা সম্পর্কিত মাসআলাটি قَوْلُنَا আমাদের মতে اِنَّ الْكَافِرَ কাফির ব্যক্তি يَمْلِكُ যোগ্যতা রাখে شِرَاءَ ক্রয় করার الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ মুসলমান গোলাম لِاَنَّهُ يَمْلِكُ কেননা, সে যখন যোগ্যতা রাখে بَيْعَهُ মুসলমান গোলাম বিক্রয় করা সর্বসম্মতিক্রমে فَيَمْلِكُ شِرَاءَهُ তখন ক্রয় করার যোগ্যতাও রাখে كَالْمُسْلِمِ যেরূপ একজন মুসলমান রাখে فَعَارَضَهُ اَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুসারীগণ এর مُعَارَضَة করেন وَقَالُوْا এবং বলেন اِنَّ الْكَافِرَ কাফিরগণ لَمَّا مَلَكَ যখন অধিকার রাখে بَيْعَهُ মুসলমান গোলাম বিক্রয় করার وَجَبَ তখন এটা আবশ্যক হবে যে اَنْ يَسْتَوِىَ فِيْهِ সমান হবে اِبْتِدَاءُ الْمِلْكِ মালিকানার প্রাথমিক অবস্থা وَبَقَائُهُ এবং ক্রয় ও মালিকানার স্থায়িত্ব এ দু'টোও কাফিরের বেলায় كَالْمُسْلِمِ যেমন একজন মুসলমানের বেলায় সমান হয়ে থাকে لٰكِنَّهُ কিন্তু لَا يَمْلِكُ الْقَرَارَ عَلَيْهِ কাফির মুসলমান গোলামের মালিকানার স্থায়ী থাকার অধিকারী নয় شَرْعًا শরিয়তগতভাবে بَلْ يُجْبَرُ বরং তাকে বাধ্য করা হবে عَلٰى اِخْرَاجِهِ মুসলমান গোলামকে বের করে দিতে عَنْ مِلْكِهِ তার মালিকানা হতে فَكَذٰلِكَ সুতরাং لَا يَمْلِكُ সে অধিকারী হবে না اِبْتِدَاءَ প্রাথমিক অবস্থায় مِلْكِهِ সে মালিকানা অর্থাৎ ক্রয় করারও অধিকারী হবে না فَفِىْ هٰذِهِ সুতরাং এ الْمُعَارَضَةِ-এর মধ্যে زِيَادَةٌ অতিরিক্ত রয়েছে هِىَ تَغْيِيْرٌ তা হলো প্রথম হুকুমের পরিবর্তন وَهُوَ قَوْلُهُ وَجَبَ আর তা হলো গ্রন্থকারের কাওল وَجَبَ اَنْ يَسْتَوِىَ এ অংশটি وَفِيْهِ আর এতে اِثْبَاتٌ এমন কথা সাব্যস্ত রয়েছে لِمَا لَمْ يَنْفِهِ الخ

لِلْأَوَّلِ যা দলিল পেশকারী بَيْنَ الْإِبْتِدَاءِ করেনি نَفْيَ করেনি لِأَنَّا مَا نَفَيْنَا কেননা, আমরা الْإِسْتِوَاءَ সমতাকে প্রারম্ভের মাঝে وَالْبَقَاءِ এবং স্থায়িত্বের মাঝে فِي التَّعْلِيلِ তা'লীলের মধ্যে حَتَّى يُثْبِتَهُ الْخَصْمُ যাতে আপত্তিকারী তাকে সাব্যস্ত করতে সচেষ্ট হবে فِي الْمُعَارَضَةِ মুআরাযার মধ্যে وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَا আমরা তো শুধু সাব্যস্ত করেছি الْإِسْتِوَاءَ সমান হওয়াকে بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে وَلٰكِنَّ تَحْتَهُ কিন্তু এটার অধীনে مُعَارَضَةٌ لِلْأَوَّلِ দলিল পেশকারীর জন্য আমাদের হুকুমের উপরও مُعَارَضَةٌ হয়ে যায় لِأَنَّهُ إِذَا أَثْبَتَ কেননা, যখন আপত্তিকারী সাব্যস্ত করেছেন الْإِسْتِوَاءَ সমতা بَيْنَ الْإِبْتِدَاءِ وَالْبَقَاءِ প্রারম্ভ ও স্থায়িত্বের মধ্যে ظَهَرَتْ তখন প্রকাশিত হয়েছে الْمُفَارَقَةُ পার্থক্য بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে فَيَصِحُّ الْبَيْعُ কাজেই বিক্রয় শুদ্ধ হবে دُوْنَ الشِّرَاءِ ক্রয় বিশুদ্ধ হবে না لِأَنَّهُ يُوْجِبُ الْمِلْكَ কেননা, এটা মালিকানা ওয়াজিব করে اِبْتِدَاءً প্রারম্ভকে فَيَتَّصِلُ সুতরাং উক্ত مُعَارَضَةٌ টি সম্পর্কিত হয়ে যাবে بِمَوْضِعِ النِّزَاعِ বিতর্কের ক্ষেত্রের সাথে مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَظِيْرُ الْقِسْمِ الرَّابِعِ قَوْلُنَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে খালেস مُعَارَضَةٌ -এর প্রথম প্রকারের চতুর্থ পদ্ধতির উদাহরণের আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং আমরা হানাফীগণ বলি যে, 'কাফির যেহেতু মুসলমান গোলামকে বিক্রি করার অধিকার (সর্বসম্মতভাবে) লাভ করে থাকে, সেহেতু সে মুসলিম গোলাম খরিদ করারও অধিকার রাখবে।' ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর শিষ্যবৃন্দ এটার উপর مُعَارَضَه পেশ করে বলেছেন যে, কাফির যখন بَيْع -এর অধিকার রাখে, তখন তার বেলায় মালিকানার اِبْتِدَاء ও بَقَاء (স্থায়িত্ব) সমান হওয়া ওয়াজিব। কিন্তু যেহেতু সে بَقَاء -এর মালিক হয় না; বরং শরিয়ত তাকে (মুসলিম গোলামকে) বিক্রি করার জন্য বাধ্য করে থাকে, সেহেতু সে মালিকানার اِبْتِدَاء তথা ক্রয়েরও মালিক হবে না। লক্ষণীয় যে, এখানে বিরোধীগণ وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ কথাটি বাড়িয়ে পরিবর্তন করেছেন এবং بَقَاء ও اِبْتِدَاء -এর মধ্যে সমতা সাব্যস্ত করেছেন। অথচ আমরা তো এটার نَفْي فِيهِ اِبْتِدَاءً করিনি; বরং আমরা بَيْع ও شِرَاء -এর মধ্যে সমতা সাব্যস্ত করেছি। তবে بَقَاء ও اِبْتِدَاء -এর সমতার দ্বারা شِرَاء ও بيع -এর পার্থক্য আনুষঙ্গিকভাবে সাব্যস্ত হয়ে যায়।

أَوْ فِى حُكْمٍ غَيْرِ الْاَوَّلِ لٰكِنَّ فِيْهِ نَفْىَ الْاَوَّلِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ بِضِدِّ ذٰلِكَ الْحُكْمِ اَىْ لَمْ يُعَارِضْهُ بِضِدِّ الْحُكْمِ الْاَوَّلِ بَلْ يُعَارِضُهُ فِىْ حُكْمٍ اٰخَرَ غَيْرِ الْاَوَّلِ لٰكِنَّ فِيْهِ نَفْىَ الْاَوَّلِ وَهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الْخَامِسُ مِنْهَا نَظِيْرُهٗ مَا قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) فِى الْمَرْاَةِ الَّتِىْ نُعِىَ اِلَيْهَا زَوْجُهَا اَىْ اُخْبِرَتْ بِمَوْتِهٖ فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ اٰخَرَ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ حَيًّا اِنَّ الْوَلَدَ لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ لِاَنَّهٗ صَاحِبُ فِرَاشٍ صَحِيْحٍ لِقِيَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا فَاِنْ عَارَضَهُ الْخَصْمُ بِاَنَّ الثَّانِىَ صَاحِبُ فِرَاشٍ فَاسِدٍ فَيَسْتَوْجِبُ بِهِ النَّسَبَ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ اِمْرَاَةٌ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ وَوَلَدَتْ مِنْهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَاِنْ كَانَ الْفِرَاشُ فَاسِدًا ـ

সরল অনুবাদ : অথবা ৫. এমন হুকুমের মধ্যে, যা প্রথম হুকুম ব্যতীত অন্য একটি হুকুম। কিন্তু তা দ্বারা প্রথম হুকুমের নফী হয়ে থাকে। এটা গ্রন্থকার (র.)-এর পূর্ববর্তী কওল- بِضِدِّ ذٰلِكَ الْحُكْمِ -এর উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ আপত্তিকারী প্রথম হুকুমের বিপরীত হুকুম দ্বারা مُعَارَضَة করবে না; বরং সে অপর এমন কোনো হুকুমের মধ্যে مُعَارَضَة করবে, যা প্রথম হুকুম হতে ভিন্ন; কিন্তু এটার অধীনে প্রথম হুকুমের نَفْى হয়ে যায়। এটা مُعَارَضَةٌ فِى الْحُكْمِ -এর পঞ্চম অবস্থা। যার উদাহরণ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কাওল সেই মহিলার বেলায়, যার নিকট তার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর সে ইদ্দত পালন শেষে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছে এবং তার পক্ষ হতে একটি সন্তানও প্রসব করেছে। অতঃপর তার প্রথম স্বামী জীবিতাবস্থায় ফিরে এসেছে, তাহলে এরূপ অবস্থায় তাঁর মতে এ সন্তান প্রথম স্বামীরই হবে। কারণ, সে-ই বিশুদ্ধ শয্যার অধিকারী। কেননা, তাদের মধ্যে (শরিয়তের হুকুমানুযায়ী) বিবাহ বহাল রয়েছে। এখন যদি কেউ এটার উপর مُعَارَضَة পেশ করে যে, এ দ্বিতীয় স্বামী ফাসেদ শয্যার অধিকারী এবং এটা দ্বারাও সে নসবের দাবিদার হবে- এ কথার উপর কিয়াস করে যে, যদি কোনো ব্যক্তি সাক্ষী ছাড়াই বিবাহ করে ফেলে এবং এ স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহলে এটা ফাসিদ শয্যা হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর পক্ষ হতে নসব সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ فِىْ حُكْمٍ অথবা, এমন হুকুমের মধ্যে غَيْرِ الْاَوَّلِ যা প্রথম হুকুম ব্যতীত অন্য একটি হুকুম لٰكِنَّ فِيْهِ কিন্তু তা দ্বারা হয়ে থাকে نَفْىَ الْاَوَّلِ প্রথম হুকুমের নফী عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ بِضِدِّ ذٰلِكَ الْحُكْمِ এটা গ্রন্থকার (র.)-এর পূর্ববর্তী কাওল بِضِدِّ এর উপর আতফ হয়েছে اَىْ অর্থাৎ لَمْ يُعَارِضْهُ আর আপত্তিকারী مُعَارَضَة করবে না بِضِدِّ ذٰلِكَ الْحُكْمِ বিপরীত হুকুমের দ্বারা الْحُكْمِ الْاَوَّلِ প্রথম হুকুমের بَلْ يُعَارِضُهُ বরং সে مُعَارَضَة করবে فِىْ حُكْمٍ اٰخَرَ অপর কোনো হুকুমের মধ্যে غَيْرِ الْاَوَّلِ যা প্রথম হুকুম হতে ভিন্ন لٰكِنَّ فِيْهِ কিন্তু এটার অধীনে نَفْىَ الْاَوَّلِ প্রথম হুকুমের نَفْى হয়ে যায় وَهٰذَا هُوَ আর এ প্রকার হলো الْقِسْمُ الْخَامِسُ مِنْهَا পঞ্চম অবস্থা مُعَارَضَةٌ فِى الْحُكْمِ -এর نَظِيْرُهٗ এর উদাহরণ হলো مَا قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কাওল فِى الْمَرْاَةِ সেই মহিলার ব্যাপারে الَّتِىْ نُعِىَ اِلَيْهَا زَوْجُهَا যার নিকট তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ প্রদান করা হয়েছে اَىْ অর্থাৎ اُخْبِرَتْ بِمَوْتِهٖ তার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করা হয়েছে فَاعْتَدَّتْ অতঃপর সে ইদ্দত পালন করল وَتَزَوَّجَتْ এবং ইদ্দত শেষে গ্রহণ করল بِزَوْجٍ اٰخَرَ অন্য স্বামী فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ এবং তার পক্ষ হতে একটি সন্তানও প্রসব করেছে ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ অতঃপর তার প্রথম স্বামী ফিরে আসল حَيًّا জীবিতাবস্থায় اِنَّ الْوَلَدَ এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সন্তানটি لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ প্রথম স্বামীরই হবে لِاَنَّهٗ صَاحِبُ কেননা, তিনি অধিকারী فِرَاشٍ صَحِيْحٍ বিশুদ্ধ শয্যার لِقِيَامِ বহাল থাকার النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا তাদের মধ্যে শরিয়ত অনুযায়ী বিবাহ فَاِنْ عَارَضَهُ الْخَصْمُ এখন যদি বিপক্ষ দল مُعَارَضَه পেশ করে بِاَنَّ الثَّانِىَ কেননা, এ দ্বিতীয় স্বামী صَاحِبُ অধিকারী فِرَاشٍ فَاسِدٍ ফাসেদ শয্যার فَيَسْتَوْجِبُ بِهِ এবং এর দ্বারা সে দাবিদার النَّسَبَ নসবের বা বংশের كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ যেমনি কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নারীকে বিবাহ করে اِمْرَاَةٌ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ সাক্ষী ছাড়াই وَوَلَدَتْ مِنْهُ এবং স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ করে يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ তাহলেও স্বামীর পক্ষ হতে নসব সাব্যস্ত হবে وَاِنْ كَانَ الْفِرَاشُ যদিও শয্যাটি হয় فَاسِدًا ফাসেদ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَوْ فِىْ حُكْمٍ غَيْرِ الْاَوَّلِ لٰكِنَّ الخ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার (র.) এখানে খালেস مُعَارَضَه -এর প্রথম প্রকরণের পঞ্চম প্রকারের আলোচনা করেছেন। এটা এমন مُعَارَضَه যা مُسْتَدِلْ -এর حُكْم -এর غَيْر -এর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে এটা مُسْتَدِلْ -এর حُكْم -কে অস্বীকার করবে। এর উদাহরণ হিসেবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, যা তিনি সেই মহিলার ব্যাপারে বলেছেন যার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ সে পেয়েছে। অতঃপর ইদ্দত পালন করার অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সেই ঘরে তার সন্তানাদিও হয়েছে। এমতাবস্থায় তার প্রথম স্বামী জীবিত ফিরে এসেছে। এমতাবস্থায় ইমাম সাহেবের মতে দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে তার যে সন্তানাদি হয়েছে, তাদের মালিক হবে প্রথম স্বামী। কেননা, তাদের মধ্যে তখনো বিবাহ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এর বিরুদ্ধে বিরোধীগণ مُعَارَضَه পেশ করে বলেছেন যে, দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহ ফাসিদ হলেও তাতে নসব (বংশ) সাব্যস্ত হতে বাধা নেই। কেননা, কোনো পুরুষ যদি কোনো মহিলাকে সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ করে আর সেই ঘরে তার সন্তানাদি হয়, তাহলে বিবাহ ফাসিদ হওয়া সত্ত্বেও সন্তানাদির নিসবত স্বামীর দিকে করা হয়ে থাকে।

فَهٰذِهِ الْمُعَارَضَةُ لَمْ تَكُنْ لِنَفْيِ النَّسَبِ عَنِ الْاَوَّلِ بَلْ لِاِثْبَاتِ النَّسَبِ مِنَ الثَّانِىْ لٰكِنَّ فِيْهِ نَفْىَ الْاَوَّلِ لِاَنَّهُ اِذَا ثَبَتَ مِنَ الثَّانِىْ يَنْتَفِىْ عَنِ الْاَوَّلِ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ النَّسَبِ مِنْ شَخْصَيْنِ فَيَحْتَاجُ حِيْنَئِذٍ اِلَى التَّرْجِيْحِ فَنَقُوْلُ الْاَوَّلُ صَاحِبُ فِرَاشٍ صَحِيْحٍ وَالثَّانِىْ صَاحِبُ فِرَاشٍ فَاسِدٍ وَالصَّحِيْحُ اَوْلٰى مِنَ الْفَاسِدِ. فَيُعَارِضُهُ الْخَصْمُ بِاَنَّ الثَّانِىْ حَاضِرٌ وَالْمَاءُ مَاءُهٗ وَهُوَ اَوْلٰى مِنَ الْغَائِبِ فَيَظْهَرُ حِيْنَئِذٍ فِقْهُ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ اَنَّ الْمِلْكَ وَالصِّحَّةَ اَحَقُّ بِالْاِعْتِبَارِ مِنَ الْحَضْرَةِ وَالْمَاءِ فَاِنَّ الْفَاسِدَ يُوْجِبُ الشُّبْهَةَ وَالصَّحِيْحُ يُوْجِبُ الْحَقِيْقَةَ وَالْحَقِيْقَةُ اَوْلٰى مِنَ الشُّبْهَةِ -

সরল অনুবাদ : লক্ষণীয় যে, এ مُعَارَضَة-এর মধ্যে প্রথম স্বামীর পক্ষ হতে নসবের نَفْىْ করা হয়নি; বরং শুধু দ্বিতীয় স্বামীর জন্য নসব সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এটার অধীনে প্রথম স্বামীর পক্ষ হতে নিজে নিজেই নসবের نَفْىْ হয়ে যায়। কেননা, দ্বিতীয় স্বামীর জন্য নসব সাব্যস্ত করার অনিবার্য ফল এই যে, প্রথম স্বামীর পক্ষ হতে নসব সাব্যস্ত নয়। এ জন্য যে, একই সময়ে দু'ব্যক্তির জন্য নসব সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে অগ্রাধিকারের দিকটি বিবেচনা করা আবশ্যক হবে। যেমন– আমরা বলি যে, প্রথম স্বামী বিশুদ্ধ শয্যার অধিকারী এবং দ্বিতীয় স্বামী ফাসেদ শয্যার মালিক। আর নিয়ম এই যে, যা বিশুদ্ধ তা ফাসিদ হতে অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। এ প্রাধান্য প্রদানের দিকটির উপরও প্রতিপক্ষ এরূপ مُعَارَضَة পেশ করতে পারে যে, দ্বিতীয় স্বামী উপস্থিত এবং বীর্য তারই। আর নিয়ম এই যে, উপস্থিত অনুপস্থিত-এর উপর অগ্রাধিকার লাভ করে থাকে। এখন উভয় অগ্রাধিকার দানের প্রেক্ষাপটে মাসআলাটির ফিক্হ সংক্রান্ত দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ প্রথম স্বামীর বিবাহের মালিকানা বহাল থাকা ও শয্যার বিশুদ্ধতা দ্বিতীয় স্বামীর উপস্থিতি ও বীর্য হতে অধিক বিবেচনাযোগ্য। কেননা, ফাসিদ শয্যা দ্বারা নসবের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয় আর বিশুদ্ধ শয্যা দ্বারা প্রকৃত নসব সাব্যস্ত হয়। আর এটা প্রকাশ্য সত্য যে, হাকীকত সন্দেহ অপেক্ষা উত্তম ও অগ্রগণ্য হয়ে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَهٰذِهِ الْمُعَارَضَةُ উল্লেখ্য যে, এই مُعَارَضَة-এর মধ্যে لَمْ تَكُنْ لِنَفْيِ النَّسَبِ নসবের نَفْىْ করা হয়নি عَنِ الْاَوَّلِ প্রথম স্বামীর পক্ষ হতে بَلْ বরং لِاِثْبَاتِ النَّسَبِ নসব সাব্যস্ত করা হয়েছে مِنَ الثَّانِىْ দ্বিতীয় স্বামীর পক্ষ হতে لٰكِنَّ فِيْهِ نَفْىَ الْاَوَّلِ কিন্তু এর অধীনে প্রথম স্বামীর পক্ষ হতে নিজে নিজেই নসবের نَفْىْ হয়ে যায় لِاَنَّهُ اِذَا ثَبَتَ কেননা, যখন নসব সাব্যস্ত করা হয়েছে مِنَ الثَّانِىْ দ্বিতীয় স্বামীর পক্ষ হতে يَنْتَفِىْ عَنِ الْاَوَّلِ তখন অনিবার্যভাবে প্রথম স্বামীর পক্ষ হতে নসব সাব্যস্ত নয় لِعَدَمِ অসম্ভব হওয়ার কারণে تَصَوُّرِ النَّسَبِ একই সময় নসব সাব্যস্ত হওয়া مِنْ شَخْصَيْنِ দু' ব্যক্তির জন্য فَيَحْتَاجُ حِيْنَئِذٍ এমতাবস্থায় আবশ্যক হবে اِلَى التَّرْجِيْحِ তাদের মধ্যে অগ্রাধিকারের দিকটি فَنَقُوْلُ ফলে আমরা বলবো الْاَوَّلُ প্রথম স্বামী صَاحِبُ অধিকারী فِرَاشٍ صَحِيْحٍ বিশুদ্ধ শয্যার وَالثَّانِىْ صَاحِبُ আর দ্বিতীয় স্বামী অধিকারী فِرَاشٍ فَاسِدٍ ফাসেদ শয্যার وَالصَّحِيْحُ আর নিয়ম হলো যা বিশুদ্ধ اَوْلٰى তা অগ্রগণ্য হবে مِنَ الْفَاسِدِ ফাসেদ হতে فَيُعَارِضُهُ الْخَصْمُ আর এ প্রাধান্য প্রদানের দিকটির উপরও প্রতিপক্ষ এরূপ مُعَارَضَة পেশ করতে পারেন بِاَنَّ الثَّانِىْ حَاضِرٌ যে দ্বিতীয় স্বামী উপস্থিত وَالْمَاءُ مَاءُهٗ এবং বীর্য তারই وَهُوَ اَوْلٰى আর উপস্থিত ব্যক্তি অগ্রাধিকার লাভ করবে مِنَ الْغَائِبِ অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর فَيَظْهَرُ حِيْنَئِذٍ এমতাবস্থায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে فِقْهُ الْمَسْأَلَةِ মাসআলাটির ফিক্হ সংক্রান্ত দিক وَهُوَ আর তা হলো اَنَّ الْمِلْكَ প্রথম স্বামীর বিবাহের মালিকানা বহাল থাকা وَالصِّحَّةَ এবং শয্যার বিশুদ্ধতা اَحَقُّ بِالْاِعْتِبَارِ অধিক বিবেচনাযোগ্য مِنَ الْحَضْرَةِ দ্বিতীয় স্বামীর উপস্থিতি وَالْمَاءِ এবং বীর্য হতে فَاِنَّ الْفَاسِدَ কেননা, ফাসেদ শয্যা দ্বারা يُوْجِبُ الشُّبْهَةَ নসবের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয় وَالصَّحِيْحُ আর বিশুদ্ধ শয্যা দ্বারা يُوْجِبُ الْحَقِيْقَةَ প্রকৃত নসব সাব্যস্ত হয় وَالْحَقِيْقَةُ আর হাকীকত তথা প্রকৃত বিষয় اَوْلٰى উত্তম ও অগ্রগণ্য مِنَ الشُّبْهَةِ সন্দেহ-সংশয় হতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَنَقُوْلُ الْاَوَّلُ صَاحِبُ الخ -এর আলোচনা : উপরিউক্ত মাসআলায় আমরা হানাফীরা বলেছি যে, প্রথম স্বামীর বিবাহ সহীহ এবং দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহ ফাসিদ হওয়ার কারণে সন্তানাদির মালিক প্রথম স্বামীই হবে। কেননা, সহীহকে فَاسِدْ -এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। এর উপর مُعَارَضَه পেশ করে আবার বিরোধীগণ বলেছেন যে, দ্বিতীয় স্বামী উপস্থিত ছিলেন, তা ছাড়া বীর্য তো তারই ছিল; কাজেই সন্তান তার জন্যই হবে। এটার জবাবে আমরা বলেছি যে, ফাসেদ হলো সন্দেহযুক্ত, আর সহীহ হলো সন্দেহহীন। সুতরাং সহীহকে فَاسِدْ -এর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

وَالثَّانِىْ فِىْ عِلَّةِ الْاَصْلِ اَىِ النَّوْعُ الثَّانِىْ مِنَ الْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةِ الْمُعَارَضَةُ فِىْ عِلَّةِ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ بِاَنْ يَقُوْلَ عِنْدِىْ دَلِيْلٌ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْعِلَّةَ فِى الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ شَيْئٌ اٰخَرُ لَمْ يُوْجَدْ فِى الْفَرْعِ وَهِىَ ثَلٰثَةُ اَقْسَامٍ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ عَلٰى مَا قَالَ وَ ذٰلِكَ بَاطِلٌ سَوَاءٌ كَانَتْ بِمَعْنًى لَا يَتَعَدّٰى هٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الْاَوَّلُ كَمَا اِذَا عَلَّلْنَا فِىْ بَيْعِ الْحَدِيْدِ بِاَنَّهٗ مَوْزُوْنٌ قُوْبِلَ بِجِنْسِهٖ فَلَا يَجُوْزُ بَيْعُهٗ مُتَفَاضِلًا كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيُعَارِضُهُ السَّائِلُ بِاَنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَنَا فِى الْاَصْلِ هِىَ الثَّمَنِيَّةُ وَتِلْكَ لَا تَتَعَدّٰى اِلَى الْحَدِيْدِ ـ

সরল অনুবাদ : আর مُعَارَضَة-এর দ্বিতীয় প্রকার হলো আসল-এর ইল্লতের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ مُعَارَضَة-এর দ্বিতীয় প্রকার হলো সেই مُعَارَضَة خَالِصَة যা مَقِيْس عَلَيْه-এর ইল্লতের মধ্যে হবে। উদাহরণস্বরূপ مُعَارِض এরূপ বলবে : আমার নিকট এমন দলিল রয়েছে, যা এ কথা প্রমাণ করে যে, مَقِيْس عَلَيْه- এর মধ্যে ইল্লত (তা নয় যাকে তুমি ইল্লত সাব্যস্ত করেছে; বরং ইল্লত) অন্য বস্তু, যা প্রশাখার মধ্যে বিদ্যমান নেই। এ مُعَارَضَة তিনভাগে বিভক্ত এবং এদের সবকয়টিই বাতিল। যেমনটি গ্রন্থকার (র.) বলেছেন। আর مُعَارَضَة-এর এ প্রকারটি বাতিল। চাই ১. এমন ইল্লত দ্বারা مُعَارَضَة করা হোক, যা স্থানান্তরিত হয় না। এটা مُعَارَضَةٌ فِى الْعِلَّةِ- এর প্রথম প্রকার। যেমন— লোহাকে লোহার বিনিময়ে বিক্রয় করার অবস্থায় আমাদের পক্ষ হতে বলা হয় যে, এটা পরিমাপযোগ্য বস্তু এবং এতে مُبَادَلَةٌ بِالْجِنْسِ-এর ইল্লত পাওয়া যায়। এ জন্য অতিরিক্তের সাথে এ বিক্রয় জায়েজ নয়। যদ্রূপ সোনা ও রুপার বিক্রয় অতিরিক্তের সাথে জায়েজ নয়। এটার উপর আপত্তিকারী مُعَارَضَة পেশ করবে যে, مَقِيْس عَلَيْه-এর মধ্যে ইল্লত আমাদের নিকট (جِنْس ও قَدْر নয়; বরং) ثَمَنِيَّة বা মূল্যবিশিষ্ট হওয়াই ইল্লত। আর এ ইল্লত লোহার মধ্যে পাওয়া যায় না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّانِىْ আর مُعَارَضَة- এর দ্বিতীয় প্রকার হলো فِىْ عِلَّةِ الْاَصْلِ আসল ইল্লতের সাথে সম্পর্কিত اَىِ অর্থাৎ اَلنَّوْعُ الثَّانِىْ দ্বিতীয় প্রকার হলো مِنَ الْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةِ মুআরাযায়ে খালেসার اَلْمُعَارَضَةُ فِىْ عِلَّةِ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ সেই مُعَارَضَة যা مَقِيْس عَلَيْه- এর ইল্লতের মধ্যে হবে بِاَنْ يَقُوْلَ উদাহরণত مُعَارِض এরূপ বলবে عِنْدِىْ دَلِيْلٌ আমার নিকট এমন দলিল আছে يَدُلُّ عَلٰى যা এ কথা প্রমাণ করে اَنَّ الْعِلَّةَ فِى الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ যে مَقِيْس عَلَيْه- এর মধ্যে ইল্লত شَيْئٌ اٰخَرُ অন্য কিছু لَمْ يُوْجَدْ যা বিদ্যমান নেই فِى الْفَرْعِ শাখার মধ্যে وَهِىَ ثَلٰثَةُ اَقْسَامٍ আর এ مُعَارَضَة তিনভাগে বিভক্ত كُلُّهَا بَاطِلَةٌ সবগুলো প্রকারই বাতিল عَلٰى مَا قَالَ যেমনটি গ্রন্থকার বলেছেন وَ ذٰلِكَ بَاطِلٌ আর مُعَارَضَة- এর এ প্রকারটি বাতিল سَوَاءٌ كَانَتْ بِمَعْنًى চাই তা এমন ইল্লত দ্বারা مُعَارَضَة করা হোক لَا يَتَعَدّٰى যা স্থানান্তরিত হয় না هٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الْاَوَّلُ এটা مُعَارَضَةٌ فِى الْعِلَّةِ- এর প্রথম প্রকার كَمَا اِذَا عَلَّلْنَا যেমনি আমরা ইল্লত সাব্যস্ত করেছি فِىْ بَيْعِ الْحَدِيْدِ লোহাকে লোহার বিনিময়ে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে بِاَنَّهٗ مَوْزُوْنٌ কেননা, এটা পরিমাপযোগ্য বস্তু قُوْبِلَ بِجِنْسِهٖ এবং এতে مُبَادَلَةٌ بِالْجِنْسِ- এর ইল্লত পাওয়া যায় فَلَا يَجُوْزُ কাজেই জায়েজ হবে না بَيْعُهٗ এ বিক্রয় مُتَفَاضِلًا অতিরিক্তের সাথে كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্য অতিরিক্তের সাথে বিক্রয় জায়েজ নেই فَيُعَارِضُهُ السَّائِلُ এর উপর আপত্তিকারী مُعَارَضَة পেশ করবে بِاَنَّ الْعِلَّةَ যে مَقِيْس عَلَيْه- এর মধ্যে ইল্লত عِنْدَنَا আমাদের মতে فِى الْاَصْلِ هِىَ الثَّمَنِيَّةُ মূল্যমান হওয়াই وَتِلْكَ لَا تَتَعَدّٰى আর এটা পাওয়া যায় না اِلَى الْحَدِيْدِ লোহার মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلثَّانِىْ فِىْ عِلَّةِ الْاَصْلِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে খালেস مُعَارَضَه-এর দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ مُعَارَضَه মূল حُكْم- এর عِلَّة- এর মধ্যে হয়ে থাকে। অর্থাৎ مُعَارِض বলবে যে, اَصْل তথা مَقِيْس عَلَيْه- এর মধ্যে তোমরা যাকে عِلَّت সাব্যস্ত করেছ তা ইল্লত না হওয়ার ব্যাপারে আমার নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আমার প্রমাণ মতে عِلَّت এতে অন্য কিছু। আর এটা বাতিল চাই এমন عِلَّت -এর দ্বারা مُعَارَضَه করুক যা সংক্রামিত হয় না। অথবা, এমন عِلَّة- এর দ্বারা مُعَارَضَه করুক যা এমন حُكْم -এর দিকে مُتَعَدِّىْ (সংক্রামিত) হয়ে থাকে যাতে ঐকমত্য বিদ্যমান।

প্রথমটির উদাহরণ যেমন আমরা (হানাফীরা) বলে থাকি যে, লৌহের বিনিময়ে লৌহ লেনদেন করলে অতিরিক্ত গ্রহণ জায়েজ হবে না। কেননা, এতে قَدْر (পরিমাপ) ও جِنْس (জাতীয়তা) পাওয়া গেছে, যদ্দরুন অতিরিক্ত رِبٰوا (সুদ) হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। যদ্রূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেলায় হয়ে থাকে। এক্ষণে বিরোধীগণ مُعَارَضَه করে বলতে পারে যে, আমাদের মতে اَصْل -এর মধ্যে عِلَّة হলো ثَمَنِيَّة (মূল্যমান)। অথচ এটা লৌহের মধ্যে পাওয়া যায় না। কাজেই এতে উপরোক্ত অবস্থায় সুদের حُكْم হবে না।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ যেমন আমরা চুনের ব্যাপারে বলে থাকি যে, সমজাতীয়ের লেনদেনে অতিরিক্ত গ্রহণ করা জায়েজ হবে না; বরং সুদ হবে। কেননা, এতে كَيْل ও جِنْس পাওয়া যায়, যদ্রূপ গম ও যবের বেলায় হয়ে থাকে। এর উপর مُعَارَضَه পেশ করে বিরোধীগণ বলে থাকেন যে, اَصْل তথা গম ও যবের মধ্যে তোমরা যাকে عِلَّت সাব্যস্ত করেছ– আমাদের মতে তা عِلَّة নয়; বরং আমাদের মতে গম ও যবের মধ্যে عِلَّت হলো খাদ্য ও গোলাজাত যোগ্য হওয়া। আর তা جَصّ (চুন)-এর মধ্যে অনুপস্থিত।

أَوْ يَتَعَدّٰى إِلٰى فَرْعٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِىْ كَمَا إِذَا عَلَّلْنَا فِىْ حُرْمَةِ بَيْعِ الْجَصِّ بِجِنْسِهٖ مُتَفَاضِلًا بِالْكَيْلِ وَالْجِنْسِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ فَيُعَارِضُهُ السَّائِلُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِى الْأَصْلِ لَيْسَتْ مَا قُلْتَ بَلْ هِىَ الْاِقْتِيَاتُ وَالْاِدِّخَارُ وَهُوَ مَعْدُوْمٌ فِى الْجَصِّ وَإِنْ كَانَ يَتَعَدّٰى إِلٰى فَرْعٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَرُزُّ وَالدُّخْنُ أَوْ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ أَىْ يَتَعَدّٰى إِلٰى فَرْعٍ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِثَالُهٗ مَا لَوْ عَارَضَ السَّائِلُ فِى الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِى الْأَصْلِ هُوَ الطَّعْمُ وَلَمْ يُوْجَدْ فِى الْجَصِّ وَهُوَ يَتَعَدّٰى إِلٰى فَرْعٍ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ أَعْنِى الْفَوَاكِهَ وَمَا دُوْنَ الْكَيْلِ وَهٰذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لِأَنَّ الْوَصْفَ الَّذِىْ يَدَّعِيْهِ السَّائِلُ لَا يُنَافِى الْوَصْفَ الَّذِىْ يَدَّعِيْهِ الْمُعَلِّلُ إِذِ الْحُكْمُ يَثْبُتُ بِعِلَلٍ شَتّٰى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصْفُهٗ مُتَعَدِّيًا فَفَسَادُهٗ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ بِالتَّعْلِيْلِ التَّعْدِيَةُ وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا كَانَتِ الْمُعَارَضَةُ أَيْضًا فَاسِدَةً لِأَنَّهَا لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْمُتَنَازَعِ فِيْهِ إِلَّا أَنَّهَا تُفِيْدُ عَدَمَ تِلْكَ الْعِلَّةِ فِيْهِ وَهُوَ لَا يُوْجِبُ عَدَمَ الْحُكْمِ ـ

সরল অনুবাদ : অথবা ২. এমন প্রশাখার দিকে স্থানান্তরিত হবে, যার হুকুম সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে। এটা مُعَارَضَةٌ فِى الْعِلَّةِ-এর দ্বিতীয় প্রকার। যেমন– চুনাকে তার সমশ্রেণীর বিনিময়ে অতিরিক্তের সাথে বিক্রয় করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে গম ও যবের উপর কিয়াস করে যখন আমরা جِنْس ও كَيْل-এর ইল্লত বর্ণনা করবো, তখন আপত্তিকারী এটার উপর مُعَارَضَة পেশ করবে যে, مَقِيْس عَلَيْه-এর মধ্যে ইল্লত তা নয়, যাকে তোমরা ইল্লত সাব্যস্ত করেছ; বরং আসলে খাদ্য হওয়ার যোগ্যতা ও গুদামজাত করে রাখার উপযুক্ত হওয়াই হচ্ছে ইল্লত, যা চুনার মধ্যে অনুপস্থিত রয়েছে। যদিও এ ইল্লত অন্য কোনো সর্বসম্মত প্রশাখার দিকে স্থানান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ চাউল ও বাজরা (এক প্রকার শষ্য) প্রভৃতির মধ্যে। **অথবা ৩. এটার হুকুমের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।** অর্থাৎ এমন ইল্লত দ্বারা مُعَارَضَة করা হয়, যা কোনো বিরোধপূর্ণ প্রশাখার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। এটা مُعَارَضَةٌ فِى الْعِلَّةِ-এর তৃতীয় প্রকার। উদাহরণস্বরূপ উপরোল্লিখিত মাসআলায় আপত্তিকারী এরূপ مُعَارَضَة করবে যে, গম ও যবের মধ্যে অতিরিক্ত হারাম হওয়ার ইল্লত হলো খাদ্যদ্রব্য হওয়া, যা চুনার মধ্যে বিদ্যমান নেই। অবশ্য এ ইল্লত এমন কোনো কোনো প্রশাখার দিকে সম্প্রসারিত হয়, যার হুকুমের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ফল জাতীয় বস্তু مِقْدَار বা পরিমাপের পরিমাণ অপেক্ষা অল্প (এক বা দুই মুষ্টি) كَيْل শষ্য জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে। مُعَارَضَةٌ فِى الْعِلَّةِ-এর এ সকল প্রকার এ জন্য বাতিল যে, আপত্তিকারী যে وَصْف-কে ইল্লত সাব্যস্ত করেছে, তা এই وَصْف-এর পরিপন্থি নয়, যাকে ইল্লত পেশকারী ইল্লত সাব্যস্ত করেছে। কেননা, একটি হুকুম বিভিন্ন ইল্লত দ্বারাও সাব্যস্ত হতে পারে। সুতরাং যদি مُعَارِض-এর ইল্লত স্থানান্তরশীল না নয়, তাহলে তো তার ফাসিদ হওয়া সম্পূর্ণ প্রকাশ্য ব্যাপার। এ জন্য যে, তা'লীল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'সম্প্রসারিত হওয়া'। আর যদি ইল্লত স্থানান্তরিত হয়, তাহলেও مُعَارَضَة ফাসিদ হবে। কেননা, যে হুকুমের মধ্যে বিরোধ রয়েছে, তার সাথে এই مُعَارَضَة-এর কোনোই সম্পর্ক নেই। বড়জোর এটা দ্বারা এ কথাটি জ্ঞাত হওয়া যায় যে, مُعَارِض-এর ইল্লত প্রশাখার মধ্যে বিদ্যমান নেই। কিন্তু এটা দ্বারা এ কথা আবশ্যক হয় না যে, দলিলদাতার হুকুম সাব্যস্ত নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : أَوْ يَتَعَدّٰى অথবা ধাবিত হবে إِلٰى فَرْعٍ এমন শাখা-প্রশাখার দিকে مُجْمَعٍ عَلَيْهِ যার হুকুম সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِىْ আর এটাই হচ্ছে مُعَارَضَةٌ فِى الْعِلَّةِ-এর দ্বিতীয় প্রকার كَمَا إِذَا عَلَّلْنَا যেমনি আমরা ইল্লত সাব্যস্ত করেছি فِىْ حُرْمَةِ হারাম হওয়ার ব্যাপারে بَيْعِ الْجَصِّ চুনাকে বিক্রয় করা بِجِنْسِهٖ তার সমশ্রেণীর বিনিময়ে مُتَفَاضِلًا অতিরিক্তের সাথে بِالْكَيْلِ وَالْجِنْسِ যখন আমরা جِنْس ও كَيْل-এর ইল্লত বর্ণনা করবো كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ গম ও যবের উপর কিয়াস করে فَيُعَارِضُهُ السَّائِلُ তখন আপত্তিকারী এটার উপর مُعَارَضَة পেশ করবে بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِى الْأَصْلِ যেহেতু مَقِيْس عَلَيْه-এর মধ্যে ইল্লত لَيْسَتْ তা নয় مَا قُلْتَ যাকে তোমরা ইল্লত সাব্যস্ত করেছ بَلْ هِىَ বরং সে ইল্লত হচ্ছে الْاِقْتِيَاتُ

وَاَنَّ فِى الْجَصِّ চুনার মধ্যে وَالْاِدِّخَارُ খাদ্য হওয়ার যোগ্যতা এবং গুদামজাত করে রাখার উপযুক্ত وَهُوَ مَعْدُوْمٌ আর অনুপস্থিত রয়েছে كَانْ يَتَعَدّٰى যদিও এ ইল্লত স্থানান্তরিত হয় اِلٰى فَرْعٍ এমন প্রশাখার দিকে مُجْمَعٍ عَلَيْهِ যা সর্বসম্মত وَهُوَ الْاَرُزُّ উদাহরণ স্বরূপ চাউল وَالدُّخْنُ এবং বাজরা প্রভৃতির মধ্যে اَوْ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ অথবা, এটার হুকুমের মধ্যে মতভেদ রয়েছে اَىْ অর্থাৎ يَتَعَدّٰى ইল্লতটি স্থানান্তরিত হয় اِلٰى فَرْعٍ এমন প্রশাখার দিকে مُخْتَلَفٍ فِيْهِ যা বিরোধপূর্ণ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ এটা مُعَارَضَةٌ فِى الْعِلَّةِ -এর তৃতীয় প্রকার مِثَالُهُ উদাহরণ স্বরূপ مَا لَوْ عَارَضَ السَّائِلُ যদি আপত্তিকারী এরূপ مُعَارَضَة করে فِى الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ উল্লিখিত মাসআলায় بِاَنَّ الْعِلَّةَ فِى الْاَصْلِ যে উল্লিখিত মাসআলায় ইল্লত হলো هُوَ الطُّعْمُ খাদ্যদ্রব্য হওয়া وَلَمْ يُوْجَدْ যা বিদ্যমান নেই فِى الْجَصِّ চুনার মধ্যে وَهُوَ يَتَعَدّٰى আর এ ইল্লত ধাবিত হয় اِلٰى فَرْعٍ এমন শাখা-প্রশাখার দিকে مُخْتَلَفٍ فِيْهِ যার হুকুমের ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে اَعْنِى উদাহরণত الْفَوَاكِهَ ফল জাতীয় বস্তু وَمَا دُوْنَ الْكَيْلِ যা পরিমাপ ও পরিমাণ অপেক্ষা স্বল্প وَهٰذِهِ الْاَقْسَامُ كُلُّهَا আর مُعَارَضَةٌ فِى الْعِلَّةِ -এর এ সকল প্রকার بَاطِلَةٌ এ জন্য বাতিল যে لِاَنَّ الْوَصْفَ কেননা, সেই ওয়াসফ الَّذِىْ يَدَّعِيْهِ السَّائِلُ যাকে আপত্তিকারী ইল্লত সাব্যস্ত করছে لَا يُنَافِى الْوَصْفَ তা এই وَصْف -এর পরিপন্থি নয় الَّذِىْ يَدَّعِيْهِ الْمُعَلِّلُ যাকে ইল্লত পেশকারী ইল্লত সাব্যস্ত করেছে اِذِ الْحُكْمُ কেনননা, একটি হুকুম يَثْبُتُ সাব্যস্ত হতে পারে بِعِلَلٍ شَتّٰى বিভিন্ন ইল্লত দ্বারাও فَاِنْ لَمْ يَكُنْ وَصْفُهُ সুতরাং যদি مُعَارِضْ -এর ইল্লত না হয় مُتَعَدِّيًا স্থানান্তরশীল فَفَسَادُهُ তাহলে তো তার ফাসেদ হওয়া ظَاهِرٌ সম্পূর্ণ প্রকাশ্য ব্যাপার لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ بِالتَّعْلِيْلِ কেননা, তা'লীল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো التَّعْدِيَةُ সম্প্রসারিত হওয়া وَاِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا আর যদি ইল্লত স্থানান্তরিত হয় كَانَتِ الْمُعَارَضَةُ اَيْضًا তাহলেও মুআরাযা فَاسِدَةً ফাসেদ হবে لِاَنَّهَا لَا تَعَلُّقَ لَهَا কেননা, তার সাথে بِالْمُتَنَازَعِ فِيْهِ যে হুকুমের মধ্যে বিরোধ রয়েছে এ مُعَارَضَة -এর কোনো সম্পর্ক নেই اِلَّا اَنَّهَا বড়জোর এ কথাটি জ্ঞাত হওয়া যায় যে تُفِيْدُ عَدَمَ تِلْكَ الْعِلَّةِ فِيْهِ মুআরাযার ইল্লত প্রশাখার মধ্যে বিদ্যমান নেই وَهُوَ لَا يُوْجِبُ তবে এটা দ্বারা এ কথা আবশ্যক হয় না যে عَدَمَ الْحُكْمِ দলিলদাতার হুকুম সাব্যস্ত নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ اَىْ يَتَعَدّٰى الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে খালেস مُعَارَضَة -এর তৃতীয় প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ مُعَارِضْ এমন عِلَّة -এর দ্বারা مُعَارَضَة করবে যা বিতর্কিত একটি فَرْع -এর দিকে مُتَعَدِّىْ হয়ে থাকে। যেমন- আমরাও جِنْس -এর عِلَّة -এর কারণে গম ও জবের উপর কিয়াস করে جَص (চুন)-এর মধ্যেও সমজাতীয়ের লেনদেনে অতিরিক্ত গ্রহণকে হারাম বলে থাকি। এখানে বিরোধীগণ مُعَارَضَه পেশ করে বলতে পারেন যে, গম ও যবের মধ্যে মূলত عِلَّت হলো খাদ্য-দ্রব্য হওয়া جِنْس ও قَدْر নয়। আর جَص -এর মধ্যে তা পাওয়া যায় না। কাজেই গম ও যবের হুকুম جَص (চুন)-এর মধ্যে কার্যকর হবে না। আর এটা এমন একটি فَرْع -এর দিকে مُتَعَدِّىْ হয়ে থাকে যাতে ফকীহগণের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। যেমন- ফল-ফলাদি ও এমন বস্তু যা পরিমাপযোগ্য নয়। যথা- এক-দুই মুষ্টি গম-যব ইত্যাদি। সুতরাং আমাদের হানাফীগণের মতে এতদুভয়ের মধ্যে সুদ হবে না, আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সুদ হবে।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত সমুদয় مُعَارَضَة -ই অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা, مُعَارِضْ -এর দাবিকৃত وَصْف (علة) مُعَلِّلْ -এর দাবিকৃত وَصْف (عِلَّة) -কে প্রত্যাখ্যান (অস্বীকার) করেন। কেননা, একাধিক عِلَّة -এর মাধ্যমেও حُكْم সাব্যস্ত হতে পারে। সুতরাং مُعَارِضْ যে عِلَّت সাব্যস্ত করেছে তা যদি فَرْع -এর মধ্যে পাওয়া নাও যায় তথাপি مُعَلِّلْ -এর عِلَّت -ই حُكْم -কে সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। কাজেই তার কিয়াস সহীহ হবে।

অবশ্য তালবীহ গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন যে, مُعَارِضْ -এর উদ্দেশ্য হলো مُعَلِّلْ -এর وَصْف (عِلَّة) -কে বাতিল সাব্যস্ত করা। সুতরাং যখন তিনি অন্য وَصْف এর عِلَّة হওয়া সাব্যস্ত করেছেন তখন প্রত্যেকটি وَصْف স্বতন্ত্রভাবে হওয়ার সম্ভাবনা রাখে এবং প্রত্যেকটি عِلَّة -এর অংশ বিশেষ হওয়ারও অবকাশ রাখে। কাজেই مُعَلِّلْ অথবা مُعَارِضْ কারো وَصْف ই সন্দেহাতীতভাবে عِلَّة হওয়ার দাবি করতে পারে না। সুতরাং এতেই مُعَارِضْ -এর উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। অর্থাৎ مُعَارَضَة হাসিল হয়ে যায়। কেননা, মশহুর কায়েদা রয়েছে- اِذَا جَاءَ الْاِحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ অর্থাৎ ভিন্ন সম্ভাবনার সৃষ্টি হলে দলিল উপস্থাপন বাতিল হয়ে যায়।

وَكُلُّ كَلَامٍ صَحِيْحٍ فِى الْاَصْلِ اَىْ فِىْ اَصْلِ وَضْعِهٖ وَجَوْهَرِهٖ وَلٰكِنْ يُذْكَرُ عَلٰى سَبِيْلِ الْمُفَارَقَةِ الَّتِىْ هِىَ بَاطِلَةٌ عِنْدَ اَهْلِ الْاُصُوْلِ فَاذْكُرْهُ عَلٰى سَبِيْلِ الْمُمَانَعَةِ لِيَخْرُجَ عَنْ حَيِّزِ الْفَسَادِ اِلٰى حَيِّزِ الصِّحَّةِ وَيَكُوْنُ مَقْبُوْلًا بِاَصْلِهٖ وَ وَصْفِهٖ مَعًا وَاِنَّمَا تُذْكَرُ هٰذِهِ الْقَاعِدَةُ هٰهُنَا لِاَنَّ الْمُعَارَضَةَ فِىْ عِلَّةِ الْاَصْلِ هِىَ الْمُسَمَّاةُ بِالْمُفَارَقَةِ عِنْدَهُمْ لِاَنَّهٗ اَتَى السَّائِلُ بِعِلَّةٍ يَقَعُ بِهَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ وَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَ الْاَكْثَرِ فَاِذَا اَتَى السَّائِلُ بِكَلَامٍ لَطِيْفٍ مَقْبُوْلٍ فِىْ ضِمْنِ هٰذِهِ الْمُفَارَقَةِ الْفَاسِدَةِ فَلَابُدَّ اَنْ يُذْكَرَ ذٰلِكَ الْكَلَامُ بِعَيْنِهٖ فِىْ ضِمْنِ الْمُمَانَعَةِ لِيَكُوْنَ ذٰلِكَ الْكَلَامُ مَقْبُوْلًا بِمَادَّتِهٖ وَهَيْأَتِهٖ مَعًا ـ

সরল অনুবাদ : আর প্রত্যেক যে কথা মূলত শুদ্ধ অর্থাৎ তা মূল প্রণয়ন ও হাকীকতের মধ্যে বিশুদ্ধ; কিন্তু তাকে مُعَارَضَةٌ فِى الْعِلَّةِ-এর مُفَارَقَةٌ-এর পন্থায় (অর্থাৎ প্রক্রিয়ায়) উল্লেখ করা হয়, যা উসূলীদের নিকট বাতিল– তাহলে তুমি তাকে مُمَانَعَت হিসেবে পেশ করবে। যেন ফাসিদ হওয়ার পরিবর্তে শুদ্ধ বলে গণ্য করা হয় এবং হাকীকত ও বাহ্যিক অবস্থা- উভয় বিবেচনায়-ই গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। مُعَارَضَة-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে مُفَارَقَة-এর এ নিয়মটি এ জন্য উল্লেখ করা হয় যে, উসূলীদের নিকট مُعَارَضَةٌ فِى الْعِلَّةِ-এরই নাম مُفَارَقَة কেননা, আপত্তিকারী তার مُعَارَضَة-এর মধ্যে এমন ইল্লত পেশ করে, যা দ্বারা মূল ও প্রশাখার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু পার্থক্যের এ আপত্তি অধিকাংশ উসূলীর দৃষ্টিতেই ফাসিদ। সুতরাং যদি আপত্তিকারী এই مُفَارَقَةٌ فَاسِدَةٌ-এর ভিত্তিতে এমন কোনো আপত্তি উত্থাপন করে, যা একান্তই যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য, তাহলে এটার শিরোনাম পরিবর্তন করে مُمَانَعَة-এর প্রক্রিয়ায় হুবহু তা পেশ করা উচিত। যেন এই আপত্তিটি তার মূল উপাদান ও বাহ্যিক অবস্থা- প্রত্যেক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَكُلُّ كَلَامٍ صَحِيْحٍ আর যে কালাম শুদ্ধ فِى الْاَصْلِ মূলত اَىْ অর্থাৎ فِىْ اَصْلِ وَضْعِهٖ মূল প্রণয়ন وَجَوْهَرِهٖ এবং হাকীকতের মধ্যে وَلٰكِنْ يُذْكَرُ কিন্তু একে উল্লেখ করা হয় عَلٰى سَبِيْلِ الْمُفَارَقَةِ মুফারাকার পন্থায় الَّتِىْ هِىَ بَاطِلَةٌ যা বাতিল عِنْدَ اَهْلِ الْاُصُوْلِ উসূলবিদদের নিকট فَاذْكُرْهُ তাহলে তুমি একে পেশ করবে عَلٰى سَبِيْلِ الْمُمَانَعَةِ মুমানাআত হিসেবে لِيَخْرُجَ যাতে তাকে গণ্য করা হয় (তা বের হয়ে পড়ে) عَنْ حَيِّزِ الْفَسَادِ ফাসেদ হওয়ার পরিবর্তে اِلٰى حَيِّزِ الصِّحَّةِ শুদ্ধ বলে وَيَكُوْنُ مَقْبُوْلًا এবং তা গ্রহণযোগ্য হয় بِاَصْلِهٖ তার হাকীকত অবস্থায় وَ وَصْفِهٖ এবং বাহ্যিক অবস্থায় مَعًا উভয়েই বিবেচনায় وَاِنَّمَا تُذْكَرُ মুআরাযার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে هٰذِهِ الْقَاعِدَةُ মুফারাকার এ নিয়মটি هٰهُنَا এ স্থানে لِاَنَّ الْمُعَارَضَةَ فِىْ عِلَّةِ الْاَصْلِ কেননা, اَلْمُعَارَضَةُ فِىْ عِلَّةِ الْاَصْلِ-কে هِىَ الْمُسَمَّاةُ بِالْمُفَارَقَةِ মুফারাকা বলা হয় عِنْدَهُمْ উসূলবিদদের নিকট لِاَنَّهٗ اَتَى السَّائِلُ আপত্তিকারী তার مُعَارَضَة-এর মধ্যে আনয়ন করেছেন بِعِلَّةٍ এমন ইল্লত يَقَعُ بِهَا الْفَرْقُ যা দ্বারা পার্থক্য সৃষ্টি হয় بَيْنَ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ মূল ও প্রশাখার মধ্যে وَهُوَ فَاسِدٌ কিন্তু এ পার্থক্যের আপত্তি ফাসেদ عِنْدَ الْاَكْثَرِ অধিকাংশ উসূলবিদদের নিকট فَاِذَا اَتَى السَّائِلُ সুতরাং যদি আপত্তিকারী এমন কোনো আপত্তি উত্থাপন করে بِكَلَامٍ لَطِيْفٍ যা একান্তই যুক্তিগ্রাহ্য مَقْبُوْلٍ ও গ্রহণযোগ্য فِىْ ضِمْنِ هٰذِهِ الْمُفَارَقَةِ الْفَاسِدَةِ এই مُفَارَقَةٌ فَاسِدَةٌ-এর ভিত্তিতে فَلَابُدَّ তাহলে উচিত হবে اَنْ يُذْكَرَ উল্লেখ করা ذٰلِكَ الْكَلَامُ بِعَيْنِهٖ তাহলে এটার শিরোনাম পরিবর্তন করে হুবহু সে বক্তব্য فِىْ ضِمْنِ الْمُمَانَعَةِ মুমানাআতের প্রক্রিয়ায় لِيَكُوْنَ ذٰلِكَ الْكَلَامُ যাতে উক্ত مُعَارَضَة টি مَقْبُوْلًا গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় بِمَادَّتِهٖ তার মূল উপাদান وَهَيْأَتِهٖ ও বাহ্যিক অবস্থা مَعًا উভয় দিক বিবেচনায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا تُذْكَرُ هٰذِهِ الْقَاعِدَةُ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُفَارَقَة-কে مُمَانَعَة-এর আকারে পেশ করার রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেসব বাক্য মূলত সহীহ কিন্তু একে مُفَارَقَة-এর পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। একে مُمَانَعَت-এর পদ্ধতিতে উল্লেখ করা উচিত। উল্লেখ্য যে, مُعَارَضَةٌ فِى الْعِلَّةِ উসুলবিদগণের পরিভাষায় مُفَارَقَة হিসেবে খ্যাত। আর এ জন্যই مُعَارَضَةٌ فِى الْعِلَّةِ-এর আলোচনা প্রসঙ্গে উপরিউক্ত নিয়মটির উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রশ্নকর্তা এমন عِلَّة-এর উল্লেখ করেছেন যার কারণে اَصْل ও فَرْع-এর মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেছে। কারণ প্রশ্নকারী বলে যে, اَصْل-এর حُكْم-এর عِلَّة হলো এটা। আর এ عِلَّة (وَصْف) اَصْل-এর মধ্যে বর্তমান আছে; কিন্তু فَرْع-এর মধ্যে অনুপস্থিত।

যা হোক, যদি প্রশ্নকর্তা مُفَارَقَة-এর অধীনে কোনো গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত বাক্য উপস্থাপন করে, তাহলে তাকে مُمَانَعَة-এর আকারে পেশ করা উচিত। তবেই এটা اَصْل ও وَصْف উভয় দিক দিয়ে গৃহীত হবে। যেমন– কোনো বন্ধককর্তা যদি বন্ধককৃত গোলামকে আজাদ করে দেয়, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তার আজাদী কার্যকর হবে না। কেননা, এর দ্বারা বন্ধকদাতার অধিকার বিনষ্ট হয়ে থাকে, কাজেই তা জায়েজ হবে না।

مِثَالُهُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) فِىْ إِعْتَاقِ الرَّاهِنِ الْعَبْدَ الْمَرْهُوْنَ اَنَّهُ لَا يَنْفُذُ إِعْتَاقُهُ لِاَنَّ الْإِعْتَاقَ تَصَرُّفٌ مِنَ الرَّاهِنِ يُلَاقِىْ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ بِالْإِبْطَالِ فَكَانَ بَاطِلًا كَالْبَيْعِ فَمَنْ جَوَّزَ مِنَّا الْمُفَارَقَةَ قَالَ فِىْ جَوَابِهِ إِنَّ الْإِعْتَاقَ لَيْسَ كَالْبَيْعِ لِاَنَّ الْبَيْعَ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَالْعِتْقَ لَا يَحْتَمِلُهُ فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ وَهٰذَا الْفَرْقُ هُوَ الْمُعَارَضَةُ فِىْ عِلَّةِ الْأَصْلِ لِاَنَّ قَائِلَهُ يَقُوْلُ إِنَّ عِلَّةَ عَدَمِ جَوَازِ الْبَيْعِ هِىَ كَوْنُهُ مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ بَعْدَ وُقُوْعِهِ فَهٰذَا السُّؤَالُ وَإِنْ كَانَ مَقْبُوْلًا فِىْ نَفْسِهِ لٰكِنَّهُ لَمَّا جَاءَ بِهِ السَّائِلُ عَلٰى سَبِيْلِ الْمُفَارَقَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ فَكَانَ حَقُّهُ اَنْ نُوْرِدَهُ نَحْنُ عَلٰى سَبِيْلِ الْمُمَانَعَةِ ـ

সরল অনুবাদ : উদাহরণ স্বরূপ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এই কাওল যে, যদি বন্ধক গ্রহণকারী বন্ধকী গোলামকে আজাদ করে দেয়, তাহলে তার সে আজাদ করাটা কার্যকর হবে না। কেননা, বন্ধক গ্রহণকারীর এ আজাদ করা এমন একটি পদক্ষেপ যে, তা দ্বারা বন্ধকদাতার হক বাতিল হয়ে যায়। এ জন্য এই আজাদকরণও বাতিল হয়ে যাবে, যেমন– তার বিক্রয়করণ বাতিল হয়ে থাকে। হানাফীদের মধ্যে যাঁরা مُفَارَقَة -কে জায়েজ মনে করেন, তাঁরা এটার উত্তরে এরূপ বলেন যে, আজাদকরণ ব্যাপারটি বিক্রয়-এর মতো নয়। কারণ, বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে আর আজাদকরণের মধ্যে ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ জন্য তাদের একটিকে অন্যটির উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। এ পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে আসল-এর ইল্লতের মধ্যে مُعَارَضَة বিশেষ। কেননা, مُعَارِضْ এ কথাই বলে যে, বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পর এটার ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বিক্রয় জায়েজ না হওয়ার ইল্লত। সুতরাং এ প্রশ্নটি যদিও সত্তাগতভাবে যুক্তিগ্রাহ্য, কিন্তু যেহেতু আপত্তিকারী তাকে مُفَارَقَة-এর পদ্ধতিতে পেশ করেছে, এ জন্য এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব, সমীচীন এই যে, একে مُمَانَعَة -এর পদ্ধতিতে পেশ করা।

শাব্দিক অনুবাদ : مِثَالُهُ উদাহরণ স্বরূপ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ কাওল فِىْ إِعْتَاقِ আজাদ করার বিষয়ে الرَّاهِنِ বন্ধক গ্রহণকারী الْعَبْدَ الْمَرْهُوْنَ বন্ধককৃত গোলামকে اَنَّهُ لَا يَنْفُذُ তাহলে কার্যকর হবে না إِعْتَاقُهُ তার আজাদ করাটা لِاَنَّ الْإِعْتَاقَ কেননা, বন্ধক গ্রহণকারীর এ আজাদ করা تَصَرُّفٌ مِنَ الرَّاهِنِ বন্ধক গ্রহণকারীর এমন একটি পদক্ষেপ يُلَاقِىْ যা মিলিত হয় حَقَّ الْمُرْتَهِنِ বন্ধক তার অধিকারের মধ্যে بِالْإِبْطَالِ বাতিল হওয়ার দ্বারা فَكَانَ بَاطِلًا এ জন্য এ আজাদকরণও বাতিল হয়ে যাবে كَالْبَيْعِ যেমন তার বিক্রয়করণও বাতিল হয়ে থাকে فَمَنْ جَوَّزَ مِنَّا الْمُفَارَقَةَ আমাদের হানাফীদের মধ্য হতে যারা مُفَارَقَة- কে জায়েজ মনে করেন قَالَ فِىْ جَوَابِهِ তারা এর উত্তরে বলেন إِنَّ الْإِعْتَاقَ আজাদকরণ ব্যাপারটি لَيْسَ كَالْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয়ের মতো নয় لِاَنَّ الْبَيْعَ কেননা, ক্রয়-বিক্রয় يَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখে الْفَسْخَ ভঙ্গ হওয়ার وَالْعِتْقَ অথচ আজাদকরণ لَا يَحْتَمِلُهُ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে না فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ এ জন্য এদের একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা ঠিক নয় وَهٰذَا الْفَرْقُ هُوَ الْمُعَارَضَةُ আর এটাই হলো পার্থক্য مُعَارَضَة বিশেষ فِىْ عِلَّةِ الْأَصْلِ আসলের ইল্লতের মধ্যে لِاَنَّ قَائِلَهُ يَقُوْلُ কেননা, مُعَارِضْ এ কথাই বলে إِنَّ عِلَّةَ ইল্লত হচ্ছে عَدَمِ না হওয়া جَوَازِ الْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়া هِىَ كَوْنُهُ مُحْتَمِلًا তা হলো সম্ভাবনাযুক্ত হওয়া لِلْفَسْخِ ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার بَعْدَ وُقُوْعِهِ বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পর فَهٰذَا السُّؤَالُ অতএব এ প্রশ্নটি وَإِنْ كَانَ مَقْبُوْلًا যদিও যুক্তিগ্রাহ্য فِىْ نَفْسِهِ সত্তাগতভাবে لٰكِنَّهُ لَمَّا جَاءَ بِهِ السَّائِلُ কিন্তু যেহেতু আপত্তিকারী একে পেশ করেছেন عَلٰى سَبِيْلِ الْمُفَارَقَةِ মুফারাকার পদ্ধতিতে لَا يُقْبَلُ مِنْهُ এ জন্য এটা গ্রহণযোগ্য হবে না فَكَانَ حَقُّهُ অতএব সমীচীন এই যে اَنْ نُوْرِدَهُ نَحْنُ আমরা একে পেশ করবো عَلٰى سَبِيْلِ الْمُمَانَعَةِ মুমানাআতের পদ্ধতিতে।

فَنَقُوْلُ لَا نُسَلِّمُ اَنَّ الْاِعْتَاقَ كَالْبَيْعِ فَاِنَّ حُكْمَ الْبَيْعِ التَّوَقُّفُ عَلٰى اِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ فِيْمَا يَجُوْزُ فَسْخُهٗ لَا الْاِبْطَالُ وَاَنْتَ فِى الْاِعْتَاقِ تُبْطِلُ اَصْلًا مَا لَا يَجُوْزُ فَسْخُهٗ بَعْدَ ثُبُوْتِهٖ حَتّٰى لَوْ اَجَازَ الْمُرْتَهِنُ لَا يَنْفُذُ اِعْتَاقُهٗ عِنْدَكَ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْمُعَارَضَةِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ دَفْعِهَا فَقَالَ وَاِذَا قَامَتِ الْمُعَارَضَةُ كَانَ السَّبِيْلُ فِيْهَا التَّرْجِيْحُ اَىْ تَرْجِيْحُ اَحَدِ الْمُعَارِضَيْنِ عَلَى الْاٰخَرِ بِحَيْثُ تَنْدَفِعُ الْمُعَارَضَةُ فَاِنْ لَمْ يَتَاَتَّ لِلْمُجِيْبِ التَّرْجِيْحُ صَارَ مُنْقَطِعًا وَاِنْ يَتَاَتَّ لَهٗ فَلِلسَّائِلِ اَنْ يُعَارِضَهٗ بِتَرْجِيْحٍ اٰخَرَ وَهٰذَا هُوَ حُكْمُ الْمُعَارَضَةِ فِى الْقِيَاسِ وَاَمَّا الْمُعَارَضَةُ فِى النَّقْلِيَّاتِ فَقَدْ مَضٰى بَيَانُهَا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ فَضْلِ اَحَدِ الْمِثْلَيْنِ عَلَى الْاٰخَرِ وَصْفًا اَىْ بَيَانُ فَضْلِ اَحَدِ الْمِثْلَيْنِ وَلَا يَكُوْنُ تَعْرِيْفًا لِلرُّجْحَانِ لَا لِلتَّرْجِيْحِ وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ وَصْفًا اَنْ لَايَكُوْنَ ذٰلِكَ الشَّيْءُ الَّذِىْ يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيْحُ دَلِيْلًا مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهٖ بَلْ يَكُوْنُ وَصْفًا لِلذَّاتِ غَيْرَ قَائِمٍ بِنَفْسِهٖ وَلِهٰذَا يَتَرَجَّحُ شَهَادَةُ الْعَادِلِ عَلٰى شَهَادَةِ الْفَاسِقِ وَلَا يَتَرَجَّحُ شَهَادَةُ اَرْبَعَةٍ عَلٰى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ -

সরল অনুবাদ : এবং এভাবে বলা দ্বারা আমরা এ কথাটি স্বীকার করি না যে, আজাদকরণ বিক্রয়েরই অনুরূপ। আর বিক্রয়ের হুকুম এই যে, তা বন্ধকদাতার অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। এ জন্য যে, বিক্রয় এমন সব কাজের অন্তর্ভুক্ত, যা সংঘটিত হওয়ার পর ভঙ্গ হওয়া জায়েজ রয়েছে। (বন্ধকদাতার হক বিক্রয় সংঘটিত হওয়াকে) বাতিল করে না। অথচ তোমরা তো বন্ধক গ্রহণকারীর আজাদ করার ভূমিকাকে মূলতই বাতিল সাব্যস্ত করছ। আর আজাদকরণ সেসব কাজের অন্তর্ভুক্ত, যা সাব্যস্ত হওয়ার পর ভঙ্গ হওয়া জায়েজ নয়। এমনকি যদি বন্ধকদাতা অনুমতি প্রদানও করে, তবুও তোমাদের মতে তার আজাদকরণ কার্যকর হবে না। (যা দ্বারা প্রশাখার মধ্যে মূলের হুকুম পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যিক হয় আর তা বাতিল।) গ্রন্থকার (র.) مُعَارَضَة-এর বিস্তারিত আলোচনা সমাপ্ত করে এখন তার প্রতিরোধ সমাধান-এর বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর যখন مُعَارَضَة প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন তা হতে অব্যাহতি লাভের উপায় হলো অগ্রাধিকার দান করা।** অর্থাৎ مُعَارِض দলিল দু'টির মধ্য হতে একটিকে অন্যটির উপর এভাবে প্রাধান্য দান করা, যাতে مُعَارَضَة দূর হয়ে যায়। যদি দলিল পেশকারী নিজ দলিলের স্বপক্ষে অগ্রাধিকারের কোনো কারণ পেশ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে প্রতিপক্ষের সম্মুখে দলিলহীন ও অক্ষম হয়ে পড়বে। আর যদি সে অগ্রাধিকারের কারণ পেশ করতে সক্ষম হয়, তাহলে আপত্তিকারীর জন্য এ অধিকার থাকবে যে, সে অন্য একটি অগ্রাধিকারের কারণ পেশ করে তার مُعَارَضَة করবে। প্রকাশ থাকে যে, এটাই কিয়াসভিত্তিক দলিলসমূহের মধ্যে مُعَارَضَة প্রতিরোধ করার প্রক্রিয়া। আর নসভিত্তিক দলিলসমূহের মধ্যে مُعَارَضَة প্রতিরোধের প্রক্রিয়ার বর্ণনা (مَبْحَثُ التَّعَارُضِ-এর মধ্যে) অতিবাহিত হয়ে গেছে। **আর অগ্রাধিকার বলতে দু'টি সমমানসম্পন্ন দলিলের মধ্য হতে একটিকে অন্যটির উপর কোনো বিশেষ وَصْف-এর কারণে মর্যাদা প্রদান করা বুঝায়।** (এখানে গ্রন্থকার (র.)-এর কওল- فَضْلِ اَحَدِ الْمِثْلَيْنِ-এর মধ্যে مُضَاف অর্থাৎ بَيَانُ শব্দটি উহ্য রয়েছে।) অর্থাৎ আসলে ছিল- بَيَانُ فَضْلِ اَحَدِ الْمِثْلَيْنِ নতুবা এটা رُجْحَانُ-এর সংজ্ঞা হয়ে যাবে, تَرْجِيْح (অর্থাৎ اِثْبَاتُ رُجْحَانٍ)-এর সংজ্ঞা হবে না। আর গ্রন্থকার (র.)-এর কাওল- وَصْفًا দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, যে কথা দ্বারা অগ্রাধিকার প্রদান করা যাচ্ছে, তা স্বয়ং কোনো স্বতন্ত্র দলিল হবে না; বরং وَصْف হিসেবে কোনো স্বতন্ত্র দলিলের অধীন অবস্থায় পাওয়া যায়। এ জন্যই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর (ন্যায়পরায়ণতা গুণের কারণে) অগ্রাধিকারযোগ্য। পক্ষান্তরে চারজন লোকের সাক্ষ্য (দলিলের সংখ্যাধিক্যের কারণে) দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর অগ্রাধিকারযোগ্য নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَنَقُوْلُ এবং এভাবে বলবো لَا نُسَلِّمُ আমরা এ কথা স্বীকার করি না اَنَّ الْاِعْتَاقَ যে আজাদকরণ كَالْبَيْعِ বিক্রয়েরই অনুরূপ فَاِنَّ حُكْمَ الْبَيْعِ কেননা, বন্ধকদাতা ও গ্রহীতার মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় التَّوَقُّفُ স্থগিত থাকবে عَلٰى اِجَازَةِ

অনুমতির উপর الْمُرْتَهِنِ বন্ধকদাতার فِيْمَا يَجُوْزُ فَسْخُهُ ফসখ করা জায়েজ لَا الْاِبْطَالُ বাতিল করে না وَاَنْتَ فِى الْاِعْتَاقِ অথচ তোমরা তো বন্ধক গ্রহণকারীর আজাদ করার ভূমিকাকে مَا لَا يَجُوْزُ فَسْخُهُ تُبْطِلُ اَصْلًا মূলতই বাতিল সাব্যস্ত করছে যা ভঙ্গ করা জায়েজ নয় بَعْدَ ثُبُوْتِهٖ সাব্যস্ত হওয়ার পর حَتّٰى لَوْ اَجَازَ الْمُرْتَهِنُ এমনকি যদি বন্ধকদাতা অনুমতি প্রদানও করে لَا يَنْفُذُ اِعْتَاقُهُ তবুও তার আজাদকরণ কার্যকর হবে না عِنْدَكَ তোমাদের মতে وَلَمَّا فَرَغَ অতঃপর গ্রন্থকার যখন সমাপ্ত করেন عَنْ بَيَانِ الْمُعَارَضَةِ মুআরাযার বিস্তারিত বর্ণনা شَرَعَ তখন তিনি শুরু করেছেন فِىْ بَيَانِ دَفْعِهَا তার প্রতিরোধের বর্ণনা فَقَالَ অতঃপর তিনি বলেন। وَاِذَا التَّرْجِيْحُ আর যখন مُعَارَضَة প্রতিষ্ঠিত كَانَ السَّبِيْلُ فِيْهَا তখন তা হতে অব্যাহতি লাভের উপায় হলো قَامَتِ الْمُعَارَضَةُ অগ্রাধিকার দান করা اَىْ অর্থাৎ تَرْجِيْحُ প্রাধান্য দেওয়া اَحَدِ الْمُعَارِضَيْنِ মুআরাযার দলিল দু'টির মধ্য হতে একটিকে عَلَى الْاٰخَرِ অন্যটির উপর بِحَيْثُ এভাবে যে تَنْدَفِعُ الْمُعَارَضَةُ যাতে مُعَارَضَة দূর হয়ে যায় فَاِنْ لَمْ يَتَاَتَّ আর যদি পেশ করতে সক্ষম না হয় لِلْمُجِيْبِ দলিল পেশকারী التَّرْجِيْحُ। অগ্রাধিকারের কোনো কারণ صَارَ مُنْقَطِعًا তাহলে সে প্রতিপক্ষের সম্মুখে দলিলহীন ও অক্ষম হয়ে পড়বে وَاِنْ يَتَاَتَّ لَهُ আর যদি যে অগ্রাধিকারের কারণ পেশ করতে সক্ষম হয় فَلِلسَّائِلِ তাহলে দলিল আপত্তিকারীর জন্য এ অধিকার থাকবে اَنْ يُعَارِضَهُ তাহলে مُعَارَضَة করতে পারবে بِتَرْجِيْحٍ اٰخَرَ অন্য একটি অগ্রাধিকারের পেশের মাধ্যমে وَهٰذَا هُوَ আর এটাই হচ্ছে حُكْمُ الْمُعَارَضَةِ দলিলসমূহের মধ্যে مُعَارَضَة প্রতিরোধ করার প্রক্রিয়া فِى الْقِيَاسِ কিয়াসভিত্তিক وَاَمَّا الْمُعَارَضَةُ فِى النَّقْلِيَّاتِ আর নসভিত্তিক দলিলসমূহের মধ্যে مُعَارَضَة প্রতিরোধের প্রক্রিয়া فَقَدْ مَضٰى بَيَانُهَا যার বর্ণনা পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে وَهُوَ عِبَارَةٌ আর অগ্রাধিকার বলতে বুঝায় عَنْ فَضْلِ মর্যাদা প্রদান করা اَحَدِ الْمِثْلَيْنِ দু'টি মানসম্পন্ন দলিলের মধ্য হতে একটিকে عَلَى الْاٰخَرِ অপরটির উপর وَصْفًا কোনো বিশেষ ওয়াসফের কারণে اَىْ بَيَانُ فَضْلِ اَحَدِ الْمِثْلَيْنِ অর্থাৎ মূলে بَيَانُ فَضْلِ ছিল لِلتَّرْجِيْحِ রুজহানের لِلرُّجْحَانِ বা সংজ্ঞা হয়ে যাবে تَعْرِيْف নতুবা لَا يَكُوْنُ تَعْرِيْفًا লা তারজীহের সংজ্ঞা হবে না اَحَدِ الْمِثْلَيْنِ وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ وَصْفًا আর গ্রন্থকারের কাওল وَصْفًا দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে اَنْ لَا يَكُوْنَ না হওয়া ذٰلِكَ الشَّيْئُ ঐ বস্তুটি الَّذِىْ يَقَعُ بِهٖ যা দ্বারা হয় التَّرْجِيْحُ অগ্রাধিকার دَلِيْلًا দলিল مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهٖ স্বয়ং স্বতন্ত্র بَلْ يَكُوْنُ وَصْفًا لِلذَّاتِ বরং وَصْف হিসেবে কোনো স্বতন্ত্র দলিলের অধীন অবস্থায় পাওয়া যায় غَيْرَ قَائِمٍ بِنَفْسِهٖ যা স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত নয় وَلِهٰذَا এ কারণেই شَهَادَةُ الْعَادِلِ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য يَتَرَجَّحُ অগ্রাধিকার যোগ্য عَلٰى شَهَادَةِ الْفَاسِقِ ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষের উপর وَلَا يَتَرَجَّحُ কিন্তু অগ্রাধিকারযোগ্য নয় شَهَادَةُ اَرْبَعَةٍ চারজন ব্যক্তির সাক্ষ্য عَلٰى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ দু'জন ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا نُسَلِّمُ اَنَّ الْاِعْتَاقَ كَالْبَيْعِ الخ -এর আলোচনা : এটার বিশদ বিবরণ এই যে, এ স্থলে اَصْل হলো بَيْع (ক্রয়-বিক্রয়)। সুতরাং যদি এই উদ্দেশ্য হয় যে, এটা বাতিল তাহলে এটা সঠিক হবে না। কেননা, আমাদের মতে যদি বন্ধক গ্রহীতা বন্ধককৃত বস্তুকে ক্রয় করে, তাহলে এটা বন্ধকদাতার অনুমতির উপর মওকুফ (স্থগিত) থাকবে– বাতিল হবে না। এখানে যদি اَصْل-এর বন্ধকদাতার অনুমতির উপর মওকুফ হওয়া হয় আর فَرْع-এর حُكْم বাতিল হওয়া তোমরা দাবি কর, তাহলে উভয়ের হুকুম حُكْم-এর সমান হবে না। সুতরাং اَصْل-এর উপর فَرْع-কে কিয়াস করা কিভাবে সহীহ হতে পারে? আর যদি তোমরা দাবি কর যে, فَرْع (তথা عِتْق)-এর حُكْمও বন্ধকদাতার অনুমতির উপর মওকুফ থাকে, তবে তাও সম্ভব নয়। কেননা, আজাদী কোনো অবস্থায়ই فَسْخ-এর সম্ভাবনা রাখে না। কারণ, গোলাম অথবা মনিব যদি আজাদী সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে فَسْخ করতে চায়, তাহলেও তা فَسْخ হবে না

قَوْلُهُ وَاِذَا قَامَتِ الْمُعَارَضَةُ فَالسَّبِيْلُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُعَارَضَة নিরসনের পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে مُعَارَضَه নিরসনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যদি কোনো মাসআলায় বিরোধীগণ কর্তৃক مُعَارَضَه প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে تَرْجِيْح তথা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একে নিরসন করতে হবে। আর উসূলবিদগণের পরিভাষায় تَرْجِيْح বলে দু'টি সমকক্ষ দলিলের মধ্যে একটিকে অপরটির উপর বিশেষ কোনো وَصْف-এর কারণে মর্যাদাবান করা। উক্ত وَصْف স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো দলিল হবে না; বরং এটা অন্য কোনো স্বতন্ত্র দলিলের আওতাধীন হবে। এ কারণেই ন্যায়পরায়ণের সাক্ষ্যকে ফাসেকের সাক্ষির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। অথচ অধিক সংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্যকে অল্প সংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় না। উল্লেখ্য যে, এ স্থলে যে مُعَارَضَه নিরসনের কথা বলা হয়েছে তা শুধু قِيَاسِىْ দলিলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য نُصُوْص-এর বেলায় প্রযোজ্য নয়।

قَوْلُهُ اَىْ بَيَانُ فَضْلِ اَحَدِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে কেটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ স্থলে একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তা এই যে, দু'টি সমকক্ষ দলিলের মধ্যে একটি অপরটির উপর وَصْف এর দিক দিয়ে প্রাধান্য পেলে তাকে رُجْحَانٌ বলে, تَرْجِيْح বলে না। তোমরা কিভাবে একে تَرْجِيْح হিসেবে আখ্যায়িত করেছ? জবাবের সারকথা হলো, উক্ত বাক্যে مُضَاف উহ্য রয়েছে। সুতরাং প্রকৃত ইবারত হচ্ছে– بَيَانُ فَضْلِ اَحَدِ الْمِثْلَيْنِ আর তাতে অপর দলিলের কার্যকারিতার তুলনায় উক্ত (ফজিলত প্রাপ্ত) দলিলের কার্যকারিতার ব্যাপারে প্রবলতর ধারণা জন্মিবে। কাজেই তদনুযায়ী আমল করা হবে।

حَتّٰى لَا يَتَرَجَّحَ الْقِيَاسُ عَلٰى قِيَاسٍ يُعَارِضُهٗ بِقِيَاسٍ اٰخَرَ ثَالِثٍ يُؤَيِّدُهٗ لِاَنَّهٗ يَصِيْرُ كَاَنَّ فِيْ جَانِبٍ قِيَاسًا وَفِيْ جَانِبٍ قِيَاسَيْنِ وَكَذَا الْحَدِيْثُ لَا يَتَرَجَّحُ عَلٰى حَدِيْثٍ يُعَارِضُهٗ بِحَدِيْثٍ ثَالِثٍ يُؤَيِّدُهٗ وَالْكِتَابُ لَا يَتَرَجَّحُ عَلٰى اٰيَةٍ تُعَارِضُهٗ بِاٰيَةٍ ثَالِثَةٍ تُؤَيِّدُهٗ وَاِنَّمَا يَتَرَجَّحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقِيَاسِ وَالْحَدِيْثِ وَالْكِتَابِ بِقُوَّةٍ فِيْهِ فَيَكُوْنُ الْاِسْتِحْسَانُ الصَّحِيْحُ الْاَثَرُ مُقَدَّمًا عَلَى الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ الْفَاسِدِ الْاَثَرِ وَالْحَدِيْثُ الَّذِيْ هُوَ مَشْهُوْرٌ مُقَدَّمًا عَلٰى خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْكِتَابُ الَّذِيْ هُوَ مُحْكَمٌ قَطْعِيٌّ مُقَدَّمًا عَلٰى مَا هُوَ ظَنِّيٌّ -

সরল অনুবাদ : এমনকি একটি কিয়াসকে **অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে না তার সাথে বিরোধকারী অপর কিয়াসের উপর তৃতীয় একটি কিয়াসের মাধ্যমে, যা প্রথম কিয়াসের সহায়ক।** কেননা, এ অবস্থায় একদিকে একটি কিয়াস এবং অন্যদিকে দু'টি কিয়াস থাকবে। (যা দ্বারা দলিলের মধ্যে সংযোজন তো হয়েছে বটে, কিন্তু وَصْف مُرَجِّحَة পাওয়া যায়নি।) **হাদীসের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।** দু'টি বিরোধকারী হাদীসের মধ্য হতে একটিকে তৃতীয় আরেকটি সহায়ক হাদীসের কারণে অগ্রাধিকার প্রদান করা যাবে না **এবং কিতাবেরও একই অবস্থা।** এর দু'টি বিরোধকারী আয়াতের মধ্য হতে একটিকে তৃতীয় আরেকটি সহায়ক আয়াতের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা যাবে না। **অবশ্য অগ্রাধিকার লাভ করবে** কিয়াস, হাদীস ও কিতাবুল্লাহ্-এর মধ্য হতে প্রত্যেকটি **সেই শক্তির কারণে, যা তন্মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।** সুতরাং যে اِسْتِحْسَانٌ-এর প্রতিক্রিয়া বিশুদ্ধ, তা সেই قِيَاس جَلِىّ-এর উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে, যার প্রতিক্রিয়া শুদ্ধ নয়। আর মাশহুর হাদীস খবরে ওয়াহিদ-এর উপর অগ্রাধিকারী হবে এবং কিতাবুল্লাহর সেই আয়াত যা مُحْكَمٌ ও অকাট্য, তা সেই আয়াতের উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে, যার অর্থ যন্নী।

শাব্দিক অনুবাদ : حَتّٰى لَا يَتَرَجَّحُ এমনকি অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে না اَلْقِيَاسُ একটি কিয়াস عَلٰى قِيَاسٍ يُعَارِضُهٗ বিরোধকারী অপর কিয়াসের উপর بِقِيَاسٍ اٰخَرَ ثَالِثٍ তৃতীয় একটি কিয়াসের মাধ্যমে يُؤَيِّدُهٗ যা প্রথম কিয়াসের সহায়ক لِاَنَّهٗ يَصِيْرُ তখন এমন হবে كَاَنَّ فِيْ جَانِبٍ قِيَاسًا যেন একদিকে একটি কিয়াস থাকবে وَفِيْ جَانِبٍ قِيَاسَيْنِ এবং অপরদিকে দু'টি কিয়াস থাকবে وَكَذَا الْحَدِيْثُ হাদীসের অবস্থাও তদ্রূপ لَا يَتَرَجَّحُ একটি হাদীসকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে না عَلٰى حَدِيْثٍ يُعَارِضُهٗ বিরোধকারী হাদীসের উপর بِحَدِيْثٍ ثَالِثٍ তৃতীয় আরেকটি হাদীস দ্বারা يُؤَيِّدُهٗ যা একে সহায়তা করে وَالْكِتَابُ এবং কিতাবুল্লাহর অবস্থাও অনুরূপ لَا يَتَرَجَّحُ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে না عَلٰى اٰيَةٍ অন্য আয়াতের উপর تُعَارِضُهٗ যা বিরোধপূর্ণ بِاٰيَةٍ ثَالِثَةٍ তৃতীয় আয়াত দ্বারা تُؤَيِّدُهٗ যা একে সহায়তা করে وَاِنَّمَا يَتَرَجَّحُ অবশ্য অগ্রাধিকার লাভ করবে كُلُّ وَاحِدٍ প্রত্যেকটিই مِنَ الْقِيَاسِ وَالْحَدِيْثِ وَالْكِتَابِ কিয়াস, হাদীস ও কিতাবুল্লাহর بِقُوَّةٍ فِيْهِ সে শক্তির কারণে যা তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে فَيَكُوْنُ সুতরাং সে اِسْتِحْسَانٌ হবে اَلصَّحِيْحُ الْاَثَرُ যার প্রতিক্রিয়া বিশুদ্ধ مُقَدَّمًا তা অগ্রাধিকার লাভ করবে عَلَى الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ সে কিয়াসে জলীর উপর اَلْفَاسِدِ الْاَثَرِ যার প্রতিক্রিয়া শুদ্ধ নয় وَالْحَدِيْثُ আর সে হাদীস اَلَّذِيْ هُوَ مَشْهُوْرٌ যা মাশহুর مُقَدَّمًا তা অগ্রগণ্য হবে عَلٰى خَبَرِ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহিদের উপর وَالْكِتَابُ আর কুরআনের সে আয়াত اَلَّذِيْ هُوَ مُحْكَمٌ যা মুহকাম قَطْعِيٌّ এবং অকাট্য مُقَدَّمًا তা অগ্রগণ্য হবে عَلٰى مَا هُوَ ظَنِّيٌّ সে আয়াতের উপর যার অর্থ যন্নী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ حَتّٰى لَا يَتَرَجَّحُ الْقِيَاسُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে দলিলের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা تَرْجِيْح হয় না প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, দলিলের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না; বরং দলিলের সবলতার দিক বিবেচনা করে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ জন্যই একদিকে দু'টি কিয়াস হলে তাকে একটি কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না। তদ্রূপ দু'টি হাদীসকে একটির উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না। অনুরূপভাবে দু'টি আয়াতকে একটির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না। কেননা, حُكْم সাব্যস্তকরণের ব্যাপারে একটি কিয়াস ও দু'টি কিয়াস, একটি হাদীস ও দু'টি হাদীস এবং একটি আয়াত ও দু'টি আয়াত সমান একই পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য শক্তিশালী দলিলকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলিলের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, خَبَر وَاحِد -এর উপর خَبَر مَشْهُوْر -কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, যদি দু'টি হাদীসের একটি অপরটিকে এমনভাবে তাকীদ প্রদান করে যাতে তাবীলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে এদের বিরোধী হাদীসের উপর এদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। কেননা, তাকীদ ব্যতীত এটা তা'বীলের অবকাশ রাখে। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রাধান্য প্রকৃতপক্ষে দলিলের সকল দিক বিবেচনা করে দেওয়া হয়েছে, দলিলের সংখ্যার দিক বিবেচনা করে দেওয়া হয়নি।

وَكَذَا صَاحِبُ الْجِرَاحَاتِ لَا يَتَرَجَّحُ عَلٰى صَاحِبِ جِرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ فَاِنْ جَرَحَ رَجُلًا رَجُلٌ جِرَاحَةً وَاحِدَةً وَجَرَحَهُ اٰخَرُ جِرَاحَاتٍ مُتَعَدِّدَةً وَمَاتَ الْمَجْرُوْحُ بِهَا كَانَتِ الدِّيَةُ بَيْنَ الْجَارِحَيْنِ سَوَاءً بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ جِرَاحَةُ اَحَدِهِمَا اَقْوٰى مِنَ الْاٰخَرِ اِذْ يُنْسَبُ الْمَوْتُ اِلَيْهِ بِاَنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَدَ رَجُلٍ وَالْاٰخَرُ جَزَّ رَقَبَتَهُ كَانَ الْقَاتِلُ هُوَ الْجَازُّ اِذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْاِنْسَانُ بِدُوْنِ الرَّقَبَةِ وَيُتَصَوَّرُ بِدُوْنِ الْيَدِ وَكَذَا الشَّفِيْعَانِ فِى الشِّقْصِ الشَّائِعِ الْمَبِيْعِ بِسَهْمَيْنِ مُتَفَاوِتَيْنِ سَوَاءٌ فِى اِسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ وَلَا يَتَرَجَّحُ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ بِكَثْرَةِ نَصِيْبِهٖ صُوْرَتُهَا دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ ثَلٰثَةِ نَفَرٍ لِاَحَدِهِمْ سُدُسُهَا وَلِلْاٰخَرِ نِصْفُهَا وَلِلثَّالِثِ ثُلُثُهَا فَبَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ مَثَلًا نَصِيْبَهٗ وَطَلَبَ الْاٰخَرَانِ الشُّفْعَةَ يَكُوْنُ الْمَبِيْعُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِالشُّفْعَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) يَقْضِىْ بِالشِّقْصِ الْمَبِيْعِ اَثْلَاثًا لِاَنَّ الشُّفْعَةَ مِنْ مَرَافِقِ الْمِلْكِ فَيَكُوْنُ مَقْسُوْمًا عَلٰى قَدْرِهٖ وَاِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِى الشِّقْصِ وَاِنْ كَانَ حُكْمُ الْجِوَارِ عِنْدَنَا كَذٰلِكَ لِيَتَأَتّٰى فِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِىِّ (رح) ـ

সরল অনুবাদ : অনুরূপভাবে একাধিক আঘাত প্রদানকারী ব্যক্তি একটি মাত্র আঘাত প্রদানকারী ব্যক্তির উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে না। উদাহরণস্বরূপ যেমন কোনো ব্যক্তি কাউকেও একটিমাত্র আঘাত প্রদান করেছে এবং অন্য ব্যক্তি অধিক আঘাত প্রদান করেছে, আর এর কারণে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিটির মৃত্যু ঘটেছে, তাহলে دِيَتْ উভয় আঘাতকারীর উপর সমান হারেই আরোপিত হবে। এটার বিপরীতে যদি একজনের আঘাত অন্যজনের আঘাতের তুলনায় মারাত্মক হয়, তাহলে মৃত্যুর সম্পর্ক মারাত্মক আঘাতকারীর প্রতিই করা হবে। উদাহরণস্বরূপ যেমন কেউ এক ব্যক্তির হাত কাটিয়েছে আর অন্য ব্যক্তি তার গলা কাটিয়েছে, তাহলে গলা কর্তনকারীকেই হত্যাকারী বিবেচনা করা হবে। কেননা, গলা বা কণ্ঠনালী ব্যতীত কোনো মানুষ জীবিত থাকতে পারে না। কিন্তু হাত ছাড়া জীবিত থাকা সম্ভব। **অনুরূপভাবে বিক্রিত ইজমালী অংশের মধ্যে যদি এমন দুই ব্যক্তি شُفْعَة-এর হকদার হয়, যাদের অংশের মধ্যে তারতম্য রয়েছে, তাহলে তার উভয়েই সম-অধিকারী হবে।** شُفْعَة-এর হকদার হওয়ার ব্যাপারে শুধু অংশের অতিরিক্তজনিত কারণে একজনকে অন্যজনের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে না। মাসআলাটির অবস্থা এরূপ মনে করবে যে, যেমন একটি বাড়িতে তিনজন লোক শরিক রয়েছে। একজন তার এক-ষষ্ঠাংশ, দ্বিতীয়জন অর্ধাংশ ও তৃতীয়জন এক-তৃতীয়াংশের মালিক। অর্ধাংশের মালিক তার অংশ বিক্রয় করে দিলে অপর দু'জন شُفْعَة হিসেবে পেয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিক্রিত অংশকে তিনভাগে বিভক্ত করে (এক-ষষ্ঠাংশের মালিককে এক অংশ এবং এক-তৃতীয়াংশের মালিককে দু'ই অংশ) প্রদান করা হবে। কারণ, شُفْعَة হচ্ছে মালিকানার মুনাফাবিশেষ। এ জন্য এটা মালিকানার অংশ মোতাবেক বণ্টন করা হবে। যদিও আমাদের মতে প্রতিবেশিত্বের ভিত্তিতে সাব্যস্ত شُفْعَة-এরও একই হুকুম। তথাপি গ্রন্থকার (র.) এ মাসআলাটিকে শরীকানা অংশের মধ্যে এ জন্য উপস্থাপন করেছেন, যেন ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতবিরোধও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। (কেননা, তিনি প্রতিবেশিত্বের ভিত্তিতে شُفْعَة-এর অধিকার স্বীকার করেন না।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذَا এমনিভাবে صَاحِبُ الْجِرَاحَاتِ একাধিক আঘাত প্রদানকারী لَا يَتَرَجَّحُ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে না عَلٰى صَاحِبِ جِرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ একটি মাত্র আঘাত প্রদানকারী ব্যক্তির উপর فَاِنْ جَرَحَ رَجُلًا رَجُلٌ উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আঘাত করে جِرَاحَةً وَاحِدَةً একটি মাত্র আঘাত وَجَرَحَهُ اٰخَرُ আর অন্য ব্যক্তি আঘাত করেছে جِرَاحَاتٍ مُتَعَدِّدَةً অনেকগুলো আঘাত وَمَاتَ الْمَجْرُوْحُ بِهَا আর এটার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে كَانَتِ الدِّيَةُ তখন দিয়াত আরোপিত হবে بَيْنَ الْجَارِحَيْنِ উভয় আঘাতকারীর উপর سَوَاءً সমানভাবে بِخِلَافِ এর বিপরীত مَا اِذَا كَانَ جِرَاحَةُ যদি আঘাতটি হয় اَحَدِهِمَا কোনো একজনের اَقْوٰى অধিক মারাত্মক مِنَ الْاٰخَرِ অপরজনের তুলনায় اِذْ يُنْسَبُ الْمَوْتُ اِلَيْهِ এমতাবস্থায় মৃত্যুর সম্পর্ক মারাত্মক আঘাতকারীর দিকেই ফিরানো হবে بِاَنْ قَطَعَ رَجُلٌ উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি কেটে ফেলেছে يَدَ رَجُلٍ এক ব্যক্তির হাত وَالْاٰخَرُ جَزَّ

আর অপর ব্যক্তি কেটেছে رَقَبَتَهُ তার ঘাড় كَانَ الْقَاتِلُ তাহলে হত্যাকারী বিবেচনা করা হবে هُوَ الْجَازُّ গলা কর্তনকারীকে إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْإِنْسَانُ কেননা কোনো মানুষের জীবিত কল্পনা করা যায় না بِدُوْنِ الرَّقَبَةِ ঘাড় ব্যতীত وَيُتَصَوَّرُ بِدُوْنِ الْيَدِ অথচ হাত ছাড়া জীবিত থাকা সম্ভব وَكَذَا الشَّفِيْعَانِ অনুরূপভাবে দু' ব্যক্তি শুফ'আহ দাবিকারীর فِى الشَّقْصِ অংশের মধ্যে الشَّائِعِ الْمَبِيْعُ বিক্রিত ইজমালী بِسَهْمَيْنِ مُتَفَاوِتَيْنِ যাদের অংশদ্বয়ের মধ্যে তারতম্য রয়েছে سَوَاءٌ তাহলে তারা উভয়েই সমঅধিকারী হবে فِىْ اِسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ শুফ'আর অধীকারের বিষয়ে وَلَا يَتَرَجَّحُ اَحَدُهُمَا এদের একজনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে না عَلَى الْاٰخَرِ অন্যজনের উপর بِكَثْرَةِ نَصِيْبِهِ অংশের অতিরিক্ত জনিত কারণে صُوْرَتُهَا এ মাসআলাটির অবস্থা এরূপ মনে করবে যে دَارٌ এমন একটি বাড়ি مُشْتَرَكَةٌ তাতে শরিক রয়েছে بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ তিনজন মানুষ لِاَحَدِهِمْ তাদের একজন মালিক হলেন سُدُسُهَا এক-ষষ্ঠাংশ وَلِلْاٰخَرِ نِصْفُهَا দ্বিতীয়জন অর্ধাংশ وَلِلثَّالِثِ ثُلُثُهَا আর তৃতীয়জন এক-তৃতীয়াংশের মালিক فَبَاعَ অতঃপর বিক্রয় করে দিলে صَاحِبُ النِّصْفِ অর্ধাংশের মালিক نَصِيْبَهُ উদাহরণত তার অংশ مَثَلًا وَطَلَبَ الْاٰخَرَانِ আর অপর দু'জন দাবি করল الشُّفْعَةَ শুফ'আহ يَكُوْنُ الْمَبِيْعُ তখন আমাদের মতে বিক্রিত بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ উভয়ে সমান সমান করে পাবে بِالشُّفْعَةِ শুফ'আর কারণে اَثْلَاثًا আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে يَقْضِىْ প্রদান করা হবে بِالشَّقْصِ الْمَبِيْعِ বিক্রীত অংশ অনুযায়ী وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) তিনভাগে ভাগ করে لِاَنَّ الشُّفْعَةَ কেননা, শুফ'আহ হচ্ছে مِنْ مَرَافِقِ الْمِلْكِ মালিকানার মুনাফা বিশেষ فَيَكُوْنُ مَقْسُوْمًا কাজেই এটা বণ্টন করা হবে عَلٰى قَدْرِهِ মালিকানার অংশ মোতাবেক وَاِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْاَلَةَ তথাপি গ্রন্থকার এ মাসআলাটিকে উপস্থাপন করেছেন فِى الشَّقْصِ শরীকানার অংশের মধ্যে وَاِنْ كَانَ যদিও এটা حُكْمُ الْجِوَارِ প্রতিবেশিত্বের ভিত্তিতে সাব্যস্ত شُفْعَة -এরও হুকুম عِنْدَنَا আমাদের মতে كَذٰلِكَ একই لِيَتَاَتّٰى فِيْهِ যাতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে (رحـ) خِلَافُ الشَّافِعِىِّ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাতবিরোধ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا الشَّفِيْعَانِ فِى الشَّقْصِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে শুফ'আর সম্পত্তি মাথাপিছু ভাগ হবে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। একটি যৌথ সম্পত্তিতে দু'জন অংশীদার যাদের অংশ সমান নয় শুফ'আর হকদার হলে তাদের মধ্য হতে অধিক অংশ ওয়ালাকে কম অংশ ওয়ালার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না; বরং তারা উভয়ই আমাদের মতে শুফ'আহ হতে সমান অংশ লাভ করবে। যেমন– তিন ব্যক্তি একটি জমির মালিক। তাদের একজন $\frac{১}{২}$, অংশ অন্যজন $\frac{১}{৬}$ এবং আরেকজন $\frac{১}{৩}$ অংশের মালিক। তারপর $\frac{১}{২}$ অংশ ওয়ালা তার অংশ বিক্রি করে দিল। আর অপর দু'জন এতে শুফ'আর দাবি করল। এমতাবস্থায় আমাদের (আহনাফের) মতে তারা উভয়ে বিক্রিত সম্পত্তির মধ্যে সমভাবে অংশীদার হবে। $\frac{১}{৩}$ অংশ ওয়ালাকে $\frac{১}{৬}$ অংশ ওয়ালার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তারা স্ব-স্ব অংশ অনুপাতে শুফ'আর সম্পত্তিতে অংশীদার হবে। সুতরাং তাঁর মতে $\frac{১}{৬}$ অংশ ওয়ালা $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং $\frac{১}{৩}$ অংশ ওয়ালা $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে।

وَمَا يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيْحُ أَيْ تَرْجِيْحُ أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ عَلَى الْاٰخَرِ أَرْبَعَةٌ بِقُوَّةِ الْأَثَرِ كَالْاِسْتِحْسَانِ فِي مُعَارَضَةِ الْقِيَاسِ وَالْأَثَرُ فِي الْاِسْتِحْسَانِ أَقْوٰى فَيَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ فَإِنْ قِيْلَ فَعَلٰى هٰذَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ الشَّاهِدُ الْأَعْدَلُ رَاجِحًا عَلَى الْعَادِلِ لِأَنَّ أَثَرَهُ أَقْوٰى أُجِيْبَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَدَالَةَ تَخْتَلِفُ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَإِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْاِنْزِجَارِ عَنْ مَحْظُوْرَاتِ الدِّيْنِ بِالْاِحْتِرَازِ عَنِ الْكَبَائِرِ وَعَدَمِ الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ وَهُوَ أَمْرٌ مَضْبُوْطٌ لَا يَتَعَدَّدُ وَإِنَّمَا الْاِخْتِلَافُ فِي التَّقْوٰى -

সরল অনুবাদ : আর যে সকল বিষয় দ্বারা অগ্রাধিকার অর্জিত হয়, অর্থাৎ দু'টি কিয়াসের মধ্য হতে একটির উপর অন্যটির অগ্রাধিকার, তা চারটি। যথা- ১. প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি দ্বারা। যেমন- কিয়াসের মোকাবিলায় ইস্তিহ্সানের অগ্রাধিকার প্রাপ্তি। কেননা, اِسْتِحْسَانْ-এর প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী। এ জন্য তাকে কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে। যদি কেউ আপত্তি উত্থাপন করে যে, এটা দ্বারা অত্যধিক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য অপেক্ষাকৃত কম ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর অগ্রাধিকারী হওয়া আবশ্যক হয়। কেননা, ন্যায়পরায়ণতার প্রভাব প্রথম ব্যক্তির মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী। (অথচ কোনো ইমামই ন্যায়পরায়ণতার তারতম্য দ্বারা অগ্রাধিকার নিরূপণের প্রবক্তা নন।) এটার উত্তর এভাবে প্রদান করা হয় যে, ন্যায়পরায়ণতার মধ্যে কমবেশ হওয়ার পার্থক্যকে আমরা স্বীকারই করি না। কারণ, ন্যায়পরায়ণতার হাকীকত হলো শরিয়তের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ হতে বেঁচে থাকা। অর্থাৎ কবীরা গুনাহ হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা এবং সগীরা গুনাহ বারবার না করা। আর এটা একটি সুদৃঢ় স্তর, যন্মধ্যে ব্যবধানের কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশ্য যদি কোনো ব্যবধান থেকে থাকে, তাহলে এটা তাকওয়া ও পরহেজগারির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। (যার হাকীকত সম্পর্কে অবগত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এ জন্য এটার উপর সাক্ষ্যও ভিত্তিকৃত নয়।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَمَا يَقَعُ بِهِ আর যে সকল বিষয় দ্বারা অর্জিত হয় اَلتَّرْجِيْحُ অগ্রাধিকার أَيْ অর্থাৎ تَرْجِيْحُ অগ্রাধিকার أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ দু'টি কিয়াসের মধ্যে একটিকে عَلَى الْاٰخَرِ অন্যটির উপর أَرْبَعَةٌ চারটি بِقُوَّةِ الْأَثَرِ ১. প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি দ্বারা كَالْاِسْتِحْسَانِ যেমন ইস্তিহসানের অগ্রাধিকার প্রাপ্তি فِي مُعَارَضَةِ الْقِيَاسِ কিয়াসের মোকাবিলায় وَالْأَثَرُ فِي الْاِسْتِحْسَانِ আর ইস্তিহসানের প্রভাব أَقْوٰى অধিক শক্তিশালী فَيَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ এ জন্য তাকে কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে فَإِنْ قِيْلَ যদি কেউ আপত্তি উত্থাপন করে যে فَعَلٰى هٰذَا এটা দ্বারা يَلْزَمُ আবশ্যক হয় أَنْ يَكُوْنَ الشَّاهِدُ الْأَعْدَلُ অত্যধিক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য رَاجِحًا অগ্রাধিকার হওয়া عَلَى الْعَادِلِ অপেক্ষাকৃত কম ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর لِأَنَّ أَثَرَهُ কেননা, ন্যায়পরায়ণতার প্রভাব أَقْوٰى প্রথম ব্যক্তির মধ্যে অধিক শক্তিশালী أُجِيْبَ এটার জবাবে বলা যায় যে بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ আমরা স্বীকার করি না أَنَّ الْعَدَالَةَ ন্যায়পরায়ণতার মধ্যে تَخْتَلِفُ পার্থক্যকে بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ কমবেশি হওয়ার فَإِنَّهَا عِبَارَةٌ কেননা, ন্যায়পরায়ণতার হাকীকত হলো عَنِ الْاِنْزِجَارِ বেঁচে থাকা عَنْ مَحْظُوْرَاتِ الدِّيْنِ শরিয়তের নিষিদ্ধকর্মসমূহ হতে بِالْاِحْتِرَازِ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা عَنِ الْكَبَائِرِ কবীরা গুনাহ وَعَدَمِ الْإِصْرَارِ এবং বারবার না করা عَلَى الصَّغَائِرِ সগীরা গুনাহ وَهُوَ أَمْرٌ مَضْبُوْطٌ আর এটা একটা সুদৃঢ় স্তর لَا يَتَعَدَّدُ যার মধ্যে ব্যবধানের কোনো সম্ভাবনা নেই وَإِنَّمَا الْاِخْتِلَافُ তবে যদি কোনো ব্যবধান থেকে থাকে فِي التَّقْوٰى তাকওয়া ও পরহেজগারির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيْحُ أَيْ تَرْجِيْحُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে تَرْجِيْح-এর উপাদানসমূহের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) ইতঃপূর্বে পরস্পর বিরোধী কিয়াসসমূহের পারস্পরিক সমন্বয়ের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, যাতে একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার (تَرْجِيْح) প্রদানের উল্লেখ করেছেন। এখানে تَرْجِيْح (প্রাধান্যদান)-এর উপাদানসমূহের আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, تَرْجِيْح তথা অগ্রাধিকার প্রদানের উপাদান মোট চারটি।

১. قُوَّةُ الْأَثَرِ (প্রভাবগত শক্তি) যেমন- কিয়াস ও اِسْتِحْسَانْ পরস্পর বিরোধী হলে اِسْتِحْسَانْ-এর প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী হওয়ার কারণে কিয়াসের উপর اِسْتِحْسَانْ-এর প্রাধান্য হয়ে থাকে।

২. قُوَّةُ ثُبَاتِ الْوَصْفِ (وَصْف বা عِلَّة-এর স্থিতিশীলতার শক্তি) অর্থাৎ যে حُكْم-এর জন্য এটা সাক্ষী ও দলিল স্বরূপ একে তা অন্য কিয়াসের তুলনায় অধিকতর লাযেমকারী। যেমন- আমরা হানাফীরা বলে থাকি যে, রমজানের রোজা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে বান্দার পক্ষ হতে এটার নিয়ত নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন নেই। অপরদিকে শাফেয়ীগণ বলেন যে, রমজানের রোজা হওয়ার কারণে এটার নিয়ত কাজা রোজার ন্যায় নির্দিষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের কিয়াস ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াস হতে উত্তম। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.) ফরজ হওয়ার যে وَصْف-এর উল্লেখ করেছেন, তা শুধু রোজার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অথচ আমরা (হানাফীগণ) تَعْيِيْن (নির্দিষ্টকরণ) -এর যে وَصْف-এর উল্লেখ করেছি তা আমানতী মাল, ছিনতাইকৃত মাল ও ফাসেদ بَيْع-এর মধ্যে مَبِيْع (বিক্রিত বস্তু) ফেরত দানের বেলায়ও প্রযোজ্য। অর্থাৎ উপরিউক্ত বিষয়সমূহের ও নিয়ত নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন হয় না।

وَبِقُوَّةِ ثُبَاتِهِ اَىْ ثُبَاتُ الْوَصْفِ عَلَى الْحُكْمِ الْمَشْهُوْدِ بِهِ بِكَوْنِ وَصْفِهِ اَلْزَم لِلْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ مِنْ وَصْفِ الْقِيَاسِ الْاٰخَرِ كَقَوْلِنَا فِىْ صَوْمِ رَمَضَانَ اِنَّهُ مُتَعَيَّنٌ مِنْ جَانِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلَا يَجِبُ التَّعْيِيْنُ عَلَى الْعَبْدِ فِى النِّيَّةِ اَوْلٰى مِنْ قَوْلِهِمْ صَوْمٌ فَرْضٌ فَيَجِبُ تَعْيِيْنُ النِّيَّةِ فِيْهِ كَصَوْمِ الْقَضَاءِ لِاَنَّ هٰذَا اَىْ وَصْفُ الْفَرْضِيَّةِ الَّذِىْ اَوْرَدَهُ الشَّافِعِىُّ (رحـ) مَخْصُوْصٌ فِى الصَّوْمِ بِخِلَافِ التَّعْيِيْنِ الَّذِىْ اَوْرَدْنَاهُ فَقَدْ تَعَدّٰى اِلَى الْوَدَائِعِ وَالْمَغْصُوْبِ وَرَدِّ الْمَبِيْعِ فِى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ اَىْ اِذَا رَدَّ الْوَدِيْعَةَ اِلَى الْمَالِكِ وَالْمَغْصُوْبَ اِلَيْهِ اَوْ رَدَّ الْمَبِيْعَ الْفَاسِدَ اِلَى الْبَائِعِ بِاَىِّ جِهَةٍ كَانَتْ يَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِيْنُ الدَّفْعِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ وَدِيْعَةً اَوْ غَصْبًا اَوْ بَيْعًا فَاسِدًا لِاَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ بِجِهَةٍ اُخْرٰى فَيَكُوْنُ ثُبَاتُ التَّعْيِيْنِ عَلٰى حُكْمِهِ اَقْوٰى مِنْ ثُبَاتِ الْفَرْضِيَّةِ عَلٰى حُكْمِهَا وَقِيْلَ عَلَيْهِ اِنَّ هٰذَا اِنَّمَا يَرِدُ لَوْ كَانَ تَعْلِيْلُ الْخَصْمِ بِمُجَرَّدِ الْفَرْضِيَّةِ اَمَّا اِذَا كَانَ تَعْلِيْلُهُ هُوَ الصَّوْمُ الْفَرْضُ فَلَا يُنَاسِبُ بِمُقَابَلَتِهِ اِيْرَادُ مَسْاَلَةِ رَدِّ الْوَدِيْعَةِ وَالْمَغْصُوْبِ وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَبِكَثْرَةِ اُصُوْلِهِ اَىْ اِذَا شَهِدَ لِقِيَاسٍ وَاحِدٍ اَصْلٌ وَاحِدٌ وَلِقِيَاسٍ اٰخَرَ اَصْلَانِ اَوْ اُصُوْلٌ يَتَرَجَّحُ هٰذَا عَلَى الْاَوَّلِ وَالْمُرَادُ بِالْاَصْلِ الْمَقِيْسُ عَلَيْهِ ـ

সরল অনুবাদ : ২. আর وَصْف-এর স্থিতির **শক্তি দ্বারা, সে হুকুমের উপর যার এটা দলিল।** অর্থাৎ এক কিয়াসের وَصْف অন্য কিয়াসের وَصْف-এর তুলনায় এটার হুকুমের সাথে অধিক আবশ্যক হবে। **যেমন– রমজানের রোজা সম্পর্কে আমাদের মত এই যে, এটা নির্দিষ্টকৃত** আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে। এ জন্য নিয়ত দ্বারা নির্দিষ্ট করা বান্দার উপর ওয়াজিব নয়। **এটা শাফেয়ীগণের এ কাওল হতে অগ্রাধিকারী যে, এটা ফরজ রোজা।** এ জন্য এতে নিয়ত নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। যেমন– কাজা রোজার মধ্যে নিয়ত নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। **কেননা, এটা** অর্থাৎ ফরজ হওয়ার وَصْف যাকে ইমাম শাফেয়ী (র.) ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন, তা **রোজার সাথে নির্ধারিত। কিন্তু** تَعْيِيْن **এটার বিপরীত।** যাকে আমরা سُقُوط تَعْيِيْن-এর ইল্লত সাব্যস্ত করেছি। **কেননা, তা গচ্ছিত সম্পদ, আত্মসাৎকৃত সম্পদ ও ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত সম্পদ ফেরত দানের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।** অর্থাৎ যখন আমানতের মাল অথবা আত্মসাতের সম্পদ মালিককে ফেরত দান করবে অথবা ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত দ্রব্যকে বিক্রেতার নিকট সোপর্দ করবে, তখন যেভাবেই আদায় করবে, দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এ আদায় করার মধ্যে নিয়ত নির্দিষ্ট করা শর্ত নয় যে, সে এ বস্তুটি গচ্ছিত অথবা আত্মসাৎ অথবা ফাসিদ বিক্রয় হিসেবে ফেরত দান করছে। কারণ, ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে আদায়ের দিকটি নিজ হতেই নির্দিষ্ট, অন্য দিকের কোনো সম্ভাবনাই রাখে না। সুতরাং تَعْيِيْن স্বীয় হুকুমের সাথে আবশ্যক হওয়া, এটা فَرْضِيَّة-এর স্বীয় হুকুমের সাথে আবশ্যক হওয়ার তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী। অগ্রাধিকার দানের উক্ত ব্যাখ্যার উপর (শাফেয়ীগণের পক্ষ হতে) এ আপত্তি করা হয়েছে যে, এ প্রশ্ন তো শুধু তখনই আরোপিত হতে পারে, যখন শুধু ফরজ হওয়াকে প্রতিপক্ষ ইল্লত সাব্যস্ত করত। কিন্তু যখন সে রোজা ফরজ হওয়াকে ইল্লত সাব্যস্ত করে, তখন আর এটার মোকাবিলায় গচ্ছিত সম্পদ, আত্মসাতের মাল ও ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত দ্রব্য ফেরত দান সম্পর্কিত মাসআলাটিকে আনয়ন করা মোটেই সমীচীন নয়। **৩. আর তার মূলের আধিক্য দ্বারা।** অর্থাৎ যখন একটি কিয়াসের দলিল একটি মূল বা مَقِيس عَلَيْه হবে এবং অপর কিয়াসের দলিল দু'টি বা ততোধিক মূল হবে, তখন এ শেষোক্ত কিয়াসটি প্রথমোক্ত কিয়াসের উপর অগ্রাধিকারী হবে। এখানে মূল দ্বারা مَقِيس عَلَيْه-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَبِقُوَّةِ ثُبَاتِهِ ২. আর وَصْف-এর স্থিতির শক্তি দ্বারা اَىْ অর্থাৎ ثُبَاتُ الْوَصْفِ ওয়াসফের স্থিতি শক্তি দ্বারা اَىْ অর্থাৎ ثُبَاتُ الْوَصْفِ ওয়াসফের স্থিতি দ্বারা عَلَى الْحُكْمِ সে হুকুমের উপর الْمَشْهُوْدِ بِهِ যার এটা দলিল بِكَوْنِ وَصْفِهِ তথা এক কিয়াসের وَصْف হবে اَلْزَم অধিক আবশ্যক হবে لِلْحُكْمِ হুকুমের সাথে الْمُتَعَلِّقِ بِهِ যা এর সাথে সংশ্লিষ্ট مِنْ وَصْفِ

إِنَّهُ الْقِيَاسِ الْآخَرِ অন্য কিয়াসের وَصْف -এর তুলনায় كَقَوْلِنَا যেমন আমাদের মত فِى صَوْمِ رَمَضَانَ রমজানের রোজা সম্পর্কে مُتَعَيِّنٌ যেহেতু এটা নির্দিষ্টকৃত مِنْ جَانِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে فَلَا يَجِبُ التَّعْيِيْنُ অতএব নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব নয় عَلَى الْعَبْدِ বান্দার উপর فِى النِّيَّةِ নিয়ত দ্বারা أَوْلٰى এটা অগ্রাধিকারী مِنْ قَوْلِهِمْ শাফেয়ীগণের এ কাওল হতে صَوْمٌ فَرْضٌ যে এটা ফরজ রোজা فَيَجِبُ এ জন্য ওয়াজিব হবে تَعْيِيْنُ النِّيَّةِ নিয়ত নির্দিষ্ট করা كَصَوْمِ الْقَضَاءِ যেমন কাজা রোজার মধ্যে নিয়ত নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব لِأَنَّ هٰذَا কেননা, এটা أَىْ অর্থাৎ وَصْفُ الْفَرْضِيَّةِ ফরজ হওয়ার ওয়াসফ الَّذِىْ أَوْرَدَهُ الشَّافِعِىُّ (رح) যাকে ইমাম শাফেয়ী (র.) ইল্লত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন مَخْصُوْصٌ যা নির্ধারিত فِى الصَّوْمِ রোজার সাথে بِخِلَافِ التَّعْيِيْنِ কিন্তু তা'য়ীন এটার বিপরীত الَّذِىْ أَوْرَدْنَاهُ যাকে আমরা سُقُوْط تَعْيِيْن -এর ইল্লত সাব্যস্ত করেছি فَقَدْ تَعَدّٰى কেননা, তা স্থানান্তরিত হয়ে থাকে ফেরত দানের দিকে وَرَدِّ الْمَبِيْعِ إِلَى الْوَدَائِعِ গচ্ছিত সম্পদ وَالْمَغْصُوْبِ আত্মসাৎকৃত সম্পদ এবং বিক্রিত সম্পদ ফেরত দানের দিকে إِلَى الْمَالِكِ الْوَدِيْعَةَ গচ্ছিত সম্পদ فِى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ফাসেদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে أَىْ অর্থাৎ إِذَا رَدَّ যখন ফেরত দান করবে মালিককে الْمَبِيْعَ الْفَاسِدَ এবং আত্মসাতের মাল তার মালিককে وَالْمَغْصُوْبَ إِلَيْهِ ফাসেদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত দ্রব্য أَوْ অথবা رَدَّ ফেরত দান করবে إِلَى الْبَائِعِ বিক্রেতাকে بِأَىِّ جِهَةٍ كَانَتْ যেভাবেই আদায় করুক না কেন يَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ তখন সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে وَلَا يُشْتَرَطُ এতে শর্ত নয় تَعْيِيْنُ নিয়ত নির্দিষ্টকরণ الدَّفْعِ এ আদায় করার মধ্যে مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ وَدِيْعَةً এ দিক থেকে যে উক্ত বস্তুটি গচ্ছিত أَوْ غَصْبًا অথবা আত্মসাৎকৃত أَوْ بَيْعًا فَاسِدًا অথবা ফাসেদ বিক্রয় হিসেবে ফেরত দান করছে لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ কেননা, ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে আদায়ের দিকটি নিজ হতেই নির্দিষ্ট لَا يَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখে না الرَّدُّ আদায়ের দিকটি بِجِهَةٍ أُخْرٰى অপর দিকের أَقْوٰى অধিকতর শক্তিশালী فَيَكُوْنُ ثُبَاتُ التَّعْيِيْنِ সুতরাং تَعْيِيْن আবশ্যক হওয়া عَلٰى حُكْمِهِ স্বীয় হুকুমের সাথে مِنْ ثُبَاتِ الْفَرْضِيَّةِ আবশ্যক হওয়ার তুলনায় عَلٰى حُكْمِهَا স্বীয় হুকুমের সাথে وَقِيْلَ عَلَيْهِ আর অগ্রাধিকার দানের উক্ত ব্যাখ্যার উপর এ আপত্তি করা হয়েছে যে لَوْ كَانَ تَعْلِيْلُ الْخَصْمِ যখন প্রতিপক্ষ তা'লীল সাব্যস্ত করে هُوَ الصَّوْمُ এ প্রশ্ন তো إِنَّمَا يَرِدُ শুধু তখনই আরোপিত হয় إِنَّ هٰذَا যখন প্রতিপক্ষ তা'লীল সাব্যস্ত করে بِمُجَرَّدِ الْفَرْضِيَّةِ শুধুমাত্র ফরজ হওয়াকে أَمَّا إِذَا كَانَ تَعْلِيْلُهُ কিন্তু যখন সে তা'লীল সাব্যস্ত করে الْفَرْضُ শুধু রোজা ফরজ হওয়াকে فَلَا يُنَاسِبُ তখন সমীচীন নয় بِمُقَابَلَتِهِ এটার মোকাবিলায় إِيْرَادُ আনয়ন করা مَسْأَلَةَ মাসআলাটি رَدِّ ফেরত দান সম্পর্কিত الْوَدِيْعَةِ গচ্ছিত সম্পদ وَالْمَغْصُوْبِ আত্মসাতের সম্পদ وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ ফাসেদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত দ্রব্য وَبِكَثْرَةِ أُصُوْلِهِ আর তার মূলের আধিক্যের দ্বারা أَىْ অর্থাৎ إِذَا شَهِدَ আর যখন দলিল হবে لِقِيَاسٍ وَاحِدٍ একটি কিয়াসের أَصْلٌ وَاحِدٌ একটি মূল বা مَقِيْس عَلَيْه হবে وَلِقِيَاسٍ أٰخَرَ এবং অপর কিয়াসের হবে أَصْلَانِ দু'টি দলিল أَوْ أُصُوْلٌ বা ততোধিক মূল হবে يَتَرَجَّحُ তখন অগ্রাধিকারী হবে هٰذَا এ শেষোক্ত কিয়াসটি عَلَى الْأَوَّلِ প্রথমোক্ত কিয়াসের উপর وَالْمُرَادُ بِالْأَصْلِ الْمَقِيْسُ عَلَيْهِ আর এখানে أَصْل দ্বারা مَقِيْس عَلَيْه -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَبِكَثْرَةِ أُصُوْلِهِ أَىْ إِذَا الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে تَرْجِيْح -এর তৃতীয় উপাদান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অধিক أُصُوْل (মূল বা ভিত্তি)-এর কারণেও একটি কিয়াসকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি কিয়াসের যদি মাত্র একটি أَصْل তথা مَقِيْس عَلَيْه থাকে আর অপর কিয়াসের একাধিক أُصُوْل থাকে, তাহলে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। যেমন- মাথা মাসাহ করার ব্যাপারে আমাদের (হানাফী আলিমগণের) বক্তব্য হলো যে, এটা যেহেতু গোসল নয় বরং মাসাহ কাজেই এটাতে তিনবার করা সুন্নত হবে না। কেননা, এটার أَصْل বা مَقِيْس عَلَيْه হলো মোজা এবং পট্টির উপর মাসাহ করা এবং তায়াম্মুম করা। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তিনবার মাসাহ করা সুন্নত। কেননা, এটা অজুর ফরজ বা রুকন। তার أَصْل বা مَقِيْس عَلَيْه হলো একমাত্র গোসল। সুতরাং যেহেতু এক্ষেত্রে আমাদের (হানাফীগণের) أَصْل একাধিক, পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর أَصْل মাত্র একটি সেহেতু আমাদের কিয়াস তাঁর কিয়াসের উপর প্রাধান্য পাবে।

وَلَا يَكُونُ هٰذَا مِنْ قَبِيْلِ كَثْرَةِ الْاَدِلَّةِ الْقِيَاسِيَّةِ اَوْ كَثْرَةِ اَوْجُهِ الشَّبْهِ لِشَيْءٍ فَاِنَّ هٰذِهٖ كُلَّهَا فَاسِدَةٌ وَكَثْرَةُ الْاُصُوْلِ صَحِيْحَةٌ كَقَوْلِنَا فِىْ مَسْحِ الرَّأْسِ اِنَّهٗ مَسْحٌ فَلَا يُسَنُّ تَثْلِيْثُهٗ فَاِنَّ اَصْلَهٗ مَسْحُ الْخُفِّ وَالْجَبِيْرَةِ وَالتَّيَمُّمِ بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّافِعِىِّ (رحـ) اِنَّهٗ رُكْنٌ فَيُسَنُّ تَثْلِيْثُهٗ فَاِنَّهٗ لَا اَصْلَ لَهٗ اِلَّا الْغَسْلَ وَبِالْعَدَمِ عِنْدَ الْعَدَمِ وَهُوَ الْعَكْسُ اَىْ اِذَا كَانَ وَصْفٌ يَطَّرِدُ وَيَنْعَكِسُ كَانَ اَوْلٰى مِنْ وَصْفٍ يَطَّرِدُ وَلَا يَنْعَكِسُ فَالْاِطِّرَادُ حِيْنَئِذٍ هُوَ الْوُجُوْدُ عِنْدَ الْوُجُوْدِ فَقَطْ ـ

সরল অনুবাদ : আর এই মূলের আধিক্য প্রকৃতপক্ষে কিয়াসী দলিলসমূহের আধিক্য অথবা কোনো বস্তুর সাথে সাদৃশ্যের ব্যাপারে আধিক্যের শ্রেণীভুক্ত নয়। কেননা, এ সকল বস্তু দ্বারা অগ্রাধিকার প্রদান করা বাতিল। আর (কিয়াস ও ইল্লত এক হওয়া সত্ত্বেও অধিক মূলের পরিপ্রেক্ষিতে মূল وَصْف-এর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার শক্তি অধিক হওয়ার কারণে) মূলের আধিক্য বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। যেমন– মাথা মাসাহ করা সম্পর্কে আমাদের এই কাওল যে, এটা মাসাহ। এ জন্য এতে তিনবার করা সুন্নত নয়। আমাদের এ কিয়াসের মূল একাধিক। আর তা হলো– ১. মোজা মাসাহ করা, ২. পায়তাবা মাসাহ করা ও ৩. তায়াম্মুমের মধ্যে মাসাহ করা। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াস এটার বিপরীত। আর তা এই যে, মাথা মাসাহ করা অজুর মধ্যে রুকন। এ জন্য তাতে তিনবার করা সুন্নত হবে। কেননা, তার মূল মাত্র একটি, আর তা হলো অঙ্গ ধৌত করা। **৪. আর وَصْف অনুপস্থিত থাকার অবস্থায় হুকুম না থাকা দ্বারা। আর এটাকেই عَكْس বলা হয়।** অর্থাৎ যে وَصْف-এর মধ্যে اِطِّرَادْ ও اِنْعِكَاسْ উভয়ই বিদ্যমান থাকে, তা সেই وَصْف -এর উপর অগ্রাধিকারী হয়, যার মধ্যে শুধু اِطِّرَادْ বর্তমান রয়েছে, কিন্তু اِنْعِكَاسْ বিদ্যমান নয়। এখানে اِطِّرَادْ দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, যখন وَصْف পাওয়া যাবে, তখন হুকুমও পাওয়া যাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا يَكُوْنُ هٰذَا আর এই মূলের আধিক্য নয় مِنْ قَبِيْلِ শ্রেণীভুক্ত كَثْرَةِ আধিক্য الْاَدِلَّةِ الْقِيَاسِيَّةِ কিয়াসী দলিলসমূহের اَوْ অথবা كَثْرَةِ আধিক্য اَوْجُهِ الشَّبْهِ সাদৃশ্যের ব্যাপারে لِشَيْءٍ কোনো বস্তুর فَاِنَّ هٰذِهٖ كُلَّهَا কেননা, এ সকল বস্তু দ্বারা অগ্রাধিকার প্রদান করা فَاسِدَةٌ বাতিল وَكَثْرَةُ الْاُصُوْلِ আর মূলের আধিক্য صَحِيْحَةٌ বিশুদ্ধ كَقَوْلِنَا যেমন আমাদের কাওল فِىْ مَسْحِ الرَّأْسِ মাথা মাসাহ করা সম্পর্কে اِنَّهٗ مَسْحٌ এটা মাসাহ فَلَا يُسَنُّ تَثْلِيْثُهٗ এতে তিনবার করা সুন্নত নয় فَاِنَّ اَصْلَهٗ কেননা, এ কিয়াসের মূল একাধিক مَسْحُ الْخُفِّ ১. মোজা মাসাহ করা وَالْجَبِيْرَةِ ২. পায়তাবা মাসাহ করা وَالتَّيَمُّمِ ৩. এবং তায়াম্মুমের মধ্যে মাসাহ করা بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّافِعِىِّ (رحـ) কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কাওল এর বিপরীত اِنَّهٗ رُكْنٌ তা এই যে, মাথা মাসাহ করা অজুর মধ্যে রুকন فَيُسَنُّ تَثْلِيْثُهٗ এ জন্য এতে তিনবার করা সুন্নত فَاِنَّهٗ لَا اَصْلَ لَهٗ কেননা, এর মূল মাত্র একটি اِلَّا الْغَسْلَ আর তা হলো অঙ্গ ধৌত করা وَبِالْعَدَمِ عِنْدَ الْعَدَمِ ৪. আর وَصْف অনুপস্থিত থাকার অবস্থায় হুকুম না থাকা দ্বারা وَهُوَ الْعَكْسُ আর একে عَكْس বলা হয় اَىْ অর্থাৎ اِذَا كَانَ وَصْفٌ যখন وَصْف- এর মধ্যে থাকে يَطَّرِدُ وَيَنْعَكِسُ ইত্তিরাদ ও اِنْعِكَاسْ বিদ্যমান থাকে كَانَ اَوْلٰى مِنْ وَصْفٍ তা সে وَصْف -এর উপর অগ্রাধিকারী يَطَّرِدُ وَلَا يَنْعَكِسُ যাতে اِطِّرَادْ বিদ্যমান কিন্তু اِنْعِكَاسْ বিদ্যমান নেই فَالْاِطِّرَادُ حِيْنَئِذٍ এখানে اِطِّرَادْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো هُوَ الْوُجُوْدُ عِنْدَ الْوُجُوْدِ فَقَطْ যখন وَصْف পাওয়া যাবে তখন হুকুমও পাওয়া যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا يَكُوْنُ هٰذَا مِنْ قَبِيْلِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি দ্বন্দ্বের নিরসন করা হয়েছে। কতিপয় হানাফী ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর শিষ্যগণ বলে থাকেন যে, اَصْل -এর আধিক্যের দ্বারা অগ্রাধিকার প্রদান (تَرْجِيْح) সহীহ নয়। কেননা, এটা عِلَّت -এর আধিক্যের দ্বারা প্রাধান্য দেওয়ার সাদৃশ্য। কারণ, প্রত্যেক اَصْل -এর সাক্ষ্য স্বতন্ত্র عِلَّت -এর সমকক্ষ। আর তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করে গ্রন্থকার (র.) উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, এটা কিয়াসী দলিলসমূহের আধিক্যের সাদৃশ্য হবে না। কেননা, তখনই তদ্রূপ হয়ে থাকে যখন প্রত্যেক কিয়াসের عِلَّت পৃথক হয়ে থাকে। আর আমরা যার কথা বলেছি তাতে কিয়াস মাত্র একটি এবং এতে عِلَت-ও শুধু একটি। তবে এতে اَصْل তথা مَقِيْس عَلَيْه একাধিক। কাজেই এটার মাধ্যমে মূল وَصْف -এর মধ্যে অধিক শক্তির সঞ্চার হবে। কেননা, مَقِيْس عَلَيْه -এর আধিক্যের কারণে এটার দ্বারা حُكْم বেশি লাযেম হয়ে থাকে।

وَالْاِنْعِكَاسُ هُوَ الْعَدَمُ عِنْدَ الْعَدَمِ مِثْلُ قَوْلِنَا فِىْ مَسْحِ الرَّأْسِ اِنَّهُ مَسْحٌ فَلَا يُسَنُّ تَكْرَارُهُ فَاِنَّهُ يَنْعَكِسُ اِلٰى قَوْلِنَا مَا لَا يَكُوْنُ مَسْحًا فَيُسَنُّ تَكْرَارُهُ كَغَسْلِ الْوَجْهِ وَنَحْوِهٖ بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّافِعِىِّ (رحـ) اِنَّهُ رُكْنٌ فَيُسَنُّ تَكْرَارُهُ فَاِنَّهُ لَا يَنْعَكِسُ اِلٰى قَوْلِهٖ مَا لَيْسَ بِرُكْنٍ لَا يُسَنُّ تَكْرَارُهُ فَاِنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالْاِسْتِنْشَاقَ لَيْسَ بِرُكْنٍ مَعَ ذٰلِكَ يُسَنُّ تَكْرَارُهُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُبَيِّنَ حُكْمَ تَعَارُضِ التَّرْجِيْحَيْنِ فَقَالَ وَاِذَا تَعَارَضَ ضَرْبَا تَرْجِيْحٍ كَمَا تَعَارَضَ اَصْلُ الْقِيَاسَيْنِ كَانَ الرُّجْحَانُ فِى الذَّاتِ اَحَقَّ مِنْهُ فِى الْحَالِ اَىْ مِنَ الرُّجْحَانِ الْحَاصِلِ فِى الْحَالِ لِاَنَّ الْحَالَ قَائِمَةٌ بِالذَّاتِ تَابِعَةٌ لَهَا فِى الْوُجُوْدِ وَلَا ظُهُوْرَ لِلتَّابِعِ فِىْ مُقَابَلَةِ الْمَتْبُوْعِ فَيَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ بِالطَّبْخِ وَالشَّىِّ تَفْرِيْعٌ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَ ذٰلِكَ بِاَنَّهُ اِذَا غَصَبَ رَجُلٌ شَاةَ رَجُلٍ ثُمَّ ذَبَحَهَا وَطَبَخَهَا وَشَوَاهَا فَاِنَّهُ يَنْقَطِعُ عِنْدَنَا حَقُّ الْمَالِكِ عَنِ الشَّاةِ وَيَضْمَنُ قِيْمَتَهَا لِلْمَالِكِ لِاَنَّهُ تَعَارَضَ هٰهُنَا ضَرْبَا تَرْجِيْحٍ فَاِنَّهُ اِنْ نَظَرَ اِلٰى اَنَّ اَصْلَ الشَّاةِ كَانَ لِلْمَالِكِ يَنْبَغِىْ اَنْ يَأْخُذَهَا الْمَالِكُ وَيَضْمَنُهُ النُّقْصَانَ وَاِنْ نَظَرَ اِلٰى اَنَّ الطَّبْخَ وَالشَّوْىَ كَانَا مِنَ الْغَاصِبِ يَنْبَغِىْ اَنْ يَأْخُذَهَا الْغَاصِبُ وَيَضْمَنَ الْقِيْمَةَ وَلٰكِنَّ رِعَايَةَ هٰذَا الْجَانِبِ اَقْوٰى مِنْ رِعَايَةِ الْمَالِكِ ـ

সরল অনুবাদ : আর اِنْعِكَاس-এর অর্থ এই যে, যখন وَصْف পাওয়া যাবে না, তখন হুকুমও পাওয়া যাবে না। যেমন– মাথা মাসাহ করা সম্পর্কে আমাদের এই কাওল যে, এটা মাসাহ– এ জন্য এটা বারবার করা সুন্নত নয়। সুতরাং এটার عَكْس এই হবে যে, যা মাসাহ নয়, তা বারবার করা সুন্নত। যেমন– মুখ ইত্যাদি ধৌত করা। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কাওলটি এটার বিপরীত যে, এটা রুকন। এ জন্য তা বারবার করা সুন্নত। এটা قِيَاس مُنْعَكِس হতে পারে না যে, 'যা রুকন নয়, তা বারবার করা সুন্নত নয়।' কেননা, অজুর মধ্যে কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া রুকন নয়। তবুও তাদের মধ্যে تَكْرَار সুন্নত। যদি অগ্রাধিকার দানের কারণসমূহের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে এটার হুকুম কি হবে, গ্রন্থকার (র.) এখন তা বর্ণনার ইচ্ছা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন **আর যখন অগ্রাধিকার দানের দু'টি কারণের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে।** যেমন– কিয়াসের দু'টি মূলের চাহিদার মধ্যে বিরোধ পাওয়া গেল **তখন যে কারণটি ذَات-এর মধ্যে পাওয়া যাবে, তা সেই কারণের উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে যা وَصْف-এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।** অর্থাৎ অগ্রাধিকারের যে কারণটি وَصْف-এর মধ্যে পাওয়া যাবে, তার উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। **কেননা, وَصْف তো ذَات-এর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত এবং তার অনুগামী** স্বীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে। আর مَتْبُوْع-এর মোকাবিলায় অনুগামী-এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। এ জন্যই **মালিকের অধিকার রান্না করা অথবা ভুনা করা দ্বারা (গোশ্‌ত হতে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।** এটা উপরোল্লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে একটি প্রশাখামূলক মাসয়ালা। অর্থাৎ, যদি কেউ অপর কোনো ব্যক্তির বকরি আত্মসাৎ করে ফেলে, তাহলে আমাদের মতে এ বকরিটির উপর হতে মালিকের হক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং আত্মসাৎকারী মালিকের বরাবরে এটার মুল্যের ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। কেননা, এখানে অগ্রাধিকারের দু'টি কারণের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। যদি এ কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় যে, আসল বকরিটি মালিকের ছিল, তাহলে সমীচীন মনে হয় যে, সে ভুনাকৃত বকরিটিকে গ্রহণ করবে এবং আত্মসাৎকারীকে ক্ষতিপূরণ দানের জন্য জিম্মাদার করবে। আর যদি আত্মসাৎকারীর রান্না ও ভুনা করার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, (যে সে বকরির মধ্যে একটি মূল্যবান কার্যের সংযোজন করেছে) তাহলে সমীচীন মনে হয় যে, আত্মসাৎকারীই এ রান্না করা বকরিটিকে রেখে দিবে এবং মালিককে বকরিটির মূল্য পরিশোধ করে দিবে। কিন্তু (চিন্তা করলে দেখা যায় যে,) মালিকের হক বিবেচনা করার তুলনায় আত্মসাৎকারীর হক বিবেচনা করার কারণটি অধিকতর শক্তিশালী।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْاِنْعِكَاسُ আর اِنْعِكَاس-এর অর্থ হচ্ছে هُوَ الْعَدَمُ عِنْدَ الْعَدَمِ যখন وَصْف পাওয়া যাবে না তখন হুকুমও পাওয়া যাবে না مِثْلُ قَوْلِنَا যেমন আমাদের কাওল فِىْ مَسْحِ الرَّأْسِ মাথা মাসাহ সম্পর্কে اِنَّهُ مَسْحٌ এটা মাসাহ فَلَا

مَا لَا এ জন্য তা বারবার করা সুন্নত নয় فَإِنَّهُ يَنْعَكِسُ সুতরাং এটার عَكْس হবে যে إِلَى قَوْلِنَا আমাদের এ কাওল يُسَنُّ تَكْرَارُهُ যা মাসাহ নয় فَيُسَنُّ تَكْرَارُهُ যা বারবার করা সুন্নত كَغَسْلِ الْوَجْهِ وَنَحْوِهِ যেমন মুখমণ্ডল ধৌত করা ইত্যাদি بِخِلَافِ يَكُونُ مَسْحًا তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ কাওলটি বিপরীত إِنَّهُ رُكْنٌ যে এটা রুকন فَيُسَنُّ تَكْرَارُهُ এ জন্য তা বারবার قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) করা সুন্নত مَا لَيْسَ بِرُكْنٍ যা রুকন নয় فَإِنَّهُ لَا يَنْعَكِسُ আর এটা قِيَاس مُنْعَكِسٌ হতে পারে না إِلَى قَوْلِهِ তার এ কথার দিকে لَا لَيْسَ بِرُكْنٍ তা বারবার করা সুন্নত নয় فَإِنَّ الْمَضْمَضَةَ কেননা, কুলি করা وَالْإِسْتِنْشَاقَ এবং নাকে পানি দেওয়া يُسَنُّ تَكْرَارُهُ এগুলো রুকন নয় وَمَعَ ذٰلِكَ তথাপিও يُسَنُّ تَكْرَارُهُ এগুলো বারবার করা সুন্নত ثُمَّ أَرَادَ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) ইচ্ছা পোষণ করেছেন أَنْ يُبَيِّنَ বর্ণনা করতে حُكْمَ হুকুম تَعَارُضِ التَّرْجِيْحَيْنِ অগ্রাধিকার দানের কারণসমূহের মধ্যকার বিরোধ فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَإِذَا تَعَارَضَ যখন বিরোধ দেখা দেয় ضَرْبَا تَرْجِيْحٍ অগ্রাধিকার দানের দু'টি কারণের মধ্যে كَمَا تَعَارَضَ যেমন বিরোধ পাওয়া গেল أَصْلُ الْقِيَاسَيْنِ কিয়াসের দু'টি মূলের চাহিদার মধ্যে كَانَ الرُّجْحَانُ তখন অগ্রাধিকার লাভ করবে فِي الذَّاتِ যে কারণটি ذَاتٌ-এর মধ্যে পাওয়া যাবে أَحَقَّ مِنْهُ তা সেই কারণের উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে فِي الْحَالِ যা وَصْف-এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে أَيْ অর্থাৎ مِنَ الرُّجْحَانِ অগ্রাধিকারের যে কারণটি الْحَاصِلِ فِي الْحَالِ ওয়াসফের মধ্যে পাওয়া যাবে لِأَنَّ الْحَالَ কেননা وَصْف তো قَائِمَةٌ بِالذَّاتِ জাতের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত تَابِعَةٌ لَهَا এবং তার অনুগামী فِي الْوُجُوْدِ স্বীয় অস্তিত্বের ক্ষেত্রে وَلَا ظُهُوْرَ لِلتَّابِعِ অনুগামীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় না فِي مُقَابَلَةِ الْمَتْبُوْعِ মাতবুর মোকাবিলায় فَيَنْقَطِعُ এ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় حَقُّ الْمَالِكِ মালিকের অধিকার بِالطَّبْخِ রান্না করা দ্বারা وَالشَّيِّ ভুনা করা দ্বারা تَفْرِيعٌ এটা একটি প্রশাখামূলক মাসআলা عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُوْرَةِ উল্লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে وَ ذٰلِكَ بِأَنَّهُ আর এটা এরূপ যে إِذَا غَصَبَ رَجُلٌ যখন কোনো ব্যক্তি আত্মসাৎ করে شَاةَ رَجُلٍ অন্য কোনো ব্যক্তির বকরি ثُمَّ ذَبَحَهَا অতঃপর সে তা জবাই করে ফেলল وَطَبَخَهَا এবং এরপর রান্না করল وَشَوَاهَا বা ভুনা করে ফেলল فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে عِنْدَنَا আমাদের মতে حَقُّ الْمَالِكِ মালিকের হক عَنِ الشَّاةِ বকরির উপর হতে وَيَضْمَنُ এবং ক্ষতিপূরণ আদায় করবে قِيْمَتَهَا এটার মূল্যের لِلْمَالِكِ মালিকের বরাবরে لِأَنَّهُ تَعَارَضَ هٰهُنَا কেননা, এখানে বিরোধ রয়েছে ضَرْبَا تَرْجِيْحٍ অগ্রাধিকারের দু'টি কারণের মধ্যে فَإِنَّهُ إِنْ نَظَرَ إِلَى যদি এ কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় أَنَّ أَصْلَ الشَّاةِ মূল বকরিটি كَانَ لِلْمَالِكِ মালিকের ছিল يَنْبَغِيْ তাহলে সমীচীন মনে হয় أَنْ يَأْخُذَهَا الْمَالِكُ মালিক সে ভুনাকৃত বকরিটি গ্রহণ করবে وَيَضْمَنُهُ আর আত্মসাৎকারী জিম্মাদার হবে النُّقْصَانَ ক্ষতিপূরণ দানের وَإِنْ نَظَرَ إِلَى আর যদি এ দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় أَنَّ الطَّبْخَ وَالشَّيَّ রান্না ও ভুনা করার প্রতি كَانَا مِنَ الْغَاصِبِ যা সংঘটিত হয়েছে আত্মসাৎকারীর পক্ষ হতে يَنْبَغِيْ তাহলে সমীচীন মনে হয় أَنْ يَأْخُذَهَا الْغَاصِبُ আত্মসাৎকারী রান্না করা বকরিটি রেখে দিবে وَيَضْمَنُ الْقِيْمَةَ এবং মালিককে বকরিটির মূল্য পরিশোধ করবে وَلٰكِنْ কিন্তু رِعَايَةُ বিবেচনা করার هٰذَا الْجَانِبِ আত্মসাৎকারীর হক أَقْوٰى অধিকতর শক্তিশালী مِنْ رِعَايَةِ الْمَالِكِ মালিকের হক বিবেচনা করার তুলনায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ ذَبَحَهَا وَطَبَخَهَا وَشَوَاهَا الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে পাকানো শর্তারোপের কারণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে জবাই করার সাথে পাক করা বা ভাজার কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, যদি অপহরণকারী এটা জবাই করার পর রন্ধন না করে অথবা ভাজা না করে তাহলে সে বকরি হতে মালিকের অধিকার বিচ্ছিন্ন হবে না; বরং অটুট থাকবে। এমতাবস্থায় মালিককে উক্ত বকরিটি ফেরত নিতে হবে। কেননা, এটার ذَاتٌ তখনো বাকি আছে। পক্ষান্তরে জবাই করার পর যেহেতু বকরির ذَاتٌ বিলীন হয়ে যায়। সেহেতু তখন আর ذَاتٌ (বকরি)-এ মালিকের অধিকার থাকবে না। তা ছাড়া এর সাথে অপহরণকারীর কিছু মালও এমনভাবে সংযুক্ত হয়ে গেছে যাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। কাজেই মালিক এটার মূল্য ফেরত পাবে, বকরি ফেরত পাবে না। হ্যাঁ মালিক যদি স্বেচ্ছায় ভাজাই করা বকরিটি ফেরত নিতে রাজি হয়,তাহলে নিতে পারে। তখন বকরিটির যে পরিমাণ মূল্য কমে গেছে তা মালিক অপহরণকারীর নিকট হতে আদায় করবে।

لِاَنَّ الصَّنْعَةَ قَائِمَةٌ بِذَاتِهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالْعَيْنَ هَالِكَةٌ مِنْ وَجْهٍ فَحَقُّ الْمَالِكِ فِى الْعَيْنِ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ وَحَقُّ الْغَاصِبِ فِى الصَّنْعَةِ ثَابِتٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَكَاَنَّ الصَّنْعَةَ بِمَنْزِلَةِ الذَّاتِ وَالْعَيْنَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ وَاِنْ كَانَ الْاَمْرُ فِىْ ظَاهِرِ الْحَالِ بِالْعَكْسِ اِذَا كَانَتِ الشَّاةُ اَصْلًا وَالصَّنْعَةُ وَصْفًا عَلٰى مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الشَّافِعِىُّ (رحـ) وَاَشَارَ اِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ (رحـ) بِقَوْلِهِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) صَاحِبُ الْاَصْلِ وَهُوَ الْمَالِكُ اَحَقُّ لِاَنَّ الصَّنْعَةَ قَائِمَةٌ بِالْمَصْنُوْعِ تَابِعَةٌ لَهُ .

সরল অনুবাদ : কেননা, আত্মসাৎকারীর বর্ধিত কর্ম প্রত্যেক দিক বিবেচনায় بِذَاتِهِ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং বকরি কোনো কোনো দিক বিবেচনায় ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং মালিকের হক মূল বকরির মধ্যে এক বিবেচনায় সাব্যস্ত আছে এবং অপর দিক বিচারে সাব্যস্ত নয়। আর রান্না করার কার্যে আত্মসাৎকারীর হক (কোনো পরিবর্তন ছাড়াই) প্রত্যেক দিক বিচারে সাব্যস্ত রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ হতে আত্মসাৎকারীর কর্ম ذَاتٌ-এর পর্যায়ভুক্ত আর মূল বকরিটি وَصْف-এর পর্যায়ভুক্ত। যদিও বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এর বিপরীতই মনে হয় যে, বকরিটিই আসল ছিল এবং রান্না করে প্রস্তুত করা তার জন্য وَصْف বিশেষ। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব। গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কওল দ্বারা এটার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। **আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, صَاحِبُ الْاَصْلِ অর্থাৎ মালিকই অধিকতর হকদার হবে। কেননা, আত্মসাৎকারীর কর্ম مَصْنُوْع (অর্থাৎ বকরি)-এর সাথে প্রতিষ্ঠিত এবং তার অনুগামী।**

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ الصَّنْعَةَ কেননা, আত্মসাৎকারীর বর্ধিত কর্ম قَائِمَةٌ بِذَاتِهَا তার জাত সহ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে مِنْ كُلِّ وَجْهٍ প্রত্যেক দিক বিবেচনায় وَالْعَيْنَ আর মূল বকরি هَالِكَةٌ ধ্বংস হয়ে গেছে مِنْ وَجْهٍ কোনো কোনো দিক বিবেচনায় فَحَقُّ الْمَالِكِ সুতরাং মালিকের হক فِى الْعَيْنِ মূল বকরির মধ্যে ثَابِتٌ সাব্যস্ত আছে مِنْ وَجْهٍ এক বিবেচনায় دُوْنَ وَجْهٍ অপরদিক বিবেচনায় নয় وَحَقُّ الْغَاصِبِ আর আত্মসাৎকারীর হক فِى الصَّنْعَةِ রান্না করার কাজে ثَابِتٌ সাব্যস্ত রয়েছে مِنْ كُلِّ وَجْهٍ সকল দিক বিবেচনায় فَكَاَنَّ الصَّنْعَةَ অতএব আত্মসাৎকারীর কর্ম بِمَنْزِلَةِ الذَّاتِ জাতের পর্যায়ভুক্ত وَالْعَيْنَ আর বকরিটি হলো بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ ওয়াসফের পর্যায়ভুক্ত وَاِنْ كَانَ الْاَمْرُ فِىْ ظَاهِرِ الْحَالِ যদিও বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে بِالْعَكْسِ এটার বিপরীত اِذَا كَانَتِ الشَّاةُ اَصْلًا কেননা, বকরিটি আসল ছিল وَالصَّنْعَةُ আর রান্না করে প্রস্তুত করা وَصْفًا তার জন্য وَصْف বিশেষ عَلٰى مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الشَّافِعِىُّ (رحـ) যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব وَاَشَارَ اِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ (رحـ) আর গ্রন্থকার সেই দিকে ইঙ্গিত করেছেন بِقَوْلِهِ তাঁর এ কাওল দ্বারা وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন صَاحِبُ الْاَصْلِ বকরির মালিক وَهُوَ الْمَالِكُ اَحَقُّ সে মালিকই হলেন অধিকতর হকদার لِاَنَّ الصَّنْعَةَ কেননা, আত্মসাৎকারীর কর্ম قَائِمَةٌ بِالْمَصْنُوْعِ বকরির সাথে প্রতিষ্ঠিত تَابِعَةٌ لَهُ এবং তাঁর অনুগামী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّ الصَّنْعَةَ قَائِمَةٌ بِذَاتِهَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে দু' প্রকারের تَرْجِيْح-এর বিরোধ নিরসন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছিল যে, تَرْجِيْح-এর দু'টি প্রকারের মধ্যে যদি বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে وَصْف-এর মধ্যস্থিত تَرْجِيْح-এর উপর ذَاتٌ-এর মধ্যকার تَرْجِيْح-কে প্রাধান্য দেওয়া হবে। কেননা, وَصْف (অবস্থা) ذَاتٌ (সত্তা)-এর অনুগামী ও অধীন। যেমন– কোনো এক ব্যক্তি যদি কারো বকরি অপহরণ করে জবাই করে পাকিয়ে ফেলে, তাহলে এটা হতে মালিকের অধিকার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অপহরণকারী মালিককে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিবে।

এখানে দু' প্রকার تَرْجِيْح রয়েছে। ১. যদি আমরা মূল বকরির দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে এটা মালিককেই দিতে হয়। অবশ্যই মালিক অপহরণকারী হতে পরিমাণ মতো ক্ষতিপূরণ উসুল করবে। ২. আর যদি পাকানোর দিক বিবেচনা করা হয়, তাহলে দেখা যায় বকরির সাথে অপহরণকারীর মালিকানা বস্তু এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে যে, তাকে বিচ্ছিন্ন করা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং বকরির মালিকানা বস্তু এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে যে, তাকে বিচ্ছিন্ন করা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং বকরির অধিকারী অপহরণকারী হওয়া উচিত। অবশ্য সে মালিককে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিবে। আমাদের (আহনাফের) মতে অপহরণকারীর অধিকারকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেননা, অপহরণকারীর صَنْعَتْ (কার্যক্রম) সর্বদিক বিবেচনায় বহাল রয়েছে। আর মালিকের বকরি সর্বদিক বিবেচনায় বহাল নেই। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মালিকের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেননা, এটা مَصْنُوْع (বকরি)-এর সাথে প্রতিষ্ঠিত ও তার অধীন।

فَجَرَى الشَّافِعِيُّ (رحـ) عَلَى ظَاهِرِهِ وَجَرَيْنَا عَلَى الدِّقَّةِ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ التَّرْجِيْحَاتِ الصَّحِيْحَةِ شَرَعَ فِي الْفَاسِدَةِ فَقَالَ وَالتَّرْجِيْحُ بِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ وَبِالْعُمُوْمِ وَقِلَّةِ الْأَوْصَافِ فَاسِدٌ عِنْدَنَا وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى صِحَّةِ كُلٍّ مِنْهَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ (رحـ) فَمِثَالُ غَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّ الْأَخَ يَشْبَهُ الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ مِنْ حَيْثُ الْمَحْرَمِيَّةِ فَقَطْ وَيَشْبَهُ ابْنَ الْعَمِّ مِنْ وُجُوْهٍ كَثِيْرَةٍ وَهِيَ جَوَازُ إِعْطَاءِ الزَّكٰوةِ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ وَحِلُّ نِكَاحِ حَلِيْلَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ وَقَبُوْلُ شَهَادَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ فَيَكُوْنُ الْحَاقُهُ بِابْنِ الْعَمِّ أَوْلٰى فَلَا يَعْتِقُ عَلَى الْأَخِ إِذَا مَلَكَهُ وَعِنْدَنَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ تَرْجِيْحِ أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ بِقِيَاسٍ اٰخَرَ وَقَدْ عَرَفْتَ بُطْلَانَهُ وَمِثَالُ الْعُمُوْمِ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّ وَصْفَ الطَّعْمِ فِي حُرْمَةِ الرِّبٰوا أَوْلٰى مِنَ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ لِأَنَّهُ يَعُمُّ الْقَلِيْلَ وَهُوَ الْحَفْنَةُ وَالْكَثِيْرَ وَهُوَ الْكَيْلُ وَالتَّعْلِيْلُ بِالْكَيْلِ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا الْكَثِيْرَ وَهٰذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ عِنْدَهُ التَّعْلِيْلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ فَلَا رُجْحَانَ لِلْعُمُوْمِ عَلَى الْخُصُوْصِ ـ

সরল অনুবাদ : এখানে ইমাম শাফেয়ী (র.) বাহ্যিক অবস্থার উপর আমল করেছেন এবং হানাফীগণ মাসআলাটির সূক্ষ্ম দিকের উপর আমল করেছেন। গ্রন্থকার (র.) বিশুদ্ধ অগ্রাধিকারের কারণসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে এখন ফাসিদ অগ্রাধিকারের প্রক্রিয়াসমূহের বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন- **আর অধিক সাদৃশ্য, وَصْف-এর সাধারণত্ব ও স্বল্পতা দ্বারা অগ্রাধিকার প্রদান করা আমাদের মতে ফাসিদ।** কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এ তিনটির মধ্য হতে প্রত্যেকটি দ্বারা অগ্রাধিকার প্রদান করাকে শুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। অতএব ১. সাদৃশ্যের আধিক্যের উদাহরণ শাফেয়ীগণের এ বক্তব্য যে, ভাইয়ের সাদৃশ্য পিতা ও সন্তানের সাথে শুধু مَحْرَمِيَّتْ-এর নৈকট্য বিচারেই মাত্র। আর চাচাতো ভাইয়ের সাথে সাদৃশ্য একাধিক কারণে বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ যেমন- ১. চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে যদ্রূপ বিবাহ বিচ্ছেদের পর বিবাহ জায়েজ, তদ্রূপ আপন সহোদর ভাইকেও যাকাত প্রদান করা জায়েজ। ২. চাচাতো ভাইকে যদ্রূপ যাকাত প্রদান করা জায়েজ, তদ্রূপ আপন সহদোর ভাইয়ের স্ত্রীর সাথেও বিচ্ছেদের পর বিবাহ জায়েজ। ৩. চাচাতো ভাইয়ের বেলায়ও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, তদ্রূপ আপন সহোদর ভাইয়ের বেলায়ও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এসব একাধিক সাদৃশ্যের কারণে সহোদর ভাইকে (অন্যান্য আহকামের ক্ষেত্রে) চচাতো ভাইয়ের সাথে যুক্ত করা অগ্রাধিকারযোগ্য ও উত্তম। সুতরাং যদি এক ভাই তার হাকীকী সহোদর ভাইয়ের মালিক হয়ে যায়, তাহলে সে আজাদ হবে না। (যদ্রূপ চাচাতো ভাইয়ের মালিক হওয়ার দ্বারা আজাদ হয় না।) আর আমাদের মতে সাদৃশ্যের আধিক্য দ্বারা অগ্রাধিকার প্রদান করা- এটা এক কিয়াসের উপর দুই কিয়াসকে অগ্রাধিকার প্রদানেরই নামান্তর। যার বাতিল হওয়ার কথা আপনারা পূর্বেই অবগত হয়েছেন। আর ২. وَصْف-এর সাধারণত্বের উদাহরণ শাফেয়ীগণের এই বক্তব্য যে, সুদ হারাম হওয়ার ইল্লতের মধ্যে খাদ্য হওয়ার ইল্লতটি قَدْر ও جِنْس-এর ইল্লতের মোকাবেলায় অগ্রাধিকারযোগ্য। কেননা, খাদ্য হওয়ার وَصْف-টি অল্প তথা একমুষ্টি, দুইমুষ্টি এবং অধিক তথা পরিমাপযোগ্য পরিমাণ ইত্যাদি সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর পরিমাপের ইল্লতটি (অল্প পরিমাণকে অন্তর্ভুক্ত করে না) শুধু অধিক পরিমাণের মধ্যেই পাওয়া যায়। অগ্রাধিকার প্রদানের এই প্রক্রিয়াটি আমাদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যখন অসম্পূর্ণ ইল্লত দ্বারা (যা কোনো প্রশাখার মধ্যেও পাওয়া যায় না) নস্-এর তা'লীল জায়েজ রয়েছে, তখন আর خُصُوْص-এর উপর عُمُوْم-এর অগ্রাধিকার দানের কি মূল্য থাকতে পারে?

শাব্দিক অনুবাদ : فَجَرَى الشَّافِعِيُّ (رحـ) এখানে ইমাম শাফেয়ী (র.) আমল করেছেন عَلَى ظَاهِرِهِ বাহ্যিক অবস্থার উপর وَجَرَيْنَا আর আমরা হানাফীগণ আমল করেছি عَلَى الدِّقَّةِ মাসআলাটির সূক্ষ্ম দিকের উপর وَلَمَّا فَرَغَ অতঃপর গ্রন্থকার যখন অবসর গ্রহণ করলেন عَنْ بَيَانِ বর্ণনা হতে التَّرْجِيْحَاتِ الصَّحِيْحَةِ বিশুদ্ধ অগ্রাধিকারের কারণসমূহের شَرَعَ তখন তিনি শুরু

করেছেন فِى الْفَاسِدَةِ ফাসেদ অগ্রাধিকারের প্রক্রিয়াসমূহের বর্ণনা فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَالتَّرْجِيْحُ আর অগ্রাধিকার প্রদান করা فَاسِدٌ ফাসেদ بِغَلَبَةِ الْاَشْبَاهِ সাদৃশ্যের আধিক্য দ্বারা وَبِالْعُمُوْمِ এবং وَصْف-এর সাধারণত্ব দ্বারা وَصْف ও وَقِلَّةِ الْاَوْصَافِ-এর স্বল্পতা দ্বারা ফাসেদ عِنْدَنَا আমাদের মতে وَقَدْ ذَهَبَ আর সাব্যস্ত করেছেন الْاِمَامُ كُلّ مِنْهَا اِلٰى صِحَّةٍ বিশুদ্ধতা এ তিনটির মধ্য হতে প্রত্যেকটি الْاِمَامُ الشَّافِعِىُّ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.) فَمِثَالُ অতএব উদাহরণ غَلَبَةِ الْاَشْبَاهِ সাদৃশ্যের আধিক্যের قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ শাফেয়ীগণের এ বক্তব্য اَنَّ الْاَخَ يُشْبِهُ ভাইয়ের সাদৃশ্য الْوَالِدَ পিতা وَالْوَلَدَ আর সন্তানের সাথে مِنْ حَيْثُ الْمَحْرَمِيَّةِ মোহাররামাতের নৈকট্য বিচারেই فَقَطْ শুধুমাত্র وَيُشْبِهُ আর সাদৃশ্য ابْنَ الْعَمِّ চাচাতো ভাইয়ের সাথে مِنْ وُجُوْهٍ كَثِيْرَةٍ একাধিক কারণে বর্তমান وَهِىَ উদাহরণস্বরূপ তা হলো جَوَازُ জায়েজ হওয়া اِعْطَاءِ দান করা الزَّكٰوةِ যাকাত كُلّ مِنْهُمَا لِلْاٰخَرِ এদের উভয়কে তথা আপন ভাই ও চাচাতো ভাইকে وَحِلُّ نِكَاحِ বিবাহ বিচ্ছেদের পর বিবাহ বৈধ হওয়া حَلِيْلَةِ স্ত্রীগণকে كُلّ مِنْهُمَا لِلْاٰخَرِ এদের উভয়ের وَقَبُوْلُ এবং গ্রহণযোগ্য হওয়া شَهَادَةِ সাক্ষ্য كُلّ مِنْهُمَا لِلْاٰخَرِ চাচাতো ভাই ও আপন সহোদর উভয়ের فَيَكُوْنُ اِلْحَاقُهُ এ সব কারণে সহোদর ভাইকে যুক্ত করা بِابْنِ الْعَمِّ চাচাতো ভাইয়ের সাথে اَوْلٰى অগ্রাধিকারযোগ্য ও উত্তম فَلَا يَعْتِقُ সুতরাং আজাদ হবে না عَلَى الْاَخِ সহোদর ভাই اِذَا مَلَكَهُ যদি একভাই তার সহোদর ভাইয়ের মালিক হয়ে যায় وَعِنْدَنَا আর আমাদের মতে هُوَ بِمَنْزِلَةِ এটা স্থলাভিষিক্ত تَرْجِيْحِ সাদৃশ্যের আধিক্য দ্বারা অগ্রাধিকার প্রদান করা اَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ দুই কিয়াসের একটিকে بِقِيَاسٍ اٰخَرَ অপর কিয়াস দ্বারা وَقَدْ عَرَفْتَ আপনার পূর্বেই অবগত হয়েছেন بُطْلَانَهُ তার বাতিল হওয়া وَمِثَالُ الْعُمُوْمِ আর وَصْف-এর সাধারণত্বের উদাহরণ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ শাফেয়ীগণের এই বক্তব্য اِنَّ وَصْفَ الطُّعْمِ খাদ্য হওয়ার ইল্লতটি فِى حُرْمَةِ الرِّبٰوا সুদ হারাম হওয়ার ইল্লতের মধ্যে اَوْلٰى অগ্রাধিকারযোগ্য مِنَ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ পরিমাণের সমজাতীয় ও ইল্লতের মোকাবিলায় لِاَنَّهُ يَعُمُّ আর পরিমাপের ইল্লতটি অন্তর্ভুক্ত করে الْقَلِيْلَ স্বল্প পরিমাপকে وَهُوَ الْحَفْنَةُ আর তা হলো এক মুষ্টি দুই মুষ্টি وَالْكَثِيْرَ এবং অধিককেও অন্তর্ভুক্ত করে وَهُوَ الْكَيْلُ আর তা হলো পরিমাপযোগ্য পরিমাণ وَالتَّعْلِيْلُ بِالْكَيْلِ আর পরিমাপের ইল্লতটি لَا يَتَنَاوَلُ اِلَّا الْكَثِيْرَ শুধু অধিক পরিমাপের মধ্যেই পাওয়া যায় وَهٰذَا بَاطِلٌ আর এটা সম্পূর্ণ বাতিল عِنْدَنَا আমাদের দৃষ্টিতে لِاَنَّهُ لَمَّا جَازَ عِنْدَهُ কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যখন জায়েজ আছে التَّعْلِيْلُ নসের তা'লীল بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ অসম্পূর্ণ ইল্লত দ্বারা فَلَا رُجْحَانَ তখন অগ্রাধিকার দানের কি মূল্য থাকতে পারে لِلْعُمُوْمِ আম -এর عَلَى الْخُصُوْصِ খাস-এর উপর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَمِثَالُ غَلَبَةِ الْاَشْبَاهِ قَوْلُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে অধিক সাযুজ্যের কারণে প্রাধান্য দানের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে غَلَبَه اَشْبَاه (অধিক সাযুজ্য), عُمُوْم (ব্যাপকতা) ও قِلَّت اَوْصَاف (وَصْف-এর স্বল্পতা)-এর দ্বারা প্রাধান্য দেওয়া ফাসিদ অর্থাৎ সহীহ নয়। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উপরোক্ত ত্রিবিদ বিষয়ের দ্বারা প্রাধান্য দেওয়া সহীহ।

এ স্থলে غَلَبَه اَشْبَاه তথা অধিক সাযুজ্যের দ্বারা প্রাধান্য দানের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। সুতরাং শাফেয়ীগণ বলে থাকেন যে, ভাই শুধু মুহরিম হওয়ার দিক দিয়ে পিতা ও সন্তানের সাথে সাযুজ্য রাখে। অথচ বহু দিক দিয়ে চাচাতো ভাইয়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমন- ১. তাদের একজন অপরজনকে যাকাত দেওয়া জায়েজ। ২. তাদের একজন অপরজনের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েজ। ৩. তাদের একজনের সাক্ষ্য অপরজনের জন্য গ্রহণযোগ্য ইত্যাদি। সুতরাং ভাইকে সন্তান ও পিতার সাথে তুলনা না করে চাচাতো ভাইয়ের সাথে তুলনা করাই উত্তম হবে। এ জন্যই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এক ভাই অন্য সহোদর ভাইয়ের মালিক হলে সে আজাদ হবে না। যদ্রূপ কেউ চাচাতো ভাইয়ের মালিক হলে চাচাতো ভাই আজাদ হয় না। পক্ষান্তরে আমাদের (আহনাফের) মতে قَرَابَت مَحْرَمِيَه (মহরাম আত্মীয় হওয়া) আজাদীর عِلَّت কেননা, এটা اِحْسَان (অনুগ্রহ) কামনা করে। কাজেই ভাই ভাইয়ের মালিক হলে আজাদ হয়ে যাবে। অথচ কোনো ব্যক্তি চাচাতো ভাই -এর মালিক হলে সে আজাদ হবে না। কারণ তথায় عِلَّت পাওয়া যায় না।

وَلِأَنَّ الْوَصْفَ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ وَفِى النَّصِّ الْخَاصِّ رَاجِحٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَامِّ فَيَنْبَغِىْ أَنْ يَكُوْنَ هٰهُنَا اَيْضًا كَذٰلِكَ وَمِثَالُ قِلَّةِ الْاَوْصَافِ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ اِنَّ الطَّعْمَ وَحْدَهُ اَوِ الثَّمْنِيَّةَ وَحْدَهَا قَلِيْلٌ فَيُفَضَّلُ عَلَى الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ الَّذِىْ قُلْتُمْ بِهٖ مُجْتَمِعَةً وَهٰذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا لِاَنَّ التَّرْجِيْحَ لِلتَّاثِيْرِ دُوْنَ الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ فَرُبَّ عِلَّةٍ ذَاتَ جُزْئَيْنِ اَقْوٰى فِى التَّاثِيْرِ مِنْ عِلَّةٍ ذَاتَ جُزْءٍ وَاحِدٍ ـ

সরল অনুবাদ : যেহেতু (وَصْف) ইল্লত নস্-এর পর্যায়ভুক্ত। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে خَاص-এর নস্ عَام-এর নস্-এর উপর অগ্রাধিকারযোগ্য। (কারণ, তাঁর মতে خَاص অকাট্য এবং عَام যন্নী) সুতরাং ইল্লতের বেলায়ও এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয় (যে, عَام-এর উপর خَاص অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে)। আর ৩. وَصْف-এর স্বল্পতার উদাহরণ যেমন শাফেয়ীগণের এই বক্তব্য যে, (কোনো কোনো বস্তুর মধ্যে) শুধু খাদ্যমানসম্পন্ন হওয়া (আর কোনো বস্তুর মধ্যে) শুধু মূল্যমানসম্পন্ন হওয়াকে ইল্লত সাব্যস্ত করার মধ্যে وَصْف-এর স্বল্পতা পাওয়া যায়। এ ভিত্তিতে এটা قَدْر ও جِنْس-এর সমষ্টিগত ইল্লতের উপর অগ্রাধিকার হবে। কিন্তু আমাদের মতে একে অগ্রাধিকারের কারণ সাব্যস্ত করা বাতিল। কেননা, অগ্রাধিকার তো প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিবেচনায় নিরূপিত হয়ে থাকে আর স্বল্পতা ও আধিক্যের এতে কোনো ভূমিকা নেই। অনেক সময় দুই অংশ দ্বারা গঠিত ইল্লত এক অংশ বিশিষ্ট অবিমিশ্র ইল্লতের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِاَنَّ الْوَصْفَ তদুপরি ইল্লত بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ নসের পর্যায়ভুক্ত وَفِى النَّصِّ الْخَاصِّ আর خَاص-এর নস رَاجِحٌ অগ্রাধিকারযোগ্য عِنْدَهُ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে عَلَى الْعَامِّ আমের উপর فَيَنْبَغِىْ সুতরাং আবশ্যক হলো اَنْ يَكُوْنَ হওয়া هٰهُنَا اَيْضًا كَذٰلِكَ এ স্থানে তথা ইল্লতের বেলায়ও এরূপ وَمِثَالُ আর ৩. উদাহরণ قِلَّةِ الْاَوْصَافِ ওয়াসফের স্বল্পতার قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ যেমন শাফেয়ীগণের এ বক্তব্য اِنَّ الطَّعْمَ وَحْدَهُ শুধু খাদ্যমান হওয়া اَوِ الثَّمْنِيَّةَ وَحْدَهَا অথবা শুধুমাত্র মূল্যমান হওয়াকে ইল্লত সাব্যস্ত করার মধ্যে قَلِيْلٌ ওয়াসফের স্বল্পতা পাওয়া যায় فَيُفَضَّلُ অতএব এটা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে عَلَى الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ কদর ও জিনসের উপর الَّذِىْ قُلْتُمْ بِهٖ যাকে তোমরা ইল্লত সাব্যস্ত করেছ مُجْتَمِعَةً সমষ্টিগতভাবে وَهٰذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا কিন্তু আমাদের মতে এতে অগ্রাধিকারের কারণে সাব্যস্ত করা বাতিল لِاَنَّ التَّرْجِيْحَ কেননা, অগ্রাধিকার নিরূপিত হয়ে থাকে لِلتَّاثِيْرِ প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিবেচনায় دُوْنَ الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ আর স্বল্পতা ও আধিক্যের এতে কোনো ভূমিকা নেই فَرُبَّ অনেক সময় عِلَّةٍ ذَاتَ جُزْئَيْنِ দুই অংশ দ্বারা গঠিত ইল্লত اَقْوٰى অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে فِى التَّاثِيْرِ প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে مِنْ عِلَّةٍ সে ইল্লাত হতে ذَاتَ جُزْءٍ وَاحِدٍ যা এক অংশ বিশিষ্ট।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِاَنَّ الْوَصْفَ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ الخ -এর আলোচনা : শাফেয়ীগণ عُمُوْم-কে خُصُوْص-এর উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। সুতরাং তারা বলেন যে, সুদ হারাম হওয়ার জন্য قَدْر ও جِنْس-কে عِلَّت সাব্যস্ত না করে طَعْم-কে عِلَّت সাব্যস্ত করতে হবে। কেননা, طَعْم অল্প-বেশি সব অবস্থাকেই শামিল করে, অথচ قَدْر ও جِنْس অল্প তথা এক দুই মুষ্টিকে শামিল করে না। কাজেই এটা হতে طَعْم ব্যাপক (عَام) সুতরাং একেই প্রাধান্য (تَرْجِيْح) দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের মতে এটা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য।। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যখন عِلَّة قَاصِرَة-এর দ্বারা نَص-এর عِلَّة সাব্যস্ত করা জায়েজ আছে তখন আর خُصُوْص-এর উপর عُمُوْم-এর অগ্রাধিকার থাকে না। উল্লেখ্য যে, যে عِلَّة (ইল্লত) نَص ব্যতীত অন্য কোনো فَرْع-এর মধ্যে পাওয়া যায় না তাকে عِلَّة قَاصِرَة বা অপূর্ণাঙ্গ عِلَّة বলে। এতদ্ব্যতীত عِلَّة বা وَصْف নস (نَص) এর স্থলাভিষিক্ত। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে খাস نَص আম نَص-এর উপর প্রাধান্য রাখে। কাজেই عِلَّة-এর ব্যাপারেও তাই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ খাস عِلَّة আম عِلَّة-এর উপর প্রাধান্য পাবে।

আর قِلَّت اَوْصَاف (গুণের স্বল্পতা)-এর দ্বারা অগ্রাধিকার দেওয়ার উদাহরণ হিসেবে শাফেয়ীগণের বক্তব্য এই যে, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে শুধু طَعْم এবং স্বর্ণ রৌপ্যের মধ্যে শুধু ثَمْنِيَّة ইল্লত হওয়া قَدْر ও جِنْس অপেক্ষ গুণের দিক দিয়ে কম। কেননা, শেষোক্ত অবস্থায় দু'টি وَصْف-কে عِلَّة নির্ধারণ করা হয়েছে. আর প্রথমোক্ত অবস্থায় মাত্র একটির وَصْف-কে عِلَّة সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয়টির প্রথমটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

وَاِذَا ثَبَتَ دَفْعُ الْعِلَلِ بِمَا ذَكَرْنَا هٰذَا شُرُوْعُ بَحْثٍ فِىْ اِنْتِقَالِ الْمُعَلِّلِ اِلٰى كَلَامٍ اٰخَرَ بَعْدَ اِلْزَامِهٖ اَىْ اِذَا ثَبَتَ دَفْعُ الْعِلَلِ الطَّرْدِيَّةِ وَالْمُؤَثِّرَةِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْاِعْتِرَاضَاتِ اَوْ دَفْعُ الْعِلَلِ الطَّرْدِيَّةِ فَقَطْ عَلٰى مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْبَعْضِ كَانَتْ غَايَتُهٗ اَنْ يُلْجِئَ اِلَى الْاِنْتِقَالِ اَىْ غَايَةُ الْمُعَلِّلِ اَنْ يَضْطَرَّ اِلَى الْاِنْتِقَالِ وَهُوَ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ لِاَنَّهٗ اِمَّا اَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ عِلَّةٍ اِلٰى عِلَّةٍ اُخْرٰى لِاِثْبَاتِ الْاُوْلٰى كَمَا اِذَا عَلَّلَ فِى الصَّبِىِّ الْمُوْدَعِ مَالًا اَنَّهٗ اِذَا اسْتَهْلَكَ الْوَدِيْعَةَ لَا يَضْمَنُ لِاَنَّهٗ مُسَلَّطٌ عَلَى الْاِسْتِهْلَاكِ مِنْ جَانِبِ الْمُوْدِعِ فَاِنْ قَالَ السَّائِلُ لَا نُسَلِّمُ اَنَّهٗ مُسَلَّطٌ عَلَى الْاِسْتِهْلَاكِ بَلْ عَلَى الْحِفْظِ يَنْتَقِلُ الْمُعَلِّلُ اِلٰى عِلَّةٍ اُخْرٰى يَثْبُتُ بِهَا الْعِلَّةُ الْاُوْلٰى اَعْنِى التَّسْلِيْطَ عَلَى الْاِسْتِهْلَاكِ الْبَتَّةَ اَوْ يَنْتَقِلُ مِنْ حُكْمٍ اِلٰى حُكْمٍ اٰخَرَ بِالْعِلَّةِ الْاُوْلٰى كَمَا اِذَا عَلَّلَ عَلٰى جَوَازِ اِعْتَاقِ الْمُكَاتَبِ الَّذِىْ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ عَنِ الْكَفَّارَةِ بِاَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بِالْاِقَالَةِ اَوْ بِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ عَنِ الْاَدَاءِ فَلَا يَمْنَعُ الصَّرْفَ اِلَى الْكَفَّارَةِ فَاِنْ قَالَ الْخَصْمُ اِنَّا قَائِلٌ اَيْضًا بِمُوْجَبِهٖ اِذْ عِنْدِىْ عَقْدُ الْكِتَابَةِ لَا يَمْنَعُ الصَّرْفَ اِلَى الْكَفَّارَةِ ـ

সরল অনুবাদ : উল্লিখিত প্রতিরোধ **প্রক্রিয়াসমূহ দ্বারা যখন ইল্লতসমূহের অপ্রমাণকরণ সাব্যস্ত হয়ে যাবে,** ইল্লত পেশকারীর উপর অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর এখান হতে অন্য কালামের দিকে তার মোড় পরিবর্তিত হওয়ার আলোচনা শুরু হচ্ছে। অর্থাৎ যখন عِلَّت طَرْدِيَّة ও عِلَّت مُؤَثِّرَة-এর প্রতিরোধ অথবা শুধু طَرْدِيَّة-এর প্রতিরোধ যেমন কোনো কোনো উসূল বিশারদের বক্তব্য দ্বারা উপলব্ধ হয়, আমাদের উল্লিখিত আপত্তিসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যাবে, **তখন ইল্লত পেশকারীকে শেষ পর্যন্ত কথার মোড় পরিবর্তন দ্বারা কাজ হাসিল করতে হয়।** অর্থাৎ ইল্লত পেশকারী স্বীয় দাবিকে সাব্যস্ত করার জন্য শেষ পর্যন্ত অন্য বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। এ প্রত্যাবর্তনের চারটি অবস্থা রয়েছে- **১. তা হয়তোবা প্রথম ইল্লতকে সাব্যস্ত করার জন্য এক ইল্লত হতে অপর ইল্লতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।** যেমন- কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চার নিকট মাল গচ্ছিত রাখা প্রসঙ্গে ইল্লত পেশকারী প্রথমত এভাবে ইল্লত বর্ণনা করে যে, যদি বাচ্চা গচ্ছিত মাল ধ্বংস অথবা নষ্ট করে দেয়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না। কেননা, সে তো আমানতকারীর পক্ষ হতেই তা ধ্বংস করার ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল। যার উপর আপত্তিকারীর পক্ষ হতে যদি এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, বালকটি যে মাল ধ্বংস করার ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল- এটা আমরা স্বীকার করি না; বরং তাকে তো মাল হেফাজত করারই জিম্মাদার বানানো হয়েছিল। তখন ইল্লত পেশকারী অপর এমন একটি ইল্লতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, যা দ্বারা প্রথম ইল্লত অর্থাৎ ধ্বংসকরণের অনুমতি প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবীরূপে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। (উদাহরণস্বরূপ এরূপ বলবে যে, বালকটি অপরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন। তার মাল হেফাজত করার যোগ্যতা নেই। এটা জানা সত্ত্বেও তার নিকট মাল আমানত রাখা এটা যেন নিজের মালকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ারই নামান্তর।) **২. অথবা, এর হুকুম হতে অন্য হুকুমের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং ইল্লত তাই থাকবে, যা প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছিল।** উদাহরণস্বরূপ নিজের এমন مُكَاتَبْ গোলামকে, যে এখনো كِتَابَة-এর বিনিময় মূল্য হতে কিছুই আদায় করেনি কাফফারা স্বরূপ আজাদ করা জায়েজ হওয়ার উপর এ ইল্লত বর্ণনা করা যে, এটা এমন একটি বিনিময় চুক্তি, যা اِقَالَة হতে অথবা كِتَابَة-এর বিনিময় মূল্য আদায় করা হতে অক্ষম হওয়ার প্রেক্ষিতে ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং তাকে কাফফারার ব্যয়খাতের মধ্যে আনয়ন করা নাজায়েজ হবে না। এটার উপর যদি আপত্তিকারী এভাবে বলে- আমরাও তো এই তা'লীলের হুকুমকে স্বীকার করি যে, مُكَاتَبْ -কে কাফফারাস্বরূপ আজাদ করা হতে স্বয়ং كِتَابَة-এর চুক্তি বাধা প্রদান করে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِذَا ثَبَتَ আর যখন সাব্যস্ত হয়েছে دَفْعُ অপ্রমাণকরণ তথা প্রতিরোধ الْعِلَلِ ইল্লতসমূহের بِمَا ذَكَرْنَا উল্লিখিত প্রতিরোধ প্রক্রিয়াসমূহ দ্বারা هٰذَا شُرُوْعُ এখান থেকে শুরু হয়েছে بَحْثٍ আলোচনা فِىْ اِنْتِقَالِ الْمُعَلِّلِ বাক্যের ঘোর পরিবর্তিত হওয়া اِلٰى كَلَامٍ اٰخَرَ অন্য কালামের দিকে بَعْدَ اِلْزَامِهٖ ইল্লত পেশকারীর উপর অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর اَىْ অর্থাৎ

بِمَا ذَكَرْنَا اِذَا যখন সাব্যস্ত হয়ে যাবে دَفْعُ প্রতিরোধ الْعِلَلِ الطَّرْدِيَّةِ ইল্লতে তরদিয়া وَالْمُؤَثِّرَةِ এবং ইল্লতে মুআছ্ছিরার যা ثَبَتَ
উল্লিখিত হয়েছে عِلَّةٍ طَرْدِيَّةٍ -এর- عَلٰى আপত্তিসমূহ দ্বারা مِنَ الْاِعْتِرَاضَاتِ শুধুমাত্র الْعِلَلِ الطَّرْدِيَّةِ فَقَطْ প্রতিরোধ دَفْعُ অথবা اَوْ
যা উপলব্ধ হয় مِنْ كَلَامِ الْبَعْضِ কোনো কোনো উসূল বিশারদের বক্তব্য দ্বারা كَانَتْ غَايَتُهُ তখন ইল্লত পেশকারীকে শেষ مَا يُفْهَمُ
পর্যন্ত غَايَةُ الْمُعَلِّلِ اَىْ অর্থাৎ اَنْ يَلْجِئَ اِلَى الْاِنْتِقَالِ কথার ঘোর পরিবর্তন দ্বারা কাজ হাসিল করতে হয় ইল্লত পেশকারী স্বীয়
দাবিকে সাব্যস্ত করার জন্য শেষ পর্যন্ত اَنْ يَضْطَرَّ প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়ে পড়ে اِلَى الْاِنْتِقَالِ অন্য বক্তব্যের দিকে وَهُوَ اَرْبَعَةُ
এ প্রত্যাবর্তনের চারটি অবস্থা রয়েছে لِاَنَّهُ اِمَّا হয়তোবা তা اَنْ يَنْتَقِلَ প্রত্যাবর্তন করবে مِنْ عِلَّةٍ এক ইল্লত হতে اِلٰى عِلَّةٍ اَقْسَامٍ
অপর ইল্লতের দিকে لِاِثْبَاتِ সাব্যস্ত করার জন্য الْاُوْلٰى প্রথম ইল্লতকে كَمَا اِذَا عَلَّلَ যেমনি ইল্লত পেশকারী فِى الصَّبِىِّ اُخْرٰى
অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চার নিকট الْوَدِيْعَةِ মাল গচ্ছিত রাখা প্রসঙ্গে اَنَّهُ اِذَا اسْتَهْلَكَ যদি বাচ্চাটি ধ্বংস করে দেয় الْمُوْدَعِ مَالًا গচ্ছিত মাল لَا
তাহলে সে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না لِاَنَّهُ مُسَلَّطٌ কেননা, সে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল عَلَى الْاِسْتِهْلَاكِ উক্ত মাল ধ্বংস করার يَضْمَنُ
ব্যাপারে مِنْ جَانِبِ الْمُوْدِعِ আমানতকারীর পক্ষ হতে فَاِنْ قَالَ السَّائِلُ যার উপর আপত্তিকারী পক্ষ হতে যদি এ আপত্তি উত্থাপন করে لَا
তবে আমরা এটা স্বীকার করি না اَنَّهُ مُسَلَّطٌ যে সে ক্ষমতাপ্রাপ্ত عَلَى الْاِسْتِهْلَاكِ মাল ধ্বংস করার ব্যাপারে بَلْ عَلَى الْحِفْظِ نُسَلِّمُ
বরং তাকে তো মাল হেফাজত করারই জিম্মাদার বানানো হয়েছিল يَنْتَقِلُ الْمُعَلِّلُ তখন ইল্লত পেশকারী ধাবিত হয় اِلٰى عِلَّةٍ اُخْرٰى
অপর একটি ইল্লতের দিকে يَثْبُتُ بِهَا যা দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যায় الْعِلَّةُ الْاُوْلٰى প্রথম ইল্লত اَعْنِى অর্থাৎ التَّسْلِيْطَ অনুমতি প্রাপ্তি
اِلٰى حُكْمٍ اٰخَرَ ধ্বংসকরণের اَلْبَتَّةَ অবশ্যম্ভাবীরূপে اَوْ অথবা يَنْتَقِلُ প্রত্যাবর্তন করবে مِنْ حُكْمٍ এক হুকুম হতে عَلَى الْاِسْتِهْلَاكِ
অন্য হুকুমের দিকে بِالْعِلَّةِ الْاُوْلٰى এবং ইল্লত তাই থাকবে যা প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছিল كَمَا اِذَا عَلَّلَ যেমনি ইল্লত বর্ণনা করা عَلٰى
مِنْ بَدَلِ জায়েজ হওয়ার اِعْتَاقِ আজাদ করা الْمُكَاتَبِ মুকাতাব গোলামকে الَّذِىْ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا যে কিছুই আদায় করেনি جَوَازِ
عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ কিতাবাতের বিনিময় মূল্য হতে عَنِ الْكَفَّارَةِ কাফফারা স্বরূপ بِاَنَّ الْكِتَابَةَ কেননা, এটা তথা কিতাবাত الْكِتَابَةِ
এমন একটি বিনিময় চুক্তি يَحْتَمِلُ যা সম্ভাবনা রাখে الْفَسْخَ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার بِالْاِقَالَةِ একালার মাধ্যমে اَوْ بِعَجْزِ অথবা অক্ষম
হওয়ার প্রেক্ষিতে الْمُكَاتَبِ মুকাতাব ব্যক্তি عَنِ الْاَدَاءِ কিতাবাতের বিনিময় মূল্য আদায় করা হতে فَلَا يَمْنَعُ সুতরাং নাজায়েজ হবে না
اِنَّا قَائِلٌ ব্যয় খাতের মধ্যে আনয়ন করা اِلَى الْكَفَّارَةِ কাফফারার فَاِنْ قَالَ الْخَصْمُ অতঃপর যদি আপত্তিকারী এভাবে বলে যে الصَّرْفَ
আমরাও তো স্বীকার করি بِمُوْجَبِهٖ এ তা'লীলের হুকুমকে اِذْ عِنْدِىْ যেহেতু আমার নিকট عَقْدُ الْكِتَابَةِ কিতাবাতের চুক্তি لَا اَيْضًا
বাধা প্রদান করে না الصَّرْفَ আজাদ করা اِلَى الْكَفَّارَةِ কাফফারা স্বরূপ। يَمْنَعُ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ لِاَنَّهُ اِمَّا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اِنْتِقَالْ পদ্ধতিসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে। مُعَلِّلْ -এর স্থিরকৃত عِلَّةْ যখন বিরোধীতার সম্মুখীন হয়, তখন তিনি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে اِعْتِرَاضْ হতে বাঁচার চেষ্টা করে থাকেন। একে পরিভাষায় اِنْتِقَالْ বলে। এটা চার প্রকার।

এক. প্রথম عِلَّةْ হতে مُعَلِّلْ অন্য عِلَّةْ -এর প্রতি ধাবিত হবে। এতে তাঁর উদ্দেশ্য হবে প্রথম عِلَّةْ টিকে সাব্যস্ত করা। যেমন– কেউ শিশুর নিকট মাল আমানত রাখল। শিশু উক্ত মালকে ধ্বংস করে ফেলল। এমতাবস্থায় مُعَلِّلْ বললেন যে, যেহেতু শিশুর নিকট মাল আমানত রাখা মানেই হলো একে ধ্বংস করার জন্য তাকে নিয়োগ করা, সেহেতু শিশুকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এখানে اِعْتِرَاضْ কারী বলতে পারে যে, শিশুকে মাল ধ্বংস করার জন্য তার নিকট মাল আমানত রাখা হয়েছে তা আমরা সমর্থন করি না। কেননা, মালতো হেফাজত করার জন্যই আমানত রাখা হয়ে থাকে। সুতরাং এ اِعْتِرَاضْ হতে বাঁচার জন্য مُعَلِّلْ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ পূর্বোক্ত عِلَّةْ হতে ধাবিত হয়ে এমন عِلَّةْ -এর শরণাপন্ন হয়েছেন যার দ্বারা প্রথমোক্ত عِلَّةْ সাব্যস্ত হয়ে যায়। কেননা, শিশু نَاقِصُ الْعَقْلِ হওয়ার কারণে হেফাজতের যোগ্যতা রাখে না। তথাপি তার নিকট আমানত রাখার অর্থই হলো মালকে ধ্বংস করা।

وَاِنَّمَا الْمَانِعُ هُوَ نُقْصَانُ تَمَكُّنٍ فِى الرِّقِّ بِسَبَبِ هٰذَا الْعَقْدِ اِذِ الْعِتْقُ مُسْتَحِقٌّ لِلْعَبْدِ بِسَبَبِ الْكِتَابَةِ فَحِيْنَئِذٍ يَنْتَقِلُ الْمُعَلِّلُ مِنْ حُكْمٍ اِلٰى حُكْمٍ اٰخَرَ بِالْعِلَّةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَيَقُوْلُ هٰذَا الْعَقْدُ لَا يُوْجِبُ نُقْصَانًا مَانِعًا مِنَ الرِّقِّ اِذْ لَوْ كَانَ كَذٰلِكَ لَمَا جَازَ فَسْخُهٗ لِاَنَّ نُقْصَانَهٗ اِنَّمَا يَثْبُتُ بِثُبُوْتِ الْحُرِّيَّةِ مِنْ وَجْهٍ وَالْحُرِّيَّةُ مِنْ وَجْهٍ لَا تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَقَدْ اَثْبَتَ الْمُعَلِّلُ بِالْعِلَّةِ الْاُوْلٰى اَعْنِىْ اِحْتِمَالَ الْكِتَابَةِ لِفَسْخِ الْحُكْمِ الْاٰخَرِ وَهُوَ عَدَمُ اِيْجَابِ نُقْصَانٍ مَانِعٍ مِنَ الرِّقِّ اَوْ يَنْتَقِلُ اِلٰى حُكْمٍ اٰخَرَ وَعِلَّةٍ اُخْرٰى كَمَا فِى الْمَسْاَلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ بِعَيْنِهَا اِذَا قَالَ السَّائِلُ اِنَّ عِنْدِىْ هٰذَا الْعَقْدُ لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّكْفِيْرِ بَلِ الْمَانِعُ نُقْصَانُ الرِّقِّ يَقُوْلُ الْمُعَلِّلُ هٰذَا عَقْدُ مُعَامَلَةٍ بَيْنَ الْعِبَادِ كَسَائِرِ الْعُقُوْدِ فَوَجَبَ اَنْ لَا يُوْجِبَ نُقْصَانًا فِى الرِّقِّ مِثْلِهٖ فَهٰذَا اِنْتِقَالٌ اِلٰى حُكْمٍ اٰخَرَ وَعِلَّةٍ اُخْرٰى كَمَا تَرٰى اَوْ يَنْتَقِلُ مِنْ عِلَّةٍ اِلٰى عِلَّةٍ اُخْرٰى لِاِثْبَاتِ الْحُكْمِ الْاَوَّلِ لَا لِاِثْبَاتِ الْعِلَّةِ الْاُوْلٰى وَلَمْ يُوْجَدْ لَهٗ نَظِيْرٌ فِى الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ وَلِهٰذَا قَالَ وَهٰذِهِ الْوُجُوْهُ صَحِيْحَةٌ اِلَّا الرَّابِعَ لِاَنَّ الْاِنْتِقَالَ اِنَّمَا جُوِّزَ لِيَكُوْنَ مَقَاطِعُ الْبَحْثِ فِىْ مَجْلِسِ الْمُنَاظَرَةِ۔

সরল অনুবাদ : বরং كِتَابَة-এর চুক্তির কারণে এ গোলামটির গোলামীর মধ্যে যে ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে, তা-ই বাধা প্রদান করে থাকে। কেননা, كِتَابَة-এর চুক্তির কারণে গোলামটি আজাদী লাভের যোগ্য হয়ে গেছে। তখন তা'লীল পেশকারী এ হুকুম হতে প্রত্যাবর্তন করে সাবেক ইল্লত দ্বারা অন্য একটি হুকুম সাব্যস্ত করার প্রতি মনোযোগী হবে এবং বলবে যে, كِتَابَة-এর চুক্তি গোলামটির গোলামীর মধ্যে এমন কোনো ক্ষতির কারণ নয়, যা কাফ্‌ফারাস্বরূপ আজাদ করা হতে বাধা প্রদান করবে। কেননা, যদি এমন কোনো ক্ষতির কারণ হতো, তাহলে এ চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েজ হতো না। এ জন্য যে, গোলামীর মধ্যে এমন কোনো ক্ষতির কারণ নয়, যা কাফ্‌ফারাস্বরূপ আজাদ করা হতে বাধা প্রদান করবে। ৩. **অথবা তা অন্য হুকুম এবং অন্য ইল্লতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।** যেমন, হুবহু উল্লিখিত অত্র মাসআলাটির ক্ষেত্রে যখন আপত্তিকারী বলে– আমরা এটা বলি না যে, স্বয়ং চুক্তিটি কাফ্‌ফারাস্বরূপ আজাদ করা হতে বাধা প্রদান করে; বরং এটাই বলি যে, গোলামীর ক্ষেত্রে যখন আপত্তিকারী বলে– আমরা এটা বলি না যে, স্বয়ং চুক্তিটি কাফ্‌ফারাস্বরূপ আজাদ করা হতে বাধা প্রদান করে; বরং এটাই বলি যে, গোলামীর ক্ষতিই বাধা প্রদান করে থাকে। তখন এটার উত্তরে ইল্লত পেশকারী অন্য ইল্লত বর্ণনা করবে যে, এ كِتَابَة-এর চুক্তি ও গোলামদের বেলায় প্রচলিত অন্যান্য চুক্তি (যেমন– خِيَار شَرْط-এর মাধ্যমে গোলাম বিক্রয় করা ও গোলামকে ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি)-এর ন্যায় একটি চুক্তি মাত্র। সুতরাং অন্যান্য চুক্তি। যেমন– গোলামীর ক্ষতির কারণ নয়, তদ্রূপ كِتَابَة-এর চুক্তিও ক্ষতির কারণ হবে না। এ তা'লীলের মধ্যে হুকুমও পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং ইল্লতও বদলে গেছে। ৪. **অথবা প্রথম হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য এক ইল্লত হতে অন্য ইল্লতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, প্রথম ইল্লত সাব্যস্ত করার জন্য নয়।** কিন্তু শরয়ী মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে তার কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না, এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, **এ সমস্ত প্রত্যাবর্তনের কারণ সবই বিশুদ্ধ কিন্তু চতুর্থ কারণটি ব্যতীত।** কেননা, দ্বিতীয় কালামের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এ জন্য জায়েজ রাখা হয়েছে যে, যেন বিতর্কের মজলিসেই আলোচনা শেষ হয়ে যায়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنَّمَا الْمَانِعُ একমাত্র বাধা প্রদান করে هُوَ نُقْصَانُ সে ক্ষতিই تَمَكُّنٍ যা সৃষ্টি হয়েছে فِى الرِّقِّ এ গোলামটির গোলামীর মধ্যে بِسَبَبِ কারণে هٰذَا الْعَقْدِ এ كِتَابَة-এর চুক্তির اِذِ الْعِتْقُ যেহেতু আজাদী লাভ করার مُسْتَحِقٌّ لِلْعَبْدِ এ গোলামটি যোগ্য হয়ে পড়েছে بِسَبَبِ الْكِتَابَةِ কিতাবাতের এ চুক্তির কারণে فَحِيْنَئِذٍ يَنْتَقِلُ তখন মনোযোগী হবে الْمُعَلِّلُ তা'লীল পেশকারী مِنْ حُكْمٍ এ হুকুম হতে প্রত্যাবর্তন করে اِلٰى حُكْمٍ اٰخَرَ অন্য একটি হুকুম সাব্যস্তকরণের দিকে بِالْعِلَّةِ الْمَذْكُوْرَةِ উল্লিখিত ইল্লত দ্বারা وَيَقُوْلُ এবং বলবে هٰذَا الْعَقْدُ এ চুক্তি لَا يُوْجِبُ نُقْصَانًا গোলামটির গোলামীর মধ্যে হতে এমন

কোনো ক্ষতির কারণ নয় إِذْ لَوْ كَانَ كَذٰلِكَ যা কাফফারা স্বরূপ আজাদ করা হতে বাধা প্রদান করে مَانِعًا مِنَ الرِّقِّ কেননা, যদি এমন কোনো ক্ষতির কারণ হতো لِأَنَّ نُقْصَانَهُ তাহলে এ চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েজ হতো না لَمَا جَازَ فَسْخُهُ এ জন্য যে গোলামীর মধ্যে ক্ষতির অর্থ হলো وَالْحُرِّيَّةُ مِنْ وَجْهٍ সাব্যস্ত হয়ে যাবে إِنَّمَا يَثْبُتُ একরূপ مِنْ وَجْهٍ আজাদী বা স্বাধীনতা بِثُبُوْتِ الْحُرِّيَّةِ আর স্বাধীনাত যেভাবেই সাব্যস্ত হোক না কেন لَا تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ তা ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না فَقَدْ اَثْبَتَ الْمُعَلِّلُ লক্ষণীয় যে ইল্লত পেশকারী সাব্যস্ত করে দিয়েছেন بِالْعِلَّةِ الْاُوْلٰى প্রথম ইল্লত দ্বারা اَعْنِىْ অর্থাৎ اِحْتِمَالَ الْكِتَابَةِ কিতাবাতের চুক্তির সম্ভাবনা রাখে لِفَسْخٍ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার الْحُكْمَ الْاٰخَرَ অন্য একটি হুকুমকে وَهُوَ عَدَمُ আর তা নয় اِيْجَابِ نُقْصَانٍ ক্ষতির কারণ مَانِعٍ مِنَ الرِّقِّ যা কাফফারা স্বরূপ আজাদ করা হতে বাধা প্রদান করবে أَوْ يَنْتَقِلُ অথবা তা প্রত্যাবর্তন করবে إِلٰى حُكْمٍ اٰخَرَ অন্য হুকুমের দিকে وَعِلَّةٍ اُخْرٰى এবং অন্য ইল্লতের দিকে كَمَا فِى الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ যেমনি উল্লিখিত মাসআলার ক্ষেত্রে بِعَيْنِهَا হুবহু إِذَا قَالَ السَّائِلُ যখন আপত্তিকারী বলবে إِنَّ عِنْدِىْ নিশ্চয়ই আমার নিকট هٰذَا الْعَقْدَ এ চুক্তি لَا يَمْنَعُ বাধা প্রদান করে না مِنَ التَّكْفِيْرِ কাফফারা স্বরূপ আজাদ করা হতে بَلِ الْمَانِعُ বরং বলি বাধা প্রদান করে থাকে نُقْصَانُ الرِّقِّ গোলামীর ক্ষতিই يَقُوْلُ الْمُعَلِّلُ তখন এর জবাবে ইল্লত পেশকারী অন্য ইল্লত বর্ণনা করবে যে هٰذَا عَقْدٌ এ চুক্তিও مُعَامَلَةٍ بَيْنَ الْعِبَادِ গোলামদের বেলায় প্রচলিত চুক্তি كَسَائِرِ الْعُقُوْدِ অন্যান্য চুক্তিসমূহের ন্যায় فَوَجَبَ সুতরাং অন্যান্য চুক্তি যেমন ক্ষতির কারণ নয় اَنْ لَا يُوْجِبَ نُقْصَانًا এটাও ক্ষতির কারণ নয় فِى الرِّقِّ কিতাবাতের চুক্তি مِثْلَهُ তদ্রূপ فَهٰذَا اِنْتِقَالٌ এ তা'লীলের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে إِلٰى حُكْمٍ اٰخَرَ হুকুমও وَعِلَّةٍ اُخْرٰى এবং ইল্লতও বদলে গেছে كَمَا تَرٰى যেমনটি তুমি দেখছ أَوْ يَنْتَقِلُ অথবা প্রত্যাবর্তন করবে مِنْ عِلَّةٍ এক ইল্লত হতে إِلٰى عِلَّةٍ اُخْرٰى অন্য ইল্লতের দিকে لِإِثْبَاتِ সাব্যস্তকরণের জন্য الْحُكْمِ الْاَوَّلِ প্রথম ইল্লত لَا لِإِثْبَاتِ সাব্যস্ত করার জন্য নয় الْعِلَّةِ الْاُوْلٰى প্রথম ইল্লত وَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ কিন্তু পাওয়া যায় না نَظِيْرٌ -এর কোনো উদাহরণ فِى الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ শরয়ী মাসআলাসমূহে وَلِهٰذَا قَالَ এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) বলেছেন وَهٰذِهِ الْوُجُوْهُ এ সব প্রত্যাবর্তনের কারণ সবই صَحِيْحَةٌ বিশুদ্ধ إِلَّا الرَّابِعُ চতুর্থ কারণ ব্যতীত لِأَنَّ الْاِنْتِقَالَ কেননা, দ্বিতীয় কালামের দিকে প্রত্যাবর্তন করা إِنَّمَا جُوِّزَ এ জন্য জায়েজ রাখা হয়েছে لِيَكُوْنَ مَقَاطِعُ الْبَحْثِ যেন আলোচনা শেষ হয়ে যায় فِى مَجْلِسِ الْمُنَاظَرَةِ বিতর্কের মজলিসেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا الْمَانِعُ هُوَ نُقْصَانٌ تَمَكَّنَ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে اِنْتِقَالٌ-এর দ্বিতীয় পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। مُعَلِّلْ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য এক حُكْم হতে অন্য حُكْم-এর প্রতি ধাবিত হয়ে থাকে। আর উক্ত দ্বিতীয় حُكْم টিকে প্রথম عِلَّة-এর মাধ্যমেই সাব্যস্ত করে থাকেন। যেমন– مُعَلِّلْ বলল যে, যে مُكَاتَبْ এখন পর্যন্ত বিনিময়ের কিছু মাত্র আদায় করেনি তাকে কাফফারা হিসেবে আদায় করা জায়েজ হবে। এর عِلَّة এই যে, এটা এমন একটি عَقْد যা اِقَالَه অথবা বিনিময় আদায় করতে অক্ষম হওয়ার কারণে فَسْخ (রহিত) হয়ে যাওয়ার অবকাশ আছে। কাজেই একে কাফফারার খাতে ব্যয় করা জায়েজ হবে।

এখানে যদি مُعْتَرِضْ বলে যে, আমাদের মতেও مُكَاتَبْ গোলামকে কাফফারা হিসেবে আদায় করার ব্যাপারে মূল عَقْد বাধা নয়; বরং এটার কারণে গোলামের গোলামীতে যে ত্রুটি পৌঁছেছে তাই বাধা, তাহলে مُعَلِّلْ প্রথমোক্ত عِلَّة-এর দ্বারা অন্য একটি حُكْم সাব্যস্ত করার প্রয়াস পাবেন। অর্থাৎ তিনি বলবেন যে, كِتَابَة-এর عَقْد গোলামের গোলামীতে এমন ত্রুটির সৃষ্টি করে না যা একে কাফফারা হিসেবে আদায় করার জন্য প্রতিবন্ধক হবে। কেননা, এরূপ হলে এটার فَسْخ জায়েজ হতো না।

قَوْلُهُ اَوْ يَنْتَقِلُ مِنْ عِلَّةٍ اِلٰى عِلَّةٍ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে اِنْتِقَالْ-এর চতুর্থ প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। তা এই যে, مُعَلِّلْ প্রথম حُكْم সাব্যস্ত করার জন্য এক عِلَّت হতে অন্য عِلَّت-এর প্রতি ধাবিত হবেন। অবশ্য শরিয়তের মাসআলাসমূহের মধ্যে এটার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আমাদের সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, اِنْتِقَالْ-এর অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ গ্রহণযোগ্য ও সহীহ; কিন্তু এ চতুর্থ প্রকার গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, اِنْتِقَالْ-কে বৈধ রাখার উদ্দেশ্য হলো যেন মজলিসেই বিতর্কের সমাধান হয়ে যায়। অথচ এ চতুর্থ প্রকারের দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য সফল হয় না।

وَلَا يَتِمُّ ذٰلِكَ فِى الرَّابِعِ لِاَنَّ الْعِلَلَ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ فَلَوْ جَوَّزْنَا الْاِنْتِقَالَ اِلَى الْعِلَلِ لِاَجْلِ الْحُكْمِ الْاَوَّلِ بِعَيْنِهٖ لَتَسَلْسَلَ اِلٰى مَا لَا يَتَنَاهٰى ثُمَّ اُوْرِدَ عَلٰى هٰذَا اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ اِنْتَقَلَ اِلٰى عِلَّةٍ اُخْرٰى لِاِثْبَاتِ الْحُكْمِ الْاَوَّلِ حَيْثُ حَاجَّهٗ نَمْرُوْدُ اللَّعِيْنُ لِاِثْبَاتِ الْاِلٰهِ فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ قَالَ نَمْرُوْدُ اَنَا اُحْيِىْ وَاُمِيْتُ فَاَمَرَ بِاِطْلَاقِ اَحَدِ الْمَسْجُوْنِيْنَ وَقَتْلِ الْاٰخَرِ فَانْتَقَلَ اِبْرَاهِيْمُ لِاِثْبَاتِ الْاِلٰهِ اِلٰى عِلَّةٍ اُخْرٰى وَقَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ نَمْرُوْدُ وَسَكَتَ فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْهُ بِقَوْلِهٖ وَمُحَاجَّةُ الْخَلِيْلِ (ع) مَعَ اللَّعِيْنِ لَيْسَتْ مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ لِاَنَّ الْحُجَّةَ الْاُوْلٰى كَانَتْ لَازِمَةً حَقَّةً وَلٰكِنْ لَمْ يَفْهَمِ اللَّعِيْنُ مُرَادَهَا ـ

সরল অনুবাদ : কিন্তু চতুর্থ অবস্থা বিশুদ্ধ মেনে নিলে একথা পূর্ণ হয় না। কেননা, প্রকৃত সত্য এই যে, ইল্লতের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। সুতরাং যদি হুবহু প্রথম হুকুমকে সাব্যস্ত করার জন্য অন্যান্য ইল্লতের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে আমরা জায়েজ রাখি, তাহলে এক সীমাহীন সিল্‌সিলা আবশ্যক হবে (এবং আলোচনা কখনো শেষ হবে না)। এটার উপর একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) অভিশপ্ত নম্‌রূদের সামনে যখন আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপর দলিল কায়েম করলেন, তখন সেই হুকুমকে সাব্যস্ত করার জন্য তিনি এক ইল্লত হতে অন্য ইল্লতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সুতরাং হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) প্রথমে এই দলিল পেশ করলেন যে, "আমার প্রভু সেই সত্তা, যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন।" তখন নম্‌রূদ বলল, "আমিও তো জীবন এবং মৃত্যু দান করতে পারি।" আর এ দাবিকে সাব্যস্ত করার জন্য দু'জন কয়েদির মধ্য হতে একজনকে জীবিত ছেড়ে দেওয়ার এবং অন্যজনকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে দিল। তখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) তাঁর اِثْبَاتِ اِلٰه-এর দাবির জন্য অন্য ইল্লতের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন, 'নিশ্চয়ই আমার প্রভু পূর্ব দিক হতে সূর্য উদিত করেন। তুমি তা পশ্চিম দিক হতে উদিত করে দেখাও।" তখন নম্‌রূদ হতবুদ্ধি ও নিশ্চুপ হয়ে গেল। গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা এটার উত্তর প্রদান করেছেন, **অভিশপ্ত নম্‌রূদের সাথে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর যে বিতর্ক হয়েছিল, তা এই শ্রেণীভুক্ত নয়।** কেননা, তাঁর প্রথম দলিলটি হক এবং অবশ্যম্ভাবী ছিল; কিন্তু অভিশপ্ত নম্‌রূদ এটার উদ্দেশ্যই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا يَتِمُّ ذٰلِكَ আর এ কথা পূর্ণ হয় না فِى الرَّابِعِ চতুর্থ অবস্থা বিশুদ্ধ মেনে নিলে لِاَنَّ الْعِلَلَ কেননা, ইল্লতের غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ কোনো সীমা পরিসীমা নেই فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ প্রকৃত সত্য কথা فَلَوْ جَوَّزْنَا সুতরাং আমরা যদি জায়েজ মনে করি الْاِنْتِقَالَ প্রত্যাবর্তন করাকে اِلَى الْعِلَلِ অন্যান্য ইল্লতের দিকে لِاَجْلِ الْحُكْمِ হুকুমকে সাব্যস্তকরণের জন্য الْاَوَّلِ بِعَيْنِهٖ হুবহু প্রথমটিকে لَتَسَلْسَلَ তাহলে একটি সিনসিলা হবে اِلٰى مَا لَا تَنَاهٰى যার কোনো সীমা নেই তথা সীমাহীন ثُمَّ اُوْرِدَ عَلٰى هٰذَا সুতরাং এর উপর একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ হযরত ইবরাহীম (আ.) قَدْ اِنْتَقَلَ প্রত্যাবর্তন করেছেন اِلٰى عِلَّةٍ اُخْرٰى এক ইল্লত হতে অন্য ইল্লতের দিকে لِاِثْبَاتِ সাব্যস্তকরণের জন্য الْحُكْمِ الْاَوَّلِ প্রথম হুকুমকে حَيْثُ حَاجَّهٗ যখন তিনি দলিল কায়েম করেছেন نَمْرُوْدُ اللَّعِيْنُ অভিশপ্ত নমরূদের সম্মুখে لِاِثْبَاتِ الْاِلٰهِ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্তকরণে فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথমে এই দলিল পেশ করেন رَبِّىَ الَّذِىْ আমার প্রভু সেই সত্তা يُحْيِىْ যিনি জীবন দান করেন وَيُمِيْتُ এবং মৃত্যুদান করেন قَالَ نَمْرُوْدُ তখন নমরূদ বলল اَنَا اُحْيِىْ وَاُمِيْتُ আমিও তো জীবন ও মৃত্যুদান করতে পারি فَاَمَرَ তখন সে আদেশ প্রদান করল بِاِطْلَاقِ ছেড়ে দিতে اَحَدِ الْمَسْجُوْنِيْنَ দুই কয়েদির একজনকে وَقَتْلِ الْاٰخَرِ এবং অন্যজনকে হত্যা করার আদেশ দিল فَانْتَقَلَ اِبْرَاهِيْمُ তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রত্যাবর্তন করলেন لِاِثْبَاتِ الْاِلٰهِ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সাব্যস্তকরণে اِلٰى عِلَّةٍ اُخْرٰى অন্য একটি ইল্লতের দিকে وَقَالَ এবং বললেন فَاِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয়ই আমার প্রভু يَأْتِىْ بِالشَّمْسِ সূর্য উদিত করেন مِنَ الْمَشْرِقِ পূর্ব দিক হতে فَأْتِ بِهَا অতএব তুমি উদিত করে দেখাও مِنَ الْمَغْرِبِ পশ্চিম দিক হতে فَبُهِتَ نَمْرُوْدُ তখন নমরূদ হতবুদ্ধি হয়ে গেল وَسَكَتَ এবং নিশ্চুপ হয়ে গেল فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْهُ অতঃপর গ্রন্থকার এর জবাব প্রদান করলেন بِقَوْلِهٖ তাঁর এ কাওল দ্বারা وَمُحَاجَّةُ الْخَلِيْلِ (ع) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যে বিতর্ক হয়েছিল مَعَ اللَّعِيْنِ অভিশপ্ত নমরূদের সাথে لَيْسَتْ مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ তা এ শ্রেণীভুক্ত নয় لِاَنَّ الْحُجَّةَ الْاُوْلٰى কেননা, তার প্রথম দলিলটি كَانَتْ لَازِمَةً حَقَّةً ছিল হক এবং অবশ্যম্ভাবী وَلٰكِنْ لَمْ يَفْهَمِ اللَّعِيْنُ কিন্তু অভিশপ্ত নমরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি مُرَادَهَا এটার উদ্দেশ্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمُحَاجَّةُ الْخَلِيْلِ (ع) مَعَ اللَّعِيْنِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি اِعْتِرَاض ও তার জবাব প্রদান করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছিল যে, اِنْتِقَال-এর চারটি পদ্ধতির মধ্যে চতুর্থটি গ্রহণযোগ্য নয়। আর তা হলো প্রথম حُكْم-কে সাব্যস্ত করার জন্য এক عِلَّة হতে অন্য عِلَّة-এর দিকে ধাবিত হওয়া। কেননা, তাতে সমস্যার সমাধান হয় না।

[অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়।]

فَسَاغَ لِلْخَلِيْلِ اَنْ يَقُوْلَ هٰذَا لَيْسَ بِاِحْيَاءٍ وَاِمَاتَةٍ بَلْ اِطْلَاقٌ وَقَتْلٌ وَعَلَيْكَ اَنْ تُمِيْتَ الْحَيَّ بِقَبْضِ الرُّوْحِ مِنْ غَيْرِ اٰلَةٍ وَتُحْيِي الْمَوْتٰى بِاِعَادَةِ الْحَيٰوةِ فِيْهِمْ اِلَّا اَنَّهُ اِنْتَقَلَ دَفْعًا لِلْاِشْتِبَاهِ مِنَ الْجُهَّالِ فَاِنَّهُمْ كَانُوْا اَصْحَابَ الظَّوَاهِرِ لَا يَتَأَمَّلُوْنَ فِىْ حَقَائِقِ الْمَعَانِى الدَّقِيْقَةِ فَضَمَّ اِلَيْهَا الْحُجَّةَ الظَّاهِرَةَ بِلَا اِشْتِبَاهٍ لِيَنْقَطِعَ مَجْلِسُ الْمُنَاظَرَةِ وَيَعْتَرِفُوْنَ بِالْعَجْزِ ـ

সরল অনুবাদ : তখন এটার উপর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য এরূপ বলা সম্ভব ছিল যে, তুমি যা কিছু করে দেখিয়েছ, তার নাম 'জীবিত করা' ও 'মৃত্যু দান করা' নয়; বরং এটা তো 'কয়েদ হতে মুক্তি প্রদান করা' ও 'হত্যা করা' হয়েছে। যদি তুমি সত্যি সত্যিই মৃত্যু ও জীবন দান করতে পার, তাহলে তোমার উপর আবশ্যক এই যে, কোনো অস্ত্রের সাহায্য ছাড়াই জান কবজ করে জীবিতকে মেরে ফেলবে এবং মৃতদের মধ্যে হায়াত ফিরিয়ে দিয়ে তাদেরকে জীবিত করে দিবে। **কিন্তু মূর্খদের সংশয় দূর করার উদ্দেশ্যেই তিনি এ দলিলটিকে ছেড়ে দিলেন।** কেননা, নমরূদ ও তার সঙ্গীরা সবাই বাহ্যদর্শী ছিল। সূক্ষ্ম তত্ত্বাদি হৃদয়ঙ্গম করার কোনো যোগ্যতাই তাদের মধ্যে ছিল না। এ জন্য তিনি দ্বিতীয় একটি সুস্পষ্ট দলিল পেশ করে দিলেন যাতে কোনো সংশয়ের অবকাশ ছিল না। যেন বিতর্কের মজলিস তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় এবং তারা তাদের অক্ষমতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَسَاغَ لِلْخَلِيْلِ তখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য সম্ভব ছিল اَنْ يَقُوْلَ هٰذَا এ কথা বলা لَيْسَ بِاِحْيَاءٍ وَاِمَاتَةٍ তুমি যা কিছু দেখিয়েছ তার নাম জীবিত করা ও মৃত্যু দান করা নয় بَلْ اِطْلَاقٌ বরং এটাতো বন্দী হতে মুক্তি দান করা وَقَتْلٌ ও হত্যা করা وَعَلَيْكَ اَنْ تُمِيْتَ যদি তুমি সত্যি সত্যি মৃত্যু ও জীবন দান করতে পার তাহলে তোমার উপর আবশ্যক এই যে মেরে ফেলা الْحَيَّ কোনো জীবিতকে بِقَبْضِ الرُّوْحِ জান কবজ করে مِنْ غَيْرِ اٰلَةٍ কোনো অস্ত্র ব্যতীত وَتُحْيِي الْمَوْتٰى আর মৃতদের মধ্যে জীবিত করা بِاِعَادَةِ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে الْحَيٰوةِ জীবন فِيْهِمْ তাদের মাঝে اِلَّا اَنَّهُ اِنْتَقَلَ কিন্তু তিনি এ দলিলকে ছেড়ে দিলেন دَفْعًا দূর করার জন্য لِلْاِشْتِبَاهِ সংশয় مِنَ الْجُهَّالِ মূর্খদের فَاِنَّهُمْ كَانُوْا কেননা, নমরূদ ও তার সাথীবর্গ ছিল اَصْحَابَ الظَّوَاهِرِ বহুদর্শী لَا يَتَأَمَّلُوْنَ তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না فِىْ حَقَائِقِ الْمَعَانِى الدَّقِيْقَةِ সূক্ষ্ম তত্ত্বাদি فَضَمَّ اِلَيْهَا সুতরাং তিনি এর সাথে পেশ করলেন الْحُجَّةَ الظَّاهِرَةَ সুস্পষ্ট দলিল بِلَا اِشْتِبَاهٍ যার মধ্যে কোনো সংশয়ের অবকাশ ছিল না لِيَنْقَطِعَ যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় مَجْلِسُ الْمُنَاظَرَةِ বিতর্কের মজলিস وَيَعْتَرِفُوْنَ এবং তারা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় بِالْعَجْزِ তাদের অক্ষমতা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

এর উপর একটি اِعْتِرَاضْ হয়ে থাকে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) নমরূদের সাথে مُنَاظَرَه (বিতর্ক) করার সময় এক عِلَّت হতে অন্য عِلَّت-এর দিকে ধাবিত হয়ে কিভাবে প্রথম حُكْم তথা আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন? কেননা, বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন প্রথমত আল্লাহর পরিচয় জ্ঞাপন করতে গিয়ে বললেন, 'আমার প্রভু তিনি-যিনি জীবিতকে মৃত্যু দান করেন আর মৃতকে করেন জীবিত।' এতে নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্মুখে দু'জন কয়েদিকে উপস্থিত করল। অতঃপর তাদের একজনকে মুক্ত করে দিল আর অপরজনকে মৃত্যুদণ্ড দিল। এর দ্বারা সেও যে মৃতকে জীবিত করতে পারে এবং জীবিতকে মৃত্যু দিতে পারে তা প্রমাণ করার প্রয়াস পেল। এরপর হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আমার প্রভু সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করে। তুমি পারলে একে পশ্চিম দিক হতে উদিত করে দেখাও। এতে কাফির নমরুদ নিরুত্তর ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার মুখ দিয়ে আর কোনো জবাব সরল না। এতে প্রমাণ হয় যে, প্রথম حُكْم- কে সাব্যস্ত করার জন্য এক عِلَّة হতে অন্য عِلَّة-এর اِنْتِقَالْ জায়েজ আছে।

এর জবাবে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) নমরুদের সাথে যে مُنَاظَرَه করেছেন তা উপরোক্ত চতুর্থ প্রকারভুক্ত নয়। কেননা, তাঁর প্রথম দলিলই সম্পূর্ণ সহীহ এবং কার্যকরী ছিল। কিন্তু মূর্খ নমরুদ যেহেতু তা অনুধাবন করতে পারেনি সেহেতু তিনি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন।

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْعَمَلِ ـ

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١- مَا مَعْنَى الْاِجْتِهَادِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَمَا هِىَ شَرَائِطُ الْمُجْتَهِدِ وَمَا حُكْمُهُ؟ بَيِّنُوْا ـ
٢- هَلِ الْمُجْتَهِدُ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ؟ وَكَمْ هُوَ الْحَقُّ فِىْ مَوْضِعِ الْخِلَافِ؟ فَصِّلُوْا مَعَ الْاِخْتِلَافِ ـ
٣- مَوَانِعُ اِنْعِقَادِ الْعِلَّةِ كَمْ هِىَ؟ بَيِّنُوْا كُلَّ قِسْمٍ بِالْاَمْثِلَةِ ـ
٤- مَا هِىَ الْعِلَّةُ الطَّرْدِيَّةُ؟ هَلْ هِىَ تَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ اَمْ لَا؟ بَيِّنُوْا مَعَ بَيَانِ وُجُوْهِ دَفْعِهَا ـ
٥- مَا هِىَ الْمُعَارَضَةُ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا؟ بَيِّنُوْا مُلَخَّصًا ـ

স মা প্ত